আওনুল ওয়াদূদ
আলা সুনানে আবী দাউদ

(সুনানে আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ)

মাওলানা নো'মান আহমদ

মুহাদ্দিস জামি'আ রাহমানিয়া, ঢাকা

পরিচালক : জামি'আ কাসিমিয়া, ঢাকা

আনোয়ার লাইব্রেরী

[একটি রুচিশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]

১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল : ০১৭১৫০২৭৫৬৩, ০১৯১৩৬৮০০১০

প্রথম প্রকাশ ☐ সেপ্টেম্বর ২০০৬ ইং
চতুর্থ সংস্করণ ☐ মার্চ ২০১১ ইং

আওনুল ওয়াদুদ আলা সুনানে আবী দাউদ

(সুনানে আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ)

মাওলানা নো'মান আহমদ
মুহাদ্দিস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

প্রকাশক ☐ মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
আনোয়ার লাইব্রেরী, ১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ☐ ৫০০.০০ টাকা

আল-ইহদা

رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا

যে মায়ের স্নেহ মমতা আর মন উজাড় করা দোয়ায় আল্লাহ জাল্লাজালালুহু আমাকে কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন, দু'চার কলম লেখার সৌভাগ্য হচ্ছে, তাঁর দীর্ঘ ছায়া, বরকতময় হায়াত ও সুস্থ জীবন কামনায়–

– নোমান আহমদ

بسم الله الرحمن الرحيم

حامدا ومصليا ومسلما

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলার অশেষ শুকরিয়া। তাঁর মহা অনুগ্রহে আওনুল ওয়াদূদ আলা সুনানে আবী দাউদ নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। অনেক দিনের শখ, সুনানে আবূ দাউদের একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ তৈরি করব। আল্লাহ তাআলা সে আশা পূর্ণ করেছেন। সুনানে আবূ দাউদ সিহাহ সিত্তার অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব। আহকামে শরঈ জানার একটি বিশাল হাদীস ভাণ্ডার। তবে এটি একটি জটিল গ্রন্থ হিসেবেও প্রসিদ্ধ। বিশেষতঃ قال ابو داود গুলো বুঝা ছাত্রদের জন্য কঠিন। এজন্য আমার মুহাতারাম উস্তাদ জামিআ কাসিমিয়া, ঢাকা-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, ঐতিহ্যবাহী জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা-এর প্রবীণ মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা নোমান আহমদ সাহেব এটির একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ তৈরি করেন। আল হামদুলিল্লাহ তিনি এতে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে গ্রন্থের শুরু থেকে কিতাবুস সালাতের শেষ পর্যন্ত ব্যাখ্যা করেছেন। এতে তিনি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন– ১. قال ابوداود-এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। ২. قال ابوداود বিশিষ্ট হাদীসগুলোর অনুবাদ দিয়েছেন। ৩. قال ابوداود বিশিষ্ট হাদীসের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। ৪. সাহাবীগণের জীবনী সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। ৫. প্রশ্নোত্তর আকারে সাজিয়েছেন। ৬. মূল কিতাব হল ও সহজভাবে উত্তরদানের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। ৭. এ যুগের ছাত্র-ছাত্রীদের মনমানসিকতার প্রতি খেয়াল রেখেছেন। ৮. ইমাম আবু দাউদ র.-এর জীবনী দিয়েছেন। ৯. সুনানে আবু দাউদের বৈশিষ্ট্যাবলী উল্লেখ করেছেন।

ফলে গ্রন্থটি ইনশাআল্লাহ আমাদের দৃষ্টিতে ছাত্রদের জন্য বিশেষ উপকারী হবে বলে মনে হয়। গ্রন্থকার প্রচুর মেহনত করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম জাযা দান করুন। গ্রন্থটিকেও কবূল করুন। সংশ্লিষ্ট সবার নাজাতের উসিলা করুন।

কোন ভুল-ত্রুটি নজরে পড়লে আশাকরি সম্মানিত পাঠক-পাঠিকা আমাদের অবহিত করবেন। আমরা ইনশাআল্লাহ সংশোধনের চেষ্টা করব।

–বিনীত

(মাওলানা) আনোয়ার হোসাইন
জামি'আ আরাবিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকা
০১.০১.০৭ইং

দু'কথা

سبحانك اللهم لاحصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ـ لااله الا الله الحليم الكريم وسبحان الله رب العرش العظيم ـ احمد الله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لاولى القلوب والابصار وتبصرة لاولى الالباب والاعتبار له الحمد ابلغ حمد وازكاه واشمله وانماه واشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له، لاضدله ولاندله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الذل واكبره تكبيرا واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادى الى صراط مستقيم والداعى الى الدين القويم صراط القران العظيم والحديث الكريم وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وانصاره الى يوم الدين ـ امابعد ـ

আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর অসীম শোকরিয়া। তাঁর মহা অনুগ্রহে 'আওনুল ওয়াদূদে আলা সুনানে আবী দাউদ' নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। মূলতঃ প্রথম দিকে قال ابو داود-এর ব্যাখ্যায় হাত দিয়েছিলাম। সংশ্লিষ্ট হাদীসের অনুবাদ ও قال ابو داود-এর ব্যাখ্যা কিতাবুস সালাত পর্যন্ত করছিলাম। এরপর অন্যদের সাথে পরামর্শ করলাম। তারা পরামর্শ দিলেন সংশ্লিষ্ট হাদীসের কিছু ব্যাখ্যাও দিয়ে দেয়ার জন্য। আবার অনেকেই বললেন প্রশ্নোত্তর আকারে সাজানোর কথা। শুরুতে ইচ্ছা ছিল শুধু قال ابو داود-এর ব্যাখ্যা ও সংশ্লিষ্ট হাদীসের অনুবাদ দিব। কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্নজনের পরামর্শে প্রশ্নোত্তরও দিতে হল।

আমরা চাইলাম ছাত্ররা যেন কিতাব বুঝার চেষ্টা করে। সাজেশন আর প্রশ্নোত্তর আকারে নোটের পেছনে না পড়ে। কিন্তু সময়টাই ভিন্ন গতিতে সামনে এগিয়ে চলছে। এখন ছাত্ররা বেশী ঝুকছে প্রশ্নোত্তর সাজেশান ইত্যাদির দিকে। এই স্রোত প্রবল। এটিকে প্রতিহত করা সম্ভব নয়। তাই বাধ্য হয়ে কিতাবের ব্যাখ্যা তৈরীর পর প্রশ্নোত্তর আকারে সাজিয়ে দিলাম। আশা করি ছাত্ররা বিশেষভাবে উপকৃত হবে। প্রাসঙ্গিকভাবে মান্যবর আলিম জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা উবাইদুল হক সাহেবের একটি দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্যের অবতারনা করছি। তিনি শরহে আকাইদের একটি উপকারী সংক্ষিপ্ত নোট লিখেছেন প্রশ্নোত্তর আকারে। এর পরিশিষ্টে স্কুল-কলেজ ভার্সিটি ও মাদরাসার ছাত্রদের নোট সাজেশানপ্রীতির কথা তুলে ধরেছেন। মূলগ্রন্থ বাদ দিয়ে এগুলোর পিছনে পড়ার জন্য তিনি আফসোসও করেছেন। বাস্তবেও এতে কিছু সমস্যা আছে। যার ফলে আকাবির এখনো নোট সাজেশন ইত্যাদিকে তেমন একটা সুনজরে দেখেন না। কিন্তু স্কুল, কলেজ মাদরাসার আধুনিক ছাত্র উস্তাদদের মন মানসিকতা পাল্টে গেছে। এটাও এক বাস্তবতা। এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

খতীব সাহেবের ভাষায়– ইতিহাস বলে, এরূপ পরিস্থিতির মুকাবিলায় নেতিবাচক দিক অবলম্বনের পরিবর্তে ইতিবাচক সংশোধণ ও সংস্কারমূলক সাইড অবলম্বন করাই অধিক উপকারী। যে হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছে তা প্রতিহত করা কঠিন, কিন্তু ভাল দিকে মোড় নেয়া

সহজ। এসব বিষয় মাথায় রেখেই সুনানে আবু দাউদের এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি এভাবে তৈরী করলাম। এতে একদিকে যেমন শরহের দিক রয়েছে, অপরদিকে প্রশ্নোত্তর আকারে আধুনিক যুগের প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টাও করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এ গ্রন্থে বিতর্কিত মাসায়েলের বেশির ভাগই নেয়া হয়েছে জাষ্টিস মাওলানা তকী উসমানীর দরসে তিরমিযী (লেখকের অনুদিত বাংলা দরসে তিরমিযী) থেকে। আর কিছু কিছু অন্যান্য কিতাব থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। সাথে সাথে হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট সাহাবীর জীবনীও দেয়া হয়েছে। যাতে একজন ছাত্রের কিতাব অনুধাবনের সাথে সাথে পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণও সহজ হয়।

দুর্বল বান্দার এ প্রচেষ্টাকে আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন। ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখুন। দুনিয়া আখিরাতে বেইযযত না করুন। পাঠক-পাঠিকা ও লেখককে উপকৃত হবার তাওফীক দিন। আমীন।

ربنا لاتخزنا فی الدنیا والاخرة ۔ ربنالا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ۔ اللهم یسر لنا امورنا اللهم لاسهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت ۔ والحمد لله اولا واخرا وصلى الله على سیدنا محمد واله واصحابه اجمعین ۔

–বিনীত

নোমান আহমদ

ইমাম আবু দাউদ র. ঃ জীবন ও কর্ম

নাম–সুলাইমান। **উপনাম**–আবু দাউদ। **বংশ**–ইমাম আবু দাউদ র.-এর বংশ সম্পর্কে দুটি উক্তি রয়েছে–১. সুলাইমান ইবনে আশ'আছ ইবনে ইসহাক ইবনে বশীর ইবনে শাদ্দাদ। ২. সুলাইমান ইবনে আশ'আছ ইবনে শাদ্দাদ। অবশ্য প্রথম উক্তিটি বিশুদ্ধতম। –তাহযীবুত তাহযীব ঃ ৪/১৪৬

নিসবত ঃ তাঁর দুটি নিসবত রয়েছে– ১. আযদী, ২. সিজিসতানী অথবা সানজেরী। আযদ একটি গোত্রের নাম। সিজিসতান হল একটি স্থানের নাম। প্রথমটির দিকে লক্ষ্য করে আযদী আর দ্বিতীয়টির দিকে লক্ষ্য করে সিজিসতানী বলা হয়। বস্তুতঃ সিজিসতান হল– সিসতানের আরবী। এটি কান্দাহারের নিকটবর্তী একটি প্রসিদ্ধ অঞ্চল।

জন্ম ঃ ইমাম আবু দাউদ র. শুক্রবার দিন ১৬ই শাওয়াল ২০০২ হিজরীতে সিজিস্তান শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

ওফাত ঃ ১৬ই শাওয়াল ২৭৫ হিজরী মুতাবিক ফেব্রুয়ারি ৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে শুক্রবার দিন ৭৩ বছর বয়সে বসরায় তাঁর ওফাত হয়। আল্লামা কাশ্মীরী র. তাঁর জন্ম, ওফাত ও জীবনকাল আদ্যাক্ষরে عمرہ (বয়স ৭৩ বছর) ذارع (ওফাত ঃ ২৭৫ হিজরী) بر (জন্ম ঃ ২০২ হিজরী) শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন।

জীবনী ঃ ইমাম আবু দাউদ র.-এর প্রাথমিক শিক্ষা হয় সিজিসতানে। অতঃপর ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় সফর করেন। খতীব বাগদাদী র. বলেন, শৈশবেই ইমাম আবু দাউদ র.-এর আকর্ষণ ছিল হাদীস শাস্ত্রের প্রতি। যার ফলে তিনি বাগদাদ ও শামের দিকে অগণিতবার সফর করেন। বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে অবস্থান করেন। ইমাম আবু দাউদ র. হাদীসের ইমাম ও বড় জবরদস্ত আলিম হওয়া সত্ত্বেও স্বভাবগতভাবে সাদাসিধে মেজাজের লোক ছিলেন। ছিলেন খুবই বিনয়ী। ইমাম যাহাবী র. লিখেন– তাঁর একটি আস্তিন ছিল সু-প্রশস্ত, অপরটি রাখতেন সংকীর্ণ। কেউ এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন- আমার একটি আস্তিন সু-প্রশস্ত রাখার কারণ, যাতে আমি স্বীয় সুনানের কিছু পাতা এখানে রাখতে পারি।

তাঁর গুণাবলী ঃ ইমাম আবু দাউদ র. হজ্বের মাসায়েল সম্পর্কে বিশেষভাবে পারদর্শী ছিলেন। তাকে আসমাউর রিজালের ইমাম স্বীকার করা হত। সহীহ বুখারী ও মুসলিমের পর মুহাদ্দিসীন ও উলামায়ে কিরামের নিকট আবু দাউদের স্থান রয়েছে। তিনি যখন সুনানে আবু দাউদ রচনা আরম্ভ করেন, তখন ইসলামী আইনবিধ ও হাদীস বিশারদগণের মধ্যে মুসনাদ ও জামি' রচনার প্রচলন ছিল। যেমন মুসনাদে ইমাম আজম, মুসনাদে আহমদ ইত্যাদি। ইমাম আবু দাউদ র. কিতাবুস সুনান লিখে একটি নতুন দ্বার উন্মুক্ত করেন। এরপর তাঁর অনুসরণ করে হাফিজে হাদীসগণ বিভিন্ন সুনান রচনা করেন।

যুহ্দ ও তাকওয়া ঃ আল্লাহ তা'আলা ইমাম আবু দাউদ র.-কে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাগর বানিয়েছেন। এমনিভাবে তিনি ছিলেন ইবাদত ও সাধনার ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়। হাদীস সংকলন ও দরস-তাদরীস থেকে যে সময়টুকু বেচে যেত সেটুকু তিনি ইবাদত ও নফল কাজকর্মে ব্যয় করতেন।

শিক্ষা সফর ঃ ইমাম আবু দাউদ র. প্রাথমিক শিক্ষা সিজিসতানে অর্জন করেন। এরপর ইলমে হাদীস ইত্যাদির জন্য মিসর, শাম, ইরাক, হিজায ইত্যাদি প্রসিদ্ধ শহরগুলোতে সফর করেন। বিভিন্ন উস্তাদ থেকে ইলমে হাদীস অর্জনে পারদর্শিতা লাভ করেন।

আশ্রয়স্থল ঃ ইমাম আবু দাউদ র.-এর নিকট সর্বদা হাদীস অন্বেষীদের ভীড় লেগে থাকত। বড় বড় মাশায়েখ ও বুযুর্গানে দীন তাঁর দরবারে উপস্থিত হতেন। তৎকালীন যুগের বড় বড় আলিমগণ তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইলমী আলোচনায় রত হতেন।

তাঁর উস্তাদবৃন্দ : ইমাম আবু দাউদ র.-এর সু-প্রসিদ্ধ উস্তাদগণের তালিকা অনেক দীর্ঘ। নিম্নে কয়েকজনের নাম প্রদত্ত হল–

১. ইমামুল হাদীস আহমদ ইবনে হাম্বল র., ২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা র., ৩. আবুল ওয়ালীদ তায়ালিসী র., ৪. ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন র., ৫. আলী ইবনে মাদীনী র., ৬. মাহমূদ ইবনে গায়লান র., ৭. কুতাইবা ইবনে সাঈদ র., ৮. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার র., ৯. মুহাম্মদ ইবনে বান্না র., ১০. উসমান ইবনে আবু শায়বা র. এবং, ১১. মুসলিম ইবনে ইবরাহীম র. প্রমুখ।

তাঁর শিষ্যগণ : ইমাম আবু দাউদ র.-এর শিষ্যত্ব লাভে ধন্য হয়েছেন পৃথিবীর বহু বড় বড় মুহাদ্দিস ও আলিম। নিম্নে কয়েকজন প্রসিদ্ধ শিষ্যের নাম প্রদত্ত হল–

১. ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী র., ২. আবু আবদুর রহমান নাসাঈ র., ৩. আবু আলী লুলুঈ র., ৪. আবদুর রহমান নিশাপুরী র., ৫. তাঁর ছেলে আবু বকর আবদুল্লাহ র., ৬. আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে দাস্তা র., ৭. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ খাল্লাল র., ৮. আহমদ ইবনুল আরাবী র., ৯. আবু ঈসা ইসহাক রামালী র. প্রমুখ।

ইমাম তিরমিযী, নাসাঈ, আহমদ ইবনে হাম্বল, দূলাবী এবং ইমাম আবদুল্লাহ রাযী র. তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাও করেছেন।

মহা মনীষীদের দৃষ্টিতে ইমাম আবু দাউদ র. : পৃথিবীর বড় বড় আলিম ও মহা মনীষীগণ ইমাম আবু দাউদ র. সম্পর্কে সপ্রশংস অনেক মন্তব্য করেছেন। নিম্নে কয়েকটি মন্তব্য পেশ করা হল–

১. ইমাম ইবরাহীম হারবী র. বলেন–

ألين لابى داؤد الحديث كما ألين لداؤد عليه السلام الحديد ـ

'আল্লাহ তাআলা ইমাম আবু দাউদ র.-এর জন্য হাদীস শাস্ত্রকে এমন সহজ করে দিয়েছেন যেমন হযরত দাউদ আ.-এর জন্য লোহাকে মোম করে দিয়েছেন।'

২. ইমাম আবু হাতিম ইবনে হাব্বান র. বলেন–

كان ابو داؤد احد ائمة الدنيا علما وحفظا وفقها وورعا واتقانا ـ

'ইমাম আবু দাউদ র. জ্ঞান, স্মরণশক্তি, ফিকহী অভিজ্ঞতা, তাকওয়া পরহেজগারীতে বিশ্ববাসীর– একজন ইমাম ছিলেন।'

৩. ইমাম ইবনে মানদা র. বলেন–

الذين اخرجو الثابت من المعلول والخطاء من الصواب اربعة البخارى ومسلم وابو داؤد والنسائى ـ

'যেসব ইমাম মালূল তথা ত্রুটিযুক্ত হাদীসকে ত্রুটিমুক্ত হাদীস থেকে এবং সহীহ হাদীসকে গলদ হাদীস থেকে পৃথক করেছেন এরূপ মনীষী চারজন– ইমাম বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ ও আবু দাউদ র.।'

৪. ইমাম মূসা ইবনে হারূন র. বলেন–

خلق ابو داؤد فى الدنيا للحديث وفى الاخرة للجنة وما رأيت افضل منه ـ

'সৃষ্টিকর্তা দুনিয়াতে ইমাম আবু দাউদ র.-কে হাদীসের সেবার জন্য, আর আখিরাতে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আমি বিদ্যা ও মর্যাদায় কোন মুহাদ্দিসকে তার চেয়ে অগ্রগামী পাইনি।'

৫. ইমাম হাকিম র. বলেন– امام اهل الحديث فى عصره 'ইমাম আবু দাউদ র. সমকালীন মুহাদ্দিসগণের ইমাম ছিলেন।'

৬. ইমাম যাহাবী র. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজে লিখেন–

ان ابا داود يشبه احمد بن حنبل فى هديه ودله وسمته وكان احمد يشبه فى ذالك بوكيع ووكيع بسفيان وسفيان بمنصور ومنصور بابراهيم وابراهيم بعلقمة وهو بابن مسعود رضـ قال علقمة وكان ابن مسعود رضـ يشبه النبى صـ فى هديه ودله ـ

'তথা ইমাম আবু দাউদ র. আখলাক-চরিত্র স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র.-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। আর তিনি ছিলেন ইমাম ওয়াকী' র.-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তিনি ছিলেন ইমাম সুফিয়ান র.-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তিনি ছিলেন মসনুর র.-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তিনি ছিলেন ইবরাহীম নাখঈ র.-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তিনি হযরত আলকামা র.-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তিনি ছিলেন ইমামুল আওয়ালীন ওয়াল আখিরীন মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাদৃশ্যপুর্ণ।'

একটি বিস্ময়কর ঘটনা : হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী র. সুপ্রসিদ্ধ বুজুর্গ সাহ্ল তস্তরী র.-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি একবার ইমাম আবু দাউদ র.-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন, আপনার সাথে আমার একটি প্রয়োজন রয়েছে। আপনি সে প্রয়োজন পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি দিন। তখন ইমাম আবু দাউদ র. সে প্রয়োজন পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি দেন। অতঃপর হযরত সাহ্ল র. বললেন, 'হে ইমাম! আপনার সে জবান মুবারক আমাকে দেখান, যদ্বারা আপনি দিবা-রাত্র প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ও কর্মের বিবরণ দেন। যাতে আমি সে পবিত্র জবানে চুমু খেতে পারি। ইমাম আবু দাউদ র. জবান মুবারক বের করে দিলে হযরত সাহ্ল র. তাঁর জিহ্বায় ভক্তি ও ভালবাসা নিয়ে চুমু খান।

মাযহাব : এতে তিনটি মত রয়েছে– ১. শাফিঈ মতাবলম্বী, ২. অনানুসরণীয় মুজতাহিদে মুতলাক, ৩. হাম্বলী। ইবনে তাইমিয়া র. তাঁকে হাম্বলী বলেছেন। দ্বিতীয় উক্তিটি প্রধান। শাহ্ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী র. বলেন– اما ابو داؤد والترمذى فهما مجتهدان منتسبان الى احمد واسحاق

গ্রন্থরাজি : ইমাম আবু দাউদ র. অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটির নাম নিম্নে প্রদত্ত হল–

১. সুনানে আবু দাউদ, ২. কিতাবুল মারাসীল, ৩. আররাদ্দু আলাল কাদরিয়্যাহ, ৪. আন নাসিখ ওয়াল মানসূখ, ৫. কিতাবুল মাসাইল, ৬. দালাইলুন নবুয়্যাহ, ৭. কিতাবুত তাফসীর, ৮. কিতাবু নাজমিল কুরআন, ৯. কিতাবু ফাযাইলিল কুরআন, ১০. কিতাবু বাদইল ওয়াহয়ি, ১১. ফাযাইলুল আনসার, ১২. কিতাবুয যুহ্দ ইত্যাদি।

সুনানে আবু দাউদের কপি : সুনানে আবু দাউদের অনেক কপি আছে। তন্মধ্যে চারটি বর্তমানে বিদ্যমান এবং মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট সুপ্রসিদ্ধ।

১. ইবনে দাসতার কপি : এটি আবু দাউদ র.-এর শিষ্য মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রাযযাক ইবনে দাসতা থেকে বর্ণিত। এ কপিটি মরক্কো, আন্দালুস ইত্যাদি পশ্চিমা দেশগুলোতে পড়ানো হয়।

২. ইবনুল আরাবীর কপি : এটি ইমাম আবু দাউদ র.-এর শিষ্য আবু সাঈদ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে যিয়াদ থেকে বর্ণিত। এটি অন্য তিনটি কপির তুলনায় অসম্পূর্ণ ও অপূর্ণাঙ্গ। তাতে কিতাবুল ফিতান, কিতাবুল মালাহিম, কিতাবুল হুরূফ ও কিতাবুল কিরাআত ইত্যাদি লিপিবদ্ধ নেই।

৩. রামালীর কপি : এটি ইমাম আবু দাউদ র.-এর শিষ্য আবু ঈসা ইসহাক রামালী থেকে বর্ণিত। অবশ্য এটি আজকাল প্রায় দুষ্প্রাপ্য।

৪. **লুলুঈর কপি ঃ** এটিকে সমস্ত কপির তুলনায় বিশুদ্ধতম ও সংরক্ষিত মনে করা হয়। এটি কপি করেছেন ইমাম আবু দাউদ র.-এর শিষ্য সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে আমর লুলুঈর র.। এতে চার হাজার আট শত হাদীস রয়েছে। ইমাম লুলুঈ র.-এ কপিটি ইমাম আবু দাউদ র. থেকে মহররম ২৭৫ হিজরীতে শ্রবণ করেছেন। এ বছরই ইমাম আবু দাউদ র. ওফাত লাভ করেছেন। তাই এটি হল সর্বশেষ কপি।

সুনানে আবু দাউদের বৈশিষ্ট্যাবলি ঃ সুনানে আবু দাউদের অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে–

১. **সুন্দর বিন্যাস ঃ** এতে ফিক্‌হী অনুচ্ছেদরূপে সেসব হাদীস সংকলন করা হয়েছে, যেগুলোর সম্পর্ক আহ্‌কাম এর সাথে।

২. **সুবিন্যস্ত অনুচ্ছেদ ঃ** এতে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রসিদ্ধ মাসায়েলে ইসলামী আইনবিদদের উক্তির আলোকে অনুচ্ছেদ কায়েম করা হয়েছে।

৩. আবু দাউদের জানা মুতাবিক সহীহ রেওয়ায়াত সংকলন।

৪. কয়েকটি সনদ থাকলে উঁচু পর্যায়ের সনদকে প্রাধান্য দেন।

৫. কোন সময় এক হাদীসের বিভিন্ন সনদ বর্ণনা করেন এ শর্তে যে, হাদীসের মূল পাঠে অতিরিক্ত বিবরণ থাকবে।

৬. সংক্ষিপ্তকরণ। অর্থাৎ, হাদীস দীর্ঘ হলে সংক্ষিপ্ত সে অংশটুকু উল্লেখ করেন যা ছাত্রদের জন্য বর্ণনা করা ও মুখস্থ করা সহজ।

৭. হাদীসের সূক্ষ্ম ত্রুটির বিবরণ।

৮. হাদীসে পরিত্যাজ্য কোন বর্ণনাকারীর বিবরণ তিনি গ্রহণ করেন নি। গরীব ও শায বিবরণগুলো থেকেও তিনি পরহেজ করেছেন।

৯. বর্ণনাকারীর নাম ও উপনাম সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ।

১০. পুনরাবৃত্তিহীনতা। ভীষণ প্রয়োজন না হলে তিনি তা থেকে দূরে থাকেন।

১১. قال ابو داؤد এ শিরোনামটির অধীনে তিনি কখনও সনদ কখনও হাদীস আবার কখনও ফিক্‌হী মাসায়েল সংক্রান্ত বিবরণ দেন। কখনও রহিত ও রহিতকারীর বিশদ বিবরণের দিকে ইঙ্গিত দেন। প্রথমে রহিত রেওয়ায়াতগুলো পরে রহিতকারী রেওয়ায়াতগুলোর বিবরণ দেন।

১২. আবু দাউদের সম্পূর্ণ হাদীস মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহায়ে কিরামের মতে আমলযোগ্য।

১৩. কারো কারো মতে, তাতে একটি সুলাসী হাদীস রয়েছে। অবশ্য শায়েখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী র. -এর গবেষণা অনুযায়ী তাতে তিন সূত্রের কোন হাদীস নেই।

সিহাহ সিত্তায় আবু দাউদের স্থান ঃ বর্ণনাকারীদের পাঁচটি স্তর রয়েছে। যার বিস্তারিত বিবরণ দরসে তিরমিযীতে রয়েছে। ইমাম আবু দাউদ র. প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর রাবীদের থেকে সব হাদীস নেন। আর চতুর্থ শ্রেণী থেকে বাছাই করে হাদীস বর্ণনা করেন। এ হিসেবে সুনানে আবু দাউদ সিহাহ সিত্তায় চতুর্থ শ্রেণীর গ্রন্থ। আল্লামা আনওয়ার শাহ্ র. বলেন–

ان اول مراتب الصحاح منزلة صحيح البخارى ثم صحيح مسلم ثم سنن النسائى ثم سنن ابى داؤد ثم جامع الترمذى ثم مسند الدارمى او موطاللامام مالك لاسنن ابن ماجه .

তাছাড়া ইমাম আবু দাউদ র. সে বর্ণনাকারী থেকে হাদীস রেওয়ায়াত করেন যার মধ্যে নিম্নোক্ত শর্ত–শরায়েতের কোন একটি বিদ্যমান থাকে–

১. সে বর্ণনাকারী বুখারী মুসলিমের রাবী,

২. বুখারী মুসলিমের শর্তে উন্নীত,

৩. সে বর্ণনাকারী মুহাদ্দিসীনের সর্বসম্মতিক্রমে পরিত্যাক্ত নয়.

৪. কোন বর্ণনাকারী ভীষণ দুর্বল হলে তার কারণে দুর্বলতার বিবরণ দেয়া হয়।

উলামায়ে কিরামের দৃষ্টিতে সুনানে আবু দাউদ ঃ ইমাম গাযালী র. বলেন, ইলমে হাদীসে শুধু সুনানে আবু দাউদ মুহাদ্দিস মুজতাহিদ এবং ইসলামী আইনবিদের জন্য যথেষ্ট।

২. আল্লামা খাত্তাবী র. লিখেন–

ان كتاب سنن ابى داؤد كتاب لطيف لم يصنف فى علم الدين مثله وقد رزق القبول من كافة الناس ـ

'সুনানে আবু দাউদ একটি সূক্ষ্ম ও উত্তম গ্রন্থ। এরূপ গ্রন্থ ইলমে দীনে রচিত হয়নি। মহান সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে এর ব্যাপক মকবুলিয়ত তথা গ্রহণযোগ্যতা অর্জিত হয়েছে।'

৩. ইমাম নববী র. বলেন, যার ইলমে ফিকহের প্রতি মনোযোগ ও আকর্ষণ রয়েছে, তার উচিৎ সুনানে আবু দাউদ গভীর দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করা।

৪. ইমাম আবু দাউদ র.-এর বিশিষ্ট শিষ্য আল্লামা ইবনুল আরাবী বলেন– ইলমে দীন অর্জনে জন্য কুরআন মজিদ ও সুনানে আবু দাউদ যথেষ্ট।

৫. আল্লামা হাসান ইবনে মুহাম্মদ র. বলেন, একবার স্বপ্নযোগে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি বলেন, من اراد ان يتمسك بالسنن فليقرء سنن ابى داؤد অর্থাৎ, কেউ যদি সুনানকে আকড়ে ধরতে চায়, তবে সে যেন সুনানে আবু দাউদ পাঠ করে।

মোটকথা, সুনানে আবু দাউদ আমখাস নির্বিশেষে সবার নিকট প্রশংসিত এবং এটি ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে।

সুনানে আবু দাউদ র.-এর হাদীস সংখ্যা

ইমাম আবু দাউদ র. সুনানে আবু দাউদ শরীফ লিখেছেন ফিকহী ধারা বাহিকতায়। পাঁচলক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে তিনি এ সুনান তৈরী করেছেন। তাতে সহীহ হাসান ও আমলযোগ্য হাদীসগুলো সংকলন করেন। এতে মোট ৪৮০০ (চার হাজার আটশত) হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলো চল্লিশটি পর্বের অন্তর্ভুক্ত

আবু দাউদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ঃ

১. মা'আলিমুস সুনান– আল্লামা আবু সুলাইমান খাত্তাবী র. (ওফাত ঃ ৩৮৮ হিজরী)।

২. মিরকাতুস সুঊদ– আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী র. (ওফাত ঃ ৯১১ হিজরী)।

৩. ইকতিযাউস সুনান– আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী র. (ওফাত ঃ ৮৫৫ হিজরী)।

৪. গায়াতুল মাকসূদ– আল্লামা শামসুল হক আজীমাবাদী র. (ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত)।

৫. আওনুল মাবূদ– আল্লামা শামসুল হক আজীমাবাদী ও তার ভাই আল্লামা মুহাম্মদ আশরাফ আজীমাবাদী র.সহ দুজনের যৌথ রচিত।

৬. বযলুল মাজহুদ– আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী র. কর্তৃক রচিত (পাঁচ খণ্ড)।

৭. ফাতহুল ওয়াদূদ– আল্লামা আবুল হাসান সিন্দী হানাফী র. এটি দুষ্প্রাপ্য ও অপূর্ণাঙ্গ।

৮. আততা'লীকুল মাহমুদ– মাওলানা ফখরুল হাসান গাঙ্গুহী র.-এর রচিত একটি সুন্দর গ্রন্থ।

৯. তাকারীরে শাইখুল হিন্দ– মাওলানা আবদুল হাফিয বলিয়াভী র. এটি বিন্যস্ত করেছেন। এটি খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যাপক।

- ✪ قال ابوداود-এর ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।
- ✪ قال ابوداود বিশিষ্ট হাদীসগুলোর অনুবাদ দেয়া হয়েছে।
- ✪ قال ابوداود বিশিষ্ট হাদীসের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।
- ✪ সাহাবীগণের জীবনী সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।
- ✪ প্রশ্নোত্তর আকারে সাজানো হয়েছে।
- ✪ মূল কিতাব হল ও সহজভাবে উত্তরদানের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।
- ✪ এযুগের ছাত্র-ছাত্রীদের মনমানসিকতার প্রতি খেয়াল রাখা হয়েছে।
- ✪ ইমাম আবু দাউদ র.-এর জীবনী দেয়া হয়েছে।
- ✪ সুনানে আবু দাউদের বৈশিষ্ট্যাবলী প্রদত্ত হয়েছে।

পবিত্রতা পর্ব

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা

নামায পর্বের সূচনা

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা

অধ্যায় ঃ নফল ও সুন্নতের রাকআত-এর শাখা-প্রশাখা

অধ্যায় : বিত্‌র ও এর শাখা-প্রশাখার বিবরণ

এক নজরে

যে ক'জন সাহাবীর জীবনী বা পরিচিতি এ গ্রন্থে এসেছে–

পৃষ্ঠা	প্রশ্ন সূচিপত্র

পৃষ্ঠা	প্রশ্ন সূচিপত্র

পৃষ্ঠা	প্রশ্ন সূচিপত্র

পৃষ্ঠা	প্রশ্ন সূচিপত্র

পৃষ্ঠা	প্রশ্ন সূচিপত্র

পৃষ্ঠা	প্রশ্ন সূচিপত্র

পৃষ্ঠা	প্রশ্ন সূচিপত্র

পৃষ্ঠা	প্রশ্ন সূচিপত্র

পৃষ্ঠা	প্রশ্ন সূচিপত্র

পৃষ্ঠা	প্রশ্ন সূচিপত্র

পৃষ্ঠা	প্রশ্ন সূচিপত্র

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

পবিত্রতা পর্ব

بَابُ : مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ

অনুচ্ছেদ ঃ টয়লেটে প্রবেশের সময় কি দোয়া পড়বে?

١ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ (بْنِ صُهَيْبٍ) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ وَقَالَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ سَنَدًا ومَتْنًا ، حَقِّقِ الْخُبُثَ والخَبَائِثَ، اَوْضِحْ مَا قَالَ الاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رح ـ اُذْكُرْ نَبذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

হাদীস ঃ ১। মুসাদ্দাদ.............. হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন টয়লেটে তথা পায়খানায় যেতেন, হাম্মাদের বর্ণনামতে, তিনি বলতেন– اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ –হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি শয়তানদের থেকে ও যাবতীয় অপবিত্রতা থেকে। আর আবদুল ওয়ারিসের বর্ণনামতে বলতেন– اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ-আমি আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় গ্রহণ করছি নর-নারী শয়তানদের থেকে।

اَلْخُبُثُ وَالْخَبَائِثُ-এর তাহকীক

قَوْلُهُ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ঃ اَلْخُبُثُ শব্দটির ب-এর উপর পেশ এবং জযম উভয়টিই হতে পারে। পেশ হলে, এটি হবে خَبِيْثٌ এর বহুবচন। জযম হলে তাতে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে– হয়তো এটিকে مُفْرَد বলা হবে। এর অর্থ হল অনিষ্ট ও অপছন্দনীয় বিষয়। অথবা বলা হবে এটি বহুবচন। সহজ করার জন্য ب কে জযম দেয়া হয়েছে। আবার মূলনীতি আছে যে, প্রতিটি দু' পেশ বিশিষ্ট শব্দের দ্বিতীয় অক্ষরে সহজের জন্য সাকিন করা যায়।

اَلْخُبُثُ ও وَالْخَبَائِثُ দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ

১. প্রথমটি দ্বারা উদ্দেশ্য নর শয়তান, দ্বিতীয়টি দ্বারা উদ্দেশ্য নারী শয়তান।
২. প্রথমটি দ্বারা উদ্দেশ্য অনিষ্টসমূহ আর দ্বিতীয়টি দ্বারা উদ্দেশ্য গুনাহসমূহ।
৩. প্রথমটি দ্বারা উদ্দেশ্য শয়তানসমূহ, দ্বিতীয়টি দ্বারা উদ্দেশ্যে অপবিত্রতাসমূহ।

ইমাম আবূ দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ عَنْ حَمَّادٍ اَللّٰهُمَّ إِنِّى اَعُوْذُبِكَ، وَقَالَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ـ

দু'টি قَالَ -এর ফায়েলের যমীর (সর্বনাম) মুসাদ্দাদের দিকে ফিরেছে। এ হাদীসটিকে মুসাদ্দাদ স্বীয় দুই উস্তাদ– হাম্মাদ ইবনে যায়েদ ও আবদুল ওয়ারিস থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্যে স্বীয় উস্তাদ মুসাদ্দাদের দুই উস্তাদের শব্দরাজিতে যে পার্থক্য রয়েছে তার বিবরণ দান। মুসাদ্দাদ হাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ বলেছেন, আর দ্বিতীয় উস্তাদ আবদুল ওয়ারিস রেওয়ায়াত করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- اَعُوْذُبِاللّٰهِ বলেছেন। এতে اَللّٰهُمَ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ শব্দ নেই।

হযরত আনাস ইবনে মালিক রা.-এর জীবনী

নাম ও পরিচিতি ঃ তাঁর নাম আনাস। উপনাম আবু হামযা। পিতার নাম মালেক ইবনে নযর। মাতার নাম উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান। তাঁকে خَادِمُ النَّبِيِّ ﷺ উপাধি দেয়া হয়েছে। তিনি খাযরাজ বংশোদ্ভূত লোক ছিলেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম--এর সেবায় ঃ একবার আনাস রা.-কে নিয়ে তাঁর আম্মা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাজির হয়ে আনাস রা.-কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতের জন্য পেশ করেন এবং তাঁকে দোয়ার আবেদন করেন। তিনি তার জন্য হায়াত, ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির দোয়া করেন। আল্লাহ তা কবুল করেন। আল্লাহর নবী তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন– اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا اَعْطَيْتَهُ অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তার সম্পদ ও সন্তান বৃদ্ধি করে দাও এবং তাকে যা দান করেছ, তাতে বরকত দাও।

হযরত আনাস রা. ছিলেন অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও সহনশীল ব্যক্তিত্ব।

একটানা আনাস রা. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে দশ বছর কাটান। এ দীর্ঘ সময়ের সংস্পর্শে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আচরণের একটি বর্ণনা তিনি এভাবে দিয়েছেন–

خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشَرَ سِنِيْنَ فَمَا قَالَ لِىْ اُفٍّ وَلَا لِمَا صَنَعْتَ وَلَا لِمَا لَاصَنَعْتَ ـ

আমি দশ বছর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমত করেছি। এ সময় তিনি আমাকে কষ্টদায়ক কোন কথা বলেননি এবং এ কথাও বলেননি যে, তুমি এ কাজ কেন করেছ? কিংবা ঐ কাজ কেন করনি?

হাদীস বিবরণ ঃ হযরত আনাস রা. হাদীস বিবরণে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সর্বমোট সংখ্যা ২২৮৬টি। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী ও মুসলিম র. সম্মিলিতভাবে ১৬৮টি এবং ইমাম বুখারী র. এককভাবে ৮৩টি এবং ইমাম মুসলিম র. এককভাবে ৯১টি স্ব- স্ব কিতাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি সারা জীবন হাদীসের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। বসরার মসজিদে তাঁর দরসে হাদীস চলত অব্যাহত গতিতে।

ইসলামী আইন শিক্ষাদান ঃ রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সান্নিধ্যে থেকে হযরত আনাস রা.-এর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক কথা শোনার এবং জানার সুযোগ হয়েছে। ফলে তিনি ইলমে ফিকহের

অসীম জ্ঞানার্জন করেন। এর ভিত্তিতে হযরত উমর রা.-এর খিলাফতের সময় তাঁকে বসরা নগরীতে **ইলমে** ফিক্হ শিক্ষা দানের জন্য পাঠানো হয়।

গভর্ণর ও শিক্ষকরূপে ঃ তিনি হযরত আবু বকর রা.-এর খেলাফতকালে বাহরাইনের গভর্নর পদে এবং হযরত উমর রা.-এর খেলাফতকালে বসরার শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ওফাত ঃ তিনি ১০৩ (একশত তিন) বছর বয়স লাভ করেন। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ এর শাসনামলে ৯১ হিজরীতে, আবার কোন কোন বর্ণনা মতে ৯৩ হিজরীতে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সর্বশেষ বসরা নগরীতে ইনতিকাল করেন। তাঁর ওফাতের পর হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীন র. তাঁকে গোসল দেন এবং বসরা থেকে এক ক্রোশ দূরে স্বীয় বাসস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। –বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ ইসাবা ঃ ১/৭১-৭২; উসদুল গাবাহ ঃ ১/২৯৪ ইত্যাদি।

٢ـ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو يَعْنِى السَّدُوسِىَّ قَالَ أَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ هُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ رضـ بِهٰذَا الْحَدِيثِ قَالَ اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ وَقَالَ شُعْبَةُ وَقَالَ مَرَّةً أَعُوذُ بِاللّٰهِ وَقَالَ وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ ـ

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيثَ ثُمَّ تَرْجِمْهُ ـ مَا هُوَ سَبَبُ الْاِسْتِعَاذَةِ عَنِ الشَّيْطَانِ؟ فِىْ أَىِّ وَقْتٍ يَدْعُوْ؟ عِنْدَ إِرَادَةِ الدُّخُولِ؟ أَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ أَيْضًا؟ بَيِّنْ مَذَاهِبَ الْأَئِمَّةِ مُدَلَّلاً مُوضِحًا وَمُجِيبًا عَنْ اِسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِيْنَ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ـ

হাদীস ঃ ২। হাসান ইবনে আমর........... আবদুল আযীয ইবনে সুহাইব র. হযরত আনাস রা. থেকে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ - 'হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি' রয়েছে। শো'বা বলেন, আবদুল আযীয একবার 'أَعُوذُ بِاللّٰهِ' (আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করছি) বলেছেন। আর উহাইব র. আবদুল আযীয ইবনে সুহাইব থেকে বর্ণনা করেছেন, তাতে فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ –সে যেন আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে' –কথাটি রয়েছে।

শয়তান থেকে আশ্রয় গ্রহণের কারণ

শৌচাগারে প্রবেশ করার সময় শয়তানগুলো থেকে আশ্রয় প্রার্থনার কারণ হল যে, এই ধরনের ময়লা স্থানগুলো শয়তানের কেন্দ্র হয়ে থাকে। এগুলো প্রস্রাব-পায়খানার সময় মানুষকে কষ্ট দিয়ে থাকে। কোন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা বোঝা যায়, সতর খোলার সময় শয়তানগুলো মানুষের অন্ডকোষ তথা লজ্জাস্থান নিয়ে খেলতে আরম্ভ করে। হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রা.এর মৃত্যু ঘটেছিল এভাবেই। তিনি প্রস্রাব-পায়খানার কাজে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে সেখানেই তাঁর লাশ পাওয়া গেছে। তখন একটি রহস্যজনক আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেছে। যেন কেউ কাব্য পাঠ করছে– قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْرَجِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ * رَمَيْنَاهُ بِسَهْمَيْنِ فَلَمْ نُخْطِ فُؤَادَهُ

দোয়া কোন সময় পড়বে

এই দু'আটি কোন সময়ে পড়া উচিত। এ প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেছেন– যখন শৌচাগারে প্রবেশ করার ইচ্ছে হবে তখন পড়বে। এ ব্যাপারে তাহকীকী উক্তি হল, যদি মানুষ ঘরে থাকে তখন শৌচাগারে প্রবেশ করার পূর্বে,

আর যদি জঙ্গলে বা ময়দানে থাকে তাহলে সতর খোলার পূর্বে দু'আ পড়ে নিবে। অধিকাংশের মত হল, যদি শৌচাগারে প্রবেশ করে ফেলে এবং পূর্বে দু'আ না পড়ে, তাহলে মৌখিক দু'আ পড়বে না; বরং মনে মনে তা স্মরণ করবে।

○ কিন্তু ইমাম মালিক র. বলেন যে, সতর খোলার পূর্বে শৌচাগারে প্রবেশ করার পরেও দু'আ পড়ে নেয়া উচিত। ইমাম মালিক র. এ অধ্যায়ের হাদীসটি দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন যে, তাতে إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ শব্দ এসেছে। যদ্দারা এদিকেই মন দ্রুত চলে যায় যে, শৌচাগারে প্রবেশ করার পরও দু'আ পড়া যায়।

○ অধিকাংশের মতে إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ এটি إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْخَلَاءَ -এর অর্থে ব্যবহৃত। এর প্রমাণ হল, ইমাম বুখারী র. এ হাদীসটি আল-আদাবুল মুফরাদে নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন–

قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الخَلَاءَ قَالَ اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ الخ ـ

'আবূ নু'মান .... হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শৌচাগারে প্রবেশ করার ইচ্ছা করতেন, তখন اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ الخ দু'আ পড়তেন।' –নায়লুল আওতার ১/৭২

○ তাছাড়া মূলনীতি হল, যখন কোন আদিষ্ট বিষয়কে إذا -এর সাথে সংশ্লিষ্ট করা হবে, তখন তার তিনটি পদ্ধতি হয়–

১। আদিষ্ট বিষয়টি আদায় করা إِذْ-এর প্রবিষ্ট বিষয়ের পূর্বে ওয়াজিব হবে। যেমন– إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 'যখন নামাযের জন্য প্রস্তুত হও তখন তোমাদের চেহারা ধৌত কর।'

২। আদিষ্ট বিষয়টি আদায় করা إِذَا-এর প্রবিষ্ট বিষয়ের সাথে সাথে ওয়াজিব হবে। যেমনঃ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ অথবা إِذَا قَرَأْتَ فَتَرَسَّلْ - 'যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হবে তখন তা মনোযোগ সহকারে শুন। অথবা যখন তিলাওয়াত কর ধীরে ধীরে ওয়াক্ফ করে পড়।'

৩। আদিষ্ট বিষয়টির আদায় إذا -এর প্রবিষ্ট বিষয়ের পরে হবে। যেমন ঃ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا যখন তোমরা (ইহরাম থেকে) হালাল হয়ে যাও তখন শিকার কর।'

○ ইমাম মালিক র. যদিও এখানে তৃতীয় অর্থটি গ্রহণ করেন; কিন্তু অধিকাংশ আলিম প্রথম অর্থ গ্রহণ করেন। এর প্রাধান্যের কারণ হল– শৌচাগার ময়লা এবং নাপাকীর স্থান। সেখানে যেয়ে যিকির, দু'আ ও আশ্রয় প্রার্থনা আদব পরিপন্থী।

○ ইমাম মালিক র. হযরত আয়েশা রা.-এর একটি রেওয়ায়াত দ্বারাও প্রমাণ পেশ করেন যে–

كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى كُلِّ أَحْيَانِهِ

(أَبُو دَاوُد كِتَاب الطَّهَارَة بَابُ فِى الرَّجُلِ يَذْكُرُ اللّٰهَ تَعَالٰى عَلٰى غَيْرِ طُهْرٍ : ٤/١)

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা আল্লাহর যিকির করতেন।'

কিন্তু এই প্রমাণটি খুবই দুর্বল। কারণ, যদি এ হাদীসের জাহিরের উপর আমল করা হয়, তাহলে সতর খোলার পরেও দু'আ পড়া জায়েয হওয়া উচিত। অথচ ইমাম মালিক র.ও এর প্রবক্তা নন। এতে বোঝা গেল, এই রেওয়ায়াতটি স্বীয় বাহ্যিক অর্থে প্রযোজ্য নয়। অথবা এতে كُلِّ শব্দটি وَأُوتِيتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (আমাকে সবকিছু থেকে দেয়া হয়েছে)-এর অন্তর্ভুক্ত এবং كُلّ শব্দটি অধিকাংশের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কিংবা যিকির দ্বারা উদ্দেশ্য

আন্তরিক যিকির। বস্তুতঃ যিকির শব্দটি মৌখিক যিকিরের পরিবর্তে শুধু স্মরণ করার অর্থেও প্রচুর ব্যবহৃত হয়। একজন বীর কবি বলেছেন- ذكرتك والخطي يخطر بيننا * وقد نهلت منا المثقفة السمر

○ মোটকথা, টয়লেটে প্রবেশের একটি আদব হল তাতে প্রবেশের ইচ্ছা করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত দোয়া পাঠ করা। যেমন এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে এ দোয়া টয়লেটে প্রবেশের পূর্বেই পড়া উচিত। যদিও কোন কোন মালিকী, ইবরাহীম নাখঈ, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. এর মতে টয়লেটে প্রবেশের পরেও দোয়া পড়া যায়।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ শব্দ যদিও বিদ্যমান রয়েছে, যদ্দারা বাহ্যত টয়লেটে প্রবেশের পরেও এই দোয়া পড়া যায় বলে বুঝা যায়, কিন্তু আল-আদাবুল মুফরাদের রেওয়ায়াতে إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْخَلَاءَ বাক্য এসেছে। এর ফলে হাদীসের মূল উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ, দোয়া পড়ার সময় হল টয়লেটে ঢুকার পূর্বে। অতএব, সংখ্যাগরিষ্ঠের মত প্রমানিত হয়ে গেল।

ইমাম আবূ দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ : এর পূর্ববর্তী হাদীসে শব্দ ছিল كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ الخ এতে قَالَ -এর ফায়েলের যমীর হয়তো শো'বার দিকে ফিরেছে অথবা, আবদুল আযীযের দিকে এবং এতে এ যমীরটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকেও ফেরার সম্ভাবনা আছে।

وَقَالَ অর্থাৎ, শো'বা বলেছেন। وَقَالَ অর্থাৎ, আবদুল আযীয দ্বিতীয়বার বলেছেন, أَعُوْذُ بِاللّٰهِ এতে বুঝা যায়, প্রথম বাক্যের قَالَ এর যমীর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে ফেরানোর পরিবর্তে শো'বা অথবা আবদুল আযীযের দিকে ফেরানো বেশি ভাল।

وَقَالَ وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَلْيَتَعَوَّذْ : গ্রন্থকার প্রথম ও দ্বিতীয় হাদীসে যা বলেছেন, এর সারকথা হল, প্রথম হাদীসে আবদুল আযীযের এক শিষ্য হাম্মাদ ইবনে যায়েদ, দ্বিতীয়জন আবদুল ওয়ারিস। দ্বিতীয় হাদীসে আবদুল আযীযের এক ছাত্র শো'বা অপরজন ওহাইব। এই চার শিষ্যের শব্দরাজিতে বিভিন্নতা রয়েছে। প্রথম হাদীসে আবদুল আযীয থেকে হাম্মাদ ইবনে যায়েদ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ আর দ্বিতীয় ছাত্র আবদুল ওয়ারিস আবদুল আযীয থেকে أَعُوْذُ بِاللّٰهِ বলেছেন। এতে اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ নেই।

দ্বিতীয় হাদীসে শো'বা আবদুল আযীয থেকে যে রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন, তাতে শো'বা একবার হাম্মাদ ইবনে যায়েদের অনুকূল اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয়বার, আবদুল ওয়ারিসের ন্যায় أَعُوْذُ بِاللّٰهِ বলেছেন। আবদুল আযীযের চতুর্থ ছাত্র ওহাইবের রেওয়ায়াতের শব্দ অন্য কারো মত নয়। তিনি আবদুল আযীয থেকে فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ নির্দেশসূচক শব্দে বর্ণনা করেছেন। বুঝা গেল, ওহাইবের রেওয়ায়াত একটি স্বতন্ত্র হাদীস। এটি প্রথম ও দ্বিতীয় রেওয়ায়াতের মত নয়। এখানে শুধু টয়লেটে প্রবেশ করার সময় আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এখানে প্রথম হাদীস দ্বারা সন্দেহ হয়, এতে যে শাব্দিক বিভিন্নতা রয়েছে সেটি হাম্মাদ ও আবদুল ওয়ারিসের মধ্যকার ইখতিলাফ, আবদুল আযীয থেকে নয়, তার দুই বা তিন শিষ্য থেকেও নয়।

হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী র. বলেন, ওহাইবের হাদীস গ্রন্থকার উল্লেখ করেননি। অন্যান্য হাদীসগ্রন্থেও তার রেওয়ায়াতটি পাওয়া গেল না।

بَابُ كَرَاهِيَةِ اِسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রস্রাব-পায়খানায় সময় কিবলামুখী হওয়া মাকরূহ

٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ الْأَسَدِيِّ رض قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَبُو زَيْدٍ هُوَ مَوْلَى بَنِي ثَعْلَبَةَ .

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيثَ ثُمَّ تَرْجِمْ . أُذْكُرْ أَقْوَالَ الْأَئِمَّةِ فِي اِسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ مُدَلِّلًا وَمُجِيبًا عَنْ اِسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِينَ مُرَجِّحًا مَذْهَبَكَ مَعَ إِيضَاحِ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رح وَذِكْرِ تَرْجَمَةِ سَيِّدِنَا أَبِي أَيُّوبَ رض .

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ اللّٰهِ الْغَفُورِ الرَّحْمٰنِ .

হাদীস ঃ ৪। মূসা ইবনে ইসমাঈল....... হযরত মা'কিল ইবনে আবু মা'কিল আসাদী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব অথবা পায়খানা করাকালে দুই কিবলা তথা (কা'বা শরীফ ও বাইতুল মুকাদ্দাসের) দিকে মুখ করে বসতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেছেন– আবু যায়েদ হলেন বনু ছালাবার আযাদকৃত দাস।

এ বিষয়ে ইমামগণের মতামত

মলমূত্র ত্যাগের সময় কিবলার দিকে মুখ করা বা না করা সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের ৯টি মাযহাব রয়েছে। আমরা এখানে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মাযহাবের বিবরণ দিলাম।

১. (মল-মূত্র ত্যাগে) কিবলার দিকে মুখ করা এবং পিঠ দেয়া উভয়টি সাধারণভাবে নাজায়েয। চাই খোলা ময়দানে হোক কিংবা আবাদীতে। এ মত হল হযরত আবূ হোরায়রা রা., ইবনে মাসঊদ রা., আবু আইউব আনসারী রা., সুরাকা ইবনে মালিক রা., মুজাহিদ, ইবরাহীম নাখঈ, আওযাঈ, ইমাম আবু হানীফা, মুহাম্মদ, আহমদ ইবনে হাম্বল র. প্রমুখের। হানাফীদের মতে এর উপরই ফতওয়া।

২. কিবলার দিকে মুখ করা ও পিঠ দেয়া উভয়টি সাধারণভাবেই জায়েয, চাই আবাদীতে হোক কিংবা ময়দানে। এই মাযহাবটি হযরত আয়েশা, উরওয়া ইবনে যুবাইর, ইমাম মালিক র.-এর উস্তাদ রবী'আ আর-রাঈ ও দাউদ জাহিরী র. থেকে বর্ণিত।

৩. ময়দানে কিবলার দিকে মুখ করা ও পিঠ দেয়া উভয়টি না জায়িয, আবাদীতে উভয়টি জায়িয। এ মতটি হল হযরত ইবনে আব্বাস রা., আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা., আমির শা'বী র., ইমাম মালিক র., ইমাম শাফিঈ র., ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ র.-এর। ইমাম আহমদ র.-এর একটি রেওয়ায়াতও অনুরূপ।

৪. কিবলার দিকে মুখ করা উভয় অবস্থাতে নাজায়েয। কিবলার দিকে পিঠ দেয়া উভয় অবস্থাতে জায়েয। এটি ইমাম আহমদ র.-এর একটি রেওয়ায়াত। কোন কোন আহলে জাহির-এর প্রবক্তা এবং ইমাম আবূ হানীফা র.-এর একটি রেওয়ায়াতও অনুরূপ।

৫. কিবলার দিকে মুখ করা সর্বাবস্থায় নাজায়িয। আর কিবলার দিকে পিঠ দেয়া আবাদীতে জায়িয, ময়দানে নাজায়িয। এই মতটি হল ইমাম আবু ইউসুফ র.-এর। ইমাম আ'জম র.-এর একটি রেওয়ায়াতও অনুরূপ।

৬. কা'বার দিকে মুখ করা ও পিঠ দেয়ার সাথে সাথে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করা ও পিঠ দেয়াও ব্যাপক আকারে নাজায়িয। এ উক্তিটি হল মুহাম্মদ ইবনে সীরীন র.-এর। এক রেওয়ায়াত মতে ইবরাহীম নাখঈ র. এরই প্রবক্তা।

৭. কিবলার দিকে মুখ করা ও পিঠ দেয়া উভয়টির নিষিদ্ধতা মদীনাবাসীর সাথে বিশেষিত। অন্যদের জন্য উভয়টি জায়িয। এটি হল হাফিজ আবূ আওয়ানা র.-এর উক্তি।

৮. কিবলার দিকে মুখ করা ও পিঠ দেয়া সাধারণভাবে মাকরূহে তানযীহী। এটি হল ইমাম আবূ হানীফা র. থেকে একটি রেওয়ায়াত। যেটি বর্ণনা করেছেন 'আন নাহরুল ফায়িক শরহে কানযুদ দাকায়িক' গ্রন্থকার। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ র. 'মুসাফ্ফা ও মুসাওয়ায়' এবং প্রসিদ্ধ হানাফী আলিম আল্লামা শাওক নীমভ র. আছারুস্ সুনানে (পৃষ্ঠা ২৩, বাবু আদাবিল খালাতে) এটাই গ্রহণ করেছেন।

এই ইখতিলাফটি মূলতঃ রেওয়ায়াতের বিভিন্নতার উপর নির্ভরশীল। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রকার রেওয়ায়াত রয়েছে।

মাসআলার প্রমাণাদি

✪ প্রথম রেওয়ায়াত হযরত আবু আইউব আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। তাঁর হাদীসটি নিম্নরূপ–

إِذَا اَتَيْتُمُ الغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَابَولٍ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا ـ بخارى : ٢٦/١، ترمذى : ١٠/١، ابن ماجه : ٢٧

এ হাদীসটি সর্বসম্মতিক্রমে এ অধ্যায়ের মধ্যে বিশুদ্ধতম। এর দ্বারা হানাফীগণ এবং প্রথম মাযহাবের সমস্ত উলামায়ে কিরাম ব্যাপক নিষিদ্ধতার উপর প্রমাণ পেশ করেন। কারণ, এতে হুকুম ব্যাপক রয়েছে। ময়দান ও আবাদীর কোন পার্থক্য করা হয়নি।

✪ দ্বিতীয় রেওয়ায়াতটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রা.-এর। যেটি ইমাম তিরমিযী র. বর্ণনা করেছেন।

"قَالَ رَقِيتُ يَوْمًا عَلٰى بَيْتِ حَفْصَةَ رض فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلٰى حَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ" (كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ مَاجَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِى ذَالِكَ)

'হযরত ইবনে উমর রা. বলেন, একদিন আমি হযরত হাফসা রা.-এর ঘরের ছাদে আরোহণ করলাম। দেখলাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাজত পূর্ণ করছেন কা'বার দিকে পিঠ দিয়ে শামের দিকে মুখ করে।'

–নায়লুল আওতার ঃ ১/৬৯, তিরমিযী ঃ ১/৯

এ হাদীসটি দ্বারা দ্বিতীয় মাযহাবপন্থীগণ ব্যাপক আকারে বৈধতার উপর প্রমাণ পেশ করেন, তৃতীয় মাযহাবপন্থীগণ শুধু আবাদীতে বৈধতার উপর, চতুর্থ মাযহাবপন্থীগণ কিবলার দিকে পিঠ করা ব্যাপক আকারে বৈধ হওয়ার উপর, পঞ্চম মাযহাবপন্থীগণ আবাদীতে পিঠ দিয়ে হাজত পূর্ণ করার বৈধতার উপর, অষ্টম মাযহাবপন্থীগণ কিবলার দিকে পিঠ দেয়া মাকরূহে তানযীহী হওয়ার উপর প্রমাণ পেশ করেন।

✪ তৃতীয় রেওয়ায়াতটি হচ্ছে হযরত জাবির রা.-এর। তিরমিযী এবং আবূ দাউদে আছে–

قَالَ نَهٰى نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بِبَولٍ فَرَأَيْتُهُ قَبلَ اَنْ يَقْبِضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا ـ

'তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাবকালে কা'বার দিকে মুখ করতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তাঁর ওফাতের এক বছর পূর্বে আমি তাঁকে কা'বার দিকে মুখ করতে দেখেছি।' –তিরমিযী ঃ ১/৮, আবু দাঊদ ঃ ১/৩

এ হাদীসটি দ্বারা দ্বিতীয় মাযহাবপন্থীগণ ব্যাপক আকারে বৈধতার উপর প্রমাণ পেশ করেছেন এবং তৃতীয় মাযহাবপন্থীগণ শুধু আবাদীতে জায়িয হওয়ার উপর দলীল পেশ করেছেন।

○ চতুর্থ রেওয়ায়াতটি ইবনে মাজায় হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে–

ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَوْمٌ يَكْرَهُونَ اَنْ يَسْتَقْبِلُوا بِفُرُوجِهِم الْقِبْلَةَ، فَقَالَ اَرَاهُم قَدْ فَعَلُوهَا اِسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدَتِى الْقِبْلَةَ" - (ابن ماجه) كتاب الطهارة باب الرخصة فى ذالك فى الكنيف واباحته دون الصحارى)

'একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এমন একটি সম্প্রদায়ের কথা আলোচনা করা হল, যারা তাদের লজ্জাস্থান কিবলামুখী করতে অপছন্দ করত। তখন তিনি বললেন, আমি দেখছি তারা এরূপ করছে। তোমরা আমার শৌচাগার কিবলামুখী করে দাও।' –ইবনে মাজাহ ঃ ১/২৭

এ হাদীস দ্বারা হযরত আয়েশ রা. কিবলার দিকে মুখ করা ও পিঠ দেয়া ব্যাপক আকারে বৈধ হবার উপর এবং শাফিঈ ও মালিকী মতাবলম্বীগণ শুধু আবাদীতে বৈধতার উপর প্রমাণ পেশ করেছেন।

○ পঞ্চম রেওয়ায়াতটি হল আবূ দাউদ শরীফে (كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ كَرَاهِيَّةِ اِسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ) হযরত মা'কিল ইবনে আবূ মা'কিল আসাদী রা. থেকে বর্ণিত–

"قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَو غَائِطٍ"

'তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব-পায়খানা কালে কিবলাদ্বয়ের দিকে মুখ ফিরাতে নিষেধ করেছেন।' –আবূ দাউদ ঃ ১/৩

এর দ্বারা মুহাম্মদ ইবনে সীরীন এবং এক রেওয়ায়াত মতে ইবরাহীম নাখঈ র.-এ বিষয়ে প্রমাণ পেশ করেন যে, কা'বা ছাড়া বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকেও মুখ করা ও পিঠ দেয়া মাকরূহ।

হানাফীদের প্রাধান্যের কারণসমূহ

হানাফীগণ উপরোক্ত সবগুলো রেওয়ায়াত থেকে হযরত আবূ আইউব আনসারী রা.-এর রেওয়ায়াতটিকে প্রাধান্য দিয়ে এর উপর স্বীয় মাযহাবের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। অবশিষ্ট সবগুলো রেওয়ায়াতের ব্যাখ্যা দিয়ে সেগুলোকে এই রেওয়ায়াতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করেছেন। হযরত আবূ আইউব রা.-এর রেওয়ায়াতের প্রাধান্যের কারণ নিম্নরূপ–

১. এ হাদীসটি সমস্ত মুহাদ্দিসীনের সর্বসম্মিতিক্রমে সনদগত দিক দিয়ে এ অধ্যায়ে বিশুদ্ধতম এবং এ অধ্যায়ে কোন হাদীস সূত্রগত দিক দিয়ে এর মুকাবিলা করতে পারে না।

২. হযরত আবূ আইউব আনসারী রা.-এর রেওয়ায়াত একটি মৌলিক আইনের মর্যাদা রাখে। এর মুকাবিলায় অন্যসব রেওয়ায়াত শাখাগত ঘটনা। হানাফীদের মূলনীতি হল, তারা বিপরীতধর্মী রেওয়ায়াতগুলোর মধ্য হতে সে রেওয়ায়াতটি গ্রহণ করেন যাতে মৌলিক আইন বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপ স্থানে হানাফীগণ বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীতে তাবীল বা ব্যাখ্যা দেন।

৩. হযরত আবু আইউব আনসারী রা.-এর রেওয়ায়াত কওলী বা বাচনিক, আর বিরোধী রেওয়ায়াত ফে'লী বা ক্রিয়াবাচক। নিয়ম হল, বিরোধের সময় সর্বসম্মতিক্রমে বাচনিক হাদীসেরই প্রাধান্য হয়।

৪. হযরত আবূ আইউব আনসারী রা.-এর রেওয়ায়াত হারামকারক। বিরোধী রেওয়ায়াতগুলো বৈধকারী। এটিও একটি মূলনীতি যে, পরস্পর বিরোধের সময় বৈধকারীর উপর হারামকারকের প্রাধান্য হয়।

৫. হযরত আবূ আইউব আনসারী রা.-এর রেওয়ায়াত স্পষ্ট এবং কারণও বিদিত। অন্যান্য রেওয়ায়াত অস্পষ্ট, কারণ অবিদিত। কারণ, এগুলোতে অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ আসবে।

৬. এটি কুরআনের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, কা'বা শরীফ হল– আল্লাহ তা'আলার কুদরতের বড় একটি নিদর্শন। এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কুরআনে কারীমের সুস্পষ্ট বিবরণ দ্বারা বুঝা যায়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

৭. এটি সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন এবং প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসীনে কিরামের উক্তি দ্বারা সমর্থনপ্রাপ্ত।

৮. এটি হারাম সাব্যস্তকারী। মূলনীতি হল হারাম সাব্যস্তকারী ও হালাল সাব্যস্তকারী রেওয়ায়াতে বিরোধ দেখা দিলে প্রথম রেওয়ায়াতটির প্রাধান্য হয়।

৯. এ হুকুমটির সুস্পষ্ট কারণ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অন্যগুলোতে কারণের সুস্পষ্ট বিবরণ নেই।

বিরোধী হাদীসগুলোর উত্তর

এবার অন্যান্য রেওয়ায়াতের জবাব পাঠকের খেদমতে পেশ করছি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর রেওয়ায়াতটি হযরত আবূ আইউব আনসারী রা.-এর রেওয়ায়াত অপেক্ষা নিম্ন মর্যাদার হওয়া সত্ত্বেও বিশুদ্ধ। কিন্তু এর ব্যাখ্যায় কয়েকটি সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। তাছাড়া প্রকাশ থাকে যে, এরূপ ঘটনায় ইবনে উমর রা. ইচ্ছাকৃতভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না; বরং ঘটনাক্রমে হয়তো নজর পড়ে গিয়েছিল। আর এমতাবস্থায় ভ্রান্তির সম্ভাবনা প্রচুর।

✪ প্রথম সম্ভাবনা হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলে কিবলার দিকে পিঠ দেননি; কিন্তু হযরত ইবন উমর রা.-কে দেখে লজ্জায় তাঁর অবস্থা পরিবর্তন করে ফেলেছিলেন। এই পরিবর্তনের কারণে কা'বার দিকে পিঠ দেয়া হয়ে গেছে।

✪ দ্বিতীয় সম্ভাবনা হল, তিনি পুরোপুরিভাবে পিঠ দেননি; বরং কা'বা থেকে সামান্য সরে গিয়েছিলেন। হযরত ইবন উমর রা. দূর থেকে এই সাধারণ সরে যাওয়ার বিষয়টি অনুভব করতে পারেননি। এর বিস্তারিত বিবরণ হল, এ বিষয়ে কা'বার দিকে মুখ ও পিঠ করার অর্থ নামাযের মধ্যে কা'বার দিকে মুখ ও পিঠ করা থেকে ভিন্ন। ফুকাহায়ে কিরাম লিখেছেন যে, নামাযের মধ্যে যদি ৪৫ ডিগ্রী ডান দিকে এবং ৪৫ ডিগ্রী বাম দিকে সরে যায় তবুও নামায হয়ে যায়। এর পরিপন্থী এ বিষয়ে (মল-মূত্র ত্যাগে) হুবহু কিবলাকে সামনে রাখা এবং পিঠ দেয়া উদ্দেশ্য। অতএব, যদি কিবলা থেকে সামান্যও সরে যায় তবুও মাকরূহ খতম হয়ে যাবে। এমনকি ফুকাহায়ে কিরাম লিখেছেন, যদি কোন ব্যক্তির চেহারা কা'বার দিকে থাকে এবং লজ্জাস্থান অন্যদিকে ফিরে থাকে তবুও মাকরূহ থাকে না। এবার সম্ভাবনা আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই কা'বার দিক থেকে সরা সাধারণ প্রকারের হয়ে থাকবে। হযরত ইবনে উমর রা. নামাযের মধ্যে কিবলামুখী হবার উপর কিয়াস করে বুঝে নিয়েছেন যে, এখানেও কা'বা শরীফকে সামনে রাখা এবং পিছ দেয়ার অর্থ সেটাই।

✪ তৃতীয় সম্ভাবনা এটাও আছে যে, এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্য। এর সহায়তা এর দ্বারাও হয় যে, উলামায়ে কিরামের একটি দলের নিকট– যাঁদের অন্তর্ভুক্ত আল্লামা শামী র. এবং হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী র.ও– প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মল-মূত্র পবিত্র। অতএব, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ হুকুম থেকে ব্যতিক্রমভূক্ত হওয়া বিচিত্র নয়। অতঃপর চিন্তার বিষয় হল, যদি এই আমল দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশ্য কা'বার দিকে পিঠ দেয়ার অনুমতি দেয়া হত, তাহলে একটি গোপন আমলের মাধ্যমে এর তা'লীম দেয়ার পরিবর্তে স্পষ্ট ভাষায় সমস্ত উম্মতের সামনে এই হুকুম বর্ণনা করতেন। যেমন, আবূ আইউব আনসারী রা.-এর রেওয়ায়াতে করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, এই আমল দ্বারা হযরত আবু আইউব আনসারী রা.-এর রেওয়ায়াতের পরিপন্থী কোন বিধিবদ্ধ হুকুম দেয়া উদ্দেশ্য নয়।

✪ এখানে আরেকটি জিনিস লক্ষণীয় যে, হযরত ইবনে উমর রা.-এর রেওয়ায়াত দ্বারা আবাদী ও ময়দানের কোন পার্থক্য বোঝা যায় না। অতএব, এর দ্বারা শাফিঈ এবং মালিকী মতাবলম্বীদের প্রমাণ অসম্পূর্ণ। তাঁরা এই পার্থক্যের দলীল হিসেবে হযরত ইবনে উমর রা.-এর আমল পেশ করেছেন–

عَنْ مَرْوَانَ الْاَصْفَرِ قَالَ رَاَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رض اَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُوْلُ اِلَيْهَا فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! اَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هٰذَا؟ قَالَ بَلٰى اِنَّمَا نَهٰى عَنْ ذَالِكَ فِى الْفَضَاءِ فَاِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْئٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ . (أبو داود، كتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة : ١/٣)

'মারওয়ান আসফার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে উমর রা.-কে দেখেছি, তিনি তার সওয়ারী কিবলামুখী করে বসিয়ে অতঃপর তার দিকে মুখ করে বসে প্রস্রাব করেছেন। অতঃপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, আবূ আব্দুর রহমান! এ থেকে কি নিষেধ করা হয়নি? তখন তিনি বললেন, এ থেকে নিষেধ করা হয়েছে ময়দানে। যখন তোমার ও কিবলার মাঝে কোন আড়াল থাকবে তখন তাতে কোন অসুবিধা নেই।'

✪ আমাদের পক্ষ থেকে এ হাদীসের বিশুদ্ধ উত্তর হল, এটি হযরত ইবনে উমর রা.-এর নিজস্ব আমল ও ইজতিহাদ। মারফূ' হাদীসগুলোতে এই পার্থক্যের কোন ভিত্তি বর্ণিত হয়নি। তাছাড়া সাহাবীর ইজতিহাদ প্রমাণ নয়। বিশেষতঃ যখন এর বিপরীতে অন্যান্য সাহাবীর আছার বিদ্যমান থাকে। তাছাড়া হযরত ইবনে উমর রা.-এর এই ইজতিহাদ ফিক্হী দৃষ্টিকোণ থেকে অপ্রধান মনে হয়। কারণ, যদি কিবলাকে সামনে রাখার নিষিদ্ধতা এ কথার উপর স্থগিত থাকে যে, মল-মূত্র ত্যাগকারী এবং কা'বার মাঝে কোন অন্তরায় না থাকতে হবে, তবে এ ধরনের ইস্তিকবাল তথা কা'বা শরীফের দিকে মুখ করা শুধু হেরেম শরীফে বসেই হতে পারে, অন্য কোথাও নয়। কারণ, কোন না কোন বিল্ডিং বা পাহাড় মাঝখানে অবশ্যই প্রতিবন্ধক হয়। অতএব, এর আবেদন হল, ময়দান ইত্যাদিতেও কা'বার দিকে মুখ করা জায়িয হবে এবং কা'বার দিকে মুখ করা ও পিঠ দেয়া মাকরূহ হবে না। অথচ এ কথাটি স্বয়ং শাফিঈ মতাবলম্বীদেরও মতের পরিপন্থী।

✪ দ্বিতীয় হাদীসটি হল, হযরত জাবির রা.-এর। এর জবাবও কেউ কেউ দিয়েছেন যে, এর সনদে দুজন বর্ণনাকারী রয়েছেন সমালোচিত। একজন আবান ইবনে সালিহ, আরেকজন মুহাম্মদ ইবন ইসহাক। তবে এই জবাব যথেষ্ট হবে না। কারণ, এ দুজন রাবী বিতর্কিত। কেউ কেউ তাদের সদালোচনাও করেছেন।

✪ অতএব, এর সঠিক উত্তর হল এ হাদীসটি সনদগত দিক দিয়ে হযরত আবু আইউব আনসারী রা.-এর হাদীসের সমান শক্তিশালী নয়। অতএব, হযরত আবু আইউব রা.-এর শক্তিশালী হাদীসটিকে এটি রহিত করতে পারে না।

✪ এবার থেকে যায় হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর হাদীস। এর উত্তর দেয়া হয়েছে যে, এর সনদ ও মূলপাঠ সম্পর্কে কালাম রয়েছে। হাফিজ যাহাবী র. এটাকে সনদগতভাবে বিভিন্ন কারণে মুনকার সাব্যস্ত করেছেন।

✪ কিন্তু বাস্তবে এই উত্তরটি ঠিক নয়। অবশ্য এটি আবু আইউব রা.-এর সহীহ মুত্তাসিল, মারফূ রেওয়ায়াতের মুকাবিলা করতে পারে না। কারণ, এটি হয়তো মুনকাতি অথবা মাওকূফ।

✪ এবার রয়ে গেছে শুধু হযরত মা'কিল ইবনে আবূ মা'কিলের সে রেওয়ায়াতটির উত্তর যাতে উভয় কিবলার দিকে মুখ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

✪ সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষ থেকে এর উত্তরে বলা হয়েছে, কিবলাতাইন দ্বারা উদ্দেশ্য বদল হিসেবে উভয় কিবলা, একত্রিত আকারে নয়। অর্থাৎ, উভয়টির দিকে মুখ করা ও পিঠ করা একই সময়ে কখনও নাজায়িয হয়নি। যখন

বায়তুল মুকাদ্দাস কিবলা ছিল তখন তার প্রতি মুখ ও পিঠ করার নিষিদ্ধতা ছিল। যখন কা'বা শরীফ কিবলা হল, তখন তার দিকে মুখ করা নিষিদ্ধ হয়। এটাকে বর্ণনাকারী কিবলাতাইন শব্দে ব্যাখ্যা করেছেন। এর প্রমাণ হল, কিবলাতাইন শব্দটি দ্বিবচন এবং একই সময়ে দুটি কিবলা কখনও ছিল না। অতএব, অবশ্যই এখানে কিবলাতাইন দ্বারা একটির স্থলে অপরটির কিবলা হওয়া উদ্দেশ্য হবে।

ইমাম আবূ দাঊদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو زَيْدٍ هُوَ مَوْلَى بَنِي ثَعْلَبَةَ ঃ এই উক্তি দ্বারা শুধু এ বর্ণনাকারীর পরিচয় উদ্দেশ্য। হতে পারে আবূ যায়েদকে নির্দিষ্ট করা উদ্দেশ্য। কারণ, এই আবূ যায়েদ ছাড়া আর এক আবূ যায়েদ রয়েছেন, যিনি নাবীযে তমর সংক্রান্ত হাদীসের রাবী। তিনি হযরত ইবনে মাসঊদ রা. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী র. কালাম (আপত্তি) করেছেন। তাঁকে অজানা রাবী বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিযী র. বলেছেন–

إِنَّمَا رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَبُو زَيْدٍ رَجُلٌ مَجْهُولٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ لَانَعْرِفُ لَهُ رِوَايَةً غَيْرَ هٰذَا .

সম্ভবত গ্রন্থকার বর্ণনা করতে চান, এ হাদীসে আবূ যায়েদ ইমাম তিরমিযী র. কর্তৃক উল্লেখিত বর্ণনাকারী আবূ যায়েদ নন, যার সম্পর্কে তিনি কালাম করেছেন। ইনি অজানা নন, বরং পরিচিত। ইনি হলেন, আমর ইবনে হুরাইসের আযাদকৃত দাস। ইবনে আরাবী র. বলেছেন, তার থেকে রাশিদ ইবনে কায়সান ও আবূ রাওক হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতএব, তিনি অজ্ঞাত নন, বরং পরিচিত।

হযরত আবূ আইউব আনসারী রা.-এর জীবনী

আলোচ্য মাসআলার ভিত্তি হযরত আবূ আইউর রা.-এর হাদীসটির উপর। এ কারণে তার জীবনী সম্পর্কে এখানে আলোকপাত করা হল।

নাম ও বংশ ঃ খালিদ ইবনে যায়েদ ইবনে কুলাইব ইবনে সা'লাবা আনসারী নাজ্জারী খাযরাজী মাদানী রা.। তিনি একজন মহা সম্মানিত সুপ্রসিদ্ধ সাহাবী।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেজবান ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিযরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় তাশরীফ আনেন তখন তাঁর ঘরে প্রায় একমাস পর্যন্ত অবস্থান করেন। অথচ বড় বড় আমীর ও শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাদের নিকট অবস্থানে রাজি করাতে অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত নেতাদেরকে বলেছেন, خَلُّوا نَاقَتِي فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ অর্থাৎ, আমার উটনীকে ছেড়ে দাও, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট। অবশেষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ উটনী হযরত আবূ আইউব আনসারী রা,-এর ঘরের নিকট যেয়ে বসে পড়ল। এর বরকতে হযরত আবূ আইউব আনসারী রা. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেহমানদারীর মহা সৌভাগ্য লাভ করেন।

জিহাদ ঃ তাঁর পূর্ণ জীবন কেটেছে আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে জিহাদ ফী সাবীলিল্লায়। সমস্ত যুদ্ধে তিনি আগে আগে থেকেছেন। অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছেন। এমনকি তাঁর ওফাত হয়েছে কুস্তুনতুনিয়ার যুদ্ধে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি দাঁড়ি মুবারক তাঁর নিকট বরকত স্বরূপ সংরক্ষিত ছিল। এর ফলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দোয়া করলেন– لَايُصِيْبُكَ السُّوْءُ يَا أَبَا أَيُّوبَ! অর্থাৎ আবূ আইউব তোমাকে অনিষ্ট স্পর্শ করবে না। তিনি প্রথমদিককার মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বদর, ওহুদ, বাইয়াতে লাইলাতুল আকাবা ও বাইয়াতুর রিযওয়ানে শরীক ছিলেন।

–বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ ইসাবা ঃ ২/১০৪, ৪/২১৭; তাহযীব, উসদুল গাবাহ, হায়াতুস সাহাবা ইত্যাদি।

بَابُ كَيْفَ التَّكَشُّفُ عِنْدَ الْحَاجَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রস্রাব পায়খানার সময় কিভাবে অনাবৃত হবে

١ـ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ ـ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ ـ

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرْجِمْ ـ وَضِّحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رحـ مُفَصَّلًا ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ১। হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রসাব-পায়খানার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি যমিনের নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত কাপড় ওঠাতেন না।

ইমাম আবু দাউদ বলেন– এটি আবদুস সালাম-আমাশ-আনাস রা. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি দুর্বল।

ইমাম আবূ দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ ـ

وَهُوَ ضَعِيفٌ ঃ যমীর আবদুস সালামের দিকে ফিরেনি। কারণ, আবদুস সালাম নির্ভরযোগ্য, হাফিজে হাদীস, বুখারী, মুসলিমের রাবী। অতএব, তিনি দুর্বল নন, বরং উদ্দেশ্য হল সে হাদীসটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করা, যেটি আবদুস সালাম ইবনে হারব– আ'মাশ– হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অতএব, هو যমীর সে হাদীসের দিকে ফিরেছে যেটি আবদুস সালাম ইবনে হারব উপরোক্ত সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এটির দুর্বলতার কারণ আমাশ হযরত আনাস রা. এর সাথে সাক্ষাত করেননি। এজন্য ইমাম তিরমিযী র.ও এ হাদীসটিকে মুরসাল বলেছেন।

মোটকথা, এ হাদীসটি দুই সূত্রে বর্ণিত– আমাশ–জনৈক ব্যক্তি– হযরত ইবনে উমর রা.। দ্বিতীয় সূত্র হল– আবদুস সালাম ইবনে হারব, আমাশ– হযরত আনাস ইবনে মালিক রা.। এ সূত্রে হাদীসটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করা হয়েছে। কারণ, এটি মুরসাল। আ'মাশ তো হযরত আনাস ইবনে মালিক রা.-এর সাথে সাক্ষাত করেননি। তাছাড়া, অন্য কোন সাহাবীর সাথেও তার সাক্ষাত ঘটেনি। প্রথম সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য নয়। কারণ, অস্পষ্ট ব্যক্তি তাঁর মতে নির্ভরযোগ্যও প্রসিদ্ধও। বিশেষত যখন আ'মাশের ন্যায় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। কারণ, আ'মাশের ন্যায় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি দুর্বলকারী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন না। অতএব, এর উপর দুর্বলতার হুকুম আরোপ করেননি। এজন্য এটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করা যাবে না। আর যদি সে অস্পষ্ট ব্যক্তি অজ্ঞাত হতেন তবে তার উপরও দুর্বলতার হুকুম আরোপিত হত। ইমাম তিরমিযী র. দু'টি হাদীস হযরত আনাস ও ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করে এর উপর মুরসাল হুকুম লাগিয়েছেন। তিনি শেষে গিয়ে বলেছেন, দু'টি হাদীসই মুরসাল। অতএব, তাঁদের মতে, দু'টি হাদীসের একটিও সহীহ নয়।

بَابُ كَرَاهِيَّةِ الْكَلَامِ عِنْدَ الْخَلَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রস্রাব-পায়খানার সময় কথা বলা মাকরূহ

١ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَالِكَ ـ

قَالَ أَبُودَاوُدَ لَمْ يُسْنِدْهُ إِلَّا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ـ

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيثَ ثُمَّ تَرْجِمْ ـ حَقِّقِ الْخَلَاءَ وَالْخَاتَمَ، اُذْكُرْ حُكْمَ كَشْفِ عَوْرَةِ أَحَدٍ عِنْدَ آخَرَ وَالْحَدِيْثِ مَعَ الْآخَرِ عِنْدَ الْخَلَاءِ ـ اُكْتُبْ نُبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا أَبِي سَعِيدٍ رض ـ

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ـ

হাদীস ঃ ১। উবাইদুল্লাহ........হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি– দু'ব্যক্তি আপন লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করে কথাবার্তা বলা অবস্থায় বাহ্যক্রিয়া সারবে না। কারণ, এতে মহান আল্লাহ ভীষণ অসন্তুষ্ট হন।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন– ইকরামা ছাড়া অন্য কেউ এটিকে মারফূরূপে বর্ণনা করেননি।

প্রস্রাব-পায়খানার সময় বিবস্ত্র হওয়া ও কথোপকনের হুকুম

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় দু'ব্যক্তির এক সাথে প্রস্রাব পায়খানায় গিয়ে পরস্পরে বিবস্ত্র হয়ে কথাবার্তা বলা উচিত নয়। এতে আল্লাহ তাআলা মারাত্মক অসন্তুষ্ট হন। ইবনে মাজাহ শরীফের রেওয়ায়াতে এ হাদীসে–يَنْظُرُ أَحَدُهُمَا إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ শব্দ অতিরিক্ত আছে।

এ হাদীসে مَقْتٌ শব্দটির অর্থ হল– ভীষণ ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি। প্রস্রাব পায়খানার সময় কথাবার্তা ও পরস্পরের সম্মুখে বিবস্ত্র হওয়ার উপর এ হুকুম এসেছে। অতএব এতে মারাত্মক হারাম জিনিস হল একজনের সামনে অপর জনের বিবস্ত্র হওয়া। বাকী রইল কথোপকথনের বিষয়টি। এটি মাকরূহে তানযীহি।

অতএব আল্লামা শাওকানী র. কর্তৃক কথাবার্তার বিষয়টিকে হারাম সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। কারণ, এখানে দু'টি বিষয়ের উপর مَقْتٌ শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর নয়।

–বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ বযলুল মাজহুদ ঃ ১ম খণ্ড

ইমাম আবূ দাউদ র.-এর উক্তি–

قَالَ أَبُودَاوُدَ لَمْ يُسْنِدْهُ إِلَّا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ـ

ইমাম আবু দাউদ র. বলতে চান, এ হাদীসটি ইকরামা ইবনে আম্মার ছাড়া অন্যরাও ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীর র. থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে ইকরামা ইবনে আম্মার ছাড়া অন্য কেউ এটাকে মুসনাদ তথা মারফূ' আকারে বর্ণনা করেননি। যেন ইকরামা ইবনে আম্মার মারফূ'রূপে বিবরণ দানের ক্ষেত্রে মুনফারিদ তথা একা। আর এককভাবে বিবরণের কারণে এ হাদীসটি দুর্বল।

তাছাড়া অন্যান্য হাফিজে হাদীসও ইকরামা– ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। দারাকুতনী তে মিরকাতুস সুউদ গ্রন্থে বলেছেন–

وَقَدْ اَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِطَرِيْقِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً ـ

ইমাম আবু হাতিম র. বলেন, এটাই সহীহ। তথা মুরসাল হওয়াই বিশুদ্ধ। ইকরামা কর্তৃক মারফূ' বিবরণটি ভুল।

আল্লামা শাওকানী র. বলেন, এ হাদীসটিকে শুধু এ কারণে দুর্বল সাব্যস্ত করার কোন কারণ নেই। ইমাম মুসলিম র. ইকরামার হাদীসটি ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীর থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী র. ইকরামা– ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীর সূত্রে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। অতএব, ইকরামার হাদীসটি দুর্বল কেন হবে?

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি ঃ নাম সাদ। পিতার নাম মালিক। মাতার নাম উনাইসা বিনতে হারিস। তাঁর পূর্ব পুরুষ খুদরা ইবনে আওফের নামানুসারে তাঁকে খুদরী বলা হয়। তিনি আবু সাঈদ খুদরী উপনামে পরিচিত।

জন্ম ঃ তিনি হিজরতের দশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণ ঃ ৬২২ খ্রিঃ তাঁর পিতা-মাতা দু'জনের সাথে মুসলমান হন।

জিহাদ ঃ বয়স কম থাকায় বদর ও উহুদের যুদ্ধে শরীক হতে পারেন নি। বনী মুস্তালিক থেকে শুরু করে পরবর্তী ১২টি যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন।

হাদীস বর্ণনা ঃ ইবনুল আসীর র. বলেন– هُوَ مِنَ الْمُكْثِرِيْنَ مِنَ الرُّوَاةِ তিনি অধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্যতম। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১১৭০টি। তন্মধ্যে ৪৬টি বুখারী মুসলিমে এবং ১৬টি এককভাবে বুখারী শরীফে ও ৫২টি মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

ওফাত ঃ তিনি ৭০ হিজরী সালে ৮৪ বছর বয়সে শুক্রবার দিন মদীনায় ইনতিকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে সমাহিত করা হয়। –বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ইসাবা ঃ ১/৩৫, ইকমাল ঃ ৫৯৮ ইত্যাদি।

بَابُ الرَّجُلِ يَرُدُّ السَّلَامَ وَهُوَ يَبُوْلُ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রস্রাব করাকালে সালামের উত্তর দান

١ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَاَبُو بَكْرٍ اِبْنَا اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَا ثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُوْلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ رُوِىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ وَغَيْرِهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَيَمَّمَ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ ـ

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيْثَ ثُمَّ تَرْجِمْ ـ اُذْكُرْ حُكْمَ رَدِّ السَّلَامِ حِيْنَ الْبَوْلِ مَعَ دَفْعِ التَّعَارُضِ لِحَدِيْثِ عَائِشَةَ رضـ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْكَرِيْمِ الْجَوَّادِ ـ

হাদীস ঃ ১। হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিল। তিনি তখন পেশাবরত ছিলেন। লোকটি তাঁকে সালাম দিল, ফলে তিনি তার জবাব দিলেন না।

আবু দাউদ র. বলেন, হযরত ইবনে উমর রা. ও অন্যান্য থেকে বর্ণিত আছে– নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়াম্মুম করলেন, তারপর লোকটি সালামের জবাব দিলেন।

মল-মূত্র ত্যাগকালে সালাম ও এর উত্তরদান মাকরূহ

✪ হানাফীদের মতে মল-মূত্র ত্যাগ ইত্যাদির সময় সালাম দেয়া এবং উত্তর দেয়া উভয়টি মাকরূহ। তাছাড়া আল্লামা শামী র. এরূপ ১৭টি স্থানের কথা লিখেছেন, যেগুলোতে সালাম দেয়া মাকরূহ। অবশ্য হানাফীদের মতে নাপাক (বে-উযু) অবস্থায় সালাম মাকরূহ নয়। প্রথমে মাকরূহ ছিল পরবর্তীতে এর অনুমতি হয়ে গেছে। হযরত মুহাজির ইবন কুনফুয রা.-এর রেওয়ায়াতে আছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করে উত্তর দিয়েছেন– এটা মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ কারণে সালামের উত্তর দেয়ার জন্য যদি কোন ব্যক্তি উযু বা তায়াম্মুমের প্রতি গুরুত্বারোপ করে তবে সেটা মুস্তাহাব।

পেশাব-পায়খানার অবস্থায় উত্তর না দেয়াতে হযরত আয়েশা রা.-এর রেওয়ায়াত–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى كُلِّ اَحْيَانِهٖ ـ

('রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় আল্লাহর যিকির করতেন–আবু দাউদ ঃ ১/৪)'-এর সাথে কোন বিরোধ নেই। কারণ হযরত আয়েশা রা.-এর এই উক্তি হয়তো আন্তরিক যিকিরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অথবা নির্দিষ্ট সময়ের যিকিরের (اَذْكَارِ مُتَوَارِدَه) ক্ষেত্রে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْدَاوُدَ وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض وغيره ـ

এখানে অন্যান্য দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত আবুল জুহাইন এবং হযরত ইবনে আব্বাস রা.। ইমাম আবু দাউদ র. কর্তৃক এ তা'লীকটিকে এখানে পেশ করার উদ্দেশ্য হল, বোধহয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সালামদাতার সালামের উত্তর না দেয়ার কারণ ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র অবস্থায় ছিলেন না। তায়াম্মুম করে যখন পবিত্র হন, তখন সালামের উত্তর দিয়েছেন। হতে পারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তমের উপর আমল করেছেন। কারণ, অপবিত্র অবস্থায় সালামের উত্তর দান অথবা, আল্লাহ্ তা'আলার অন্য কোন যিকির জায়েয হলেও উত্তম হল পবিত্র অবস্থায় আল্লাহর যিকির করা।

বাকি রইল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক টয়লেটে থেকে বেরিয়ে غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى পাঠ। এটি বৈধতার বিবরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অথবা, বলা হবে, এসব যিকির তখনকার ক্ষেত্রে বিশেষিত। অন্যথায় প্রস্রাব থেকে অবসর গ্রহণের পূর্বে সালামের উত্তর দেয়া মাকরূহ।

بَابُ الْخَاتَمِ يَكُونُ فِيهِ ذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى يَدْخُلُ بِهِ الْخَلَاءَ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর যিকির বিশিষ্ট আংটি নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করা

١. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحَنَفِيِّ عَنْ هَمَّامٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ رض قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هٰذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ رض قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ أَلْقَاهُ وَالْوَهْمُ فِيهِ مِنْ هَمَّامٍ وَلَمْ يَرْوِهِ إِلَّا هَمَّامٌ .

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيثَ ثُمَّ تَرْجِمْ . حَقِّقِ الْخَلَاءَ وَالْخَاتَمَ . مَاذَا حُكْمُ دُخُولِ الْخَلَاءِ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى كَالْقَلَنْسُوَاتِ وَالتَّعْوِيذَاتِ وَالْخَوَاتِيمِ وَغَيْرِهَا . لِمَ اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمَهُ؟ وَمِمَّ اتَّخَذَ خَاتَمَهُ، مِنْ وَرِقٍ أَوْ ذَهَبٍ؟ أُذْكُرْ حَقِيقَةَ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَاذَا حُكْمُ لُبْسِ الْخَاتَمِ فِي الشَّرْعِ؟ وَمَا كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَكَيْفَ كَانَ؟ أَوْضِحْ مَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رحـ وَمَاقَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ هٰهُنَا صَحِيحٌ؟ أُذْكُرْ أَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ مُوضِحًا .

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ مُوَفِّقِ الصَّوَابِ .

হাদীস ঃ ১। হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি **বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন** পায়খানায় যেতেন, তখন আংটি খুলে রাখতেন।

আবু দাউদ র. বলেন, এ হাদীসটি মুনকার। এ হাদীসটি আনাস রা. থেকে এভাবে 'মারফূ' আকারে বর্ণিত আছে– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রূপা দিয়ে একটি আংটি তৈরী করেছিলেন, তারপর তা তিনি খুলে ফেলেন। এ হাদীসটির বর্ণনায় হাম্মামের ভুল হয়েছে। তাছাড়া হাম্মাম ছাড়া আর কেউ এটি বর্ণনা করেননি।

خَاتَمٌ ও خَلَاءٌ শব্দের তাহকীক

اَلْخَلَاءُ শব্দের অর্থ হল– শূন্যতা, শূন্যস্থান-নির্জন জায়গা। অতঃপর শব্দটি প্রসাব পায়খানার স্থানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে শুরু হয়। **এই নামে** নামকরণের কারণ হল, আরবরা ইস্তিঞ্জার জন্য নির্জন স্থানে যেতেন।

اَلْخَاتَمُ শব্দটি خَتْمٌ থেকে ইসমে ফায়েল। خَتْمٌ -এর অর্থ হল, কোন জিনিসের উপর সীল লাগানো, মোহরাঙ্কন করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন– خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ

خَاتَمٌ শব্দটি ওরফে আংটির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কারণ এটি দ্বারাও চিঠি ইত্যাদির ওপর মোহরাঙ্কন করা হয়।

আল্লাহ-রাসূলের নাম বিশিষ্ট জিনিসসহ ইসতিনজায় যাওয়ার হুকুম

ইসতিনজার একটি আদব হল– আল্লাহ অথবা রাসূলের নাম লিপিবদ্ধ কোন আংটি পরিধান করে বাথরুমে প্রবেশ না করা। তাতে প্রবেশ করতে হলে তা খুলে রেখে যাবে। হাদীসে আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আংটিতে مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ লেখা ছিল। (উপরে নীচে তিন লাইনে শব্দগুলো ছিল।) বিধায় তিনি তা বাথরুমের বাইরে রেখে যেতেন। বরং এ হুকুম শুধু আংটির সাথেই খাস নয়' বরং যেসব জিনিস বা কাগজে কিংবা টাকা

পয়সা, টুপি, তাবিজ ইত্যাদিতে আল্লাহর নাম আছে অথবা আল্লাহর যিকির ছাড়া সাধারণ হরফ লিপিবদ্ধ আছে তা নিয়েও বাথরুমে যাওয়া উচিত নয়। কারণ, এ হরফগুলো দ্বারাইতো আল্লাহর কালাম এবং নাম লিপিবদ্ধ হয়। এই হিসেবে এটিও সম্মানার্হ।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আংটির তাৎপর্য

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আংটিটি শুধু শোভা সৌন্দর্যের জন্যই ছিল না। তাতে الله رسول محمد খোদাইকৃত ছিল। এটি দ্বারা বিভিন্ন চিঠি ইত্যাদিতে সীলমোহর লাগাতেন। রাজা-বাদশাহদের নিকট চিঠি পাঠালে সীলমোহর ছাড়া তাঁরা গ্রহণ করতেন না বলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের পরামর্শে প্রথমে স্বর্ণের আংটি বানিয়েছিলেন। সাহাবায়ে কিরামও তাঁর অনুসরণে স্বর্ণের আংটি তৈরী করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরবর্তীতে এই স্বর্ণের আংটি অপছন্দ করেন এবং ছুড়ে ফেলেন। পুনরায় রূপার আংটি বানিয়ে শেষ জীবন পর্যন্ত ব্যবহার করেন। তাঁর ওফাতের পর প্রথম খলীফা, তাঁর পর দ্বিতীয় খলীফা, তাঁর পর তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান রা. এর হাতে এটি পৌঁছে। তার হাত থেকে কোন ক্রমে বীরে আরীসে এটি পড়ে যায়। এটি মদীনার একটি প্রসিদ্ধ কূপ। এ কূপে এ আংটিটি পড়ে লাপাত্তা হয়ে যায়। বহু তালাশের পরেও তা পাওয়া যায়নি।

উলামায়ে কিরাম বলেন, হযরত উসমান রা.-এর খিলাফত আমলে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ যেসব গণ্ডগোল ও মতানৈক্য হয়েছে, এগুলো সব এ আংটি হারানোর পরেই হয়েছে। আল্লাহ মালুম এ আংটিতে কি রাজ এবং হিকমত ও বরকত নিহিত ছিল!

উল্লেখ্য, এর বিশুদ্ধ পরিস্থিতি উপরে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু اَبْوَابُ الْخَاتَمِ-এ একটি রেওয়ায়াত এসেছে, যার সনদে ইমাম যুহরী র. রয়েছেন। তার রেওয়ায়াতে আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রূপার আংটি তৈরী করে তা পরবর্তীতে অপছন্দ করে ছুড়ে ফেলে দেন। কিন্তু অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার ও মুহাদ্দিসীনের মতে, যুহরীর ভুল, হাদীসটি মুনকার। তিনি রূপার আংটি নয় বরং স্বর্ণের আংটি ফেলে দিয়েছিলেন। অবশ্য কোন কোন আলিম যুহরীর রেওয়ায়াতের একটি ব্যাখ্যাও দিয়েছেন।

আংটি ব্যবহারের হুকুম

লোহা পাথর ও পিতলের আংটি ব্যবহার করা হারাম।

لِمَا رُوِىَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى عَلٰى رَجُلٍ خَاتَمَ صُفْرٍ فَقَالَ مَالِىْ اَجِدُ مِنْكَ رَائِحَةَ الاَصْنَامِ فَاَمَرَ فَرَمٰى بِهٖ وَرَاٰى عَلٰى اٰخَرَ خَاتَمَ حَدِيْدٍ فَقَالَ مَالِىْ اَرٰى عَلَيْكَ حُلْيَةَ اَهْلِ النَّارِ ـ

স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা মহিলাদের জন্য জায়েয। পুরুষের জন্য হারাম। কারণ, হাদীস শরীফে আছে–

عَنْ عَلِىٍّ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ ـ

রূপার আংটি মহিলা পুরুষ উভয়ের জন্য পড়া জায়েয। তবে উত্তম হল, বিচারক সম্রাট বা রাষ্টনায়ক ছাড়া অন্যদের জন্য তা ব্যবহার না করা। কারণ, তাদের আংটি পড়ার প্রয়োজন নেই।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ وَاِنَّمَا يُعْرَفُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ اَلْقَاهُ وَالْوَهْمُ فِيْهِ مِنْ هَمَّامٍ وَلَمْ يَرْوِهٖ اِلَّا هَمَّامٌ ـ

হাদীসে মুনকারের সংজ্ঞা

হাদীসে মুনকারের সংজ্ঞা হল, যাতে হাদীস সংরক্ষণে ত্রুটি অথবা, রাবীর অপরিচিতি ইত্যাদির কারণে দুর্বল বর্ণনাকারী কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করেন। এমতাবস্থায় প্রধান হাদীসটিকে মা'রূফ আর বিপরীত হাদীসটিকে মুনকার বলা হয়। হাফিজ ইবনে হাজার র. শরহে নুখবায় (পৃঃ ৪০ দ্রঃ) বলেন–

إِنْ وَقَعَتِ الْمُخَالَفَةُ مَعَ الضُّعْفِ اَىْ اِنْ كَانَ الرَاوِى الْمُخَالِفُ ضَعِيْفًا بِسُوْءِ حِفْظِهِ اَوْ جَهَالَتِهِ اَوْ نَحْوِ ذَالِكَ فَالرَّاجِحُ يُقَالُ لَهُ الْمَعْرُوْفُ وَيُقَابِلُهُ الْمُنْكَرُ، وَاَيْضًا قَالَ الحَافِظُ فِىْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ مِنْ ذَالِكَ الْكِتَابِ الثَالِثُ الْمُنْكَرُ عَلٰى رَاْىِ مَنْ لَايَشْتَرِطُ فِى الْمُنْكَرِ قَيْدُ الْمُخَالَفَةِ ـ يَعْنِىْ مَا يَكُوْنُ فِيْهِ الطَعْنُ بِسَبَبِ كَثْرَةِ الْغَلَطِ لَايَكُوْنُ مُنْكَرًا اِلَّا عَلٰى رَاْىِ مَنْ لَايَشْتَرِطُ فِيْهِ ذَالِكَ فَلَايَكُوْنُ مُنْكَراً ـ

হাফিজ র.-এর এই উক্তি অনুযায়ী হাদীসে মুনকারের সংজ্ঞাতেই মতবিরোধ হয়ে গেছে। কেউ কেউ নির্ভরযোগ্য রাবীদের বিরোধিতার শর্ত আরোপ করেন। আবার কারও কারও মতে এই শর্ত নেই।

ইমাম আবূ দাউদ র.-এর উক্তিটি যথার্থ কিনা

এ হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ র. মুনকার বলে যে মন্তব্য করেছেন, তা উভয় সংজ্ঞা হিসেবেই সহীহ হয় না। কারণ, হাম্মাম নির্ভরযোগ্য, হাফিজে হাদীস, বুখারী মুসলিমের রাবী। অতএব, এ হাদীসে দুর্বলতা কোথায়? এবং তার মধ্যে প্রচুর ভুল অথবা, প্রচুর গাফিলতি অথবা, অপরিচিতি বা ফাসিকী প্রকাশিত হওয়ার কারণে সমালোচিত নন। কাজেই হাদীসটি উভয় মাযহাব অনুযায়ী মুনকার হতে পারে না। যদি ইমাম আবু দাউদ র. এটিকে মুদাললাস বলতেন, তবে এর একটা কারণ হতে পারত। কারণ, ইবনে জুরাইজের অন্যান্য শিষ্য তাঁর সূত্রে এটি বর্ণনা করার সময় ইবনে জুরাইজ ও যুহরীর মাঝে একটি সূত্র উল্লেখ করেছেন। হাম্মাম ছাড়া অন্যরা এই সূত্র উল্লেখ করেননি। অতএব, ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি وَهٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ বিশুদ্ধ নয়। সর্বোচ্চ বলা যায়, এ হাদীসটি মুদাল্লাস।

আবু দাউদ র. কর্তৃক মুনকার বলার কারণ

সম্ভবত ইমাম আবু দাউদ এ হাদীসটিকে দু'কারণে মুনকার বলেছেন– ১. ইবনে জুরাইজ ও যুহরীর মাঝে সূত্রের অনুল্লেখ। ২. মূলপাঠে পরিবর্তন। ইমাম আবু দাউদ র. এটিতে وَاِنَّمَا يُعْرَفُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ رضـ اَنَّ النَبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ اَلْقَاهُ ـ ইবারত উল্লেখ করেছেন।

অবশ্য এ দাবির সমর্থনে কোন প্রমাণ নেই। কারণ, হতে পারে, এ দু'টি হাদীস সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা এবং একই সনদে বর্ণিত। এ কারণে দারাজাতে মিরকাতুস সুউদে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে এবং এক মূলপাঠে অন্য মূলপাঠ এসে যাওয়াও অযৌক্তিক নয়। এ কারণে ইবনে হাব্বান র. উভয়টিকে সহীহ বলেছেন। অতএব, হাদীসে তাদলীস ছাড়া অন্য কোন খুঁত পরিলক্ষিত হয় না। যদি ইবনে জুরাইজ সুস্পষ্ট ভাষায় শ্রবণের উল্লেখ করতেন তবে এর বিশুদ্ধতায় কোন আপত্তিই থাকত না।

তিরমিযী র. কর্তৃক হাসান সহীহ গরীব মন্তব্যের কারণ

✪ বাকি রইল ইমাম তিরমিযী র. এ হাদীসটি সম্পর্কে হাসান সহীহ গরীব মন্তব্য করেছেন।

✪ এর উত্তর হল, হতে পারে ইমাম তিরমিযী র.-এর মতে উভয় মূলপাঠের আলাদা আলাদা দু'টি সনদ রয়েছে। একটি মূলপাঠ মধ্যবর্তী সূত্র ছাড়া, দ্বিতীয় মূলপাঠে ইবনে জুরাইজ ও যুহরীর মাঝে যিয়াদ ইবনে সা'দের সূত্র আছে। অতএব, দু'টি হাদীস আলাদা আলাদা সনদে ইমাম তিরমিযী র. এর মতে সহীহ।

সহীহ হওয়ার আর একটি কারণও হতে পারে। সেটি হল, তাঁর মতে এ হাদীসটির কোন শাহিদ রয়েছে। ব্যাখ্যাতা দারাজাতে মিরকাতুস সুউদে বলেছেন।

اَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيْقِ يَحْيَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ الْبَصْرِيِّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَبِسَ خَاتَمًا نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ اِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَهُ، وَاَبُو الْمُتَوَكِّلِ هٰذَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَبَّانٍ فِي الثِّقَاتِ .

হাফিজ ইবনে হাজার র. তাকরীবে বলেছেন- صَدُوْقٌ يُخْطِئُ . তথা সত্যবাদী তবে ভুল করেন। ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন র. বলেন- لَا اَعْرِفُهُ অর্থাৎ, আমি তাঁকে চিনি না।এর দ্বারা বুঝা যায়, আবুল মুতাওয়াক্কিলের রেওয়ায়াত দ্বারা হাম্মামের রেওয়ায়াতের সমর্থন পাওয়া যায়। হতে পারে, ইমাম তিরমিযী র.-এর মতে আবু মুতাওয়াক্কিল নির্ভরযোগ্য। এজন্য তিনি সহীহ বলে হুকুম আরোপ করেছেন।

✪ কিন্তু এখানে 'গরীব' বলে যে হুকুম লাগিয়েছেন এর উপর প্রশ্ন থেকে যায়।

✪ এর উত্তরে বলা হবে, এটি সহীহ লিগাইরিহী। গরীব হওয়ার কারণ, এখানে ইয়াহইয়া ইবনে আবুল মুতাওয়াক্কিল মুতাকাল্লাম ফীহি রাবী। অর্থাৎ, তাঁর বিরুদ্ধে আপত্তি আছে। অতএব, যারা তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন, তাদের রায় অনুযায়ী হাদীসটি সহীহ। আর যারা তাকে দুর্বল বলেছেন, তাদের মত অনুযায়ী হাদীসটিকে গরীব বলেছেন। যেমন- ইবনুল মাদীনী র. তাঁকে দুর্বল বলেন। অতএব, হাদীসটি গরীব হবে।

উল্লেখ্য, যিয়াদ ইবনে সা'দ সূত্রে বর্ণিত- اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ الخ রেওয়ায়াতটিকে মুহাদ্দিসীনে কিরাম هٰذَا وَهْمٌ مِنَ الزُّهْرِيِّ বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আংটিটি ফেলে দিয়েছিলেন বলে প্রমাণিত হয়, সেটি ছিল স্বর্ণের আংটি, রূপার নয়। রূপার আংটিটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেষ জীবন পর্যন্ত সাথে ছিল। অতঃপর, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর নিকট, অতঃপর হযরত উমর রা.-এর নিকট, অতঃপর হযরত উসমান রা.-এর নিকট ছিল। তাঁর খিলাফত আমলে বীরে আরীস নামক কূপে এটি পড়ে যায়। কাজেই ইমাম আবু দাউদ র. যে ওয়াহাম তথা ভুলের দাবি করছেন, সেটি হাম্মাম থেকে নয়, বরং যুহরী থেকে হয়েছে।

হতে পারে, মুহাদ্দিসীনে কিরাম যে রেওয়ায়াতটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, হাম্মাম সে রেওয়ায়াতের 'নিক্ষেপ'কে প্রস্রাব-পায়খানার সময় হাত থেকে খুলে রাখার অর্থে প্রয়োগ করে এ রেওয়ায়াতটিকে সহীহ সাব্যস্ত করতে চান। নিক্ষেপ করা মানে হারাম মনে করে ফেলে দেয়া নয়। যদি এ অর্থই উদ্দেশ্য হয়, তবে বিরোধ আবশ্যক হবে এবং মুহাদ্দিসীনে কিরামের প্রত্যাখ্যানও যথার্থ হবে।

আবু দাউদ র.-এর উক্তির সারনির্যাস

অতএব, ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তির সারনির্যাস হল, এ হাদীসটি দু'কারণে মুনকার- ১. ইবনে জুরাইজ ও যুহরীর মাঝে মধ্যবর্তী সূত্র বাদ দেয়া, ২. মূলপাঠের পরিবর্তন। আর মূলপাঠের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই ওয়াহাম তথা ভুল হয়েছে হাম্মাম থেকে।

অবশ্য ইমাম আবু দাউদ র.-এর উপরোক্ত দু'টি দাবী সহীহ নয়। কারণ, মুনকার হওয়ার কারণ হাদীসে নেই এবং যে ভুল হয়েছে সেটি মূলত যুহরী থেকে হয়েছে, হাম্মাম থেকে নয়। কারণ, ইবনে জুরাইজ যে হাদীসটি যিয়াদ ইবনে সা'দ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, মুহাদ্দিসীনে কিরাম সেটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আবু দাউদ র.-এর উক্তির একটি ব্যাখ্যা

গ্রন্থকারের উপর মুনকার শব্দের প্রয়োগের কারণে যে প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে তা পরবর্তীদের মতানুসারে হয়েছে। কিন্তু মুনকার হাদীসের প্রয়োগ একক রাবীর বিবরণের ক্ষেত্রেও মুতাকাদ্দিমীনের পরিভাষায় হয়ে থাকে। যাকে শায বলে। চাই বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য হোক অথবা অনির্ভরযোগ্য। এখানে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য মুনকার দ্বারা শায। কাজেই তাঁর উপর প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না।

بَابُ الْاِسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রস্রাব থেকে পবিত্রতা অবলম্বন

١- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَنَّادٌ (بْنُ السَّرِيِّ) قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ. فَقَالَ اِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ، اَمَّا هٰذَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا هٰذَا فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ، ثُمَّ دَعَا بِعَسِيْبٍ رَطْبٍ، فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هٰذَا وَاحِدًا وَعَلَى هٰذَا وَاحِدًا وَقَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا، قَالَ هَنَّادٌ يَسْتَتِرُ مَكَانَ يَسْتَنْزِهُ.

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيْثَ سَنَدًا وَمَتْنًا. ثُمَّ تَرْجِمْ. هَلْ كَانَ صَاحِبَا الْقَبْرَيْنِ مُسْلِمَيْنِ؟ اُذْكُرْ اَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ بِالدَّلِيْلِ. حَدِيْثُ الْبَابِ يُخَالِفُ حَدِيْثَ الْبُخَارِيِّ (حَيْثُ جَاءَ فِيْهِ بَعْدَ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ قَالَ بَلٰى) فَكَيْفَ التَّفَصِّيْ عَنْ هٰذَا التَّعَارُضِ؟ مَا الْمُنَاسَبَةُ بَيْنَ عَدَمِ الْاِسْتِنْزَاهِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ؟ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رح. مَاهُوَ حُكْمُ غَرْسِ الْعَسِيْبِ عَلَى الْقَبْرِ وَوَضْعِ الرَّيْحَانِ عَلَيْهِ.

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْوَدُوْدِ الْوَهَّابِ.

হাদীস ঃ ১। যুবাইর............হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন– এ দু'জনকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তবে কোন বড় গুনাহ্র জন্য শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। একজন তো পেশাবের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করত না। আর অপরজন চোগলখোরী করে বেড়াত। এরপর তিনি খেজুরের একটি তাজা ডাল আনালেন। ডালটি তিনি দু'টুকরো করে একটি এ কবরে গাড়লেন এবং অপরটি ঐ কবরে গাড়লেন। আর বললেন, আশা করা যায়, তাদের শাস্তি হালকা করা হবে, ডাল দুটো না শুকানোর পূর্বেই।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন– হান্নাদ يَسْتَنْزِهُ শব্দটির স্থলে يَسْتَتِرُ শব্দ উল্লেখ করেছেন।

কবরবাসীদ্বয় মুসলিম ছিল না অমুসলিম?

مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى قَبْرَيْنِ এখানে উভয় কবরবাসী মুসলমান ছিল না অমুসলিম?

১. এ ব্যাপারে আবূ মুসা মাদীনী র.-এর নিশ্চিত রায় হল, তারা অমুসলিম ছিল। এর সমর্থন হয় هَلَكَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ রেওয়ায়াত দ্বারা। তবে এটি ইবনে লাহী'আর কারণে দুর্বল।

২. আল্লামা আইনী র. ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিসের মত, মুসলমান এবং মুশরিক উভয় ছিল। কারণ, রাসূলে আকরাম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ আমল দু'টি আলাদা আলাদা স্থানে হয়েছিল। একটি ছিল– সফর অবস্থায়, অপরটি ঘটেছিল মদীনা মুনাওয়ারায় জান্নাতুল বাকীতে। প্রথম ঘটনার বিবরণদাতা হযরত জাবির রা.। সেখানে উভয় কবরবাসী ছিল কাফির। দ্বিতীয় ঘটনার বিবরণদাতা হযরত ইবনে আব্বাস রা.-সহ একাধিক সাহাবী। আর এ ঘটনা ঘটেছে জান্নাতুল বাকীতে। এখানে দু'জন সাহাবীকে দাফন করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুপারিশে গুনাহের ফলে তাদের উপর যে আযাব হচ্ছিল তা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। এ সমর্থন হয় এর দ্বারা যে, হযরত জাবির রা.-এর রেওয়ায়াতে আযাবের কারণ তথা প্রস্রাব ও গীবতের কথা উল্লেখ নেই। অথচ হযরত ইবনে আব্বাস রা. প্রমুখের রেওয়ায়াতে শাস্তির কারণে সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে।

৩. ইবনুল আদরাসের রায় হল, এটি মুসলমানদের কবর ছিল। কোন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা এর সমর্থন হয়। হাফিজ ইবনে হাজার র. এ রায়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ইবনে মাজার রেওয়ায়াতে আছে– مَرَّ عَلٰى قَبْرَيْنِ جَدِيْدَيْنِ . মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়াতে আছে, مَرَّ بِالْبَقِيْعِ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করেছেন, مَنْ دَفَنْتُمُ الْيَوْمَ؟ এসব রেওয়ায়াত দ্বারা মুসলমানদের কবর হওয়ার সমর্থন হয়। উল্লেখ্য, এটি হযরত সাদ ইবনে মুয়ায রা. এর কবর ছিল না এবং এ দু'টি কবরবাসীর নামও উল্লেখ করা হয়নি। প্রবল ধারণা বর্ণনাকারীগণ মুসলমানদের ব্যাপারটিকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের নাম সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেননি।

বিরোধ অবসান

এই দু'টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার ঘটনা হযরত ইবনে আব্বাস ও জাবির রা. উভয় থেকে বর্ণিত। কোন কোন সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর রেওয়ায়াতে এ কথা স্পষ্ট রয়েছে যে, এ দুটো কবর ছিল বাকী'তে আর হযরত জাবির রা.-এর রেওয়ায়াতে কোন কোন সূত্রে স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, এ ঘটনা সফরের সময় সংঘটিত হয়েছে। আল্লামা আইনী র. এবং হাফিজ ইবন হাজার র. এই বিরোধ অবসান করতে গিয়ে বলেছেন যে, এই দুটো ঘটনা আলাদা আলাদা।

একটি প্রশ্নোত্তর

وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ ঃ বুখারী শরীফের রেওয়ায়াতে এ হাদীসের শেষে এই শব্দও আছে قَالَ بَلٰى (তিনি বললেন, হ্যাঁ।) এ কারণে বাহ্যতঃ হাদীসটির শুরু ও শেষে বৈপরীত্য আছে বলে মনে হয়। কিন্তু উলামায়ে কিরাম এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, এর উদ্দেশ্য হল, এই দুটি গোনাহ এরূপ যে এগুলো থেকে বেঁচে থাকা কোন মুশকিল কাজ নয়। এ হিসেবে এগুলো কবীরা নয়। কিন্তু গুনাহের দিক দিয়ে পেশাবের ছিটা থেকে না বাঁচা এবং চোগলখোরী করা কবীরা গুনাহ।

فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ ঃ এখানে বিভিন্ন রেওয়ায়াতে বিভিন্ন প্রকার শব্দ এসেছে।

لَا يَسْتَتِرُ . لَا يَسْتَنْزِهُ . لَا يَسْتَبْرِئُ . لَا يَسْتَنْثِرُ সবগুলোর একই অর্থ। অর্থাৎ, লোকটি পেশাবের ছিটা থেকে পরহেজ করত না। لَا يَسْتَتِرُ অর্থ কেউ কেউ এটাও বর্ণনা করেছেন যে, পেশাবের সময় সতর ঢাকার প্রতি

সে গুরুত্বারোপ করত না। কিন্তু উত্তম হল এই শব্দটিকে অন্যান্য সূত্রের উপর প্রযোজ্য ধরে পেশাব থেকে পরহেজ না করার অর্থই করা। এর সহায়তা এ হাদীস দ্বারা হয় যাতে ইরশাদ রয়েছে–

اِسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ ـ معارف السنن : ١/٢٧٥ ـ

আর একটি প্রশ্নের উত্তর

পেশাবের ছিটা থেকে পরহেজ না করার সাথে কবর আযাবের কিসের সম্পর্ক? এর হাকীকত তো আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। অবশ্য আল্লামা ইবন নুজাইম র. আল-বাহরুর রায়িকে (১/১১৪) একটি হিকমত এই বর্ণনা করেছেন যে, পেশাব থেকে পবিত্রতা মানে ইবাদতের দিকে প্রথম পদক্ষেপ। অপর দিকে কবর হল পরকালের প্রথম মঞ্জিল। অর্থাৎ, প্রথম মঞ্জিল তথা কবরে পবিত্রতা বর্জনের কারণে আযাব দেয়া হবে। এর সহায়তা মু'জামে তাবারানীর একটি মারফূ' রেওয়ায়াত দ্বারাও হয়–

اِتَّقُوا الْبَوْلَ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ فِي الْقَبْرِ ـ رَوَاهُ الطَّبَرَانِي بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (معارف السنن : ج١ ص ٢١٣)

'প্রস্রাব থেকে বাঁচো। কারণ, কবরে সর্বপ্রথম বান্দার এ ব্যাপারে হিসেব নেয়া হবে।'

কবরের উপর ফুল দেয়া ও ডাল গাড়া

বুখারীর রেওয়ায়াতে এবং এই রেওয়ায়াতের অন্য সূত্রে এই ঘটনাও উল্লিখিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ডাল নিয়ে দু'টুকরো করলেন এবং দুটিকে দুটি কবরের উপর গেড়ে দিলেন। তিনি এর হিকমত এই বর্ণনা করেছেন– لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَالَمْ تَيْبَسَا

'হতে পারে তাদের কবরের আযাব আল্লাহ তা'আলা লঘু করবেন এই দুটি ডাল শুকানোর পূর্বে।' -বুখারী : ১/৩৫

এর দ্বারা কোন কোন বিদ'আতী কবরের উপর ফুল দেয়ার বৈধতার উপর প্রমাণ পেশ করেছে। কিন্তু এই প্রমাণটি সম্পূর্ণ বাতিল। কারণ, এ হাদীসে ফুল দেয়ার কোন আলোচনা নেই।

অবশ্য এই মাসআলায় উলামায়ে কিরামের আলোচনা হয়েছে যে, এ হাদীস মুতাবিক কবরে ডাল গাড়ার কি হুকুম।

উলামায়ে কিরামের একটি দল এই কথার প্রবক্তা যে, এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্য ছিল। এটা অন্য কারো জন্য করা দুরুস্ত নয়। আল্লামা ইবনে বাত্তাল এবং আল্লামা জাযরী র.-এর কারণ এটা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, তাদের কবরে আযাব হচ্ছে এবং এর সাথে সাথে এই জ্ঞানও দেয়া হয়েছে যে, এই ডাল পুঁতে দেয়ার কারণে তাদের শাস্তি লাঘব হতে পারে। কিন্তু অন্য কোন ব্যক্তির না কবরবাসীর আযাব হওয়ার জ্ঞান হতে পারে, না শাস্তি লঘু হওয়ার। এ কারণে অন্যদের জন্য ডাল গাড়া দুরুস্ত নয়। এই ধরনের সুস্পষ্ট বিবরণ হাফিজ ইবন হাজার, আল্লামা আইনী, ইমাম নববী, আল্লামা খাত্তাবী র. প্রমুখ থেকেও বর্ণিত আছে।

○ অবশ্য হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী র. 'বযলুল মাজহুদে ইবন বাত্তাল এবং মাযরী র. এর উপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। বলেছেন যদি শাস্তিতে লিপ্ত হওয়ার জ্ঞান নাও হয়, তাহলেও এর দ্বারা মৃতের জন্য আযাব লঘু করার কোন ছুরত অবলম্বন না করা আবশ্যক নয়। অন্যথায় মৃতদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ এবং ঈসালে সওয়াবও দুরস্ত না হওয়া উচিত। এ কারণেই সুনানে আবূ দাউদের কিতাবুল জানায়িযে বর্ণিত আছে যে, হযরত বুরাইদা ইবন হুসাইব রা. এর ঝোঁকও এদিকে মনে হচ্ছে যে, এ হাদীসের উপর আমল করতে গিয়ে কবরের উপর ডাল গেড়ে দেয়া জায়িয বরং উত্তম।

○ তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন গ্রন্থকার হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী কুঃ সিঃ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তমূলক এ উক্তি করেছেন যে, হাদীস দ্বারা প্রমাণিত প্রতিটি বিষয়কে তার সে সীমার উপর রাখা উচিত, যে সীমা পর্যন্ত সেটি প্রমাণিত। হাদীসে ১/২ বার তো ডাল গাড়ার কথা প্রমাণিত আছে, এতে বোঝা যায়, কোন কোন সময় এরূপ করা জায়িয। আর শায়খ সাহারানপুরীর উক্তি এরূপ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। কিন্তু এ কথাও প্রমাণিত হয় না যে, উক্ত অনুচ্ছেদের হাদীস ছাড়া রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কারো কবরের উপর এরূপ করেছেন। অনুরূপভাবে হযরত বুরাইদা রা. ছাড়া অন্য কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত নেই যে, তিনি কবরের উপর ডাল গাড়ার বিষয়টিকে নিজের মা'মূল বানিয়ে নিয়েছেন। এমনকি হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে জাবির রা. থেকে যাঁরা এ হাদীসের রাবী, এ কথা বর্ণিত নেই যে, তারা আযাব লঘু করার জন্য এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। এ থেকে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, এ কাজটি যদিও জায়িয কিন্তু সুন্নতে জারিয়া এবং স্বতন্ত্র নিয়ম বানানোর বিষয় নয়। হক হল প্রতিটি জিনিসকে তার অধিকার দেয়া, সীমা লঙ্ঘন না করা। এটাকেই বলে দীনের গভীর জ্ঞান।

ইমাম আবূ দাঊদ র-এর উক্তি

قَالَ هَنَّادٌ يَسْتَتِرُ مَكَانَ يَسْتَنْزِهُ .

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য হল– তাঁর দুই উস্তাদ যুহাইর ও হান্নাদ এর মাঝে শাব্দিক যে বিভিন্নতা রয়েছে তার বিবরণ দান। ইমাম আবু দাউদের এক উস্তাদ যুহাইর বর্ণনা করেছেন– يَسْتَنْزِهُ , পক্ষান্তরে হান্নাদ বর্ণনা করেছেন– يَسْتَتِرُ

অতএব, হান্নাদের রেওয়ায়াতের অর্থ হল– তিনি লোকজনের চোখের আড়ালে যেতেন– অথবা, এর উদ্দেশ্য হল প্রস্রাব ও তার মাঝে আড়াল রাখতেন। যার ফলে পেশাবের ছিটা থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের ছুরতে অর্থগতভাবে হান্নাদের রেওয়ায়াত যুহাইরের রেওয়ায়াতের অনুকূল হয়ে যাবে।

٢ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ كَانَ لَايَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ يَسْتَنْزِهُ .

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرْجِمْ . اَوْضِحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رحـ .

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

হাদীস ঃ ২। উসমান ইবনে আবু শায়বা........ হযরত ইবনে আব্বাস রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, كَانَ لَايَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ –সে তার পেশাব থেকে পর্দা করত না। আর আবু মু'আবিয়া বলেছেন, يَسْتَنْزِهُ –পেশাব থেকে নিজেকে রক্ষা করত না।

ইমাম আবূ দাঊদ র.-এর উক্তি

عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

এই সনদটি এখানে উল্লেখ করে ইমাম আবু দাউদ র. প্রথম হাদীসের সনদ ও এই হাদীসের সনদের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করতে চেয়েছেন। কারণ, মুজাহিদ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনাকারী দু'জন। ১. আ'মাশ। প্রথম হাদীসে তাই রয়েছে। ২. মনসুর। আ'মাশ তাঁর রেওয়ায়াতে মুজাহিদ ও হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর মাঝে তাউসের সূত্র উল্লেখ করেছেন। প্রথম সনদে তাই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মনসুর এই সূত্র উল্লেখ করেননি।

ইমাম বুখারী র. স্বীয় গ্রন্থে তাউসের সূত্রসহ এবং তাউসের সূত্র ছাড়া বর্ণনা করেছেন।

হাফিজ ইবনে হাজার র. বলেন–

رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ الْأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ فَادْخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ رض طَاوُسًا كَمَا اَخْرَجَهُ الْمُؤَلِّفُ بَعْدَ قَلِيْلٍ وَاِخْرَاجُهُ لَهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ يَقْتَضِيْ صِحَّتَهُمَا عِنْدَهُ۔

অতএব, বলতে হবে, মুজাহিদ এ হাদীসটি তাউস সূত্রেও শুনেছেন, আবার প্রত্যক্ষভাবে তার সূত্র ছাড়া হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকেও শুনেছেন। প্রথমত, সূত্র সহকারে শুনেছেন, পরবর্তীতে শুনেছেন প্রত্যক্ষভাবে। এর সমর্থনের একটি কারণ হল– তাউস সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতটিতে কিছু অতিরিক্ত কথা আছে, যা হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে প্রত্যক্ষভাবে শ্রুত রেওয়ায়াতে নেই এবং ইবনে হাব্বান র. উভয় সূত্রকে সুস্পষ্ট ভাষায় সহীহ বলেছেন।

আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী র. বলেন, ইমাম আবু দাউদ র. কর্তৃক উভয় সূত্রে হাদীসটির বিবরণ দান এর প্রমাণ যে, তাঁর মতেও দু'টি সূত্রেই সহীহ।

তবে ইমাম তিরমিযী র. বলেন– আ'মাশের রেওয়ায়াতটি বিশুদ্ধতম। তিনি আ'মাশের রেওয়ায়াতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এর প্রমাণ এভাবে দিয়েছেন–

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ ابَانٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ وَكِيْعًا يَقُوْلُ الْأَعْمَشُ اَحْفَظُ لِإِسْنَادِ إِبْرَاهِيْمَ مِنْ مَنْصُوْرٍ۔

এর দ্বারা বুঝা গেল, আ'মাশের রেওয়ায়াত তাঁর মতে মনসুরের রেওয়ায়াত অপেক্ষা প্রধান।

আল্লামা সাহারানপুরী র. বলেন, 'সম্ভবত গ্রন্থকার, বুখারী র. ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতই হক।'

এরপর গ্রন্থকার মনসুর ও আ'মাশ থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের শাব্দিক বিভিন্নতার বিবরণ দিচ্ছেন। জারীর বলেছেন– كَانَ لَايَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ আর আবু মু'আবিয়া বলেছেন– يَسْتَنْزِهُ মনসুর থেকে হাদীস বর্ণনাকারী জারীর আর আ'মাশ থেকে বর্ণনাকারী আবু মু'আবিয়া। শাব্দিক এই বিভিন্নতা ইমাম আবু দাউদের দুই উস্তাদ হান্নাদ ও যুহাইরের শব্দেই হয়েছে। জারীর মনসুর থেকে يَسْتَتِرُ আর আবু মু'আবিয়া আ'মাশ থেকে يَسْتَنْزِهُ বর্ণনা করেছেন।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, ইমাম আবু দাউদ র. আবু মু'আবিয়াকে জারীরের বিপরীতে উল্লেখ করেছেন। এতে বাহ্যত বুঝা যায়, আবু মু'আবিয়াও মনসূরের ছাত্র। অথচ বাস্তবে তা নয়। আবু মু'আবিয়া হলেন, আ'মাশের শিষ্য। অতএব, গ্রন্থকারের জন্য সমীচীন ছিল এ উক্তিটি ওয়াকী'– আ'মাশ সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতের অধীনে উল্লেখ করা।

٣۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَسَنَةَ، قَالَ انْطَلَقْتُ اَنَا وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَجَ وَمَعَهُ دَرَقَةٌ ثُمَّ اسْتَتَرَ بِهَا ثُمَّ بَالَ، فَقُلْنَا انْظُرُوا اِلَيْهِ يَبُوْلُ كَمَا تَبُوْلُ الْمَرْأَةُ فَسَمِعَ ذَالِكَ، فَقَالَ اَلَمْ تَعْلَمُوْا مَا لَقِيَ صَاحِبُ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ؟ كَانُوْا اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَطَعُوْا مَا اَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ، فَنَهَاهُمْ فَعُذِّبَ فِيْ قَبْرِهِ۔

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مَنْصُوْرٌ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ جِلْدَ اَحَدِهِمْ وَقَالَ عَاصِمٌ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ جَسَدَ اَحَدِهِمْ۔

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيْثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرْجِمْ ـ مَا وَجْهُ الشِّبْهِ فِى يَبُوْلُ كَمَا تَبُوْلُ الْمَرْأَةُ، اَوْضِحْ مِصْدَاقَ مَا فِىْ قَوْلِهٖ قَطَعُوْا مَا اَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ ـ مَنْ فَاعِلُ قُلْنَا؟ هَلْ هُمْ مُسْلِمُوْنَ اَمْ كُفَّارٌ؟ اِنْ كَانَ الْاَوَّلُ فَكَيْفَ صَدَرَ عَنْهُمْ اُنْظُرُوا اِلَيْهِ الخ؟ اُكْتُبْ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا عَمْرِو بْنِ عَاصٍ رض ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رح ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَوْلَى النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ৩। মুসাদ্দাদ..........হযরত আবদুর রহমান ইবনে হাসানা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও আমর ইবনুল 'আস রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেলাম। তিনি বের হলেন। তাঁর সাথে ছিল একটি ঢাল। তিনি ঢালটিকে আড়াল বানিয়ে পেশাব করলেন। আমরা বললাম– দেখ, তিনি পেশাব করছেন যেরূপ মেয়েলোক পেশাব করে থাকে। (এখানে বসে পেশাব করার ক্ষেত্রে উপমা দেয়া হয়েছে অথবা ইমাম নববী র.-এর মতে প্রস্রাবের সময় পর্দা করার ব্যাপারে সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে।) তিনি একথা শুনে বললেন– তোমরা কি জান না, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির কি অবস্থা হয়েছিল? বনী ইসরাঈলের কারো যদি (কোথাও) পেশাব লেগে যেত, তাহলে ঐ স্থানকে তারা কেটে ফেলত। ঐ ব্যক্তি তাদের এটা করতে নিষেধ করেছিল। তাই তাকে কবরে শাস্তি দেয়া হয়।

আবূ দাউদ র. বলেন, মনসুর আবু ওয়াইলের মাধ্যমে আবু মূসা থেকে এ হাদীসের অনরূপ বর্ণনা করেছেন– جِلْدَ اَحَدِهِمْ (যদি পেশাব লেগে যেত) তাহলে তারা চামড়া কেটে ফেলত। আর আসিম আবু ওয়াইল, আবু মূসা রা. সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন– جَسَدَ اَحَدِهِمْ 'তাদের শরীর কেটে ফেলত'।

قُلْنَا -এর ফায়েল (কর্তা) কে?

فَقُلْنَا انْظُرُوا اِلَيْهِ ঃ এর ফায়েল হলেন, আমর ইবনে আস ও আবদুর রহমান ইবনে হাসানা। কেউ কেউ বলেছেন, তারা দুজন তখন কাফির ছিলেন। তাই একথা বলেছেন। তবে বিশুদ্ধতম উক্তি হল, তাঁরা তখন মুসলমান ছিলেন। কিন্তু নও মুসলিম ও দীনী ইলম কম থাকার কারণে বিস্ময়বশতঃ এরূপ কথা বলেছিলেন বর্বরতার যুগের আচরণ ও রীতিনীতির উপর নির্ভর করে।

ইমাম আবূ দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْدَاوُدَ قَالَ مَنْصُوْرٌ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ جِلْدَ اَحَدِهِمْ وَقَالَ عَاصِمٌ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ـ

এখানে ইমাম আবু দাউদ র. এর উদ্দেশ্য হাদীসের সনদ ও মূলপাঠ সংক্রান্ত বিভিন্নতার বিবরণ দান। আবদুর রহমান ইবনে হাসানার রেওয়ায়াত মারফূ' অর্থাৎ, اَلَمْ تَعْلَمُوْا مَالَقِىَ صَاحِبَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ كَانُوْا اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَطَعُوْا مَا اَصَابَهُمُ الْبَوْلُ مِنْهُمُ الْحَدِيْث। এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী। এতে قطعوا ماأصابهم এসেছে। এতে না কাপড়ের কথার উল্লেখ রয়েছে, না চামড়াও দেহের। কিন্তু মনসুর– আবু ওয়াইল– হযরত আবু মূসা রা. সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতটি মাওকূফ, মারফূ' নয়। তবে এতে جِلْدَ اَحَدِهِمْ শব্দ এসেছে। আবু দাউদের রেওয়ায়াতের মত মুসলিমের রেওয়ায়াতেও এসেছে। বুখারী র.-এর রেওয়ায়াতে ثَوْبَ اَحَدِهِمْ শব্দ আছে। আবু আসিম– আবু ওয়াইল– আবু মূসা– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াত মারফূ'ও আছে। তাছাড়া, এতে جَسَدَ اَحَدِهِمْ শব্দও আছে।

মোটকথা, দুটি রেওয়ায়াত মারফূ'। একটি রেওয়ায়াত হযরত আবু মূসা রা. এর উপর মাওকূফ। এ হল সূত্রগত বিভিন্নতা।

মূলপাঠগত বিভিন্নতা হল, এক রেওয়ায়াতে আছে– إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ আর এক রেওয়ায়াতে আছে– جِلْدَ أَحَدِهِمْ মুসলিমের রেওয়ায়াতে মূলপাঠ অনুরূপ। বুখারী র.-এর রেওয়ায়াতে আছে– ثَوْبَ أَحَدِهِمْ। আবু দাউদের রেওয়ায়াতে আবু 'আসিম– আবু ওয়াইল– আবু মূসা– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতে جَسَدَ أَحَدِهِمْ শব্দ আছে।

এখানে বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থে হাফিজ ইবনে হাজার র. বলেন, মুসলিমের রেওয়ায়াতে যে جِلْدَ أَحَدِهِمْ শব্দ এসেছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য ইমাম কুরতুবী র. এর মতে পোশাকরূপে ব্যবহার্য চামড়া।

কেউ কেউ এটাকে বাহ্যিক অর্থে প্রয়োগ করেছেন। অর্থাৎ, মানুষের চামড়া। তারা বলেছেন, মানুষের চামড়া কর্তনের এই নির্দেশ হল কঠোর বিধানের অন্তর্ভুক্ত। যা থেকে বাঁচানোর জন্য আমরা رَبَّنَا وَلَاتَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا الخ দোয়া করি। এই বাহ্যিক অর্থের উপর প্রয়োগের সমর্থন হয় আবু আসিম– আবু ওয়াইলের جسد احدهم বিশিষ্ট রেওয়ায়াত দ্বারা। কিন্তু বুখারীর রেওয়ায়াতে সুস্পষ্ট আকারে ثَوْبَ أَحَدِهِمْ শব্দ আছে। অতএব, মানুষের চামড়া উদ্দেশ্য করা জটিল। ফলে বাহ্যত বুঝা যায়, এর দ্বারা পোশাকই উদ্দেশ্য। চামড়াও নয়, দেহও নয়। এমতাবস্থায় আবু দাউদের إِذَا أَصَابَهُمْ রেওয়ায়াতে একটি মুযাফ উহ্য মানতে হবে। অর্থাৎ, إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدِهِمْ তাহলে বুখারীর রেওয়ায়াতের অনুকূল হয়ে যাবে। এর অর্থ হবে, তাদের জন্য নাপাক কাপড় পানি দ্বারা পাক করার অবকাশ ছিল না। বরং তাদের শরীয়তে কর্তন ব্যতীত পাক করার কোন পন্থা ছিল না। বস্তুত, চামড়ার রেওয়ায়াতটিকে পোশাকরূপে ব্যবহার্য্য চামড়ার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে। আল্লামা ইবনে হাজার র. কুরতুবী র. থেকে এই বিবরণ দিয়েছেন।

جَسَدُ এর ব্যাখ্যা এই করা হবে যে, বোধহয় কোন বর্ণনাকারী جِلْدَ أَحَدِهِمْ দ্বারা মানুষের চামড়া মনে করেছেন। ফলে অর্থগত বিবরণ দিতে গিয়ে جِلْدَ أَحَدِهِمْ এর স্থলে جَسَدَ أَحَدِهِمْ বলে দিয়েছেন। অন্যথায় প্রকৃত অর্থে মানুষের দেহ উদ্দেশ্য হলে পূর্ণ দেহই শেষ হয়ে যাবে; কারণ, নাপাকী মানুষের দেহ থেকে বারবার বের হয়। ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বারবার নাপাক হয়। যদি বারবার দেহ পাক করতে গেলে কর্তন করতে হয়, তবে শরীর থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّاوُسْعَهَا তথা আল্লাহ তা'আলা কারো উপর সাধ্যাতীত বিষয়ের দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না। কাজেই রেওয়ায়াতগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি ঃ নাম আবদুল্লাহ,পিতার নাম আমর ইবনুল আ'স ইবনে ওয়াইল ইবনে হাশিম। মাতার নাম রীত্বা। পিতা ও পুত্র উভয়েই সাহাবী ছিলেন।

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর কত সালে ইসলাম গ্রহণ করেন এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। তবে তিনি তাঁর পিতার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর পিতা মুসলমান হয়েছিলেন।

হাদীস বিবরণ ঃ তাঁর নিকট হতে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৬০০। ইমাম বুখারী ও মুসলিম র. সম্মিলিতভাবে ১৭টি এবং ইমাম বুখারী র. এককভাবে ৮টি আর ইমাম মুসলিম র. এককভাবে ২০টি হাদীস স্ব-স্ব কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া তাঁর লিখিত হাদীসের সংখ্যা ছিল অনেক। আবু উমামা, মিসওয়ার, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব র. প্রমুখ তাঁর শিষ্য।

একটি স্বপ্ন ও এর ব্যাখ্যা

একবার তিনি রাসূল সা. এর নিকট একটি স্বপ্ন বললেন, আমি দেখলাম, আমার এক হাতে মধু আরেক হাতে ঘি। আর এগুলো আমি জিহ্বা দিয়ে চাটছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কিতাবদ্বয় তথা তাওরাত ও কুরআন পড়বে। বাস্তবেও তাই হয়।

ওফাত ঃ ওয়াকিদী র.-এর বিশুদ্ধ মতে তিনি ৬৫ হিজরীতে জিলহজ্জ মাসে ৭২ বছর বয়সে মিসরের ফুসতাত শহরে ইনতিকাল করেন। তবে ৬৩ হিজরীতে মক্কা শরীফে বা তায়েফে ওফাত হয়েছে বলেও কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন। –বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ ইসাবা ঃ ২/৩৫১-৩৫২; উসদুল গাবাহ ঃ ৩/৩৪৫ ইত্যাদি।

بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا

অনুচ্ছেদ ঃ দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা

١- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ ح وَثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَهٰذَا لَفْظُ حَفْصٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رض قَالَ أَتَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ فَذَهَبْتُ أَتَبَاعَدُ فَدَعَانِي حَتّٰى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ.

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرْجِمْ. مَا الْفَرْقُ بَيْنَ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا؟ كَيْفَ بَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أَصْلِ الْجِدَارِ مَعَ أَنَّ الْبَوْلَ يُوهِي الْجِدَارَ وَيُضَيِّعُهُ؟ كَيْفَ رَاٰى أَبُو مُوسٰى رض رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَبُولُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ انْطَلَقَ حَتّٰى لَا يَرَاهُ أَحَدٌ؟ - حَدِيثُ عَائِشَةَ رض وَحَدِيثُ حُذَيْفَةَ رض مُتَعَارِضَانِ فِي الْبَوْلِ قَائِمًا وَعَدَمِهِ، فَكَيْفَ التَّفَصِّي عَنْهُ؟ مَا هُوَ حُكْمُ الْبَوْلِ قَائِمًا عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْكِرَامِ؟ أُذْكُرْ مُفَصَّلًا. كَيْفَ اِسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمِ الْمَمْلُوكَةِ؟ مَاوَجْهُ بَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ قَائِمًا؟ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ مَخْلُوطٌ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ وَمُغِيرَةَ رض؟ أُذْكُرْ بِالتَّفْصِيلِ. وَضِّحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رض مَعَ ذِكْرِ نُبْذَةٍ مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا حُذَيْفَةَ رض.

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ.

হাদীস ঃ ১। হাফস ইবনে উমর .... হযরত হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সম্প্রদায়ের ময়লার স্থানের নিকট গিয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। তারপর পানির জন্য ডেকে পাঠালেন অতঃপর মোজার উপর মাসেহ করলেন।

আবু দাউদ র. বলেন, মুসাদ্দাদ আরো বর্ণনা করেছেন– হযরত হুযাইফা রা. বলেন, আমি পেছনের দিকে সরে যেতে থাকলে তিনি (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে ডাকলেন। এমনকি আমি তাঁর পায়ের গোড়ালীর নিকটবর্তী হলাম।

حَدَّثَنَا ও أَخْبَرَنَا -এর মাঝে পার্থক্য

উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, এ দু'টি শব্দ আভিধানিকভাবে সমার্থক। তবে পারিভাষিকভাবে তার মধ্যে কিছু মতবিরোধ রয়েছে।

কেউ কেউ উভয়ের মাঝে পার্থক্য করেন না। যেমন– যুহরী, ইবনে উয়াইনা, হিজাযী ও কূফীগণ।

আবার কেউ কেউ পার্থক্য করেন। যেমন– ইবনে জুরাইজ, আওযাঈ, শাফিঈ ও প্রাচ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কিরাম। তাদের মতে, উস্তাদ যখন হাদীস পড়েন আর ছাত্র শুনে তখন حَدَّثَنَا শব্দ ব্যবহৃত হয়।

আর ছাত্র যখন উস্তাদের সামনে পড়ে তখন রেওয়ায়াতকালে বলে أَخْبَرَنَا.

عَنْ أَبِي وَائِلٍ ঃ ইনি মুখাযরামীনের অন্তর্ভুক্ত। নির্ভরযোগ্য রাবী।

নবীজী সা. দেয়ালের গোড়ায় কিভাবে প্রস্রাব করলেন? এটাতো দেয়ালকে দুর্বল করে দেয়?

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূলত দেয়ালের গোড়ায় প্রস্রাব করেনি বরং তার কাছে প্রসাব করেছেন। এ প্রস্রাব দেয়ালের গোড়া পর্যন্ত পৌছেনি। তাছাড়া প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রস্রাব পবিত্র। এটি দেয়ালের জন্যও ক্ষতিকর নয়। এমনিভাবে দেয়ালটি পূর্ব থেকেই নষ্ট ছিল। অতএব তাঁর প্রস্রাবের কারণে এটি নষ্ট হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আবু মূসা রা. কিভাবে প্রস্রাব করতে দেখলেন .... ?

আসলে হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা.-এর হাদীসে যে বলা হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্রাব পায়খানায় গেলে দূরে যেতেন, যাতে কেউ না দেখে– এ হাদীসের সাথে উপরের হাদীসের কোন বিরোধ নেই। কারণ, হযরত জারিব রা.-এর হাদীসের বিষয়টি অধিকাংশ সময়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সর্বদার জন্য নয়।

বিরোধ অবসান

হযরত আয়েশা রা.-এর রেওয়ায়াত দ্বারা বোঝা যায়, مَاكَانَ يَبُوْلُ اِلَّا قَاعِدًا তথা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেননি। কিন্তু হযরত হুযাইফা রা.-এর হাদীসে তাঁর দাঁড়িয়ে প্রস্রাবের কথা রয়েছে। তা সত্ত্বেও উভয় হাদীসে কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ, হযরত আয়েশা রা. সাধারণ অভ্যাসের বিবরণ দিয়েছেন। আর হযরত হুযাইফা রা. একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। তাছাড়া হতে পারে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা র. এ ঘটনা জানেননি।

দাঁড়িয়ে প্রস্রাবের হুকুম

يَبُوْلُ قَائِمًا ঃ দাঁড়িয়ে প্রস্রাব সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের সামান্য মতবিরোধ রয়েছে।

১. হযরত সাঈদ ইবন মুসায়্যিব, উরওয়া ইবন যুবাইর এবং ইমাম আহমদ আহমদ ইবন হাম্বল প্রমুখ ব্যাপক আকারে এটাকে জায়েয বলেন।

২. এর পরিপন্থী কোন কোন আহলে জাহির এর হারামের প্রবক্তা।

৩. ইমাম মালিক র.-এর মতে ছিটা উড়ে আসার আশংকা না হওয়ার শর্তে জায়েয, অন্যথায় মাকরূহ।

৪. সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হল ওযর ছাড়া এরূপ করা মাকরূহে তানযীহি। কারণ, নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত কোন বিবরণই সহীহ হাদীসে প্রমাণিত নেই। হযরত আয়েশা রা.-এর হাদীসটি যদিও প্রামাণ্য; কিন্তু এতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাধারণ অভ্যাসের বিবরণ দেয়া হয়েছে, নিষেধাজ্ঞার নয়। অতএব, সর্বোচ্চ মাকরূহে তানযীহিই প্রমাণিত হবে।

○ অবশ্য হযরত শাহ সাহেব র. বলেছেন, যেহেতু আমাদের জামানায় দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা অমুসলিমদের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, এজন্য এর মন্দত্বের বিষয়টি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে।

○ তুহফাতুল আহওয়াযীর লেখক এর উপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, যে আমলের অনুমতি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, যদি অমুসলিমরা এর উপর আমল করতে আরম্ভ করে, তাহলে সেটা নিষিদ্ধ এবং না জায়েয হয়ে যায় না।

○ তবে এ প্রশ্ন তাঁর ভুল বোঝাবুঝির ওপর নির্ভরশীল। কারণ, এখানে শুধু আমল অবলম্বনের বিষয় নয়, বরং বৈশিষ্ট্যের ব্যাপার। মাকরূহ হওয়ার বিষয়টি এসেছে (ধর্মীয়) বৈশিষ্ট্য হওয়ার কারণে। আর যে মাকরূহে তানযীহি কাফিরদের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে যায় সেটির মন্দত্ব বেড়ে যায়। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ অর্থাৎ, যে যে জাতির সামঞ্জস্য অবলম্বন করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।
–আবূ দাউদ ২/৫৫৬, কিতাবুল লিবাস, বাবুন ফী লুবসিশ শুহরাহ।

سُبَاطَةَ : اَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ এরূপ স্থানকে বলা হয় যেখানে ময়লা ফেলা হয়। এরূপ স্থান চয়ন করার কারণ, এরূপ জায়গা নরম হয়ে থাকে, ছিটা উড়ে আসার আশংকা হয় না।

একটি প্রশ্নোত্তর

এখানে কোন কোন আলিম এ আলোচনা করেছেন যে, যেহেতু এই ময়লা স্থানটি কোন কোন লোকের মালিকানাধীন ছিল সেহেতু অনুমতি ছাড়া নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা কিভাবে ব্যবহার করলেন? কিন্তু এর উত্তর স্পষ্ট। প্রথমতঃ তো سُبَاطَةَ قَوْمٍ-এর মধ্যে اِضَافَتْ মালিকানা বুঝানোর জন্য নয়; বরং তাদের সাথে বিশেষিত বা সাধারণ সংশ্লিষ্টতার কারণে اِضَافَتْ হয়েছে। যার প্রমাণ হল ময়লা ফেলার স্থানগুলো সাধারণতঃ কোন ব্যক্তি মালিকানা হয় না; বরং জনকল্যাণমূলক হয়ে থাকে। আর যদি মেনে নেয়া হয়, এটা কারো মালিকানা ছিল তাহলেও ওরফী অনুমতি এরূপ স্থানে যথেষ্ট হয়ে থাকে। এজন্য ফুকাহায়ে কিরাম এ থেকে অনেক শাখা মাসায়িল উৎসারণ করেছেন। যেমন ক্ষেতে পড়ে থাকা ফল ইত্যাদিতেও ওরফী অনুমতি যথেষ্ট।

দাঁড়িয়ে প্রস্রাবের কারণ

فَبَالَ عَلَيْهَا قَائِمًا : উলামায়ে কিরাম এখানে অনেক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাঁড়িয়ে প্রস্রাবের কারণ কি ছিল। এর অনেক ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জন্য সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন যে, নাপাকীর কারণে সেখানে বসা সম্ভব ছিল না। কেউ কেউ বলেছেন ডাক্তারদের মতে কখনও কখনও দাঁড়িয়ে পেশাব করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। আরবে বিশেষভাবে এ বিষয়টিও অনেক প্রসিদ্ধ ছিল। এ কারণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছিলেন। তাছাড়া আরো অনেক ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ সব ব্যাখ্যা দুর্বল এবং যুক্তি বহির্ভূত। শুধুমাত্র দুটি ব্যাখ্যা উত্তম।

১. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাঁটুতে ব্যাথা ছিল, যার ফলে বসা কষ্টকর ছিল। (এজন্য দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছেন) এর সহায়তা হাকিম এবং বায়হাকীর একটি রেওয়ায়াত দ্বারা হয়। তাতে بَالَ قَائِمًا (দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছেন।-এর সাথে لِوَجَعٍ كَانَ فِى مَابِضِهِ (তাঁর হাঁটুতে ব্যাথা থাকার কারণে) শব্দ বিদ্যমান আছে। এই রেওয়ায়াতটি যদিও সূত্রগতভাবে দুর্বল কিন্তু কিয়াসী ব্যাখ্যাগুলো অপেক্ষা সর্বাবস্থায় প্রধান।

২. আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৈধতার জন্য দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন। কারণ, মাকরূহে তানযীহিও বৈধতার একটি শাখা।

একটি সন্দেহের নিরসন

উল্লেখ্য, দাঁড়িয়ে প্রস্রাবের এই রেওয়ায়াতটি ইমাম কুদূরী র. ও স্বীয় 'মুখতাসারে' উল্লেখ করেছেন। এর উপর হাফিজ আলাউদ্দীন মারদীনী র. প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, ইমাম কুদূরী র. হযরত হুযাইফা রা. এবং হযরত মুগীরা ইবন শো'বা রা.-এর রেওয়ায়াতদ্বয়ে সংমিশ্রণ করে গুলিয়ে ফেলেছেন। তিনি এ রেওয়ায়াত হযরত মুগীরা ইবন শো'বা রা.-এর বরাতে উল্লেখ করেছেন এবং তাতে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব ও কপালে মাসেহ এ দু'টি বিষয় আলোচনা করেছেন। অথচ হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রা. হতে যে রেওয়ায়াতটি বর্ণিত, তাতে শুধু মাথার অংশে মাসেহের কথা বিদ্যমান। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার কথা নেই। যেমন সহীহ মুসলিমে রয়েছে এবং হযরত হুযাইফা রা.-এর রেওয়ায়াতে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার কথা রয়েছে; কিন্তু কপালের উপরের অংশে মাসেহের কথা নেই। যেমন– ইমাম তিরমিযীর মতে এখানে রয়েছে। যেন ইমাম কুদূরী র. সংমিশ্রণ ঘটিয়ে হযরত হুযাইফা রা.-এর হাদীসের কিছু শব্দ এবং হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রা.-এর হাদীসের কিছু শব্দ গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু হাফিজ যায়লাঈ র. 'নসবুর রায়াহ'তে এর উত্তর দিয়েছেন যে, ইবন মাজাহ এবং ইমাম আহমদ র. হযরত মুগীরা ইবন শো'বা রা.-এর যে রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন, তাতে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব ও কপালের উপরের অংশে মাসেহ উভয়টির আলোচনা রয়েছে। অতএব, হাফিজ মারদীনী র.-এর প্রশ্ন সঠিক নয়।

ইমাম আবূ দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ اَىْ حُذَيفَةُ فَذَهَبْتُ أَتَبَاعَدُ فَدَعَانِىْ حَتّٰى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ.

এখানে ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য হল, তাঁর তিন উস্তাদের মধ্যকার ইখতিলাফের বিবরণ দান। ইমাম আবু দাউদ র.-এর উস্তাদ মুসাদ্দাদের হাদীসে কিছু অতিরিক্ত বিষয় আছে, যা হাফস ইবনে আমর ও মুসলিম ইবনে ইবরাহীমের হাদীসে নেই। প্রথম সনদে হাফস ইবনে আমর এবং মুসলিম ইবনে ইবরাহীম আর দ্বিতীয় সনদে মুসাদ্দাদ রয়েছেন।

আবু দাউদ র. বলেন, আমার উস্তাদ মুসাদ্দাদের হাদীসে হাফস ইবনে আমর ও মুসলিম ইবনে ইবরাহীমের হাদীস অপেক্ষা কিছু অতিরিক্ত অংশ রয়েছে। প্রথমতঃ তিনি হাফসের হাদীসের শব্দগুলো বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, وَهٰذَا لَفْظُ حَفْصٍ عَنْ سُلَيْمَانَ এরপর মুসাদ্দাদের অতিরিক্ত অংশ বর্ণনা করেছেন– فَذَهَبْتُ أَتَبَاعَدُ فَدَعَانِىْ حَتّٰى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ বাক্যে। প্রথম দুই উস্তাদের হাদীস সমাপ্ত হয়েছে– اَتٰى سُبَاطَةَ قَوْمٍ বাক্যে।

উল্লেখ্য, আল্লামা নববী র. লিখেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই দূরত্ব অবলম্বন ছিল পর্দার জন্য। অতএব, যদি কাছে থেকেও পর্দা অর্জিত হয় তবে দূরত্ব অবলম্বন করার প্রয়োজন নেই।

হযরত হুযাইফা রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ : তিনি হলেন হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান ইবনে জাবির ইবনে আমর ইবনে রবীয়া ইবনে জিরওয়া ইবনে হারিছ ইবনে মাযিন ইবনে কুতাইয়া ইবনে আবাস রা.। বস্তুতঃ তিনিই হলেন হুযাইফা ইবনে হিস্ল। ইয়ামান হল হিস্ল ইবনে জাবিরের উপাধি।

ইয়ামান উপাধির কারণ : ইবনুল কালবী বলেছেন, ইয়ামান শব্দটি জিরওয়া ইবনুল হারিসের উপাধি। এই উপাধি তাঁকে দেয়ার কারণ হল তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের এক লোককে হত্যা করেছিলেন। অতঃপর পালিয়ে মদীনায় এসে বনু আবদুল আশহাল নামক আনসারী গোত্রের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এইজন্য তাঁর কওম তাঁকে

ইয়ামান নাম দেন। কারণ, আনসারীরা হলেন ইয়ামানী। আর তিনি ইয়ামানীদের সাথে মৈত্রী চুক্তি করেছেন। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁর ছেলে আবু উবাইদা, উমর ইবনুল খাত্তাব, আলী ইবনে আবু তালিব, কায়েস ইবনে আবু হাযিম, যায়েদ ইবনে ওহাব, আবু ওয়াইল রা. প্রমুখ।

হিজরত ঃ তিনি হিজরত করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এলে তিনি তাকে হিজরত ও নুসরতের এখতিয়ার দেন। তিনি নুসরত অবলম্বন করেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা এখানে শাহাদাত লাভ করেন।

মুনাফিকদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত ঃ হযরত হুযাইফা রা. ছিলেন মুনাফিকদের সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোপন সংবাদ বিশেষজ্ঞ। তাদের নাম হুযাইফা রা. ছাড়া আর কেউ জানতেন না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মুনাফিকদের সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। এজন্য উমর রা. তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার গভর্ণরদের কেউ কি মুনাফিক আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করলেন কে? বললেন, নাম বলব না। হযরত হুযাইফা রা. বলেন, পরবর্তীতে হযরত উমর রা. তাকে অপসারণ করেন। যেন হযরত হুযাইফা রা. ইঙ্গিতে তাঁকে মুনাফিক সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন।

হযরত উমর রা.-এর জানাযায় উপস্থিতি ঃ কোন ব্যক্তি মারা গেলে হযরত উমর রা. হুযাইফা রা.-কে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন, তিনি যদি সে মৃতের জানাযায় উপস্থিত থাকতেন, তবে হযরত উমর রা. তাঁর জানাযা নামায পড়তেন। আর যদি উপস্থিত না হতেন তবে হযরত উমর র. তাঁর জানাযা নামায পড়তেন না। এমনকি সেখানে উপস্থিতও হতেন না।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ ঃ হযরত হুযাইফা রা. নিহাওয়ান্দের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। সেনাপতি নোমান ইবনে মুকাররিন শাহাদাত লাভ করলে তিনি ঝাণ্ডা হাতে নেন। হামদান, রাই, দীনাওর তাঁর হাতে বিজিত হয়। জাজিরা বিজয়ে তিনি অংশগ্রহণ করেন। নাসীবাঈন নামক স্থানে তিনি অবস্থান করেন। সেখানে বিয়েশাদী করেন।

ওফাতকালীন অবস্থা ঃ লাইস ইবনে আবু সুলাইম বলেন, মৃত্যুশয্যায় শায়িত হলে হযরত হুযাইফা রা. ভীষণ অস্থির হয়ে পড়লেন এবং খুব কাঁদলেন। কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, আমি দুনিয়ার জন্য আফসোস করে কাঁদছি না। বরং মৃত্যু আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়। (আমার কাঁদার কারণ হল,) আমি জানি না, কিসের উপর সামনে অগ্রসর হচ্ছি। আল্লাহ আমার প্রতি সন্তুষ্ট, না অসন্তুষ্ট?

কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর মৃত্যু আসন্ন হলে তিনি বললেন, এ হল আমার দুনিয়ার শেষ মুহূর্ত। আয় আল্লাহ! তুমি জান, আমি তোমাকে ভালবাসি। অতএব, তোমার সাক্ষাতে আমাকে বরকত দাও। এরপরই তিনি ইন্তিকাল করেন।

ওফাত ঃ হযরত উসমান রা. এর ওফাতের ৪০ দিন ৪০ রাত পর ৩৩ হিজরীতে তিনি ওফাত লাভ করেন।

-বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ উসদুল গাবাহ ঃ ১/৭০৬,৭০৭ ইত্যাদি।

بَابٌ فِي الْاِسْتِتَارِ فِي الْخَلَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রস্রাব-পায়খানার সময় পর্দা করা

١ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ عَنِ الْحُصَيْنِ الْحِبْرَانِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ، وَمَنْ أَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ وَمَا لَاكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ، وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ ـ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو سَعِيدٍ الْخَيْرُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ـ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ثَوْرٍ قَالَ حُصَيْنٌ الْحِمْيَرِيُّ قَالَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ ثَوْرٍ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخَيْرُ ـ

اَلسُّؤَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرْجِمْ ـ مَا حُكْمُ الْاِسْتِتَارِ عِنْدَ الْخَلَاءِ؟ أَوْضِحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رحـ ـ أُذْكُرْ نُبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا أَبِي هُرَيْرَةَ رض ـ

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ـ

হাদীস ঃ ১। ইবরাহীম ইবনে মুসা .... হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– সুরমা লাগালে বেজোড় সংখ্যায় লাগাবে। এরূপ করলে ভাল, না করলে কোন ক্ষতি নেই। কেউ ঢিলা ব্যবহার করলে বেজোড়র সংখ্যায় করবে। এরূপ করলে ভাল, না করলে কোন ক্ষতি নেই। আহার করে খিলাল করার পর কিছু বের হলে তা ফেলে দেবে, আর জিহ্বার সাথে কিছু লেগে থাকলে তা গিলে ফেলবে। এরূপ করলে ভাল, না করলে কোন ক্ষতি নেই। কেউ পায়খানায় গেলে আড়ালে যাবে। যদি এরূপ জায়গা না পাওয়া যায়, তাহলে অন্তত বালুর স্তূপ তৈরী করে হলেও তার আড়ালে বসবে। কারণ, শয়তান মানুষের লজ্জাস্থান নিয়ে খেলা করে। এরূপ করলে ভাল, না করলে কোন ক্ষতি নেই।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন– এটি আবু আসিম সাওর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন– حُصَيْنٌ الْحِمْيَرِيُّ। তিনি বলেন– এটি আবদুল মালিক ইবনে সাববাহও সাওর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন– أَبُو سَعِيدٍ الْخَيْرُ

মল-মূত্র ত্যাগের সময় পর্দা করার হুকুম

প্রস্রাব-পায়খানার সময় পর্দা করা জরুরি। পর্দা করা জরুরতের স্থানসমূহ ছাড়া প্রতিটি মুহূর্তে ফরযে আইন; এমনকি নির্জনেও। ইমাম তিরমিযী র. হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

যখন প্রস্রাব-পায়খানার হাজত পূর্ণ করার জন্য মনস্থ করতেন, তখন যমিনের নিকটবর্তী হওয়া পর্যন্ত কাপড় উঠাতেন না। (অবশ্য আবদুস সালাম নামক রাবীর কারণে এতে দুর্বলতা আছে।)

ইসলামী আইনবিদগণ এ হাদীস থেকে দু'টি মূলনীতি উৎসারণ করেছেন–

১. প্রয়োজন নিষিদ্ধ জিনিসকে বৈধ করে দেয়।

২. জরুরি জিনিস জরুরত পরিমাণে সীমিত থাকে। প্রমাণের কারণ স্পষ্ট।

ইমাম আবূ দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ ثَوْرٍ قَالَ حُصَيْنُ الْحِمْيَرِيُّ قَالَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ ثَوْرٍ فَقَالَ أَبُوْ سَعِيدِ الْخَيْرُ.

হোসাইন হিমইয়ারী?

✪ ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য সনদের দুটি স্থানের বিভিন্নতা বর্ণনা করা। এই বিভিন্নতা সাওরের শিষ্য ঈসা ইবনে ইউনুস ও আবু আসিমের মাঝে হোসাইনের দিকে সম্বন্ধ করার ক্ষেত্রে। ঈসা ইবনে ইউনুস তাঁর রেওয়ায়াতে 'হোসাইন আল হুবরানী' বর্ণনা করেছেন। আবু আসিম বর্ণনা করেছেন 'হোসাইন আল হিমইয়ারী'। মূলতঃ দুটো কথাই বিশুদ্ধ। কারণ, হুবরান হিমইয়ারের একটি শাখা গোত্র। বর্ণনাকারী কখনও বড় গোত্রের দিকে আবার কখনও শাখা গোত্রের দিকে সম্বোধন করেন।

তার উপাধি কি আল খায়ের?

দ্বিতীয় ইখতিলাফ হল, সাওরের শিষ্য ঈসা ইবনে ইউনুস ও আবদুল মালিক ইবনে সাব্বাহ এর মাঝে আবু সাঈদের উল্লেখের ক্ষেত্রে– তার উপাধি 'আল খায়ের' কিনা।

ইখতিলাফ হল আবু সাঈদ, না আবু সা'দ। ঈসা ইবনে ইউনুস 'আল খায়ের' শব্দ উল্লেখ ব্যতীত 'আবু সাঈদ' বলেছেন। আবদুল মালিক ইবনে সাব্বাহ 'আল খায়ের'সহ উল্লেখ করেছেন। ইবনে মাজাহও এ রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে আছে 'আবু সা'দ আল খায়ের', আবু সাঈদ নয়। তাহলে এখানে তিনটি **ইখতিলাফ হল।**

তিনি সাহাবী, না তাবিঈ?

✪ এখানে আরেকটি ইখতিলাফ হল– তিনি সাহাবী, না তাবিঈ?

প্রথম দু'টি ইখতিলাফ সম্পর্কে রিজাল সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীতে এরূপ রয়েছে। হাফিজ ইবনে হাজার র. তাহযীবুত তাহযীবে আবু দাউদ ও ইবনে মাজার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে বলেন, তিনি হলেন আবু সাঈদ আল হুবরানী আল হিমইয়ারী আল হিমসী। তাকে আবু সা'দ আল খায়ের আল আনমারীও বলা হয়। এতে বুঝা গেল, ইনি একই ব্যক্তি, দু'জন নন।

কিন্তু কেউ কেউ বলেন, এখানে মনীষী দু'জন। এবং দু'জন হওয়াই সঠিক বলে তারা বর্ণনা করেন। এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও ইবনে হাব্বান র. এর সুস্পষ্ট বিবরণ হল, আবু সা'দ আল খায়ের সাহাবী, আবু সাঈদ আল হুবরানী তাবিঈ।

তাকরীবুত তাহযীবে আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে বলেছেন, মূলতঃ শব্দ হল, আবু সাঈদ আল **হুবরানী আল হিমসী।** তাঁর নাম যিয়াদ। তিনি অজ্ঞাত। তৃতীয় শ্রেণীর রাবী। আবু সাঈদ আল খায়ের আল আনমারী হলেন সাহাবী। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। অতএব, যাঁরা তাঁকে প্রথমোক্ত আবু সাঈদের সাথে গুলিয়ে ফেলেছেন তাঁরা ভুল করেছেন। আর যারা আবু সাঈদকে আবু সা'দ-এ বিকৃত করেছেন, তাঁরাও ভুল করেছেন।

মীযানুল ই'তিদালে বলেছেন, আবু সাঈদ হুবরানী হিমসী। তাঁকে আবু সা'দ আনমারী বলা হয়। এ উক্তিটিও আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। এতে বুঝা যায়, ব্যক্তি একজনই। পরবর্তীতে বলেন, 'স্পষ্ট বিষয় হল, এখানে মনীষী দু'জন।'

মিরকাতুস সুউদ গ্রন্থকার বলেন–

قَالَ وَلِيُّ الدِّيْنِ مَا بِأَصْلِنَا مِنْ سُنَنِ أَبِىْ دَاوُدَ بِسُكُوْنِ عَيْنِهِ كَسُنَنِ ابْنِ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِى وَصَحِيْحِ ابْنِ حَبَّانِ حَيْثُ قَالُوا أَبُوْ سَعْدِ الْخَيْرُ وَيُعَلِّلُ الدَّارُقُطْنِىْ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بنَ الصَّبَّاحِ وَالْحَسَنَ . عَنْ أَبِى عَاصِمٍ قَالَا عَنْ ثَوْرٍ أَبُوْ سَعْدٍ بِسُكُونِ عَيْنِهِ وَأَنَّ عِيْسَى بْنَ يُوْنُسَ قَالَ عَنْ ثَوْرٍ أَبُوْ سَعِيْدٍ كَأَمِيْرٍ وَأَنَّهُ الصَّحِيْحُ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ الْجُمْهُوْرُ فِيْهِ أَبُوْ سَعِيْدٍ كَأَمِيْرٍ .

এসব ইবারত দ্বারা স্পষ্ট এটাই যে, তিনি হলেন আবু সাঈদ।

✪ তিনি কি সাহাবী, না তাবিঈ এ সম্পর্কে যে ইখতিলাফ রয়েছে এ ব্যাপারে হাফিজ ইবনে হাজার র. বলেন, আবু সাঈদ হিবরানী তাবিঈ। যারা তাঁকে সাহাবী বলেছেন, তাঁরা সঠিক বলেননি।

আবু সাঈদ বা আবু সা'দের আল খায়ের উপাধি সংক্রান্ত মতবিরোধের ব্যাপারে হাফিজ ইবনে হাজার র. তাহযীবুত তাহযীবে বলেছেন, কারও কারও ভুল হয়ে গেছে। তাঁরা স্বীয় হাদীসে আবু সা'দ আল খায়ের বলেছেন। বোধহয় এতে বিকৃতি ঘটেছে এবং মাঝখানে অক্ষর উহ্য হয়েছে। বিকৃতি ঘটেছে প্রথমাংশে। অর্থাৎ, আবু সাঈদকে আবু সা'দ বলেছেন। উহ্য হয়েছে দ্বিতীয়াংশে। মূলতঃ শব্দটি ছিল হুবরানী। শেষাংশ উহ্য করে শুধু খায়ের শব্দ রেখে দিয়েছেন। অথবা, বিকৃতি ও উহ্য উভয় অংশে হয়েছে। প্রথমাংশে ইয়া উহ্য করে দেয়া হয়েছে, দ্বিতীয়াংশে হা-কে খায়ে পরিণত করা হয়েছে। বা-কে ইয়া বানিয়েছে, আলিফ নূন ও ইয়াকে শেষের দিক থেকে উহ্য করে দেয়া হয়েছে। এতে বুঝা গেল হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণনাকারী আবু সাঈদের উপাধি আল খায়ের নয়, পরবর্তীতে বলেন– قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَبُو سَعِيْدِ الْخَيْرُ هُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

এই ইবারত দ্বারা কারও কারও ভুল ভেঙ্গেছেন যে, হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণনাকারী সাহাবী। সাহাবী সাহাবী থেকে বর্ণনা করছেন। ইমাম আবু দাউদ র. এ ধারণার অবসান করতে গিয়ে বলেন, আবু সাঈদ আল খায়ের সাহাবী, তিনি আরেকজন। হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণনাকারী সাহাবী নন, তাঁর উপাধিও আল খায়ের নয়। বরং শুধু আবু সাঈদ।

হযরত আবু হোরায়রা রা.-এর জীবনী

নাম ও পরিচিতি ঃ হযরত আবু হোরায়রা রা.-এর নামের ব্যাপারে প্রায় ৩৫টি মতামত পাওয়া যায়। সর্বাধিক গ্রহণযোগ্যও তাহকীকী মত হল– জাহেলী যুগে তাঁর নাম ছিল, আবদে শামস, আর ইসলামী যুগে তাঁর নাম রাখা হয় আবদুর রহমান। পিতার নাম সাখার এবং মাতার নাম মায়মূনা। তাঁর উপনাম আবু হোরায়রা। (বিড়াল ছানার পিতা) দাউস গোত্রে জন্মগ্রহণ করায় তাঁকে দাউসী বলা হয়। তিনি আহলে সুফফার অন্যতম সদস্য ছিলেন।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ أَبُو শব্দের অর্থ– পিতা, আর هُرَيْرَةٌ শব্দটি هِرَّةٌ-এর তাসগীর, যার অর্থ বিড়াল ছানা। সুতরাং শব্দদ্বয়ের একযোগে অর্থ– দাঁড়ালো বিড়াল ছানার পিতা। অথবা أَبُو هُرَيْرَةَ অর্থ– বিড়ালের মালিক বা বিড়াল ওয়ালা, যেমন– يَا أَبَا الْفَرَسِ অর্থ– ঘোড়ার মালিক।

আবু হোরায়রা উপাধির কারণ ঃ ১. একবার তিনি প্রিয়নবী সা.-এর দরবারে আগমন করার সময় জামার আস্তিনে করে একটি বিড়াল ছানা নিয়ে আসেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দৃশ্য দেখে কৌতুক করে বললেন, يَا اَبَا هُرَيْرَةَ!-হে বিড়াল ছানার পিতা! নবীজীর মুখ-নিঃসৃত উপনামটি তাঁর নিকটে খুব পছন্দ হল এবং এ নামে ডাকলে তিনি গৌরববোধ করতেন। ফলে তিনি এ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

২. বিড়াল ছানাকে তিনি বেশী ভালবাসতেন হেতু একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তাঁর নামে না ডেকে اَبُو هُرَيْرَةَ বলে ডেকেছিলেন। যেমন- প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রা.-কে বললেন, قُمْ يَا اَبَا تُرَابٍ! তাই নবীর ডাকা দেখে সাহাবীগণও তাঁকে এ নামে ডাকতে লাগলেন।

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ ঃ হযরত আবু হোরায়রা রা. ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা হচ্ছে যে, প্রখ্যাত সাহাবী কবি হযরত তোফায়েল ইবনে আমর দাউসী রা. মক্কায় এসে ইসলাম গ্রহণের পর স্বগোত্রে ফিরে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করলে মাত্র চারজন লোক তথা তাঁর মাতা, পিতা, স্ত্রী ও হযরত আবু হোরায়রা রা. ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত তোফায়েল রা. এমতাবস্থায় মক্কায় এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরামর্শ ও দোয়া নিয়ে পুনঃরায় স্বগোত্রে ইসলাম প্রচার শুরু করলে কয়েক বছরের মধ্যে অনেক পরিবার ইসলাম গ্রহণ করে। অবশেষে সপ্তম হিজরীতে খায়বর যুদ্ধের সময় দাউস গোত্রের ৮০ জন মুসলমান নিয়ে হযরত তোফায়েল ও আবু হোরায়রা রা. খায়বারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হন।

হাদীস বিবরণ ঃ অসাধারণ স্মৃতি শক্তির অধিকারী হযরত আবু হোরায়রা রা. হচ্ছেন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী। এ কারণে তাঁকে শীর্ষ রাবী বলা হয়। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪টি। জনৈক ফার্সী কবি এ সম্বন্ধে বলেছেন-

گن حدیث بو هریره راشمار * پنج الف وسه صدوهفتادوچار

তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিম শরীফে যৌথভাবে বর্ণিত হয়েছে ৩২৫টি, বুখারী শরীফে এককভাবে ৭৯ ও মুসলিম শরীফে ৯৩টি। কারো কারো মতে, বুখারী ও মুসলিম শরীফে ৮২২টি এবং এককভাবে বুখারী শরীফে ৪০৪টি ও মুসলিম শরীফে ৪১৮টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর থেকে আট শতাধিক সাহাবী ও তাবিঈ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ওফাত ঃ এ প্রখ্যাত সাহাবী মতান্তরে ৫৯ হিজরীতে ৭৮ বছর বয়সে মদীনার অদূরে কাসবা নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। মদীনার তৎকালীন গভর্নর ওলীদ ইবনে উকবা তাঁর নামাযে জানাযার ইমামতি করেন। পরিশেষে তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। -বিস্তারিত দ্রষ্টব্য- ইসাবা ঃ ৪/২২০২-২১১, ইকমাল ঃ ৬২২ ইত্যাদি।

بَابُ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْاَحْجَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঢিলা দ্বারা ইসতিনজা করা

٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رض قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْاِسْتِطَابَةِ فَقَالَ بِثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ لَيْسَ فِيْهَا رَجِيْعٌ.

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيْثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرْجِمْ ـ بَيِّنْ مَذَاهِبَ الْاَئِمَّةِ فِى حُكْمِ عَدَدِ الْاَحْجَارِ عِنْدَ الْاِسْتِنْجَاءِ مُدَلَّلًا مُرَجِّحًا وَمُجِيْبًا عَنْ اِسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِيْنَ ـ مَا هِىَ الضَّابِطَةُ لِلْاَشْيَاءِ الْمَنْهِيَّةِ عَنْهَا فِى الْاِسْتِنْجَاءِ؟ مَا مَعْنَى الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ الرَّجِيْعِ وَالْعَذِرَةِ وَالرِّكْسِ؟ اُذْكُرْ نُبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا خُزَيْمَةَ بِنْ ثَابِتٍ رض ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ـ

হাদীস ঃ ২। আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ .... খুযাইমা ইবনে সাবিত রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ইস্তিনজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন– তিনটি পাথর দ্বারা ইসতিনজা করবে, যাতে গোবর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আবু দাউদ র. বলেন, এটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, আবু উসামা ও ইবনে নুমাইর হিশাম অর্থাৎ ইবনে উরওয়া সূত্রে।

ইসতিনজায় ঢিলার সংখ্যা

এ বিষয়ে ফুকাহায়ে কিরামের মতবিরোধ রয়েছে যে, ইসতিনজার জন্য পাথর বা ঢিলা ব্যবহারে কোন সংখ্যা সুন্নত কিনা?

১. ইমাম শাফিঈ র., ইমাম আহমদ র. আবূ সাওর এবং আহলে জাহিরের মতে ইসতিনজাতে পরিচ্ছন্নতা ও তিন সংখ্যা ওয়াজিব এবং বেজোড় সংখ্যা ব্যবহার করা মুস্তাহাব।

২. ইমাম আবূ হানীফা এবং মালিক র.-এর মতে শুধু পরিষ্কার করা ওয়াজিব। তিন সংখ্যা সুন্নত এবং বেজোড় সংখ্যা মুসতাহাব। হাদীসসমূহে তিন সংখ্যার উল্লেখ তাঁদের মতে এজন্য এসেছে যে, সাধারণত এই সংখ্যা দ্বারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা লাভ হয়।

ইমাম শাফিঈ র. তিন সংখ্যা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন–

هَنَّادٌ .... عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ قِيْلَ لِسَلْمَانَ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْئٍ حَتّٰى الْخِرَاءَةَ؟ قَالَ اَجَلْ نَهَانَا اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ اَوْ اَنْ يَسْتَنْجِىَ اَحَدُنَا بِالْيَمِيْنِ اَنْ يَسْتَنْجِىَ بِاَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ او اَنْ يَسْتَنْجِىَ بِرَجِيْعٍ او عَظْمٍ ـ (مسلم : ايمان : ١/٢٦٢، ترمذى : جا باب الاستنجاء بالحجارة)

কারণ, এতে তিন থেকে কম পাথর বা ঢিলা ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এর উত্তর হল, যেহেতু সাধারণতঃ তিন পাথর দ্বারাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা লাভ হয়, এজন্য তার চেয়ে কম সংখ্যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু যদি এর চেয়েও কম দ্বারাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা লাভ হয়, তবে সেটাও জায়িয।

হানাফীদের প্রমাণাদি নিম্নরূপ

১. আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারাকুতনী, মুসতাদরাকে হাকিম, বায়হাকী, ইবন হাব্বান, তাবারানীতে হযরত আবূ হোরায়রা রা.-এর একটি হাদীস রয়েছে–

مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ ـ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ ـ

এতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, বেজোড় সংখ্যা ব্যবহার করা মুসতাহাব, ওয়াজিব নয়।

– দ্রষ্টব্য ঃ ফাতহুল বারী ঃ ১/২১১, মাআরিফুস সুনান ঃ ১/১১৮

✪ ইমাম বায়হাকী র. এর উপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, এর দ্বারা বেজোড় সংখ্যা ব্যবহার করা মুসতাহাব প্রমাণিত হয়, তিন সংখ্যা নয়।

✪ এর উত্তর হল, বেজোড় সংখ্যা ব্যাপক আর তিন সংখ্যা খাস। আর ব্যাপককে অস্বীকার করার ফলে অবশ্যই খাসটিকেও অস্বীকার করা হয়।

✪ ইমাম বায়হাকী র.-এর দ্বিতীয় উত্তর এই দিয়েছেন যে, এই হাদীসে বেজোড় দ্বারা উদ্দেশ্য তিনের উর্ধ্বে বেজোড়। যার প্রমাণ হল, এই হাদীসটিরই শেষে কোন কোন রেওয়ায়াতে এতটুকু সংযুক্ত আছে যে, فَإِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ اَمَا تَرَى السَّمَاوَاتِ سَبْعًا (আল্লাহ বেজোড়, তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন। তুমি কি দেখ না, আসমান সাতটি, জমিন সাতটি?)

✪ এর উত্তর হল, এ হাদীসটি ইমাম হাকিম র.ও 'মুসতাদরাক' (১/১৫৮ কিতাবুত্ তাহারাত, مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ)-এ বর্ণনা করেছেন। এর অধীনে হাফিজ যাহাবী র. লিখেছেন– مُنْكَرٌ وَالْحَارِثُ لَيْسَ بِعُمْدَةٍ অর্থাৎ, হাদীসটি মুনকার। হারিস নামক রাবী নির্ভরযোগ্য নন।

✪ দ্বিতীয় উত্তরটি হাফিজ জামালুদ্দীন যায়লাঈ র. নসবুর্ রায়াহ ঃ (১/২১৮) তে দিয়েছেন যে, যদি এ হাদীসটি দ্বারা প্রমাণ সঠিক হয় তবুও সাত আসমানের আলোচনা দ্বারা এটা আবশ্যক হয় না যে, এর পরবর্তীতে যে বেজোড়ের কথা আলোচিত হয়েছে তদ্বারা তিনোর্ধ উদ্দেশ্য। কারণ, যদি এরূপ হয় তবে মানতে হবে যে, সাতটি পাথর বা ঢিলা ব্যবহার করা মাসনূন বা মুসতাহাব। অথচ এর প্রবক্তা কেউ নেই।

✪ এ হাদীসটির উপর আর একটি প্রশ্ন হল, ইবনে হাযম র. এটিকে দুর্বল বলেছেন।

এর উত্তর হল, এটি সুনিশ্চিতরূপে প্রামাণ্য। কারণ, আবূ দাউদ এটি বর্ণনা করে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। হাফিজ যাহাবী র. এটিকে সহীহ এবং ইবনে হাজার র. وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ এই অতিরিক্ত অংশটুকুর সনদকে হাসান সাব্যস্ত করেছেন।

২. আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ এবং দারাকুতনী ইত্যাদিতে হযরত আয়েশা রা. থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত আছে–

قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا ذَهَبَ اَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ يَسْتَطِيْبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِءُ عَنْهُ.

'তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ শৌচাগারে যায় তখন যেন সাথে করে তিনটি পাথর বা ঢিলা নিয়ে যায়। এগুলো দিয়ে সে ইসতিনজা (শৌচকর্ম) করবে। কারণ, এগুলো তার জন্য যথেষ্ট হবে।' দ্রষ্টব্য ঃ মাআরিফুস সুনান ঃ ১/১৮

দারাকুতনীর উক্তি মতে হাদীসটি সহীহ।

৩. মু'জামে তাবারানীতে হযরত আবূ আইউব আনসারী রা. থেকে অনুরূপ অর্থের আরেকটি হাদীস বর্ণিত আছে– اِذَا تَغَوَّطَ اَحَدُكُمْ فَلْيَمْسَحْ بِثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ فَإِنَّ ذَالِكَ كَافِيْهِ

'যখন তোমাদের কেউ পায়খানা করবে তখন তিনটি পাথর বা ঢিলা দিয়ে মুছে ফেলবে। কারণ, এটা তার জন্য যথেষ্ট।'

হাদীসটি সম্পর্কে কোন সমালোচনা নেই।

৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা.-এর রেওয়ায়াতে আছে। তিনি বলেন–

خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ . لِحَاجَتِهِ فَقَالَ الْتَمِسْ لِي ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ . قَالَ فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ إِنَّهَا رِكْسٌ .

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর (পায়খানার) হাজত পূরণ করার জন্য বের হয়ে আমাকে বললেন, আমার জন্য তিনটি পাথর বা ঢিলা অন্বেষণ কর। তিনি বলেন, অতঃপর আমি তাঁকে দুটি পাথর বা ঢিলা আর একটি শুষ্ক গোবর টুকরো এনে দিলাম। তিনি পাথর বা ঢিলা দুটি গ্রহণ করলেন আর গোবর টুকরোটি ফেলে দিলেন। বললেন, এটি অপবিত্র।'

ইমাম ত্বাহাভী র. ও হানাফীদের মাযহাবের উপর এ হাদীসটি দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। অর্থাৎ, যদি তিন সংখ্যা জরুরি হত, তাহলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো একটি পাথর অবশ্যই চাইতেন।

✪ এ হাদীসটির উপর শাফিঈদের পক্ষ থেকে অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে– যেমন একটি প্রশ্ন হল, কেউ কেউ বলেছেন, এতে اِئْتِنِي بِحَجَرٍ শব্দ অতিরিক্ত আছে। এর উত্তর হল, এ অংশটুকু মুনকাতি'। অতএব, এটি গ্রহণযোগ্য নয়।

ইসতিনজায় নিষিদ্ধ সংক্রান্ত মূলনীতি কি?

এতে মূলনীতি হল, শুকনা, পবিত্র, ময়লা পরিষ্কারক বস্তু দ্বারা ইনতিনজা করা জায়েয। সম্মানীত, মূল্যবান এবং যার সাথে অন্যের হকের সম্পর্ক এরূপ জিনিস হতে পারবে না। এ মূলনীতির আওতায় যে সব জিনিস পড়বে না সেগুলো দ্বারা ইনতিনজা করা জায়েয নেই, অন্যথায় জায়েয।

رَوْثٌ، رِمَّةٌ، رَجِيعٌ، عَذِرَةٌ ، رِكْسٌ -এর অর্থ

عَذِرَةٌ হল মানুষের পায়খানা। رَوْثٌ মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর বিষ্ঠা। رَجِيعٌ মানুষের পায়খানা এবং প্রাণীর বিষ্ঠা উভয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। رِمَّةٌ শব্দটি رَمِيْمَةٌ শব্দের বহুবচন। পুরনো হাড়। رِكْسٌ - নাপাক।

ইমাম আবূ দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ (يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ) .

এখানে ইমাম আবু দাউদ র. এর উদ্দেশ্য, আবু মু'আবিয়ার শিষ্যদের ইখতিলাফ বর্ণনা করে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ নুফাইলীর রেওয়ায়াতকে প্রাধান্য দান। কারণ, আবু মু'আবিয়া থেকে বর্ণনাকারী একজন হলেন আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ নুফাইলী, অপরজন আলী ইবনে হারব। কিন্তু ইমাম আবু দাউদ এ হাদীসটি আনেননি। আবু দাউদ র. বলেন, আলী ইবনে হারবের সূত্রটি হল–

عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ .

এতে হিশাম ও আমর ইবনে খুযাইমার মাঝে আবদুর রহমান ইবনে সা'দের সূত্র আছে। কিন্তু আবু দাউদের উল্লেখকৃত সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ নুফাইলী– আবু মু'আবিয়া সূত্রে হিশাম ইবনে উরওয়া ও আমর ইবনে খুযাইমার মাঝে কোন সূত্রের উল্লেখ নেই। ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ নুফাইলী আবদুর রহমান সূত্র ছাড়া আবু মু'আবিয়া থেকে যেরূপ বর্ণনা করেছেন, এরূপভাবে আবু মু'আবিয়া থেকে আবু উসামা ইবনে নুমাইর' হিশাম ও আমর ইবনে খুযাইমার মাঝে আবদুর রহমানের সূত্র ছাড়া বর্ণনা করেছেন।

অতএব, তাদের বিবরণটি আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ নুফাইলীর অনুকূল হয়ে গেল। অতএব, এখানে যেন এক প্রকার ইঙ্গিতের মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ– আবু মু'আবিয়া সূত্রের বর্ণনাটি আলী ইবনে হারব–আবু মু'আবিয়া সনদে বর্ণিত রেওয়ায়াত অপেক্ষা শক্তিশালী হয়ে গেল। কারণ, আলী ইবনে হারবের বিবরণে আবদুর রহমানের যে সূত্র রয়েছে সেটি সহীহ নয়। হাফিজ ইবনে হাজার র. তাহযীবুত তাহযীবে এর সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন। এ অতিরিক্ত বিবরণটি আলী ইবনে হারবের, আবু মু'আবিয়ার নয়।

হযরত খুযাইমা ইবনে সাবিত রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি ঃ নাম– খুযাইমা। উপনাম– আবু উমারাহ। উপাধি– যুশাহাদাতাইন। পিতার নাম– সাবিত। তিনি একজন শীর্ষস্থানীয় সাহাবী

বংশধারা ঃ খুযাইমা ইবনে সাবিত ইবনে ফাকিহ ইবনে সা'লাবা ইবনে সাইদা আল-আনসারী আল-খাতমী।

জিহাদ ঃ তিনি বদর ও পরবর্তী সকল যুদ্ধে যোগদান করেন। হযরত আলী রা.-এর সঙ্গে সিফফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে যখন আম্মার ইবনে ইয়াসির শহীদ হন, তখন তিনি তাঁর তরবারি মুক্ত করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন, অবশেষে শাহাদাত লাভ করেন।

'যুশাহাদাতাইন' উপাধির কারণ ঃ তিনি 'যুশাহাদাতাইন' উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর একজনের সাক্ষ্য দু'জনের সাক্ষ্যের সমান বলে ঘোষণা করেছেন।

হাদীস বিবরণ ঃ তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে তাঁর ছেলে উমারাহ, হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা., উমারাহ ইবনে ওসমান ইবনে হুনাইফ, আমর ইবনে মায়মূন আল-আওদী ইবরাহীম ইবনে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস আবু আবদুল্লাহ আল-জাদালী, আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আল খাতমী আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা, আতা ইবনে ইয়াসার র. প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

কামালাত-গুণাবলি ঃ তিনি একজন সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। দীনের প্রতি ছিল তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস। ইবনে সা'দ র. বলেন, তিনি এবং হযরত উমাইর ইবনে আদী ইবনে খারাশাহ বনু খাতমার মূর্তিসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছিলেন।

শাহাদাত ঃ তিনি হিজরী ৩৭ সনে সংঘটিত সিফফীনের যুদ্ধে শহীদ হন।

–বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ ইকমাল ঃ ৫৯৩, ইসাবা ঃ ১/৪২৫-৪২৬; হায়াতুস সাহাবা ইত্যাদি।

بَابُ الرَّجُلِ يَدْلُكُ يَدَهُ بِالْأَرْضِ إِذَا اسْتَنْجَى

অনুচ্ছেদ ঃ ইসতিনজা সেরে জমিনে হাত ঘষা

١ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ نَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ نَا شَرِيكٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِي الْمُخَرِّمِيَّ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ او رَكْوَةٍ فَاسْتَنْجَى قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ فَتَوَضَّأَ ـ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ الخ ـ

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيْثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثم تَرْجِمْ - هَلْ يَجِبُ إِزَالَةُ الرَّائِحَةِ الْكَرِيْهَةِ لِلنَّجَاسَةِ؟ بَيِّنْ أَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ بِالدَّلَائِلِ - أَوْضِحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رح -

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ -

হাদীস ঃ ১। ইবরাহীম .... হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানায় যেতেন তখন আমি পানির লোটা অথবা মশকে করে পানি নিয়ে আসতাম। তিনি ইসতিনজা করার পর মাটিতে হাত ঘষে নিতেন। তারপর আমি অন্য পাত্রে করে পানি নিয়ে আসতাম, তিনি উযু করতেন।

আবু দাউদ র. বলেন, আসওয়াদ ইবনে আমিরের হাদীসটি পূর্ণাংগতর।

নাপাকীর দুর্গন্ধ দূর করা জরুরী কিনা?

এই অনুচ্ছেদে ইসতিনজা শেষে মাটিতে হাত ঘষার উল্লেখ রয়েছে। এর ফলে নাপাকের দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায়। এ গন্ধ দূর করা জরুরী কিনা তাছাড়া এই গন্ধের তাৎপর্য কি? এ ব্যাপারে হযরত সাহারানপুরী র. দু'টি উক্তি উল্লেখ করেছেন, একদল ইসলামী আইনবিদের মতে এটা দুরীভূত করা জরুরী। অবশ্য যেটি দূর করা কঠিন তা ব্যতিক্রমভুক্ত।

দ্বিতীয় দলের মত হল, হাত অথবা দেহ থেকে মূল অপবিত্র দূরীভূত হলে হাত ও শরীর পাক হয়ে যায়। পবিত্রতা অর্জন দুর্গন্ধ দূরীভূত হওয়ার উপর স্থগিত নয়।

এবার তাদের প্রত্যেকের রায়ের একটি কারণ আছে। যারা বলেন, দুর্গন্ধ দূর করা জরুরী তাঁরা বলেন, এই দুর্গন্ধের হাকীকত মূলতঃ নাপাকীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অদৃশ্য গোপন অংশগুলো। অতএব এগুলো দূর করা জরুরী। আরেক দল বলেন, এগুলো নাপাকীর অংশ নয়। বরং নাপাকির সাথে সংস্পর্শের প্রভাব। যেহেতু কিছুক্ষণ পর্যন্ত হাতে নাপাকী লেগেছিল, সেহেতু হাত প্রভাবিত হয়েছে। এটা সংস্পর্শের আছর। মূল নাপাকী নয়। অতএব এটাকে দূর করা জরুরী নয়। **–বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ বযলুল মাজহুদ**

ইমাম আবূ দাউদ র.-এর উক্তি?

قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيْثِ وَكِيْعٍ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ فَتَوَضَّأَ -

এ বাক্যটি মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী র. এর লিখিত কপিতে পাওয়া যায়নি। মিসরী কপিতেও এটি নেই। অবশ্য বযলুল মাজহুদে ও ভারতীয় কোন কোন কপিতে পাওয়া গেছে। সম্ভবত قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيْثِ وَكِيْعٍ বাক্যটি লিপিকারদের ভুলে হাদীসের শব্দের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

এরূপভাবে ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ثم أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ فَتَوَضَّأَ - বাক্যটিও ওয়াকী'য়ের হাদীসে নেই। ইমাম নাসাঈ এবং ইবনে মাজাহ ওয়াকীয়ের হাদীস এনেছেন। নাসাঈতে ওয়াকীয়ের হাদীসটি تَوَضَّأَ فَلَمَّا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ اسْتَنْجَى دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ রূপে, আর ইবনে মাজাহতে, اِسْتَنْجَى مِنْ تَوْرٍ ثم دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ রূপে আছে। আবু দাউদে যে ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ শব্দ ওয়াকী'য়ের রেওয়ায়াতে আছে বলে দাবি করে উল্লেখ করেছেন, এটি নাসাঈর রেওয়ায়াতেও নেই, ইবনে মাজাহর রেওয়ায়াতেও নেই।

অতএব, আমরা বলি– قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيْثِ وَكِيْعٍ বাক্যটি লিপিকারদের ভুলে প্রবিষ্ট হয়ে গেছে। এর প্রমাণ হল, ইমাম আবু দাউদ র. পরবর্তীতে বলেছেন– وَحَدِيْثُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ أَتَمُّ। অর্থাৎ, শরীকের দ্বিতীয়

ছাত্র আসওয়াদ ইবনে আমিরের হাদীসটি পূর্ণাঙ্গতম। এতে বুঝা যায়, ওয়াকী'য়ের হাদীসটিতে কমতি রয়েছে। যদি ওয়াকী'য়ের রেওয়ায়াতে এ শব্দ থাকত, তবে ব্যাপারটি হত এর বিপরীত। আসওয়াদের হাদীসে ঘাটতি থাকত, ওয়াকী'য়ের হাদীস হত পূর্ণাঙ্গতম। পরবর্তীতে আবু দাউদ র. যে وَهٰذَا لَفْظُ الخ বলেছেন, তদ্দারা এ ধারণা আরও শক্তিশালী হয় যে, এ শব্দটি ওয়াকী'য়ের হাদীসে নেই, বরং আসওয়াদ ইবনে আমিরের হাদীসের শব্দ। অতএব, فِىْ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ শব্দটি লিপিকারদের ভুলে মাঝখানে এসে গেছে। যার ফলে ধারণা হয়- ثُمَّ اَتَيْتُهٗ بِاِنَاءٍ اٰخَرَ الخ শব্দটিও ওয়াকী'য়ের হাদীসের। অথচ এই শব্দটি আসওয়াদ ইবনে আমিরের হাদীসের। এ কারণেই وَحَدِيْثُ الْاَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ اَتَمُّ বলা সহীহ। অন্যথায় তো وَكِيْعٍ বলতে হত।

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ الْاَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ اَتَمُّ ـ

এর দ্বারা আসওয়াদ ইবনে আমিরের হাদীস নেয়ার কারণের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। তথা তাঁর হাদীসটি পূর্ণাঙ্গতম হওয়ার কারণে নেয়া হয়েছে। এতে বুঝা গেল- ثُمَّ اَتَيْتُ بِاِنَاءٍ اٰخَرَ বাক্যটি আসওয়াদ ইবনে আমিরের হাদীসের শব্দ, ওয়াকী'য়ের হাদীসের শব্দ নয়। কাজেই فِىْ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ শব্দটি লিপিকারদের ভুলে প্রবিষ্ট হয়েছে।

بَابُ السِّوَاكِ

অনুচ্ছেদ ঃ মিসওয়াক

٣ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ الطَّائِىُّ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض قَالَ قُلْتُ اَرَأَيْتَ تَوَضُّؤَ ابْنُ عُمَرَ لِكُلِّ صَلٰوةٍ طَاهِرًا اَوْغَيْرَ طَاهِرٍ عَمَّ ذَاكَ؟ فَقَالَ حَدَّثَتْنِيْهِ اَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ اَبِىْ عَامِرٍ رض حَدَّثَهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِالْوُضُوْءِ لِكُلِّ صَلٰوةٍ، طَاهِرًا اَوْغَيْرَ طَاهِرٍ، فَلَمَّا شَقَّ ذَالِكَ عَلَيْهِ اَمَرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلٰوةٍ طَاهِرًا اَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ، فَلَمَّا شَقَّ ذَالِكَ عَلَيْهِ اَمَرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلٰوةٍ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرٰى اَنَّ بِهٖ قُوَّةً وَكَانَ لَايَدَعُ الْوُضُوْءَ لِكُلِّ صَلٰوةٍ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ـ

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيْثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرْجِمْ ـ مَا مَعْنَى السِّوَاكِ؟ وَمَا الْفَائِدَةُ فِيْهِ؟ بَيِّنْ حُكْمَ الشَّرْعِ لِلسِّوَاكِ ـ هَلْ هُوَ سُنَّةٌ لِلصَّلٰوةِ اَوْ لِلْوُضُوْءِ؟ اَجِبْ مُتَفَكِّرًا مُدَلَّلًا بَعْدَ ذِكْرِ الْمَذَاهِبِ ـ هَلْ تَتَادّٰى سُنَّةُ السِّوَاكِ بِالْفُرْشَاةِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ ـ اُذْكُرْ نُبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا حَنْظَلَةَ رض ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ৩। মুহাম্মদ ইবনে আউফ .... হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে হাব্বান তার নিকট জিজ্ঞেস করেছিলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. প্রত্যেক নামাযের পূর্বেই যে উযু করে থাকেন তার কারণ কি, চাই তার উযু থাকুক বা না থাকুক? হযরত আবদুল্লাহ রা. বললেন, যায়েদ ইবনুল খাত্তাবের কন্যা আস্‌মা বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে হানজালা তাঁর নিকট বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রত্যেক নামাযের পূর্বে উযু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, চাই তাঁর উযু থাকুক বা না থাকুক। যখন তাঁর জন্য এটা কষ্টকর হয়ে পড়ল, তখন তাঁকে নামাযের পূর্বে (শুধু) মিসওয়াক করার নির্দেশ দেয়া হয়। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. নিজের মধ্যে শক্তি অনুভব করার দরুণ প্রত্যেক নামাযের পূর্বেই উযু করতেন, উযু করা ত্যাগ করতেন না।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন– ইবরাহীম ইবনে সাদ এটি মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন– عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ

سِوَاك-এর শাব্দিক বিশ্লেষণ

سِوَاكٌ শব্দটি মিসওয়াকের উপকরণ এবং মিসওয়াক কর্ম উভয়টির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। প্রথম অবস্থায় এখানে اِسْتِعْمَال শব্দটিকে مُضَافٌ রূপে উহ্য মানতে হবে, দ্বিতীয় অবস্থায় উহ্য মানতে হবে না। এই শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে سَاكَ يَسُوْكُ سَوْكًا থেকে। যার অর্থ হল, ঘষা দেয়া।

মিসওয়াকের উপকারিতা

মিসওয়াক পবিত্রতা অর্জনের একটি মাধ্যম। অর্থাৎ, এর সম্পর্ক পবিত্রতার সাথে। এ কারণে নাসাঈ, ইবনে হাব্বান এবং 'মুসনাদে আহমদে'র রেওয়ায়াতে হযরত আয়েশা রা. এর সনদে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে–

اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ .

'মিসওয়াক মুখ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করার উপকরণ, প্রতিপালকের সন্তুষ্টির কারণ। –নাসাঈ ঃ ১/৫

তাছাড়া মিসওয়াক দ্বারা উদ্দেশ্য দাঁত পরিষ্কার করা, যা পবিত্রতার অন্তর্ভুক্ত। এজন্য এ বিষয়টিও স্পষ্ট হল যে, মিসওয়াক উযুর সুন্নত।

আল্লামা শামী র. লিখেছেন, মিসওয়াকের ৭০ -এর অধিক উপকারিতা আছে। তন্মধ্যে নূন্যতম একটি হল, মুখের কষ্টদায়ক দুর্গন্ধ দূরীভূত করা আর সর্বোচ্চ হল মৃত্যুর সময় কালিমা নসীব হওয়া।

মিসওয়াকের শরঈ মর্যাদা-ওয়াজিব না সুন্নত?

এ সম্পর্কে সামান্য মতবিরোধ রয়েছে।

১. আল্লামা নববী র. মিসওয়াক সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্য বর্ণনা করেছেন।

২. অবশ্য ইমাম ইসহাক এবং দাউদ জাহিরী থেকে দুটি উক্তি বর্ণিত আছে। একটি হল– মিসওয়াক করা সুন্নত, অপরটি হল ওয়াজিব। ওয়াজিব হওয়ার উক্তির উপর তাদের প্রমাণ হল, হযরত রাফি' ইবনে খাদীজ এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হাল্‌হালাহ রা.-এর একটি রেওয়ায়াত–

اَلسِّوَاكُ وَاجِبٌ وَغُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ؛

অর্থাৎ, মিসওয়াক করা ওয়াজিব এবং জুম'আর গোসল করা ওয়াজিব প্রতিটি মুসলমানের উপর।

তবে হাফিজ ইবনে হাজার র.-এর মতে হাদীসটির সনদ দুর্বল। অতএব, এটি আমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ নয়। বরং ইমাম নববী র. বলেছেন, ইমাম ইসহাক র. সংখ্যাগরিষ্ঠের ন্যায় মিসওয়াক সুন্নত হওয়ার প্রবক্তা। বাকি রইলেন ইমাম দাউদ জাহিরী। তাঁর সম্পর্কেও প্রসিদ্ধ হল তিনি মিসওয়াক সুন্নত হওয়ার প্রবক্তা।

মিসওয়াক নামাযের সুন্নত না ওযুর?

১. ইমাম শাফিঈ র.-এর মত হল, এটা নামাযের সুন্নত। জাহিরীদের থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

২. হানাফীদের মতে এটা উযুর সুন্নত। মতানৈক্যের ফল এই দাঁড়াবে যে, যদি কোন ব্যক্তি উযু এবং মিসওয়াক করে এক নামায আদায় করে অতঃপর এই উযু দ্বারা অন্য নামায পড়তে চায় তাহলে ইমাম শাফিঈ র.-এর মতে নতুনভাবে মিসওয়াক করা মাসনূন হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা র.-এর মতে যেহেতু এটি উযুর সুন্নত এজন্য দ্বিতীয়বার মিসওয়াক করার প্রয়োজন হবে না।

✪ ইমাম শাফিঈ র. তিরমিযীর নিম্নোক্ত হাদীসটি দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন–

لَوْ لَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ ـ

অর্থাৎ, আমি যদি আমার উম্মতের কষ্টের আশংকা না করতাম, তাহলে প্রতিটি নামাযের সময় মিসওয়াকের নির্দেশ দিতাম।

✪ হানাফীগণ-এর উত্তরে বলেন যে, এখানে একটি مُضَافٌ উহ্য আছে। অর্থাৎ, عِنْدَ وُضُوْءِ كُلِّ صَلٰوةٍ যার প্রমাণ হল, হযরত আবূ হোরায়রা রা.-এর এই রেওয়ায়াতটি 'মুস্তাদরাকে হাকিমে' (১/১৪৬) নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে– لَوْلَاَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ مَعَ الْوُضُوْءِ

এটি বুখারী-মুসলিমের শর্তে উন্নীত।

হযরত আয়েশা রা. থেকে সহীহ ইবনে হাব্বানে বর্ণিত আছে–

لَوْ لَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ ـ

(হাসান) দ্রষ্টব্য ঃ আছারুস সুনান ঃ পৃষ্ঠা ঃ ২৯

✪ তাছাড়া সুনানে নাসাঈ, মুসনাদে আহমদ, মুসতাদরাকে হাকিম, সহীহ ইবনে খুযাইমা এবং সহীহ ইবনে হাব্বানের সেসব রেওয়ায়াত দ্বারা হানাফীদের স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করা হয়, যেগুলোতে عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ এর পরিবর্তে عِنْدَ كُلِّ وُضُوْءٍ বা مَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ শব্দ এসেছে।

মোল্লা আলী কারী র. বলেছেন যে, ইমাম শাফিঈ র. عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ -কে আসল সাব্যস্ত করে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ, তিনি উযু এবং নামায উভয়ের সময় মিসওয়াককে মাসনূন সাব্যস্ত করেন। হানাফীগণ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ -এর রেওয়ায়াতগুলোতে এই সদার্থ করেন যে, এখানে مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। عِنْدَ وُضُوْءِ كُلِّ صَلٰوةٍ এর উপর কিছু যৌক্তিক প্রমাণাদিও রয়েছে।

১. নামাযযুক্ত রেওয়ায়াতগুলোতে প্রতিটি স্থানে عِنْدَ শব্দ এসেছে, যেটি প্রকৃত মিলন বুঝায় না, বরং যদি মিসওয়াক এবং সালাতের মাঝে কিছু দেরীও হয়, তবুও তার ক্ষেত্রে عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ প্রয়োগ হতে পারে। এর পরিপন্থী উপরোক্ত রেওয়ায়াতগুলোতে কোন কোন স্থানে مَعَ শব্দ বর্ণিত হয়েছে, যেটি প্রকৃত মিলন বুঝায়।

২. যদি সালাতের সময় মিসওয়াক সুন্নত হয়, তবে কোন কোন সময় দাঁত থেকে রক্ত বের হওয়ারও আশংকা আছে। যেটি হানাফীদের মতে তো উযু ভঙ্গকারী, শাফিঈ মতাবলম্বীদের মতেও অপছন্দনীয়। কারণ, অপবিত্র বের হওয়াতো তাদের মতেও ভাল নয়।

৩. রেওয়ায়াতগুলো দ্বারা কোথাও প্রমাণিত হয় না যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের জন্য দাঁড়ানোর সময় মিসওয়াক করতেন। এসব কারণে মিসওয়াকের যথার্থ স্থান উযুই মনে হয়।

হানাফী এবং শাফিঈগণের এই মতবিরোধ সম্পর্কে আল্লামা আনওয়ার শাহ র. বলেন, এটি শুধু শাব্দিক বিতর্ক।

○ যদি কোন ব্যক্তি পুরনো উযু দ্বারা নতুন সালাত আদায় করার মনস্থ করেন তবে হানাফীদের মতে তার জন্য মিসওয়াক করা সুন্নত। কারণ, শাইখ ইবনুল হুমাম র. 'ফাতহুল কাদীরে' লিখেছেন যে, পাঁচটি স্থানে মিসওয়াক করা মুস্তাহাব, নামাযের প্রস্তুতিকেও তিনি সে পাঁচটি স্থানের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন– 'সুন্নত মুস্তাহাব উভয়টি কাছাকাছি। উভয়ের মাঝে কোন বিরোধ নেই। বিরোধ অবসানের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।'

এতে বুঝা যায় প্রকৃত কোন বিরোধ নেই।

উল্লেখ্য, পিলু গাছের (এক প্রকার প্রসিদ্ধ গাছ যদ্বারা দাঁতন তৈরি করা হয়) মিসওয়াক মাসনূন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর একটি হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত। হাদীসটি হল–

قَالَ كُنْتُ اَخْتَبِئُ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ .

'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য পিলু গাছের একটি মিসওয়াক লুকিয়ে রাখতাম।'

–আত তারগীবুল হাবীর ঃ ১/৬৫

ব্রাশ দ্বারা দাঁত মাজলে সুন্নত আদায় হবে কিনা?

ব্রাশ দ্বারা দাঁত মাজলে সুন্নত আদায় হবে কিনা। এ সম্পর্কে তাত্ত্বিক কথা হল, এখানে দুটি জিনিস আলাদা আলাদা। একটি হল মিসওয়াকের সুন্নত, আরেকটি হল মাসনূন মিসওয়াক ব্যবহার করার সুন্নত। মিসওয়াকের সুন্নতের ব্যাপারটি হল, ফুকাহায়ে কিরাম লিখেছেন– মাসনূন মিসওয়াক না থাকলে কাপড়, মাজন অথবা অঙ্গুলি ঘর্ষণ দ্বারাও মিসওয়াক করার সুন্নত আদায় হবে। এ হুকুমটিও একটি হাদীস থেকে গৃহীত। ইমাম দারাকুতনী, বায়হাকী এবং ইবনে আদী হযরত আনাস রা.-এর এই মারফূ' রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন–

تُجْزِى مِنَ الْاَصَابِعِ - بيهقى ج ۱: ٤٠ باب الا ستياك بالاصابع .

'আঙ্গুল দিয়ে মিসওয়াক করলেও যথেষ্ট হবে।' (হাদীসটি নির্ভরযোগ্য)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– মিসওয়াক না থাকলে আঙ্গুলগুলো মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হবে। – ইলাউস সুনান ঃ ১/৫২

অতএব, মাজন অথবা ব্রাশ দ্বারা এ সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। তবে শর্ত হল ব্রাশের রেশাগুলো পাক হতে হবে। যেসব ব্রাশে শূকরের পশমের রেশা হবে সেগুলো ব্যবহার করা হারাম। কিন্তু মাসনূন মিসওয়াক ব্যবহার করার ফযীলত শুধু যায়তুন, পিলু এবং নিমের মিসওয়াক দ্বারা অর্জিত হয়। মাজন কিংবা ব্রাশ ব্যবহার করার ফলে এ ফযীলত অর্জিত হতে পারে না। তাছাড়া দাঁত এবং মাড়ির জন্য মাসনূন মিসওয়াক যে পরিমাণ উপকারী এতটা উপকার অন্য কোন দ্রব্য দ্বারা হয় না।

ইমাম আবূ দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَاِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ .

ইমাম আবু দাউদ র. এর উদ্দেশ্য মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের দুই শিষ্যের ইখতিলাফের বিবরণ দান। এখানে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনাকারী একজন হলেন আহমদ ইবনে খালিদ, অপরজন হলেন ইবরাহীম ইবনে

সা'দ। আহমদ ইবনে খালিদ তাঁর বিবরণে 'আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর' বলেছেন, ইবরাহীম ইবনে সা'দ বলেছেন, 'উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ।' অতএব, আবদুল্লাহ হবে, না উবাইদুল্লাহ? এতেই ব্যবধান। আহমদ ইবনে খালিদ, আবদুল্লাহ আর ইবরাহীম ইবনে সা'দ উবাইদুল্লাহ বলেছেন। এঁরা দু'জন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর সাহেবজাদা। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারী।

এটাও হতে পারে যে, তাঁদের কোন একজনের আলোচনা ভুলে এসে গেছে।

হযরত হানযালা রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি ঃ হানযালা ইবনে আবু আমির আমর ইবনে সাইফী ইবনে যায়েদ ইবনে উমাইয়া ইবনে যুবাই'আ। আনসারী ও আওসী। তাঁর পিতা আবু আমির বর্বরতার যুগে রাহিব (দুনিয়া বিরাগী) নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

তাঁর পিতার নবী বিদ্বেষ ঃ আবু আমির ও আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল প্রিয়নবী, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রাখত। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল মুনাফিক, আর আবু আমির মক্কায় গিয়ে কুরাইশের সাথে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এজন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম রাখেন ফাসিক।সে মক্কায় অবস্থান করে। মক্কা বিজয়ের পর সেখান থেকে পালিয়ে রোমে হিরাক্লিয়াসের কাছে চলে যায়। সেখানে হিজরী নবম বর্ষে কাফির অবস্থায় মারা যায়। অবশ্য কেউ কেউ হিজরী দশম সালের উক্তিও করেছেন।

গাসীলুল মালাইকা ঃ হানযালা ছিলেন শীর্ষস্থানীয় একজন মুসলিম। তিনি গাসীলুল মালাইকা (ফেরেশতা কর্তৃক গোসলপ্রদত্ত সাহাবী) নামে প্রসিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের এই সাথীকে অর্থাৎ, হানযালাকে ফেরেশতারা গোসল দিচ্ছে। ফলে লোকজন গিয়ে তাঁর পরিবারকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রণদামামা শুনে তিনি গোসল ফরয অবস্থায় যুদ্ধে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ কারণেই ফেরেশতারা তাঁকে গোসল দিয়েছে। আল্লাহর নিকট তাঁর মান-মর্যাদার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত ঃ হানযালা উহুদের যুদ্ধে আবু সুফিয়ানের সঙ্গে মুকাবিলা করছিলেন। হযরত হানযালা রা. তার উপর বিজয়ী হন। তাঁকে হত্যার প্রায় দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যান। এমতাবস্থায় শাদ্দাদ ইবনে আউস নামক এক ব্যক্তি হানযালার বিরুদ্ধে আবু সুফিয়ানের সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং তাকে ছাড়িয়ে নেয় ও হানযালা রা.-কে শহীদ করে দেয়।

কেউ কেউ বলেছেন তাঁকে হত্যা করেছেন আবু সুফিয়ান। –উসদুল গাবাহ ঃ ২/৮৫-৮৬, ইসাবা ঃ ১/৩৬০-৩৬১ ইত্যাদি।

بَابٌ كَيْفَ يَسْتَاكُ

অনুচ্ছেদ ঃ কিভাবে মিসওয়াক করবে

١ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَرَأَيْتُهُ يَسْتَاكُ عَلَى لِسَانِهِ وَقَالَ سُلَيْمَانُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَسْتَاكُ وَقَدْ وَضَعَ السِّوَاكَ عَلَى طَرَفِ لِسَانِهِ وَهُوَ يَقُولُ آهْ آهْ يَعْنِي يَتَهَوَّعُ ـ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ كَانَ حَدِيثًا طَوِيلًا وَلٰكِنِّي اِخْتَصَرْتُهُ ـ

اَلسُّوَالُ : حَقِّقْ لَفْظَ السِّوَاكِ، كَيْفَ يُسْتَاكُ فِي الْأَسْنَانِ وَاللِّسَانِ طُولًا أَوْ عَرْضًا ؟ أُذْكُرِ الطَّرِيقَةَ الْمَسْنُونَةَ بِالدَّلَائِلِ، أُكْتُبْ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا أَبِي بُرْدَةَ رض ـ

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ـ

হাদীস ঃ ১। হযরত আবু বুরদা রা. থেকে তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সওয়ারী চাইতে গিয়েছিলাম। আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি মিসওয়াক করছেন জিহ্বার ওপর। এটা ছিল মুসাদ্দাদের বর্ণনা। আর সুলাইমান বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি মিসওয়াক করছিলেন। তিনি মিসওয়াক তাঁর জিহ্বার এক পাশে রেখে আ' আ' করছিলেন, যেন বমি করছেন। তবে মুসাদ্দাদ বলেন, হাদীসটি দীর্ঘ ছিল, আমি সংক্ষেপ করে বর্ণনা করেছি।

মিসওয়াক করার মাসনূন পদ্ধতি

এ প্রসঙ্গে ঐকমত্য রয়েছে যে, দাঁতগুলোতে প্রস্থে মিসওয়াক করা হবে। এ বিষয়টিও হযরত আতা ইবনে আবূ রাবাহ-এর একটি মারফূ' মুরসাল রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত।

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا شَرِبْتُمْ فَاشْرَبُوا مَصًّا وَإِذَا اِسْتَكْتُمْ فَاسْتَاكُوا عَرْضًا ـ

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা পান কর তখন চুষে পান কর। আর যখন তোমরা মিসওয়াক কর তখন তা কর প্রস্থে।' —মারাসীলে আবু দাউদ ঃ ৫

হাফিজ ইবনে হাজার র. 'তালখীসুল হাবীরে' এই রেওয়ায়াতটি উদ্ধৃত করার পর লিখছেন—

فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْقُرَشِيُّ ابْنُ الْقَطَّانِ لَا يُعْرَفُ قُلْتُ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ حِبَّانٍ ـ

'এ হাদীসের সনদে মুহাম্মদ ইবনে খালিদ কুরাশী ইবনুল কাত্তান রয়েছেন। তিনি পরিচিত নন। আমি বলি, ইবনে মাঈন ও ইবনে হাব্বান তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।'

হাদীসটির অনেক শাহিদ ও সমর্থক থাকার কারণে এটি গ্রহণযোগ্য।

অতঃপর হাফিজ ইবনে হাজার র. বলেছেন যে, দাঁতগুলোতে প্রস্থে মিসওয়াক করা সুন্নত। কিন্তু জিহ্বায় দৈর্ঘে মিসওয়াক করা সুন্নত। বুখারী মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবু মুসা রা.-এর একটি হাদীস দ্বারা তিনি তা প্রমাণ করেছেন। মুসনাদে আহমদে হাদীসটি এভাবে এসেছে।

وَطَرْفُ السِّوَاكِ عَلٰى لِسَانِهٖ يَسْتَنُّ إِلٰى فَوْقٍ قَالَ الرَّاوِىْ كَأَنَّهٗ يَسْتَنُّ طُوْلاً .

– তালখীসুল হাবীর ঃ ১/২৩

ইমাম আবূ দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ سُلَيْمَانُ .

ইমাম আবু দাউদ র. বলতে চান এ হাদীসে তাঁর দু'জন উস্তাদ রয়েছেন। তাঁর উস্তাদ সুলাইমান ইবনে দাউদ র. বলেন, হযরত আবু মুসা রা. বলেছেন– دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَسْتَاكُ إِلٰى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ

অর্থাৎ হাদীসের শেষাংশ পর্যন্ত তিনি বর্ণনা করেছেন। আমার দ্বিতীয় উস্তাদ মুসাদ্দাদ শুধু وَهُوَ يَسْتَاكُ বর্ণনা করেছেন। وَضَعَ السِّوَاكَ عَلٰى طَرَفِ اللِّسَانِ يَتَهَوَّعُ উল্লেখ করেননি। আবু দাউদ র. বলেন, এ অতিরিক্ত বিবরণটি মুসাদ্দাদের হাদীসেও আছে। কারণ, মুসাদ্দাদ বলেন, এটি– كَانَ حَدِيْثًا طَوِيْلاً اِخْتَصَرْتُهٗ

হতে পারে, এ দীর্ঘ হাদীসটিতে সে অতিরিক্ত অংশও আছে।

হযরত আবু বুরদা রা.-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম ও পরিচিতি ঃ তিনি হলেন আবু বুরদা হানী ইবনে নিয়ার। অতএব, হানী হল তাঁর নাম। আবু বুরদা হল তাঁর উপনাম। তিনি সত্তরজন সাহাবীর সাথে বাইয়াতে আকাবায়ে ছানিয়াতে উপস্থিত ছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হলেন হযরত বারা ইবনে আযিব রা. এর মামা। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান।

ওফাত ঃ হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর শাসন আমলের শুরুর দিকে সমস্ত যুদ্ধে হযরত আলী রা.-এর সঙ্গে ছিলেন। এ অবস্থাতেই তার ওফাত হয়।

হাদীস বর্ণনা ঃ তিনি অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, হযরত বারা ও জাবির রা. প্রমুখ।

উল্লেখ্য, হানী শব্দটির নূনের নিচে যের এরপর হামযা। নিয়ার শব্দটির নূনে যের। এটি তাশদীদ বিহীন।

–বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ আল-ইকমাল ঃ ৫৮৭; ইসাবা ঃ ৪/১৮ ইত্যাদি।

بَابُ السِّوَاكِ مِنَ الْفِطْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মিসওয়াক স্বভাবজাত বিষয়

١ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعِيْنٍ نَا وَكِيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشْرٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ وَقَصُّ الْاَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِى الْاِسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ .

قَالَ زَكَرِيَّا قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةَ .

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ . مَامَعْنَى الْفِطْرَةِ؟ حَقِّقِ الْأُمُوْرَ الْفِطْرِيَّةَ . مَاهِىَ اَحْكَامُ الْأُمُوْرِ الْفِطْرِيَّةِ فِى الْحَدِيْثِ النَّبَوِىِّ؟ اَلرِّوَايَاتُ مُتَعَارِضَةٌ فِى عَدَدِ الْأُمُوْرِ الْفِطْرِيَّةِ فَمَا التَّوْفِيْقُ؟ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رح . اُكْتُبْ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ الصِّدِّيْقَةِ رض

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস ঃ ১। ইয়াহইয়া ইবনে মঈন .... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দশটি জিনিস মানুষের ফিতরত বা স্বভাবজাত। সেগুলো হল ঃ (১) গোঁফ কেটে ছেটে রাখা, (২) দাড়ি ছেড়ে দেয়া, (লম্বা করা) (৩) মিসওয়াক করা, (৪) পানি দ্বারা নাক পরিষ্কার করা, (৫) নখ কাটা, (৬) আংগুলের জোড়াসমূহ ধোয়া (যাতে ময়লা না থাকে), (৭) বগলের পশম তুলে ফেলা, (৮) নাভির নিচের পশম চেঁছে ফেলা, (৯) পেশাবের পর পানি খরচ করা।

মুস'আব বলেন, দশম বিষয়টি আমি ভুলে গেছি। তবে যদ্দুর মনে হয় সেটি হবে (১০) কুলি করা।

ফিতরতের অর্থ

ফিতরতের ব্যাখ্যায় মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্যে দীন। ইমাম আবূ হানীফা র. থেকেও এটাই বর্ণিত আছে যে, মিসওয়াক দীনের একটি সুন্নত, ওযু অথবা নামাযের সাথে এটি খাস নয়। কুরআনে কারীমে আছে- فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا الخ এখানে ফিতরত দ্বারা উদ্দেশ্য দীন।

অথবা সুস্থ ও নিরাপদ স্বভাব উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, সুস্থ স্বভাবের অধিকারী লোকদের স্বভাব হল মিসওয়াক করা। উল্লেখ্য, সুস্থ স্বভাবের অধিকারী মনীষী প্রথম নবীগণ। এর পরে অন্যরা।

অথবা ফিতরত দ্বারা উদ্দেশ্য সুন্নাতে ইবরাহীমী। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে- وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرَاهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ আয়াতের কালিমাত শব্দ দ্বারা হাদীসে বর্ণিত এই স্বভাবজাত কাজগুলোই উদ্দেশ্যে।

এসব স্বভাবজাত কাজগুলোর বিধান

ইমাম নববী র. বলেন এগুলোর অধিকাংশই উলামায়ে কিরামের মতে ওয়াজিব নয়। কোন কোনটির ওয়াজিব এবং সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে মত বিরোধ রয়েছে। যেমন- খতনা করা।

ইবনে আরাবী শরহে মুয়াত্তায় বলেন, আমার মতে হযরত আবু হোরায়রা রা.-এর হাদীসে বর্ণিত পাঁচটি স্বভাবজাত বিষয় ওয়াজিব (পরবর্তী হাদীসে আছে।)

কারণ, এগুলো অবলম্বন না করলে মানুষের ছুরতই অবশিষ্ট থাকবে না। তবে আল্লামা আবু শাম্মা রা. বলেন, যেসব জিনিস দ্বারা উদ্দেশ্য পরিচ্ছন্নতা ও রূপ সংশোধন সেখানে ওয়াজিবসূচক নির্দেশের প্রয়োজন হয় না। বরং শরীয়ত প্রবর্তকের পক্ষ থেকে এদিকে মনোযোগ আকর্ষণই যথেষ্ট।

স্বভাবজাত বিষয়গুলোর সংখ্যাগত বিভিন্নতা

হযরত আবু হোরায়রা রা.-এর হাদীসে পাঁচটি, হযরত আয়েশা রা.-এর হাদীসে দশটি, কোন কোনটিতে তিনটির উল্লেখ রয়েছে।

○ এর উত্তর হল- স্বল্পের উল্লেখ অধিকের পরিপন্থী নয়। অর্থাৎ, এগুলো দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হল এগুলো স্বভাবজাত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

মোচ ছাঁটা সংক্রান্ত রেওয়ায়াতের বিরোধ

মোচ ছাটা সম্পর্কে কোথাও قَصّ আবার কোথাও جز আবার কোথাও اِحْفَاء, নাসাঈর রেওয়ায়াতে حَلْق শব্দ এসেছে। সর্বনিম্ন হল قَصّ এর পর্যায়। এর অর্থ হল কাঁচি দিয়ে কাটা। আর সর্বোচ্চ পর্যায় হল, اِحْفَاء-এর অর্থাৎ, সূক্ষ্মভাবে কাটা। এর পরের স্তর হল হলকের অর্থাৎ, মুন্ডে ফেলা।

এর সামঞ্জস্য বিধানের একটি পন্থা হল এ কথা বলা যে, বিভিন্ন রেওয়ায়াতে বিভিন্ন স্তর বর্ণনা করা হয়েছে। সর্বনিম্ন, মধ্যম, সর্বোচ্চ।

ফুকাহায়ে কিরামের মাঝে এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। আমাদের মতে, এবং আহমদ র. এর মতে প্রধান হল اِحْفَاء অর্থাৎ, ভাল করে কেটে ফেলা। এটিকে অতিরঞ্জন এর ধাচে কেউ কেউ حَلْق দ্বারা বর্ণনা করেছেন। (তাহতাভী) দুররে মুখতারে আছে, মোচ মুণ্ডে ফেলা বিদআত। কেউ কেউ বলেছেন সুন্নত। ইমাম তাহাভী র. বলেন, ছাটা ভাল, মুণ্ডে ফেলা সুন্নত। এটি ছাঁটার চেয়ে উত্তম। এটাকে তিনি ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ র. এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। আছরাম বলেন, আমি ইমাম আহমদ র.-কে দেখেছি তিনি মোচ ভাল করে ছাঁটতেন এবং বলতেন এটি সাধারণ ছাঁটা থেকে উত্তম। ইমাম শাফিঈ ও মালিক র.-এর মতে প্রধান হল, ছেঁটে ফেলা। ইমাম ইবনে হাজার মককী শাফিঈ র. বলেন, এতটুকু ছাঁটবে যাতে উপরের ঠোটের লালিমা প্রকাশ পায়। সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন করবে না। ইমাম নববী র.ও এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম মালিক র. থেকে বর্ণিত আছে– ভীষণভাবে মোচের মূল উৎপাটন আমার মতে বিকৃতি সাধন। কেউ এরূপ করলে তাকে পেটাতে হবে। মোচ মুণ্ডন করা বিদআত।

দাড়ি রাখার হুকুম ওয়াজিব না সুন্নত?

قَوْلُهٗ اِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ঃ অর্থাৎ, দাড়ি ছেড়ে দেয়া, বৃদ্ধি করা।

ইমাম চতুষ্টয়ের মতে দাড়ি রাখা ওয়াজিব। কারণ, হাদীস শরীফে আছে– اَعْفُوا اللُّحٰى وَاَحْفُوا الشَّوَارِبَ।এতে পৌত্তলিক এবং অগ্নি উপাসকদের বিরোধিতা হয়। কোন কোন রেওয়ায়াতে এর সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। এতে বুঝা গেল, দাড়ি রাখা শরঈ হুকুম। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু অভ্যাসরূপেই দাড়ি রাখেননি। যেরূপ কোন কোন বিভ্রান্ত লোক বলে থাকে। এ হাদীসেও সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, দাড়ি বাড়ানো স্বভাবজাত কাজ।

ফিতরতের অর্থ হল– সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামের সুন্নত অথবা হযরত ইবরাহীম আ.-এর সুন্নত। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পূর্ববর্তী নবীগণের আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ -

দাড়ি মুণ্ডানো ইমাম চতুষ্টয়ের মাযহাব অনুযায়ী হারাম। মানহাল গ্রন্থকার আযহারের আলিমদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি সমস্ত মাযহাবের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদির ইবারত বর্ণনা করেন যে, এগুলো দাড়ি মুন্ডানো হালাল প্রমাণ করে। অথচ আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক আলিমও এ ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন করেন ও অসতর্ক থাকেন। সেখান থেকেই এ মাসআলাটি লেখা হয়েছে।

দাড়ি বৃদ্ধির শরঈ পরিমাণ

দাড়ির শরঈ পরিমাণ ইমামত্রয় ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে এক মুষ্ঠি। এর মূল উৎস হল হযরত ইবনে উমর রা.-এর আমল। তিনি এক মুষ্ঠির উর্ধ্বে দাড়ি ছেঁটে ফেলতেন। ইমাম বুখারী র. সে রেওয়ায়াতটি কিতাবুল লিবাসে তালীকরূপে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ র. মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদে এ হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেন, এর উপরই আমরা আমল করি।

বাকি রইল, এক মুষ্ঠির উপরে দাড়ির কি হুকুম? সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিম ও ইমামত্রয়ের একটি রেওয়ায়াত হল এক মুষ্ঠির উপরে ছেটে ফেলবে। এটা আমাদের নিকট একটি উক্তি অনুযায়ী জায়েয। আর একটি উক্তি অনুযায়ী ওয়াজিব। শাফিঈগণ সাধারণত দাড়ি বাড়ানোর প্রবক্তা, এক মুষ্ঠির উপরে দাড়ি ছাঁটার প্রবক্তা নন। ইবনে আরসালান শাফিঈদের এ মাযহাব বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন–

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَاخُذُ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ .

হাদীসটি দুর্বল। ফুরুয়ে মালিকিয়া ও হানাফিয়ায় লিখেছেন যে, দৈর্ঘে দাড়ি অসাধারণ বৃদ্ধি রূপ বিকৃতির কারণ। তিনি আরো লিখেছেন যে, হাদীসে দাড়ি বৃদ্ধি করা দ্বারা উদ্দেশ্য সাধারণ রূপে ছেড়ে দেয়া নয়। বরং অগ্নি উপাসক ও হিন্দুদের ন্যায় দাড়ি মুণ্ডন থেকে বারণ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ السِّوَاكُ এ সংক্রান্ত আলোচনা স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদে এসেছে।

قَوْلُهُ الاِسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ : اِسْتِنْشَاقٌ শব্দটি نَشَقَ . يَنْشُقُ . نَشْقًا থেকে গৃহীত। যার অর্থ হল, اِدْخَالُ الرِّيحِ فِى الْأَنْفِ তথা নাকে ঘ্রাণ শুকা এবং بَابِ اِسْتِفْعَال থেকে এর অর্থ হল– اِدْخَالُ الْمَاءِ فِى الْأَنْفِ অর্থাৎ, নাকে পানি দেয়া। এর পরিপন্থী اِنْتِثَار অথবা اِسْتِنْثَار-এর অর্থ হল, اِخْرَاجُ الْمَاءِ مِنَ الْأَنْفِ অর্থাৎ, নাক থেকে পানি ঝাড়া।

مَضْمَضَة : এর অর্থ হল, تَحْرِيكُ الْمَاءِ فِى الْفَمِ ثُمَّ مَجُّهُ অর্থাৎ, মুখে পানি নাড়া চাড়া দিয়ে তা ফেলে দেয়া তথা কুলি করা। এতে বোঝা গেল, মাযমাযা হল, পানি মুখের ভিতরে ঢুকানো, নাড়াচাড়া দেয়া এবং বাইরে ফেলে দেয়ার সমষ্টির নাম। আর مَجّ শুধুমাত্র বাইরে ফেলার নাম।

নাকে পানি দেয়া এবং কুলি করার শরঈ হুকুম

কুলি এবং নাকে পানি দেয়ার মর্যাদা সম্পর্কে সামান্য মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম তিরমিযী র. এ প্রসঙ্গে তিনটি মাযহাব উল্লেখ করেছেন–

✪ **প্রথম মাযহাব :** ইবনে আবূ লায়লা, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক র.-এর। তাঁরা কুলি এবং নাকে পানি দেয়া উভয়টিকে উযু এবং গোসল উভয়টিতেই ওয়াজিব বলেন। তাঁরা এ অনুচ্ছেদের হাদীসটি দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন; যাতে নাক ঝাড়ার ব্যাপারে নির্দেশসূচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা কুলি করা ওয়াজিবও প্রমাণিত হয়। কারণ, উভয়ের মাঝে পার্থক্যের প্রবক্তা কেউ নেই। তাছাড়া কুলি করা ওয়াজিব হওয়ার স্বপক্ষে তাদের প্রমাণ আরেকটি রেওয়ায়াতও আছে। আবূ দাউদ শরীফে হযরত লাকীত ইবন সাবিরা র.-থেকে বর্ণিত হয়েছে– إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ وَقَالَ الْحَافِظُ فِى الْفَتْحِ إِنَّ إِسْنَادَهَا صَحِيحٌ

'তুমি যখন উযু কর তখন কুলি কর। হাফিজ র. 'ফাতহুল বারী'তে বলেছেন, এই হাদীসটির সনদ সহীহ।

– নায়লুল আওতার : ১/১২২

○ **দ্বিতীয় মাযহাব :** ইমাম মালিক র. এবং ইমাম শাফিঈ র.-এর। তাঁদের মতে কুলি এবং নাকে পানি দেয়া উযু গোসল উভয়টিতে সুন্নত। তাঁদের প্রমাণ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ (দশটি কাজ স্বভাবজাত) সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ হাদীসটি। তাতে কুলি এবং নাকে পানি দেয়াকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া আবূ দাউদ শরীফে একটি রেওয়ায়াত আছে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বেদুঈনকে বলেছেন– تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللّٰهُ (আল্লাহর নির্দেশ মত উযু কর) এবং কুরআনে কারীমে কুলি এবং নাকে পানি দেয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার কোন নির্দেশ নেই।

–আবূ দাউদ : ১/৮

এতে বোঝা গেল এগুলো ওয়াজিব নয়। শাফিঈ এবং মালিকী মতাবলম্বীগণ হাদীসে উল্লেখিত নির্দেশসূচক শব্দটিকে মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরেন।

✪ **তৃতীয় মাযহাব ঃ** হানাফিয়া, সুফিয়ান সাওরী প্রমুখের এবং মালিকী মতাবলম্বীদের। তাছাড়া হানাফীদের মাযহাবের উপর অন্যান্য শক্তিশালী প্রমাণাদি রয়েছে।

১. গোসলের ক্ষেত্রে হযরত গাঙ্গুহী র. وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا (তোমরা যখন অপবিত্র তথা গোসল ফরয অবস্থায় থাকবে, তখন ভালরূপে পবিত্রতা অর্জন করো।) দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। তাতে আতিশয্য জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ হল- গোসলের পবিত্রতা উযুর পবিত্রতা অপেক্ষা বেশী হওয়া উচিত। এবার এই বেশী রূপের দিক দিয়ে হবে অথবা ধরনের দিক দিয়ে। রূপের দিক দিয়ে বৃদ্ধি শরী'আতে বিদিত নয়। অতএব, অবশ্যই এই বৃদ্ধি হবে পরিমাণগতভাবে। অতঃপর এই পরিমাণগত বৃদ্ধি দুভাবে হতে পারে–

এক. ধোয়ার পরিমাণে বৃদ্ধি করা।

দুই. ধোয়ার অঙ্গগুলোতে বৃদ্ধি করা।

ধোয়ার সংখ্যায় বৃদ্ধি করারও কোন পথ নেই। কারণ, হাদীস শরীফে আছে–

فَمَنْ زَادَ عَلٰى هٰذَا فَقَدْ تَعَدّٰى وَظَلَمَ -

'যে এর চেয়ে বেশী করবে সে সীমালঙ্ঘন ও জুলুম করবে।'

অতএব, প্রমাণিত হল, এ বৃদ্ধি হবে ধোয়ার অঙ্গগুলোতে। অতঃপর এরও দুটি পদ্ধতি রয়েছে–

এক. যেসব অঙ্গ ধৌত করার কথা উযুর মধ্যে একেবারেই নেই, গোসলে সেগুলোকে ধৌত করা। যেমন, বুক, পেট ইত্যাদি।

দুই. যেসব অঙ্গ ধৌত করা উযুতে মাসনূন ছিল সেগুলোকে গোসলে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা। যেমন কুলি এবং নাকে পানি দেয়া। এই দ্বিতীয় প্রকার আতিশয্যের দাবী হল, কুলি এবং নাকে পানি দেয়াকে গোসলে ওয়াজিব বলা।

২. ইমাম দারাকুতনী র. সুনানে দারাকুতনী (১/১১৫) তে بَابُ مَارُوِىَ فِى الْمَضْمَضَةِ وَالْاِسْتِنْشَاقِ فِى غُسْلِ الْجَنَابَةِ শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় কায়েম করেছেন। তাতে হযরত মুহাম্মদ ইবন সীরীন র.-থেকে মুরসাল সূত্রে এ রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন– قَالَ أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْاِسْتِنْشَاقِ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثًا

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয গোসলে তিনবার নাকে পানি দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এর সনদ বিশুদ্ধ। যেটি ইমাম দারাকুতনী র.ও স্বীকার করেছেন। মুরসাল রেওয়ায়াত আমাদের মতেও প্রমাণ। বিশেষতঃ মুহাম্মদ ইবন সীরীনের মুরসালগুলো সবচেয়ে শক্তিশালী মুরসালের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য আল্লামা ইবনে তাইমিয়া র. মিনহাজুস্সুন্নাহ নামক গ্রন্থে লিখেছেন–

وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ مِنْ أَوْرَعِ النَّاسِ فِى مَنْطِقِهِ وَمَرَاسِيْلُهُ مِنْ أَصَحِّ الْمَرَاسِيْلِ -

'তথা কথাবার্তায় মুহাম্মদ ইবন সীরীন সবচেয়ে পরহেযগার ব্যক্তিত্ব। তাঁর মুরসালগুলো হল বিশুদ্ধতম।'

৩. ইমাম দারাকুতনী র. بَابُ مَارُوِىَ فِى الْمَضْمَضَةِ وَالْاِسْتِنْشَاقِ فِى غُسْلِ الْجَنَابَةِ-তে আবূ হানীফা র.-ইবনে রাশিদ-আয়েশা বিনতে আজরাদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস রা.-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, গোসল ফরযবিশিষ্ট যে ব্যক্তি কুলি এবং নাকে পানি দিতে ভুলে যায়, তার কি হুকুম? তখন হযরত ইবনে আব্বাস রা. উত্তর দিলেন– يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيُعِيْدُ الصَّلٰوةَ

অর্থাৎ, সে কুলি করবে এবং নাকে পানি দিবে ও নামায দোহরিয়ে নিবে। –দারাকুতনী ঃ ১/১৬১

হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর এ ফত্ওয়া হানাফীদের মতের স্বপক্ষে সুস্পষ্ট।

○ ইমাম দারাকুতনী র.-এর উপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, عَائِشَةُ بِنْتُ عَجْرَدٍ لَاتَقُوْمُ بِهَا حُجَّةٌ তথা আয়েশা বিনতে আজরাদ প্রমাণযোগ্য ব্যক্তিত্ব নন।

কিন্তু ইমাম দারাকুতনীর এই প্রশ্ন হানাফীদের জন্য ক্ষতিকর নয়। কারণ, আয়েশা বিনতে আজরাদ সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে যে, তিনি সাহাবী কি না? যেমন ইমাম যাহাবী র. 'মীযানু ই'তিদালে' এবং হাফিজ ইবনে হাজার র. 'লিসানুল মীযানে তা বর্ণনা করেছেন।

যদি তাঁকে সাহাবী স্বীকার করা হয় তবে তো কোন প্রশ্নই নেই। কারণ, সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম শরী'আতের অনুসরণকারী ও নির্ভরযোগ্য। আর যদি তাবিঈ সাব্যস্ত করা হয় তাহলেও তাঁর নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে এতটুকুই যথেষ্ট যে, ইমাম আবূ হানীফা র. তাঁর সূত্রে শুধু হাদীসই বর্ণনা করেননি, বরং এই মাসআলাতে তাঁর রেওয়ায়াতের উপর স্বীয় মাযহাবের ভিত্তি স্থাপন করেছেন।

নখ কাটার হুকুম

قَوْلُهُ قَصُّ الاَظْفَارِ ঃ কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে تَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ শব্দ। উলামায়ে কিরাম লিখেছেন, কোন বিশেষ ধারাবাহিকতা রক্ষা না করে নখ কাটলেও সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। কোন কোন ইসলামী আইনবিদ নখ কর্তনের ব্যাপারে বিশেষ তরতীব লিখেছেন। কিন্তু হাফিজ ইবনে হাজার, ইবনে দাকীকুল ঈদ র. প্রমুখ সে বিশেষ ধারাবাহিকতা মুস্তাহাব স্বীকার করেন না। কারণ, এটা কোন রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত নয়। তাদের মতে, এটাকে উত্তম মনে করাও ভুল। কারণ, মুস্তাহাবও একটি শরঈ হুকুম। এর জন্য প্রমাণ প্রয়োজন।

হযরত শায়েখ র. বযলুল মাজহূদের টীকায় লিখেছেন, তাহতাভীতে লিপিবদ্ধ আছে যে, জুমআর নামাযের পূর্বে নখ কাটা মুস্তাহাব। তাছাড়া বায়হাকীর একটি রেওয়ায়াতে আছে–

كَانَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ يَقْلِمُ اَظْفَارَهُ وَيَقُصُّ شَارِبَهُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ (جمع الوسائل)

আল্লামা সুয়ূতী র. نُوْرُ اللُّمْعَةِ فِىْ خَصَائِصِ الْجُمُعَةِ- নামক পুস্তিকাতে জুমআর দিনের একশত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। তাতে একটি রেওয়ায়াতে আছে, জুমআর দিন নখ কাটলে তাতে শিফা রয়েছে।

আঙ্গুলের গ্রন্থি ও ময়লা জমার স্থান ভালরূপে পরিষ্কার করা সুন্নত

قَوْلُهُ غَسْلُ الْبَرَاجِمِ ঃ শব্দটি بُرْجُمَةٌ এর বহুবচন অর্থাৎ, আঙ্গুলের গ্রন্থি বা জোড়া। এতে ভাজের কারণে ময়লা জমে। অতএব তা ভালরূপে পরিষ্কার করতে হয়। উলামায়ে কিরাম লিখেছেন, দেহের যেসব স্থানে ঘাম ও ময়লা জমে সে সবের হুকুম একই। যেমন উরুর গ্রন্থি এবং বগলের নীচ, কানের অভ্যন্তরীন অংশ ও ছিদ্র ইত্যাদি। তাছাড়া এটি একটি স্বতন্ত্র সুন্নতও, অযুর সাথে বিশেষিত নয়।

বগলের নীচের পশম পরিষ্কার করার হুকুম

قَوْلُهُ نَتْفُ الْاِبِطِ ঃ অর্থাৎ, বগলের নিচের পশম উপড়ানো। এতে বুঝা গেল বগলের পশম উপড়ে ফেলা নিয়ম। এটা মুস্তাহাব। মুণ্ডানো মুস্তাহাব নয়। যদিও মুণ্ডানো জায়েয আছে। কারণ, উদ্দেশ্য হল পশম পরিষ্কার করা। এটা মুণ্ডানো দ্বারাও হয়ে যায়। কিন্তু হাদীসে যা বলা হয়েছে তার উপর আমল করা উত্তম। কেউ প্রথম থেকে মুণ্ডানোর অভ্যাস করে নিলে উপড়ে ফেলা কঠিন হয়ে যায়। এক দুবার ব্লেড ব্যবহার করলে পশমের গোড়া মজবুত হয়ে যায়। ফলে উপড়াতে কষ্ট হয়।

উল্লেখ্য, কোন ওজর ও বিশেষ কারণ ছাড়া আলিমদের জন্য মুস্তাহাবও বর্জন করা উচিত নয়।

নাভীর নিচের পশম পরিষ্কার করা

قَوْلُهُ حَلْقُ الْعَانَةِ ঃ নাভীর নিচের পশম পরিষ্কার করা। عَانَة শব্দের ব্যাখ্যায় তিনটি উক্তি রয়েছে। এক. নাভীর নিচের পশম। দুই. সেই অংশ যাতে পশম উঠে। তিন. আবুল আব্বাস ইবনে সুরাইজ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এটি দ্বারা উদ্দেশ্য সে পশম যেগুলো গুহ্যদ্বারের চতুর্পার্শ্বে উঠে। তবে এই উক্তিটি শায বা নগণ্য। অবশ্য হুকুম এটাই যে, এসব পশমও পরিষ্কার করা উচিত। কোন কোন ইসলামী আইনবিদ লিখেছেন, মহিলাদের জন্য মুণ্ডানোর চেয়ে নাভীর নীচের পশম উপড়ে ফেলাই উত্তম।

اِنْتِقَاصُ الْمَاءِ-এর অর্থ

قَوْلُهُ اِنْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِى الْاِسْتِنْجَاءَ ঃ اِنْتِقَاصُ الْمَاءِ-এর যে ব্যাখ্যা এখানে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, اِسْتِنْجَاء بِالْمَاءِ এটা ওয়াকী র. এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। যেমন মুসলিম শরীফের রেওয়ায়াতে আছে। اِسْتِنْجَاء بِالْمَاءِ-কে اِنْتِقَاصُ الْمَاءِ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ পানিতে পেশাব বন্ধ করার ক্রিয়া রয়েছে। যেন পানি দ্বারা উদ্দেশ্য প্রস্রাব আর اِنْتِقَاص দ্বারা উদ্দেশ্য দূরীভূত করা।

اِنْتِقَاصُ الْمَاءِ-এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হল পানি ছিটিয়ে দেয়া। এক রেওয়ায়াতে اِنْتِقَاصُ الْمَاءِ-এর স্থলে اِنْتِضَاح এসেছে। এর প্রসিদ্ধ অর্থ হল– অযুর পরে কুমন্ত্রণা দূরীভুত করার জন্য লজ্জাস্থানের উপরে কাপড়ে পানি ছিটিয়ে দেয়া। আর কেউ কেউ ইনতিযাহের অর্থও করেছেন পানি দ্বার ইসতিনজা করা।

قَوْلُهُ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةَ ঃ বর্ণনাকারী বলেন, দশম বিষয়টি আমার মনে নেই। হতে পারে সেটি হল– কুলি করা। বাহ্যত এর কারণ হল– اِسْتِنْشَاق-এর সাথে সাধারণত مَضْمَضَة-এর উল্লেখ থাকে। এখানে প্রথমটির উল্লেখ আছে, দ্বিতীয়টির নেই।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, হতে পারে দশম বিষয়টি হল খতনা করা। যেমন পরবর্তী রেওয়ায়াতে আছে।

খতনার হুকুম ঃ শাফিঈ ও হাম্বলীদের মতে নারী-পুরুষ সবার জন্য খতনা করা ওয়াজিব। হানাফীদের নিকট এক উক্তি মতে ওয়াজিব, আর এক উক্তি মতে সুন্নত। কিন্তু এরূপ সুন্নত যেটি ইসলামের শেয়ার বা প্রতীক। ইমাম মালিক র. প্রসিদ্ধ উক্তি হল, পুরুষের জন্য সুন্নত মহিলাদের জন্য মুস্তাহাব। মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়াতে আছে– اَلْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ وَمَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ

٢ـ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ وَ دَاوُدُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَا نَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ مُوْسَى عَنْ اَبِيْهِ وَقَالَ دَاوُدُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رض قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنَ الْفِطْرَةِ الْمَضْمَضَةَ وَالْاِسْتِنْشَاقُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ اِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ زَادَ الْخِتَانَ قَالَ وَالْاِنْتِضَاحُ وَلَمْ يَذْكُرْ اِنْتِقَاصَ الْمَاءِ يَعْنِى الْاِسْتِنْجَاءَ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرُوِىَ نَحْوُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ خَمْسٌ كُلُّهَا فِى الرَّاسِ ذَكَرَ فِيْهَا الْفَرْقَ وَلَمْ يَذْكُرْ اِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ ـ

قَالَ اَبُو دَاوُد وَرُوِىَ نَحْوُ حَدِيْثِ حَمَّادٍ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيِّ قَوْلُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ اِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ وَفِىْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَعَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ نَحْوَهُ وَذَكَرَ اِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ وَالْخِتَانَ ـ

اَلسُّوَالُ : زَيِّنِ الْحَدِيْثَ الشَّرِيْفَ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرْجِمْ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الاِمَامُ اَبُو دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

ইমাম আবূ দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ وَهُوَ مُحَمَّدٌ وَقَالَ دَاوُدُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رض ـ

এখানে ইমাম আবূ দাউদ র. তাঁর উস্তাদদ্বয়ের সনদের ইখতিলাফ বর্ণনা করতে চাচ্ছেন। এক উস্তাদ মূসা এ হাদীসটি নিম্নোক্ত সনদে এভাবে বর্ণনা করেন– عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ اَبِيْهِ اى مُحَمَّدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ এ সনদে তিনি আম্মারকে বাদ দিয়েছেন। اَبِيْهِ বলে নিজের পিতা মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা করে قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ বলেছেন। আম্মারকে বাদ দেয়ার কারণে হাদীসটি মুরসাল হয়ে গেছে।

ইমাম আবূ দাউদের দ্বিতীয় উস্তাদ দাউদ ইবনে শাবীব এ হাদীসটি নিম্নোক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন–

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ عَمَّارِ ابْنِ يَاسِرٍ وَهُوَ جَدُّهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الـخ ـ

তিনি عَنْ عَمَّارٍ বলে নিজের পিতা মুহাম্মদকে বাদ দিয়েছেন, عَنْ اَبِيْهِ বলেননি। অতএব, হাদীসটি মুনকাতি' হয়ে গেল। এ হিসাবে উভয়ের সনদে বিভিন্নতা এসে গেল।

قَالَ اَبُوْدَاوُد وَرُوِىَ نَحْوُهُ اى مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ اِعْفَاءِ اللِّحْيَتِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض وَقَالَ خَمْسٌ كُلُّهَا فِى الرَّأْسِ ذَكَرَ فِيْهَا الْفَرْقَ وَلَمْ يَذْكُرْ اِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ ـ

এটি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর একটি আছর। এখানে শাহিদরূপে এটিকে এনেছেন। এ অনুচ্ছেদের প্রথম হাদীস অর্থাৎ, হযরত আয়েশা রা.-এর রেওয়ায়াত ও ইবনে আব্বাস রা.-এর আছরের মূলপাঠে বিভিন্নতা রয়েছে। হযরত আয়েশা রা.-এর হাদীসে اِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ এর উল্লেখ আছে। হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর আছরে اِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ নেই। বরং মাথা সংক্রান্ত পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে اِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ (দাঁড়ি লম্বা করার) পরিবর্তে فَرْقٌ (সিথি কাটা) শব্দ এসেছে। হযরত আয়েশা রা.-এর হাদীসে এটা নেই।

এ আছর দ্বারা আরেকটি বিষয় বুঝা গেল যে, ইবনে আব্বাস রা. এর আছরটিকে اِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ বলে আম্মার রা.-এর হাদীসের সাথে উপমা দেয়ার ফলে এতেও اِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ শব্দ নেই বুঝা গেল। কাজেই হযরত আয়েশা রা.-এর হাদীস ও আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-এর হাদীসে اِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ এর উল্লেখ থাকা না থাকার ক্ষেত্রে বিভিন্নতা দেখা দিল।

তবে আম্মার রা.-এর হাদীসটি হয়ত মুরসাল অথবা মুনকাতি'।

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرُوِىَ نَحْوَ حَدِيْثِ حَمَّادٍ (وَهُوَ الْحَدِيْثُ الثَّانِىْ فِى هٰذَا الْبَابِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ) عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِىِّ قَوْلُهُمْ الخ -

অর্থাৎ, হাম্মাদের হাদীসে যেরূপ اعفاء اللحية -এর উল্লেখ নেই, এরূপভাবে তালক ইবনে হাবীব ও বকর ইবনে আবদুল্লাহ মুযানীর রেওয়ায়াতেও উল্লেখ নেই। এগুলো সব তাঁদের উক্তি। যেরূপভাবে ইবনে আব্বাস রা.-এর আছরটিও তাঁর উক্তি। অর্থাৎ, এটি মারফূ'ও নয়। তবে ইমাম আবু দাউদ র. এসব উক্তি বর্ণনা করার পর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু মারইয়াম– আবু সালামা– আবু হোরায়রা রা. সূত্রে মারফূ' হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ এর উল্লেখ রয়েছে। এরপর ইবরাহীম নাখঈর উক্তিতে إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ এর সাথে সাথে خِتَانٍ এরও উল্লেখ রয়েছে। অবশ্য এসব উক্তি দ্বারা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য বুঝা যায় না। কোন কোন মারফূ' হাদীসে إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ এর উল্লেখ আর কোন কোন মওকূফ রেওয়ায়াতে এর অনুল্লেখ দ্বারা বিভিন্নতা স্পষ্ট হল।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি : নাম আয়েশা। উপাধি হোমায়রা ও সিদ্দীকা। উপনাম উম্মে আবদুল্লাহ আর খেতাব হচ্ছে– উম্মুল মু'মিনীন। তিনি প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর রা. ও উম্মে রুমানের কন্যা। নবুয়তের ৪র্থ কিংবা ৫ম সালে মক্কা মুয়াজ্জমায় জন্মগ্রহণ করেন। তাই জন্মলগ্ন হতেই তিনি ইসলামী পরিবারে লালিত পালিত হয়েছেন।

প্রিয়নবী সা.-এর সাথে বিয়েবন্ধন : নবুয়তের ১০ম বছরের ২৫ই শাওয়াল মক্কায় নবীজী সা.-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর। বদর যুদ্ধের পর মদীনায় ৯ বছর বয়সে তার বাসর হয়। হযরত আয়েশা রা.-কে বিয়ে করার আগে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দু'বার স্বপ্নে দেখেছেন। যেমন হাদীসে আছে–

عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُرِيْتُكِ فِى الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ - اِذْ رَجُلٌ يَحْمِلُكِ فِى سَرَقَةٍ حَرِيْرٍ فَيَقُوْلُ هٰذِهِ اِمْرَأَتُكَ فَاَكْشِفُهَا فَاِذَا هِىَ اَنْتِ فَاَقُوْلُ اِنْ يَكُنْ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يُمْضِهِ (بخارى)

উম্মুল মু'মিনীনদের মধ্যে তিনিই একমাত্র কুমারী ছিলেন।

গুণাবলী : তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন, তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। ইলমে ফিকহে ছিলেন বিশেজ্ঞ। ভাষা জ্ঞানে তিনি ছিলেন পারদর্শী। প্রাচীন আরবের অবস্থা এবং প্রাচীন আরবী কাব্য সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। সর্ব বিষয়ে তিনি ছিলেন বিচক্ষণ। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ছিলেন অত্যাধিক প্রিয়।

আল-কুরআনে পবিত্রতার বিবরণ : তাঁর বিরুদ্ধে ইফকের যে মিথ্যা ঘটনা রটানো হয়েছিল তা কুরআনের আয়াত দ্বারা খণ্ডন করে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করা হয়।

মাসআলা প্রবর্তন : হযরত আয়েশা রা.-কে কেন্দ্র করে ইসলামী শরীয়তে কয়েকটি মাসআলার প্রবর্তন হয়েছে। যেমন– (ক) তায়াম্মুমের বিধান, (খ) অপবাদের শাস্তির বিধান, (গ) ব্যভিচারের শাস্তির বিধান।

হাদীস বিবরণ ঃ সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী ছয়জন ব্যক্তিত্বের মধ্যে তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে তাঁর ১৭৫টি হাদীস বর্ণিত রয়েছে এবং বুখারী এককভাবে ৫৪টি আর ইমাম মুসলিম ৬৮টি হাদীস স্ব-স্ব কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ২২১০টি।

প্রিয়নবী সা.-এর ভাষায় তাঁর প্রশংসা ঃ হাদীসের মধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা.-এর বহু সম্মান ও ফযীলতের কথা বিদ্যমান রয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্যতম ইরশাদ হচ্ছে– فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ - অর্থাৎ মহিলাদের উপর আয়েশার ফযীলত এমন ফযীলত, যেমন ছারীদের সকল প্রকার খাদ্যের উপর। হযরত উরওয়াহ বলেন– হযরত আয়েশা রা. হতে অধিক হাদীস মুখস্থকারী আরবের বুকে আর কাউকে দেখিনি। মহিলা সংক্রান্ত ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইবাদত সম্বন্ধীয় অধিকাংশ হাদীস তাঁর সূত্রে বর্ণিত।

ওফাত ঃ তিনি ৬৬/৬৭ বছর বয়সে ৫৭ বা ৫৮ হিজরী ১৭ই রমযান রাতে ওফাতলাভ করেন। তাঁর নামাযে জানাযায় হযরত আবু হোরায়রা রা. ইমামতি করেন। তিনি অসিয়ত করেছিলেন, যেন তাঁকে রাতে দাফন করা হয়। সে মতে রাতে তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। –বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ ইসাবা ঃ ৪/৩৫৯-৩৬১; ইকমাল ঃ ৬১২ ইত্যাদি।

بَابُ السِّوَاكِ لِمَنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাত্রে জাগ্রত হবার পর মিসওয়াক করা

٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا هُشَيْمٌ اَنَا حُصَيْنٌ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهٖ اَتٰى طَهُوْرَهٗ فَاَخَذَ سِوَاكَهٗ فَاسْتَاكَ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَاتِ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ حَتّٰى قَارَبَ اَنْ يَّخْتِمَ السُّوْرَةَ اَوْ خَتَمَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ فَاَتٰى مُصَلَّاهُ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَنَامَ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ كُلُّ ذٰلِكَ يَسْتَاكُ وَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَوْتَرَ -

قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ رَوَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ. قَالَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُوْلُ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ حَتّٰى خَتَمَ السُّوْرَةَ -

اَلسُّوَالُ : زَيِّنِ الْحَدِيْثَ الشَّرِيْفَ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرْجِمْ - اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوٗدَ رحـ -

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

হাদীস ঃ ৪ । মুহাম্মদ ইবনে ঈসা .... হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক রাতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কাটালাম। (দেখলাম) তিনি ঘুম থেকে জেগে উযুর পানি নিয়ে মিসওয়াক করতে লাগলেন। এরপর তিনি এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করলেন ঃ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوَاتِ الخ "নিশ্চয়ই নভোমন্ডল-ভূমন্ডলের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের আবর্তনে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০

তিনি সূরাটির প্রায় শেষ পর্যন্ত পড়লেন বা শেষ করলেন। এরপর তিনি উযু করে নামাযের স্থানে গিয়ে দু' রাকআত নামায আদায় করে বিছানায় গেলেন এবং আল্লাহ যতক্ষণ চাইলেন ততক্ষণ ঘুমিয়ে আবার জাগলেন। তারপর আগের মত আবার সে কাজগুলো করে পুনরায় বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে নিলেন। এপর উঠে আবার আগের মত করলেন। তারপর বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে আবার জাগলেন ও আগের মত করলেন। প্রতিবারেই তিনি মিসওয়াক ও দু' রাকআত নামায আদায় করেছেন। অতঃপর সর্বশেষে বিতর পড়েছেন।

আবু দাউদ র. বলেন, হোসাইন ইবনে আবদুর রহমান থেকে ইবনে কুযাইল উপরের হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিসওয়াক করে উযু করলেন। আর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করতে থাকেন ঃ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ এভাবে তিনি সূরাটি শেষ করলেন।

ইমাম আবূ দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ -

এখানে হোসাইন র. এর দুই শিষ্যের শাব্দিক বিভিন্নতার বিবরণ দিতে চাইছেন। অর্থাৎ, হোসাইনের শিষ্য হুশাইম এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তার থেকে। এতে ইবারত রয়েছে– فَاسْتَاكَ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الآيَاتِ ثُمَّ تَوَضَّأَ

হোসাইনের দ্বিতীয় শিষ্য ফুযাইল তার থেকে বর্ণনা করেছেন– فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ تَلَا إِلَى آخِرِ السُّوْرَةِ

হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি ঃ তাঁর নাম আবদুল্লাহ। উপনাম আবুল আব্বাস, উপাধি হিবরুল উম্মাহ বা উম্মতের মহাজ্ঞানী। পিতার নাম আব্বাস। মাতার নাম উম্মুল ফযল লুবাবা বিনতে হারিস। তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাত ভাই। উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা রা. তাঁর আপন খালা ছিলেন এ হিসেবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন তাঁর খালু।

জন্ম ঃ তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের তিন বছর পূর্বে শিয়ে আবু তালিবে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর তাঁকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট নিয়ে আসা হলে তিনি এই বলে দোয়া করেন–

اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّاوِيْلَ -

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ ঃ তাঁর মাতা হযরত লুবাবা বিনতে হারিস হিজরতের পূর্বে এবং পিতা হযরত আব্বাস রা. মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম কবুল করেছিলেন। তাই তিনি বাল্যকাল হতেই ইসলামী পরিবেশে লালিত-পালিত হন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেবায় ঃ তিনি ছিলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরএকনিষ্ঠ সেবক। প্রিয়নবী মিসওয়াক, জুতা বহন ও পবিত্রতার পানি ইত্যাদির তিনি ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক।

হিজরত ঃ ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মক্কায় প্রকাশ্য কুরআন তিলাওয়াত করেছিলেন। ফলে কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। আবিসিনিয়া থেকে পুনরায় মদীনায় হিজরত করেন।

জিহাদ : তিনি বদরসহ বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এমনকি ইয়ারমুকের যুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

দৈহিক গঠন : দৈহিক দিক থেকে তিনি হালকা পাতলা ছিলেন। তিনি এত অধিক লম্বা ছিলেন যে, বসলেও তাকে সাধারণ মানুষের দাঁড়ানোর সমান দেখা যেত।

সরকারি দায়িত্ব পালন : হযরত উমর রা.-এর খেলাফতকালে তিনি কুফার বিচারপতি এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগারের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।

বৈশিষ্ট্য : ইবনে আব্বাস রা. হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। এর ফলে তিনি শীর্ষ মুফাসসির উপাধিতে ভূষিত হন। হযরত উমর রা. তাঁর শানে বলেছেন– فَتَى الْكُهُولِ "তিনি তরুণ প্রবীণ" বয়সে তরুণ কিন্তু জ্ঞানে প্রবীন। তিনি তীক্ষ্ণ ধীশক্তি সম্পন্ন ও মুজতাহিদ ছিলেন।

হাদীস বর্ণনায় তাঁর অবদান : হযরত ইবনে আব্বাস রা. সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে অন্যতম সাহাবী। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৬৬০ টি। তন্মধ্যে বুখারী মুসলীম হচ্ছে ৯৫টি এবং বুখারী শরীফে ১২০টি এবং মুসলিম শরীফে ৪৯টি এককভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ওফাত : তিনি শেষ জীবনে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তিনি ৬৮ হিজরীতে ৭১ বছর বয়সে তায়েফ নগরীতে ওফাতলাভ করেন। তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া। -[illegible] ইসাবা : ২/৩৩০-৩৩৪, ইকমাল : ৮০৪

بَابُ الرَّجُلِ يُجَدِّدُ الْوُضُوْءَ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

অনুচ্ছেদ : যে অপবিত্রতা ছাড়া উযু নবায়ন করে

١ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ ح وَثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ.

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَاَنَا لِحَدِيْثِ ابْنِ يَحْيٰى اَضْبَطُ عَنْ غُطَيْفٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَنْ اَبِىْ غُطَيْفٍ الْهُذَلِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ رض فَلَمَّا نُوْدِىَ بِالظُّهْرِ تَوَضَّاَ فَصَلّٰى، فَلَمَّا نُوْدِىَ بِالْعَصْرِ تَوَضَّاَ فَقُلْتُ لَهٗ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَوَضَّاَ عَلٰى طُهْرٍ كُتِبَ لَهٗ عَشْرُ حَسَنَاتٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا حَدِيْثُ مُسَدَّدٍ وَهُوَ اَتَمُّ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ ثُمَّ زَيِّنْهُ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ. هَلْ يَجِبُ الْوُضُوْءُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ؟ اُذْكُرْ حُكْمَ الشَّرْعِ بِالْبُرْهَانِ. اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ، اُذْكُرْ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا اَبِىْ غُطَيْفٍ الْهُذَلِيِّ رضـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ.

হাদীস ঃ ১। মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া .... আবু গুতাইফ আল-হুযালী র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনে উমর র.-এর নিকট ছিলাম। জোহরের আযান দেয়া হলে তিনি উযু করে নামায পড়লেন। আবার আসরের আযান দেয়া হলে তিনি আবার উযু করলেন। আমি তাকে নতুন করে উযু করার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ যে উযু থাকা সত্ত্বেও উযু করে, তার জন্য দশটি নেকি লেখা হয়।

আবু দাউদ র. বলেন এটি মুসাদ্দাদের হাদীস। এটি পূর্ণাঙ্গতম।

প্রতি নামাযের আগে ওযু ওয়াজিব নয়

আবূ দাউদের একটি রেওয়ায়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রথম দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য প্রতিটি নামাযের ক্ষেত্রে উযু ওয়াজিব ছিল। পরবর্তীতে এ হুকুম রহিত হয়ে যায়। অতএব, হতে পারে এ ঘটনা তখনকার। আর যদি পরবর্তী ঘটনা হয়ে থাকে তবে এটা মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তিরমিযীর এক রেওয়ায়াতে আছে- كُنَّا نَتَوَضَّأُ وُضُوءً وَاحِدًا

অর্থাৎ, এক উযু দ্বারা অনেক নামায পড়তাম। এজন্য ইমাম নববী র. প্রমুখ এর উপর ইজমা উদ্ধৃত করেছেন যে, অপবিত্র হওয়া ব্যতীত উযু ওয়াজিব হয় না। শুধু কোন কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ দ্বারা প্রমাণ পেশ করে প্রতিটি নামাযের জন্য উযু ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু ইবনে হুমামের উক্তি মুতাবিক এই আয়াতটি اِقْتِضَاءُ النَّصِّ রূপে প্রমাণ করে যে,এখানে وَاَنْتُمْ مُحْدِثُوْنَ (অপবিত্র অবস্থায়) এর শর্তটি লক্ষণীয়। কারণ, পরবর্তীতে ইরশাদ রয়েছে, وَلٰكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ (কিন্তু আল্লাহ চান তোমাদের পবিত্র করতে) বস্তুতঃ পবিত্রতা অর্জন অপবিত্র অবস্থায় হতে পারে। তাছাড়া এই আয়াতেই রয়েছে وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا যেটি دَلَالَةُ النَّصِّ দ্বারা إِذَا قُمْتُمْ -এ অপবিত্র হওয়ার শর্ত লক্ষ্যণীয় বলে বুঝায়। তাছাড়া এই আয়াতে তায়াম্মুমকে ছোট অপবিত্রীর শাখা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু স্থলাভিষিক্ত জিনিসটিই শাখা, সেহেতু মূলটি উত্তমরূপেই শাখা হবে।

ইমাম আবূ দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَاَنَا لِحَدِيْثِ ابْنِ يَحْيٰى اَضْبَطُ ـ

ইমাম আবু দাউদ র. বলতে চান, তিনি এ হাদীসটি স্বীয় দুই উস্তাদ- মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ফারিস এবং মুসাদ্দাদ থেকে বর্ণনা করেছেন। যদিও দু'জন থেকেই বর্ণনা করেছেন, তবে মুসাদ্দাদের হাদীস অপেক্ষা মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়ার হাদীসটি আমার (ইমাম আবু দাউদ র.-এর) নিকট অধিক সংরক্ষিত।

وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَنْ اَبِىْ غُطَيْفِ الْهُذَلِيِّ ـ

এখানে উসতাদদ্বয়ের শাব্দিক বিভিন্নতা বর্ণনা করতে চান। মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ফারিস বলেছেন- عَنْ اَبِىْ غُطَيْفٍ

আর মুসাদ্দাদ বলেছেন-الْهُذَلِيِّ

মুহাম্মদ উপনাম উল্লেখ করেছেন এবং হুযালী বলে হুযাইলের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। মুসাদ্দাদ শুধু 'গুতাইফ' বলেছেন, উপনামও উল্লেখ করেননি, আবার নিসবত সহকারে 'হুযালী'ও বলেননি।

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ مُسَدَّدٍ وَهُوَاَتَمُّ ـ

আবু দাউদ র. বলেন, ইবনে ইয়াহইয়ার হাদীসটি আমার নিকট অধিক সংরক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও আমি এখানে মুসাদ্দাদের হাদীসের শব্দগুলো উল্লেখ করেছি। কারণ, এটি ইবনে ইয়াহইয়ার হাদীস অপেক্ষা পূর্ণাঙ্গতম।

আবু গুতাইফ আল-হুযালী রা.-এর পরিচিতি

তিনি সাহাবী। আবদুল্লাহ ইবনে আবু ফারওয়া – মাকহুল–আবু ইদরীস খাওলানী–গুতাইফ বা আবু গুতাইফ সূত্রে নবী করীম স. থেকে একটি মারফূ হাদীস বর্ণনা করেন।

নবী করীম স. ইরশাদ করেছেন– مَنْ أَحْدَثَ هِجَاءً فِي الْإِسْلَامِ فَاقْطَعُوا لِسَانَهُ "যে ইসলামের দুর্নাম রটনা করে তার জিহ্বা কেটে দাও।"

উল্লেখ্য, উপরোক্ত হাদীসের সনদে ইসহাক ইবনে আবু ফারওয়া নামক একজন বর্ণনাকারী আছেন। তিনি পরিত্যাক্ত।–তাবারানী কবীর ঃ ১৮/২৬৪, ইবনে আসাকির ঃ ৪/৩৮০, মাযমাউয যাওয়াইদ ঃ ৮/১২৫ ঃ উসদুল গাবা ঃ ৪/৩২৬ইত্যাদি।

بَابُ مَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ

অনুচ্ছেদ ঃ পানিকে কিসে অপবিত্র করে

١ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رض قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ (رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ) إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخُبْثَ. وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ الْعَلَاءِ. وَقَالَ عُثْمَانُ وَحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالصَّوَابُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ الْعَلَاءِ. وَقَالَ عُثْمَانُ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ الصَّوَابُ.

اَلسُّؤَالُ : زَيِّنِ الْحَدِيثَ الشَّرِيفَ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرْجِمْ. أَوْضِحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رحـ.

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ.

হাদীস ঃ ১। মুহাম্মদ ইবনে আলা .... হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর র. থেকে তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ঐ পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যে পানিতে বন্য প্রাণী ও হিংস্র জন্তু আসা-যাওয়া করে (অর্থাৎ, পান করে ও তাতে পেশাব করে ইত্যাদি)। তিনি বলেছেন ঃ পানির পরিমাণ যদি দুই মটকা হয়, তাহলে তা অপবিত্রী বহন করবে না।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ الْعَلَاءِ. وَقَالَ عُثْمَانُ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ.

ইমাম আবু দাউদ র. স্বীয় সনদের রাবীদের নামের ব্যাপারে তাঁর উস্তাদগণ যে বিভিন্নতা উল্লেখ করেছেন তার বিবরণ দিতে চাচ্ছেন। এ হাদীসে আবু দাউদের উস্তাদ তিনজন– ১. ইবনুল আ'লা, ২. উসমান ইবনে আবু শায়বা, ৩. হাসান ইবনে আলী। ইমাম আবু দাউদ র. বললেন, আমার প্রথম উস্তাদ ইবনুল আলা বলেছেন, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ. দ্বিতীয় ও তৃতীয় উস্তাদ উসমান ও হাসান ইবনে আলী বলেছেন–

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ الصَّوَابُ ঃ এখানে هُوَ যমীরটি মুহাম্মদ ইবনে আব্বাদ ইবনে জাফর ইবনে যুবাইরের দিকে ফিরেছে। এতে বোঝা যায়, ইমাম আবু দাউদ এটাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। অতএব, যিনি মুহাম্মদ ইবনে জাফর ইবনে যুবাইর বলেছেন, তার ভুল হয়েছে। আবু দাউদের একটি কপিতে وَالصَّوَابُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ বাক্যও এসেছে। সে কপি অনুযায়ী মুহাম্মদ ইবনে আব্বাদ ইবনে জাফর ভুল হবে। মোটকথা, আবু দাউদ প্রাধান্যের পন্থা অবলম্বন করেছেন। আর কেউ কেউ অবলম্বন করেছেন সামঞ্জস্যবিধানের পন্থা।

হযরত ইবনে উমর রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি ঃ তাঁর নাম আবদুল্লাহ। উপনাম আবু আবদুর রহমান। তাঁর পিতার নাম উমর ইবনে খাত্তাব রা.। মাতার নাম যয়নব বিনতে মাজউন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির এক বছর পূর্বে অথবা নবুয়তের দ্বিতীয় বছরে মক্কা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন।

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ ঃ হযরত উমর রা. যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর। তখন তিনি মাতাপিতার সাথে ইসলাম কবুল করেন এবং সে সময় হতে তিনি দীনি পরিবেশে বড় হন। হযরত ইবনে উমর রা. হযরত উমর রা. ও অন্যান্য সাহাবীর সাথে ১১ বছর বয়সে মদীনায় হিজরত করেন।

জিহাদ ঃ বয়সের স্বল্পতার কারণে তিনি বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। সর্বপ্রথম তিনি খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া তিনি পরবর্তী সকল যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা রেখে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

হাদীস রেওয়ায়াত ঃ তিনি প্রথম স্তরের একজন রাবী ছিলেন। সর্বমোট ১৬৩০ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে ১৭টি হাদীস বুখারী ও মুসলিমে সম্মিলিতভাবে এবং এককভাবে বুখারীতে ৮১টি ও মুসলিমে ৩১টি বর্ণিত আছে। তাঁর নিকট থেকে হযরত সালিম, উবাইদুল্লাহ, হামযা, নাফি প্রমুখ হাদীস গ্রহন করেছেন।

ওফাত ঃ তিনি ৭৩ কিংবা ৭৪ হিজরিতে ৮৩/৮৪ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। ইসলামের এই মহান খাদেমকে মাকবারায়ে তুয়ায় অথবা কাখ নামক স্থানে দাফন করা হয়। **–ইসাবা ঃ ২/৩৪৭-৩৫০, ইকমাল ঃ ৬০৪-৬০৫**

٢- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي بْنَ زُرَيْعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَبُو كَامِلٍ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

اَلسُّؤَالُ : زَيِّنِ الْحَدِيثَ الشَّرِيفَ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرْجِمْ . أَوْضِحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رحـ .

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

হাদীস ঃ ২। মূসা ইবনে ইসমাঈল .... উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ রা.তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে উন্মুক্ত ময়দানে অবস্থিত পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের সম-অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেন।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَبُو كَامِلٍ ابْنِ الزُّبَيْرِ ـ

ইবনে আবু দাউদ র. এ ইবারতের পূর্বে وَهُوَ الصَّوَابُ বলে মুহাম্মদ ইবনে আব্বাদ ইবনে জাফরের সনদটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর যাতে মুহাম্মদ ইবনে জাফর রয়েছে সেটিকে দুর্বল সার্বস্ত করেছেন; কিন্তু পরবর্তীতে আসন্ন সনদ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الخ দ্বারা ওয়ালীদ ইবনে কাছীরের রেওয়ায়াতটিকে শক্তিশালী বলছেন, যেটিকে প্রথমে দুর্বল সাব্যস্ত করেছিলেন। তবে এর ফলে বিশেষ কোন ফায়দা নেই। কারণ, ওয়ালীদ ইবনে কাছীর রাফিযী ইবাযী সম্প্রদায়ের লোক। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক র.-এর সমালোচনাতো প্রসিদ্ধ। অতএব, এর রেওয়ায়াতটির ব্যাপারে স্বত্মাগতভাবে আপত্তি রয়েছে। এর ফলে অন্য রেওয়ায়াতের সমর্থন ও শক্তি যোগানো হয় কিভাবে?

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল, এই রেওয়ায়াতে يَكُونُ فِى الْفَلَاةِ শব্দ অতিরিক্ত আছে। যা ওয়ালীদ ইবনে কাছীরের রেওয়ায়াতে নেই। আর একটি কথা হল– এই রেওয়ায়াতিটি অর্থগতভাবে ওয়ালীদ ইবনে কাছীরের রেওয়ায়াতের অনুকূল।

٣ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَنَا عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبِىْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَايَنْجِسُ ـ

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَفَهُ عَنْ عَاصِمٍ ـ

وَخَالَفَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ فَرَوَاهُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِىْ بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ رض مَوْقُوْفًا غَيْرَ مَرْفُوْعٍ، وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض مَوْقُوْفًا ـ

اَلسُّوَالُ : زَيِّنِ الْحَدِيْثَ الشَّرِيْفَ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرْجِمْ ـ أَوْضِحْ مَا قَالَ الإِمَامُ أَبُوْ دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

হাদীস নং ৩। মূসা ইবনে ইসমাঈল .... উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর র. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ পানি দু' মটকা পরিমাণ হলে তা অপবিত্র হয় না।

ইমাম আবূ দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَفَهُ عَنْ عَاصِمٍ .

এখানে বুঝাতে চাচ্ছেন এ হাদীসটি আসিম ইবনে মুনযির র. থেকে দু'জন বর্ণনা করেছেন– হাম্মাদ ইবনে সালামা এবং হাম্মাদ ইবনে যায়েদ। হাম্মাদ ইবনে সালামা এটাকে মারফূ' আকারে বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ ইবনে যায়েদ বর্ণনা করেছেন মওকূফ আকারে। অতএব, মারফূ' না মাওকূফ এ ব্যাপারে বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে।

ইমাম দারাকুতনী র. ইসমাঈল ইবনে উলাইয়ার রেওয়ায়াত এনে এই মাওকূফ রেওয়ায়াতটিকে শক্তিশালী করেছেন। ইমাম দারাকুতনী র. মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও আসিম ইবনে মুনযির র.-এর হাদীস (হাম্মাদ ইবনে সালামা কর্তৃক বর্ণিত) বর্ণনা করার পর বলেন–

وَخَالَفَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ فَرَوَاهُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ رض مَوْقُوْفًا غَيْرَ مَرْفُوْعٍ، وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيْلُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض مَوْقُوْفًا .

এতে বোঝা যায় قال ابو داود ইবারতটি যে সব কপিতে আছে তার অর্থ বিশুদ্ধ। অবশ্য কোন কোন কপিতে এই ইবারতটি নেই।

পানির বিধিবিধান

পানির পবিত্রতা ও অপবিত্রতা সংক্রান্ত বিষয়টি ফুকাহায়ে কিরামের মাঝে প্রচণ্ড বিতর্কিত মাসায়িলের অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে ফুকাহার উক্তি বিশেরও অধিক। তা সত্ত্বেও এ মাসআলায় প্রসিদ্ধ মাযহাব চারটি–

মাযহাব চতুষ্টয়

১. হযরত আয়েশা রা., হাসান বসরী, দাউদ জাহিরীর মাযহাব বলে বলা হয় যে, পানি চাই কম হোক বা বেশি যদি তাতে অপবিত্র পতিত হয়, তবে সেটা ততক্ষণ পর্যন্ত অপবিত্র হবে না বরং পবিত্র থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার স্বভাব অর্থাৎ, তরলতা শেষ না হয়ে যায়। চাই তার তিনটি গুণ পরিবর্তিত হোক না কেন।

হযরত গাঙ্গুহী র. বলেন, যদি এ মাযহাবটি হযরত আয়েশা রা. থেকে রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হত তবে এটি হত সবচেয়ে শক্তিশালী মাযহাব। কারণ, হযরত আয়েশা রা. পানি সংক্রান্ত মাসায়েল সবচেয়ে বেশি জানতেন এবং এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বেশি বেশি শরণাপন্ন হতেন। কিন্তু বিশুদ্ধ হল, এই মাযহাবটি হযরত আয়েশা রা. হতে রেওয়ায়াতগতভাবে প্রমাণিত নয়।

২. ইমাম মালিক র.-এর পছন্দনীয় মাযহাব হল, যতক্ষণ পর্যন্ত পানির তিন গুণের একটি পরিবর্তিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত অপবিত্র পতিত হলে তা অপবিত্র হয় না। চাই পানি কম হোক বা বেশি।

৩. ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ র.-এর মাযহাব হল, যদি পানি কম হয়, তবে অপবিত্র পতিত হলে তা অপবিত্র হয়ে যাবে। যদিও তার কোন একটি গুণও পরিবর্তিত না হোক। আর যদি বেশি পানি হয়, তবে অপবিত্র হবে না। যতক্ষণ না এর অধিকাংশ গুণ পরিবর্তিত হয়। পক্ষান্তরে বেশির পরিমাণ তাদের মতে দুই কুল্লা (মটকা)। আর এই পরিমাণটি অনুমান স্বরূপ নয়, বরং প্রকৃত।

৪. হানাফীদের মাযহাব হল শাফিঈদের নিকটবর্তী। তবে হানাফীদের মতে কম-বেশির কোন পরিমাণ সুনির্দিষ্ট নেই। বরং ইমাম আবূ হানীফা র. এটাকে ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মতের উপর ছেড়ে দিয়েছেন।

আবূ ইউসুফ র. এর মতে সীমাবদ্ধতা আছে। অর্থাৎ, যে পানিতে অপবিত্রীর আছর অন্যদিকে পৌঁছে সেটি কম, আর যাতে তা না হবে তা বেশি।

পরবর্তী ফুকাহায়ে কিরাম জনসাধারণের ক্ষেত্রে সহজের দিকে লক্ষ্য করে ১০ × ১০-এর উক্তি গ্রহণ করেছেন। তবে হাকীকত এটাই যে, তারা কোন নির্ধারিত পরিমাণ নির্দিষ্ট করেননি। এটাকে ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির রায়ের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

ইমামগণের প্রমাণাদি

ইমাম মালিক র.-এর প্রমাণ হাদীসে বীরে বুযাআ।

✪ হানাফীদের পক্ষ থেকে এই প্রমাণের উত্তর এবং রেওয়ায়াতটির ব্যাখ্যা অনুধাবনের পূর্বে এখানে দুটি বিষয় মনে রাখা উচিত। প্রথম কথা হল, এ হাদীসের নিঃশর্ততা ও ব্যাপকতার উপর স্বয়ং ইমাম মালিক র. ও আমল করেন না। কারণ, এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, যদি পানির গুণাবলী পরিবর্তিত হয়ে যায় তবুও পবিত্র থাকবে, অপবিত্র হবে না। অথচ ইমাম মালিক র.-এর প্রবক্তা নন। অতএব, তিনিও এই নিঃশর্ততাকে শর্তায়িত করার জন্য বাধ্য।

হাদীসে বীরে বুযা'আর উত্তর

মূলতঃ বুযা'আ কূপ সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের এই প্রশ্ন অপবিত্র প্রত্যক্ষ করার ক্ষেত্রে ছিল না; বরং তা ছিল নাপাকের ধারণা ও কল্পনা নির্ভর। মূলতঃ এ কূপটি ছিল নিম্নভূমিতে অবস্থিত। এর চারদিকে জনবসতি ছিল। সাহাবায়ে কিরাম আশংকা করলেন যে, এর চতুর্দিকে যেসব অপবিত্র পড়ে থাকে সেগুলো বাতাসে উড়ে অথবা বৃষ্টির ফলে বয়ে এসে হয়তো এই কুঁয়ার মধ্যে পড়তে পারে। এসব ধারণার কারণে সাহাবায়ে কিরাম এর পবিত্রতা ও অপবিত্রতা সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রশ্ন করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু এসব ধারণা শুধু ওয়াসওয়াসা ও কল্পনা ছিল, প্রত্যক্ষদর্শন নির্ভর ছিল না, এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনের ওয়াসওয়াসা দূরীকরণার্থে দার্শনিক সুলভ উত্তর দিয়েছেন। বলেছেন– إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْئٌ

'তথা পানি পাক, এটাকে কোন কিছুই অপবিত্র করতে পারে না।'

এই ব্যাখ্যার সার নির্যাস হল, الْمَاءُ শব্দটিতে ال - عَهْدِ خَارِجِى তথা সুনির্দিষ্ট বস্তু বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা বিশেষভাবে উদ্দেশ্য বুযা'আ কূপের পানি। আর لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْئٌ -এর অর্থ হল, لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْئٌ مِمَّا تَتَوَهَّمُوْنَ (তোমাদের কাল্পনিক কোন কিছু এটাকে অপবিত্র করে না।)

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ بِئْرِ بُضَاعَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ বীরে বুযা'আ

١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رض. أَنَّهُ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ؟ وَهِىَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيْهَا الْحِيَضُ وَلَحْمُ الْكِلاَبِ وَالنَّتْنُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَاءُ طَهُوْرٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْئٌ.

قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ رَافِعٍ ـ

اَلسُّوَالُ : زَيِّنِ الْحَدِيْثَ الشَّرِيْفَ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكْنَاتِ سَنَدًا وَمَتْنًا ثم تَرْجِمْ ـ اَيْنَ يَقَعُ بِيْرُ بُضَاعَةَ وَمَا مَعْنَى الْحِيَضِ وَالنَّتْنِ؟ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُو دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

হাদীস ঃ ১। মুহাম্মদ .... হযরত আবু সাঈদ-খুদ্‌রী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (মদীনার) 'বুযাআ' নামক কূপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল– 'আমরা কি উক্ত কূপের পানি দ্বারা উযু করতে পারি? বুযাআ কূপটির মধ্যে ঋতুবতী মেয়েলোকের ময়লা কাপড়, কুকুরের গোশত ও যাবতীয় দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস নিক্ষেপ করা হত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ পানি পাক, একে কোন কিছু অপবিত্র করতে পারে না।

বীরে বুযাআর পরিচয় اَلْحِيَضِ ـ وَالنَّتْنُ-এর অর্থ

বুযাআ শব্দটি بـ-এর উপর পেশ। এটিতে যের দেওয়াও বৈধ। অবশ্য পেশ অধিক প্রসিদ্ধ। এটি একটি প্রসিদ্ধ কূপের নাম। মদীনা তাইয়িবায় বনু সায়িদা মহল্লায় এটি অবস্থিত। এখন পর্যন্ত এ কূপটি বিদ্যমান রয়েছে। এ কূপের মালিকের নাম অথবা এ স্থানটির নাম ছিল বুযাআ। এজন্য এটিকে এই নামে নামকরণ করা হয়।

الحيض শব্দটি حيضة-এর বহুবচন। অর্থ এরূপ কাপড়ের টুকরা যেটা মহিলারা মাসিকের সময় ব্যবহার করে।

وَلُحُوْمُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ ـ نَتْن এর ن এর মধ্যে যবর এবং ت সাকিন। কেউ কেউ ت-এর নিচে যের বলেছেন। এর অর্থ দুর্গন্ধ। এখানে উদ্দেশ্য দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্যাদি।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ رَافِعٍ ـ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য সনদের রাবীদের ব্যাপারে যে, বিভিন্নতা রয়েছে তার বিবরণ দান। কোন কোন বর্ণনাকারী বলেছেন, 'উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে রাফি'।' কেউ কেউ বলেছেন, 'উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে রাফি'।' এই ইখতিলাফ মূলত উবাইদুল্লার পিতা সংক্রান্ত, তিনি কি আব্দুল্লাহ না আব্দুর রহমান?

٢ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ شُعَيْبٍ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيَانِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ سَلِيْطِ بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ رَافِعٍ الْاَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْعَدَوِيِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُقَالُ لَهُ اِنَّهُ يُسْتَقٰى لَكَ مِنْ بِيْرِ بُضَاعَةَ وَهِىَ بِيْرٌ يُلْقٰى فِيْهَا لُحُوْمُ الْكِلَابِ وَالْمَحَائِضُ وَعَذِرُ النَّاسِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ ـ

قَالَ اَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيْدٍ قَالَ سَاَلْتُ قَيِّمَ بِيْرِ بُضَاعَةَ عَنْ عُمْقِهَا قَالَ اَكْثَرُ مَا يَكُوْنُ فِيْهَا الْمَاءُ قَالَ اِلَى الْعَانَةِ قُلْتُ فَاِذَا نَقَصَ؟ قَالَ دُوْنَ الْعَوْرَةِ ـ

قَالَ أَبُو دَاوُد وَقَدَّرْتُ أَنَا بِئْرَ بُضَاعَةَ بِرِدَائِي مَدَدْتُهُ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَرَعْتُهُ فَإِذَا عَرْضُهَا سِتَّةُ أَذْرُعٍ وَسَأَلْتُ الَّذِي فَتَحَ لِي بَابَ الْبُسْتَانِ فَأَدْخَلَنِي إِلَيْهِ هَلْ غُيِّرَ بِنَاؤُهَا عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ قَالَ لَا وَرَأَيْتُ فِيهَا مَاءً مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ .

اَلسُّؤَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيثَ الشَّرِيفَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثم تَرْجِمْ . أَوْضِحْ مَاقَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رحـ .

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস ঃ ২। আহমদ ইবনে আবু শোআইব .... হযরত আবু সা'ঈদ আল-খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট লোকদের আমি বলতে শুনেছি, আপনার জন্য বুযাআ কূপ থেকে পানি আনা হয়। অথচ তাতে কুকুরের গোশ্‌ত, হায়েযের নেকড়া ও মানুষের মলমূত্র নিক্ষেপ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চয় পানি পবিত্র, এটাকে কোন কিছু অপবিত্র করতে পারে না।

আবু দাউদ র. বলেন, আমি কুতাইবা ইবনে সা'ঈদ থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি বুযাআ কূপের মুতাওয়াল্লীকে কূপের পানির গভীরতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, বেশী হলে নাভির নিচ পর্যন্ত থাকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, যখন কমে যায়, তখন? তিনি বললেন, সতরের (হাটু বা তার) চাইতে কম।

আবু দাউদ র. বলেছেন, আমি আমার চাদর দ্বারা বুযাআ কূপ মেপে দেখেছি, প্রস্থে তা ছয় হাত পরিমাণ। আমার জন্য যে ব্যক্তি বাগানের দরজা খুলেছিল, সে তত্ত্বাবধায়ককে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কূপের ভিত্তি (বা আকার) পূর্বে যা ছিল, বর্তমানে কি তা বদলে গেছে? সে বলল না, আমি দেখলাম, কূপের পানির রং বিগড়ে গিয়েছে।

قَالَ أَبُو دَاوُد وَسَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ سَأَلْتُ قَيِّمَ بِئْرِ بُضَاعَةَ عَنْ عُمْقِهَا فَقُلْتُ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ قَالَ إِلَى الْعَانَةِ . قُلْتُ فَإِذَا نَقَصَ قَالَ دُونَ الْعَوْرَةِ .

সম্ভবত এই উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য বুযা'আ কূপে বিভিন্ন ধরনের অপবিত্র জিনিস পতিত হওয়া ও সেগুলো তা থেকে বের না করা সত্ত্বেও যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানির পবিত্রতার হুকুম দিয়েছেন সেহেতু বোঝা গেল, إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ -এর উক্তির ভিত্তিতে পবিত্রতার হুকুম রয়েছে।

○ হানাফীদের পক্ষ থেকে ইমাম তাহাভী র.-এর উত্তর দিয়েছেন যে, পবিত্রতার হুকুম দেয়ার কারণ ছিল বুযা'আ কূপ ছিল জারী। ইমাম তাহাভী র. এ কূপ জারী হওয়ার স্বপক্ষে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ওয়াকিদী র. থেকে বিবরণ দিয়েছেন।

○ হানাফীদের এ উত্তর খণ্ডনের জন্য ইমাম আবু দাউদ র. বলেছেন, যারা এটাকে জারী বলেছেন, তাদের উক্তি বিশুদ্ধ নয়। কারণ, এ কূপের যিনি তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, তিনি বলেন, এতে সর্বোচ্চ পানি নাভি পর্যন্ত পৌঁছত। আর সর্বনিম্ন হলে সতর পর্যন্ত পৌঁছত না, বরং হাটু বা হাটুর নিচে থাকত। অতএব, এই কূপ কিভাবে জারী হতে পারে। তবে এর ফলে এ কূপ জারী না হওয়া প্রমাণিত হবে না। কারণ, জারী হওয়ার জন্য নহর হওয়া জরুরী নয়; বরং কখনো কৃষি কাজের জন্য প্রচুর পরিমাণ পানি তুললে এবং কূপে পানি সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক না হলে বরং এতে প্রচুর পরিমাণ পানি তোলার কারণেও পানি কূপের ভিতর থেকে ঝর্ণার ন্যায় বের হয়। অতএব, এটি জারী হয়। যদিও এটি নহরের ন্যায় প্রকৃত অর্থে জারী নয়। কিন্তু এটি জারীর ন্যায়।

তাছাড়া বুযা'আ কূপের তত্ত্বাবধায়কের উক্তির উপর কিভাবে নির্ভর করা যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত তার অবস্থা সম্পর্কে জানা না যায়। সে কি মুসলমান ছিল না কি কাফির? মুসলমান হলে সে কি আদিল ছিল না ভিন্ন রকম? নির্ভরযোগ্য ছিল না অনির্ভরযোগ্য?

তাছাড়া রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ এবং ইমাম আবু দাউদ র.-এর যুগের মাঝে পাঁচশত বছরের ব্যবধান।

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ "وَقَدَّرْتُ أَنَا بِئْرَ بُضَاعَةَ بِرِدَائِىْ مَدَدْتُهُ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَرَعْتُهَا فَاِذَا عَرْضُهَا سِتَّةُ أَذْرُعٍ .

"কোন কোন হানাফীর পক্ষ থেকে বলা হয়, কূপ অথবা হাউজ দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ১০ হাত × ১০ হাত (ক্ষেত্রফল ১০০ হাত) হলে এর পানি পবিত্র। আর বুযা'আ কূপের ক্ষেত্রফলও তাই ছিল বলে এর পানি পবিত্র বলে হুকুম দেয়া হয়েছে। ইমাম আবু দাউদ র. সম্ভবত এ উক্তিটি প্রত্যাখ্যান করতে চাচ্ছেন। তিনি বলেন যে, তিনি এ কূপটি মেপেছেন। এটি ছিল প্রস্থে ৬ হাত। অতএব, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ১০ হাত × ১০ হাত-এর উক্তি কিভাবে যথার্থ হয়? অতঃপর দরজার দারোয়ানের নিকট জিজ্ঞেস করেছেন, এর নির্মাণে কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা? সে বলল, 'না। এতে কোন পরিবর্তন হয়নি। কাজেই ১০ হাত × ১০ হাত-এর উক্তি বিশুদ্ধ নয়।

✪ আমরা এর উত্তর দেই, ইমাম আবু দাউদ র.-এর এ মতখণ্ডন বিশুদ্ধ নয়। এর তিনটি কারণ– ১. দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ১০ হাত × ১০ হাত-এর উক্তি হানাফী কোন তত্ত্বজ্ঞানী আলিমের নয়; বরং মুহাক্কিক হানাফীগণের উক্তি হল– ঘটনায় জড়িত ব্যক্তির রায়ের উপর নির্ভর করবে'। অবশ্য ইমাম মুহাম্মদ র.-এর উক্তি দ্বারা কেউ কেউ ১০ হাত ×১০ হাত বুঝেছিলেন। একদিন ইমাম মুহাম্মদ র. রাই শহরে দরস দিচ্ছিলেন। পানি সংক্রান্ত আলোচনা চলছিল। কেউ প্রশ্ন করলেন, বেশি পানির সীমা কি? উত্তরে তিনি বললেন, যেমন আমার এই মসজিদটি। লোকজন সে মসজিদ মেপে দেখলেন, ১০ হাত × ১০ হাত (ক্ষেত্রফল ১০০) হাত। এরপর লোকজন বুঝে নিয়েছেন, ১০ হাত × ১০ হাত হলে বেশি পানি হবে, অন্যথায় কম।

বেকায়া ব্যাখ্যাকার ১০ হাত × ১০ হাত-এর উক্তিটিকে আরেকটি হাদীস দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এক কূপের পাশে অপর ব্যক্তির জন্য কূপ খননের অনুমতি নেই। অবশ্য বেকায়া ব্যাখ্যাতার এ প্রচেষ্টার উপর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন অনেক আলিম।

মোটকথা, ১০ হাত × ১০ হাত-এর উক্তি কোন তত্ত্বজ্ঞানী হানাফীর নয়। অনর্থক ইমাম আবু দাউদ র. এটি খণ্ডনের পিছনে কেন পড়েছেন।

✪ দ্বিতীয় কথা হল, আমরা যদি মেনে নেই, ১০ হাত × ১০ হাত-এর উক্তি হানাফীদের, এ কূপটি ইমাম আবু দাউদ র.-এর তথ্যানুসন্ধান অনুযায়ী ১০ হাত × ১০ হাত ছিল না। তবে আমরা বলব, ইমাম আবু দাউদ র. এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগের মাঝে বহুদিনের ব্যবধান। অতএব, এটা কিভাবে জানা গেল যে, মধ্যখানে এতে কোন পরিবর্তন হয়নি। এ উক্তির কি নির্ভরতা হতে পারে। তাছাড়া দারোয়ান মুসলমান ছিল না কাফির, নির্ভরযোগ্য ছিল না অনির্ভরযোগ্য তাও জানা নেই।

✪ তৃতীয় কথা হল, ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, এর প্রস্থ ছিল ৬ হাত। যদি প্রস্থে ৬ হাত হয়, তবে এর চারদিকে মাপলে তো ১০ হাত × ১০ হাত হয়ে যাবে। কাজেই এর ফলে ১০ হাত × ১০ হাত এর মত খণ্ডন হবে না; বরং তা প্রমাণিত হবে।

প্রকাশ থাকে যে, ذِرَاعٌ শব্দের অর্থ আমাদের এখানে করা হয় গজ দ্বারা। গজ হয় দু' হাতে। এটি ভারতীয় পরিভাষা। বরং ذِرَاعٌ বলে কনুই থেকে মধ্যম আঙ্গুলির মাথা পর্যন্ত ব্যবধান বা পরিমাণকে।

وَرَأَيْتُ مَاءً هَامُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ .

○ কোন কোন হানাফী এ হাদীসের উত্তর দিয়েছেন, যে সব জিনিস এ কূপে পড়ত, সেগুলো তা থেকে বের করে ফেলা হত অথবা বালতির সাথে বেরিয়ে আসত। সেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটিকে পবিত্র বলে হুকুম দিয়েছেন।

○ ইমাম আবু দাউদ র.-এর উত্তরটি খণ্ডনের জন্য বলেন, এসব জিনিস বের করার উক্তিও সহীহ নয়। কারণ, এর পানির রং পরিবর্তন হত।

○ আমরা বলি, ইমাম আবু দাউদ র.-এর যুগে পানির রং বিবর্ণ হলে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা-এর যুগেও বিবর্ণ হতে হবে তা আবশ্যক নয়। হতে পারে সে যুগে প্রচুর গাছের পাতা পড়ার কারণে অথবা দীর্ঘদিন পর্যন্ত তা থেকে পানি বের না করার কারণে বিবর্ণ হয়ে যেত অথবা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে সর্বত্র পানি ও কূপ না থাকার কারণে যে প্রচুর পরিমাণ পানি উঠানো হত, ইমাম আবু দাউদ র.-এর যুগে সে পরিমাণ প্রচুর পানি তোলা হত না।

بَابُ الْوُضُوْءِ بِسُؤْرِ الْكَلْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুকুরের ঝুটা দ্বারা ওযু করা

١ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ فِىْ حَدِيْثِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ طُهُوْرُ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ اِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ اَنْ يَغْسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ اُوْلٰهُنَّ بِالتُّرَابِ .

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَالِكَ قَالَ اَيُّوْبُ وَحَبِيْبُ بْنُ الشَّهِيْدِ عَنْ مُحَمَّدٍ .

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيْثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرْجِمْ . حَقِّقِ الْوُلُوْغَ . مَا الْاِخْتِلَافُ فِىْ سُؤْرِ الْكَلْبِ؟ وَمَا طَرِيْقُ التَّطْهِيْرِ؟ اُذْكُرْ مَعَ الدَّلَائِلِ وَالْجَوَابِ عَنْ اِسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِيْنَ . مَا الْحِكْمَةُ فِى التَّتْرِيْبِ؟ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رح .

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

হাদীস ঃ ১। আহমদ ইবনে ইউনুস .... হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– তোমাদের মধ্যে কারো পাত্রে যদি কুকুর মুখ দেয়, তাহলে তা সাতবার ধুয়ে পাক করতে হবে। তন্মধ্যে প্রথমবার মাটি দ্বারা (ঘষে ধৌত করতে হবে)।

আবু দাউদ র. বলেন, আইউব ও হাবীব ও মুহাম্মদ সূত্রে অনুরূপই বলেছেন।

وُلُوْغ-এর অর্থ

وَلَغَ ঃ اِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ শব্দটি বাবে فَتَحَ থেকে উদ্ভূত। وُلُوْغ শব্দের অর্থ হল, কুকুর কর্তৃক কোন তরল জিনিসে মুখ দিয়ে জিহ্বা নাড়াচাড়া দেয়া। চাই পান করুক বা না করুক। আর এর খাওয়ার জন্য لَحَس

এবং খালি পাত্র চাটার জন্য لَعْق শব্দ ব্যবহৃত হয়। এখানে وُلُوغٌ দ্বারা উদ্দেশ্য সাধারণতঃ মুখ দেয়া। যাতে لَحَس এবং لَعْق ও অন্তর্ভুক্ত।

কুকুরের ঝুটার বিধান

سَبْعَ مَرَّاتٍ ঃ কুকুরের ঝুটা সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম মালিক র.-এর মতে (কুকুর মুখ দিলে) পাত্র নাপাক হয় না। অবশ্য সাতবার ধোয়ার হুকুম তা'আব্বুদী (ইবাদতরূপে)। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে কুকুরের ঝুটা নাপাক। যার প্রমাণ হল, আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত হযরত আবূ হোরায়রা রা.-এর হাদীস। সহীহ মুসলিম শরীফে بَابُ حُكْمِ وُلُوغِ الْكَلْبِ এ হাদীসটি নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে–

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَاوَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَيهُنَّ بِالتُّرَابِ -

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে তা পবিত্র হয়, সাতবার ধুলে। তন্মধ্যে প্রথমবার মাটি দিয়ে মাজবে।' –বুখারী ঃ ১/২৯ মুসলিম ঃ ১/১৩৭ তিরমিযী ঃ ১/২

এতে أَنْ يَغْسِلَهُ শব্দটি বলছে যে, ধোয়ার হুকুম পবিত্র করার জন্য। আর পবিত্র করা হয় নাপাক জিনিসকে। অতএব, এ হাদীসটি ইমাম মালিক র.-এর বিরুদ্ধে প্রমাণ।

পবিত্রতার জন্য কতবার ধৌত করতে হবে?

১. হাম্বলী এবং শাফিঈ মতাবলম্বীদের মতে পবিত্র করার জন্য সাতবার ধোয়া ওয়াজিব। ইমাম মালিক র. ও তা'আব্বুদী বিষয় হিসেবে সাতবার ধোয়ার প্রবক্তা।

২. পক্ষান্তরে হযরত ইমাম আবূ হানীফা র.-এর মতে তিনবার ধোয়া যথেষ্ট।

ইমামত্রয়ের প্রমাণ আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটি। এটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত এবং সহীহ।

✪ হানাফীদের প্রমাণ হযরত আবূ হোরায়রা রা.-এর হাদীস। হাফিজ ইবনে আদী র. এটি আল-কামিলে উল্লেখ করেছেন–

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ الْكَرَابِيْسِيِّ ثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -

'আবূ হোরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দেয়, তখন যেন সেটা সে ফেলে দেয় এবং এই পাত্র অবশ্যই তিনবার ধৌত করে।'

–উমদাতুল কারী ঃ ১/৮৭৪, মাআরিফুস সুনান ঃ ১/২২৫

২. সুনানে দারাকুতনীতে আছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْكَلْبِ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ أَنْ يَغْسِلَ ثَلَاثًا أَو خَمْسًا أَو سَبْعًا -

'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত যে, কোন পাত্রে কুকুর মুখ দিলে সেটাকে তিনবার অথবা পাঁচবার অথবা সাতবার ধৌত করবে।'

এই রেওয়ায়াতটি দুর্বল হলেও কারাবীসীর রেওয়ায়াতের সহায়তার জন্য যথেষ্ট। – দারাকুতনী ঃ ১/৬৫

৩. মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাকে (১/৯৮) এবং দারাকুতনীতে (১/২৪) হযরত 'আতা ইবনে ইয়াসার র.-এর ফতওয়া বিদ্যমান রয়েছে। যাতে তিনি তিনবারেরও অনুমতি দিয়েছেন।

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَمْ يَغْسِلُ الإِنَاءَ الَّذِى يَلَغُ فِيهِ الكَلْبُ؟ قَالَ كُلُّ ذٰلِكَ سَمِعْتُ سَبْعًا وخَمْسًا وثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

'ইবনে জুরাইজ বলেন, আমি 'আতাকে জিজ্ঞেস করলাম, যে পাত্রে কুকুর মুখ দিয়েছে সেটি কয়বার ধুতে হবে? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, সাতবার, পাঁচবার এবং তিনবার সবকটিই আমি শুনেছি।'

প্রকাশ থাকে যে, হযরত 'আতা র. সাতবারের হাদীসেরও রাবী। যদি সাতবারের হুকুম ওয়াজিবের জন্য হত তাহলে-এর খেলাফের অনুমতি তিনি কখনও দিতেন না।

৪. যদি সাতবারের রেওয়ায়াতগুলো ওয়াজিবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরা হয় তাহলে সূত্রগতভাবে বিশুদ্ধ কারাবীসীর রেওয়ায়াতটি সম্পূর্ণ বর্জন করতে হয়। আর যদি কারাবীসীর হাদীস অবলম্বন করা হয় তাহলে মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরে সাতবারের রেওয়ায়াতগুলোর উপরও আমল হতে পারে। বস্তুতঃ 'বাহরুর্ রায়িক' গ্রন্থকারের উক্তি মতে ইমাম আবূ হানীফা র.ও সাতবার ধোয়া মুস্তাহাবের প্রবক্তা ছিলেন।

৫. যদি রহিত হওয়ার সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য করা হয়, তাহলে কারাবীসীর রেওয়ায়াত প্রধান। কারণ, কুকুর সম্পর্কে শরী'আতের বিধিবিধান ক্রমশ কঠোর থেকে সহজের দিকে এসেছে। যেমন সহীহ মুসলিমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল রা.-এর রেওয়ায়াতে আছে–

قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِقَتْلِ الكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الكِلَابِ؟ ثُمَّ رَخَّصَ فِى كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ إِذَاوَلَغَ الكَلْبُ فِى الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ .

'তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর বলেছেন, তাদের এবং কুকুরের কি অবস্থা? অতঃপর তিনি শিকারী কুকুর এবং বকরীর পাহারাদার কুকুর রাখার অনুমতি দিয়েছেন এবং বলেছেন, যখন কোন পাত্রে কুকুর মুখ দেয়, তখন তোমরা সেটাকে সাতবার ধৌত কর, অষ্টমবারে মাটি দিয়ে মাজ।' –মুসলিম ঃ ১/১৩৭

এই রেওয়ায়াতের পূর্বাপর বলছে যে, সাতবার ধোয়ার হুকুমও কুকুরের ব্যাপারে কঠোরতার ধারাবাহিকতার একটি অঙ্গ। আর এ বিষয়টি যুক্তিযুক্ত যে, শুরুতে সাতবারের হুকুম ওয়াজিবের জন্য ছিল। আর পরবর্তীতে শুধু মুস্তাহাব অবশিষ্ট রয়েছে। যেমন রেওয়ায়াতগুলো দ্বারা এর সমর্থন হয়।

৬. কিয়াস দ্বারাও কারাবীসীর রেওয়ায়াতের সহায়তা হয় যে, সাতবারের হুকুম ওয়াজিব নয়। কারণ, যেসব নাপাক গলীজা এবং সেগুলোর অপবিত্রতা অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণিত, যেগুলোতে ময়লা এবং ঘৃণা স্বভাবত বেশি, যেমন, মল-মূত্র এমনকি স্বয়ং কুকুরের মল-মূত্রও তিনবার ধৌত করলে পবিত্র হয়ে যায়। অতএব, কুকুরের ঝুটা যেটি গলীজা নয়, অকাট্যও নয় এবং মল-মূত্র অপেক্ষা অধিক ঘৃণিতও নয়, তাতে সাতবার ধোয়ার হুকুম যুক্তিযুক্ত কিভাবে হতে পারে? অতএব, স্পষ্ট বিষয় হল এ হুকুম মুস্তাহাব। যেহেতু কুকুরের লালা অধিক বিষাক্ত হয়ে থাকে এ থেকে সুনিশ্চিতরূপে বাঁচানোর লক্ষ্যে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে সাতবার ধোয়ার জন্য। এজন্য মাটি দিয়ে মাজাও মুস্তাহাব সাব্যস্ত করা হয়েছে।

৭. সাতবারের হাদীসগুলোতে ইযতিরাব রয়েছে। রেওয়ায়াতের শব্দগুলোর মাঝে পার্থক্যের কারণে সামঞ্জস্য বিধান জরুরী। আর ওয়াজিবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরলে সামঞ্জস্য বিধান লৌকিকতা শূন্য হয় না। কিন্তু মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরলে এগুলোতে বিনা লৌকিকতায় সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হয় যে, এগুলোর প্রতিটি পদ্ধতি জায়িয।

মাটি দ্বারা মেজে ধৌত করার হিকমত কি?

এর এক হিকমত তো সুন্নতে নববীর উপর আমল করে উপকৃত হওয়া। দ্বিতীয়তঃ আধুনিক ডাক্তারদের গবেষণা অনুযায়ী কুকুরের লালায় বিষাক্ত জীবাণু থাকে। এর প্রতিষেধক রয়েছে মাটিতে। তাই এর দ্বারা মাজার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ قَالَ أَيُّوبُ وَحَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ ইমাম আবু দাউদ র. বললেন, এ হাদীসটি হিশাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন র. থেকে বর্ণনা করেছেন, سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَيهُنَّ بِالتُّرَابِ আকারে। এরূপভাবে আইউব ও হাবীব ইবনে শহীদও মুহাম্মদ ইবনে সীরীন র. থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হিশাম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, মারফূ আকারে, আইউবের রেওয়ায়াতটি মারফূ' নয়; এটি হল পরবর্তী হাদীস। ইমাম আবু দাউদ র. মারফূ' আকারে বর্ণনা না করে অন্যভাবে বর্ণনার সম্বোধন করেছেন মু'তামির ইবনে সুলাইমান ও হাম্মাম ইবনে যায়েদ-এর দিকে। তিনি বলেছেন- قَالَا جَمِيعًا أَنَّ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَرْفَعَاهُ

তাছাড়া এতে কিছু অতিরিক্ত অংশ আছে, তিনি বলেছেন, وَزَادَ إِذَا وَلَغَ الْهِرُّ غُسِلَ مَرَّةً এ অতিরিক্ত অংশটুকু হিশামের মারফূ' রেওয়ায়াতে নেই। আইয়ূবের রেওয়ায়াতটি গ্রন্থকার এনেছেন, কিন্তু হাবীব ইবনে শহীদের বিবরণটি আনেননি।

আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী র. বলেন, হাদীস গ্রন্থাবলীতে তালাশ করে হাদীসটি পেলাম না।

٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ السَّابِعَةَ بِالتُّرَابِ -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَمَّا أَبُو صَالِحٍ وَأَبُو رَزِينٍ وَالْأَعْرَجُ وَثَابِتُ الْأَحْنَفُ وَهَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ وَأَبُو السُّدِّيِّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ رَوَوْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض وَلَمْ يَذْكُرُوا التُّرَابَ -

হাদীস ঃ ৩। মূসা................. হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন – কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিলে তা সাতবার ধুয়ে নাও। সপ্তমবার মাটি দ্বারা ঘষবে।

আবু দাউদ র. বলেন, আবু সালিহ, আবু রাযীন, সাবিত, হাম্মাম, আবুস সুদ্দী র. হাদীসটি আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তারা মাটির কথা উল্লেখ করেননি।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَمَّا أَبُو صَالِحٍ وَأَبُو رَزِينٍ وَالْأَعْرَجُ وَثَابِتُ الْأَحْنَفُ وَهَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ وَأَبُو السُّدِّيِّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ رَوَوْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوا التُّرَابَ -

ইমাম আবু দাউদ র. এখানে বলতে চান, আবু হোরায়রা রা.-এর শিষ্যদের মধ্য থেকে মুহাম্মদ ইবনে সীরীনের রেওয়ায়াতটি পেছনে এসেছে, তাতে تُرَابٌ তথা মাটির উল্লেখ রয়েছে; কিন্তু আবু হোরায়রা রা.-এর অন্যান্য শিষ্য যাদের নাম আমি উল্লেখ করেছি, তাদের কেউ تُرَابٌ-এর উল্লেখ করেননি।

٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو التَّيَّاحِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلَهَا؟ فَرَخَّصَ فِى كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِى كَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الْاِنَاءِ فَاغْسِلُوْهُ سَبْعَ مِرَارٍ وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوْهُ بِالتُّرَابِ.

قَالَ اَبُو دَاوُد هٰكَذَا قَالَ ابْنُ مُغَفَّلٍ.

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيْثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثم تَرْجِمْ. اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُو دَاوُد رح. اُذْكُرْ نُبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ رض

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ.

হাদীস ঃ ৪। হযরত ইবনে মুগাফ্ফাল রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর হত্যার নির্দেশ দিলেন, তারপর বলেন- মানুষ ও কুকুরের কি সম্পর্ক? তারপর শিকারী কুকুর, বকরী পাহারার কুকুর পোষার অনুমতি দিলেন আর বললেন- কোন পাত্রে যদি কুকুর মুখ দেয়, তবে তা সাতবার ধুয়ে ফেল। আর অষ্টমবার মাটি দ্বারা মেজে ফেল।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, ইবনে মুগাফ্ফাল অনুরূপ বলেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُو دَاوُد هٰكَذَا قَالَ ابْنُ مُغَفَّلٍ.

এই ইবারতটি ভারতীয় কপিতে পাওয়া যায়; কিন্তু মিসরীয় কপিতে এবং মাকতুবায়ে আহমদিয়াতে নেই। বোধহয় এর ফলে আটবার ধৌত করার উক্তির সমর্থন উদ্দেশ্য অথবা ইবনে মুগাফ্ফাল এর উক্তিকে রাসূলে আকরাম সা.-এর উক্তির অনুকূল দেখানো উদ্দেশ্য।

হযরত ইবনে মুগাফ্ফাল রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি ঃ নাম- আবদুল্লাহ। উপনাম- আবু সাঈদ। আবু আবদুর রহমান। পিতার নাম- মুগাফ্ফাল। তিনি মুযানী গোত্রের একজন বিশিষ্ট সাহাবী।

অতএব বংশ হল- আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল ইবনে আবদে গানম বা নুহম ইবনে আফীফ ইবনে আছহাম ইবনে রাবীয়া ইবনে আদী ইবনে সা'লাবা ইবনে যুয়াইব আল-মুযানী।

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ ঃ তিনি ৬ষ্ঠ হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

জিহাদ ঃ ইসলাম গ্রহণ করে তিনি সর্বপ্রথম হুদাইবিয়ার সন্ধিতে যোগদান করেন। ইকমাল গ্রন্থকারের মতে, তিনি হুদাইবিয়ার বৃক্ষের নিচে বাই'য়াতকারীদের একজন। খায়বর যুদ্ধে তিনি অসীম বীরত্বের পরিচয় দেন। মক্কা

বিজয়ের সময় তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গী ছিলেন। নবম হিজরীতে সাওয়ারী ও মালের অভাবে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পেরে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। অতঃপর ইবনে ইয়াসীন নামে এক ব্যক্তির সাহায্যে আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রা. এবং তাঁর এক সাথী আবদুর রহমান ইবনে কা'ব রা. তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের এ নিঃস্বতার বর্ণনায় সূরা তাওবার নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়–

وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ـ (توبة : ٩١)

হযরত ওমর রা.-এর যুগে ইরাকী বাহিনীতেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

গুণাবলী ঃ তিনি একজন প্রাজ্ঞ সাহাবী ছিলেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে তিনি পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। হাসান বসরী বলেন, বসরা শহর বিজিত হলে হযরত উমর রা. বসরার লোকদেরকে দীন শিক্ষা দেয়ার জন্যে যে দশ জন সাহাবীকে সেখানে প্রেরণ করেছিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল রা. ছিলেন তাঁদের অন্যতম। হাসান বসরী র. বলতেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল রা. অপেক্ষা অধিক বুযুর্গ ব্যক্তি আজ পর্যন্ত বসরায় আগমন করেন নি। তিনি ছিলেন বাইয়াতে রিযওয়ানে বৃক্ষের নিচে বাইয়াত গ্রহণকারীদের একজন।

বসবাস ঃ তিনি প্রথমতঃ মদীনায় বসতি স্থাপন করেন। অতঃপর হযরত উমর রা.-এর আমলে বসরা চলে যান। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বসরাতে ছিলেন।

হাদীস বিবরণ ঃ হাদীস শাস্ত্রে তাঁর বিরাট অবদান রয়েছে। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর রা. ওসমান রা. ও আবদুল্লাহ ইবনে সালিম রা. থেকে সর্বমোট ৪৩টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম যৌথভাবে চারটি, এককভাবে ইমাম বুখারী একটি এবং ইমাম মুসলিম একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে অসংখ্য মনীষী হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন– হুমাইদ ইবনে হিলাল রা., সাবিত বুনানী রা., মুতাররিফা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে শিখ্খীর রা., মুআবিয়া ইবনে কুররাহ রা., উকবা ইবনে সুহবান র., হাসান বসরী র. সাঈদ ইবনে জুবাইর র., আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ র., তাঁর পুত্র ইয়াযীদ র. প্রমুখ।

ওফাত ঃ তিনি হিজরী ৫৭/৫৯/৬০/৬১ সনে বসরায় ওফাত লাভ করেন। আবু বারযা আসলামী রা. তাঁর জানাযা নামায পড়ান। তাঁকে বসরায় সমাহিত করা হয়। ওফাতকালে তাঁর সাতজন সন্তান-সন্ততি ছিল।

–বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ ইকমাল ঃ ৬০৫; উসদুল গাবাহ ঃ ৩/৩৯৫-৩৯৬; ইসাবা ঃ ২/৩৭২ ইত্যাদি।

بَابُ الْوُضُوْءِ بِالنَّبِيْذِ

অনুচ্ছেদ ঃ নাবীয দ্বারা ওযূ করা

١ـ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالَا ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ أَبِيْ فَزَارَةَ عَنْ أَبِيْ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض ـ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَا فِيْ أَدَاوَتِكَ؟ قَالَ نَبِيْذٌ، قَالَ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُوْرٌ ـ

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِيْ زَيْدٍ أَوْ زَيْدٍ كَذَا قَالَ شَرِيْكٌ وَلَمْ يَذْكُرْ هَنَّادٌ لَيْلَةَ الْجِنِّ ـ

اَلسُّؤَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرْجِمْ ـ هَلْ يَجُوزُ الْوُضُوْءُ بِالنَّبِيْذِ؟ مَا الْاِخْتِلَافُ فِيْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ؟ وَمَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رح؟ اُذْكُرْ بِالدَّلَائِلِ النَّقْلِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ ـ اُذْكُرْ نُبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ১। হাম্মাদ .... হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিনদের সাথে সাক্ষাতের রাতে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার পাত্রে কি আছে? হযরত আবদুল্লাহ রা. বলেন, খেজুরের শরবত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– খেজুর পবিত্র, আর পানি পাককারী।

আবু দাউদ র. বলেন, সুলাইমান অনুরূপ বলেছেন, আবু যায়েদ বা যায়েদ থেকে। শরীক র. বলেন, হান্নাদ "لَيْلَةُ الْجِنِّ - জিন আগমনের রাতে" কথাটি উল্লেখ করেননি।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ اَبِيْ زَيْدٍ اَوْ زَيْدٍ كَذَا قَالَ شَرِيْكٌ ـ

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, এ হাদীসের সনদে আমার দু' উস্তাদ হান্নাদ এবং সুলাইমান ইবনে দাউদ আতাকী র. রয়েছেন। তারা উভয়েই শরীক থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। হান্নাদ বলেন, عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ اَبِيْ زَيْدٍ আবু যায়েদের উল্লেখে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। কিন্তু সুলাইমান সন্দেহ সহকারে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ اَبِيْ زَيْدٍ او عَنْ زَيْدٍ بِالْكُنْيَةِ او بِالْعَلَمِ আমাদের কাছে সংরক্ষিত আবু দাউদের সবগুলো কপিতে এ ধরনের ইবারত আছে। হাফিজ ইবনে হাজার র. তাহযীবুত তাহযীবে বলেছেন, আবু যায়িদ এবং আবু যায়েদ এ দুটির মাঝে পার্থক্য আছে। প্রথমটিতে যা এর পরে আলিফ আছে, অপরটিতে আলিফ নেই। উভয়ের উপনাম আছে, নাম নেই।

وَلَمْ يَذْكُرْ هَنَّادٌ لَيْلَةَ الْجِنِّ অন্য উস্তাদ সুলাইমান জ্বিন রজনীর কথা উল্লেখ করেছেন। হান্নাদ জ্বিন রজনীর কথা উল্লেখ করেননি।

খেজুর ভিজানো পানীয় ছাড়া আর কিছু না পেলে ওযু করবে, না তায়াম্মুম?

নবীয বলা হয় খেজুর ভিজানো পানীয়কে। এর চারটি সুরত রয়েছে–

১. সে খেজুরের কারণে বিলকুল মিষ্টতা আসবে না।

২. খেজুর ভিজানোর পর পানি তরল থাকবে, যার ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর প্রবাহিত হবে এবং কিছুটা মিষ্টতা আসবে, তবে নেশার সৃষ্টি করবে না এবং পাকানোও হবে না।

৩. মিষ্টতা এসে নেশার সীমায় পৌঁছে যাবে।

৪. আগুনে পাকানো হবে কিংবা এমনিতেই খুব গাঢ় হয়ে যাবে, যার ফলে অঙ্গে প্রবাহিত হবে না। প্রথম প্রকার পানি দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে ওযু করা জায়েয। তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার দ্বারা কারও মতে ওযু করা সহীহ নয়। অবশ্য দ্বিতীয় প্রকারে মতানৈক্য আছে।

মাযহাবের বিবরণ

১. ইমাম আবু হানীফা র. থেকে এ ব্যাপারে চারটি বিবরণ রয়েছে–

ক. এর দ্বারা ওযু করা উচিত। এটির বর্তমানে তায়াম্মুম করা জায়েয নেই। এটিই হল জাহিরী রেওয়ায়াত। ইমাম যুফার, সুফিয়ান সাওরী, আওযাঈ ও হাসান বসরী র. প্রমূখের মাযহাব এটিই।

খ. উভয়ের সমন্বয় জরুরি, অর্থাৎ, ওযুও করতে হবে, তায়াম্মুমও করতে হবে। ইমাম মুহাম্মদ র. এ মাযহাব অবলম্বন করেছেন।

গ. নূহ ইবনে আবু মারইয়াম বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আবু হানীফা র. স্বীয় মত প্রত্যাহার করে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ, এর দ্বারা ওযু করা জায়েয নেই, বরং তায়াম্মুম করা আবশ্যক। এটি ইমাম আবু ইউসুফ ও অধিকাংশ আলিমের মত। হানাফীদের মতে এর উপরই ফতওয়া। ইমাম তাহাভী র. এ মতটিই অবলম্বন করেছেন।

২. ইমামত্রয় ও কাজী আবু ইউসুফ র. এর মতে এর দ্বারা ওযু করা জায়েয নেই বরং তায়াম্মুম করা উচিত।

৩. মুহাম্মদ র.-এর মতে নবীযে তামার দ্বারা ওযু করা এবং তায়াম্মুম উভয়টি আবশ্যক।

৪. ইমাম আবু হানীফা, আওযাঈ, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব র.-এর মতে সফরে নবীযে তামার দ্বারা ওযু জায়েয, তায়াম্মুম নাজায়েয।

উল্লেখ্য, ইমাম আজম র.-এর সহীহ ও নির্ভরযোগ্য উক্তি অনুযায়ী নবীয দ্বারা ওযু করা জায়েয নেই। ইমাম তাহাভী এর উপর তিনটি নজর পেশ করেছেন, আবার নবীয দ্বারা প্রসিদ্ধ পুরনো উক্তি মতে উযু জায়েয সংক্রান্ত বক্তব্যের জবাব প্রদান করেছেন।

নবীয দ্বারা ওযু জায়েয নেই

যৌক্তিক প্রমাণ ঃ

ইমাম তাহাভী র., নবীযে তামার (খেজুর ভিজানো পানীয়)-এর মত জিনিস যেমন কিসমিস ভিজানো পানি, সিরকা ইত্যাদি দ্বারা ওযু করা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েয। অতএব, এগুলোর ন্যায় খেজুর ভিজানো পানীয় দ্বারাও ওযু করা নাজায়েয হওয়া উচিত। তবে যাদের মতে সমস্ত নবীয দ্বারা ওযু করা জায়েয (যেমন– ইমাম আওযাঈ র. প্রমুখ) তাদের বিরুদ্ধে এটা প্রমাণ হতে পারবে না। অবশ্য ইমাম আবু হানীফা র. এর বিরুদ্ধে জাহিরী রেওয়ায়াত ও প্রথম মত অনুসারে এটা প্রমাণ হতে পারে।

✪ তবে ইমাম সাহেব র.-এর পক্ষ থেকে এই যৌক্তিক প্রমাণের উত্তর এই দেয়া যেতে পারে যে, কোন নবীয দ্বারাই ওযু জায়েয না হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, জিন রজনীর ঘটনা দ্বারা আমরা খেজুর ভিজানো পানীয়কে কিয়াস পরিপন্থীরূপে ব্যতিক্রমভুক্ত তথা খাস করে নিই।

দ্বিতীয় যৌক্তিক প্রমাণ ঃ

ইমাম তাহাভী র. বলেন, সমস্ত আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, সাধারণ পানির বর্তমানে খেজুর ভিজানো পানি দ্বারা ওযু করা জায়েয নেই। অতএব, বুঝা গেল, সাধারণ পানির বর্তমানে খেজুর ভিজানো পানীয় তাদের মতেও সাধারণ পানির হুকুম থেকে ব্যতিক্রম। সাধারণ পানির অবর্তমানেও খেজুর ভিজানো পানি সাধারণ পানির হুকুম থেকে আলাদা হওয়া উচিত। এর দ্বারা ওযু নাজায়েয হওয়া উচিত।

✪ এই যৌক্তিক প্রমাণের উত্তর ইমাম আবু হানীফা র. এর পক্ষ থেকে দেয়া যেতে পারে যে, কিয়াসের দাবি তো ছিল ওযু নাজায়েয হওয়া। কিন্তু আমরা হাদীসের কারণে এটাকে জায়েয সাব্যস্ত করেছি এবং এই মাসআলাটি

তায়াম্মুমের মত। পানির বর্তমানে মাটি পবিত্রতার কারণ নয়। অতএব, পানি না থাকলেও এটি পবিত্রতার কারণ না থাকাই উচিত ছিল। কিন্তু কুরআন এটিকে পবিত্রতার কারণ সাব্যস্ত করেছে। যদিও পানির বর্তমানে এটি পবিত্রতার কারণ ছিল না। অতএব, পানির বর্তমানে কোন জিনিস পবিত্রতার কারণ না হলে পানির অবর্তমানেও এটি পবিত্রতার কারণ না হওয়া আবশ্যক নয়।

তৃতীয় যৌক্তিক প্রমাণ ঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর হাদীসে খেজুর ভিজানো পানি দ্বারা ওযুর উল্লেখ রয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুকীম অবস্থায় খেজুর ভিজানো পানি দ্বারা ওজু করেছেন। কারণ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিনদের উদ্দেশে মক্কা থেকে বেরিয়ে মক্কার আশেপাশে তাশরীফ নিয়েছিলেন। বস্তুতঃ মক্কার আশপাশ মক্কারই পর্যায়ভুক্ত। এ কারণে সেখানে নামাযে কসর হয় না।

০ সারকথা, উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মুকীম অবস্থায় ওযু প্রমাণিত হচ্ছে। মুকীম অবস্থায় সাধারণ পানি মওজুদ থাকাই স্পষ্ট বিষয়। অতএব, যদি এ হাদীসের উপর আমল করতে হয়, তবে বলতে হবে, খেজুর ভিজানো পানীয় দ্বারা সর্বাবস্থাতেই ওযু করা জায়েয, চাই মুকীম অবস্থা হোক অথবা সফর, সাধারণ পানি বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক। অথচ তাঁদের আমল এর পরিপন্থী। তাঁদের মতে মুকীম অবস্থায় খেজুর ভিজানো পানীয় দ্বারা ওযু করা জায়েয নেই। অতএব, যে হাদীসটিকে তারা নিজের প্রমাণ মনে করেছেন সেটিকে নিজেদের পক্ষ থেকেই বর্জন করা আবশ্যক হয়। যেহেতু তাঁরা স্বীয় প্রমাণ ইবনে মাসউদ রা. এর হাদীসটিকে নিজেরাই বর্জন করেছেন, সেহেতু অবশ্যই তাদের দাবি বাতিল হয়ে গেল।

যেহেতু ইমাম আবু হানীফা র. এর মতে খেজুর ভিজানো পানি দ্বারা ওযুর ক্ষেত্রে সফর ও মুকীম অবস্থায় কোন পার্থক্য নেই।' বরং উভয় অবস্থাতেই তাঁদের মতে এর দ্বারা সাধারণ পানি বর্তমান না থাকা শর্তে ওযু করা জায়েয, যেমন তায়াম্মুমে তাদের মতে পানি বর্তমান না থাকা শর্ত।' চাই সফর অবস্থায় হোক বা মুকীম অবস্থায়, সেহেতু যদি মুকীম অবস্থায় সাধারণ পানি বর্তমান না থাকে তবে ইমাম আবু হানীফা র. এর মতে, খেজুর ভিজানো পানি দ্বারা ওযু করা জায়েয হবে।

জিন রজনীর এ ঘটনাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই মুসাফির ছিলেন না। কিন্তু সেখানে সাধারণ পানির বিদ্যমানতা প্রমাণিত নয়। বরং ওযুর জন্য ইবনে মাসউদ রা. কর্তৃক এই নবীয পেশ করাই এর প্রমাণ যে, সেখানে সাধারণ পানি ছিল না। অন্যথায় ইবনে মাসউদ রা. পানের জন্য প্রস্তুত পানীয় ওযুর জন্য পেশ করতেন না। কাজেই ইমাম তাহাভী র. এর এই যৌক্তিক প্রমাণ ইমাম আবু হানীফা র. এর বিরুদ্ধে দলীল হতে পারে না।

০ এ হল ইমাম আবু হানীফা র. এর জাহিরী রেওয়ায়াত ভিত্তিক আলোচনা। এর উদ্দেশ্য হল, ইমাম আবু হানীফা র. এর এ উক্তিটি ভিত্তিহীন নয়। কাজেই তাঁর প্রতি ভর্ৎসনার অধিকার কারও নেই।

০ অবশ্য ইমাম আবু হানীফা র. কর্তৃক নিজের এই মত প্রত্যাহার প্রমাণিত (নূহ্ ইবনে আবু মারইয়াম এর বিবরণ)। এ কারণেই এ প্রসঙ্গে ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন মতবিরোধ রইল না বরং খেজুর ভিজানো পানি দ্বারা ওযু নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত হয়ে গেলেন।

০ ইমাম সাহেব র.-এর মত প্রত্যাহার এবং দুটি উক্তি থাকার কারণ হল– যুগের পরিবর্তনের ফলে নবীযে পরিবর্তন এসে যায়। প্রথম দিকে শুধু হালকা মিষ্টিজাত নবীযের প্রচলন ছিল। যদ্দারা সর্বসম্মতিক্রমে ওযু জায়েয। আরবগণ সামান্য শুকনা খেজুর পানির মধ্যে ভিজাতেন, যার ফলে সে পানি সাধারণ রীতি অনুযায়ী মিষ্টি ও সুপেয় তথা পানযোগ্য হয়ে যেত। এর চেয়ে বেশি খেজুরের পানির স্বাভাবিক একটি বা দুটি গুণের উপর কখনো প্রবলতা আসত না। যেমন গরম পানি সুপেয় বানানোর জন্য তাতে বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করা হয়। মূলত এই ঠাণ্ডা মিষ্টি নবীয

হল প্রথম প্রকার। লাইলাতুল জিন সংক্রান্ত হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর হাদীসের প্রয়োগক্ষেত্র এটিই। এর দুটি প্রমাণ (১) হযরত ইবনে মাসউদ রা.-কে এই নবীযে তামার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, তিনি বললেন, تُمَيْرَاتٌ اِنَّمَا كَانَ ذَالِكَ (نَبِيذُ لَيْلَةِ الْجِنِّ) (২) আবুল আলিয়া আবু খালদাকে বললেন, اَلْقَيْتُهَا فِى الْمَاءِ زَبِيْبًا وَ مَاءً؟ কিন্তু এর কিছুকাল পর ভীষণ মিষ্টি নবীযের তৃতীয় প্রকারের প্রচলন ব্যাপক হয়ে যায়। যার ফলে সমস্ত ইমামের সর্বসম্মতিক্রমে ওযূ সুনিশ্চতরূপে নাজায়েয, যেমন বর্তমান যুগের লাচ্ছি এবং চা দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে ওযূ নাজায়েয। কারণ, পবিত্র জিনিসের সংমিশ্রণের ফলে পানির প্রায় তিনটি গুণই পরিবর্তিত হয়ে যায়। এজন্য ইমাম সাহেব র.-এ নবীয সম্পর্কে নাজায়েযের ফতওয়া দেন। এর দ্বারা কখনো এ উদ্দেশ্য ছিল না যে, প্রথম দিকে এই তৃতীয় প্রকার সম্পর্কে ইমাম সাহেব র. ওযূ জায়েযের মত পোষণ করতেন, আর পরবর্তীতে সে মত প্রত্যাহার করেছেন; বরং এর উদ্দেশ্য হল প্রথমতঃ তৃতীয় প্রকার দুষ্প্রাপ্য ছিল। ফলে তদ্বারা ওযূ নাজায়েয হওয়ার কার্যত সুস্পষ্ট ফতওয়ার প্রয়োজন ও সুযোগই আসেনি। যখন এ তৃতীয় প্রকারের ব্যাপক প্রচলন হয়, তখন এ ফতওয়ার প্রয়োজন হয়েছে। –বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঈযাহুত তাহাভী ঃ ১/২৮৩

হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি ঃ তাঁর নাম আবদুল্লাহ। উপনাম আবু আবদুর রহমান আল হুযালী। পিতার নাম মাসউদ। মাতার নাম উম্মে আবদ বিনতে আবদূদ। তিনি বিশিষ্ট সাহাবী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোপন তথ্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন।

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে তিনি মক্কা মুয়াজ্জামাতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে হযরত উমর রা.-এর আগে ইসলাম গ্রহণ করেন। কারো কারো মতে তিনি ইসলামের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি মদীনায় থাকাকালীন বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। রাসূলের দীর্ঘ সাহচর্যে থাকার অপূর্ব সুযোগ তাঁর ভাগ্যে জোটে। তিনি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সফর সঙ্গীও ছিলেন। তাঁর জুতা, ওযুর পানি ও মিসওয়াক মুবারক বহন করতেন। তাঁর নিকট প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক গোপনীয় কথা বলতেন। তিনি অবস্থান করতেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারের সদস্যের ন্যায়।

হাদীস রেওয়ায়াত ঃ তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ৮৪৬টি হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিম শরীফে সম্মিলিতভাবে ৬৮টি, এককভাবে বুখারীতে ২১টি এবং মুসলিম শরীফে ৩৫টি হাদীস রয়েছে। তাঁর নিকট হতে হযরত আবু বকর, উমর, উসমান, আলী রা. এবং আরো অন্যান্য সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ওফাত ঃ তিনি ৩২ হিজরীতে ৬০ বছরের অধিক বয়সে মদীনায় ইনতিকাল করেন। হযরত উসমান রা. তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। হযরত উসমান ইবনে মাজউন রা.-এর পার্শ্বে জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়। –বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ ইকমাল ঃ ৬০৫; উসদুল গাবাহ ঃ ৩/৩৮১ - ২৮৭ ইত্যাদি।

بَابٌ أَيُصَلِّى الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنٌ

অনুচ্ছেদ ঃ মলমূত্র আটকে রেখে কি কেউ নামায পড়তে পারে

١ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَرْقَمَ رض اَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا وَمَعَهُ النَّاسُ وَهُوَ يَؤُمُّهُمْ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ اَقَامَ الصَّلٰوةَ صَلٰوةَ الصُّبْحِ ثُمَّ قَالَ لِيَتَقَدَّمْ اَحَدُكُمْ وَذَهَبَ اِلَى الْخَلَاءِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَذْهَبَ الْخَلَاءَ وَقَامَتِ الصَّلٰوةُ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَشُعَيْبُ بْنُ اِسْحَاقَ وَاَبُوْ ضَمْرَةَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَرْقَمَ وَالْاَكْثَرُ الَّذِيْنَ رَوَاهُ عَنْ هِشَامٍ قَالُوْا كَمَا قَالَ زُهَيْرٌ ـ

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيْثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرْجِمْ ـ مَا حُكْمُ اَدَاءِ الصَّلٰوةِ مَعَ الْحُقْنِ؟ بَيِّنِ الْمَذَاهِبَ مَعَ الدَّلَائِلِ ـ اَوْضِعْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رح ـ اُذْكُرْ نَبْذَةً مِنْ اَحْوَالِ سَيِّدِنَا عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَرْقَمَ رض ـ

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

হাদীস ঃ ১। আহমদ ইবনে ইউনুস .... হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম রা. থেকে বর্ণিত, তিনি হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে বের হলেন তার সাথে আরো লোকজন ছিল। তিনি তাদের ইমামতি করতেন। একদিন ফজরের নামায আরম্ভ হতে যাচ্ছে, এমন সময় তিনি বললেন, তোমাদের কেউ ইমামতি করুক। এই বলে তিনি বাথরুমে চলে গেলেন। তিনি আরো বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি– তোমাদের কারো যদি পেশাবের বেগ হয়, আর ওদিকে নামাযও শুরু হয়ে যায়, তাহলে প্রথমে সে যেন বাথরুমের তথা পেশাব-পায়খানার কাজ সেরে নেয়।

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ -এর বিস্তারিত বিবরণ পরে দেয়া হয়েছে।

মলমূত্রের চাপের সময় নামায আদায়ের হুকুম

فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ ঃ ১. এই হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম মালিক র.-থেকে এই উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, পেশাব-পায়খানার চাপের সময় যদি নামায পড়া হয় তবে তা আদায় হয় না।

২. কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে আদায় তো হয়ে যায় কিন্তু মাকরূহ থেকে যায়।

৩. হানাফীদের মতে এ ব্যাপারে তাফসীল রয়েছে। যদি পেশাব-পায়খানার চাপ অস্থিরতার পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তবে এটি জামা'আত তরক করার জন্য ওজর। আর এ অবস্থায় নামায আদায় করা মাকরূহে তাহরীমী। আর যদি অস্থিরতার পর্যায়ে না পৌঁছে, কিন্তু এরূপ চাপ হয় যার ফলে নামায থেকে মনোযোগ হটে যায় এবং

নামাযের একাগ্রতা- খুশু ছুটে যেতে শুরু হয়, তাহলে এটাও জামা'আত তরক করার ওজর। আর এরূপ অবস্থায় নামায মাকরূহে তানযীহী। পক্ষান্তরে যদি প্রস্রাব-পায়খানার চাপ এরূপ স্বাভাবিক হয় যে, তা নামায থেকে মনোযোগ সরায় না, তাহলে এটা জামাআত তরক করার ওজর নয়।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَبُو ضَمْرَةَ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَرْقَمَ رض.

এই ইবারত দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য হিশাম ইবনে উরওয়ার শিষ্যদের মধ্যকার ইখতিলাফ বর্ণনা করা। এ হাদীসটি হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে যুহাইর র.ও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হিশামের পিতা ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আরকামের মাঝে জনৈক ব্যক্তির সূত্র নেই। কিন্তু হিশাম থেকে বর্ণনাকারী ওহাইব ইবনে খালিদ, শুয়াইব ইবনে ইসহাক ও আবু জামরাও রয়েছেন। তারা তাদের রেওয়ায়াতে হিশামের পিতা ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আরকামের মাঝে জনৈক ব্যক্তির সূত্র উল্লেখ করেছেন।

وَالْأَكْثَرُ الَّذِينَ رَوَوْهُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ كَمَا قَالَ زُهَيْرٌ.

এই ইবারত দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য যুহাইরের রেওয়ায়াতটিকে প্রাধান্য দান। অর্থাৎ, অধিকাংশ লোক, যারা হিশাম থেকে বর্ণনা করেন, তারা জনৈক ব্যক্তির সূত্র ছাড়াও উল্লেখ করেছেন। কাজেই ইমাম আবু দাউদ র. যেন যুহাইরের রেওয়ায়াতটিকে বর্ণনাকারীর আধিক্যের ফলে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ, জনৈক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনাকারীর সংখ্যা যুহাইরের হাদীসের রাবীদের তুলনায় কম। এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী র. আবু মু'আবিয়া - হিশাম ইবনে উরওয়া - হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আরকাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী র. এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন ঃ

حَدِيثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَرْقَمَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . هٰكَذَا رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَرْقَمَ وَرَوَى وُهَيْبٌ وَغَيْرُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَرْقَمَ.

ইমাম তিরমিযী র.ও ওহাইবের হাদীসের উপর আবু মু'আবিয়ার হাদীসটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এটিতেও মধ্যবর্তী জনৈক ব্যক্তির সূত্র নেই। এই হিসেবে এটি যুহাইরের রেওয়ায়াতের অনুকূল। অতএব, যেরূপভাবে আবু দাউদ র. বর্ণনাকারীর আধিক্যের ভিত্তিতে যুহাইরের হাদীসটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তেমনিভাবে ইমাম তিরিমিযী র.ও রাবীর আধিক্য ও অধিক সংরক্ষণের ভিত্তিতে এটাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন।

এই ইখতিলাফের উত্তর দেয়া যায়। অর্থাৎ, হতে পারে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আরকামের সাথে এ সফরে ছিলেন না। এ কারণে তাকে কেউ তার সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন ফলে তিনি সে ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এরপর যখন আব্দুল্লাহ ইবনে আরকামের সাথে সাক্ষাৎ হয় তখন, সূত্রহীন প্রত্যক্ষভাবে তার কাছে থেকে শুনে দ্বিতীয়বার সূত্র ছাড়া বর্ণনা করেছেন, কেউ কেউ সামঞ্জস্য বিধানের বিষয়টিকে পছন্দ করেছেন। ইমাম আবু দাউদ র. ও তিরমিযী র. প্রাধান্যের পন্থা অবলম্বন করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি ঃ নাম আবদুল্লাহ। পিতার নাম আরকাম। বংশ পরিক্রমা হল নিম্নরূপ ঃ

আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম ইবনে আবদে ইয়াগুস ইবনে ওহাব ইবনে আবদে মানাফ ইবনে যোহরা ইবনে কিলাব ইবনে মুররা কুরাশী যুহরী। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জননী আমিনা বিনতে ওহাব ছিলেন আরকামের ফুফু। তাঁর মায়ের নাম উমাইমা বিনতে হারব।

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ ঃ মক্কা বিজয়ের বছর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর ও উমর রা.-এর নিকট চিঠি লিখেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে খায়বরে পঞ্চাশ ওয়াসাক শস্য দান করেছেন।

রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্ব ঃ হযরত উমর রা. তাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করেছেন। হযরত উসমান রা. ও তাকে এই পদে বহাল রেখেছেন। হযরত উসমান রা.-এর যুগে তিনি ইসতিফা চাইলে তা তিনি গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট একবার একটি চিঠি এলে তিনি বললেন– এ চিঠির উত্তর দিতে পারবে কে? আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম রা. বললেন আমি। অতঃপর সত্যিই তিনি তার বিস্ময়কর উত্তর লিখলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা খুব পছন্দ করলেন এবং তা পাঠিয়ে দিলেন। হযরত উমর রা. সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর চিঠির উত্তরে বিস্ময়াভিভূত হন। কারণ, এই চিঠির উত্তর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মনঃপুত হয়েছিল।

হযরত উমর রা.-এর শাসনামলে তিনি তাকে বাইতুল মালের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন।

সম্পদের প্রতি নির্লোভ ঃ ইমাম মালিক র. বর্ণনা করেন, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে, একবার হযরত উসমান রা. তাকে ত্রিশ হাজার টাকা অনুদান দেন। তখন তিনি ছিলেন রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্বে। ফলে তিনি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান

আমর ইবনে দীনার র. বর্ণনা করেন, উসমান রা. তাকে তিন লাখ দিরহাম দিলে তিনি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন, আমি কাজ করেছি আল্লাহর জন্য। আমার পারিশ্রমিক আল্লাহর দায়িত্বে।

আল্লাহকে সর্বাধিক ভয়কারী ঃ হযরত উমর রা. বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আরকামের মত আল্লাহকে ভয়কারী আর কাউকে দেখি না।

দৃষ্টিশক্তি রহিত ঃ ওফাতের পূর্বে তাঁর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

–বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ উসদুল গাবাহ ঃ ৩/১৭১–১৭২; ইকমাল ঃ ৬০৩ ইত্যাদি।

بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْمَاءِ فِى الْوُضُوءِ

অনুচ্ছেদ ঃ উযুতে কতটুকু পানি যথেষ্ট

١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ.

قَالَ اَبُو دَاوُدَ رَوَى اَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ صَفِيَّةَ.

হাদীস ঃ ১। মুহাম্মদ ইবনে কাসীর ...... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করতেন এক 'সা' (পানি) দ্বারা আর উযু করতেন এক 'মুদ্' পানি দ্বারা।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, আবান কাতাদা থেকে বর্ণনা করে বলেছেন। তিনি বলেছেন, আমি সাফিয়্যাকে বলতে শুনেছি।

উযু গোসলের জন্য পানির পরিমাণ

كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ ঃ এ ব্যাপারে সমস্ত ফুকাহায়ে কিরামের ঐকমত্য রয়েছে যে, উযু এবং গোসলের জন্য পানির কোন বিশেষ পরিমাণ শরঈভাবে সুনির্দিষ্ট নেই; বরং অপব্যয় থেকে বেঁচে যতটুকু পানি যথেষ্ট হয় তা ব্যবহার করা জায়িয। তাছাড়া এ ব্যাপারেও ঐকমত্য রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাধারণ মা'মুল ছিল এক মুদ দ্বারা উযু করা ও এক সা' দ্বারা গোসল করা এবং এ বিষয়টিও সর্বসম্মত যে, এক সা' হয় চার মুদে। কিন্তু এ বিষয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে যে, মুদের পরিমাণ ও ওজন কি?

১. ইমাম শাফিঈ র. ইমাম মালিক র. আহলে হিজাজ এবং এক রেওয়ায়াত মুতাবিক ইমাম আহমদ র.-এর মাযহাব হল, ১$\frac{১}{৩}$ রতলে এক মুদ হয়। অতএব, এই হিসেবে সা' ৫$\frac{১}{৩}$ রতল হয়। (এক রতল অর্ধ সেরের মত)।

২. এর পরিপন্থী ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মুহাম্মদ এবং ইরাকবাসীরা এবং এক রেওয়ায়াত মুতাবিক ইমাম আহমদ র.-এর মাযহাবও হল, এক মুদ দুই রতল আর এক সা' আট রতলে হয়

✪ শাফিঈ মতাবলম্বী প্রমুখ মদীনাবাসীদের আমল দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। কারণ, ইমাম মালিক র.-এর যুগে মদীনা তায়্যিবায় তাঁর মাযহাব মুতাবিক এক মুদ ১$\frac{১}{৩}$ রতলে এবং সা' ৫$\frac{১}{৩}$ রদলে হত।

হানাফীদের প্রমাণ নিম্নোক্ত রেওয়ায়াতসমূহ ঃ

১. ইমাম ত্বাহাভী র. শরহে মা'আনিল আছারে بَابُ وَزْنِ الصَّاعِ كَمْ هُوَ-তে হযরত মুজাহিদ র. থেকে বর্ণনা করেছেন–

قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ رض فَاسْتَقَى بَعْضُنَا فَاُتِىَ بِعُسٍّ قَالَتْ عَائِشَةُ رض كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْتَسِلُ بِمِثْلِ هٰذَا قَالَ مُجَاهِدٌ فَحَزَرْتُهُ فِيمَا اَحْزَرَ ثَمَانِيَةَ اَرْطَالٍ تِسْعَةَ اَرْطَالٍ عَشَرَةَ اَرْطَالٍ.

'আমরা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর নিকট প্রবেশ করলাম। আমাদের কোন একজন পানি পান করতে চাইলেন। তখন একটি বড় পেয়ালা হাজির করা হল। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বললেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পরিমাণ (পানি) দ্বারা গোসল করতেন।

মুজাহিদ বলেন, আমি নিজে নিজের মত করে আন্দাজ করলাম, তাতে আট রতল/নয় রতল/দশ রতল হবে।'
–ত্বাহাভী ঃ ১/৩৫১

সন্দেহের অবস্থায় নিম্ন পর্যায়ের সংখ্যা সুনির্দিষ্ট। আর সেটি হল, ৮ রতল।

২. ইমাম নাসাঈ র. كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ ذِكْرِ قَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ শিরোনামে মূসা জুহানী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন–

قَالَ اَتَى مُجَاهِدٌ بِقَدَحٍ حَزَرْتُهُ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ فَقَالَ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ رض أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِثْلَ هٰذَا .

'হযরত মুজাহিদ একটি পেয়ালা নিয়ে আসলেন। আমি অনুমান করলাম আট রতল। অতঃপর তিনি বললেন, হযরত আয়েশা রা. আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পরিমাণ (পানি) দ্বারা গোসল করতেন।'

এই রেওয়ায়াত দ্বারা ইমাম ত্বাহাভী র.-এর রেওয়ায়াতের সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায়।

৩। মুসনাদে আহমদে হযরত আনাস রা.-এর রেওয়ায়াত আছে–

كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ رِطْلَيْنِ وَبِالصَّاعِ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ .

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুদ দুই রতল এবং এক সা' আট রতল দ্বারা উযু করতেন।'

এই হাদীসটির সনদ যদিও দুর্বল; কিন্তু প্রথমতঃ তো অনেক সূত্র থাকার কারণে এটি প্রমাণযোগ্য, দ্বিতীয়তঃ ইমাম আবূ দাউদ র.-এর প্রথমাংশ নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন–

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَسَعُ رِطْلَيْنِ .

নবী কারীম সা. দুই রতল (পানি) ধরে এরূপ পাত্র দিয়ে উযু করতেন।'

ইমাম আবূ দাউদ র. এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর নীরবতা অবলম্বন করেছেন। যা এর প্রমাণ যে, এ হাদীসটি তাঁর নিকট বিশুদ্ধ। এর দ্বারাও হানাফীদের প্রমাণ পরিপূর্ণ হয়ে যায়। –দ্রষ্টব্য ঃ আবূ দাউদ ঃ ১/১৩

✪ কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আবূ ইউসুফ র. যখন মদীনা মুনাওয়ারায় তাশরীফ নিয়েছিলেন তখন সত্তর জনের বেশী সাহাবী সন্তান তাঁকে স্ব-স্ব মুদ এবং সা' দেখিয়েছেন। সেখানে মুদ ১$\frac{১}{৩}$ রতলে এবং সা' ৫$\frac{১}{৩}$ রতল ছিল। এটা দেখে ইমাম আবূ ইউসুফ র. ইমাম আজ'ম র. এর মত থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। শায়খ ইবনে হুমাম র. এই ঘটনা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এর একটি কারণ, এর সনদ দুর্বল। দ্বিতীয়তঃ যদি ইমাম আবূ ইউসুফ র.-এর মত প্রত্যাহার প্রমাণিত হয় তাহলে ইমাম মুহাম্মদ র. স্বীয় গ্রন্থাবলীতে অবশ্যই উল্লেখ করতেন। কারণ, তিনি ইমাম আবূ ইউসুফ র.-এর প্রত্যাহৃত উক্তিগুলোর উল্লেখ বাধ্যতামূলক বানিয়ে নিয়েছিলেন

উল্লেখ্য, বর্তমান ওজন (সা', মুদ, রতল ইত্যাদির) জাফরুল আমানীতে আছে। সেখানে দেখা যেতে পারে।

ইমাম আবূ দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ صَفِيَّةَ .

ইমাম আবূ দাউদ র. বলতে চান, হাম্মাম এ হাদীসটি কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। কাতাদা সফিয়্যা বিনতে শায়বা থেকে عَنْ শব্দে বর্ণনা করেছেন। বস্তুত, কাতাদা প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস। মুদাল্লিসের عنعنة ভিত্তিক বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম আবূ দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য হল, কাতাদার শিষ্য হাম্মাম যদিও عَنْ قَتَادَةَ عَنْ

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفِيَّةَ শব্দে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু কাতাদার অপর শিষ্য আবান কাতাদা থেকে صَفِيَّة শব্দে নয়; বরং سَمِعْتُ صَفِيَّةَ শব্দে বর্ণনা করেছেন। এতে শ্রবণের সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। কাজেই কাতাদার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, মুদাল্লিসের عَنْعَنَه বিশিষ্ট হাদীস গ্রহণযোগ্য না হলেও শ্রবণ প্রমাণকারী কোন শব্দ বললে সেটি গ্রহণযোগ্য হয়।

٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَبْرٍ عَنْ أَنَسٍ رض قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَسَعُ رِطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَبْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رض إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ وَلَمْ يَذْكُرْ رِطْلَيْنِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ شَرِيكٍ قَالَ عَنِ ابْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ الصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ صَاعُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَهُوَ صَاعُ النَّبِيِّ ﷺ .

হাদীস ঃ ৪। মুহাম্মদ ইবনে সাব্বাহ ...... হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করতেন একটি পাত্রের পানি দিয়ে, যাতে দুই রতল পরিমাণ পানি ধরতো। আর তিনি গোসল করতেন এক 'সা' পানি দিয়ে। হযরত আবুদুল্লাহ ইবনে জাবির রা. বর্ণনা করেছেন, আমি হযরত আনাস রা. থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, তিনি উযু করতেন এক 'মাক্কুক' দ্বারা, তিনি দুই রতলের কথা উল্লেখ করেননি।

আবু দাউদ র. বলেন, আমি আহমদ ইবনে হাম্বলকে বলতে শুনেছি, পাঁচ রতলে এক সা' হয়।

আবু দাউদ বলেন, এটা হচ্ছে ইবনে আবু যি'ব-এর সা'। আর এটাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সা'।

ইমাম আবূ দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جبر قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رض إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ .

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য আব্দুল্লাহ ইবনে ঈসা ও শোবার মাঝে যে শাব্দিক পার্থক্য রয়েছে তার বিবরণ দান। তারা দু'জন এ হাদীসটি আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। তাদের দু'জনের মাঝে তিন ধরনের বিভিন্নতা রয়েছে ঃ

১. আবদুল্লাহ ইবনে ঈসা عَنْعَنَه পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে শোবা বর্ণনা করেছেন, حَدَّثَنِي ও سَمِعْتُ পদ্ধতিতে। শোবা স্বীয় রেওয়ায়াতে বলেছেন, حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رض কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে ঈসা তার রেওয়ায়াতে বলেছেন– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَبْرٍ عَنْ أَنَسٍ رض

২. দ্বিতীয় পার্থক্য হল শুবা 'আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাব্র' বলেছেন। এখানে পিতার দিকে সম্বন্ধ রয়েছে। কারণ দ্বিতীয় আবদুল্লাহ প্রথম আবদুল্লাহর পিতা। আবদুল্লাহ ইবনে ঈসা বলেছেন, বস্তুতঃ জাব্র প্রথম আবদুল্লাহর দাদা। এখানে নিসবত হল দাদার দিকে।

হাফিজ ইবনে হাজার র. তাহযীবুত তাহযীবে বলেছেন– আবু দাউদ এ হাদীসটি কাজী শরীকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে ঈসা থেকে। অতএব, এতে আবদুল্লাহ ইবনে জাব্‌র দাদার দিকে সম্বোধন করে বলেছেন– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَبْرٍ

৩. তৃতীয় ইখতিলাফ হল, আবদুল্লাহ ইবনে ঈসার রেওয়ায়াতে رِطْلَيْنِ এর উল্লেখ রয়েছে। শুবার রেওয়ায়াতে رِطْلَيْنِ এর উল্লেখ নেই, مَكُّوْك এর উল্লেখ রয়েছে।

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ شَرِيْكٍ قَالَ عَنِ ابْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيْكٍ .

এই রেওয়ায়াতটি উপরের দুটি রেওয়ায়াতের পরিপন্থী। এখানে বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। যিনি শরীকের উস্তাদ, অর্থাৎ, আবদুল্লাহ ইবনে ঈসার নাম উল্লেখ করেনি।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, এ বিষয়টির বিবরণ দান যে, এ রেওয়ায়াতটি উপরের কোন রেওয়ায়াতের অনুকূল নয়। বরং সুফিয়ান নাম উলোট-পালট করে ফেলেছেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে জাব্‌রকে জাব্‌র ইবনে আবদুল্লাহ বলে দিয়েছেন। এটাকে বলে নামে উলোট-পালট।

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنِيْ جَبْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ .

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ الصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ .

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ صَاعُ ابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ وَهُوَ صَاعُ النَّبِيِّ ﷺ

এখানে ভাংতি অংশটুকু বাদ দিয়েছেন। কারণ, হিজাজবাসীদের মতে সা' বলে পাঁচ রতল ও এক তৃতীয়াংশ রতলকে।

হতে পারে এ দুটি উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য সা' এর পরিমাণের বিবরণ দান। অথবা ইমাম আবু হানীফা র.-এর উক্তি খণ্ডন। কারণ, ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতে সা' হল আট রতল।

✪ এর উত্তরে আমরা বলব, ইবনে আবু যিব কে? তাকে আমরা চিনি না। তিনি অজ্ঞাত। যদি বাস্তবিকই তিনি মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে মুগীরা ইবনে আবু যিব মাদানী হয়ে থাকেন, তবে সা' এর সম্বোধন তার দিকে হয়ত এজন্য করা হয়েছে যে তার নিকটও কোন সা' থেকে থাকবে। যেটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সা'-এর ন্যায় এবং লোকজন সেটার মত নিজেদের সা' তৈরি করে নিয়েছিল। এ কারণেই তাঁর সা' প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। অথবা তিনি নিজেই সা' তৈরি করতেন।

যদি তিনি ছাড়া অন্য কেউ হন তবে সম্ভবত তিনি হবেন কোন আমীর। তিনি এ পরিমাণের সা' তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, এজন্য এই সা' তার নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যায় এবং তার দিকে সম্বোধিত হতে আরম্ভ হয়। গ্রন্থকারের উক্তি قَالَ هُوَ صَاعُ النَّبِيِّ ﷺ তে هُوَ যমীরটি হয়তো صَاعُ ابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ-এর দিকে ফিরেছে। তখন এর অর্থ হবে তার সা' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সা' এর বরাবর ছিল। অথবা এ যমীরটি সে সা'এর দিকে ফিরবে যেটি ছিল পাঁচ রতল ও এক তৃতীয়াংশ রতল। উভয়ের সারনির্যাস একই বের হবে। কিন্তু গ্রন্থকার এই পরিমাণ নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী হিজাজবাসীর সা'-এর পরিমাণের অনুসরণ করে বলে দিয়েছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতে সা' এর পরিমাণ হল চার মুদ (আট রতল)। কারণ, তাঁর মতে মুদ হয় দুই রতলে। মূলতঃ এ মতবিরোধটি শাব্দিক মনে হচ্ছে। কারণ, আসল কথা হল– ইরাকবাসীদের রতলের পরিমাণ বিশ ইস্তার এবং আট রতলের সমষ্টির পরিমাণ হবে একশত ষাট ইস্তার। হিজাজবাসীদের রতলের পরিমাণ হল ত্রিশ ইস্তার। কাজেই পাঁচ রতল ও এক তৃতীয়াংশ রতলের সমষ্টির পরিমাণও একশত ষাট ইস্তারই হবে। কাজেই এই ইখতিলাফটি শাব্দিক অর্থেই হল।

–ফাতহুল মুলহিম ঃ আল্লামা উসমানী র.

بَابُ صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওযুর বিবরণ

٥- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقِ بْنِ جَمْرَةَ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رض غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَ هٰذَا ـ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ قَالَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا قَطُّ ـ

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثم تَرْجِمْ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رح مَعَ ذِكْرِ تَرْجُمَةِ سَيِّدِنَا عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رض ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ৫। হারুন .... শাকীক ইবনে সালামা র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উসমান ইবনে আফ্ফান রা.-কে (উযুতে) হস্তদ্বয় তিনবার ধুইতে দেখেছি। তিনি তিনবার মাথা মাসেহ করেছেন, তারপর বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এরূপ করতে দেখেছি। অপর বর্ণনায় আছে, তিনি তিনবার মাত্র উযুর অংগসমূহ ধুইলেন।

উল্লেখ্য, এই অনুচ্ছেদে সামগ্রিকভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উযুর পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে এরূপ হাদীসকে মুহাদ্দিসীনের পরিভাষায় জা'মি বলা হয়।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ قَالَ تَوَضَّأَ ثَلْثًا ـ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য ইসরাঈলের দুই শিষ্যের ইখতিলাফের বিবরণ দান। এ হাদীসটি ইসরাঈল-ইয়াহইয়া ইবনে আদম থেকে এবং ওয়াকী' ইসরাঈল থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে উভয়টির মধ্যে পার্থক্য হল– ইয়াহইয়া ইবনে আদম ধোয়ার যোগ্য অঙ্গগুলোকে এরূপভাবে মাথা মাসেহের ক্ষেত্রেও তিনবারের কথা উল্লেখ করেছেন। ওয়াকী' শুধু ধোয়ার যোগ্য অঙ্গগুলোর ক্ষেত্রে তিন বারের কথা উল্লেখ করেছেন। মাথা মাসেহের ক্ষেত্রে নয়। বস্তুত, ইয়াহইয়া ইবনে আদম যখন ওয়াকী'-এর বিরোধিতা করেন, তখন ইয়াহইয়া ইবনে আদমের উক্তি ধর্তব্য হয় না। কারণ, ওয়াকী' ইয়াহইয়া ইবনে আদম অপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য।

হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান রা. -এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি ঃ নাম উসমান। পিতার নাম আফফান। বংশ পরিচিতি হল উসমান ইবনে আফফান ইবনে আবুল আস ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদে শামস ইবনে আবদে মানাফ কুরাশী উমাবী।

আবদে মানাফে গিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বংশ একীভূত হয়ে যায়। তাঁর উপনাম আবু আবদুল্লাহ। মায়ের নাম উম্মে আরওয়া বাইযা বিনতে আবদুল মুত্তালিব। তিনি ছিলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফুফু।

হযরত উসমান গনী রা. ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলীফা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'কন্যার জামাতা।

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ ঃ প্রথম দিকেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি তা গ্রহণ করেন। তিনি বলতেন, আমি হলাম চতুর্থ মুসলমান।

ইসলাম গ্রহণের পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন কন্যা হযরত রুকাইয়া রা.-কে তাঁর নিকট বিয়ে দেন। তাঁরা দু;জন দুবার হাবশা অভিমুখে হিজরত করেন। অতঃপর মক্কায় এসে পুনরায় মদীনা অভিমুখে হিজরত করেন। মদীনায় এসে হযরত হাসসান ইবনে সাবিত রা.-এর ভাই আউস ইবনে সাবিত রা.-এর নিকট অবস্থান করেন। এজন্য হযরত হাসসান রা.ও তাঁকে ভালবাসতেন এবং তাঁর শাহাদাতের পর তাঁর জন্য কান্নাকাটি করেছেন।

নবীজী সা.-এর দ্বিতীয় কন্যার বিয়ে ঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা রুকাইয়া রা.-এর ওফাত হলে নবীজী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন অপর কন্যা হযরত উম্মে কুলসুম রা.-কে তাঁর নিকট বিয়ে দেন। তাঁরও যখন ওফাত হয়ে যায়, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি আমার তৃতীয় আর একটি কন্যা থাকত, তবে অবশ্যই আমি তাকে তোমার নিকট বিয়ে দিতাম।

জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ঃ হযরত আলী রা.-এর একটি রেওয়ায়াতে আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– যদি আমার নিকট চল্লিশ জন কন্যা থাকত, তবে আমি তাদের সবাইকে একের পর এক উসমানের নিকট বিয়ে দিতাম।

হযরত উসমান রা.-এর ঘরে হযরত রুকাইয়া রা.-এর একজন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। ছয় বছর বয়সেই চতুর্থ হিজরীতে আবদুল্লাহ নামক সেই পুত্র সন্তান ওফাত লাভ করেন।

বদরের মালে গনিমতে অংশীদারিত্ব ঃ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে তাঁকে বারণ করেছেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কারণ, তখন হযরত রুকাইয়া রা. ছিলেন মৃত্যু শয্যায় শায়িত। তার সেবা শুশ্রুষার জন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট তাঁকে থাকতে বলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিজয় সংবাদ পৌঁছার দিন হযরত রুকাইয়া রা.-এর ইন্তিকাল হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরে অংশগ্রহণকারীদের ন্যায় তাঁকেও যুদ্ধের মালে গণিমতের অংশ দেন।

তিনি ছিলেন আশারায়ে মুবাশশারার একজন। নবী করীমসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দুনিয়াতে জান্নাতের শুভ সংবাদ দিয়েছেন وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ বলে। হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রা.-কে এক ব্যক্তি বলল, আমি আলী রা.-কে এমন ভালবাসি, অন্য কিছুকে এরূপ ভালবাসি না। তিনি বললেন, ভাল করেছ। একজন জান্নাতীকে ভালবেসেছ। লোকটি বলল, আমি উসমান-এর প্রতি এমন বিদ্বেষ পোষণ করি যে, অন্য কিছুর প্রতি এমন বিদ্বেষ নেই। তখন তিনি বললেন, মন্দ কাজ করেছ। তুমি একজন জান্নাতীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেছ। অতঃপর তিনি হাদীস বর্ণনা করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হেরায় দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, তালহা ও যুবাইর রা.। তিনি বললেন, হে হেরা! তুমি অটল থাক। তোমার উপর তো কেবল একজন নবী অথবা সিদ্দীক অথবা শহীদই।

শাহাদাত ঃ হযরত উসমান রা.-কে শুক্রবার দিন শহীদ করে দেয়া হয়। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা নামক ইহুদী বাচ্চার ভয়ংকর ষড়যন্ত্রে তাঁকে শহীদ করে দেয়া হয়। তাঁর খেলাফত ছিল ১২ দিন কম ১২ বছর।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমান রা.-কে বললেন, মজলুম অবস্থায় তোমাকে শহীদ করা হবে। তোমার রক্তের ফোটা পড়বে فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ আয়াতের উপর। সে রক্ত কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন শরীফের উপর থাকবে।

শহীদকারী ঃ মিসর, বসরা ও কুফাবাসী এবং মদিনার কিছুসংখ্যক লোক মিলে হযরত উসমান রা.-কে অবরুদ্ধ করে রাখে এবং খেলাফত ছেড়ে দেয়ার জন্য চাপ দেয়। তিনি তাতে রাজি হননি। অতঃপর সে ষড়যন্ত্রকারীরা দেয়াল টপকিয়ে ঘরে ঢুকে নির্মমভাবে তাঁকে শহীদ করে দেয়।

দাফন ঃ তাঁকে রাত্রে দাফন করা হয়। জানাযা নামায পড়েন হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম রা.। মতান্তরে হাকীম ইবনে হিযাম বা মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রা.। কারও কারও মতে কেউ তাঁর জানাযার নামায পড়াননি। ষড়যন্ত্রকারীরা তা থেকেও নিষেধ করেছে। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়। দাফনকালে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর, তাঁর দুই স্ত্রী উম্মুল বানীন ও নায়েলা রা. উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে কবরে রাখার পর কন্যা আয়েশা চিৎকার করে কাঁদতে লাগলে ইবনে যুবাইর রা. বললেন, চুপ থাক, না হয় তোমাকে হত্যা করে ফেলব। দাফনের পর বললেন, এবার যা ইচ্ছা চিৎকার কর, কান্নাকাটি কর। ৮২ অথবা ৮৬ অথবা ৯০ বছর বয়সে তাঁর শাহাদাত হয়।

–বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ উসদুল গাবাহ ঃ ৩/৫৭৮–৫৮৭; ইকমাল ঃ ৬০২; বিদায়া নিহায়া ইত্যাদি।

١٢ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي بْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْخَوْلَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ دَخَلَ عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ أَبِي طَالِبٍ رضـ وَقَدْ أَهْرَاقَ الْمَاءَ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ، فَأَتَيْنَاهُ بِتَوْرٍ فِيهِ مَاءٌ حَتَّى وَضَعْنَاهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِي يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! أَلَا أُرِيكَ كَيْفَ كَانَ يَتَوَضَّأُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ؟ قُلْتُ بَلَى، فَأَصْغَى الْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى الْأُخْرَى ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ ثم تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ جَمِيعًا فَأَخَذَ بِهِمَا حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أَلْقَمَ إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ الثَّانِيَةَ ثُمَّ الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذَالِكَ۔

ثُمَّ أَخَذَ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى قَبْضَةً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ فَتَرَكَهَا تَسْتَنُّ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَظُهُورَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ جَمِيعًا فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى رِجْلِهِ وَفِيهَا النَّعْلُ، فَفَتَلَهَا بِهَا ثُمَّ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَالِكَ، قَالَ قُلْتُ وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ قُلْتُ وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ وَفِي النَّعْلَيْنِ، قَالَ قُلْتُ وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ وَفِي النَّعْلَيْنِ۔

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ شَيْبَةَ يُشْبِهُ حَدِيثَ عَلِيٍّ رضـ (لانه) قَالَ فِيهِ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُرَيْجٍ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ فِيهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا ۔

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرْجِمْ ۔ أَوْضِحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رح ۔

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ۔

হাদীস ঃ ১২। আবদুল আযীয .... **হযরত ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট আলী ইবনে আবু তালিব রা. আসলেন, তিনি ইসতিন্‌জার কাজ সারলেন এবং উযুর পানি চাইলেন। আমরা একটি পাত্রে করে পানি এনে তাঁর সামনে রাখলাম। তিনি বললেন, হে ইবনে আব্বাস! রাসূলুল্লাহ** সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে উযু করতেন তা কি তোমাকে দেখাব না? আমি বললাম, হাঁ। আলী রা. পাত্রটি কাত করে হাতে পানি ঢাললেন ও হাত ধুলেন। তারপর ডান হাত পানিতে ডুবিয়ে পানি নিলেন ও অপর হাতে পানি ঢাললেন এবং উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধুলেন, এরপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, অতঃপর উভয় হাত একসাথে পাত্রে ডুবিয়ে অ লি ভরে পানি নিয়ে মুখে নিক্ষেপ করলেন।

তারপর দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি উভয় কানের সম্মুখভাগে (অর্থাৎ ভেতরে) ঘোরালেন, দ্বিতীয়বারও এরূপ করলেন, তৃতীয়বারও এরূপই করলেন। ডান হাতে এক অঞ্জলি পানি নিলেন ও কপালে নিয়ে ঢেলে দিলেন, তাঁর মুখ বেয়ে পানি ঝরে পড়ছিল। উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন তিন তিনবার, মাথা মাসেহ করলেন ও উভয় কানের পিঠ মাসেহ করলেন। একই সাথে উভয় হাত পাত্রে প্রবেশ করিয়ে পানি তুলে পায়ের ওপর প্রবাহিত করলেন। তাঁর পায়ে ছিল জুতা। এরপর তিনি হাত দিয়ে পা ঘষলেন। তারপর অপর পায়ে অনুরূপ পানি ঢাললেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি আলী রা.-কে বললাম, জুতা পরিহিত অবস্থায়? তিনি বললেন, জুতা পরিহিত অবস্থায়ই। আমি বললাম, জুতা পরিহিত অবস্থায়? তিনি বললেন, জুতা পরিহিত অবস্থায়ই। আমি বললাম, জুতা পরিহিত অবস্থায়? তিনি বললেন, হাঁ,জুতা পরিহিত অবস্থায়ই।

আবু দাউদ র. বলেন, শায়বা থেকে **ইবনে জুরাইজ কর্তৃক** বর্ণিত, হাদীস আলী রা. বর্ণিত হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, এ হাদীসের **বক্তব্য হল ঃ** তিনি একবার মাথা মাসেহ করেছেন। ইবনে ওয়াহ্‌ব কর্তৃক ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে– তিনি তিনবার মাথা মাসেহ করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُو دَاوُدَ حَدِيْثُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ شَيْبَةَ يَشْبَهُ حَدِيْثَ عَلِيٍّ قَالَ فِيْهِ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ فِيْهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلْثًا ـ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য হল, ইবনে জুরাইজের শিষ্যদের ইখতিলাফ বর্ণনা করা। ইবনে জুরাইজের শিষ্য হাজ্জাজ ইবনে মুহাম্মদের রেওয়ায়াতে একবার মাথা মাসেহের উল্লেখ রয়েছে। তাঁর অপর শিষ্য ইবনে ওয়াহাবের হাদীসে তিনবার মাথা মাসেহের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু হাজ্জাজ ইবনে মুহাম্মদের রেওয়ায়াতকে পূর্ববর্তী হযরত আলী রা.-এর রেওয়ায়াতের অনুকূল হওয়ার কারণে অধিক শক্তিশালী সাব্যস্ত করা যায়। কারণ, হযরত আলী রা.-এর রেওয়ায়াতে কোন কোন বর্ণনাকারী একবার মাথা মাসেহের কথা বলেছেন। আবার কেউ কেউ সংখ্যা উল্লেখ করেননি। কিন্তু ইবনে জুরাইজ সূত্রে বর্ণিত ইবনে ওয়াহাবের রেওয়ায়াতটি সে সব রেওয়ায়েতের পরিপন্থী। কারণ, তিনি তিনবার মাথা মাসেহের কথা বলেছেন। অতএব, বলা হবে এই রেওয়ায়াতটি সহীহ রেওয়ায়াতগুলোর বিপরীতে ধর্তব্য নয়।

٢١ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاتِيْنَا فَحَدَّثَتْنَا اَنَّهُ قَالَ اسْكُبِىْ لِىْ وَضُوْءً فَذَكَرَتْ وُضُوْءَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ فِيْهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا وَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَمَضْمَضَ

وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً وَوَضَّأَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ يَبْدَأُ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ظُهُورَهُمَا وَبُطُونَهُمَا وَوَضَّأَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهٰذَا مَعْنَى حَدِيثِ مُسَدَّدٍ.

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرْجِمْ . اَلْحَدِيثُ مُعَارِضٌ لِحَدِيثٍ اٰخَرَ فِي كَيْفِيَةِ الْمَسْحِ وَمُخَالِفٌ لِلْجُمْهُورِ فَكَيْفَ دَفْعُ التَّعَارُضِ؟ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ اَبُو دَاوُدَ رح . اُذْكُرِ التَّعَارُفَ لِلرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رضـ .

الجواب بسم الله الرحمن الرحيم .

হাদীস ঃ ২১। মুসাদ্দাদ..............হযরত রুবাইয়্যি বিনতে মু'আওয়ায ইবনে 'আফরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসতেন। তিনি বললেন– আমার জন্য উযুর পানি ঢেলে দাও। বর্ণনাকারী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উযুর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, **তিনি উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধুলেন তিনবার। মুখ ধুলেন তিনবার। কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন একবার। উভয় হাত ধুলেন তিন তিনবার। মাথা মাসেহ করলেন দুইবার। প্রথমে পেছন দিক থেকে শুরু করলেন তারপর সামনের দিক থেকে। উভয় কানের বাহির ও ভেতরের দিকও মাসেহ করলেন। উভয় পা ধুলেন তিন তিনবার।**

দুই হাদীসের বিরোধাবসান

সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে, মাতা মাসেহ সামনের দিক থেকে আরম্ভ করে পেছনের দিকে করা মাসনূন।

○ উপরোক্ত হাদীসের উত্তর হল– এটি বৈধতার ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য। অথবা বলা হবে– এতে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ নামক একজন বর্ণনাকারী আছেন। তার সম্পর্কে আপত্তি আছে। কাজেই হাদীসটি প্রধান নয়।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهٰذَا مَعْنَى حَدِيثِ مُسَدَّدٍ .

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, আমার উস্তাদ মুসাদ্দাদের হাদীসের শব্দগুলোতো আমি মুখস্থ রাখতে পারিনি। এজন্য মুসাদ্দাদের হাদীসের অর্থ এখানে এনেছি। এ হাদীসটি ইমাম বায়হাকী র.ও এনেছেন। অর্থাৎ, বিশ্‌র ইবনে মুফায্‌যালের হাদীস। এতে ইমাম আবু দাউদ র. কর্তৃক আনিত হাদীস অপেক্ষা আরো কিছু অতিরিক্ত কথা আছে।

হযরত রুবায়্যি বিনতে মুআওয়ায রা.-এর জীবনী

বংশ ও পরিচিতি ঃ তার নাম হল রুবায়্যি। পিতার নাম– মুআওয়ায। তিনি মহিলা আনসারী সাহাবিয়া। সুমহান ও শীর্ষস্থানীয় একজন মহিলা সাহাবী। তার হাদীস মদীনা ও বসরাবাসীদের মধ্যে প্রচলিত। রুবায়্যি শব্দটির রা-এর উপর পেশ, তাশদীদযুক্ত ইয়ার নিচে যের। – ইকমাল ঃ ৫৯৫

٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَمُسَدَّدٌ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً حَتّٰى بَلَغَ الْقَذَالَ وَهُوَ أَوَّلُ الْقَفَا وَقَالَ مُسَدَّدٌ مَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلٰى مُؤَخَّرِهِ حَتّٰى أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ أُذُنَيْهِ .

قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ مُسَدَّدٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ يَحْيَى فَأَنْكَرَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُد سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ إِنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ زَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُهُ وَيَقُولُ أَيْشٍ هٰذَا يَعْنِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ .

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرْجِمْ . حَقِّقْ لَفْظَ أَيْش أَوْضِحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُد رح .

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস ঃ ২৭। মুহাম্মদ.......... তালহা ইবনে মুসাররিফ র. তাঁর পিতা ও দাদা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর মাথা একবার মাসেহ করতে দেখেছি। তিনি সামনে থেকে পেছনের দিকে মাসেহ করেছেন। এমনকি তিনি তাঁর হাত দু'টি দুই কানের নিচে থেকে বের করেন। মুসাদ্দাদ বলেন, আমি এ হাদীসটি ইয়াহ্ইয়ার নিকট বর্ণনা করেছি, তিনি এটিকে মুন্কার বলেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, আমি আহ্মদ র.-কে বলতে শুনেছি, লোকজন ধারণা করেছে যে, ইবনে উয়াইনা এটিকে 'মুনকার' হাদীস সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন, এটির সনদসূত্র কি এরূপ ঃ তালহা-তার পিতা-তার দাদা থেকে?

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

وَقَالَ مُسَدَّدٌ وَمَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ حَتَّى أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ أُذُنَيْهِ قَالَ مُسَدَّدٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ يَحْيَى فَأَنْكَرَهُ .

ইমাম আবু দাউদ র. বলতে চান, এ হাদীসে আমার দু'জন উস্তাদ রয়েছেন– (১) মুহাম্মদ ইবনে ঈসা, (২) মুসাদ্দাদ।

মুসাদ্দাদের হাদীসে কিছু অতিরিক্ত বিষয় রয়েছে, যেগুলো মুহাম্মদ ইবনে ঈসার হাদীসে নেই। সেই অতিরিক্ত বিষয়গুলো ইমাম আবু দাউদ র. قَالَ مُسَدَّدٌ বলে বর্ণনা করেছেন। অতপর মুসাদ্দাদ এটাও বলেন যে, আমি এ হাদীসটি ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান র.-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি এ হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করেন, তালহার পিতা মুসাররিফ অজ্ঞাত থাকার কারণে, তার দাদার সাহাবী হওয়ার ব্যাপারে আপত্তি থাকার কারণে নয়। কারণ, তিনি নিজেই স্পষ্টভাষায় বলেন, رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ অতঃপর কয়েকটি অনুচ্ছেদের পর শীঘ্রই আসবে, তিনি বলেছেন, دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ এতে বুঝা গেল, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী।

এটাও হতে পারে যে, তালহার দাদা সাহাবী– এটা তার নিকট প্রমাণিত হয়নি। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. তার সাহাবিয়তকে অস্বীকার করেছেন। আর যেসব সনদে তার সাহাবিয়ত প্রমাণিত হচ্ছে, সেসব হাদীসের সনদ দুর্বল। কারণ, লাইস ইবনে আবু সুলাইম দুর্বল এবং মুসাররিফ অজ্ঞাত।

قَالَ أَبُو دَاوُد وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ إِنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ زَعَمُوا أَنَّهُ يُنْكِرُهُ وَيَقُولُ إِيْشٍ هٰذَا طَلْحَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ . -এর ব্যাখ্যা হল يَقُولُ -এর যমীর আহমদের দিকে ফিরেছে। ابْنَ عُيَيْنَةَ শব্দটি إِنَّ শব্দের ইস্ম এবং أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُهُ বাক্যটি أَنَّ শব্দের খবর হল। زَعَمُوا শব্দের যমীর نَاسٌ-এর দিকে ফিরেছে অথবা

তৎকালীন যুগের عُلَمَاء-এর দিকে ফিরেছে। ইস্ম ও খবরের মধ্যবর্তী অংশ জুমলায়ে মু'তারিযা। ইবারতের সারনির্যাস হবে سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ قَالَ النَّاسُ او قَالَ عُلَمَاءُ زَمَانِهِ إِنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يُنْكِرُ هٰذَا الْحَدِيثَ অর্থাৎ, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে আমি (আবু দাউদ র.) বলতে শুনেছি, লোকজন অথবা তৎকালীন যুগের উলামায়ে কিরাম বলেছেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা এ হাদীসটি অস্বীকার করতেন। কিন্তু ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা থেকে সরাসরি অস্বীকার করতে শুনেননি। বরং লোকজনের মাধ্যমে তার নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে।

أَيْش শব্দের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

أَيْش ঃ এটি أَيُّ شَيْءٍ এর সংক্ষেপ। শেষের হামযার হরকত তার পূর্ববর্তী ইয়াতে দেয়ার ফলে এটি জের বিশিষ্ট হয়। অতঃপর এটিকে সাকিন করা হয়। ইয়া এবং তানভীনে দুই সাকিন একত্রিত হওয়ার ফলে ى টিকে ফেলে দেয়া হয়। اى এর ইয়াকে সাকিন করা হয়। ফলে أَيْش হয়ে যায়। তবে তখন একটি হরফের উপর ইস্‌মের ভিত্তি হওয়া আবশ্যক হবে। তবে اى শব্দটির ইযাফত شَيْءٍ এর দিকে হওয়ার কারণে بِمَا، لِمَا، فِيمَا এর مَا -এর মত হয়ে গেছে। কাজেই হরফে জার আবশ্যক হওয়ার কারণে مَا এর আলিফ পড়ে শুধু م রয়ে গেছে। এরূপভাবে أَيُّ شَيْءٍতেও ইযাফত আবশ্যক হওয়ার কারণে, শুধু শীন থেকে أَيْش হয়ে গেছে।

এই ইবারত দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র. বুঝাতে চেয়েছেন, এ সনদটি গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই ইসতিফহামকে অস্বীকৃতির জন্য বলতে হবে। এই অস্বীকৃতিও সূত্রগত দুর্বলতার কারণে। কারণ, তালহা ইবনে মুসাররিফের পিতাও অজ্ঞাত এবং তার দাদার সাহাবিয়ত সম্পর্কে অস্বীকৃতির কারণ হল ইবনে উয়াইনা র. বলতেন- أَيْش هٰذَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ঃ এরূপ বলতেন না هٰذَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ

এটা বলার ফলে একথা প্রমাণ হল যে, তার অস্বীকৃতি হল তার পিতা মুসাররিফের কারণে।

কিন্তু এরও সম্ভাবনা আছে যে, অস্বীকৃতির কারণ দুটি বিষয়ই ঃ

১. তার পিতা অজ্ঞাত, ২. দাদার সাহাবিয়ত প্রমাণিত না হওয়া।

٢٩۔ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَذَكَرَ وُضُوْءَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ص يَمْسَحُ الْمَاقَيْنِ قَالَ وَقَالَ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ ـ

قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ يَقُولُهَا أَبُو أُمَامَةَ قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ حَمَّادٌ لَاأَدْرِى هُوَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ مِنْ أَبِي أُمَامَةَ يَعْنِى قِصَّةَ الْأُذُنَيْنِ ـ قَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ سِنَانِ أَبِى رَبِيعَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ، هُوَ ابْنُ رَبِيعَةَ كُنْيَتُهُ أَبُو رَبِيعَةَ ـ

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثم تَرْجِمْ ـ أَوْضِحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رح ـ أُذْكُرْ نُبْذَةً مِنْ تَرْجَمَةِ سَيِّدِنَا أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضـ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ২৯। সুলাইমান.......... হযরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উযুর বর্ণনা দিয়ে বলেন, তিনি নাক সন্নিহিত চোখের অংশটুকুও মাসেহ করতেন। বর্ণনাকারীগণ আরো বলেন, তিনি (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত। সুলাইমান ইবনে হারব্ বলেন, আবু উমামা তাকে বলতেন, কুতাইবা হাম্মাদের এ কথাটির উল্লেখ করে বলেন, তিনি বলেছেন ঃ 'কান মাথার সাথে শামিল' –এ কথাটি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর, না আবু উমামার, তা আমার জানা নেই।

কুতাইবা বলেছেন সিনান আবু রবীয়া থেকে। আবু দাউদ র. বলেন, তিনি হলেন, ইবনে রবী'য়া। তার উপনাম আবু রবীয়া।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ يَقُولُهَا أَبُوأُمَامَةَ قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ حَمَّادٌ قَالَا لَا أَدْرِى هُوَ مِنْ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ أَوْ مِنْ قَوْلِ أَبِى أُمَامَةَ يَعْنِى قِصَّةَ الْأُذُنَيْنِ قَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ سِنَانٍ أَبِى رَبِيعَةَ ـ

ইমাম আবু দাউদ র. বলতে চান, এ হাদীসে আমার তিনজন উস্তাদ রয়েছেন– (১) সুলাইমান ইবনে হারব, (২) মুসাদ্দাদ, (৩) কুতাইবা

তাঁরা হামমাদ ইবনে যায়েদ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমার উস্তাদ সুলাইমান ইবনে হারব বলেন, الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ হাদীসের এ অংশটুকু আবু উমামার উক্তি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তি নয়।

কিন্তু আমার উস্তাদ কুতাইবা র. বলেন, আমার উস্তাদ হামমাদ ইবনে যায়েদ বলেছেন, আমার জানা নেই, এ বাক্যটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী, নাকি আবু উমামা রা.-এর উক্তি। যেন এটি তার কথা-এ বিষয়ে হামমাদের সন্দেহ হয়ে গেছে।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, এ উক্তির উদ্দেশ্য হল, ইমাম আবু দাউদের তিন উস্তাদের মাঝে যে ইখতিলাফ হয়েছে সেগুলোর বিবরণ দেয়া। তিনি বলেন, আমার উস্তাদ সুলাইমান এবং মুসাদ্দাদ قَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ سِنَانٍ أَبِى رَبِيعَةَ বলেছেন, কিন্তু কুতাইবা বলেন, عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَه

عَنْ سِنَانٍ أَبِى رَبِيعَه এর পরিবর্তে إِبْنُ رَبِيعَه বলেছেন। তাহলে যেন এ উস্তাদ প্রথম দু'জন উস্তাদের বিরোধিতা করছেন। কিন্তু এই ইখতিলাফ শুধু শব্দগত, কারণ, রবীয়া হল সিনানের পিতার নাম। কাজেই সুলাইমান ও মুসাদ্দাদ যে সিনান ইবনে রবীয়া বলেছেন, তা সম্পূর্ণরূপে যথার্থ।

হতে পারে, সিনানের কোন সন্তানও রবীয়া নামে ছিলেন। যার ফলে তার উপনাম হয়েছে আবু রবীয়া। অতএব, কুতাইবা কর্তৃক সিনান আবু রবীয়া বলাও সহীহ আছে।

হযরত আবু উমামা বাহিলী রা.-এর পরিচিতি

নাম ও পরিচিতি ঃ নাম সুদাই। পিতার নাম–আজলান বাহিলী। তিনি মিসরে বসবাস করতেন। পরবর্তিতে সেখান থেকে হিমসে স্থানান্তরিত হয়ে আসেন এবং সেখানেই ওফাত লাভ করেন। তিনি সে সব সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত, যাদের থেকে প্রচুর পরিমাণ হাদীস বর্ণনা করা হয়। শামীদের নিকট তাঁর হাদীস বেশি। তাঁর থেকে বহুলোক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ওফাত ঃ তিনি ৮৬ হিজরীতে ওফাত লাভ করেছেন। তখন তার বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। শামে ওফাত লাভকারী সর্বশেষ সাহাবী হলেন তিনি। আরেক উক্তি মতে শামে সর্বশেষে ওফাত লাভকারী সাহাবী হলেন আবদুল্লাহ ইবনে বিশর রা.।

–আল ইকমাল ঃ ৫৮৬

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করা

٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَاَحْمَدُ بْنُ اَبِى شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ قَالاَ ثَنَا وَكِيعٌ قَالَ ثَنَا دُلْهُمُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيهِ اَنَّ النَّجَاشِىَّ اَهْدٰى اِلٰى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ خُفَّيْنِ اَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا .

قَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ دُلْهُمِ بْنِ صَالِحٍ .

قَالَ اَبُو دَاوُدَ هٰذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ اَهْلُ الْبَصْرَةِ .

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرْجِمْ . مَا حُكْمُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ اُذْكُرْ بِالدَّلاَئِلِ مَعَ ذِكْرِ اَنْوَاعِهِ وَاَحْكَامِهَا . اَوْضِحْ مَا قَالَ الاِمَامُ اَبُو دَاوُدَ .

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস ঃ ৭ ঃ মুসাদ্দাদ.......... ইবনে বুরাইদা রা: তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত, (আবিসিনিয়া সম্রাট) নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দু'টি সাদামাটা কালো মোজা হাদিয়া পাঠান। তিনি সেগুলো পরিধান করে উযু করেন এবং মাসেহ করেন সেগুলোর ওপর।

মুসাদ্দাদ র. হাদীসটি দুলহাম ইবনে সালিহ র. থেকে বর্ণনা করেছেন।

আবু দাউদ র. বলেন, হাদীসটি কেবল বসরার রাবীগণই বর্ণনা করেছেন।

মোজার উপর মাসেহের বৈধতা আহলে সুন্নাতের বৈশিষ্ট্য

আল্লামা আইনী র. বলেন– ৮০ জনের অধিক সাহাবী মোজার উপর মাসেহ বর্ণনা করেন। এজন্যই ইমাম আবূ হানীফা র.-এর উক্তি প্রসিদ্ধ আছে যে–

مَا قُلْتُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ حَتّٰى جَاءَنِى مِثْلُ ضَوْءِ النَّهَارِ .

অর্থাৎ, আমার নিকট দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হওয়ার পূর্বে আমি মোজার উপর মাসেহের প্রবক্তা হইনি। এ কারণেই মোজার উপর মাসেহের প্রবক্তা হওয়া আহলে সুন্নাতের একটি নিদর্শন; বরং এক কালে তো এটা আহলে সুন্নাতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হয়ে গিয়েছিল। এজন্যই ইমাম আবূ হানীফা র.-এর উক্তি রয়েছে–

نُفَضِّلُ الشَّيْخَيْنِ وَنُحِبُّ الْخَتَنَيْنِ وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

তথা আমরা আবূ বকর, উমর রা.-কে শ্রেষ্ঠত্ব দান করি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুই জামাতাকে মহব্বত করি এবং মোজার উপর মাসেহের আক্বীদা পোষণ করি।

মোজার বিভিন্ন প্রকার ও বিধান

আরবীতে বিভিন্ন প্রকার মোজার বিভিন্ন নাম রয়েছে। এজন্য প্রথমে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করে হুকুম বাতানো হল।

جَوْرَبٌ ঃ বলে সুতি অথবা উলের মোজাকে। যদি এরূপ মোজার উপর দু দিকে চামড়া লাগানো থাকে তবে সেটাকে বলে مُجَلَّدٌ, যদি শুধু নীচের অংশে চামড়া লাগানো থাকে তবে সেটাকে বলে, مُنَعَّلٌ, আর যদি পরিপূর্ণ মোজা চামড়ার তৈরী হয়, অর্থাৎ সূতা ইত্যাদির কোন দখল তার মধ্যে না থাকে তবে এরূপ মোজাকে বলে خُفٌّ। جَوْرَبَيْنِ مُجَلَّدَيْنِ خُفَّيْنِ অথবা جَوْرَبَيْنِ مُنَعَّلَيْنِ সবগুলোর উপর মাসেহ করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয। আর যদি جَوْرَبَيْنِ - مُجَلَّدَيْنِ অথবা مُنَعَّلَيْنِ না হয় এবং পাতলা হয়, অর্থাৎ মোটা মোজার শর্ত শরায়েত না পাওয়া যায়, তাহলে এগুলোর উপর মাসেহ করা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়িয। অবশ্য যদি جَوْرَبَيْنِ غَيْرَ مُنَعَّلَيْنِ غَيْرَ مُجَلَّدَيْنِ মোটা হয়, তবে এরূপ মোজার উপর মাসেহ করা সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। মোটা হওয়ার অর্থ হল, তার মধ্যে তিনটি শর্ত পাওয়া যায়।

১. তার উপর যদি পানি ঢালা হয় তবে পা পর্যন্ত পৌঁছে না,

২. ধরে রাখা ব্যতীত পায়ে লেগে থাকা,

৩. একের পর এক ক্রমশ চলা সম্ভব।

এরূপ মোজার উপর মাসেহের বৈধতা সম্পর্কে কিছু মতানৈক্য রয়েছে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ তথা ইমামত্রয় এবং ইমাম আবূ ইউসুফ মুহাম্মদ র.-এর মাযহাব হল, এর উপর মাসেহ করা জায়িয। ইমাম আবূ হানীফা র.-এর আসল মাযহাব হল নাজায়িয। কিন্তু 'হিদায়া' গ্রন্থকার, 'বাদায়ি' গ্রন্থকার প্রমুখ বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম সাহেব র. শেষে সংখ্যাগরিষ্ঠের মাযহাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। 'মাজমাউল আনহুর' গ্রন্থে লিখেছেন যে, তিনি এ মত প্রত্যাহার করেছেন ওফাতের ৯দিন অথবা ৩তিন পূর্বে। জামি' তিরমিযী আল্লামা আবিদ সিন্ধীর কলমী কপিতে এখানে আরেকটি ইবারত বিদ্যমান আছে। যার সারমর্ম হল–

'আবূ ঈসা তিরমিযী র. বলেছেন, আমি সাহল ইবন মুহাম্মদ তিরমিযীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি আবূ মুকাতিল সমরকন্দীকে বলতে শুনেছি, আমি মৃত্যু শয্যায় শায়িত রোগাক্রান্ত অবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা র.-এর নিকট প্রবেশ করেছিলাম। তিনি পানি আনালেন, অতঃপর উযূ করলেন। তাঁর পায়ে তখন সুতি দুটি মোজা ছিল। তিনি এগুলোর উপর মাসেহ করলেন। অতঃপর বললেন, আমি আজ এরূপ একটি কাজ করলাম যা পূর্বে করতাম না। আমি সূতি মোটা মোজার উপর মাসেহ করলাম। অথচ এগুলো নীচে চামড়াযুক্ত নয়।'

মোটকথা, এর দ্বারাও বোঝা যায় যে, ইমাম সাহেব র. শেষে পুরানো উক্তি থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। অতএব, এই মাসআলার ব্যাপারে ঐকমত্য হল যে, মোটা সুতি অথবা পশমি মোজার উপর মাসেহ করা জায়িয।

কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে, جَوْرَبَيْنِ-এর উপর মাসেহের বৈধতা মূলতঃ تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ তথা ইল্লত বা কারণের ভিত্তিতে। অর্থাৎ, যেসব সুতি অথবা পশমি মোজায় উপরোক্ত তিনটি শর্ত পাওয়া যায় সেগুলোকে চামড়ার মোজার অন্তর্ভূক্ত করে সেগুলোর উপর মাসেহের বৈধতার হুকুম দেয়া হয়েছে। অন্যথায় যেসব রেওয়ায়াতে সুতি বা পশমি মোজার উপর মাসেহের আলোচনা রয়েছে সেগুলো সব দুর্বল অন্যথায় কমপক্ষে খবরে ওয়াহিদ, যেগুলোর মাধ্যমে কিতাবুল্লাহর উপর বৃদ্ধি হতে পারে না; বরং এর বৈধতা চামড়ার মোজার উপর মাসেহ সংক্রান্ত মুতাওয়াতির হাদীসগুলো দ্বারাই কারণ বা তানকীহে মানাতের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়েছে।

النَّعْلَيْنِ। (নীচে চামড়া বিশিষ্ট মোজা)-এর উপর মাসেহের অনুমতি ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্য হতে কারো নিকট নেই। অতএব, نَعْلَيْنِ সংক্রান্ত হাদীসের উত্তর হল, এটি দুর্বল। অথবা বলা যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীচের অংশে চামড়া জড়ানো মোজা পরিধান করতে করতে সুতা অথবা পশমের মোজার উপর মাসেহ করেছেন। ফলে হাত نَعْلَيْنِ তথা নীচে চামড়াযুক্ত মোজার উপরও লেগেছে। কিন্তু এর উপর মাসেহ উদ্দেশ্য ছিল না। এটাকে রাবী مَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ শব্দে ব্যক্ত করেছেন।

ইমাম আবূ দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ دُلْهُمِ بْنِ صَالِحٍ ـ

এই ইবাদতের সারমর্ম হল ইমাম আবূ দাউদ র. বলতে চান, এ হাদীসটি আমি স্বীয় দুই উস্তাদ থেকে বর্ণনা করেছি ঃ (১) মুসাদ্দাদ, (২) আহমদ ইবনে শোয়াইব।

আহমদ ইবনে শোয়াইব স্বীয় সনদে দুলহাম ইবনে সালিহ থেকে تَحْدِيْث -এর শব্দে বর্ণনা করেছেন। আর মুসাদ্দাদ বর্ণনা করেছেন عَنْ শব্দে।

قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ هٰذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ اَهْلُ الْبَصْرَةِ ـ

হযরত আল্লামা সাহারানপুরী র. বলেছেন, ব্যাখ্যাতা বলেন, ওলিউদ্দিন র. বলেছেন, ইমাম আবূ দাউদ র.-এর এই উক্তিতে আপত্তি আছে। অর্থাৎ, এটি প্রশ্ন সাপেক্ষ বিষয়। কারণ, এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে মুসাদ্দাদ ছাড়া কোন বসরী নেই। অন্যরা হয়ত কুফাবাসী অথবা মারভের অধিবাসী। অতএব, তার সম্পর্কে "هٰذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ اَهْلُ الْبَصْرَه" বলা কিভাবে সহীহ হতে পারে? বরং هٰذَا مِمَّا تَفَرَّدَ وَحَمَلَ اَهْلُ الْكُوْفَةِ বলা অধিক সঙ্গত ছিল। অর্থাৎ, শুধু একই ব্যক্তি কুফার অধিবাসী।

✪ **হযরত আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী র. বলেন, এই ইবারতের উদ্দেশ্য হল, এটি সেসব হাদীসের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো বসরাবাসী বর্ণনা করেছেন। কুফা এবং শামের অধিবাসী কেউ বর্ণনা করেননি। এই হুকুমটি প্রবলতার ভিত্তিতে ও সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর নির্ভর করে দেয়া হয়েছে। কারণ, মুসাদ্দাদতো বসরী। বুরাইদা ও ইবনে বুরাইদাও বসরী। বুরাইদা মদীনা মুনাওয়ারা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে, বসরায় বসবাস করেন। তার ছেলে আব্দুল্লাহও তার সাথে ছিলেন। অতঃপর যুদ্ধের খাতিরে খুরাসান চলে যান। মারভে পিতা-পুত্র উভয়েই বসবাস করতে থাকেন। অতএব, তারা দু'জনে বসরী হলেন। সর্বমোট তিনজন হলেন বসরী, আর দু'জন হলেন কু'ফী ঃ দুলহাম ও ওয়াকী'।**

হুজাইর ইবনে আব্দুল্লাহ সম্পর্কে জানা যায়নি তিনি বসরী না কুফী। কাজেই গ্রন্থকার কর্তৃক هٰذَا تَفَرَّدَ بِهِ اَهْلُ الْبَصْرَةِ বলা হয়েছে সম্ভবত প্রবলতার ভিত্তিতে। কাজেই শায়েখ ওলিউদ্দিনের এই বক্তব্য প্রশ্ন সাপেক্ষ যে, এই হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্য থেকে মুসাদ্দাদ ছাড়া আর কোন বসরী নেই।

بَابُ التَّوْقِيْتِ فِى الْمَسْحِ

অনুচ্ছেদ ঃ মাসেহের ক্ষেত্রে সময় নির্ধারণ

١ـ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ رض قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الْجَدَلِىِّ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً ـ

قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ رَوَاهُ مَنْصُوْرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ بِاِسْنَادِهٖ قَالَ فِيْهِ وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا ـ

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيْثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرْجِمْ ـ مَا الْاِخْتِلَافُ فِى التَّوْقِيْتِ فِى الْمَسْحِ؟ اُذْكُرْ مَعَ الدَّلَائِلِ وَالْجَوَابِ عَنِ الْمُخَالِفِيْنَ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رح ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ১। হাফস............ হযরত খুযাইমা ইবনে সাবিত রা. থেকে বর্ণিত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাফিরের জন্য তিন দিন এবং মুকীমের জন্য একদিন একরাত মোজার ওপর মাসেহ করার সময়সীমা নির্ধারিত করেছেন।

আবূ দাউদ র.-এর মতে........... অপর এক বর্ণনায় রয়েছে– আমরা যদি তাঁর নিকট অতিরিক্ত সময়সীমা চাইতাম, তাহলে তিনি অধিক সময়সীমাই মঞ্জুর করতেন।

মোজার উপর মাসেহের মেয়াদ

ঃ لِلْمُسَافِرِ ثَلٰثٌ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ

✪ এ হাদীসটি এ ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে সহীহ এবং সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, মোজার উপর মাসেহের মেয়াদ মুকীমের জন্য একদিন একরাত, আর মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত। এই অর্থের আরো অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। বস্তুতঃ মাসেহের সময় নির্ধারণের এই অর্থ মশহুরের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। হযরত আলী রা., আবূ বকরা রা., আবূ হোরায়রা রা., সাফওয়ান ইবনে আসসাল রা., ইবনে উমর রা., আউফ ইবনে মালিক রা. প্রমুখ থেকে এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে।

✪ সংখ্যাগরিষ্ঠের খেলাফ ইমাম মালিক এবং লাইছ ইবনে সা'দ র.-এর মাযহাব হল, মাসেহের কোন সুনির্দিষ্ট সময় নেই; বরং যতক্ষণ পর্যন্ত মোজা পরিহিত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এর উপর মাসেহ করতে পারবে।

✪ ইমাম মালিক র.-এর প্রমাণ নিম্নোক্ত হাদীসগুলো–

১. আবূ দাউদে উপরোক্ত بَابُ التَّوْقِيْتِ فِى الْمَسْحِ-তে বর্ণিত, হযরত খুযাইমা ইবনে সাবিত রা.-এর হাদীস–

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ مَنْصُوْرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ بِاِسْنَادِهٖ قَالَ فِيْهِ وَلَوِاسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا ـ

'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত যে, মোজার উপর মাসেহ মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত এবং মুকিমের জন্য একদিন একরাত।

আবূ দাউদ বলেছেন, মনসূর ইবনুল মু'তামির ইবরাহীম তাইমী থেকে তার সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, আমরা যদি আরো অধিক সময় কামনা করতাম তবে তিনি আমাদেরকে সময় আরো বাড়িয়ে দিতেন।'

–আবূ দাউদ ঃ ১/২১

সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে অতিরিক্ত অংশটুকু সহীহ নয়।

২. দ্বিতীয় প্রমাণ আবূ দাউদে বর্ণিত হযরত উবাই ইবনে উমারা রা.-এর রেওয়ায়াত। তিনি বলেন–

اِنَّهٗ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَاَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَوْمًا؟ قَالَ..........وَيَوْمَيْنِ قَالَ ثَلٰثَةً؟ قَالَ نَعَمْ وَمَاشِئْتَ ـ........

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি মোজার উপর মাসেহ করব? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, একদিন? বললেন-...............দু'দিন?.........তিনি বললেন, তিন দিন? বললেন, হ্যাঁ। আরো যত সময় চাও।'

–আবু দাউদ : ১১/২১

আরেক রেওয়ায়াতে আছে– عَنْ أَبِى عُمَارَةَ (قَالَ فِيهِ حَتّٰى بَلَغَ سَبْعًا) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ مَابَدَالَكَ

'আবূ উমারা বলেন, (সাতদিন পর্যন্ত তিনি পৌঁছেছেন।) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ, আরো যত সময় তোমার প্রয়োজন হয়।' –আবু দাউদ : ১/২১

এই রেওয়ায়াতটি সময় অনির্দিষ্ট থাকার ব্যাপারে স্পষ্ট। কিন্তু এর উত্তর হল, এটি সূত্রগতভাবে দুর্বল। এজন্য ইমাম আবু দাউদ র. বলেন– وَقَدِ اخْتُلِفَ فِى اِسْنَادِهِ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِىِّ

'এর সনদে মতানৈক্য রয়েছে। এটি শক্তিশালী নয়।'

৩. ইমাম মালিক র.-এর তৃতীয় প্রমাণ শরহে মা'আনিল আছার– بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَمْ وَقْتُهُ لِلْمُقِيْمِ وَالْمُسَافِرِ এ বর্ণিত হযরত উকবা ইবনে আমির রা.-এর রেওয়ায়াত–

قَالَ اتردت (اى جئت) مِنَ الشَّامِ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض فَخَرَجْتُ مِنَ الشَّامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ دَخَلْتُ الْمَدِيْنَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَدَخَلْتُ عَلٰى عُمَرَ رض وَعَلَىَّ خُفَّانِ مُجَرْمَقَانِيَانِ (صَوَابُهُ جُرْمُقَانِيَانِ) فَقَالَ لِىْ مَتٰى عَهْدُكَ يَاعُقْبَةُ! بِخَلْعِ خُفَّيْكَ؟ فَقُلْتُ لَبِسْتُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهٰذِهِ الْجُمُعَةُ فَقَالَ لِىْ اَصَبْتَ السُّنَّةَ ـ

'আমি শাম থেকে উমর ইবনে খাত্তাব রা.-এর নিকট এসেছিলাম। শাম থেকে বেরিয়েছিলাম শুক্রবার দিন, মদীনায় প্রবেশ করেছিলাম জুম'আর দিন। উমর রা.-এর নিকট প্রবেশ করেছিলাম তখন আমার পায়ে ছিল দুটি জুরমূকী মোজা। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, উকবা! তুমি তোমার মোজাদ্বয় কবে খুলেছ? আমি বললাম, মোজা পরেছি শুক্রবার দিন, আর আজকে আরেক শুক্রবার। তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি সঠিক সুন্নাতের উপর আমল করেছ। –তাহাভী : ১/৪৩

✪ এর উত্তর হল, জুম'আ থেকে জুম'আ পর্যন্ত মাসেহ করার অর্থ হল, বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে এক সপ্তাহ পর্যন্ত তিনি মোজা পরিহিত। আর বিধিবদ্ধ পদ্ধতি হচ্ছে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর মোজাদ্বয় পা থেকে খুলে পা ধুয়ে ফেলা এবং পুনরায় মোজা পরিধান করা। এরূপ আমলকারীকে ওরফেও এটাই বলা হয় যে, তিনি এক মাস পর্যন্ত মাসেহ করছেন।

৪. ইমাম মালিক র.-এর একটি প্রমাণ 'মুসনাদে আবূ ইয়ালা'তে বর্ণিত হযরত মায়মূনা রা.-এর একটি হাদীসও– قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اَيَخْلَعُ الرَّجُلُ خُفَّيْهِ كُلَّ سَاعَةٍ؟ قَالَ لَا وَلٰكِنْ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا مَابَدَالَهُ

'তিনি বলেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক ব্যক্তি কি তার মোজাদ্বয় সর্বদা খুলবে? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, না। সে মোজাদ্বয়ের উপর যতক্ষণ প্রয়োজন মাসেহ করবে। – মাজমাউয যাওয়াইদ : ১/২৫৮

এর উত্তর হল, উমর ইবনে ইসহাক সম্পর্কে আপত্তি আছে। যদি এ হাদীসটিকে সহীহও মেনে নেয়া হয়, তাহলে এর উদ্দেশ্য হল যতটুকু সময় তার প্রয়োজন হয় (ততটুকু পর্যন্ত)। কারণ, প্রশ্ন ছিল কেবলমাত্র সবসময় মোজা খোলার ব্যাপারে।

৫. মুসনাদে আহমদে হযরত মায়মূনা রা.-এর একটি হাদীসে আছে–

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ رض قَالَ سَأَلْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ! أَكُلَّ سَاعَةٍ يَمْسَحُ الاِنْسَانُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَلَا يَنْزِعُهُمَا؟ قَالَ نَعَمْ .

হযরত 'আতা ইবনে ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অর্ধাঙ্গিনী মায়মূনা রা.-এর কাছে চর্ম নির্মিত মোজার উপর মাসেহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বললেন, আমি জিজ্ঞেস করেছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সব সময় কি একজন মানুষ মোজার উপর মাসেহ করবে? এগুলো খুলবে না? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ।' –মাজমাউয যাওয়াইদ ঃ ১/২৫৮

○ এর উত্তর হল– এখানে উমর ইবনে ইসহাক নামক একজন বিতর্কিত বর্ণনাকারী রয়েছেন। তাছাড়া এ হাদীসটি সহীহ মশহুর হাদীসগুলোর মুকাবিলা করতে পারে না।

ইমাম আবূ দাউদ র-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ فِيهِ لَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا .

ইমাম আবূ দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য বোধহয় ইবরাহীম তাইমী এবং ইবরাহীম নাখঈ র.-এর রেওয়ায়াতের মাঝে পার্থক্যের বিবরণ দান। সে পার্থক্য হল, ইবরাহীম নাখঈ র.-এর রেওয়ায়াতটি হল আবূ দাউদের এ হাদীস। এখানে আবূ আবদুল্লাহ জাদালী থেকে প্রত্যক্ষভাবে বর্ণনা করেছেন, হাদীসের সনদের দিকে তাকালেই তা বুঝা যায়।

وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا অতিরিক্ত শব্দটিও এই রেওয়ায়াতে নেই। কিন্তু এই রেওয়ায়াতটি ইবরাহীম তাইমী র. রেওয়ায়াত করেছেন। এতে وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا অতিরিক্ত অংশ আছে। এই রেওয়ায়াতটি বায়হাকী র. সুনানে কুবরায় বর্ণনা করেছেন, আবূ আবদুল্লাহ জাদালীর মাঝে আমর ইবনে মায়মুনের সূত্রও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন–

زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ فَقَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا يَقُولُ كُنَّا فِي حُجْرَةِ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي النَّخْعِيَّ وَمَعَنَا إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ فَذَكَرْنَا الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ . فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رض قَالَ جَعَلَ لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثًا وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا .

হানাফীদের পক্ষ থেকে এর উত্তর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

٢ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ قَطَنٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ الْقِبْلَتَيْنِ إِنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ! أَأَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟

قَالَ نَعَمْ، قَالَ يَوْمًا؟ قَالَ يَوْمًا، قَالَ وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ وَيَوْمَيْنِ، قَالَ وَثَلَاثَةً؟ قَالَ نَعَمْ وَمَا شِئْتَ -

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أُبَيِّ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ فِيهِ حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ مَا بَدَالَكَ -

قَالَ أَبُودَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْمِصْرِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ فِيهِ حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ وَمَا بَدَالَكَ -

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتَنًا ثُمَّ تَرْجِمْ - أَوْضِحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ - اُذْكُرْ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا أُبَيِّ بْنِ عُمَارَةَ رض -

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ -

হাদীস ঃ ২। ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন......... হযরত উবাই ইবনে 'উমারা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে উভয় কিবলার দিকেই নামায পড়েছিলেন– তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি মোযার ওপর মাসেহ করবো? তিনি বলেন– হাঁ। উবাই রা. জিজ্ঞেস করলেন, একদিন? তিনি বললেন– হ্যাঁ এক দিন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, দুই দিন? তিনি বললেন– হ্যাঁ দুই দিনও করতে পার। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তিন দিন? তিনি বললেন– হ্যাঁ তিন দিন পর্যন্ত। আরো যতদিন পর্যন্ত ইচ্ছা (মাসেহ করতে পার)।

আবু দাউদ র. বলেন, উবাই ইবনে 'উমারা এতে সাত দিন পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জবাবেও 'হাঁ' বলেছিলেন। আর বলেছিলেন, তুমি যত দিন ইচ্ছা করো।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, হাদীসটির সনদে মতভেদ আছে এবং এটি খুব একটা শক্তিশালী হাদীস নয়। ইবনে আবু মারইয়াম, ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইসহাক, আস-সুলায়হী ও ইয়াহ্ইয়া ইবনে আইউব র. প্রমুখ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ নিয়ে মতভেদ করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র-এর উক্তি

قَالَ أَبُودَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْمِصْرِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ فِيهِ حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ وَمَا بَدَالَكَ -

প্রকাশ থাকে যে, এ হাদীসটি ইয়াহইয়া ইবনে আইয়ুব থেকে একেতো বর্ণনা করেছেন, আমর ইবনে রবী' ইবনে তারিক। আবু দাউদের রেওয়ায়াতে তাই আছে। ইয়াহইয়া ইবনে আইয়ুব থেকে বর্ণনাকারী আরেকজন হলেন ইবনে আবু মারইয়াম আল মিসরী, তৃতীয়জন হলেন, ইয়াহইয়া ইবনে ইসহাক আসসায়লীহীনী। কিন্তু এ দুটি রেওয়ায়াত ইমাম আবু দাউদ র. উল্লেখ করেননি। ইবনে আবু মারইয়ামের রেওয়ায়াতটি বায়হাকীতে আছে। ইয়াহইয়া ইবনে ইসহাকের হাদীসটি সম্পর্কে হযরত সাহারানপুরী র. বলেন, তালাশ করার পরেও সে হাদীসটি পেলাম না। ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য তাহলে এর দ্বারা কি? হয়ত ইবনে আবু মারইয়ামের রেওয়ায়াতটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য। কারণ, ইয়াহইয়া ইবনে আইয়ুব থেকে আমর ইবনে রবী' হাদীস

বর্ণনা করেছেন। যেমন আবু দাউদে আছে। এতে আছে শুধু إِلَى ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ কিন্তু ইবনে আবু মারইয়ামের রেওয়ায়াতে حَتّٰى بَلَغَ سَبْعًا আছে। কিন্তু এ হাদীসটির দুর্বলতার কারণ কি ইমাম আবু দাউদ র. তা বর্ণনা করেননি। শুধু এতটুকু বলে নীরব হয়ে গেছেন– وَقَدْ اِخْتُلِفَ فِى إِسْنَادِهِ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ

অতঃপর ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, وَرَوٰى ابْنُ اَبِى مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنُ اِسْحٰقَ السَّيْلَحِيْنِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ وَقَدْ اخْتُلِفَ فِى إِسْنَادِهِ - এর উদ্দেশ্য হল, ইবনে আবু মারইয়ামের হাদীসটি, যাতে حَتّٰى بَلَغَ سَبْعًا শব্দে রয়েছে, এর মুতাবি' রয়েছে। অর্থাৎ, ইয়াহইয়া ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়াতটি মুতাবি' হওয়া সত্ত্বেও ইবনে আবু মারইয়ামের হাদীসটি শক্তিশালী নয় বরং দুর্বল। কারণ, ইয়াহইয়া ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়াতও সনদগতভাবে দুর্বল। বরং তার সনদে ইখতিলাফ রয়েছে। এজন্য তিনি বলেছেন, وَقَدِ اخْتُلِفَ فِى إِسْنَادِهِ

তাছাড়া আমর ইবনে রবী' এবং ইবনে আবু মারইয়ামের রেওয়ায়াতে সূত্র ও মূলপাঠগত পার্থক্য আছে। মূলপাঠগত পার্থক্যটি স্পষ্ট। আমর ইবনে রবী' এর রেওয়ায়াতে إِلَى ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ আছে। ইবনে আবু মারইয়াম এবং ইয়াহইয়া ইবনে ইসহাকের দু'টি রেওয়ায়াতে حَتّٰى بَلَغَ سَبْعًا আছে। সূত্রগত পার্থক্য হল, আমর ইবনে রবী' এর রেওয়ায়াতে আবু উমারা এবং মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদের মাঝে আইয়ুব ইবনে কুতনের সূত্র আছে। ইবনে আবু মারইয়ামের রেওয়ায়াতে উবাদা ইবনে নুসাইয়ের সূত্র আছে।

হযরত উবাই ইবনে 'উমারা রা.-এর পরিচিতি

বংশ ও পরিচিতি ঃ তিনি হল উবাই ইবনে উমারা ইবনে মালিক ইবনে জায় ইবনে শয়তান ইবনে হুদাইম ইবনে জুযাইমা ইবনে রাওয়াইল ইবনে রবীআ ইবনে মাযিন আল আবাসী।

হিশাম ইবনে কালবী জামহারায় বলেন, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পেয়েছেন। আল্লামা ইবনে হাযম র. ও হিশামের সাথে ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন। – বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ ইসাবা ঃ ১/১৯; উসদুল গাবাহ ঃ ১/১৬৭ ইত্যাদি।

بَابُ كَيْفَ الْمَسْحُ

অনুচ্ছেদ ঃ মাসেহ কিভাবে করবে

٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ وَمَحْمُودُ بْنُ خَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ الْمَعْنَى قَالاَ ثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ مَحْمُودٌ قَالَ اَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رض قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِى غَزْوَةِ تَبُوكَ فَمَسَحَ اَعْلَى الْخُفَّيْنِ وَاَسْفَلَهُمَا -

قَالَ اَبُو دَاوُدَ بَلَغَنِى اَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ثَوْرٌ هٰذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَجَاءٍ -

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ سَنَدًا وَمَتْنًا - اُذْكُرْ كَيْفِيَّةَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَعَ بَيَانِ الْمَذَاهِبِ وَالْاِسْتِدْلَالِ وَالْجَوَابِ عَنِ الْمُخَالِفِيْنَ - اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُو دَاوُدَ - اُذْكُرْ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رض -

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

হাদীস ঃ ৫। মূসা........... হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তাবূক যুদ্ধের সময় নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে উযু করিয়েছি। তিনি (দু' পায়ের) মোজার উপরিভাগ ও নিম্নাংশ মাসেহ করেছেন।

আবু দাউদ বলেন, আমি জানতে পেরেছি, সাওর এ হাদীস রাজা থেকে শোনেননি।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُو دَاوُد بَلَغَنِى أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ثَوْرٌ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَجَاءٍ -

এ উক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য এ হাদীসের খুঁত বর্ণনা করা। কারণ, সাওর নামক বর্ণনাকারী রাজা থেকে শ্রবণ করেননি। অতএব উভয়ের মাঝে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

মোজা মাসেহের ধরণ কি?

مَسَحَ أَعْلَى الْخُفَّيْنِ وَأَسْفَلَهُمَا ঃ ইমাম শাফিঈ র. ও মালিক র. এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করে বলেন যে, মোজাদ্বয়ের উপর ও নিচে উভয়দিকে মাসেহ করতে হবে। অতঃপর ইমাম মালিক র. বলেন, উভয় দিকে মাসেহ করা ওয়াজিব। আর ইমাম শাফিঈ র. বলেন, উপরের দিকে ওয়াজিব, আর নিচের দিকে মুস্তাহাব। হানাফী এবং হাম্বলীদের মতে মোজার শুধু উপরের দিক মাসেহ করা জরুরি, নিচের দিক মাসেহ করা বিধিবদ্ধই নয়।

✪ হানাফীদের প্রমাণ তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রা.-এরই রেওয়ায়াত, যেটি بَابُ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ظَاهِرِهِمَا তে উল্লিখিত হয়েছে–

قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ظَاهِرَهُمَا قَالَ اَبُو عِيْسٰى حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ حَدِيثٌ حَسَنٌ -

'তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মোজাদ্বয়ের উপরে মাসেহ করতে দেখেছি।'

✪ হানাফীদের একটি প্রমাণ আবূ দাউদ তায়ালিসী কর্তৃক বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল আল-মুযানীর রেওয়ায়াত–

قَالَ أَوَّلُ مَنْ رَأَيْتُ عَلَيْهِ خُفَّيْنِ فِى الْإِسْلَامِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ اَتَانَا وَنَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ خُفَّانِ أَسْوَدَانِ فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ إِلَيْهِمَا وَنَعْجَبُ مِنْهُمَا. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَمَا اَنَّهُ سَيَكُونُ لَكُمْ أَعْنِى الْخِفَافَ. قَالُوايَا رَسُولَ اللّٰهِ! فَكَيْفَ نَصْنَعُ؟ قَالَ تَمْسَحُونَ عَلَيْهِمَا وَتُصَلُّونَ -

'তিনি বলেছেন, ইসলাম গ্রহণের পর সর্বপ্রথম আমি যাকে চামড়ার মোজা পরিহিত দেখেছি তিনি হচ্ছেন হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রা.। তিনি আমাদের কাছে এলেন, তখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত। তাঁর পায়ে ছিল তখন দুটি কালো চামড়ার মোজা। আমরা সে মোজাদ্বয়ের দিকে তাকাতে লাগলাম এবং এগুলো দেখে আশ্চর্যবোধ করছিলাম। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, মনে রেখ, শীঘ্রই তোমাদের জন্য তা হবে অর্থাৎ, মোজা। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন আমরা কি করব? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, তোমরা এগুলোর উপর মাসেহ করবে এবং নামায পড়বে।'

–আল মাতালিবুল আলিয়া ঃ ১/৩৫

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটি মা'লূল-ত্রুটিপূর্ণ। প্রমাণ মেনে নিলেও বলা যেতে পারে, মূলতঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজার শুধু উপরের অংশে মাসেহ করেছেন; কিন্তু মোজা শক্ত হওয়ার কারণে নিচের অংশ ধরে ছিলেন। যেটাকে রাবী মোজার নিচের অংশের মাসেহ দ্বারা বর্ণনা করেছেন।

হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রা.-এর জীবনী

নাম ও পরিচিতি ঃ তাঁর নাম– মুগীরা, আল্লামা আইনী তাঁকে আলিফ লাম সহ আল-মুগীরা পড়েন। উপনাম– আবু আবদুল্লাহ, আবু মুহাম্মাদ, আবু ঈসা। পিতার নাম– শো'বা। তিনি তায়েফের সাকীফ বংশোদ্ভূত ছিলেন।

বংশ পরিচিতি ঃ মুগীরা ইবনে শো'বা ইবনে আবু আমির ইবনে মাসউদ ইবনে মাওহাব ইবনে মালিক ইবনে কা'ব ইবনে আমর ইবনে সা'দ ইবনে আউফ।

জন্ম ঃ তিনি হিজরতের প্রায় বিশ বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ ঃ তিনি পঞ্চম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেই মদীনায় হিজরত করেন।

জিহাদ ঃ তাঁর প্রথম জিহাদ খন্দক দিয়ে শুরু হয়। অতঃপর তিনি বাই'য়াতে রিযওয়ান ও হুদাইবিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণ করেন। ইয়ামামা, কাদেসিয়া প্রভৃতি যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সিরিয়া বিজয়েও তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

গভর্ণররূপে দায়িত্ব পালন ঃ হযরত উমর রা. তাঁকে প্রথমে বসরায় এবং পরে কূফায় গভর্নর নিয়োগ করেন। হযরত মু'য়াবিয়া রা.-এর আমলে হিজরী ৪১ সনে তিনি পুনরায় কূফার গভর্নর নিযুক্ত হন। আমৃত্যু তিনি কূফায় বসবাস করেন।

হযরত আলী রা. এবং হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর বিরোধকালে তিনি কোন পক্ষ সমর্থন করেন নি। ফলে তিনি সিস্‌ফীন ও জামাল যুদ্ধের কোনটাতেই অংশগ্রহণ করেন নি; বরং সম্পূর্ণ নীরব ভূমিকা পালন করেন।

গুণাবলী ঃ হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রা. একজন কর্তব্য পরায়ণ বিচক্ষণ ও মেধাবী সাহাবী ছিলেন। অনেক সফরে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গী ছিলেন। মুজাহিদ বলেন, চারজন লোক খুব বুদ্ধিমান ছিলেন, এঁদের মধ্যে একজন মুগীরা ইবনে শো'বা।

হাদীস রেওয়ায়াত ঃ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। এ কারণে তিনি হাদীস রেওয়ায়াত কম করেছেন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মোট ১৩৬টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। বহু সাহাবী ও তাবিঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন, তাঁর ছেলে হযরত উরওয়া, হামযা, আককার, তাঁর দাদার ছেলে-জুবাইর ইবনে হাইয়া, যিয়াদ ইবনে জুবাইর, কায়েস ইবনে আবু হাযিম, মাসরুক ইবনে আজদা', নাফি ইবনে জুবাইর ইবনে মুতইম, আমির শাবী, উরওয়া ইবনে জুবাইর, আমর ইবনে ওয়াহাব সাকাফী, কাবীসা ইবনে যুয়াইব, উবাইদ ইবনে নাযলা, বকর ইবনে আবদুল্লাহ, আসওয়াদ ইবনে হিলাল, তামীম ইবনে হানজালা আলকামা ইবনে ওয়াইল, আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান, আলী ইবনে রবীয়া, হুযাইল ইবনে শুরাহবীল র. প্রমুখ।

ওফাত ঃ তাঁর ইনতিকালের সময়টি বিতর্কিত। যেমন আবু উবাইদ কাসিম ইবনে সাল্লাম বলেন, তিনি হিজরী ৪৯ সনে মৃত্যুবরণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। ইবনে আবদুল বার বলেন, তিনি হিজরী ৫১ সনে মৃত্যুবরণ করেন। –ইকমাল ঃ ৬১৬. (মিশকাত)

بَابٌ فِى الْاِنْتِضَاحِ

অনুচ্ছেদ ঃ পানি ছিটিয়ে দেয়া

١ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ أَوِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا بَالَ يَتَوَضَّأُ وَيَنْتَضِحُ ـ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَافَقَ سُفْيَانَ جَمَاعَةٌ عَلٰى هٰذَا الْإِسْنَادِ ـ وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْحَكَمُ أَوِ ابْنُ الْحَكَمِ ـ

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثم تَرْجِمْ ـ مَا مَعْنَى الْاِنْتِضَاحِ؟ وَمَا حِكْمَتُهُ؟ أَوْضِحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رح أُذْكُرْ نُبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا سُفْيَانَ بْنِ حَكَمٍ الثَّقَفِيِّ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ১। মুহাম্মদ............ সুফিয়ান ইবনে হাকাম সাকাফী কিংবা হাকাম ইবনে সুফিয়ান সাকাফী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পেশাব করতেন, তখন উযু করে (লজ্জাস্থানে কাপড়ের উপর) পানির ছিটা দিতেন।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, একদল বর্ণনাকারী এই সনদের ব্যাপারে সুফিয়ানের সাথে একমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, কারো কারো মতে, এখানে হাকাম হবে অথবা হবে 'ইবনে হাকাম'।

পানি ছিটানোর অর্থ ও হিকমত

অধিকাংশ আলিম এর অর্থ নিয়েছেন, উযুর পর জামার নিচে ছিটা নিক্ষেপ করা-এর হিকমত সাধারণতঃ এই বর্ননা করা হয় যে, এর ফলে পেশাবের ফোঁটা বের হওয়ার কুমন্ত্রণা আসে না।

✪ হযরত শাইখুল হিন্দ র. এর আরেকটি সূক্ষ্ম হিকমত এই বর্ননা করেছেন যে, উযু দ্বারা আসল উদ্দেশ্য তো আধ্যাত্মিক পবিত্রতা। কিন্তু কার্যতঃ তাতে বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ধৌত করা হয়, যার ফলে বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জিত হয়। কিন্তু এ থেকে অবসর হওয়ার পর এরূপ দুটি আমল মুস্তাহাব সাব্যস্ত করা হয়েছে, যেগুলো দ্বারা বাতিনী পবিত্রতার কথা মনে সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য হয়। এক. উযুর অবশিষ্ট পানি পান করা। দ্বিতীয়তঃ লজ্জাস্থানে পানি ছিটিয়ে দেয়া। এতে এই হিকমত রয়েছে যে, মানুষের সমস্ত গুনাহের উৎস হল শরীরের এই দু'টি বস্তু– এক. মুখ, দুই. লজ্জাস্থান। পেটের প্রবৃত্তির প্রভাব দূর করার জন্য উযুর অবশিষ্ট পানি পান বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। আর লজ্জাস্থানের (অবৈধ) কাম চাহিদা বন্ধ করার দিকে মনেযোগ আকৃষ্ট করার জন্য লুঙ্গির উপর পানি ছিটিয়ে দেয়ার বিষয়টিকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। মোটকথা, এই হুকুমটি আবশ্যকীয় নয়; বরং উত্তমতার বিবরণের জন্য এবং এই অর্থের সমস্ত রেওয়ায়াত সূত্রগতভাবে দুর্বল। এ কারণে এ অনুচ্ছেদের হাদীসটিকেও হাসান ইবনে আলী হাশিমীর কারণে দুর্বল সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন সূত্রের কারণে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া বিষয়টি ফাযায়িল সংক্রান্ত। এজন্য এতটুকু দুর্বলতা ক্ষতিকর নয়।

ইমাম আবূ দাউদ র-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَافَقَ سُفْيَانَ جَمَاعَةٌ عَلٰى هٰذَا الْإِسْنَادِ ـ

এখানে সুফিয়ান দ্বারা উদ্দেশ্য সুফিয়ান সাওরী–وافق এর মাফউল। جَمَاعَةٌ শব্দ হল ফায়েল। অর্থাৎ, একদল আলিম সুফিয়ান সাওরী র.-এর অনুকূল বিবরণ দিয়েছেন عَنْ أَبِيهِ শব্দ উল্লেখ না করার ক্ষেত্রে। আবু দাউদ র.-এর এ উক্তির উদ্দেশ্য হল, যেমন সুফিয়ান সাওরী এ হাদীসটি মনসূর থেকে বর্ণনা করেছেন, অনুরূপভাবে মনসূরের একদল শিষ্যও এ হাদীসটি তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা عَنْ أَبِيهِ শব্দ উল্লেখ করেননি, যেমন উল্লেখ করেননি সুফিয়ান। এর উল্লেখ পরবর্তী হাদীসে এসেছে। ইমাম বায়হাকী র. এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন,

এ হাদীসটি সাওরী মা'মার ও যাইদা মনসূর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাকী র. এরপর শোয়াইবের রেওয়ায়াত عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ او أَبُو الْحَكَمِ مِنْ ثَقِيفٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى الْحَدِيثَ . উল্লেখ করে অতঃপর বলেন–

وَكَذَالِكَ رَوَاهُ وُهَيْبٌ عَنْ مَنْصُورٍ رَوَاهُ أَبُوعَوَانَةَ وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ وَجَرِيرُبْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ وَلَمْ يَذْكُرُوا أَبَاهُ فَوَافَقَ هٰذِهِ الْجَمَاعَةُ سُفْيَانَ عَلٰى هٰذَا الاسْنَادِ فِي تَرْكِ "عَنْ أَبِيهِ"

এর দ্বারা বোঝা যায়, তাঁরা মনসূর থেকে বর্ণনা করে عَنْ أَبِيهِ উল্লেখ করেননি।

প্রকাশ থাকে যে, আবু দাউদ যাইদার রেওয়ায়াত-এ অনুচ্ছেদের শেষে উল্লেখ করেছেন। তাতে عَنْ أَبِيهِ এর উল্লেখ রয়েছে।

অতএব বোঝা গেল, যাইদার রেওয়ায়াত সুফিয়ানের অনুকূল নয়। অতএব, বায়হাকীর উক্তি وَكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ وَزَائِدَةُ প্রশ্ন সাপেক্ষ।

وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْحَكَمُ او ابْنُ الْحَكَمِ-এর দ্বারা হাকাম ইবনে সুফিয়ানের নামের ক্ষেত্রে যে ইখতিলাফ রয়েছে তার বিবরণের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

হাফিজ র. তাহযীবুত তাহযীবে বলেছেন–

قَدْ أُخْتُلِفَ عَلٰى مُجَاهِدٍ فِيهِ فَقِيلَ عَنْهُ عَنِ الْحَكَمِ أَو ابْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ وَقِيلَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ وَقِيلَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ وَقِيلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ عَنْ أَبِيهِ .

এই চারটি সূত্রে তার পিতার মধ্যস্থতা রয়েছে।

وَقِيلَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ وَقِيلَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ او أَبُو الْحَكَمِ وَقِيلَ عَنِ ابْنِ الْحَكَمِ أَوْ أَبِي الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ وَقِيلَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ أَوْ ابْنِ سُفْيَانَ وَقِيلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ .

এসব সূত্রে পিতার মধ্যস্থতা নেই।

সুফিয়ান ইবনে হাকাম আস-সাকাফী কিংবা হাকাম ইবনে সুফিয়ান আস-সাকাফী রা.-এর জীবনী

নাম ও পরিচিতি ঃ নাম হল সুফিয়ান। পিতার নাম হাকাম। দাদার নাম সুফিয়ান। তিনি হলেন সাকাফী। নাসাঈতে তার থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, তিনি বলেন– رَأَيْتُ النَّبِيَّ صـ تَوَضَّأَ فَنَضَحَ فَرْجَهُ

– ইসাবা ঃ ১/৩৪৫, উসদুল গাবাহ ঃ ২/৪৯৪ ইত্যাদি

بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا تَوَضَّأَ

অনুচ্ছেদ ঃ ওযু করার পর কি বলবে

١۔ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَعْنِي بْنَ صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِي عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رض قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ خُدَّامَ اَنْفُسِنَا، نَتَنَاوَبُ الرِّعَايَةَ رِعَايَةَ اِبِلِنَا فَكَانَتْ عَلَيَّ رِعَايَةُ الْاِبِلِ، فَرَوَّحْتُهَا بِالْعَشِيِّ، فَاَدْرَكْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ اِلَّا فَقَدْ اَوْجَبَ۔

فَقُلْتُ بَخٍ بَخٍ مَا اَجْوَدَ هٰذِهِ! فَقَالَ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيَّ الَّتِي قَبْلَهَا يَاعُقْبَةُ اَجْوَدُ مِنْهَا۔ فَنَظَرْتُ فَاِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رض فَقُلْتُ مَاهِيَ يَا اَبَا حَفْصٍ! قَالَ اِنَّهُ قَالَ اٰنِفًا قَبْلَ اَنْ تَجِيْءَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُولُ حِيْنَ يَفْرُغُ مِنْ وُضُوْءِهِ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اِلَّا فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ۔ قَالَ مُعَاوِيَةُ وَحَدَّثَنِي رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ اَبِي اِدْرِيْسَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رض۔

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيْثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرْجِمْ۔ كَمْ نَوْعًا مِنَ الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ ثَبَتَ بِالْحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيْفِ بَعْدَ الْوُضُوْءِ؟ اُكْتُبْ مُدَلَّلًا۔ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رح، اُذْكُرْ نُبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رض۔

الجواب باسم الملك الوهاب۔

হাদীস ঃ ১। আহমদ ইবনে সাঈদ....... হযরত উকবা ইবনে আমির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আমাদের নিজেদের কাজকর্ম করতাম। পালাক্রমে আমরা উট চরাতাম অর্থাৎ, আমাদের নিজেদের উট। একদিন উট চরাবার পালা ছিল আমার। দিন শেষে আমি উটগুলো নিয়ে উটশালায় ফিরে আসলাম (এবং অবসর হলাম)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখলাম, তিনি জনগণের সামনে ভাষণ দিচ্ছেন। আমি শুনলাম, তিনি বলছেন– "তোমাদের যে কেউ সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে উযু করে, অতঃপর নামাযে দাঁড়ায় এবং আন্তরিক মনোযোগ সহকারে ও অবনত দৃষ্টিতে দু' রাক্‌আত নামায পড়ে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।"

একথা শুনে আমি বলে উঠলাম, বাঃ বাঃ, এটা কতই না উত্তম কথা! তখন আমার সামনে বসা এক ব্যক্তি বললেন, 'হে উক্‌বা! এর আগে তিনি যা বর্ণনা করেছেন, সেটা আরও উত্তম।' আমি তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আবু হাফ্‌স! সেটা কি?' উমর রা. বললেন, 'তুমি আসার একটু আগেই নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– তোমাদের মধ্যে যে লোক ভালোভাবে উযু করে, অতঃপর উযু শেষে কালিমা শাহাদাত পড়ে– أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক এবং তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল" – তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

বর্ণনাকারী মুয়াবিয়া বলেন, হাদীসটির আরেকটি সূত্র হল এরূপ– 'আমার নিকট বর্ণনা করেছেন রাবীয়া ইবনে ইয়াযীদ, তিনি বর্ণনা করেছেন আবু ইদরীস থেকে, তিনি উক্‌বা ইবনে আমির রা. থেকে।'

উযু পরবর্তী দো'আ

উযুর পরে তিন প্রকারের যিকির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

১. শাহাদাতাইন তথা তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য, অতঃপর রয়েছে– اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِى مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ যেমন ইমাম তিরমিযী র. বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম র. ও সহীহ মুসলিম ১/১২২, كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الذِّكْرِ الْمُسْتَحَبِّ عَقِبَ الْوُضُوْءِ তে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে শুধু শাহাদাতাইন রয়েছে, দোয়ার পরবর্তী অংশটুকু নেই।

২. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبِىْ وَ وَسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِىْ رِزْقِىْ . – মা'আরিফুস সুনান

৩. سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

'আয় আল্লাহ! তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা। তুমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তুমি এক, তোমার কোন শরীক নেই। তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তোমার নিকট তওবা করছি।'

এই যিকিরটি ইবনুস্ সুন্নী র. 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

এই তিনটি যিকির ব্যতীত উযুর সময় প্রতিটি অঙ্গ ধৌত করা কালে যেসব দু'আ প্রচলিত আছে কুরআন হাদীসে সেগুলোর প্রমাণ নেই। এজন্য কোন কোন আহলে জাহির এগুলোকে كِذْبٌ مُخْتَلَقٌ তথা জাল-মিথ্যা বলে দিয়েছেন। এর উদ্দেশ্য হল, হাদীস দ্বারা এগুলো প্রমাণিত নয়। এর এই অর্থ নয় যে, এগুলো পড়া না জায়িয। এজন্য উলামায়ে কিরাম লিখেছেন– إِنَّهُ مِنْ دَأْبِ الصَّالِحِيْنَ অর্থাৎ, এগুলো নেক্‌কারদের অভ্যাস।

ইমাম আবূ দাউদ র-এর উক্তি

قَالَ مُعَاوِيَةُ وَحَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رض .

ইমাম আবু দাউদ র. বোঝাতে চান, তার নিকট মু'আবিয়ার হাদীসটি দুই সূত্রে পৌঁছেছে। একটি রয়েছে প্রথম অনুচ্ছেদে ঃ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رض .

দ্বিতীয় সনদটি قَالَ مُعٰوِيَةُ বলে নিজেই বর্ণনা করেছেন ঃ

حَدَّثَنِى رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رض .

ইমাম মুসলিম র.ও এ দুটি সনদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা সাহারানপুরী র. বলেন, এ হাদীসটির আরেকটি সনদ আছে। সেটি ইমাম আহমদ র. স্বীয় মুসনাদে উল্লেখ করেছেন। সে সনদটি হল–

مُعَاوِيَةُ عَنْ رَبِيْعَةَ بِنْ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىِّ وَعَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بَخْتٍ عَنِ اللَّيْثِ بِنْ سُلَيْمِ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ بِنْ عَامِرٍ رض قَالَ قَالَ عُقْبَةُ رض الْحَدِيْث -

হযরত উকবা ইবনে আমির রা.-এর জীবনী

পরিচিতি ঃ নাম– উকরা। উপনাম– আবু হাম্মাদ, কারো মতে আবু সা'দ, কারো মতে আবু আমির, কারো মতে, আবু আমর, কেউ বলেন, আবু আরস, কেউ বলেন, আবু আসাদ, কারো মতে, আবুল আসওয়াদ। পিতার নাম– আমির। তিনি একজন সর্ববিষয়ে জ্ঞানী সাহাবী ছিলেন।

বংশধারা ঃ উকবা ইবনে আমের ইবনে আবস ইবনে আমর ইবনে আদী ইবনে আমর ইবনে রিফায়া ইবনে মারদুয়া ইবনে আদী ইবনে গানাম ইবনে রিবয়া ইবনে রিশদীন ইবনে কায়স ইবনে জুহাইনা আল-জুহানী।

জন্ম ঃ তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সঠিক তারিখ জানা যায় নি।

ইসলাম গ্রহণ ঃ ইসলামের প্রথম যুগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

হিজরত ঃ কিনদী বলেন, তিনি ছিলেন প্রাচীন হিজরতকারী এবং আনসারীদের মিত্র।

জিহাদে অংশগ্রহণ ঃ তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিভিন্ন জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। সিরিয়া বিজয়ের সময় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। হযরত আলী রা. ও হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর মতবিরোধের সময় তিনি হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন।

গুণাবলি ঃ আবু সাঈদ ইবনে ইউনুস র. বলেন, হযরত উকবা ইবনে আমির রা. একজন প্রখ্যাত কারী, ফরায়েযবিদ, ফিকহবিদ, বিশিষ্ট কবি, লেখক ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। কুরআন মজিদ সংকলকদের একজন। তিনি স্বীয় হস্তে কুরআন মজিদের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন। তাছাড়া তিনি সুললিত কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তিনি একজন খ্যাতনামা তীরন্দাজও ছিলেন।

হাদীস রেওয়ায়াত ঃ তিনি হাদিস শাস্ত্রে বিরাট অবদান রেখেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত ওমর রা. থেকে সর্বমোট ৫৫টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

বহু সাহাবী ও তাবিঈ তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। যেমন– হযরত আবু উমামা, ইবনে আব্বাস, কায়েস ইবনে আবু হাযেম, জুবাইর ইবনে নুফাইর, বা'জা ইবনে আবদুল্লাহ আল-জুহানী, দুখাইন ইবনে আমির, রিবয়ী ইবনে হিরাশ, আবু আলী সুমামা, আবদুর রহমান ইবনে শামাসা, আলী ইবনে রাবা, আবুল খায়ের মারছাদ আল-ইয়ামানী, আবু ইদ্রীস আল-খাওলানী, আবু উশ্শানা আল-মাআফিরী, কাসীর ইবনে মুররা আল-হাযরামী প্রমুখ।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন ঃ তিনি হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর সময় হিজরী ৪৪ সনে তিন বছর মিসরের গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। কিন্দী বলেন, হযরত মুয়াবিযা রা. তাঁকে ধর্ম ও অর্থ এ দু'টি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। পরে তাঁকে এ পদ থেকে অপসারণ করা হয়।

ওফাত ঃ আল্লামা হাজী খলিফা বলেন, তিনি হযরত মু'য়াবিয়া রা.-এর শাসনামলে হিজরি ৫৮ সনে মৃত্যুবরণ করেন। কারো কারো মতে, তিনি ৬০ হিজরি সনে ওফাত লাভ করেন।

–বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ১. তাহযীবুত তাহযীব, আল-ইকমাল, আল-ইসতিয়াব, আল ইসাবা ইত্যাদি।

بَابُ تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ওযুতে ধারাবাহিকতা রক্ষা না করা

١ـ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ اَنَّهُ سَمِعَ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ قَالَ ثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رض اَنَّ رَجُلًا جَاءَ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلَى قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفُرِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِرْجِعْ فَاَحْسِنْ وُضُوءَكَ ـ

قَالَ اَبُو دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ وَلَمْ يَرْوِهِ اِلَّا ابْنُ وَهْبٍ وَحْدَهُ ـ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْجَزَرِيِّ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رض عَنْ عُمَرَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ قَالَ ارْجِعْ فَاَحْسِنْ وُضُوءَكَ ـ

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتَنًا ثم تَرْجِمْ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الاِمَامُ اَبُو دَاوُدَ رح اِيضَاحًا تَامًّا ـ

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

হাদীস ঃ ১ ঃ হারুন.......... হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি উযু করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসল। কিন্তু তার পায়ে নখ পরিমাণ জায়গা শুকনা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন– 'পূনরায় যাও এবং সুন্দরভাবে উযু করে আস।'

আবূ দাউদ র. বলেছেন, এ হাদীসটি প্রসিদ্ধ নয়। একমাত্র ইবনে ওয়াহ্‌ব এটি বর্ণনা করেছেন। আর মা'কিল ইবনে উবাইদুল্লাহ আল-জাযরী আবু যুবাইর থেকে, তিনি জাবির রা. থেকে, তিনি হযরত উমর রা. থেকে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে– তিনি বলেছেন, 'ফিরে যাও এবং ভালোভাবে উযু করে আস।'

ইমাম আবূ দাউদ র-এর উক্তি

قَالَ اَبُو دَاوُدَ رح وَهٰذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ وَلَمْ يَرْوِهِ اِلَّا ابْنُ وَهْبٍ وَحْدَهُ ـ

সম্ভবত এ উক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য এ সনদটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করা। দুর্বলতার কারণও বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, জারীর ইবনে হাযিম থেকে ইবনে ওয়াহব ছাড়া এ হাদীসটি আর কেউ বর্ণনা করেননি। দারাকুতনী র. এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন, تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ

অতএব, ইমাম আবূ দাউদ র.-এর উক্তি দ্বারাও ইবনে ওয়াহব-এর একক বিবরণ প্রমাণিত হচ্ছে। দারাকুতনীর উক্তি দ্বারা জারীর ইবনে হাযিমের একক বর্ণনা প্রমাণিত হচ্ছে। পরবর্তীতে وَقَدْ رُوِىَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدٍ এবং তৎপরবর্তী সনদ حَدَّثَنِىْ مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ اِلَى قَوْلِهِ بِمَعْنَى قَتَادَةَ দ্বারা কাতাদার এই দুর্বল রেওয়ায়াতটির সমর্থন হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ চুম্বনের ফলে ওযু

١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ رَوْقٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ هُوَ مُرْسَلٌ وَاِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِىُّ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ عَائِشَةَ رض شَيْئًا .

قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ وكَذَا رَوَاهُ الْفِرْيَابِىُّ وَغَيْرُهُ . (قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ وَمَاتَ اِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِىُّ وَلَمْ يَبْلُغْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً .)

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيْثَ سَنَدًا وَمَتَنًا ثُمَّ تَرْجِمْ . اَوْضِحْ مَاقَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوٗدَ رح .

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস ঃ ১। মুহাম্মদ ইবনে বাশশার........ হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে চুমু দিয়েছেন এবং নামায পড়েছেন (কিন্তু চুমু দেয়ার পর উযু করেননি)।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেছেন, এটি মুরসাল হাদীস। কারণ, ইবরাহীম তাইমী হযরত আয়েশা রা. থেকে কিছু শোনেননি।

ইমাম আবু দাউদ র. আরও বলেন, ফিরইয়াবী প্রমুখ হাদীসটি এরূপই বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র. আরও বলেন, ইবরাহীম আত-তাইমী চল্লিশ বছরে পদার্পণের পূর্বেই ওফাত লাভ করেন।

ইমাম আবু দাউদ র-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ وَهُوَ مُرْسَلٌ .

এ হাদীসটিতে মুরসাল হবার হুকুম দেয়া হয়েছে রূপকার্থে। কারণ, প্রকৃত অর্থে ইরসাল বলে কোন তাবিঈ কর্তৃক সাহাবীর উল্লেখ না করে قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ বলাকে। হাফিজ ইবনে হাজার র. শরহে নুখবায় বলেন–

كَمَا يَقُوْلُ التَّابِعِىُّ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَوْ فَعَلَ اوقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

এ হাদীসে সাহাবীকে বাদ দেয়া হয়নি। বরং ইবরাহীম তাইমী র. কর্তৃক হযরত আয়েশা রা. থেকে শ্রবণ না থাকার ফলে ইরসালের হুকুম লাগানো হয়েছে। এখানে সাহাবী বাদ পড়েন নি; বরং ইবরাহীম তাইমী র. ও হযরত আয়েশা রা. এর মাঝে কোন বর্ণনাকারী আছেন। যাকে ইবরাহীম তাইমী র. উল্লেখ করেননি। কারণ, যেহেতু ইবরাহীম তাইমী হযরত আয়েশা রা. থেকে শুনেননি, সেহেতু মাঝখানে অবশ্যই কোন মাধ্যম আছে। তবে সে মাধ্যম সাহাবী নন। কাজেই এখানে ইরসাল হল রূপকার্থে।

وَاِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِىُّ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ عَائِشَةَ رض شَيْئًا .

এখানে ইরসালের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য এ হাদীসটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করা। কারণ, এ সূত্রে এ হাদীসটি দুর্বল। এর কারণ হল ঃ এ হাদীসটি দুই সূত্রে বর্ণিত। একটি সূত্র ইমাম আবু দাউদ র. এনেছেন, অপর সূত্রটি শীঘ্রই আসবে।

ইমাম আবু দাউদ র. এ সূত্রের উপর ইরসালের হুকুম আরোপ করেছেন। ইমাম তিরমিযী র. এ হাদীসটিকে মুরসাল বলেছেন। ইরসালের কারণ তিনিও আবু দাউদের মতই বলেছেন। অর্থাৎ, ইবরাহীম তাইমী কর্তৃক হযরত আয়েশা রা. থেকে না শুনা। এ হাদীসটি মহিলা স্পর্শ ওযু ভঙ্গের কারণ না হওয়া বুঝায়। ফলে এটি হানাফীদের প্রমাণ। অতএব তারা দুজন এটির উপর ইরসালের হুকুম আরোপ করে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন।

✪ আমরা এর উত্তরে বলব, এ হাদীসের উপর রূপকার্থে ইরসালের হুকুমও সহীহ নয়। কারণ, দারাকুতনী র. এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি ইবরাহীম তাইমী ও হযরত আয়েশা রা. এর মধ্যকার সূত্র উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন,

وَقَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ اَبِىْ رَوْقٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رض ـ

এই সনদটি মুত্তাসিল। অতএব ইরসাল অথবা ইনকিতা' রইল না।

যদি মেনে নেই, এ হাদীসটি মুরসাল তবে আমরা বলব, মুরসাল হাদীস ইমাম মালিক র.-এর মতে প্রামাণ্য। ইমাম আজম আবু হানীফা ও আহমদ ইবনে হাম্বল র.-এর প্রসিদ্ধ উক্তি অনুসারে মুরসাল হাদীস প্রমাণযোগ্য; বরং ইবনে জারীর র. মুরসাল হাদীস প্রামাণ্য হওয়ার ব্যাপারে তাবিঈনের ইজমা বর্ণনা করেছেন। শাফিঈগণ সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব র.-এর মুরসালগুলো দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন।

মূলত এটা আবু দাউদ র. পক্ষ থেকে হানাফীদের এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করার উপর **প্রশ্নোত্থাপন**। কাজেই এই প্রশ্নকে আরো মজবুত করার জন্য ইমাম আবু দাউদ র. সামনে গিয়ে বলেন ঃ

وَكَذَا رَوَاهُ الْفِرْيَابِىُّ وَغَيْرُهُ ـ

হযরত সাহারানপুরী র. বলেন, ফিরইয়াবী র.-এর হাদীসটি কোন হাদীসগ্রন্থে পাওয়া গেল না। এরপর ইমাম আবু দাউদ র. এ হাদীসটি অন্য সূত্রে বর্ণনা করে তার উপরও প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। **লক্ষ্য করুন**—

٢ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَبَّلَ اِمْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ عُرْوَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَنْ هِىَ اِلَّا اَنْتِ؟ فَضَحِكَتْ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰكَذَا رَوَاهُ زَائِدَةُ وَعَبْدُ الْحَمِيْدِ الْحِمَّانِىُّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ ـ

اَلسُّؤَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيْثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرْجِمْ ـ مَنِ الْمُرَادُ بِعُرْوَةَ فِىْ سَنَدِ الْحَدِيْثِ الْاٰتِىْ؟ وَمَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ هٰهُنَا اَوْضِحْ بِالدَّلَائِلِ ـ بَيِّنْ مَذَاهِبَ الْاَئِمَّةِ فِى الْوُضُوْءِ مِنْ مَسِّ الْمَرْأَةِ مَعَ الدَّلَائِلِ، اُذْكُرْ نُبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رض ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ২। উসমান......... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীগণের মধ্য থেকে একজনকে চুমু দিলেন. অতঃপর নামায পড়তে গেলেন, কিন্তু (চুমা দেয়ার কারণে পুনরায়) উযু করেননি। উরওয়া বলেন, আমি হযরত আয়েশা রা.-কে বললাম, 'সেই স্ত্রী আপনি ছাড়া আর কে?' তিনি হেসে দিলেন।

আবু দাউদ বলেছেন, যায়েদা ও আবদুল হামীদ আল-হিম্মানী, সুলাইমান আল-আ'মাশ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

قَالَ اَبُو دَاوُدَ هٰكَذَا رَوَاهُ زَائِدَةُ وَعَبْدُ الْحَمِيْدِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ .

এখানে ইমাম আবু দাউদ র. একটি প্রশ্ন উথাপন করেছেন। এ প্রশ্নের সার নির্যাস হল ঃ এই হাদীসটিতে আ'মাশ থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্য থেকে ওয়াকী' র. যেরূপ উরওয়াকে তাঁর পিতা যুবাইর রা.-এর দিকে সম্বোধন করা ব্যতীত বলেছেন, যেমন ঃ হাদীসের সনদ দ্বারা স্পষ্ট, এতে ওয়াকী' র. একা নন বরং আ'মাশের অন্যান্য ছাত্রও। যেমন ঃ যাইদা, আবদুল হামীদ হিম্মানী র. ও সুলাইমান আ'মাশ থেকে হাদীস বর্ণনাকালে সনদে উরওয়া ইবনে যুবাইর বলেননি। অতএব, এই উরওয়া উরওয়া ইবনে যুবাইর নন, বরং উরওয়া মুযানী র.। অতঃপর এর সমর্থনে পরবর্তী সনদ পেশ করছেন। তাতে আ'মাশের এক শিষ্য সুস্পষ্ট ভাষায় উরওয়া মুযানী বলেছেন। তিনি বলেন–

حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَخْلَدِ الطَّالِقَانِى ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَغْرَاءَ ثَنَا الاَعْمَشُ قَالَ ثَنَا اَصْحَابٌ لَنَا عَنْ عُرْوَةَ الْمُزَنِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رض بِهٰذَا الْحَدِيْثِ .

এতে আ'মাশের এক শিষ্য আবদুর রহমান ইবনে মাগরা থেকে উরওয়া মুযানী হওয়ার সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। অতএব, আ'মাশের অন্যান্য শিষ্য যেমন ঃ ওয়াকী', যাইদা এবং আবদুল হামীদ হিম্মানী যদিও উরওয়া কে তা স্পষ্ট ভাষায় বলেননি, তা সত্ত্বেও কোন একজন শিষ্যের সুস্পষ্ট বিবরণ দ্বারা জানা গেল, অন্যদের রেওয়ায়াতেও উরওয়া দ্বারা উরওয়া মুযানী উদ্দেশ্য, অন্য উরওয়া নন। বস্তুত, উরওয়া মুযানী হলেন অজ্ঞাত। অতএব, এই হাদীসটি এই দ্বিতীয় সূত্রে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, এটিও প্রামাণ্য নয়। কারণ, উরওয়া মুযানী অজ্ঞাত থাকার কারণে হাদীসটি দূর্বল। তিনি যে দুর্বল, তার প্রমাণ ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তানের উক্তি প্রমাণ। ইমাম আবু দাউদ র. বলেন– قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ اِلٰى قَوْلِهِ اِنَّمَا شِبْهُ لَاشَيْئَ

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তানের উক্তি বর্ণনা করে ইমাম আবু দাউদ র.-এর এ হাদীসটিকে দ্বিতীয় সূত্রে দুর্বল সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رض সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি দুর্বল। কারণ, উরওয়া মুযানী আবদুর রহমান ইবনে মাগরা-আ'মাশ সূত্রে বর্ণিত সুস্পষ্ট বিবরণই প্রমাণ। কারণ, উরওয়া মুযানী অজ্ঞাত। কাজেই হাদীস দুর্বল। উরওয়া ইবনে যুবাইর রা. হলে তার থেকে হাবীবের শ্রবণ নেই। অতঃপর, গ্রন্থকার উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে হাবীবের না শোনার উপর সাওরী র.-এর উক্তি দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, ইমাম তিরমিযী র. বলেছেন, হাবীব ইবনে আবু সাবিত র. উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে শুনেননি। কিন্তু ইমাম আবু দাউদ র. স্বীকার করেছেন যে, হাবীব উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে শুধু একটি সহীহ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন– وَرُوِىَ عَنِ الثَّوْرِيِّ اَنَّهُ قَالَ مَاحَدَّثَنَا حَبِيْبٌ اِلَّا عَنْ عُرْوَةَ الْمُزَنِيِّ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

وَقَدْ رَوٰى حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رض حَدِيْثًا صَحِيْحًا .

থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত ইবারতের উদ্দেশ্যে এই হাদীসে অন্য সূত্রে যে রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে তার উপর প্রশ্ন উত্থাপন করান।

প্রথম সূত্র ঃ অর্থাৎ, ইবরাহীম তাইমী র.-এর সূত্রের উপর যে প্রশ্ন হয়েছে, এর উত্তর দেয়া হয়েছে। বাকী রইল দ্বিতীয় সনদের উপর যে সমস্ত ধারাবাহিক প্রশ্ন অব্যাহত আছে, সেগুলো ভাল করে বুঝতে হবে।

দ্বিতীয় সূত্রের উপর প্রশ্নের সারনির্যাস হল, এখানে উরওয়া দ্বারা উরওয়া ইবনে যুবাইর উদ্দেশ্য নয়, বরং উরওয়া মুযানী উদ্দেশ্য। তিনি হলেন অজ্ঞাত। আর যদি উরওয়া ইবনে যুবাইর উদ্দেশ্য হয়, তবে হাবীব উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে কিছু শুনেননি।

✪ আমরা এক জবাবে বলব, আবু দাউদ র.-এর রেওয়ায়াতে আ'মাশের শিষ্য ওয়াকী' যদিও উরওয়া ইবনে যুবাইর স্পষ্ট ভাষায় বলেননি। কিন্তু ইবনে মাজাহর রেওয়ায়াতে (পৃষ্ঠা ঃ ৩৮) ওয়াকী' সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। দেখুন-

قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِى ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قُلْتُ مَنْ هِىَ اِلَّا اَنْتِ؟ فَضَحِكَتْ ـ

এখানে ওয়াকী' সুস্পষ্ট ভাষায় উরওয়া ইবনে যুবাইর বলেছেন।

✪ বাকি রইল, আবু দাউদের রেওয়ায়াতে আ'মাশের অন্যান্য ছাত্র। যেমন ঃ যাইদা, আবদুল হামীদ হিম্মানী উরওয়া ইবনে যুবাইর বলেননি।

✪ এর উত্তরে আমরা বলব মুহাদ্দিসীনে কিরামের রীতি হল, যখন দুই রাবীর একই নাম হয় এবং উভয় জন সমানভাবে প্রসিদ্ধ হন, তখন একজনকে অপরজন থেকে পৃথক করার জন্য উভয় নামের সাথে পিতার নাম অথবা অন্য কোনো গুণ উল্লেখ করেন। আর যদি একজন অধিক প্রসিদ্ধ, অপরজন অপ্রসিদ্ধ হন, তবে প্রসিদ্ধজনকে নিসবত ও গুণ ছাড়া উল্লেখ করেন। আর অপ্রসিদ্ধজনকে নিসবত এবং গুণসহ উল্লেখ করেন। বস্তুতঃ মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট উরওয়া ইবনে যুবাইর প্রসিদ্ধ। এজন্য অধিকাংশ সময় তাঁদের রীতি অনুসারে নিসবত ও গুণ ছাড়াই তাঁর নাম উল্লেখ করেন। কাজেই যাইদা ও আবদুল হামীদ হিম্মানী এ রীতি অনুসারেই উরওয়া নিসবত ও গুণ ছাড়া উল্লেখ করেছেন। অতএব, এতে উরওয়া ইবনে যুবাইর না হওয়া বরং উরওয়া মুযানী হওয়া আবশ্যক নয়। অতএব, ইবনে মাজাহতে ওয়াকী' র.-এর রেওয়ায়াতে উরওয়া ইবনে যুবাইর উদ্দেশ্য হওয়া নির্ধারিত। তাই এখানেও যাইদা প্রমুখের রেওয়ায়াতে উরওয়া ইবনে যুবাইরই উদ্দেশ্য হবে।

ওয়াকী' আ'মাশের একজন শক্তিশালী শিষ্য। আবদুর রহমান ইবনে মাগরা যে আবু দাউদের রেওয়ায়াতে উরওয়া মুযানী স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, এটি ধর্তব্য হবে না। কারণ, তিনি আ'মাশের দুর্বলতম শিষ্য। তার সম্পর্কে আলী ইবনে মাদীনী র. বলেন ঃ

لَيْسَ بِشَيْئٍ كَانَ يَرْوِىْ عَنِ الاَعْمَشِ سِتَّمِائَةِ حَدِيْثٍ تَرَكْنَاهُ وَقَالَ ابْنُ عَدِيِّ اَنَا اَنْكَرْتُ عَلَى اَبِى زُهَيْرٍ (وَهُوَ كُنْيَتُهُ) هٰذِهِ اَحَادِيْثُ يَرْوِيْهَا عَنِ الاَعْمَشِ لاَيَتَابَعُ عَلَيْهَا الثِّقَاتُ وَلَهُ مِنْ غَيْرِ الاَعْمَشِ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الضُّعَفَاءِ الَّذِيْنَ يَكْتُبُ اَحَادِيْثَهُمْ وَقَالَ اَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَهْرَانَ كَانَ صَاحِبَ سَمَرٍ وَقَالَ السَّاجِيُّ مِنْ اَهْلِ الصِّدْقِ وَفِيْهِ ضُعْفٌ ـ

উলামায়ে কিরামের এত সমালোচনা ও আপত্তি যে আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে, তার উক্তি কিভাবে ধর্তব্য হয়? বিশেষত যখন ওয়াকী'র ন্যায় শক্তিশালী বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করেন। ওয়াকী'এর বিরুদ্ধে সাধারণ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিবরণও তো গ্রহণযোগ্য নয়। সেখানে একজন দুর্বলতম রাবী'র বিরোধিতা ধর্তব্য হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

তাছাড়া, আবদুর রহমান ইবনে মাগরার রেওয়ায়াতে আ'মাশ যে বলেছেন–

اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَصْحَابٌ لَنَا عَنْ عُرْوَةَ الْمُزَنِيِّ ـ

যদি তাতে বাস্তবেই উরওয়া আল মুযানী উদ্দেশ্য হয়, যিনি দুর্বলও আবার অজ্ঞাতও, তবে আ'মাশের ন্যায় সুমহান মুহাদ্দিস যাদের থেকে বর্ণনা করলেন তারাও সুমহানই হবেন। এরূপ উঁচু পর্যায়ের মুহাদ্দিসীনে কিরামের পক্ষ্যে উরওয়া মুযানীর ন্যায় দুর্বল ও অজ্ঞাত রাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করা কি সম্ভব?

অতএব, বুঝা গেল, আ'মাশের উস্তাদ এসব মুহাদ্দিস উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকেই হাদীস বর্ণনা করেন, মুযানী থেকে নয়।

এমনিভাবে এ হাদীসে একটি বাক্য রয়েছে– قَالَتْ مَنْ هِيَ اِلَّا اَنْتَ فَضَحِكَتْ

এটি প্রমাণ করছে এই উরওয়া ইবনে যুবাইর, মুযানী নন। কারণ, এ ধরনের কথোপকথন এরূপ ব্যক্তির সাথেই হতে পারে, যার সাথে হযরত আয়েশা রা. এর ঘনিষ্ঠ ও অকৃত্রিম সম্পর্ক আছে। বস্তুতঃ এরূপ সম্পর্ক তাঁর শুধু উরওয়া ইবনে যুবাইরের সাথেই। কারণ, তিনি তাঁর ভাগ্নে। উরওয়া মুযানীর সাথে তাঁর এরূপ কোন সম্পর্ক নেই। অতএব, এরূপ সাহসিকতার সাথে তাঁর সাথে কথা বলার প্রশ্নই আসে না।

ইমাম আবু দাউদ র. সাওরী র. থেকে বর্ণনা করেন– روى শব্দে, মাজহুলের সীগায়। এখানে বর্ণনাকারীর উল্লেখ নেই। হাবীব ইবনে আবু সাবিত উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণনা করেননি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

✪ উত্তরে আমরা বলব, স্বয়ং আবু দাউদ র. স্বীকার করছেন যে, হাবীব একটি সহীহ হাদীস উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন। অতএব, হাবীবের সাথে উরওয়ার সাক্ষাৎ ঘটেছে। অথচ, হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য শুধু সাক্ষাতের সম্ভাবনাই যথেষ্ট। ইমাম মুসলিম র. মুকাদ্দমায় এর উপর ইজমা বর্ণনা করেছেন।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ ذَالِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ এ ব্যাপারে অবকাশ

١ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَنَفِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَدِمْنَا عَلٰى نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ كَاَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ! مَا تَرٰى فِىْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ ﷺ هَلْ هُوَ اِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ اَوْ بَضْعَةٌ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَجَرِيْرٌ الرَّازِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ رض ـ

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيْثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرْجِمْ - اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُو دَاوُدَ رح - اُذْكُرْ نُبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا طَلْقٍ رض

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ -

হাদীস ঃ ১। মুসাদ্দাদ............ হযরত কায়েস ইবনে তাল্ক র. থেকে তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত, তালক রা. বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলাম। এমনি সময় এক ব্যক্তি আসল। মনে হল যেন সে বেদুইন। সে জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রাসূল! উযু করার পর কোন লোকের নিজ পুরুষাংগ স্পর্শ করার ব্যাপারে আপনার মত কি?' তিনি বললেন– সেটা তো তার দেহের গোশতের একটি টুকরা মাত্র।

আবু দাউদ বলেন, এই হাদীসটি কায়েস ইবনে তাল্ক থেকে মুহাম্মদ ইবনে জাবির সূত্রে হিশাম ইবনে হাস্সান, সুফিয়ান সাওরী, শো'বা, ইবনে উয়াইনা এবং জারীর আর-রাযীও বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَجَرِيْرُ الرَّازِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ -

এ উক্তিটি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র. এর বিশেষ কোন উদ্দেশ্য বুঝা যায় না। শুধু এতটুকু বুঝা যায়, হয়তো তিনি উপরোক্ত হাদীসটিকে দু'কারণে দুর্বল সাব্যস্ত করতে চান।

১. তাল্ক ইবনে আলীর উপরোক্ত হাদীসটি তাঁরাও মুহাম্মদ ইবনে জাবির থেকে বর্ণনা করেছেন। বস্তুতঃ মুহাম্মদ ইবনে জাবির দুর্বল রাবী।

২. মুহাম্মদ ইবনে জাবির এটি কায়েস ইবনে তাল্ক থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে عَنْ اَبِيْهِ বলেননি। অর্থাৎ, قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ عَنْ اَبِيْهِ বলে তাঁর পিতার সূত্র উল্লেখ করেননি। যেমনটি আবদুল্লাহ ইবনে বদর, কায়েস ইবনে তাল্ক থেকে বর্ণনার সময় বলেছেন। অর্থাৎ, عَنْ اَبِيْهِ উল্লেখ করেছেন।

○ এ হাদীসটি সম্পর্কে মিশকাত গ্রন্থকার শায়খ ওলীউদ্দিন র. শায়খ মুহিউসসুন্নার উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, তাল্ক ইবনে আলীর হাদীস রহিত। এর কারণ, হযরত আবু হোরায়রা রা. তাল্ক ইবনে আলীর পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। হযরত আবু হোরায়রা রা. এর হাদীসে ওযু করার নির্দেশ রয়েছে।

অবশ্য তাঁর এ রহিত হবার দাবি যথার্থ নয়। বরং ব্যাপারটি-এর বিপরীতও হতে পারে।

মহিলাকে স্পর্শ করার কারণে উযূ

মহিলাকে স্পর্শ করার কারণে উযু– এটিও একটি মহাবিতর্কিত বিষয়। এ বিষয়ে ইখতিলাফ সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ হল যে,

১. হানাফীগণ মহিলা স্পর্শকে সাধারণভাবে উযু ভঙ্গের কারণ বলেন না। হ্যাঁ, যদি স্ত্রীমিলন হয় তবে সেটা ভিন্ন ব্যাপার।

২. এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফিঈ র.-এর যে উক্তিটির উপর ফত্ওয়া, সেটি হচ্ছে মহিলা স্পর্শ সাধারণভাবে উযু ভঙ্গের কারণ। চাই ছোট মেয়ে হোক অথবা বড়, মাহরাম হোক কিংবা গায়রে মাহরাম, যৌন আবেদনের সাথে স্পর্শ হোক অথবা তা ছাড়া। এমনকি কোন কোন শাফিঈ মতাবলম্বী লিখেছেন–

حَتّٰى اِذَا لَطَمَهَا اَوْ دَاوٰى جُرْحَهَا اِنْتَقَضَ وُضُوْئُهُ -

অর্থাৎ, যদি কেউ মহিলাকে চড়-থাপ্পড় দেয় অথবা তার জখমের চিকিৎসা করে তবেও তার উযু ভেঙ্গে যাবে। অবশ্য শাফিঈদের নিকট শুধু একটি শর্ত আছে, সেটি হচ্ছে আবরণহীনভাবে সম্পর্শ করা।

৩. ইমাম মালিক র.-এর নিকট তিনটি শর্তের সাথে তা উযু ভঙ্গের কারণ–

ক. মহিলা বয়স্কা হতে হবে।

খ. পর মহিলা তথা মাহরাম না হতে হবে।

গ. যৌন আবেদন সহকারে স্পর্শ করতে হবে।

৪. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. থেকে আল্লামা ইবনে কুদামা র. তিনটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করছেন।

ক. হানাফীদের অনুরূপ,

খ. শাফিঈদের অনুরূপ,

গ. মালিকীদের অনুরূপ।

তাদের নিকট এ বিষয়ে কোন হাদীস নেই, বরং তাদের প্রমাণ হল, কুরআনের আয়াত– أَوْلَامَسْتُمُ النِّسَاءَ। তাঁরা এটাকে হাতে স্পর্শ করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরেন। এর জন্য হামযা এবং কিসাঈর কিরাআত أَوْلَمَسْتُمْ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। তাঁরা বলেন, لَمْس শব্দটির প্রয়োগ হাতে স্পর্শ করার ক্ষেত্রেই হয়। তাছাড়া ইবনে মাসউদ ও ইবনে উমর রা.-এর আছর দ্বারা তাঁরা প্রমাণ পেশ করেন।

এর বিপরীতে উযু ওয়াজিব না হওয়ার উপর হানাফীদের দলীল নিম্নরূপ–

১. তিরমিযীতে বর্ণিত হযরত আয়েশা রা.-এর হাদীস–

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثم خَرَجَ إِلَى الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ـ

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন অর্ধাঙ্গিনীকে চুম্বন করেছিলেন। অতঃপর উযু না করে নামাযের জন্য বেরিয়ে পড়েছিলেন।' (১/২৫)

এর সনদের উপর বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী সময়ে হবে।

২. সহীহ বুখারীতে (১/১৬১) ও মুসলিমে (১/১৯৮) হযরত আয়েশা রা.-এর রেওয়ায়াতে আছে– لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّى وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِى فَضَمَمْتُهَا إِلَىَّ ثم يَسْجُدُ

'আমি তাহাজ্জুদের সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে শুয়ে থাকতাম। তিনি যখন সিজদা করতেন তখন আমাকে নাড়া দিতেন। আমি তখন পা সরিয়ে নিতাম।'

✪ এর উত্তরে হাফিজ ইবনে হাজার র.-এর এই উক্তি যে, 'এটা ছিল আবরণ সহ স্পর্শ, লৌকিকতা ছাড়া আর কিছু নয়।

৩. সুনানে নাসাঈতে হযরত আয়েশা রা.-এর হাদীস–

عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُصَلِّى وَإِنِّى لَمُعْتَرِضَةٌ اِعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ حَتّٰى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِى بِرِجْلِهِ ـ

– নাসাঈ ঃ ১/৩৮

'আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তেন আর আমি সামনে লম্বালম্বিভাবে জানাযার ন্যায় শুয়ে থাকতাম। অতঃপর তিনি যখন বিতর পড়ার জন্য মনস্থ করতেন তখন তাঁর পায়ে আমাকে স্পর্শ করতেন।'

৪. হযরত আয়েশা রা. থেকেই সহীহ মুসলিম ঃ ১/১৯২ بَابُ مَا يُقَالُ فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ -এ একটি হাদীস আছে–

عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ فَقَدتُّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الفِرَاشِ فَالتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِى عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ وَهُوَ فِى المَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ اللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ـ

'হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে আমি আমার বিছানা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হারিয়ে ফেললাম। অতঃপর আমি তাঁকে তালাশ করলাম। তখন আমার হাত পড়ল তাঁর পায়ের তালুতে। তিনি তখন ছিলেন মসজিদে। তাঁর পদযুগল ছিল খাড়া। তিনি তখন দু'আ পড়ছিলেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ـ

'আয় আল্লাহ! আমি তোমার অসন্তুষ্টি হতে তোমার সন্তোষের আশ্রয় গ্রহণ করছি।' –নাসাঈ ঃ ১৩৮

৫. আল্লামা হায়সামী র. 'মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ' ঃ ১/২৪৭, بَابُ فِى مَنْ قَبَّلَ أَوْ لاَمَسَ তে 'মু'জামে তাবারানী আওসাতে'র বরাতে হযরত আবূ মাসউদ আনসারী রা. থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন–

إِنَّ رَجُلاً اَقْبَلَ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاسْتَقْبَلَتْهُ إِمْرَأَتُهُ فَأَكَبَّ عَلَيْهَا فَتَنَاوَلَهَا فَأَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَلَمْ يَنْهَهُ ـ

'এক ব্যক্তি নামাযের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তখন তার স্ত্রী সামনের দিক থেকে তার কাছে এগিয়ে এলে লোকটি স্ত্রীর গায়ে পড়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। অতঃপর লোকটি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এ বিষয়ে আলোচনা করল। কিন্তু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এ ব্যাপারে নিষেধ করলেন না।'

এর সনদে লাইস ইবনে আবূ সুলাইম নামক একজন রাবী মুদাল্লিস। কিন্তু অন্যান্য হাদীসের বর্তমানে এটা সুনিশ্চিতরূপে মোটেও ক্ষতিকর নয়।

৬. 'মু'জামে তাবারানী আওসাতে' হযরত উম্মে সালামা রা.-এর রেওয়ায়াতে আছে–

قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ ثم يَخْرُجُ إِلَى الصَّلٰوةِ لاَ يُحْدِثُ وُضُوءً ـ

'তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুমু খেতেন। অতঃপর নতুন উযূ না করে নামাযের জন্য বেরিয়ে পড়তেন।'

এর সনদে একজন রাবী আছেন ইয়াযীদ ইবনে সিনান আর-রাহাভী। ইমাম আহমদ, ইয়াহইয়া, ইবনুল মাদীনী র. তাঁকে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু ইমাম বুখারী, ইমাম আবূ হাতিম, মারওয়ান ইবনে মু'আবিয়া র. তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। মোটকথা, এরূপ প্রচুর রেওয়ায়াতের বর্তমানে হানাফীদের মাযহাব প্রাধান্যপ্রাপ্ত।

শাফিঈ মতাবলম্বী প্রমুখের প্রমাণাদির উত্তরে আমরা বলব– أَوْلاَمَسْتُمْ. দ্বারা সহবাসের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যার প্রমাণ হল, এই আয়াতের আসল উদ্দেশ্য হল, তায়াম্মুমের বিবরণ এবং এ কথা বলা যে, তায়াম্মুম ছোট নাপাকী এবং বড় নাপাকী উভয়টির কারণেই হতে পারে।

أَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ (অথবা তোমাদের কেউ যখন পায়খানা থেকে বেরিয়ে আসে।) দ্বারা ছোট নাপাকীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আর বড় নাপাকীর জন্য أَوْلاَمَسْتُمْ ইঙ্গিতমূলক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে (নিসা ঃ ৪৩)। যদি أَوْ لاَ مَسْتُمْ কেও ছোট নাপাকীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরা হয়, তাহলে আয়াতটি বড় নাপাকীর বিবরণ থেকে শূন্য হয়ে যাবে।

তাছাড়া لاَمَسْتُمُ শব্দটি بَابُ مُفَاعَلَة থেকে এসেছে, যেটি ক্রিয়ায় উভয় পক্ষ থেকে অংশীদারিত্ব বুঝায়। এই অংশীদারিত্ব সহবাস ও স্ত্রী মিলনেই হতে পারে। বাকী রইল, সে কিরাআত যেটিতে لَمَسْتُمُ শব্দ এসেছে। সেটিও সহবাসের দিকে ইঙ্গিত। এ কারণেই হাফিজ ইবনে জারীর র. প্রমুখ সহীহ সনদে হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, এখানে উদ্দেশ্য হল সহবাস। হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর প্রমাণে অন্য একটি আয়াত- وَاِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ (যদি তোমরা তাদেরকে সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দাও) পেশ করেছেন যে, এখানে সর্বসম্মতিক্রমে সহবাস উদ্দেশ্য, হাতে স্পর্শ করা উদ্দেশ্য নয়। অতএব, যেরূপভাবে مَسّ শব্দটি দ্বারা সহবাসের দিকে ইঙ্গিত হতে পারে, এরূপভাবে হতে পারে لَمس দ্বারাও। বিশেষতঃ উপরোল্লেখিত সেসব হাদীসের বর্তমানে, যেগুলো স্পর্শের পরে উযু না করা বুঝায়।

✪ এবার থাকল ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর রা. প্রমুখের আছর দ্বারা প্রমাণের বিষয়টি। এর উত্তর হল, এগুলোর সনদ শক্তিশালী নয়।

দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য স্পষ্ট সহীহ হাদীসের বিপরীত হওয়ার কারণে প্রামাণ্য ও নয়। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যদি مُلاَمَسَة অথবা لَمس দ্বারা হাতে স্পর্শ করা বুঝাতো তাহলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনে কোন একটি ঘটনা এরূপ পাওয়া যাওয়ার কথা ছিল, যাতে তিনি মহিলাকে স্পর্শ করার কারণে উযু করেছেন কিংবা এর নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ পুরো হাদীস ভাণ্ডারে এরূপ একটি দুর্বল রেওয়ায়াতও পাওয়া যায় না।

হযরত তাল্ক রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি ঃ নাম তাল্ক। পিতার নাম আলী, দাদা তাল্ক, পরদাদা আমর। কেউ কেউ বলেছেন, তাল্ক ইবনে কায়েস ইবনে আমর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আবদুল উয্যা ইবনে সুহাইম ইবনে মুররা রাবাঈ, হানাফী সুহাইমী।

তিনি হলেন, কায়েস ইবনে তাল্কের পিতা। তিনি ইয়ামামা থেকে প্রতিনিধি দলের সাথে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন।

তিনি বলেন, আমরা একটি প্রতিনিধি দল রাসূলে আকরাম সা.-এর দরবারে এসে তাঁর হাতে বায়আত হই এবং তাঁর সাথে নামায পড়ি। আমরা তাঁকে বলি, আমাদের এলাকায় গীর্জা আছে এবং তাঁর নিকট থেকে আমরা তাঁর ওযুর অবশিষ্ট পানি কামনা করি। তখন তিনি পানি আনিয়ে ওযু করেন ও কুলি করেন। অতঃপর সে পানি তিনি একটি পাত্রে ঢেলে দেন। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, তোমরা যখন তোমাদের দেশে যাবে তখন তোমাদের গীর্জা ভেঙ্গে ফেলো। এ পানি দিয়ে সেটি ধুয়ে ফেলো এবং এটিকে মসজিদ বানিয়ে ফেলো। আমরা দেশে এসে তাই করলাম কে সে স্থানটি ধুয়ে ফেললাম এবং সে স্থানটিকে মসজিদ বানিয়ে ফেললাম। আমাদের রাহিব ছিল তাঈ গোত্রের একলোক। তিনি আযান শুনে বললেন, এটি সত্যের দাওয়াত। অতঃপর আমাদের একটি টিলার দিকে তিনি এগিয়ে আসলেন। পরবর্তীতে তাকে আর আমরা দেখলাম না।

তাল্ক ইবনে আলী থেকে আরেকটি হাদীস বর্ণিত আছে– নবী করীম সা. ইরশাদ করেছেন এটি (পুরুষাঙ্গ) দেহের একটি অংশমাত্র।

এ হাদীসটি ছাড়া তার থেকে আরও হাদীস বর্ণিত আছে।

–দ্রষ্টব্য ঃ ইসাবা ঃ ২/২৪০, উসদুল গাবাহ ঃ ৩/৯১–৯৩, ইকমাল ঃ ৬০১

بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ اللَّحْمِ النِّيءِ وَغَسْلِهِ

অনুচ্ছেদ : কাঁচা গোশত স্পর্শ করে ওযূ করা এবং হাত ধৌত করা

١ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ الْمَعْنَى قَالُوا ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ الْجُهَنِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ قَالَ هِلَالٌ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضـ وَقَالَ أَيُّوبُ وَعَمْرُو رضـ أُرَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضـ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِغُلَامٍ يَسْلُخُ شَاةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ تَنَحَّ أُرِيكَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِبِطِ ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ زَادَ عَمْرُو فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي لَمْ يَمَسَّ مَاءً وَقَالَ عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّمْلِيِّ ـ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادَةَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِلَالٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا لَمْ يَذْكُرْ أَبَا سَعِيدٍ ـ

اَلسُّؤَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرْجِمْ ـ وَضِّحِ السَّنَدَ وَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رح ـ مَا الْمُرَادُ بِتَرْجَمَةِ الْبَابِ؟ وَمَا مُنَاسَبَةُ الْحَدِيثِ بِهَا؟

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ـ

হাদীস : ১ । মুহাম্মদ ইবনে আলা........ হযরত আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বালকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তখন একটি বকরীর চামড়া খুলছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন– তুমি সরে যাও, আমি তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরীর চামড়া ও গোশতের মধ্য দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। এমনকি তাঁর হাত বগল পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে গেল। সেখান থেকে গিয়ে তিনি নামায পড়ালেন, কিন্তু উযু করলেন না। 'আমর তার বর্ণিত হাদীসে আরো বলেন, 'আর তিনি পানি স্পর্শ করলেন না এবং আমর তার রেওয়ায়াতে বলেছেন, عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّمْلِيِّ ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, এটি আবদুল ওয়াহিদ ইবনে যিয়াদা ও আবু মুয়াবিয়া, হিলাল, আতা, নবী করীম সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ, আতা আবু সাঈদের নাম উল্লেখ না করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 'মুরসাল' রূপে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

وَقَالَ عَنْ هِلَالٍ (وَهُوَ هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ الْوَاقِعُ فِي أَثْنَاءِ السَّنَدِ تِلْمِيذُ عَطَاءٍ) لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ـ

اعلمه–শব্দের যমীরে মাফউল হয়তো হাদীসের দিকে ফিরেছে, অথবা আতার দিকে। উভয় সম্ভাবনা আছে। আবু সাঈদের উল্লেখে তাঁর ইয়াকীন নয়, বরং ধারণা রয়েছে। কারণ, প্রথম সম্ভাবনার ছুরতে অর্থ হবে, আমার ইয়াকীন নয় যে, এ হাদীসটি আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন কি না। দ্বিতীয় সম্ভাবনার ছুরতে অর্থ হবে আমার আতা সম্পর্কে ইয়াকীন নেই যে, তিনি এ হাদীসটি আবু সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন কি না। কিন্তু ইবনে

হাব্বানের রেওয়ায়াতে দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, এ হাদীসটি আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। এমতাবস্থায় হাদীসটি মুত্তাসিল হয়ে যাবে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য

ইমাম চতুষ্ঠয় ও সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের কারো মতে শরঈ অথবা আভিধানিক উযু ওয়াজিব নয়। অতএব, গ্রন্থকার এ শিরোনাম কেন কায়েম করেছেন?

✪ উত্তর হল– কোন কোন তাবিঈ যেমন, সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব, হাসান বসরী ও আতা র. থেকে উযুর কথা বর্ণিত আছে। কাজেই গ্রন্থকার তাঁদের মত খণ্ডনের উদ্দেশ্যে এই অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন।

এ হাদীসে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা.-এর বিবরণ দ্বারা বুঝা গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁচা চামড়া ছাড়ানোর জন্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর চামড়া ছিলে নতুন উযু না করে এবং হাত না ধুয়ে মসজিদে তাশরীফ নিয়ে যান এবং নামাযের ইমামতি করেন। ফলে বুঝা গেল কাঁচা গোশত স্পর্শ করলে শরঈ উযুর প্রয়োজন নেই এমনকি হাত ধোয়ারও প্রয়োজন নেই।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَيُّوبُ وَعَمْرٌو - তাঁরা দু'জন ইমাম আবু দাউদ র. এর উস্তাদ।

أُرَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ এখানে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আবু সাঈদ রা. এর উল্লেখ ইয়াকীনী নয়।

زَادَ عَمْرٌو وَفِي حَدِيثِهِ يَعْنِي لَمْ يَمَسَّ مَاءً وَقَالَ عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونِ الرَّمْلِيِّ -

ইমাম আবু দাউদ র.এর উদ্দেশ্য এ হাদীসে স্বীয় তিনজন উস্তাদের মধ্যকার তিন ধরনের ইখতিলাফের বিবরণ দান।

✪ এক উস্তাদ আমর ইবনে উসমান হিমসী এতে وَلَمْ يَتَوَضَّأْ শব্দের পর وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً শব্দ যুক্ত করেছেন। যদ্বারা আমর ইবনে উসমানের উদ্দেশ্য শরয়ী ওযু নয়, বরং আভিধানিক ওযু অস্বীকার করা। কিন্তু আইউব ও মুহাম্মদ ইবনে আলা لَمْ يَمَسَّ مَاءً বাক্য সংযুক্ত করেননি। সম্ভবত তাঁদের দু'জনের উদ্দেশ্য শরঈ ওযুকে অস্বীকার করা। এ হল একটি পার্থক্য।

✪ আরেকটি পার্থক্য হল, আমর ইবনে উসমান হিলাল থেকে রেওয়ায়াতের সময় عَنْ উল্লেখ করেছেন। আইউব ও মুহাম্মদ রেওয়ায়াত করেছেন أَخْبَرَنَا শব্দে।

✪ তৃতীয় পার্থক্য হল, আমর ইবনে উসমান হিলালকে 'রামালী' সিফাতসহ উল্লেখ করেছেন। আর আইউব ও মুহাম্মদ 'জুহানী' সিফাতসহ উল্লেখ করেছেন। অবশ্য এই ইখলিতাফের কোন বিশেষ প্রভাব হাদীসের শুদ্ধতা ও দুর্বলতায় পড়বে না। এটি একটি শাব্দিক আলোচনা।

কোন কোন রেওয়ায়াতে হিলালকে 'হুযালী'ও বলা হয়েছে।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادَةَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِلَالٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا سَعِيدٍ -

এখানে ইমাম আবু দাউদ র. হিলাল থেকে বর্ণনাকারী দু'জন উল্লেখ করেছেন ঃ আবদুল ওয়াহিদ ইবনে যিয়াদা ও আবু মু'আবিয়া। কাজেই পরবর্তী ইবারত وَلَمْ يَذْكُرْ এর স্থলে وَلَمْ يَذْكُرَا দ্বিবচন হওয়া উচিত ছিল।

এ উক্তির সারনির্যাস হল, এ হাদীসটি যেমন হিলাল আতা ইবনে ইয়াযীদ লাইসী থেকে বর্ণনা করেছেন, তেমনিভাবে হিলালের দুই শিষ্য হিলাল সূত্রে আতা থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মুরসালরূপে রেওয়ায়াত করেছেন। কারণ, তাঁদের দু'জনের সনদে আবু সাঈদের উল্লেখ নেই।

بَابٌ فِى تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

অনুচ্ছেদ ঃ আগুন স্পর্শকৃত জিনিস স্পর্শ করার পর উযূ না করা

٢. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ الْمَعْنَى قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبِى صَخْرَةَ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رض قَالَ ضِفْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوِىَ وَأَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَجُزُّ لِى بِهَا مِنْهُ قَالَ فَجَاءَ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلٰوةِ، قَالَ فَأَلْقَى الشَّفْرَةَ، وَقَالَ مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ، وَقَامَ يُصَلِّى - وَزَادَ الْأَنْبَارِيُّ وَكَانَ شَارِبِى وَفِى فَقَصَّهُ لِى عَلٰى سِوَاكٍ أَوْ قَالَ أَقُصُّهُ لَكَ عَلٰى سِوَاكٍ -

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرْجِمْ - مَا الْمُرَادُ بـ "هٰذَا آخِرُ الْأَمْرَيْنِ؟" وَمَا الْمَقْصُودُ بِقَالَ أَبُو دَاوُدَ؟ أُذْكُرْ مَذَاهِبَ الْأَئِمَّةِ فِى الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ مُدَلَّلًا وَمُرَجِّحًا - أُذْكُرْ نُبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض -

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ -

হাদীস ঃ ২। উসমান...... হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেহমান হলাম। তিনি নির্দেশ দিলেন একটি বকরীর উরু ভুনা করতে। উরুর অংশ ভুনা করা হলে তিনি ছুরি নিলেন ও আমার জন্য গোশত কাটতে লাগলেন। এমন সময় বিলাল রা. এসে তাঁকে নামাযের কথা অবহিত করলে তিনি ছুরি ফেলে দিয়ে বললেন– কি হল তার! তার উভয় হাত ধূলিময় হোক! তারপর গিয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন। আম্বারী র.-এর বর্ণনায় আরো আছে– 'আমার গোঁফ বড় হয়ে গিয়েছিল। তিনি আমার গোঁফের নীচে একটি মেসওয়াক রেখে তা ছেঁটে দিলেন।' অথবা বললেন– 'মেসওয়াকের ওপর রেখে আমি তোমার গোঁফ ছেঁটে দেব।'

ইমাম আবূ দাউদ র.-এর উক্তি

زَادَ الْأَنْبَارِيُّ وَكَانَ شَارِبِى وَفِى فَقَصَّهُ لِى أَوْ أَقُصُّهُ لَكَ عَلٰى سِوَاكٍ -

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, আমার উস্তাদ সুলাইমান আমবারী স্বীয় হাদীসে وَكَانَ شَارِبِى শব্দ যুক্ত করেছেন। কিন্তু সুলাইমান আমবারীর রেওয়ায়াতে وَكَانَ شَارِبِى وَفِى এর পর কোন কোন রাবীর সন্দেহ হয়ে গেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মোচ ছাটা হয়েছিল কিনা। নাকি ভবিষ্যতে ছাটার জন্য বলেছেন। অতঃপর মোচ ছাটা হয়েছিল কি না– এর উল্লেখ নেই।

٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ أَبُو عِمْرَانَ الرَّمْلِيُّ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رضـ قَالَ كَانَ أُخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ تَرْكُ الْوُضُوْءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهٰذَا اِخْتِصَارٌ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ.

হাদীস ঃ ৬। মূসা.........হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'টি কাজের (আগুনে পাকানো জিনিস ভক্ষণ করে উযু করা অথবা না করা র.) শেষেরটি ছিল আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর উযু না করা।

আবু দাউদ র. বলেন, এ হাদীসটি প্রথমোক্ত হাদীসেরই সংক্ষিপ্তরূপ।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هٰذَا اِخْتِصَارٌ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ইমাম আবু দাউদ র. এর উদ্দেশ্য তাঁদের উক্তি রদ করা, যারা وَهٰذَا اٰخِرُ الْأَمْرَيْنِ দ্বারা وُضُوْءٌ مِمَّا مَسَّتْ -এর রহিত হওয়ার উপর প্রমাণ পেশ করেছেন। ইমাম আবু দাউদ র. বলতে চান, হযরত জাবির রা. এর উক্তি هٰذَا تَرْكُ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ এটি স্বতন্ত্র হাদীস নয়, বরং প্রথম হাদীসের সারসংক্ষেপ। প্রথম হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য, মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির র. এর হাদীস। যাতে রয়েছে- سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ قَرَّبْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُبْزًا وَلَحْمًا الْحَدِيثُ

هٰذَا اٰخِرُ الْأَمْرَيْنِ ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, উক্তিটি যেহেতু এ হাদীসের সারসংক্ষেপ এবং এই হাদীসের শেষ বিষয় আগুন স্পর্শকৃত জিনিস ব্যবহার করে উযু না করা সে মজলিসের শেষ কাজ, যাতে প্রিয়নবী সা. এর খেদমতে গোশ্ত রুটি পেশ করা হয়েছিল, ব্যাপক দু'টি কাজের শেষটি নয়, যার ফলে এ উক্তি দ্বারা وُضُوْءٌ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ এর হুকুম রহিত হয়। ইমাম বায়হাকী র. ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তির উদ্ধৃতি দানের পর বলেন–

إِنَّ الْمُصَنِّفَ رحـ اَشَارَ بِهٰذَا الْكَلَامِ إِلٰى اَنَّ مَنْ اِسْتَدَلَّ بِقَوْلِ جَابِرٍ رضـ هٰذَا عَلٰى نَسْخِ وُجُوبِ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ فَاسْتِدْلَالُهٗ بِهٰذَا الْقَوْلِ غَيْرُ سَدِيْدٍ، فَإِنَّ هٰذَا الْقَوْلَ لَا يَدُلُّ عَلٰى تَرْكِ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ كَانَ اٰخِرَ فِعْلِهٖ ﷺ مُطْلَقًا، بَلْ هٰذَا اِخْتِصَارٌ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ الَّذِي رَوَاهُ جَابِرٌ رضـ يَقُوْلُ قَرَّبْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُبْزًا وَلَحْمًا، فَأَكَلَ ثم دَعَا بِوَضُوْءٍ بِهَا ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ثم دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهٖ فَأَكَلَ ثم قَامَ إِلَى الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَهٰذَا يَدُلُّ عَلٰى أَنَّ تَرْكَ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ كَانَ اٰخِرَ الْأَمْرَيْنِ فِيْ ذَالِكَ الْمَجْلِسِ لَا مُطْلَقًا فَلَا يُسْتَدَلُّ بِهٖ عَلَى النَّسْخِ، لِأَنَّهٗ يُمْكِنُ أَنْ يَكُوْنَ قَوْلُهُ الْوُضُوْءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ بَعْدَ هٰذِهِ الْوَاقِعَةِ.

এর উপর আল্লামা সাহারানপুরী র. বলেন, এটা প্রমাণহীন ধারণা। কারণ, প্রথম বারে ওযু করার কারণ বোধ হয় কোন ওযুভঙ্গকারী বিষয় ছিল। গোশত রুটি খাওয়ার কারণে নয়। যদি গোশত রুটি খাওয়ার কারণে হত তবে একথা গ্রহণযোগ্য হত।

যদি আমরা কিছুক্ষণের জন্য মেনে নিই যে, ওযু একারণে ছিল, কিন্তু ওযু বর্জন ব্যাপক আকারে সর্বশেষ বিষয় ছিল না– এটা আমরা মানি না। আমাদের মতে, এটা ছিল ব্যাপক আকারে সর্বশেষ । যতক্ষণ পর্যন্ত সুনিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হবে না যে, এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগুনে স্পর্শকৃত জিনিস ভক্ষণ করে ওযু করেছেন, অথবা ওযুর নির্দেশ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে এ বিষয়টি প্রমাণিত নয়।

যদি আমরা কিছুক্ষণের জন্য মেনেও নেই যে, এ উক্তিটি প্রথম হাদীসের সারসংক্ষেপ তবুও এটি আমাদের জন্য ক্ষতিকর নয়। কারণ, মুহাক্কিক ইমামগণ আগুনে স্পর্শকৃত জিনিস ভক্ষণের পর ওযু রহিত হওয়ার উপর এ উক্তিটি দ্বারাই প্রমাণ পেশ করেছেন। শায়খ খলীল আহমদ সাহারানপুরী র. এ ব্যাপারে সুদীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা.-এর জীবনী

নাম ও পরিচয় ঃ তাঁর নাম জাবির। উপনাম আবু আবদুল্লাহ ও আবু আবদুর রহমান। পিতার নাম আবদুল্লাহ ইবনে আমর এবং মাতার নাম নাসীবাহ। তিনি খাযরাজ গোত্রের সুলাম শাখায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দাদা আমর একজন প্রভাবশালী গোত্রপতি ছিলেন।

জন্ম ঃ এ মহান সাহাবী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদীনায় হিজরতের পূর্বেই জন্মগ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণ ঃ হযরত জাবির রা.-এর বয়স যখন ১৮ বছর তখন তিনি তাঁর পিতার সাথে মক্কায় আগমন করে আকাবার দ্বিতীয় বায়আত গ্রহণের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। আবার কারো কারো মতে, প্রথম আকাবায় ৭ জন আগন্তুকর একজন হিসেবে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

জিহাদে অংশগ্রহণ ঃ হযরত জাবির রা. বয়সের স্বল্পতার কারণে বদর এবং উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর পিতা উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত অর্জন করার পর তিনি প্রায় সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন। তিনি মোট ১৭টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত আবু যুবাইর সূত্রে ইবনুল আসীর বর্ণনা করেন–

أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رضـ يَقُولُ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ سَبْعَ عَشَرَةَ غَزْوَةً .

বিশেষ গুণাবলী ঃ হযরত জাবির রা. খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণকে আহারের জন্য দাওয়াত দিয়েছিলেন। তিনি হযরত আলী ও মুয়াবিয়া রা.-এর বিরোধকালে হযরত আলী রা.-এর পক্ষ সমর্থন করেন। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ নামায দেরীতে পড়লে তিনি তার প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন। মসজিদে নববী থেকে তাঁর বাসা এক মাইল দূর হওয়া সত্ত্বেও তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতে আদায় করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হযরত জাবির রা.-এর যথেষ্ট মিল ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য প্রাণ খুলে বিশেষভাবে দোয়া করতেন।

হাদীসের খেদমত ঃ তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্যতম। তাঁর থেকে সর্বমোট ১৫৪০টি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ৬০টি এবং এককভাবে বুখারী ও মুসলিম ২৬টি করে বর্ণনা করেছেন। হযরত জাবির রা. দীর্ঘদিন পর্যন্ত মসজিদে নববীতে হাদীস শিক্ষাদান কার্যে লিপ্ত ছিলেন। বহু লোক তাঁর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ওফাত ঃ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তিনি ৯৪ বছর বয়সে উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিকের আমলে ৭৪ হিজরিতে ইনতিকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাকে সমাহিত করা হয়। –বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ইকমাল ঃ ৫৮৯, ইসাবা ঃ ১/২১৩ ইত্যাদি।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ ذَالِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ এ সম্পর্কে অবকাশ

١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ عَنِ الاَغَرِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوُضُوْءُ مِمَّا اِنْضَجَتِ النَّارُ.

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيْثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرْجِم. وَضِّحِ السَّنَدَ وَمَا قَالَ الاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رح.

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ.

হাদীস ঃ ১। মুসাদ্দাদ......... হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– আগুনে পাকানো জিনিস খেলে উযু করতে হবে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ زَيْدٌ دَلَّنِىْ شُعْبَةُ عَلٰى هٰذَا الشَّيْخِ.

ইমাম আবু দাউদ র. এর উদ্দেশ্য এদিকে ইঙ্গিত করা যে, মুতী' ইবনে রাশিদ নির্ভরযোগ্য। কারণ, যায়েদ ইবনে হুবাব র. বলেছেন ঃ دَلَّنِىْ شُعْبَةُ وَهَدَانِىْ اِلَى الشَّيْخِ শো'বা র. হাদীসের ইমাম। অতএব, তাঁর ন্যায় মনীষীর দিকনির্দেশনা এর প্রমাণ যে, মুতী দুর্বল নন এবং তাঁর বিষয়টিও অজানা নয়। যদি এমনটি হত তবে শো'বা র. সে শায়খ সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিতেন না। কিন্তু শো'বা স্বয়ং তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন না। ফলে তাঁর দুর্বলতাও বুঝা যায়। অন্যথায়, নিজে কেন রেওয়ায়াত করেন না।

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنَ النَّوْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ নিদ্রার কারণে উযু

٢- حَدَّثَنَا شَاذُّ بْنُ فَيَّاضٍ قَالَ ثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَنْتَظِرُوْنَ الْعِشَاءَ الاٰخِرَةَ حَتّٰى تَخْفِقَ رُؤُسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّوْنَ وَلَا يَتَوَضَّؤُوْنَ.

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَزَادَ فِيْهِ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا نَخْفِقُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِلَفْظٍ اٰخَرَ.

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيْثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثم تَرْجِمْ. هَلِ النَّوْمُ نَاقِضٌ لِلْوُضُوْءِ؟ بَيِّنْ مَذَاهِبَ الاَئِمَّةِ مَعَ الدَّلَائِلِ وَدَفْعِ التَّعَارُضِ بَيْنَ الاَحَادِيْثِ. اَوْضِحْ مَا قَالَ الاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رح.

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ.

হাদীস ঃ ২। শায............ হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ ইশার নামাযের জন্য অপেক্ষা করতেন। এমনকি তন্দ্রাচ্ছতার কারণে তাদের মাথা নড়াচড়া করত-ঢলে পড়ত। তারপর নামায পড়তেন অথচ উযু করতেন না।

আবু দাউদ র. বলেন, শো'বা কাতাদা সূত্রে যে বর্ণনা করেছেন, তাতে আছে- 'আমরা তন্দ্রায় নেতিয়ে পড়তাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যমানায় আবু দাউদ র. আরো বলেন, ইবনে আবু আরুবা কাতাদা থেকে এ রেওয়ায়াতটি অন্য শব্দে বর্ণনা করেছেন।

নিদ্রা উযু ভঙ্গের কারণ কিনা ?

নিদ্রার কারণে উযু সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। এই মাসআলাতে আল্লামা নববী র. আটটি এবং আল্লামা আইনী র. দশটি উক্তি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মূলতঃ এ উক্তিগুলোর সারনির্যাস হল তিনটি–

১. নিদ্রা সাধারণতঃ উযু ভঙ্গকারী নয়। এই মাযহাবটি হযরত ইবনে উমর, আবূ মূসা আশআরী রা., আবূ মিজলায, হুমাইদ আল-আ'রাজ এবং শু'বা র. হতে বর্ণিত।

২. নিদ্রা সাধারণতঃ উযু ভঙ্গকারী। চাই অল্প হোক বা বেশি। এ উক্তিটি হযরত হাসান বসরী, ইমাম যুহরী এবং আওযাঈ র. থেকে বর্ণিত।

৩. প্রবল ঘুম উযু ভঙ্গকারী। হালকা ঘুম উযু ভঙ্গকারী নয়। এই মাযহাবটি হল, ইমাম চতুষ্টয় ও সংখ্যাগরিষ্ঠের। মূলতঃ এই তৃতীয় উক্তিটির প্রবক্তারা এ ব্যাপারে একমত যে, নিদ্রা সত্ত্বাগতভাবে উযু ভঙ্গকারী নয়; বরং বায়ু বের হওয়ার সম্ভাব্য কারণ হওয়ার ফলে উযু-ভঙ্গকারী হয়। যেহেতু এ সম্ভাব্য কারণ মা'মূলি ঘুমের ফলে সৃষ্টি হয় না, সেহেতু এই মত অবলম্বন করা হল যে, হালকা ঘুম উযু ভঙ্গকারী নয়। যেহেতু এ সম্ভাব্য কারণ মা'মূলি ঘুমের ফলে সৃষ্টি হয় না, সেহেতু এই মত অবলম্বন করা হল যে, হালকা ঘুম উযু ভঙ্গকারী নয়। আলবৎ প্রবল ঘুম অর্থাৎ, এরূপ নিদ্রা যার ফলে মানুষ বেখবর হয়ে যায় এবং জোড়াগুলো ঢিলা হয়ে যায়, সেটি উযু ভঙ্গকারী। যেহেতু নিদ্রা অবস্থায় বায়ু বের হওয়ার জ্ঞান হতে পারে না, এজন্য জোড়া ঢিলা হওয়াকে শরঈ মতে বায়ু বের হওয়ার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। যেমন, তিরমিযীর হাদীসে বর্ণিত– إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ শব্দ দ্বারাও এটা বোঝা যায় যে, হুকুমটি নির্ভর করে জোড়া ঢিলে হওয়ার উপর। অতএব, যদি জোড়া ঢিলে হওয়া সত্ত্বেও কারো বায়ু বের না হওয়ার ইয়াকীন হয় তবুও উযু ভেঙ্গে যাবে। যেমন, সফরকে স্থলাভিষিক্ত করে সফরের কসরের নির্ভরতা এর উপরেই করা হয়েছে।

প্রবল নিদ্রার সীমা

অতঃপর, তৃতীয় উক্তিকারীদের মধ্যে জোড়া ঢিলে হওয়া এবং প্রবল নিদ্রার সীমা নির্ধারণে মতবিরোধ হয়ে গেছে।

ইমাম শাফিঈ র. জমিন থেকে নিতম্ব পৃথক হওয়াকে জোড়া ঢিলে হওয়ার নিদর্শন সাব্যস্ত করেছেন। অতএব, তাঁর মতে যেসব নিদ্রায় পেছনের দিক জমিন থেকে পৃথক হয় সেগুলো উযু ভঙ্গকারী হবে।

হানাফীদের পছন্দসই মাযহাব হল, ঘুম যদি নামাযের অবস্থায় হয় তাহলে জোড়া ঢিলে হয় না। অতএব, এরূপ নিদ্রা উযু ভঙ্গকারী নয়। আর যদি নামাযের অবস্থা ভিন্ন, অন্য পদ্ধতিতে ঘুম হয়, তাহলে যদি জমিনের উপর নিতম্ব নির্ভরশীল থাকে, তাহলে উযু ভঙ্গকারী নয়। আর যদি মজবুতভাবে জমিনের উপর নির্ভরতা ফওত হয়ে যায়, তবে উযু ভঙ্গকারী। যেমন– কাত হয়ে অথবা চিত হয়ে শুইলে অথবা এক পার্শ্বে শুইলে। এরূপভাবে যদি কোন ব্যক্তি হেলান দিয়ে বসে এবং এ অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে, তবে যদি নিদ্রা এ পরিমাণ প্রবল হয় যে, আশ্রয় সরিয়ে ফেললে লোকটি পড়ে যায় তাহলে এই ঘুমও উযু ভঙ্গকারী হবে। আর, এমতাবস্থায় জমিনের উপর মজবুতভাবে নির্ভরতা খতম হয়ে যায়।

✪ হযরত গাঙ্গুহী র. বলেন, ঘুম উযু ভঙ্গকারী হওয়া মূলতঃ নির্ভর করে এই অনুচ্ছেদের হাদীসের সুস্পষ্ট বিবরণ মুতাবিক জোড়া ঢিলা হওয়ার উপর। এ কারণেই ফুকাহায়ে কিরাম বিভিন্ন আলামত নির্ধারিত করেছেন। যেহেতু জোড়া ঢিলে হওয়া কাল এবং মানুষের শক্তির দিকে লক্ষ্য করলে পরিবর্তিত হতে থাকে, সেহেতু এই সীমাগুলো স্থায়ী নয়। অতএব, হানাফীদেরও আজকাল স্বীয় মাযহাবের উপর জেদ না ধরা উচিত যে, নামাযের অবস্থায় ঘুমালে উযু ভাঙ্গে না। কারণ, এ যুগে নামাযের অবস্থায়ও জোড়া ঢিলে হয়ে যায়। এ কারণে অনেক সময় দেখা যায়, নামাযের অবস্থায় নিদ্রাকালে উযু ভেঙ্গেও যায় এবং নিদ্রামগ্ন ব্যক্তির এ সম্পর্কে অনুভূতি পর্যন্ত হয় না।

মোটকথা, সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিম উক্ত হাদীসটির এ উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন যে, যে ঘুম প্রবল হয় না, যাতে জোড়া ঢিলে হয় না, সেটি উযু ভঙ্গকারী হয় না। এটাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাত হয়ে শোয়া দ্বারা এজন্য ব্যক্তি করেছেন যে, সাধারণত এ প্রকারের নিদ্রা এ অবস্থাতেই হয়ে থাকে।

ইমাম তিরমিযী র. উক্ত হাদীসের সনদে কোন আপত্তি তোলেননি। কিন্তু মূলতঃ এর সনদে কিছু কথা হয়েছে। ইমাম আবূ দাউদ র.-এর সনদের উপর দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন–

১. এই রেওয়ায়াতটি নির্ভর করে আবূ খালিদ ইয়াযীদ ইবনে আব্দুর রহমান দালানীর উপর। যাকে দুর্বল বলা হয়েছে।

২. এই রেওয়ায়াতটি কাতাদা-আবুল আলিয়া সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। অথচ কাতাদা আবুল আলিয়া থেকে শুধু চারটি হাদীস শুনেছেন। কাজেই এরূপ মনে হচ্ছে যে, এই হাদীসের সনদ বর্ণনায় আবূ খালিদ দালানীর ভুল হয়েছে যে, তিনি কাতাদা এবং আলিয়ার মাঝে একটি সূত্র ছেড়ে দিয়েছেন। এ কারণে ইমাম আবূ দাউদ র.-এর ঝোঁক এ হাদীসটির দুর্বলতার দিকে। কিন্তু অন্যান্য আলিম ইমাম আবূ দাউদের এই প্রশ্নগুলো রদ করে দিয়েছেন। কারণ, আবূ খালিদ দালানী একজন বিতর্কিত রাবী। যেখানে তার সম্পর্কে 'দুর্বল' বলে মন্তব্য করা হয়েছে, সেখানে অনেক ইমাম তাঁকে নির্ভরযোগ্যও বলেছেন। নির্ভরযোগ্য সাব্যস্তকারীদের মাঝে বড় বড় মুহাদ্দিসও রয়েছেন। যেমন– ইবনে আবূ হাতিম, ইবনে জারীর তাবারী র.।

বাকী রইল, কাতাদা আবুল আলিয়া থেকে শুধু চারটি হাদীস শুনেছেন এই বিষয়টি। যদি আবূ খালিদ দালানীকে নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করা হয় তাহলে কাতাদা কর্তৃক আবুল আলিয়া থেকে বর্ণিত এটি হবে পঞ্চম রেওয়ায়াত। অতএব, এ হাদীসটি হাসানের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের নয়।

নিদ্রা উযূ ভঙ্গকারী না হবার প্রমাণ

যারা নিদ্রাকে সাধারণতঃ উযুভঙ্গকারী বলেন না, তাদের প্রমাণ হযরত আনাস রা.-এর শক্তিশালী হাদীসটি–

قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ يَنَامُوْنَ ثم يَقُوْمُوْنَ فَيُصَلُّوْنَ وَلَا يَتَوَضَّئُوْنَ -

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ ঘুমাতেন অতঃপর উযূ না করে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন।'

✪ সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষ থেকে এর উত্তর হল, এখানে ঘুম দ্বারা উদ্দেশ্য হল হালকা ঘুম, প্রবল নয়। যার প্রমাণ হল, এই হাদীসটির কোন কোন সূত্রে একথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরামের এই ঘুম ছিল ইশার নামাযের অপেক্ষায়। প্রকাশ থাকে যে, নামাযের অবস্থায় ঘুম প্রবল হওয়া মুশকিল।

✪ কিন্তু এর উপর প্রশ্ন হয় যে, এই রেওয়ায়াতের কোন কোন সূত্রে এই শব্দও রয়েছে حَتّٰى تَخْفِقَ رُؤُسُهُمْ كَمَا عِنْدَ اَبِىْ دَاوُدَ : ٢٦/١ (এমনকি তাঁদের মাথা ঝিমুতে ঝিমুতে থাকত) এবং ইবনে আবূ শায়বা, আবূ ইয়া'লা, তাবারানী, মুসনাদে আহমদ ইত্যাদিতে حَتّٰى اِنِّىْ لَاَسْمَعُ لِاَحَدِهِمْ غَطِيْطًا (এমনকি আমি কারো কারো নাক ডাকার আওয়াজ শুনতাম তালখীসুল হাবীর ঃ ১/১১৯) আর কোনটিতে يُوْقِظُوْنَ

لِلصَّلٰوةِ (তারা নামাযের জন্য জাগাতেন তালখীসুল হাবীর ঃ ১/১১৯) এবং কোনটিতে فَيَضَعُوْنَ جُنُوْبَهُمْ (পার্শ্বে শুয়ে আরাম করতেন শব্দ এসেছে তালখীসুল হাবীর ঃ ১/১১৯।) যদ্বারা বোঝা যায়, তারা পার্শ্বে শুয়ে নাক ডেকে ঘুমাতে আরম্ভ করতেন এবং তাদেরকে ঘুম থেকে জাগানো হত। সামগ্রিকভাবে এটাকে হালকা ঘুমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরা মুশকিল।

✪ এর উত্তর হল, হযরত আনাস রা.-এর এই রেওয়ায়াতের সবগুলো সূত্র সামনে রাখার পর বোঝা যায়, কোন কোন সাহাবীতো বসে বসে ঘুমাতেন, এরূপ সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে বলা হয়েছে– تَخْفِقُ رُؤُسُهُمْ (তাদের মাথা ঝিমুতে ঝিমুতে দুলতে থাকতো) আর কারো কারো এ সময় নাক ডাকার অবস্থাও হয়ে যেত। তাদেরকে নামাযের জন্য জাগানোর প্রয়োজন হত। কিন্তু যেহেতু এগুলো সব বসা অবস্থায় হত এজন্য উযুর প্রয়োজন হত না। অন্য কোন কোন সাহাবী পার্শ্বে শুয়ে পড়তেন, কিন্তু তাদের মধ্যে কারো কারো ঘুম প্রবল হত না। এজন্য এজন্য তাদের উযুর প্রয়োজন হত না। আর কারো কারো ঘুম হত প্রবল। আর এ অবস্থায় নাক ডাকাও শোনা যেত। কিন্তু এরূপ সাহাবীগণ উযু ছাড়া নামায পড়তেন না। এ কারণে মুসনাদে বায্যারে হযরত আনাস রা.-এর এই রেওয়ায়াতে নিম্নোক্ত শব্দ বর্ণিত হয়েছে–

كَانُوْا يَضَعُوْنَ جُنُوْبَهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَوَضَّأُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَتَوَضَّأُ ـ

'তাঁরা তাদের পার্শ্বে শুয়ে ঘুমাতেন। অতঃপর তাদের কেউ উযু করতেন। আবার কেউ উযু করতেন না।'

অনুরূপ একটি রেওয়ায়াত মুসনাদে আবূ ই'য়ালাতেও আছে। যার শব্দগুলো নিম্নরূপ–

عَنْ أَنَسٍ وَعَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُمْ يَضَعُوْنَ جُنُوْبَهُمْ فَيَنَامُوْنَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَوَضَّأُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَايَتَوَضَّأُ ـ

'আনাস রা. এবং আরো অনেক সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা তাদের পার্শ্বে শুয়ে ঘুমাতেন। অতঃপর তাঁদের কেউ উযু করতেন আবার কেউ উযু করতেন না।'

আল্লামা হায়সামী র. 'মাজমাউয যাওয়ায়িদে' এই রেওয়ায়াতগুলো সম্পর্কে বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন। যদ্বারা বিষয়টি সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে যায়। বিস্তারিত এই বিবরণ দিয়েছেন শায়খ উসমানী র. 'ফাতহুল মুলহিম শরহে সহীহ মুসলিম' প্রথম খণ্ডের শেষে। –দ্রষ্টব্য ঃ মাজমাউয যাওয়াইদ ঃ ১/৩৪৮

ইমাম আবূ দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ زَادَفِيْهِ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ اَىْ اَنَسٌ رض كُنَّا نَخْفِقُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ

ইমাম আবূ দাউদ র. এর উদ্দেশ্য হল, এ হাদীসটি কাতাদা থেকে হিশাম দাসতাওয়াঈ র.ও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতে عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ শব্দ নেই। অতএব, এই রেওয়ায়াত দ্বারা সুনিশ্চিতরূপে জানা যায় না যে, সাহাবায়ে কিরামের ঘুমের ঝিমুনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যামানার ঘটনা, না তৎপরবর্তীকালের। কিন্তু শো'বা কাতাদা থেকে যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে হযরত আনাস রা. এর বিবরণ হল, সাহাবায়ে কিরামের ঘুমের ঝিমুনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগেই হয়েছিল। কারণ, ঝিমুনির কারণে মাথা নড়াচড়ার সম্বোধন স্বয়ং হযরত আনাস রা.-এর দিকেই করেছেন। كُنَّا نَخْفِقُ বাক্যে এই সম্বোধন সাহাবায়ে কিরামের দিকে হয়েছে। এতে عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ শব্দও আছে। ফলে দু'টি কথা জানা গেল ঃ ১. ঘুমের ঝিমুনি হযরত আনাস রা. এরও হয়েছিল। ২. এ ঘটনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগের।

হিশাম দাসতাওয়াইর রেওয়ায়াতে ঝিমুনিতে মাথা দুলার কথা তো আছে, কিন্তু কোন সময় বা কোন যুগে এটা হয়েছে, তা শব্দ দ্বারা জানা যায় না। এবং সম্বোধন আসহাবের দিকে আছে কিন্তু কোন আসহাব তা জানা যায়নি। এমনিভাবে এ ঘটনা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুনিয়া ত্যাগের আগে না পরে তাও জানা যায়নি।

সম্ভবত ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য এই অতিরিক্ত অংশের বিবরণ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা যে, এ ঘটনা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগের। এমতাবস্থায় এই রেওয়ায়াতটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও আনাস রা. এর রেওয়ায়াতের অনুকুল হয়ে যাবে। এ সমস্ত হাদীস যেন এর প্রমাণ যে, ঘুম ওযু ভঙ্গের কারণ নয়, যে কোন অবস্থাতেই হোক না কেন। তবে শরীরের জোড়াগুলো ঢিলে হয়ে গেলে নিদ্রা অবশ্যই ওযু ভঙ্গের কারণ।

قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِلَفْظٍ اٰخَرَ ـ

হযরত সাহারানপুরী র. বলেন, আমি যেসব কিতাবে অনুসন্ধান করেছি সেগুলোর কোন একটিতে এ হাদীসটি পেলাম না। অবশ্য ইমাম বায়হাকী র. "بَابُ مَاوَرَدَ فِى نَوْمِ السَّاجِدِ" তে ইয়াযীদ ইবনে আবু খালিদ দালানীর হাদীস নেয়ার পর আরেকটি রেওয়ায়াত এনেছেন। সেটি সম্পর্কে তিনি বলেন—

وَرَاوَهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ

قَوْلُهُ اى قَولُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ

وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ اَبَا الْعَالِيَةِ ঃ বোধহয় এ হাদীস দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র. হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর উপর মওকুফ সে হাদীসটি উদ্দেশ্য করেছেন। এই হিসেবে ইমাম আবু দাউদ র.-এর বক্তব্য যদি হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর আসন্ন হাদীসের পরে রাখতেন তবে অধিক সমীচীন হত।

٤ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ وَهٰذَا لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيٰى عَنْ أَبِى خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَسْجُدُ وَيَنَامُ وَيَنْفُخُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى وَلَايَتَوَضَّأُ ، فَقُلْتُ لَهُ صَلَّيْتَ وَلَمْ تَتَوَضَّأْ وَقَدْ نِمْتَ؟ فَقَالَ إِنَّمَا الْوُضُوْءُ عَلٰى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا ـ زَادَ عُثْمَانُ وَهَنَّادُ فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اِسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ ـ

قَالَ أَبُو دَاوُد قَوْلُهُ الْوُضُوْءُ عَلٰى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا يَزِيدُ (أَبُو خَالِدٍ) الدَّالَانِيُّ عَنْ قَتَادَةَ ـ وَرَوٰى أَوَّلَهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ لَمْ يَذْكُرُوا شَيْئًا مِنْ هٰذَا وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَحْفُوظًا ـ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رضـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَنَامُ عَيْنَاىَ وَلَايَنَامُ قَلْبِى وَقَالَ شُعْبَةُ إِنَّمَا سَمِعَ قَتَادَةُ عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ حَدِيثَ يُونُسَ بْنِ مَتّٰى وَحَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ رضـ فِى الصَّلٰوةِ وَحَدِيثَ الْقُضَاةِ ثَلَاثَةٌ وَحَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِى رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ مِنْهُمْ عُمَرُ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِى عُمَرُ ـ

হাদীস ঃ ৪। ইয়াহইয়া............... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় গিয়ে (কখনো) ঘুমিয়ে যেতেন, এমনকি তাঁর নাক ডাকার আওয়াজ আসতো। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন, উযু করতেন না। আমি তাঁকে বললাম, আপনি উযু না করেই নামায পড়লেন। অথচ আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন? তখন তিনি বলেন, ওযু করতে য় কেবল পার্শ্বে শুয়ে ঘুমালে উসমান ও হান্নাদ আরেকটু অতিরিক্ত বর্ণনা করেন– তিনি বললেন ঃ কারণ পার্শ্বে শুয়ে ঘুমালে শরীরের বাঁধন ঢিলা হয়ে যায়।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, যে ব্যক্তি শুয়ে ঘুমায় উযু করা তার কর্তব্য– এ হাদীসটি মুনকার। একমাত্র ইয়াযীদ দালানী তা কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসের প্রথমাংশ একদল রাবী ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ থেকে নিরাপদ ছিলেন (যে তার শরীর থেকে কিছু বের হয়ে যাবে, অথচ তিনি টের পাবেন না)। হযরত আয়েশা রা. বলেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– আমার চক্ষুদ্বয় নিদ্রা যায়, কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না।

আর শোবা বলেছেন– কাতাদা আবুল আলিয়া থেকে কেবল চারটি হাদীস শুনেছেন। ১. ইউনুস ইবনে মাত্তার হাদীস, ২. নামায সংক্রান্ত ইবনে উমর রা.-এর হাদীস ৩. اَلْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ হাদীস ও ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদীস– حَدَّثَنِيْ رِجَالٌ مَرْضِيُّوْنَ مِنْهُمْ عُمَرُ وَاَرْضَاهُمْ عِنْدِيْ عُمَرُ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

زَادَ عُثْمَانُ وَهَنَّادٌ فَاِنَّهُ اِذَا اضْطَجَعَ اِسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ ـ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য এ বক্তব্য দ্বারা স্বীয় উস্তাদগণের মাঝে পার্থক্য উল্লেখ করা। অর্থাৎ, এই অতিরিক্ত অংশ তাঁর উস্তাদ উসমান ও হান্নাদের রেওয়ায়াতে আছে। কিন্তু ইয়াহইয়া ইবনে মাঈনের রেওয়ায়াতে নেই।

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَوْلُهُ الْوُضُوْءُ عَلٰى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ لَمْ يَرْوِهِ اِلَّا يَزِيْدُ الدَّالَانِيُّ

মুনকার হাদীস হল, যাতে দুর্বল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করেন। পূর্বে বলা হয়েছে, আবু খালিদ দালানী দুর্বল। অতএব, তাঁর হাদীস মুনকার হবে। এসব উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য দালানীর হাদীসটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করা। তাছাড়া, কাতাদা আবুল আলিয়া থেকে শ্রবণও করেননি। অতএব, হাদীসটি মুনকাতি'ও বটে।

بَابُ الرَّجُلِ يَطَأُ الْاَذٰى بِرِجْلِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে পায়ে ময়লা মাড়ায়

١ـ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِيْ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِيْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ وَجَرِيْرٌ وَابْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ وَلَا نَكُفُّ شَعْرًا وَلَاثَوْبًا ـ

قَالَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِيْ مُعَاوِيَةَ فِيْهِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ اَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَقَالَ هَنَّادٌ عَنْ شَقِيْقٍ او حَدَّثَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . شَرِّحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رحـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস ঃ ১। হান্নাদ..........শাকীক র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ রা. বলেছেন, ময়লা -আবর্জনা অতিক্রম করার পর আমরা উযু করতাম না এবং (নামাযে) চুল ও কাপড়-চোপড়ও সামলাতাম না।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رضـ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنَ الْمَوْطِى .

'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নামায পড়তাম অথচ ময়লা মাড়িয়ে উযু করতাম না।'

مَوْطِى শব্দের মীম মাসদারী। যার অর্থ হল মাড়ানো। উদ্দেশ্য এরূপ নাপাক যেগুলো পা দিয়ে মাড়ানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যদি চলার সময় পায়ে কোন নাপাক লেগে যায় এর ফলে আমরা উযু করি না। এ কারণে এ ব্যাপারে সমস্ত ফুকাহার ইজমা রয়েছে যে, এর দ্বারা উযু ওয়াজিব হয় না। অবশ্য যদি ভিজা নাপাক লাগে তবে ধোয়া জরুরী।

قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَبِى مُعَاوِيَةَ فِيْهِ أَىْ فِى الْحَدِيْثِ الَّذِىْ رَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ أَوْحَدَّثَهُ اى حَدَّثَ شَقِيْقٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْهُ اى مَسْرُوْقٍ قَالَ اى مَسْرُوْقٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ و قَالَ هَنَّادٌ بِسَنَدِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ أَوْ حَدَّثَهُ اى حَدَّثَ الْأَعْمَشُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْهُ أَىْ شَقِيْقٍ . قَالَ أَىْ شَقِيْقٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ .

ইমাম আবু দাউদ র.-এর বক্তব্যের সারনির্যাস হল, তাঁরা তিনজন উস্তাদ রয়েছেন– ১. হান্নাদ ইবনে সারী, ২. ইবরাহীম ইবনে আবু মু'আবিয়া, ৩. উসমান ইবনে আবু শায়বা।

উসমান ইবনে আবু শায়বা তাঁর সনদে قَالَ أَىْ شَقِيْقٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ বলেন। তিনি তাঁর সনদে শাকীক এবং আবদুল্লাহর মাঝে মাসরূকের সূত্র উল্লেখ করেননি। এ সনদটি ইমাম আবু দাউদ র. সনদ পরিবর্তনের পর হাদীস উল্লেখের পূর্বে এনেছেন। ইমাম আবু দাউদ র.-এর উস্তাদ ইবরাহীম ইবনে আবু মু'আবিয়া তাঁর সনদে উল্লেখ করেছেন–

الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِى قَالَ شَقِيْقٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ الْحَدِيْثَ .

এখানে উপরোক্ত দুই রাবীর মাঝে মাসরূকের মধ্যস্থতা রয়েছে।

حَدَّثَهُ عَنْهُ بِصِيْغَةِ الْمَجْهُوْلِ অর্থাৎ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ এর যমীরে নায়েবে ফায়েল শাকীকের দিকে ফিরেছে।

حَدَّثَ عَنْهُ এর যমীরে মাজরূর মাসরূকের দিকে ফিরেছে। এমতাবস্থায় শাকীক এবং মাসরূকের মাঝে দ্বিতীয় আরেকটি সূত্র বেরিয়ে আসে। কিন্তু সে সূত্রটি অজানা। প্রথম ছুরতে অর্থাৎ, عَنْهُ ছুরতে শাকীক এবং আবদুল্লাহর মাঝে একটি সূত্র। আর দ্বিতীয় তথা عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ ছুরতে একটি সূত্র যেন দু'টি সূত্র হয়ে গেছে। এক সূত্র মাসরূক অপরটি শাকীক এবং আবদুল্লাহর মাঝে অজ্ঞাত। এটি أَوْ حَدَّثَهُ

عَنْهُ ছুরতে বেরিয়েছে। কিন্তু উসমান ইবনে আবু শায়বার রেওয়ায়াতে মাসরূক বা অন্য কারও মাধ্যম ছিল না। এ হল ইবরাহীম ইবনে আবু মু'আবিয়ার উপরোক্ত ইবারতের সারনির্যাস।

ইমাম আবু দাউদের উস্তাদ হান্নাদ বলেছেন– عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ او حُدِّثَهُ عَنْهُ بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ اى حُدِّثَ الاعمش এখানে যমীরে নায়েবে ফায়েল আ'মাশের দিকে ফিরেছে এবং عَنْهُ এর যমীরে মাজরূর শাকীকের দিকে ফিরেছে। প্রথম ছুরতে আ'মাশ ও শাকীকের মাঝে কোন সূত্র নেই। দ্বিতীয় ছুরতে অর্থাৎ حَدَّثَهُ عَنْهُ او ছুরতে একটি সূত্র তাদের মাঝে প্রমাণিত হয়। তবে এ সূত্র অজ্ঞাত। এতে মাসরূক ও অন্যের কোন সূত্র বের হয় না।

মোটকথা, এই শেষ ছুরতে যেন তিনটি সূত্র বাদ পড়ে যায়– একটি আ'মাশ ও শাকীকের মাঝে অজ্ঞাত। আরেকটি শাকীক ও মাসরূকের মাঝে অজ্ঞাত। আরেকটি শাকীকের এবং আবদুল্লাহর মাঝে। সেটি হল– মাসরূক।

আর যদি উভয় حَدَّثَهُ মারূফ পড়া হয়, তবে সেটাও বিশুদ্ধ হতে পারে। এমতাবস্থায় ইবরাহীম ইবনে আবু মু'আবিয়ার রেওয়ায়াতের সারনির্যাস বের হবে, শাকীক এ হাদীসটি মাসরূক থেকে عَنْ অথবা تَحْدِيث শব্দে রেওয়ায়াত করেছেন। এমনিভাবে হান্নাদের রেওয়ায়াতটিকেও এর উপর কিয়াস করুন।

بَابٌ فِى الْمَذِيِّ
অনুচ্ছেদ ঃ মযী

২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى النَّضْرِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ رض قَالَ اِنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ رض اَمَرَهُ اَنْ يَسْأَلَ لَهُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ اِذَا دَنَا مِنْ اَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذِيُّ مَاذَا عَلَيْهِ فَاِنَّ عِنْدِىْ اِبْنَتَهُ وَاَنَا اَسْتَحْيِىْ اَنْ اَسْأَلَهُ قَالَ الْمِقْدَادُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ اِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ ذَالِكَ فَلْيَنْتَضِحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ۔

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ ۔ عَرِّفِ الْمَنِيَّ والْمَذِيَّ وَالْوَدِيَّ ۔ مَنْ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَذِيِّ؟ بَيِّنْ دَفْعَ التَّعَارُضِ بَيْنَ الاَحَادِيْثِ فِيْهِ ۔ اَوْضِحْ مَا قَالَ الإِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ ۔ اُذْكُرْ نُبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ رض او مِقْدَادٍ رض ۔

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ۔

হাদীস ঃ ২। আবদুল্লাহ............হযরত মিকদাদ ইবনুল আস্ওয়াদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রা. তাকে হুকুম দিলেন, তিনি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যে স্ত্রীর নিকটবর্তী হলেই তার যৌনরস নির্গত হয়। এমতাবস্থায় সে কি করবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা আমার নিকট রয়েছে, তাই আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করছি। হযরত মিকদাদ রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন– তোমাদের কারো এরূপ অবস্থা হলে সে যেন তার লজ্জাস্থান ধোয় এবং নামাযের উযুর ন্যায় উযু করে।

মনী, মযী ও ওয়াদীর সংজ্ঞা

فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذِىُّ ঃ পুরুষাঙ্গ থেকে যা স্বভাবত বের হয় তা পেশাব ছাড়া মোট তিন প্রকার। মনী, মযী, ওয়াদী।

মনী বা বীর্যের ব্যাপক সংজ্ঞা হল–

مَاءٌ اَبْيَضُ ثَخِيْنٌ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الْوَلَدُ وَهُوَ يَتَدَفَّقُ فِى خُرُوجِه وَيَخْرُجُ بِشَهْوَةٍ مِنْ بَيْنِ صُلْبِ الرَّجُلِ وَتَرَائِبِ الْمَرْأَةِ وَيَسْتَعْقِبُهُ الْفُتُوْرُ وَلَهُ رَائِحَةٌ كَرَائِحَةِ الطَّلْعِ ـ (ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين)

'সাদা' ঘন রস, তদ্বারা সন্তান জন্ম নেয়। এটি সবেগে বের হয়। যৌন চাহিদা সহকারে পুরুষের পৃষ্ঠদেশ ও মহিলার বক্ষ ও পাঁজড়ের মধ্য থেকে বের হয়। এরপর দুর্বলতা নেমে আসে। এতে খেজুরের রসের দুর্গন্ধের ন্যায় দুর্গন্ধ আছে। এটির দুর্গন্ধ আটার দুর্গন্ধের কাছাকাছি।'

হাফিজ ইবন হাজার র. বলেছেন–

وَمَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَاءٌ اَبْيَضُ لاَ مِثْلَ بَيَاضِ مَائِه رَقِيْقٌ وَلَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ ـ

'রমণীর বীর্য সাদা রস। পুরুষের ন্যায় সাদা নয়। এটি তরল। তাতে দুর্গন্ধ নেই।'

এটাকে কোন কোন ফকীহ এভাবে ব্যক্ত করেছেন–

وَمَنِيُّ الْمَرْأَةِ اَصْفَرُ رَقِيْقٌ وَقَدْ يَبْيَضُّ لِفَضْلِ قُوَّتِهَا ـ ঃ তথা রমণীর বীর্য হলুদ তরল। কখনও সাদা হয়, নারীর শক্তির দাপটে।

মযীর সংজ্ঞা

هُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ رَقِيْقٌ وَقَدْ لَزِجٌ يَخْرُجُ عِنْدَ الْمُلاَعَبَةِ او تَذَكُّرِ الْجِمَاعِ او اِرَادَتِه مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ وَلاَ دَفْقٍ وَلاَ يَعْقِبُه فُتُوْرٌ وَرُبَّمَا لاَيُحِسُّ بِخُرُوجِه وَهُوَ اَغْلَبُ فِى النِّسَاءِ مِنَ الرَّجُلِ ـ (هذا ملخص ما قاله ابن حجر رح وابن نجيم رح)

'এটি সাদা তরল লাসা জাতীয় রস। এটি নির্গত হয় শৃঙ্গারের সময় অথবা সঙ্গমের কথা খেয়াল করলে বা তার ইচ্ছা করলে যৌন চাহিদা ও বেগ ব্যতীত। এরপর দুর্বলতা নেমে আসে না। অনেক সময় তা নির্গত হওয়ার বিষয়টি অনুভূতও হয় না। এটি পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে বেশী ও প্রবল হয়ে থাকে।'

ওয়াদীর সংজ্ঞা

هُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ كَدِرٌ ثَخِيْنٌ يَشْبَهُ الْمَنِيَّ فِى الثَّخَانَةِ وَيُخَالِفُهُ فِى الْكُدُوْرَةِ وَلاَ رَائِحَةَ لَهُ يَخْرُجُ عَقِيْبَ الْبَوْلِ إِذَا كَانَتِ الطَّبِيْعَةُ مُسْتَمْسِكَةً وعِنْدَ حَمْلِ شَيْءٍ ثَقِيْلٍ وَيَخْرُجُ قَطْرَةً او قَطْرَتَيْنِ وَنَحْوَهُمَا ـ (البحر الرائق جـ١ ـ صـ ٦٢ وشرح المهذب : ١٤٠/٢)

'এটি হল মলিন সাদা ঘন রস। ঘনত্বের দিক দিয়ে এটি বীর্যের মতো; কিন্তু মলিনতার দিক দিয়ে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এর কোন দুর্গন্ধ নেই। এটি প্রস্রাবের পর নির্গত হয়, যখন স্বভাব মজবুত ও সুঠাম থাকে। ভারী জিনিস বহন করার সময়ও এটি বের হয়। এটি একফোঁটা বা অনুরূপ করে নির্গত হয়।'

ওয়াদী কখনো পেশাবের পূর্বে আবার কখনও পেশাবের সাথে বের হয়। এজন্য কোন কোন ফকীহ বলেছেন, يَخْرُجُ مَعَ الْبَوْلِ (প্রস্রাবের সাথে নির্গত হয়।) আবার কেউ বলেছেন- يَسْبِقُ الْبَوْلَ (প্রস্রাবের আগে বের হয়।) এ দুটোতে কোন বৈপরীত্য নেই।

বীর্য যখন যৌন কামনাসহ বের হবে তখন সর্বসম্মতিক্রমে তা গোসল ওয়াজিবের কারণ হয়। আর যদি যৌন আবেদন ছাড়া বের হয়, তবে তাতে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফীদের মতে তা গোসল ওয়াজিবের কারণ নয়। কোন কোন ফকীহের মতে গোসল ওয়াজিবের কারণ।

এরূপভাবে বীর্যের পবিত্রতা ও অপবিত্রতা সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। এ সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে। মযীর অপবিত্রতা এবং উযু ভঙ্গের কারণ হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। অবশ্য পবিত্র করার পদ্ধতিতে মতানৈক্য রয়েছে। যার বিবরণ দরসে তিরমিযীতে আছে। আর ওয়াদী যে নাপাক এবং উযু ভঙ্গকারী এবং এর পবিত্রকরণের পদ্ধতি- সবগুলোতে ঐকমত্য রয়েছে।

মযী নিয়ে প্রশ্ন সংক্রান্ত হাদীসগুলোর বিরোধাবসান

এখানে এ বিষয়টি লক্ষণীয় যে, হাদীসে বর্ণিত হযরত আলী রা.-এর উক্তি سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَذْيِ. দ্বারা বোঝা যায় যে, মযী সম্পর্কে তিনি নিজেই প্রশ্ন করেছিলেন। কিন্তু সহীহ বুখারীর রেওয়ায়াতে এসেছে, أَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ (আমি এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করার নির্দেশ দিয়েছিলাম) নাসাঈর এক রেওয়ায়াতে হযরত আম্মার রা.-কে আর দ্বিতীয় এক রেওয়ায়াতে হযরত মিকদাদ রা.-কে প্রশ্নকারী বলা হয়েছে। এসব রেওয়ায়াত বিশুদ্ধ। এরূপভাবে আবূ দাউদের রেওয়ায়াতগুলোতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ রা. এবং হযরত সাহল ইবনে হুনাইফ রা.-কে এবং তাবারানীর রেওয়ায়াতে হযরত উসমান রা.-কে প্রশ্নকারী সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু এ তিনটি রেওয়ায়াত দুর্বল। অতএব, এগুলোর ইখতিলাফ গ্রহণযোগ্য হবে না। অবশ্য পূর্বের সহীহ রেওয়ায়াতগুলোতে বৈপরীত্য পাওয়া যায়।

○ ইবনে হাব্বান র.-এর উত্তর এই দিয়েছেন যে, মূলতঃ প্রশ্নকারী হযরত আলী রা. এবং প্রশ্নের মজলিসে হযরত আম্মার ও মিকদাদ রা.ও ছিলেন। এজন্য কখনও তাদের দিকেও সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু হাফিজ ইবনে হাজার র. এই উত্তরটি প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন এই উত্তরটি নাসাঈর রেওয়ায়াতের বিপরীত। যাতে হযরত আলী রা. বলেন-

كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكَانَتِ ابْنَةُ النَّبِيِّ ﷺ تَحْتِيْ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ فَقُلْتُ لِرَجُلٍ جَالِسٍ إِلَى جَنْبِيْ سَلْهُ الخ.

'আমি প্রচুর মযী বিশিষ্ট পুরুষ ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ছিলেন আমার স্ত্রী। অতএব, আমি তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করছিলাম। ফলে আমার পাশে বসা এক ব্যক্তিকে বললাম, তুমি জিজ্ঞেস কর।' -নাসাঈ ঃ ১/৩৬

এর দ্বারা বোঝা যায় যে, স্বয়ং তিনি প্রশ্ন করেননি।

○ হাফিজ র. বলেছেন, ইমাম নববী র.-এর উত্তরটি বিশুদ্ধ যে, হযরত আলী রা. এ মাসআলাটি হযরত মিকদাদ এবং হযরত আম্মার ইবন ইয়াসির রা. উভয়ের মাধ্যমে হয়তো জিজ্ঞেস করেছিলেন। যেহেতু হযরত

আলী রা. নির্দেশদাতা, আর ক্রিয়ার সম্বোধন যেরূপভাবে আদিষ্ট ব্যক্তির দিকে হয় এরূপভাবে নির্দেশদাতার দিকেও হয়, এজন্য প্রশ্নের সম্বোধন হযরত আলী, হযরত আম্মার, হযরত মিকদাদ রা. তিন জনের দিকে একই সময়ে সঠিক এবং বিশুদ্ধ। অতএব, কোন বৈপরীত্য রইল না।

ইমাম আবূ দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ الْمِقْدَادِ عَنْ عَلِيٍّ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

সম্ভবত এ উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য এই রেওয়ায়াত এবং পিছনের দু'টি রেওয়ায়াতের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করা। কারণ, উপরোক্ত দু'টি হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনাকারী হযরত মিকদাদ রা.। হযরত আলী রা. হযরত মিকদাদ রা.-কে শুধু নির্দেশ দিয়েছিলেন এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাসআলা জিজ্ঞেস করতে। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেসও করেছিলেন। মিকদাদ রা.-এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন। হযরত আলী রা.ও এ হাদীসটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন ও এটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন– তা নয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট এই রেওয়ায়াতে সাওরী র. এবং একটি দল হিশাম থেকে তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণকারী সাব্যস্ত করেছেন হযরত আলী রা.-কে। অথচ বাস্তব ঘটনা অনুরূপ নয়। বরং মিকদাদ রা.-ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট জিজ্ঞেস করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন। অতঃপর, তিনি কিভাবে হযরত আলী রা. থেকে রেওয়ায়াতকারী হলেন? কাজেই عَنِ الْمِقْدَادِ শব্দ এতে না হওয়াই অধিক সংগত। মিসরী কপিতে এ শব্দটি নেই। অতএব, এটি উহ্য করাই সমীচীন।

হযরত আলী রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি ঃ তাঁর নাম আলী। উপনাম আবুল হাসান ও আবু তোরাব। উপাধি হচ্ছে– আসাদুল্লাহ ও হায়দার। পিতার নাম আবু তালিব। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাত ভাই। তিনি ১১ বছর বয়সে ইসলাম কবুল করেন। বালকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। ২য় হিজরীতে নবীকন্যা হযরত ফাতিমা রা.-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়।

হিজরত ঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরতের সময় হযরত আলী রা.-কে স্বীয় বিছানায় শায়িত রেখে যান, যাতে তাঁর কাছে গচ্ছিত আমানত তিনি মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের তিন দিন পর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে তিনি মদীনায় হিজরত করে চলে আসেন।

জিহাদ ঃ তাবুকের যুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এ যুদ্ধ ছাড়া তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। খায়বার অভিযানে তিনিই ইয়াহুদীদের দূর্গগুলো জয় করেন। তাছাড়া বদর, উহুদ, আহযাব ইত্যাদি যুদ্ধে মহাবীরত্ব সহকারে জিহাদ করেন।

ফাযায়েল ঃ হযরত আলী রা.-এর অন্যতম মর্যাদা হচ্ছে–

১. তিনি বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী।

২. তিনি আশারায়ে মুবাশশারার অন্যতম সাহাবী।

৩. তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাত ভাই, জামাতা ও চতুর্থ খলীফা।

৪. বীরত্বের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আসাদুল্লাহ বা আল্লাহর সিংহ উপাধি দিয়েছিলেন।

৫. তার সম্বন্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

ক. আমি জ্ঞানের শহর আর আলী এর দরজা।

খ. তুমি আমার পক্ষ থেকে তেমন পর্যায়ের, যেমন হযরত হারুন আ. মূসা আ.-এর পক্ষ থেকে।

গ. আল্লাহ তা'আলা আলীর প্রতি রহম করুন। আয় আল্লাহ! আলী যেদিকে যাবে তুমি হককে সেদিকে ঘুরিয়ে দাও।

ঘ. তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফয়সালাদাতা আলী।

ঙ. আল্লাহ ও তদীয় রাসূল তাকে ভালবাসেন, সেও আল্লাহ ও তদীয় রাসূলকে ভালবাসে।

চ. আমি বিশ্বনেতা, আর আলী আরব নেতা।

খলীফারূপে দায়িত্ব পালন : হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান রা.-এর খিলাফত আমলে তিনি মন্ত্রী ও উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন। তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান রা.-এর শাহাদাতের পর ৩৫ হিজরীতে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর খিলাফতকাল ছিল ৪বছর ৯ মাস।

হাদীস বর্ণনা : হযরত আলী রা. হতে সর্বমোট ৫৮৬টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে বুখারী মুসলিমে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২০টি। আবার এককভাবে বুখারী শরীফে ৯টি এবং মুসলিম শরীফে ১৫টি হাদীস রয়েছে।

ওফাত : হযরত আলী রা. ৪০ হিজরীর ১৮ই রযমান শুক্রবার প্রত্যুষে কুফা নগরীতে ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে জামাআতে যাওয়ার সময় আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম নামক এক দূর্বৃত্ত কর্তৃক মারাত্মক আহত হন। এর তিনদিন পর তিনি ইন্তিকাল করেন। তাকে কুফার জামে মসজিদের পার্শ্বে কারো মতে নাজফে আশরাফে দাফন করা হয়েছে। – বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : ইকমাল : ৬০২, ইসাবা : ২/৫০৭ - ৫০৮; উসদুল গাবাহ : ৪/৮৭ - ৮৮ ইত্যাদি।

٤ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ ثَنَا اَبِى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَدِيْثٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ رضـ قَالَ قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ فَذَكَرَ بِمَعْنَاهُ ـ

قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ الْمُفَضَّلُ بْنُ فُضَالَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ رضـ ـ وَرَوَاهُ ابْنُ اِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْمِقْدَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ اُنْثَيَيْهِ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُو دَاوُدَ رحـ ـ اُذْكُرْ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا مِقْدَادٍ رضـ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস : ৪। আবদুল্লাহ........ হযরত আলী ইবন আবু তালিব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মিকদাদকে বললাম... অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বিবরণ দেন। মিকদাদ রা. কর্তৃক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অপর এক রেওয়ায়াতে 'অণ্ডকোষদ্বয়ের' উল্লেখ নেই।

ইমাম আবূ দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ الْمُفَضَّلُ بْنُ فُضَالَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ رضـ ـ

ইতোপূর্বে এসেছে যে, عَنِ الْمِقْدَادِ শব্দটি সহীহ নয়। এই চতুর্থ হাদীসটিতে অর্থাৎ, মাসলামা-হিশাম সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতটিতে মিকদাদ শব্দ নেই। বরং আছে এরূপ-

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ثَنَا أَبِى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدِيثٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رض قَالَ قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ .

এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হযরত আলী রা.-এর পূর্বে মিকদাদ নেই। বরং আলী রা. মিকদাদ থেকে বর্ণনা করেন। এই قَالَ أَبُو دَاوُدَ দ্বারা এর সমর্থন হল। কিন্তু হযরত আলী রা. থেকে উরওয়া শুনেননি। অতএব, এই চতুর্থ হাদীসটিতে عَنْ حَدِيثٍ حَدَّثَهُ মাজহুল পড়া হবে। عَنْ عَلِيٍّ رض এর স্থলে কোন কোন কপিতে إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ رض قَالَ قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ বাক্য রয়েছে। মাসলামার হাদীস এবং এই তা'লীকটি এখানে নেয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হল- যুহাইর-হিশাম সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিকে أُنْثَيَيْنِ এর উল্লেখে শক্তি জোগানো। অতঃপর, সামনে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের তা'লীক এর পরিপন্থী উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে أُنْثَيَيْنِ এর উল্লেখ নেই।

মোটকথা, এতে সারনির্যাস হল, তিনটি বিষয়-

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণকারী এবং রেওয়ায়াতকারী হযরত আলী রা. নাকি মিকদাদ রা.।

প্রথম ও দ্বিতীয় তা'লীক দ্বারা বুঝা যায়, হযরত আলী রা.। তৃতীয় তা'লীক দ্বারা বুঝা যায়, হযরত মিকদাদ রা.। আরেকটি বিষয় হল- যুহাইরের হাদীস হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে জানা যায় যে, এখানে এর উল্লেখ নেই।

তৃতীয় বিষয়টি হল- হাদীসের সনদের মধ্যে ইযতিরাব রয়েছে। কারণ, যুহাইরের রেওয়ায়াতে আছে-

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ رض قَالَ لِلْمِقْدَادِ رض .

সাওরী, মুফায্যাল ইবনে ফাযালা ও ইবনে উয়াইনার রেওয়ায়াতে আছে-

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

মাসলামার রেওয়ায়াতে আছে-

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدِيثٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ رض .

ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়াতে আছে-

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

হযরত মিকদাদ রা.-এর জীবনী

নাম ও পরিচিতি ঃ নাম- মিকদাদ। উপনাম- আবু আমর, আবু মা'বাদ। তাঁর আসল পিতার নাম আমর। তাঁর পিতা বনু কিন্দা সম্প্রায়ের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। আর তিনি আসওয়াদ ইবনে ইয়াগুস যুহরীর সাথে মৈত্রীতে আবদ্ধ ছিলেন। আসওয়াদ মিকদাদ রা.-কে পোষ্যপুত্র ঘোষণা দেন। আর এ কারণে তাঁকে ইবনে আসওয়াদ বলা হয়।

বংশধারা ঃ মিকদাদ ইবনে আমর ইবনে সা'লাবা ইবনে মালিক ইবনে রবীয়া ইবনে সুমামা ইবনে মাতরুদ বাহরানী-কিন্দী।

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ ঃ তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ৬ষ্ঠ মুসলমান।

জিহাদ : তিনি বদর যুদ্ধসহ পরবর্তী সকল যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন।

কামালাত ও গুণাবলি : যির ইবনে হুবাইশ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, ইসলামের প্রথম যুগে যে সাতজন নিজেদের মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করেছেন তিনি তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়ভাজন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা রা.-এর পিতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তিনি চারজনকে ভালবাসেন, তাঁরা হলেন হযরত আলী, মিকদাদ, আবু যর ও সালমান ফারেসী রা.। তিনি ঝামেলামুক্ত জীবন পছন্দ করতেন। দায়িত্ব নিতে পছন্দ করতেন না। তাঁকে নামাযের ইমামতির জন্য বলা হলে তিনি তা অস্বীকার করতেন। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে যাকাত আদায়ের দায়িত্ব দিলে চাইলে তিনি দায়িত্ব নেন নি।

হাদীস রেওয়ায়াত : তিনি হাদীসের বিরাট খেদমত করে গেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তিনি সর্বমোট ৪৩টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর নিকট থেকে বহু সাহাবী ও তাবিঈ হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন- **হযরত আলী রা., হযরত আনাস রা., হযরত সুলাইমান ইবনে ইয়াসার রা., সুলাইমান ইবনে আমির রা., আবু মা'মার আবদুল্লাহ ইবনে সাখবারা আযদী রা., আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা র. জুবাইর ইবনে নুফাইর, আমর ইবনে ইসহাক, তাঁর কন্যা কারীমা, তাঁর স্ত্রী যুবাআ বিনতে যুবাইর ইবনে আবদুল মুত্তালিব।**

ওফাত : খলীফা ইবনে খাইয়াতের মত, তিনি হিজরী ৩৩ সনে মদীনা হতে তিন মাইল দূরে 'জুরুফ' নামক স্থানে ওফাত লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল সত্তর বছর। লোকজন তাঁর লাশ বহন করে মদীনায় নিয়ে আসেন এবং জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তিনি সাতজন পুত্র কন্যা রেখে ইহকাল ত্যাগ করেন।

-ইকমাল : ৬১৬; উসদুল গাবাহ : ৫/২৪২ - ২৪৩

بَابُ الْإِكْسَالِ

অনুচ্ছেদ : বীর্যপাতহীন সহবাস

١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو يَعْنِيْ ابْنَ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ بَعْضُ مَنْ أَرْضَى أَنَّ سَهْلَ ابْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ رض أَخْبَرَهُ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رض أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِنَّمَا جَعَلَ ذَالِكَ رُخْصَةً لِلنَّاسِ فِيْ أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِقِلَّةِ الثِّيَابِ ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسْلِ وَنَهٰى عَنْ ذَالِكَ ـ

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِيْ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ـ

اَلسُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ هَلْ يَجِبُ الْغُسْلُ بِمُجَاوَزَةِ الْخِتَانِ الْخِتَانَ؟ أُذْكُرِ الْاِخْتِلَافَ مَعَ الدَّلَائِلِ وَالْجَوَابَاتِ ـ أَوْضِحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاوُدَ رحـ ـ أُذْكُرْ نُبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رض ـ

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

হাদীস ঃ ১। আহমদ ইবনে সালিহ......... হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে শুধুমাত্র যৌন মিলনের ক্ষেত্রে সহবাসে বীর্য নির্গত না হলে সাহাবায়ে কিরামের পোশাকের স্বল্পতার দরুন গোসল না করার অনুমতি দেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি এমতাবস্থায় গোসল করার নির্দেশ দেন এবং গোসল ত্যাগ করতে নিষেধ করেন।

আবু দাউদ র. বলেন, অর্থাৎ বীর্য নির্গত হলেই কেবল গোসল করার নির্দেশ ছিল না।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِى اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ـ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য এ হাদীসের ذَالِكَ শব্দের ব্যাখ্যা করা যে, গোসল ওয়াজিব হওয়ার হুকুম বীর্যপাতের কারণে হবে, সহবাসের কারণে নয়।

শুধু সহবাসের ফলে গোসল ওয়াজিব

إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ ـ (ترمذى : ١) - হাদীসের ভিত্তিতে এ কথার উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, গোসল ওয়াজিব হওয়ার জন্য বীর্যপাত জরুরী নয়; বরং যদি সুপারি পরিমাণ পুরুষাঙ্গ ভিতরে ঢুকে তবে বীর্যপাত ছাড়াও গোসল ওয়াজিব হয়। অবশ্য সাহাবী যুগে এ সম্পর্কে কিছু মতানৈক্য ছিল। প্রথম দিকে সাহাবায়ে কিরামের একদল বলতেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত বীর্যপাত না হবে শুধুমাত্র খতনাস্থল মিলিত হলে গোসল ওয়াজিব নয়। কিন্তু হযরত উমর রা.-এর জামানায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র স্ত্রীগণের শরণাপন্ন হওয়ার পর সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, শুধু পুরুষের খতনাস্থল স্ত্রীর খতনাস্থলে মিলিত হলে গোসল ওয়াজিব।

✪ **মতবিরোধের সময় যারা গোসল ওয়াজিব নয় বলতেন, তাদের প্রমাণ ছিল সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হযরত** আবু সাঈদ খুদরী রা.-এর রেওয়ায়াত–

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ رض قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ اِلٰى قُبَاءَ حَتّٰى اِذَا كُنَّا فِىْ بَنِىْ سَالِمٍ وَقَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى بَابِ عِتْبَانَ فَصَرَخَ بِهٖ فَخَرَجَ يَجُرُّ اِزَارَهٗ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اعجلنا الرجل فَقَالَ عِتْبَانُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعَجَّلُ عَنْ اِمْرَأَتِهٖ وَلَمْ يُمْنِ مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ـ

'আব্দুর রহমান ইবনে আবু সাঈদ আল খুদরী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সোমবার দিন কুবা এলাকার দিকে বেরিয়ে গেলাম। আমরা বনূ সালিম গোত্রে গিয়ে পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতবান রা.-এর দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলেন। তিনি তাঁর লুঙ্গি হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বেরিয়ে এলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লোকটিকে আমরা তাড়াহুড়ায় ফেলে দিয়েছি। তখন ইতবান রা. বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাকে বলুন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করে ফেলেছে, বীর্যপাত করেনি। তার উপর কি (গোসল ফরয)? প্রতিউত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, গোসল তো কেবল বীর্যপাতের ফলে ফরয হয়ে থাকে।

–সহীহ মুসলিম ঃ ১/১৫৫

✪ অনুরূপভাবে সহীহ মুসলিমে হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. থেকে বর্ণিত আছে।

عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ فِى الرَّجُلِ يَأْتِى اَهْلَهُ ثُمَّ لَا يُنْزِلُ قَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ .

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকট গমন করে (যৌনকর্মে মিলিত হয়) অতঃপর বীর্যপাত না করে (তার হুকুম তিনি বর্ণনা করেছেন।) লোকটি তার পুরুষাঙ্গ ধৌত করবে ও উযু করে নিবে।' –মুসলিম ঃ ১/১৫৫

✪ কিন্তু এসব প্রমাণাদির উত্তর উবাই ইবনে কা'ব রা.-এর অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে। যেটি তিরমিযীতে উল্লেখিত হয়েছে–

عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رض قَالَ اِنَّمَا كَانَ اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِى اَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُهِيَ عَنْهُ .

'হযরত 'উবাই ইবন কা'ব রা. বলেছেন, শুধু বীর্যপাতের কারণে গোসলের সুযোগ ছিল ইসলামের প্রথম দিকে। অতঃপর তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।' –তিরমিযী ঃ ১ম খণ্ড

এতে বোঝা গেল, اِنَّمَا اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ-এর হুকুম রহিত হয়ে গেছে। হযরত উবাই ইবন কা'ব রা. ছাড়া হযরত রাফি' ইবন খাদীজা রা.ও স্পষ্ট ভাষায় রহিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। মুসনাদে আহমদ এবং মু'জামে তাবারানী আওসাতে তাঁর রেওয়ায়াত এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

قَالَ نَادَانِى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا عَلٰى بَطْنِ اِمْرَأَتِى فَقُمْتُ وَلَمْ اُنْزِلْ فَاغْتَسَلْتُ وَخَرَجْتُ اِلٰى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ اَنَّكَ دَعَوْتَنِى وَاَنَا عَلٰى بَطْنِ اِمْرَأَتِى فَقُمْتُ وَلَمْ اُنْزِلْ فَاغْتَسَلْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَا عَلَيْكَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ . قَالَ رَافِعٌ ثُمَّ اَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ذَالِكَ بِالْغُسْلِ .

(مجمع الزوائد : جـ١ باب فى قوله الماء من الماء ص ٢٦٦)

'তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাক দিয়েছেন। তখন আমি ছিলাম আমার স্ত্রীর পেটের উপর (সহবাসরত)। ফলে আমি উঠে চলে এলাম, বীর্যপাত করলাম না। অতঃপর গোসল করলাম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বেরিয়ে এলাম। এসে তাঁকে সংবাদ দিলাম। আপনি আমাকে ডেকেছিলেন, আমি তখন ছিলাম আমার অর্ধাঙ্গিনীর পেটের উপর। ফলে সেখান থেকে উঠে চলে এলাম বীর্যপাত ছাড়াই। অতঃপর গোসল করলাম। এতদশ্রবণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, না, বীর্যপাতের কারণেই কেবল তোমার উপর গোসল ফরয।

রাফি' বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরবর্তীতে আমাদেরকে গোসলের নির্দেশ দিলেন।'

তাছাড়া সহীহ ইবন হাব্বানে হযরত আয়েশা রা.-এর হাদীস রয়েছে–

اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ ذَالِكَ وَلَا يَغْتَسِلُ وَذَالِكَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَالِكَ .

(معارف السنن : جـ ١ صـ ٣٧١)

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করতেন; কিন্তু গোসল করতেন না। এটা ছিল মক্কা বিজয়ের পূর্বেকার ব্যাপার। অতঃপর গোসল করেছেন।'

এসব হাদীস اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ হাদীস রহিত হওয়ার প্রমাণ। এজন্য ফারুকে আজম রা.-এর যুগে পুরুষের খতনাস্থল রমণীর খতনাস্থলের সাথে মিলিত হওয়ার ফলে গোসল ওয়াজিব হওয়ার উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি ঃ তাঁর নাম উবাই। উপনাম আবু তোফায়েল। সাইয়্যিদুল কুররা বা শীর্ষ ক্বারী উপাধি পিতার নাম কা'ব। মাতার নাম সুহায়লা বিনতে আস্ওয়াদ। হযরত উবাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নানার বংশ নাজ্জার গোত্রের লোক ছিলেন।

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ ঃ তিনি নবুওয়াতের ১৩ বছরে ৭০ জন আনসারী সাহাবীর সাথে আকাবায়ে ছানিয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে ইসলাম কবুল করেন। বদর থেকে তায়েফ পর্যন্ত সকল জিহাদে অংশগ্রহণ করেন।

ওহী লেখকরূপে উবাই ঃ হযরত উবাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বশেষ ওহী লেখক ছিলেন। তিনি হাফিজে কুরআনদের অন্যতম। ইলমে কিরা'আতে তিনি ছিলেন বিশেষজ্ঞ। বর্তমান বিশ্বে কুরআনের যে কপি চালু হয়েছে, তা হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা.-এর কিরা'আত অনুযায়ী লিখিত।

হাদীস বর্ণনা ঃ তিনি ১৬৪টি হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর সূত্রে বহু সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে হযরত উমর, আবূ আইউব, আনাস ইবনে মালিক রা.ও রয়েছেন।

ওফাত ঃ আল্লামা ইবনে খায়ছামার মতে ৩০/৩২ হিজরীতে খলীফা উসমান রা.-এর শাসনামলে তিনি ওফাত লাভ করেন। হযরত উসমান রা. তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। মদীনায় তাঁকে সমাহিত করা হয়।

–বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ ইকমাল ঃ ৫৮৬; ইসাবা ঃ ১/১৯ - ২০; উসদুল গাবাহ ঃ ১/১৬৮ - ১৬৯

بَابٌ فِى الْجُنُبِ يَعُوْدُ

অনুচ্ছেদ ঃ যে গোসল ফরযবিশিষ্ট ব্যক্তি পুনরায় সহবাস করে

١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ ثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ عَنْ أَنَسٍ رض أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلٰى نِسَائِهِ فِىْ غُسْلٍ وَاحِدٍ -

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهٰكَذَا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رض وَمَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رض وَصَالِحِ بْنِ أَبِى الْأَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ، هَلْ يَجِبُ الْغُسْلُ بَيْنَ الْجِمَاعَيْنِ ؟ أُذْكُرِ الْحُكْمَ بِالدَّلِيْلِ - كَيْفَ خَالَفَ النَّبِيُّ ﷺ التَّقْسِيْمَ الْوَاقِعَ فِى الْأَزْوَاجِ؟ أَوْضِحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاوُدَ رحـ -

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ -

হাদীস ঃ ১। মুসাদ্দাদ............ হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সব স্ত্রীর নিকট গমন করলেন ও একবারই গোসল করলেন।

সহবাসদ্বয়ের মাঝে গোসল ওয়াজিব নয়, উত্তম

দুই সহবাসের মাঝে গোসল করা জরুরী নয়। এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের ঐকমত্য রয়েছে। এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমল ছিল এ বৈধতার বিবরণের জন্য। অন্যথায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাধারণ রীতি অনুরূপ ছিল না। তাঁর সাধারণ নিয়ম সুনানে আবূ দাঊদে হযরত আবূ রাফি' রা.-এর হাদীসে আছে-

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هٰذِهٖ وَعِنْدَ هٰذِهٖ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا فَقَالَ هٰذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ ـ

'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তাঁর স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়েছেন (যৌন সঙ্গম করেছেন)। এর কাছেও গোসল করতেন, অপরজনের কাছেও গোসল করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! একবার গোসল করলে ভাল হত না? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, এটা পরিচ্ছন্নতম, উত্তম ও পবিত্রতম।' —আবূ দাঊদ ঃ ১/২৯

এতে বোঝা গেল প্রতিবার গোসল করা উত্তম।

স্ত্রীদের পালা বন্টনের পরিপন্থী কাজ কিভাবে করলেন?

✪ এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, একই রাত্রে সমস্ত স্ত্রীর নিকট গমন করা বাহ্যত স্ত্রীদের মাঝে যে দিন বন্টন আছে তার পরিপন্থী।

১. এর উত্তরে কেউ কেউ বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর এ বন্টন ওয়াজিব ছিল না। যেমন, কুরআনের আয়াত- تُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِيْ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ দ্বারা বোঝা যায়।

✪ কিন্তু এই উত্তর এজন্য দুর্বল যে, যদি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর এই বন্টন ওয়াজিব নয় বলেও স্বীকার করে নেয়া হয়, তবুও এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা বন্টনের বিধানের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন; কখনও এই সুযোগ সুবিধার ফায়দা গ্রহণ করেননি।

২. কেউ কেউ এই উত্তর দিয়েছেন যে, সব স্ত্রীর নিকট গমন সেদিন যার পালা ছিল তার অনুমতিতে করেছিলেন।

৩. কেউ কেউ বলেছেন, এই ঘটনা সফরের সাথে সাথে ঘটেছিল, যখন পালা শুরু হয়নি।

৪. কেউ কেউ বলেছেন, এটা পালা বন্টন ওয়াজিব হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা।

৫. আর কেউ কেউ বলেছেন, এই ঘটনা পালা বন্টন পরিপূর্ণ আদায়ের পর সংঘটিত হয়েছিল। অতঃপর পুনরায় নতুনভাবে পালা বন্টন শুরু হয়েছে।

তাছাড়া আরো অনেক উত্তর দেয়া হয়েছে।

৬. কিন্তু সবচেয়ে উত্তম ব্যাখ্যা দিয়েছেন হযরত শাহ সাহেব র.। সেটা হচ্ছে এই ঘটনা শুধু দু'বার সংঘটিত হয়েছিল। একবার ঘটেছিল বিদায় হজ্জের সময়, ইহরাম বাঁধার পূর্বে। আর একবার ঘটেছিল তাওয়াফে যিয়ারতের পর হালাল হওয়ার সময়। ইহরাম বাঁধার পূর্বে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য হক আদায় করা তথা স্বামী-স্ত্রী মিলন থেকে অবসর হওয়া সুন্নত। আর এ সফরে যেহেতু সমস্ত পবিত্র স্ত্রীগণ সাথে ছিলেন সেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে এ সুন্নতের উপর আমল করানোর উদ্দেশ্যে এরূপ করেছেন। এ অবস্থা ছিল সফরের। এজন্য পালা বন্টন ওয়াজিব ছিল না। এরূপভাবে তাওয়াফে যিয়ারতের পর পূর্ণাঙ্গভাবে হালাল হওয়া যায় সহবাসের মাধ্যমে। আর সেখানেও এ উদ্দেশ্যেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ করেছিলেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰكَذَا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رض، وَمَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ وَصَالِحِ بْنِ اَبِى الاَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ كُلُّهُمْ عَنْ اَنَسٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

এসব তা'লীক উল্লেখ দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্যে হযরত আনাস রা.-এর এ হাদীসটিকে আবু রাফি' কর্তৃক বর্ণিত পরবর্তী অনুচ্ছেদের হাদীসের উপর প্রাধান্য দান। কারণ, বাহ্যতঃ ইমাম আবু দাউদ র.-এর মতে দুটো হাদীসের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ রয়েছে। এ কারণেই ইমাম আবু দাউদ র. প্রাধান্যের পন্থা অবলম্বন করেছেন। ফলে আবু রাফি' রা.-এর হাদীসের শেষে তিনি বলেছেন– وَحَدِيثُ اَنَسٍ رض اَصَحُّ কিন্তু মূলতঃ উভয় হাদীসের মাঝে কোন সংঘর্ষ ও বিরোধ নেই। কারণ, দু'টি বিষয় বিভিন্ন অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন– ইমাম নাসাঈ র. বলেছেন– لَيْسَ بَيْنَ حَدِيثِ اَبِى رَافِعٍ وَبَيْنَ حَدِيثِ اَنَسٍ رض اِخْتِلَافٌ، بَلْ كَانَ يَفْعَلُ مَرَّةً هٰذَا وَذَالِكَ اُخْرٰى । এটাই সামঞ্জস্য বিধানের পন্থা। বস্তুতঃ সামঞ্জস্য বিধান প্রাধান্য দান অপেক্ষা উত্তম।

بَابُ الْجُنُبِ يَأْكُلُ

অনুচ্ছেদ ঃ গোসল ফরযবিশিষ্ট ব্যক্তি খেতে পারবে

٢ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَاكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ فَجَعَلَ قِصَّةَ الاَكْلِ قَوْلَ عَائِشَةَ رض مَقْصُورًا. وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ اَبِي الاَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ اِلَّااَنَّهُ قَالَ عَنْ عُرْوَةَ او اَبِى سَلَمَةَ وَرَوَاهُ الاَوْزَاعِيُّ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُو دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

হাদীস ঃ ২। মুহাম্মদ ইবনে সাব্বাহ.............ইউনুস র. যুহরী র. থেকে একই সনদে একই অর্থের হাদীস বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তাতে একথাও আছে– অপবিত্র অবস্থায় তিনি খানা খাওয়ার ইচ্ছা করলে, উভয় হাত ধুয়ে নিতেন।

আবু দাউদ র. বলেন, এ হাদীসটিই ইবনে ওয়াহব র. ইউনুস র. থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি আহারের বিষয়টি হযরত আয়েশা রা.-এর উক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এটি সালিহ যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। যেমন ইবনে মুবারক র. বলেছেন, তবে তিনি বলেছেন– عَنْ عُرْوَةَ او اَبِى سَلَمَةَ অবশ্য আওযাঈ এটি ইউনুস-যুহরী-নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যেমন ইবনে মুবারক র. বলেছেন।

ইমাম আবূ দাউদ র.-এর উক্তি

زَادَ اى يُونُسُ وَاِذَا أَرَادَ اَنْ يَاكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ ـ

সারনির্যাস হল, যুহরী থেকে এ হাদীসটি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা র.ও বর্ণনা করেছেন। যেমন– এ অনুচ্ছেদের প্রথম হাদীসে রয়েছে। এরূপভাবে ইউনুসও যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইউনুসের রেওয়ায়াতে وَاِذَا أَرَادَ اَنْ تَوَضَّأَ يَاكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ ـ বাক্য অতিরিক্ত আছে। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার রেওয়ায়াতে নেই। সেখানে শুধু وُضُوءَهُ لِلصَّلٰوةِ শব্দই আছে।

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ فَجَعَلَ قِصَّةَ الاَكْلِ قَوْلَ عَائِشَةَ رض مَقْصُوْرًا وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِى الْاَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ عُرْوَةَ أو اَبِى سَلَمَةَ وَرَوَاهُ الاَوْزَاعِىُّ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ـ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য এ উক্তি দ্বারা ইউনুসের দুই শিষ্য তথা ইবনে ওয়াহাব ও ইবনে মুবারকের দুই রেওয়ায়াতের মাঝে পার্থক্যের বিবরণ দান। ইবনে মুবারক ইউনুস থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। খাওয়ার ঘটনাটিকে মারফূ সাব্যস্ত করেছেন। কারণ, ইবনে মুবারকের হাদীসটিতে উপরোক্ত হাদীসের চেয়ে অতিরিক্ত বিষয় রয়েছে। উপরোক্ত হাদীসটি মারফূ। অতএব, এ অতিরিক্ত বিষয়টিও মারফূ। কিন্তু ইউনুসের দ্বিতীয় শিষ্য ইবনে ওয়াহাব খাওয়ার এ ঘটনাটিকে হযরত আয়েশা রা.-এর উক্তি সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ, এটি হযরত আয়েশা রা.-এর উপর মাওকূফ, মারফূ নয়। এরপর ইমাম আবু দাউদ সালিহ ইবনে আবুল আখযার এর রেওয়ায়াত দ্বারা ইবনে মুবারক র.-এর মারফূ হাদীসের সমর্থন করেছেন। যেটি সালিহ যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন–

وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِى الْاَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ اى مَرْفُوْعًا ـ

এবার সালিহ ইবনে আবুল আখযারের রেওয়ায়াত ইবনে মুবারক র.-এর রেওয়ায়াতের অনুকূল হয়ে গেল। অবশ্য তারপরেও উভয়ের মধ্যে আরেকটি পার্থক্য আছে। সেটি হল, সালিহ ইবনে আবুল আখযার হাদীসটিকে উরওয়া অথবা আবু সালামা থেকে সংশয়সহ বর্ণনা করেছেন। ইবনে মুবারক র. আবু সালামা থেকে নিঃসংশয়ে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর, ইবনে মুবারকের রেওয়ায়াতটির সমর্থন করেছেন আওযাঈ–ইউনুস সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াত দ্বারা। তিনি বলেন–

وَرَوَاهُ الاَوْزَاعِىُّ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ اَىْ رَفَعَهُ الاَوْزَاعِىُّ رحـ كَمَا رَفَعَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ ـ

بَابُ مَنْ قَالَ الْجُنُبُ يَتَوَضَّأُ

অনুচ্ছেদ ঃ যে বলে জুনুবী ওযু করবে

٢- حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ انا عَطَاءُ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا اَكَلَ او شَرِبَ او نَامَ اَنْ يَتَوَضَّأَ ـ

قَالَ اَبُو دَاوُد بَيْنَ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رض فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ رَجُلٌ ـ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ وَابْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو رض اَلْجُنُبُ إِذَا اَرَادَ اَنْ يَاْكُلَ تَوَضَّأَ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الاِمَامُ اَبُو دَاوُد رحـ ـ اُذْكُرْ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رض ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ২। মূসা.............হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. থেকে বর্ণিত, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক ব্যক্তিকে উযু করে পানাহার করার অথবা ঘুমাবার অনুমতি দিয়েছেন।

ইমাম আবূ দাউদ র. বলেন– ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামুর ও আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-এর মাঝে আরেক ব্যক্তি (সূত্র) রয়েছে। হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রা. ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেছেন, জুনুবী ব্যক্তি খানা খাওয়ার ইচ্ছা করলে উযু করে নিবে।

গোসল ফরযবিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য পানাহার ও ঘুমানের পূর্বে ওযু করা উত্তম

উল্লেখ্য, এটি একই বিষয়ের তিনটি অনুচ্ছেদের মধ্যে তৃতীয়। গ্রন্থকার প্রথম অনুচ্ছেদ এবং এর হাদীস দ্বারা ঘুমানোর সময় গোসল ফরয বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য অযু সাব্যস্ত করেছেন। এরপর দু'টি অনুচ্ছেদ খাবার সময় অযু সংক্রান্ত প্রথমটিতে প্রমাণ করেছেন যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাওয়ার সময় শুধু হস্তদ্বয় ধৌত করতেন। আর এই দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রমাণ করছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে খাওয়ার সময় গোসল ফরয অবস্থায় অযু করাও প্রমাণিত। যেমন– এ অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা জানা যায়। বযলুল মাজহুদের ইবারত দ্বারা বুঝা যায়, গ্রন্থকার এই তৃতীয় অনুচ্ছেদ দ্বারা ঘুমানো ও খাওয়া উভয়টির সময় গোসল ফরয বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য অযু সাব্যস্ত করেছেন। এ অনুচ্ছেদের হাদীসে উভয় অংশই উল্লেখিত রয়েছে। অবশ্য আদদুররুল মানযুদ গ্রন্থকার বলেন– গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু খাওয়া সংক্রান্ত। কারণ, ঘুমানোর সময় অযুর বিষয়টি গ্রন্থকার প্রথম অনুচ্ছেদে সাব্যস্ত করেছেন। এর সমর্থন হয় এ কারণে যে, এ অনুচ্ছেদে গ্রন্থকার হাদীস উল্লেখ করার পর, যেসব সাহাবীর উক্তি বর্ণনা করেছেন সেগুলোও খাওয়ার সময় অযু সংক্রান্তই।

ইমাম আবূ দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُو دَاوُد وَبَيْنَ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ رَجُلٌ ـ

হাফিজ ইবনে হাজার র. তাহযীবুত তাহযীবে বলেছেন, দারাকুতনী র. বলেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়া'মুর র. হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-এর সাথে সাক্ষাৎ করেননি। কিন্তু ইয়াহইয়ার হাদীস সহীহ। হয়তো ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য এ হাদীসটি মুনকাতি'- একথা বর্ণনা করা। হাদীসটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করা নয়। কারণ, দারাকুতনীর উক্তি দ্বারা দু'টি বিষয় জানা গেল- ১. আবু দাউদের ইনকিতায়ের উক্তি এ হাদীসের সাথে খাস নয়, বরং যে সমস্ত রেওয়ায়াত ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামুর হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. থেকে বর্ণনা করেছেন সেসবই মুনকাতি'। অতএব, আবু দাউদের উক্তিতে فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ এর যে শর্ত আরোপিত হয়েছে এটি ইহতিরাযী নয় বরং ইত্তিফাকী (ঘটনাক্রমে)। ২. এ হাদীসটি মুনকাতি হওয়া সত্ত্বেও সহীহ। কারণ, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামুরের হাদীস সহীহ। কাজেই উদ্দেশ্য হল, শুধু ইনকিতায়ের বিবরণ দান, হাদীসটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করা নয়।

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি ঃ তাঁর নাম আম্মার। উপনাম আবুল ইয়াকজান। উপাধি হচ্ছে আততায়্যিব ও মুতাইয়্যিব। তাঁর পিতার নাম ইয়াসির। মাতার নাম সুমাইয়্যা। তিনি বনু মাখযূমের আযাদকৃত দাস ছিলেন। হযরত ইয়াসিরের মূল বাসস্থান ছিল ইয়ামেনে। তাঁরা মোট চার ভাই। এক ভাই হারিয়ে গেলে তিনি অপর দু'ভাই মালিক ও হারিসসহ তার খোঁজে মক্কায় আগমন করেন। পরবর্তীতে তাঁর দু'ভাই ইয়ামেনে ফিরে গেলেও তিনি মক্কায় রয়ে যান এবং আবু হুযাইফা মাখযূমীর দাসী সুমাইয়্যাকে বিয়ে করেন, তৎগর্ভে হযরত আম্মার রা. জন্মগ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণ ও নির্যাতনের শিকার ঃ হযরত আম্মার রা. নিজ পিতা ইয়াসির ও মাতা সুমাইয়াহসহ ইসলাম কবুল করেন। ইসলাম গ্রহণের ফলে কুরাইশ তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছিল। একবার নির্যাতন কালে তাঁদের পাশ দিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গমনকালে বললেন, صَبْرًا اٰلَ يَاسِرٍ! فَاِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ -'হে ইয়াসির পরিবার! ধৈর্যধারণ করো। কারণ, তোমাদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।' বর্ণিত আছে যে, হযরত আম্মার রা.-কে আগুনে দগ্ধ করে শাস্তি দেয়ার সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে পেয়ে আগুনকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন- يَا نَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَسَلَامًا كَمَا كُنْتِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ -'হে আগুন! ঠাণ্ডা ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও। যেমন হয়েছিলে হযরত ইবরাহীম আ. এর ক্ষেত্রে।' এ নির্যাতনকালে তাঁর মাতাপিতা এবং মতান্তরে ছোট ভাইও শহীদ হন।

হাদীস বর্ণনা ঃ হযরত আম্মার রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বদরসহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সর্বমোট ৬২টি হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে বুখারী মুসলিমে দু'টি এবং এককভাবে বুখারী শরীফে দু'টি এবং মুসলিম শরীফে ১টি বর্ণিত হয়েছে। তিনি ৩৭ সনে সংঘটিত সিফফীন যুদ্ধে হযরত আলী রা.-এর পক্ষ অবলম্বন করেন।

ওফাত ঃ এ যুদ্ধেই তিনি শাহাদাত লাভ করেন। শাহাদাতকালে তাঁর বয়স ছিল ৯৩ বছর। হযরত আলী রা.-এর গায়ের জামা দিয়ে তাঁকে কুফা নগরীতে সমাহিত করা হয়েছিল।

-বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ উসদুল গাবাহ ঃ ৪/১২২ - ১২৩; ইসাবা ঃ ২/৫১২; ইকমাল ঃ ৬০৭

بَابُ الْجُنُبِ يُؤَخِّرُ الْغُسْلَ

অনুচ্ছেদ ঃ যে জুনুবী গোসল দেরিতে করে

৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ انَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَمَسَّ مَاءً .

قَالَ اَبُو دَاوُدَ ثنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْوَاسِطِىُّ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ هٰذَا الْحَدِيثُ وَهْمٌ يَعْنِى حَدِيثَ اَبِى اِسْحَاقَ .

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . مَا هُوَ حُكْمُ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْجِمَاعِ؟ مَا الاِخْتِلاَفُ فِيهِ بَيْنَ الاَئِمَّةِ الْكِرَامِ؟ بَيِّنْ مَعَ الدَّلاَئِلِ وَالْجَوَابِ عَنْ اِسْتِدْلاَلِ الْمُخَالِفِينَ مَعَ دَفْعِ التَّعَارُضِ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ . اَىُّ الْوُضُوءِ اُرِيدَ هٰهُنَا؟ اَجِبْ بِبُرْهَانٍ وَاضِحٍ . اَوْضِحْ مَا قَالَ الاِمَامُ اَبُو دَاوُدَ رحـ .

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস ঃ ৩। মুহাম্মদ ইবনে কাসীর............হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপবিত্র অবস্থায়, কোন পানি স্পর্শ না করেও ঘুমাতেন।

আবু দাউদ র. বলেন, হাসান–ইয়াযীদ সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি ভুল। অর্থাৎ, আবু ইসহাক থেকে।

সহবাসের পর ওযু সংক্রান্ত মত বিরোধ

এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, সহবাসের পর ঘুমানোর পূর্বে তৎক্ষণাৎ গোসল ওয়াজিব নয়, গোসল ছাড়া ঘুমিয়ে পড়া জায়িয আছে। অবশ্য উযু সম্পর্কে ইখতিলাফ রয়েছে।

- দাউদ জাহিরী এবং ইবন হাবীব মালিকীর মাযহাব হল, ঘুমানোর পূর্বে উযু করা ওয়াজিব।
- তাঁদের প্রমাণ সহীহ বুখারী (১/৪৩) ও মুসলিমের (১/১৪৪) প্রসিদ্ধ হাদীসটি–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض اَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ . (اللفظ للبخارى)

'হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেছেন, একবার হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আলোচনা করলেন যে, রাত্রে তাঁর উপর গোসল ফরয হয়ে যায়। এতদশ্রবণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, তুমি লজ্জাস্থান ধৌত কর, উযু কর, অতঃপর ঘুমিয়ে পড়।' –আবু দাউদ ঃ ১/২৯

এতে নির্দেশসূচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যেটি ওয়াজিব বুঝায়।

- তাছাড়া তাদের আরেকটি দলীল হল, তিরমিযীতে বর্ণিত হযরত উমর রা.-এর হাদীস।

اَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ اَيَنَامُ اَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ نَعَمْ اِذَا تَوَضَّأَ .

'তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের কেউ কি গোসল ফরয অবস্থায় ঘুমাবে? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন উযু করে।' –তিরমিযী ঃ ১/৩২

✪ সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আবূ ইউসুফ, হাসান ইবনে হাইয়ের মতে, যার উপর গোসল ফরয তার জন্য ঘুমের আগে উযু করা মুবাহ। অর্থাৎ করা না করা উভয়টি সমান

✪ তাদের প্রমাণ, হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটি–

قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَمَسُّ مَاءً .

'তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল ফরয অবস্থায় পানি স্পর্শ না করে (উযু গোসল না করে কখনো কখনো) ঘুমাতেন।' –তিরমিযী ঃ ১/৩২

এ হাদীসে مَاء শব্দটি نَفِى-এর আওতায় এসেছে, যা উযু এবং গোসল উভয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। অতএব, উযু মুবাহ প্রমাণিত হবে।

✪ ইমাম চুতষ্টয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ফুকাহার মতে গোসল ফরয বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য ঘুমানোর পূর্বে উযু করা মুস্তাহাব।

✪ কারণ, হযরত উমর রা. এর যে হাদীস দ্বারা দাউদ জাহিরী প্রমাণ পেশ করেছেন, সেটি সহীহ ইবনে খুযায়মা (১/১০৬, হাদীস নং ২১১) এবং সহীহ ইবনে হাব্বানে হযরত ইবনে উমর রা. থেকে এরূপভাবে বর্ণিত আছে–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ . (اسناده صحيح)

'হযরত ইবন উমর রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের কেউ কি গোসল ফরয অবস্থায় ঘুমাবে? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। ইচ্ছে করলে উযু করে নিবে।'

এতে বোঝা গেল, যেখানে উযুর হুকুম এসেছে সেটি মুস্তাহাবরূপে এসেছে। এ হাদীসটি যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের মাযহাবের প্রমাণ, সেখানে জাহিরী সম্প্রদায়ের দলীলের উত্তরও।

✪ তাছাড়া উযু মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রমাণ নিম্নোক্ত হাদীসটিও–

عَنْ عَائِشَةَ رضـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ .

'হযরত আয়েশা রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ঘুমানোর আগে উযু করতেন।' –তিরমিযী ঃ ১/৩২

✪ ইমাম আবূ ইউসুফ র. প্রমুখের দলীলের উত্তর এই দেয়া হয়েছে যে, উপরোক্ত হাদীসে وَلَا يَمَسُّ مَاءً বাক্যটি শুধু আবূ ইসহাক বর্ণনা করেছেন, ইবরাহীম নাখঈ, শো'বা এবং সুফিয়ান সাওরীর ন্যায় সুমহান মুহাদ্দিসীন এ বাক্যটি বর্ণনা করেন না। এজন্য মুহাদ্দিসীন এটাকে আবূ ইসহাকের ভ্রম সাব্যস্ত করেছেন। এজন্য ইমাম তিরমিযী র. বলেছেন– وَيَرَوْنَ أَنَّ هٰذَا غَلَطٌ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ 'তারা মনে করেন, এটা আবূ ইসহাক থেকে ভুল হয়েছে।'

ইমাম আবূ দাউদ র. ও এটাকে ভ্রম সাব্যস্ত করেছেন। ইয়াযীদ ইবনে হারুন এটাকে ভুল বলেছেন। ইমাম আহমদ র. এই সূত্রের রেওয়ায়াতকে নাজায়িয সাব্যস্ত করেছেন। এমনকি ইবনুল মুফাওয়ায র. বলেছেন–

اَجْمَعَ الْمُحَدِّثُوْنَ عَلٰى خَطَاءِ اَبِىْ اِسْحَاقَ .

'আবূ ইসহাকের ভুল সম্পর্কে সমস্ত মুহাদ্দিসীন একমত হয়েছেন।'

ইমাম মুসলিম র. ও হযরত আয়েশা রা.-এর এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন; কিন্তু وَلَا يَمَسُّ مَاءً শব্দ উল্লেখ করেননি। বরং স্বীয় গ্রন্থ 'আত্ তামঈযে' এটাকে ভুল সাব্যস্ত করেছেন।

✪ এর বিপরীতে মুহাদ্দিসীনের একটি দল এই অতিরিক্ত অংশটুকুকে বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম বায়হাকী র. এর দুটি সূত্রকে সহীহ সাব্যস্ত করেন। দারাকুতনীও এই অতিরিক্ত অংশটুকুকে সহীহ বলেছেন। ইমাম নববী র.ও আবুল ওয়ালীদ এবং আবুল আব্বাস ইবন সুরাইজ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং এ অংশটুকুকে 'হাসান' বলেছেন।

তাছাড়া ইমাম মুহাম্মদ র. মুয়াত্তায় ইমাম আবু হানীফা সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সেখানেও وَلَا يَمَسُّ مَاءً শব্দটি আছে। আর ইলমে উসূলে হাদীসের মূলনীতির আবেদনও হল এই অতিরিক্ত অংশটুকুকে সহীহ মেনে নেয়া। কারণ, আবূ ইসহাক নির্ভরযোগ্য রাবী। পক্ষান্তরে নির্ভরযোগ্য রাবীর অতিরিক্ত অংশ গ্রহণযোগ্য। এজন্য আমাদের মাশায়িখের ঝোঁকও এদিকে যে, এই অতিরিক্ত অংশটুকু সহীহ।

✪ ইমাম বায়হাকী র. এই অতিরিক্ত অংশটুকুকে সহীহ সাব্যস্ত করার পর বলেছেন, وَلَا يَمَسُّ مَاءً - এ গোসল না করা উদ্দেশ্য, উযু না করা নয়। কিন্তু বাস্তবতা হল,এই কৃত্রিমতা-লৌকিকতার প্রয়োজন নেই। কারণ, আমাদের দাবী ঘুমের পূর্বে উযু করা মুস্তাহাব। আর সুন্নত মুস্তাহাব কোন কোন সময় তরকের দ্বারা প্রমাণিত হয়। আবূ ইসহাকের এই রেওয়ায়াত এই তরকই প্রমাণ করেছে। এই রেওয়ায়াতটি ছাড়া এরূপ কোন হাদীস নেই যেটি উযু তরক বুঝায়। এই রেওয়ায়াতটি আমাদের বিরুদ্ধে নয়, বরং যারা উযু ওয়াজিব বলেন তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ।

উপরোক্ত ও আলী রা.-এর পরবর্তী হাদীসের বিরোধাবসান

✪ উযু মুস্তাহাব উক্তির উপর হযরত আলী রা.-এর রেওয়ায়াত দ্বারা প্রশ্ন হয় যেটি আবূ দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে হাব্বানে বর্ণিত আছে- عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَجُنُبٌ

'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ঘরে ছবি সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতারা প্রবেশ করে না এবং না সে ঘরে, যে ঘরে কুকুর ও গোসল ফরয বিশিষ্ট অপবিত্র ব্যক্তি রয়েছে।'

এরূপভাবে মু'জামে তাবারানী কাবীরে মায়মূনা বিনতে সা'দ রা.-এর রেওয়ায়াত দ্বারা এর সমর্থন হয়। এসব রেওয়ায়াতের আবেদন হল, উযু ওয়াজিব হওয়া।

✪ এর উত্তর হল, ফেরেশতা দ্বারা উদ্দেশ্য রহমতের ফেরেশতা, রক্ষক ফেরেশতা নয়। কারণ, তারা কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। আল্লামা খাত্তাবী র. এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন। রহমতের ফেরেশতা ঘরে প্রবেশ না করার দ্বারা ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ মুস্তাহাব, মুস্তাহসান প্রমাণিত হয়। এটাই উদ্দেশ্য। আল্লামা নববী র. রেওয়ায়াতগুলোর মাঝে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন।

উযু দ্বারা কোন উযু উদ্দেশ্য

✪ এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, উযু দ্বারা কোন উযু উদ্দেশ্য?

✪ ইমাম আহমদ ও ইসহাক র.-এর মতে পূর্ণাঙ্গ উযু উদ্দেশ্য নয়; বরং কোন কোন অঙ্গ ধৌত করা উদ্দেশ্য। কারণ ত্বাহাভী ইত্যাদিতে হযরত ইবনে উমর রা.-এর আমল বর্ণিত হয়েছে। তিনি গোসল ফরয অবস্থায় ঘুমের আগে উযু করেছেন পা ধৌত করেননি। তাছাড়া নামাযের উযু জানাবাত বা অপবিত্রতা বিদূরিত করে না। অতএব, শুধু কোন অঙ্গ ধোয়া যথার্থ হবে।

✪ সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে নামাযের উযু উদ্দেশ্য।

০ কারণ, সহীহ মুসলিমে (১/১৪৪) হযরত আয়েশা রা.-এর হাদীস রয়েছে–

كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا كَانَ جُنُبًا وَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَيَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلٰوةِ .

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অপবিত্র হতেন, (গোসল ফরয হত) এবং খেতে অথবা ঘুমাতে চাইতেন, তখন নামাযের উযুর ন্যায় উযু করতেন।

তাছাড়া সুনানে দারাকুতনী ঃ ১/১২৬ بَابُ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ الخ এবং মু'জামে তাবারানী কাবীর ও আল-মুনতাকা ঃ ১/২০৮ ইত্যাদিতে হযরত আয়েশা রা.-এর হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া নামাযের উযু যদিও জানাবাত দূর করতে পারে না, কিন্তু যেসব কাজে পবিত্রতা শর্ত নয় সেসব কাজে তা উপকারী অবশ্যই। এর প্রমাণ শরী'আত প্রবর্তকের নির্দেশ।

ইমাম আবূ দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْوَاسِطِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هٰرُونَ يَقُولُ هٰذَا الْحَدِيثُ وَهْمٌ يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ .

আবূ ইসহাক র. এই হাদীসটি আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. এ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। তিনি বলেছেন– لَيْسَ بِصَحِيحٍ সম্ভবতঃ ইমাম আবূ দাউদ র.ও ইয়াযীদ ইবনে হারুনের উক্তি বর্ণনা করে এ হাদীসটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করতে চান। এজন্য এখানে তিনি যে উক্তিটি বর্ণনা করেছেন, তাতে ইয়াযীদ ইবনে হারুন وَهْم বলেছেন। কিন্তু অন্যত্র ইয়াযীদ ইবনে হারুন বলেছেন– إنه خطأ ইবনে মুফাওয়ায র. বলেন, সমস্ত মুহাদ্দিসীনের এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, এই ভুল হয়েছে আবু ইসহাক থেকে। এসব উক্তির কারণ বোধ হয় এই যে, আবু ইসহাক আসওয়াদ থেকে শুনেননি। কিন্তু বায়হাকী র. এটিকে সহীহ বলেছেন। তিনি বলেছেন, আবু ইসহাক অন্যত্র আসওয়াদ থেকে শোনার বিবরণ দিয়েছেন। ইবনুল আরাবী র. বলেন, আসল ভুল শ্রবণে নয়, বরং ভুল হল এ হাদীসটির সংক্ষেপকরণে। কারণ, একটি দীর্ঘ হাদীস থেকে তিনি এ অংশটি উল্লেখ করেছেন এবং এই সংক্ষেপকরণে তিনি ভুল করেছেন।

بَابٌ فِي الْجُنُبِ يُصَافِحُ

অনুচ্ছেদ ঃ জুনুবী মুসাফাহা করতে পারবে

٢ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى وَبِشْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض قَالَ لَقِيَنِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَأَنَا جُنُبٌ فَاخْتَنَسْتُ فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ! قَالَ قُلْتُ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ عَلٰى غَيْرِ طَهَارَةٍ رض قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ! إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجَسُ . قَالَ وَفِي حَدِيثِ بِشْرٍ قَالَ ثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ ثَنِي بَكْرٌ .

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ مَا هُوَ حُكْمُ اَعْضَاءِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَعِرْقِهِمْ وَسُؤْرِهِمْ؟ وَمَا هُوَ حُكْمُ الْمَاءِ الَّذِىْ غُسِلَ بِهِ الْمَيِّتُ؟ اُذْكُرِ الْمَذَاهِبَ بِالدَّلَائِلِ وَاَيْضَاحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رح.

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ.

হাদীস ঃ ২। মুসাদ্দাদ..........হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মদীনার এক রাস্তায় আমার সাক্ষাত হল। আমি তখন অপবিত্র অবস্থায় ছিলাম। কাজেই আমি পেছনের দিকে সরে গেলাম। তারপর গোসল করে আসলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে আবু হোরায়রা? আমি বললাম, আমি অপবিত্র ছিলাম। তাই অপবিত্র অবস্থায় আপনার সাথে বসা আমি ভালো মনে করলাম না। তিনি বললেন– সুবহানাল্লাহ! মুসলমান (কখনো এমন) অপবিত্র হয় না।

হুকুমী অপবিত্রতা দেহে প্রকাশ পায় না

এ অনুচ্ছেদের মূল উদ্দেশ্য হল, জানাবাত হুকমী অপবিত্রতা, যা দেহের উপর প্রকাশমান হয় না। এই হুকুমই ঋতুবতী এবং নিফাসওয়ালী মহিলার।

আল্লামা নববী র. বলেন–

وَاجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلٰى اَنَّ اَعْضَاءَ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَعِرْقَهُمْ وَسُؤْرَهُمْ طَاهِرٌ.

'উম্মত এ ব্যাপারে একমত হয়েছে যে, গোসল ফরয বিশিষ্ট ব্যক্তি ঋতুবতী ও নিফাসওয়ালী মহিলার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ঘাম এবং তাদের উচ্ছিষ্ট পবিত্র।'

'বাহরুর রায়িক' গ্রন্থকার বলেন– মৃত ব্যক্তির গোসল দেয়া পানির হুকুম এটাই। অবশ্য ইমাম মুহাম্মদ র. থেকে মাবসূতে এর অপবিত্রতার কথা বর্ণিত আছে। কিন্তু মূলতঃ এটা তখনকার জন্য প্রযোজ্য যখন মৃতের পেট থেকে কোন নাপাক জিনিস বের হয় এবং সাধারণত এরূপ হয়ে থাকে। এ কারণে মৃতকে গোসল দেয়া পানি নাপাক হয়ে যাবে। অন্যথায় সত্তাগতভাবে এটি পবিত্র; কিন্তু পবিত্রকারী নয়। 'বাহরুর রায়িক' গ্রন্থকার বলেছেন– কাফির মৃতের ধৌত করা পানির হুকুমও এটাই।

ইমাম আবু হানীফা র. থেকে এটি নাপাক হওয়ার ব্যাপারে একটি রেওয়ায়াত রয়েছে। এটাও তখনকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে, সাধারণতঃ কাফিরের দেহ প্রকৃত নাপাকীযুক্ত হয়ে থাকে। যার কারণে কাফির ধোয়ানো পানি নাপাক হয়ে থাকে, অন্যথায় সত্তাগতভাবে এটি পাক।

মোটকথা, গোসল ফরযবিশিষ্ট ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অপবিত্রতা প্রকাশ পায় না। অতএব সে অন্যের সাথে মুসাফাহা করতে পারে। উঠাবসা করতে পারে।

ইমাম আবূ দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَىْ اَبُوْ دَاوُدَ وَفِىْ حَدِيْثِ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ ثَنِىْ بَكْرٌ.

এ উক্তি দ্বারা আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য তাঁর উস্তাদ মুসাদ্দাদের দুই উস্তাদ ইয়াহইয়া ও বিশরের হাদীস গ্রহণের শর্তরাজিতে পার্থক্যের বিবরণ দান। অর্থাৎ, মুসাদ্দাদ তাঁর উস্তাদ ইয়াহইয়া থেকে হাদীস বর্ণনার সময় তাঁর উস্তাদ হুমাইদ থেকে عَنْ শব্দে বর্ণনা করেছেন। মুসাদ্দাদের দ্বিতীয় উস্তাদ বিশর হাদীস বর্ণনাকালে তাঁর উস্তাদ হুমাইদ থেকে حَدَّثَنَا শব্দে বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ فِى الْجُنُبِ يُصَلِّى بِالْقَوْمِ وَهُوَ نَاسٍ

অনুচ্ছেদ ঃ যে জুনুবী ভুল করে কওমের ইমামতি করে

٢. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ فِى اَوَّلِهِ فَكَبَّرَ وَقَالَ فِى اٰخِرِهِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَاِنِّى كُنْتُ جُنُبًا .

قَالَ اَبُوْ دَاوُد رَوَاهُ الزُّهْرِىُّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رض قَالَ فَلَمَّا قَامَ فِى مُصَلاَّهُ وَانْتَظَرْنَا اَنْ يُكَبِّرَ اِنْصَرَفَ ثم قَالَ كَمَا اَنْتُمْ وَرَوَى اَيُّوبُ وَابْنُ عَوْفٍ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ (يَعْنِى ابْنَ سِيرِينَ مُرْسَلًا) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فَكَبَّرَ ثم اَوْمَأَ اِلَى الْقَوْمِ اَنْ اِجْلِسُوا فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ وَكَذَالِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ اَبِى حَكِيمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَبَّرَ فِى صَلٰوةٍ .

قَالَ اَبُوْ دَاوُد وَكَذَالِكَ حَدَّثَنَاهُ مُسْلِمُ بْنُ اِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانٌ عَنْ يَحْىٰ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَبَّرَ .

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ، هَلْ تَفْسُدُ صَلٰوةُ الْمُؤْتَمِّ بِفَسَادِ صَلٰوةِ الاِمَامِ؟ اُكْتُبِ الْمَذَاهِبَ بِالدَّلاَئِلِ مَعَ الْجَوَابِ عَنْ اِسْتِدْلاَلِ الْمُخَالِفِيْنَ وَاِيْضَاحِ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ .

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস ঃ ২। উসমান............ হাম্মাদ ইবনে সালামা র. একই সনদ ও একই অর্থে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। পার্থক্য এতটুকু যে, তার বর্ণিত হাদীসের শুরুতে রয়েছে– 'যখন তিনি তাকবীরে তাহ্‌রীমা বললেন।' আর শেষভাগে রয়েছে– 'যখন তিনি নামায সমাপন করলেন তখন বললেন, 'আমিও মানুষ, আমি জুনুবী ছিলাম, (তথা আমার উপর গোসল ফরয ছিল।) আবু হোরায়রা রা.-এর বর্ণনায় আছে– 'যখন তিনি জায়নামাযে দাঁড়ালেন ও আমরা তার তাকবীরের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, তখন তিনি ওখান থেকে চলে গেলেন আর বলে গেলেন, তোমরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান কর।'

মুহাম্মদ ইবনে সীরীন র. মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন, 'তিনি তাকবীরে তাহরীমা বললেন, তারপর লোকদের বসার জন্য ইশারা করে চলে গেলেন এবং গোসল করে ফিরে আসলেন। অনরূপই বর্ণনা করেছেন মালিক র. ইসমাঈল ইবনে আবু হাকীম র. থেকে, তিনি আতা ইবনে ইয়াসার থেকে। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক নামাযের তাকবীর বললেন। বর্ণনাকারী ইবনে মুহাম্মদ র. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন– 'তিনি তাকবীর বললেন'।

ইমামের নামায ফাসিদ হলে মুক্তাদীর নামায ফাসিদ হয় কিনা

✪ বাহ্যত এ অনুচ্ছেদের কোন কোন হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল ফরয অবস্থাতেই নামায শুরু করে দিয়েছিলেন। অতঃপর স্মরণ হলে গোসল করে শুরুকৃত নামাযটি পূর্ণ করেন। অর্থাৎ, এর উপর বিনা করেছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল, ইমামের নামায ফাসিদ হলে মুক্তাদীর নামায ফাসিদ হওয়া আবশ্যক নয়। শাফিঈ র. প্রমুখ বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কিরামের মত এটাই। অতএব হাদীসটি আমাদের প্রতিকূল হয়ে গেছে।

✪ এর উত্তর হল– প্রশ্নকারী ব্যক্তির এ সংক্রান্ত মাসআলা সম্পর্কে তাত্ত্বিক জ্ঞান নেই। সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কিরামের মত হল নামায থেকে অবসর হওয়ার পর যদি জানা যায় যে, কোন কারণে ইমামের নামায ফাসিদ হয়ে গেছে, তবে মুকতাদীদের নামায সঠিক, ফাসিদ হয়নি।

✪ হানাফীদের মতে, ইমামের সাথে সাথে মুক্তাদীর নামাযও ফাসিদ হয়ে গেছে। আসল মাসআলা এটাই।

এ হাদীসে যে ছুরত হয়েছে সেটি এই নয় বরং এখানেতো নামায শুরু করার পর নামাযের মধ্যেই ইমামের স্মরণ হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি পবিত্রতা অর্জন করতে চলে গেছেন। অতএব দুটি বিষয় এক নয়।

বাকী রইল, হাদীসে বর্ণিত ছুরতে ইমামগণের মত কি?

✪ হানাফীদের মত হল নামায শুরু করার পর যদি নামাযের ভিতরে ইমামের পূর্বেকার অপবিত্রতার কথা স্মরণ হয়ে যায়, তবে তাদের উভয়ের মতে নামায বাতিল হয়ে যাবে। পবিত্রতা অর্জনের পর শুরু থেকে নামায পড়া ওয়াজিব। বিনা জায়েয নেই। শাফিঈদের সহীহ মাযহাবও এটাই। আল্লামা ইবনে আরসালান র. স্বয়ং ইমাম শাফিঈ র. থেকে এ মতই বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনে কুদামা, র. মুগনীতে শাফিঈদের মত লিখেছেন, তাদের মতে, মুক্তাদীদের নামায বাতিল হয় না। বরং সে নামাযের উপরই বিনা করতে পারে। সম্ভবত এটি ইমাম শাফিঈ র.-এর একটি রেওয়ায়াত।

✪ ইমাম মালিক র.-এর মতে উপরোক্ত পরিস্থিতিতে দু'টো পদ্ধতি রয়েছে, হয়তো মুকতাদী স্বীয় নামায একাকী পূর্ণ করবে, অথবা কোন একজনকে তাদের মধ্যে থেকে স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে স্বীয় নামায পূর্ণ করবে। মোটকথা তাদের মতে, নামায বাতিল হবে না। বিনা করতে পারবে। কিন্তু যদি মুকতাদী ইমামের অপেক্ষা করে, তবে তার মতেও মুকতাদীদের নামায বাতিল হয়ে যাবে। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসেও মুকতাদীগণ ইমামের অপেক্ষা করেছেন। সারকথা, হাদীসে বর্ণিত ছুরতে মুকতাদীদের নামায ইমাম চতুষ্ঠয়ের কারো মতেই সহীহ হয়নি। অতএব, উপরোক্ত হাদীসটি সবার প্রতিকূল।

✪ এর উত্তর হল, সহীহ বুখারী মুসলিম ইত্যাদিতে বর্ণিত সহীহ রেওয়ায়াতগুলো দ্বারা জানা যায়, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন পর্যন্ত নামাযে প্রবেশ করেননি। বরং শুধু মুসল্লায় প্রবেশ করেছেন। তখনই অপবিত্রতার কথা স্মরণ হয়ে যায়। অতএব, প্রশ্ন অবশ্যই থাকল না। তিরমিযীতেও কয়েকটি রেওয়ায়াতে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। অতএব হাদীসটি ইমাম চতুষ্টয়ের পরিপন্থী নয়।

✪ আর যদি মেনে নেয়া হয় তিনি নামাযে প্রবেশ করেছেন, তবে আমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্বেকার নামাযের উপর বিনা স্বীকার করি না। বরং তিনি নতুনভাবে নামায পড়েছেন। ইবনে হাব্বানের রেওয়ায়াতে এর সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। –বযলুল মাজহুদ, লামিউদ দিরারী ও আওজাযুল মাসালিক

ইমাম আবূ দাউদ র.-এর উক্তি

وَقَالَ فِيْ اَوَّلِهِ فَكَبَّرَ وَقَالَ فِىْ اٰخِرِهِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ .

এ অনুচ্ছেদের প্রথম দিকের হাদীসটি ইমাম আবু দাউদের উস্তাদ মূসা ইবনে ইসমাঈল হাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইয়াযীদ ইবনে হারুন যেটি হাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেছেন– এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্যের বিবরণের জন্য ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, মূসার হাদীসে আছে– دَخَلَ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ الخ কিন্তু ইয়াযীদ ইবনে হারুনের রেওয়ায়াতের শুরুতে فَكَبَّرَ শব্দ যুক্ত করা হয়েছে। শেষে যুক্ত করা হয়েছে– فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ শব্দ। অথচ এটি মূসার হাদীসে নেই।

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ فَلَمَّا قَامَ فِىْ مُصَلَّاهُ وَانْتَظَرْنَا اَنْ يُكَبِّرَ اِنْصَرَفَ ثم قَالَ كَمَا أَنْتُمْ .

এই মু'আল্লাক রেওয়ায়াতটি মূসা–হাম্মাদ সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতটির সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ, মূসার রেওয়ায়াতে নামাযে প্রবেশের উল্লেখ রয়েছে। এতে সে কথা নেই বরং এতে আছে তাকবীর বলার অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু اِنَّ مَكَانَكُمْ শব্দ মূসার রেওয়ায়াত অনুযায়ী আছে। কারণ, মূসার রেওয়ায়াতে একথাও আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে ইঙ্গিত করে বলেছেন– اِنَّ مَكَانَكُمْ

وَرَوَاهُ أَيُّوبُ وَابْنُ عَوْنٍ وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَكَبَّرَ ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَى الْقَوْمِ أَنْ اِجْلِسُوْا .

এই মু'আল্লাক রেওয়ায়াতটি নামাযে প্রবেশের ব্যাপারে মূসার রেওয়ায়াতের ন্যায়। কারণ, মূসার রেওয়ায়াতে دَخَلَ শব্দ আছে। আর এতে فَكَبَّرَ শব্দ আছে। যেটি নামাযে প্রবেশের কথা বুঝায়। কিন্তু ان مَكَانَكُمْ শব্দে মূসার রেওয়ায়াতের বিরোধী। কারণ, এই মু'আল্লাক রেওয়ায়াতে فَأَوْمَأَ إِلَى الْقَوْمِ أَنْ اِجْلِسُوْا বাক্য আছে। এটি উপরের যুহরীর রেওয়ায়াতের পরিপন্থী। কারণ, তাঁর রেওয়ায়াতে নামাযে প্রবেশের উল্লেখ নেই। এর পরিপন্থী এই মু'আল্লাক রেওয়ায়াত। এতে كَبَّرَ শব্দ নামাযে প্রবেশ বুঝায়। সম্ভবতঃ এসব মু'আল্লাক রেওয়ায়াত উল্লেখ দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য নামাযে প্রবেশ সংক্রান্ত রেওয়ায়াতের সমর্থন দান, চাই নামাযে প্রবেশ دَخَلَ শব্দ দ্বারা বুঝাক অথবা كَبَّرَ শব্দ দ্বারা।

وَكَذَالِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ حَكِيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ এই মু'আল্লাক রেওয়ায়াতটিও নামাযে প্রবেশ প্রমাণকারী রেওয়ায়াতের সমর্থনের জন্য নেয়া হয়েছে।

بَابٌ فِي الْمَرْءَةِ تَرَى مَايَرَى الرَّجُلُ

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষ স্বপ্নে যা দেখে মহিলা যদি তা দেখে

১- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا عَنْبَسَةُ ثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ الاَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ اُمُّ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَتْ اِنَّ اللّٰهَ لاَيَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ اَرَاَيْتَ الْمَرْأَةَ اِذَا رَاَتْ فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ اَتَغْتَسِلُ اَمْ لاَ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ رض فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَعَمْ فَلْتَغْتَسِلْ اِذَا وَجَدَتِ الْمَاءَ . قَالَتْ عَائِشَةُ رض فَاَقْبَلْتُ عَلَيْهَا، فَقُلْتُ اُفٍّ لَكِ وَهَلْ تَرَى ذَالِكَ الْمَرْاَةُ؟ فَاَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ . فَقَالَ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ يَا عَائِشَةُ! وَمِنْ اَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟

قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَكَذَالِكَ رَوَى عُقَيْلٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَيُونُسُ وَابْنُ اَخِي الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَابْنُ اَبِي الْوَزِيْرِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَوَافَقَ الزُّهْرِيَّ مُسَافِعُ الْحَجَبِيُّ قَالَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رض وَاَمَّا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ فَقَالَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رض اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ رض جَاءَتْ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ .

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . هَلْ يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الْمَرْاَةِ الَّتِي تَرَى مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ اُذْكُرْ مُوضِحًا . هَلْ يَكُوْنُ الْمَنِيُّ لِلْمَرْاَةِ اَيْضًا؟ مَنْ كَانَتْ سَائِلَةً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بَيِّنْ حُكْمَ الاِغْتِسَالِ عِنْدَ مَا تَرَى مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ وَمَا هُوَ التَّطْبِيْقُ بَيْنَ الاَحَادِيْثِ الْمُتَعَارِضَةِ؟ مَا هِيَ آرَاءُ الاَطِبَّاءِ الْقَدِيْمَةِ وَالْحَدِيْثَةِ؟ وَمَا هُوَ التَّطْبِيْقُ ؟ اَوْضِحْ مَا قَالَ الاِمَامُ اَبُو دَاوُدَ رح .

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

হাদীস ঃ ১ । আহমদ ইবনে সালিহ.........হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আনাস ইবনে মালিক রা.-এর মা হযরত উম্মে সুলাইম আনসারিয়া রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ সত্যের ক্ষেত্রে সংকোচবোধ করেন না! আচ্ছা, মেয়েলোকও যদি ঘুমে ঐরূপ দেখে যেরূপ পুরুষ দেখে থাকে (স্বপ্নদোষ হলে), তবে তাকে গোসল করতে হবে কিনা? হযরত আয়েশা রা. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, হ্যাঁ তাকেও গোসল করতে হবে, যদি পানি দেখতে পায়। হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি এগিয়ে এসে উম্মে সুলাইমকে বললাম, আফসোস তোমার জন্য! মেয়েলোকেরও কি পুরুষের ন্যায় স্বপ্নদোষ হয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমার কথা শুনে) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন– ধুলিমলিন হোক তোমার ডান হাত হে আয়েশা! তাই যদি না হয়, তাহলে সন্তান মায়ের সদৃশ হয় কি ভাবে?

মহিলাদের স্বপ্নদোষ হলে গোসল ফরয হয় কিনা

এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, স্বপ্নদোষে যৌন আবেদন সহকারে যদি মহিলা থেকে কোন যৌনরস বের হয় তবে এর দ্বারা তার উপর গোসল ওয়াজিব হয়। শুধু ইবরাহীম নাখঈ থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁর মতে গোসল ওয়াজিব নয়। ইবনুল মুনযির র. বলেছেন, যদি তাঁর প্রতি এই উক্তিটির সম্বোধন বিশুদ্ধ হয়, তবে এর খেলাফ হযরত উম্মে সুলাইম রা. থেকে বর্ণিত আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটি এবং তিরমিযীর রেওয়ায়াতটি প্রমাণ। আমাদের মাশায়িখে কিরাম বলেছেন যে, ইমাম নাখঈ র.-এর উক্তি সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন যৌনরস যৌনাঙ্গ থেকে বাইরে বেরিয়ে না আসে; বরং শুধু স্বাদ উপভোগ অনুভূত হয়। এ কারণে 'দুররে মুখতার' গ্রন্থকার বলেছেন, যদি যৌনরস বের হবার বিষয় অনুভূত হয়, কিন্তু যৌনাঙ্গের বাইরের দিক পর্যন্ত না পৌঁছে তাহলে তখন কোন কোন হানাফীর মতে গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। কিন্তু পছন্দনীয় উক্তি হল, গোসল ওয়াজিব হয় না। কারণ, মহিলার ক্ষেত্রে গোসলের আবশ্যকতা নির্ধারণ করে যৌনরস যৌনাঙ্গের বাইরে বেরিয়ে আসার উপর।

রমণীরও বীর্য হয়

✪ আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস এবং অন্যান্য হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, রমণীর মধ্যেও বীর্য উপকরণ বিদ্যমান আছে যা বেরও হয়। কিন্তু প্রাচীন ও আধুনিক চিকিৎসাবিদদের একটি বিরাট দল বলেন যে, রমণীর মধ্যে বীর্য একেবারেই হয় না। আর রমণীর ক্ষেত্রে বীর্যপাতের অর্থ হল, শুধু মাত্র পূর্ণাঙ্গরূপে স্বাদ উপভোগ অনুভব করা। অতঃপর চিকিৎসাবিদগণ স্বীকার করেন যে, মহিলাদের মধ্যে এক প্রকার সিক্ততা রয়েছে। এই দুটি উক্তির মাঝে পরস্পর বিরোধ বোঝা যায়। কিন্তু মূলতঃ কোন বিরোধ নেই। মূলতঃ বাস্তব সত্য হল, মহিলাদেরও বীর্য হয়ে থাকে। অবশ্য সেটি বাইরে বের হয় না; বরং সাধারণতঃ এই বীর্যপাত গর্ভাশয়ের মধ্যেই হয়ে থাকে। অবশ্য কোন কোন অস্বাভাবিক অবস্থায় এই বীর্যপাত বাইরেও হয়ে থাকে। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে এই অস্বাভাবিক ছুরতই বর্ণিত হয়েছে।

আর চিকিৎসাবিদগণ যে বীর্য নেই বলে উল্লেখ করেছেন তার উদ্দেশ্য হল, রমণীর বীর্য পুরুষের বীর্যের মতো হয় না। শায়খ আবু আলী ইবনে সীনার উক্তি দ্বারা এ গবেষণার সমর্থন হয়। ইবনে সীনা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, রমণীর মধ্যে বীর্যপাত না হওয়ার অর্থ হল, তার বীর্য বাইরের দিকে বেরিয়ে আসে না। অন্যথায় নারীর বীর্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, আমি স্বয়ং নারীর বীর্য জমা হওয়ার স্থানে তা দেখেছি।

প্রশ্নকারী কে ছিলেন

তিরমিযীর রেওয়ায়াতে স্বপ্নদোষে গোসল ফরয কিনা তা জিজ্ঞেসকারী হযরত উম্মে সালামা রা.-কে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অথচ মুয়াত্তার রেওয়ায়াতে হযরত আয়েশা রা.-কে সাব্যস্ত করা হয়েছে। কাযী ইয়ায এবং হাফিজ ইবনে হাজার র. প্রমুখ এই বিরোধ অবসান এভাবে করেছেন যে, তখন হযরত আয়েশা এবং উম্মে সালামা রা. উভয়েই উপস্থিত ছিলেন এবং উভয়েই এ কথা বলেছিলেন। অতএব, প্রত্যেক রাবী এরূপ কথা উল্লেখ করেছেন, যা অন্যজন উল্লেখ করেননি।

তিরমিযীর রেওয়ায়েতে আছে, হযরত উম্মে সালামা রা. বলেন- قُلْتُ لَهَا فَضَحْتِ النِّسَاءَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ। অর্থাৎ, আপনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এমন একটি কথা জিজ্ঞেস করেছেন, যা রমণীদের যৌন চাহিদার আধিক্য বুঝায়। এজন্য আপনি নারী জাতিকে অপদস্থ করেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে গোপনীয়তা মহিলাদের স্বভাব।

✪ এখানে প্রশ্ন হয় যে, তিরমিযীতে بَابُ فِيمَنْ يَسْتَيْقِظُ وَيَرَى بَلَلًا- এ আছে যে, স্বয়ং হযরত উম্মে সালামা রা.-ই এই প্রশ্ন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা-এর নিকট করেছিলেন। অতএব, হযরত উম্মে সুলাইম রা.-এর উপর প্রশ্ন উত্থাপনের বৈধতা কোথায়?

✪ এর উত্তর হল, হযরত উম্মে সালামা রা.-কে এই প্রশ্নকর্ত্রী সাব্যস্ত করা হয়েছে আব্দুল্লাহ-এর রেওয়ায়াত দ্বারা। এই রেওয়ায়াতটি আব্দুল্লাহর কারণে দুর্বল। ইমাম তিরমিযী র. এই জন্যই বলেছেন, আব্দুল্লাহকে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ র. দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন, হাদীস মুখস্থ রাখার ব্যাপারে দুর্বলতার কারণে। অতএব, শক্তিশালী সম্ভাবনা রয়েছে যে, সেখানেও মূলপ্রশ্নকারিণী ছিলেন হযরত উম্মে সুলাইম রা.। যাঁর নাম দুর্বল রাবীর স্মরণ ছিল না। তিনি উম্মে সালামার নাম উল্লেখ করেছেন। এর সমর্থন এই কারণেও হয় যে, উম্মে সালামা ও উম্মে সুলাইম দুটি সাদৃশ্যপূর্ণ নাম। যাতে দুর্বল রাবীর ভ্রমের শক্তিশালী সম্ভাবনা বিদ্যমান।

ইমাম আবূ দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُد وَكَذَا رَوَى الزُّبَيْدِيُّ وَعَقِيلٌ وَيُونُسُ -

এখানে নিরর্থক ইউনুস শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِي وَابْنُ أَبِي الْوَزِيرِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ -

এই উক্তির সারমর্ম হল, ইবনে শিহাব যুহরী থেকে যেরূপ ইউনুস বর্ণনা করেছেন যে, এই ঘটনাটি হযরত উম্মে সুলাইম রা.-এর সাথে হযরত আয়েশা রা.-এর, এরূপভাবে যুবাইদী প্রমূখও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা-এর নিকট মাসআলা জিজ্ঞেসকারী মহিলা ছিলেন উম্মে সুলাইম রা.। তবে পার্থক্য হল, ইউনুস ইবনে শিহাব যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। যুবাইদী প্রমুখ মালিক ইবনে শিহাব যুহরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

وَوَافَقَ الزُّهْرِيَّ مُسَافِعُ الْحَجَبِيُّ قَالَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ رض جَاءَتْ اِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ -

ইমাম আবু দাউদ র. -এর এ উক্তির সারনির্যাস হল– উরওয়া থেকে এ হাদীসটি তিনজন বর্ণনা করেছেন– ১. যুহরী, ২. হিশাম, ৩. মুসাফিহ আল হাজাবী (নির্ভরযোগ্য একজন তাবিঈ)। আর এ তিনজনের মাঝে ইখতিলাফ হয়েছে যে, এ ঘটনাটি হযরত উম্মে সুলাইম রা.-এর সাথে হযরত আয়েশা রা.-এর, নাকি উম্মে সুলাইম রা.-এর সাথে হযরত উম্মে সালামা রা.-এর। যুহরী বর্ণনা করেন– عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رض আর মুসাফিহ আল হাজাবী এতে যুহরীর অনুকূল বিবরণ দিয়েছেন যে, এ ঘটনা হযরত উম্মে সুলাইম রা.-এর সাথে হযরত আয়েশা রা.-এর।

হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে বর্ণনা করেন। তিনি زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ সূত্রে এটি হযরত উম্মে সুলাইম রা. থেকে হযরত উম্মে সালামা রা.-এর ঘটনা বর্ণনা করেন। কিন্তু এতে উরওয়ার কোন শিষ্যের মুতাবা'আত নেই। অতএব, প্রাধান্য হবে যুহরীর রেওয়ায়াতের। কারণ, তাতে মুসাফিহ আল হাজাবীর মুতাবা'আত রয়েছে।

হাফিজ ইবনে হাজার র. বলেন– কাযী ইয়ায র. থেকে বর্ণিত আছে যে, এই ঘটনাটি হযরত উম্মে সুলাইম রা.-এর সাথে হযরত উম্মে সালামা রা.-এর, হযরত আয়েশা রা.-এর নয়। এ উক্তি অনুসারে হিশামের রেওয়ায়াতের প্রাধান্য হওয়া উচিত। কিন্তু আবু দাউদ র. মুসাফিহ আল হাজাবীর মুতাবা'আত উল্লেখ করে যুহরীর রেওয়ায়াতের প্রাধান্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন এবং আবদুল বার যুহলী থেকে বর্ণনা করেছেন, এ দু'টি রেওয়ায়াতই সহীহ। ইমাম নববী র. শরহে মুসলিমে বলেছেন–

يحتمل أن تكون أم سلمة وعائشة رض جميعا أنكرتا على أم سليم وقال وهذا جمع حسن لأنه لا يمتنع حضورهما عند النبي ﷺ في ذالك المجلس . شرح مسلم : ١/١٤٥

কিন্তু আবু দাউদ না হিশামের রেওয়ায়াত এনেছেন, না মুসাফিহ আল হাজাবীর রেওয়ায়াত এনেছেন। হযরত সাহারানপূরী র.ও এদিকে কোন ইঙ্গিত করেননি।

بَابٌ فِيْ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِيْ يُجْزِئُ بِهِ الْغُسْلُ

অনুচ্ছেদ ঃ যে পরিমাণ পানি গোসলে যথেষ্ট

١ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ هُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ.

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ، قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ فِيْهِ قَدْرُ الْفَرَقِ .

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ نَحْوَ حَدِيْثِ مَالِكٍ .

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ الْفَرَقُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا . وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ صَاعُ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ خَمْسَةُ اَرْطَالٍ وَسَمِعْتُ اَحْمَدَ يَقُوْلُ مَنْ اَعْطٰى فِيْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِرِطْلِنَا هٰذَا خَمْسَةَ اَرْطَالٍ وَثُلُثًا فَقَدْ اَوْفٰى قِيْلَ لَهُ الصَّيْحَانِيُّ ثَقِيْلٌ قَالَ الصَّيْحَانِيُّ اَطْيَبُ قَالَ لَا اَدْرِيْ .

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ؟ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رح

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

হাদীস ঃ ১। আবদুল্লাহ............হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এক ফারাকবিশিষ্ট একটি পাত্র থেকে পানি নিয়ে ফরয গোসল করতেন।

আবু দাউদ র. বলেন, মা'মার যুহরী র. থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে– হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ে একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম। তাতে এক ফারাক পানি ধরত।

আবু দাউদ র. বলেন, আমি আহমদ ইবনে হাম্বল র. কে বলতে শুনেছি, ফারাক হল, ষোল রতল।' আমি তাকে আরও বলতে শুনেছি, 'ইবনে আবু যিবের মতে এক সা' হল পাঁচ রতল ও এক রতলের এক-তৃতীয়াংশ।' আর যিনি আট রতল বলেছেন, তা মাহফুজ নয়।

আবূ দাউদ র. বলেন, ইমাম আহমদকে আমি বলতে শুনেছি, যে লোক আমাদের রতলের পাঁচ রতল ও এক তৃতীয়াংশ দ্বারা সদ্‌কায়ে ফিতর দিল সে পূর্ণ ফিতরা দিল। লোকেরা বলল, সায়হানী (মদীনার এক প্রকার খেজুর) তো ভারী হয়ে থাকে। তিনি বললেম, সায়হানী কি উৎকৃষ্ট? তিনি বললেন, তা আমার জানা নেই।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ.

এ উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য যুহরী থেকে ইমাম মালিক ও মা'মারের রেওয়ায়াতের শাব্দিক পার্থক্যের বিবরণ দান। এ হাদীসে ইবনে শিহাব যুহরীর দুই শিষ্য– ইমাম মালিক ও মা'মার রয়েছেন। ইমাম মালিক যুহরী র. থেকে বর্ণনা করেছন যে, এই পাত্র থেকে গোসলকারী শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই ছিলেন। মা'মার যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ পাত্র থেকে গোসলকারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হযরত আয়েশা রা.ও ছিলেন। তিনি একা ছিলেন না। প্রকৃত অর্থে উভয় রেওয়ায়াতে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। হতে পারে ইমাম মালিক র.-এর রেওয়ায়াতে হযরত আয়েশা রা.-এর ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। সেখানে হয়তো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একা গোসল করেছিলেন। এমতাবস্থায় উভয় হাদীসকে বিভিন্ন। অবস্থার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে। কখনও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একা গোসল করেছিলেন, আর কখনও হযরত আয়েশা রা.ও সাথে ছিলেন।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ.

এখানে ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য ইমাম মালিক র.-এর রেওয়ায়াতকে শক্তিশালী করা। কারণ, যুহরী থেকে এ হাদীসটি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাও বর্ণনা করেছেন। তিনি মালিক র.-এর ন্যায় বিবরণ দিয়েছেন যে, পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসলকারী শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন, হযরত আয়েশা রা. সাথে ছিলেন না।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ الْفَرَقُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ صَاعُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ.

হতে পারে ইবনে আবু যিব দ্বারা মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে মুগীরা ইবনে হারিস ইবনে আবু যিব উদ্দেশ্য। তাঁর উপনাম হল, আবুল হারিস মাদানী। তিনি ছিলেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র.-এর উস্তাদ। হতে পারে এর দ্বারা হানাফীদের উক্তি খণ্ডন করা উদ্দেশ্য। কারণ, হানাফীগণ এক সা'কে আট রতল সমান বলেন। এজন্য ইমাম আবু দাউদ র.-এর পরবর্তী উক্তি দ্বারা সুস্পষ্ট ভাষায় এর খণ্ডন হয়ে যায়।

قَالَ أَيْ سَأَلَ أَبُو دَاوُدَ أَحْمَدَ فَمَنْ قَالَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ قَالَ أَيْ أَحْمَدُ فِي الْجَوَابِ لَيْسَ ذَالِكَ بِمَحْفُوظٍ.

এখানে হানাফীদের মত সুস্পষ্ট ভাষায় খণ্ডিত হয়। অবশ্য এ ব্যাপারে بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ তে দীর্ঘ আলোচনা এসেছে। এখানে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

قَالَ أَيْ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ مَنْ أَعْطَى صَدَقَةَ الْفِطْرِ بِرِطْلِنَا هٰذَا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا فَقَدْ أَوْفَى.

অর্থাৎ, যে সদকায়ে ফিতরে পাঁচ রতল ও এক-তৃতীয়াংশ রতল আদায় করল, সে পূর্ণ সদকা আদায় করে দিল।

মোটকথা, তাঁর মতে যেহেতু ৫⅓ রতল, অতএব, যার ইচ্ছা সা' দ্বারা (যেটি পরিমাপের উপকরণ) সদকায়ে ফিতর আদায় করবে। অথবা ৫⅓ রতল ওজন দ্বারা আদায় করবে। উভয়টি সমান হওয়ার কারণে সদকায়ে ফিতর আদায় হয়ে যাবে।

قِيْلَ لَهُ অর্থাৎ, এর উপর প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে- اَلصَّيْحَانِىُّ ثَقِيْلٌ। অর্থাৎ, অসায়হানী ৫⅓ রতল সা' এর সমান হতে পারে, তাই ইচ্ছে করলে সা' দ্বারা পরিশোধ করবে অথবা ওজন দ্বারা। উভয় অবস্থাতে সদকায়ে ফিতর আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু সা'য়হানী খেজুর ভারী হয়ে থাকে। ৫⅓ রতল দ্বারা যতটুকু ওজন হবে তদ্বারা সা' পরিপূর্ণ হবে না এবং পূর্ণ এক সা' হবে না। সুস্পষ্ট নস দ্বারা এক সা' বলা হয়েছে। অতএব, সায়হানী খেজুর যদি সা' দ্বারা পরিশোধ না করে ৫⅓ রতল সায়হানী আদায় করে, তবে পরিশোধ কিভাবে হবে?

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. প্রথমে اَلصَّيْحَانِىُّ শব্দে চিন্তা না করে বলে দিয়েছেন- اَلصَّيْحَانِىُّ أَطْيَبُ অর্থাৎ, সায়হানী তো খুব উত্তম খেজুর হয়ে থাকে। তদ্বারা পরিশোধ হবে না কেন? যখন এ প্রশ্নটির ব্যাপারে তিনি চিন্তা করলেন তখন বললেন, আমি জানি না।

✪ আমাদের হানাফীদের মতে পরিশোধ হবে না। এর এক কারণ হল ৫⅓ রতল এক সা' হবে না। বরং আরও কিছু অতিরিক্ত দিলে এক সা' পূর্ণ হতে পারে। নসে বর্ণিত এক সা' আদায় করতে হবে।

আর একটি কারণ হল, আমাদের মতে সা' হয় আট রতলে। অতএব, আট রতলেরও কিছু বেশি দিতে হবে। তাহলে আট রতল সায়হানী খেজুর দ্বারা সা' পরিপূর্ণ হতে পারে।

উল্লেখ্য, সায়হানী মদীনা মুনাওয়ারার এক প্রকার অতি উত্তম খেজুর হয়ে থাকে।

بَابٌ فِىْ إِتْيَانِ الْحَائِضِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতীর সাথে সহবাস

١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى الَّذِىْ يَأْتِى امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ او نِصْفِ دِيْنَارٍ . قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيْحَةُ قَالَ دِيْنَارٌ او نِصْفُ دِيْنَارٍ وَرُبَمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ .

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ . حَدِيْثُ الْبَابِ مُؤَوَّلٌ اَوْ عَلَى الْحَقِيْقَةِ؟ اِنْ كَانَ الْاَوَّلُ فَمَا التَّاوِيْلُ؟ حُكْمُ التَّصَدُّقِ عَلَى الْوُجُوْبِ اَوْ عَلَى الْاِسْتِحْبَابِ؟ وَمَا هُوَ حُكْمُ إِتْيَانِ الْمَرْءَةِ بِالدُّبُرِ؟ هَلْ يُكَفَّرُ بِالْمُجَامَعَةِ بِالْحَائِضِ وَاِتْيَانِ الْمَرْءَةِ بِالدُّبُرِ وَاِتْيَانِ الْكَاهِنِ وَتَصْدِيْقِهِ؟ وَضِّحْ عَلٰى ضَوْءِ الدَّلَائِلِ . اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رح

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস ঃ ১। মুসাদ্দাদ............. হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তার সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– সে যেন এক দীনার সদকা করে অথবা অর্ধ দীনার।

আবু দাউদ র. বলেন, সহীহ বর্ণনাসমূহে এরূপই রয়েছে। তিনি বলেন, এক দীনার অথবা অর্ধ দীনার। শো'বা কখনো এ হাদীসটি 'মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেননি।

সদকার হুকুম

يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ ঃ ইমাম আহমদ, ইসহাক, আওযাঈ র.-এর নিকট সদকার নির্দেশ ওয়াজিবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ, তওবা কবুল করা সদকা ব্যতীত সম্ভব নয়। এর পদ্ধতি এই হবে যে, হায়েযের প্রথম দিকে হলে এক দিনার আর শেষের দিকে হলে অর্ধ দিনার ওয়াজিব হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে তওবার আয়াত দ্বারা এটা মানসুখ, অথবা ম২০৭২৪১গুস্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাকে শুধু তওবা ইস্তিগফার করতে হবে। ইমাম আহমদ র.-এরও একটি রেওয়ায়াত সংখ্যাগরিষ্ঠের ন্যায়।

মুতাকাদ্দিমীনের পরিভাষায় মাকরূহ বলতে হারাম এবং কুফরও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইমাম তিরমিযী র.-এরও এই পরিভাষাই।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের রেওয়ায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কয়েকটি মাসআলা রয়েছে–

১. ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস হারাম।

২. স্ত্রীর পায়ু পথে সহবাস হারাম।

ইমাম নববী র. স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সহবাস হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইজমা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু 'হিদায়া' গ্রন্থকার হযরত ইবনে উমর রা. থেকে এর বৈধতার উক্তি বর্ণনা করেছেন, অতঃপর বলেছেন যে, এই উক্তিটি অনির্ভরযোগ্য। কারণ, এটা অকাট্য নসের পরিপন্থী। হাফিজ ইবন হাজার র. বলেছেন, যে ইবনে উমর রা. থেকে এই উক্তি থেকে প্রত্যাবর্তনও প্রমাণিত আছে। ইমাম ত্বাহাভী র. শরহে মা'আনিল আছারে, ইমাম দারিমী র. স্বীয় তাফসীরে (১/২২২) সহীহ সনদে হযরত সাঈদ ইবনে ইয়াসার র. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি হযরত ইবনে উমর রা.-কে জিজ্ঞেস করেছেন–

يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ! اِنَّا نَشْتَرِى الْجَوَارِىَ فَنُحَمِّضُ تَحْمِيْضًا فَقَالَ وَمَا التَّحْمِيْضُ؟ قَالَ الدُّبُرَ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اُفٍّ اُفٍّ، يَفْعَلُ ذٰلِكَ مُؤْمِنٌ اَوْ مُسْلِمٌ؟

'হে আবূ আব্দুল্লাহ! আমরা কুমারী বাঁদীদের ক্রয় করি। অতঃপর তাদের সাথে তামহীয করি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তামহীয কি জিনিস? তিনি বললেন, গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করা। তখন হযরত ইবনে উমর রা. বললেন, উফ্! উফ্! কোন মুসলমান অথবা মুমিন কি এ কাজ করে?'

এই রেওয়ায়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে হারাম প্রমাণিত হয় এবং এটা পূর্বের উক্তি প্রত্যাহারের পর্যায়ভুক্ত। অতএব, এখন এ বিষয়টি কোন ব্যতিক্রমভূক্তি ছাড়া সর্বসম্মত হয়ে গেল।

ঋতু অবস্থায় বা পায়ুপথে স্ত্রী সহবাস বা ভবিষ্যদ্বক্তাকে বিশ্বাস করলে কাফির হবে কিনা?

ঋতু অবস্থায় কিংবা পায়ুপথে স্ত্রী সহবাস কিংবা ভবিষ্যদ্বক্তার কথা বিশ্বাস করা মারাত্মক গোনাহের কাজ। যদি হালাল মনে করে এসব কাজ করে তবে এর কুফরী স্পষ্ট। যদিও কোন কোনটি সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। যেমন,

ঋতুবতী মহিলার সাথে সহবাস সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। আর হালাল মনে করে না করলে এটা কঠোরতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইমাম তিরমিযী র.ও এ ব্যাখ্যাটি অবলম্বন করেছেন। এর প্রমাণ দিতে গিয়ে বলেছেন যে, ঋতু অবস্থায় সহবাস করার ক্ষেত্রে সদকা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর সদকা করার নির্দেশ মু'মিনকেই দেয়া যেতে পারে। এতে প্রমাণিত হল, ঋতুবতী মহিলার সাথে সহবাস কুফরী নয়। (অবশ্যই মারাত্মক গোনাহের কাজ।)

উল্লেখ্য, كَاهِنٌ বলা হয় এরূপ ব্যক্তিকে যে ভবিষ্যতের সংবাদ বর্ণনা করে (ভবিষ্যৎবক্তা) এবং সৃষ্টির গোপন রহস্য জানার দাবিদার। এ ধরনের কাহানত (ভবিষ্যতের সংবাদ প্রদান) দু'প্রকার– এক. অর্জিত, দুই. স্বভাবজাত। ইবনে খালদুন র. বলেছেন, আবরদের মধ্যে স্বভাবজাত কাহানত পাওয়া যেত। ফুকাহায়ে কিরামের মতে এর দুটো প্রকারই হারাম।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُو دَاوُدَ هٰكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيْحَةُ قَالَ دِيْنَارٌ او نِصفُ دِيْنَارٍ ـ

অর্থাৎ, রেওয়ায়াতটি او تَنْوِيعِيَّه সহকারে।

وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ ـ

এ উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য এই হাদীসের সনদগত ইখতিলাফের দিকে ইঙ্গিত দান। শো'বা এই হাদীসটি মারফূ না মাওকূফ এ ব্যাপারে ইখতিলাফ করেছেন। কখনও মারফূ আকারে উল্লেখ করেছেন, আবার অনেক সময় অন্যভাবে উল্লেখ করেছেন। এখানে মারফূ আকারে উল্লিখিত হয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান শো'বা থেকে মারফূ আকারে বর্ণনা করেছেন। এ উক্তিটি দ্বারা উদ্দেশ্য হাদীসের দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করা।

٢ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ نَا جَعْفَرٌ يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَبِى الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ اِذَا اَصَابَهَا فِى اَوَّلِ الدَّمِ فَدِيْنَارٌ وَاِذَا اَصَابَهَا فِى اِنْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِيْنَارٍ ـ

قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَكَذَالِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ مِقْسَمٍ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِى الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الاِمَامُ اَبُو دَاوُدَ رحـ ـ اُذْكُرْ نَبذَةً مِنْ حَيَاةِ السَّيِّدَةِ اُمِّ سَلَمَةَ رض ـ

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

হাদীস ঃ ২। আবদুস সালাম............ হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হায়েযের প্রারম্ভিক অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে তার কাফ্ফারা দিতে হবে এক দীনার। আর হায়েয বন্ধ হওয়ার কাছাকাছি সময় সহবাস করলে দিতে হবে অর্ধ দীনার।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَكَذَالِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ مِقْسَمٍ ـ

এ হাদীসটি উল্লেখ করে ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ দীনার ও অর্ধ দীনার সংক্রান্ত হাদীসের ব্যাখ্যার দিকে ইঙ্গিত করা। অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে এক

দীনার অথবা অর্ধ দীনার সদকা করার নির্দেশ দিয়েছেন– এর উদ্দেশ্য হল, ঋতুবতী স্ত্রী যদি মাসিকের প্রথম দিকে থাকে, তবে এক দীনার সদকা করার নির্দেশ। আর যদি রক্ত বন্ধ হওয়ার দিকে থাকে, তবে অর্ধ দীনার সদকা করার নির্দেশ।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, ইবনে জুরাইজ আবদুল করীম থেকে, আবদুল করীম মিকসাম থেকে অনুরূপ ব্যাখ্যার বিবরণ দিয়েছেন। ইমাম বায়হাকী র. স্বীয় সুনানে মুত্তাসিলরূপে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন–

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْبَصْرِيِّ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ اِمْرَأَتَهُ فِي الدَّمِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِيْنَارٍ ـ وَإِذَا وَطِئَهَا وَقَدْ رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَمْ يَغْتَسِلْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ، ثُمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ كَذَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ فَجَعَلَ التَّفْسِيْرَ مِنْ قَوْلِ مِقْسَمٍ ـ

এখানে ইবনে আবু আরূবা–আবদুল করীম এবং ইবনে জুরাইজ– আবদুল করীমের মাঝে পার্থক্য আছে। ইবনে আবু আরূবার রেওয়ায়াতে এ তাফসীরটিকে মিকসামের উক্তি সাব্যস্ত করেছেন। আর ইবনে জুরাইজের রেওয়ায়াতে এটিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মিলিয়ে তাঁর বাণী সাব্যস্ত করেছেন। আবু দাউদ র.-এর এই রেওয়ায়াতে এটাকে হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর উক্তি সাব্যস্ত করেছেন।

٣ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ نَا شَرِيْكٌ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ ـ

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ عَلِيُّ ابْنُ بُذَيْمَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (مُرْسَلًا) ـ وَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسَيْ دِيْنَارٍ وَهٰذَا مُعْضَلٌ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ أَوْضِحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

হাদীস ঃ ৩। মুহাম্মদ ইবনে সাব্বাহ......... হযরত ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণিত, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– হায়েয অবস্থায় কেউ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে (কাফ্‌ফারাস্বরূপ) সে অর্ধ দীনার সদকা করবে।

আবু দাউদ র. বলেন, আলী ইবনে বাযীমা র. মিকসামের মাধ্যমে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপই মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন।

অপর এক বর্ণনায় আবদুল হামীদ ইবনে আবদুর রহমান প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী (হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.) বলেন– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দুই পঞ্চমাংশ দীনার সদকা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটি মু'দাল হাদীস।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ عَلِىُّ بْنُ بَذِيْمَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مُرْسَلًا ـ

এ তৃতীয় হাদীসটি বর্ণনা করা দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য আবদুল করীম–মিকসাম সূত্রে বর্ণিত হাদীস এবং খুসাইফ-মিকসাম সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতের মাঝে পার্থক্যের বিবরণ দান। আবদুল করীম-মিকসামের হাদীসে تَصَدَّقَ بِدِيْنَارٍ او نِصْفِ دِيْنَارٍ আছে। আর শেষোক্ত হাদীসে অর্ধ দীনারের উল্লেখ রয়েছে। আলী ইবনে বাযীমা-মিকসাম সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতেও অর্ধ দীনারের উল্লেখ রয়েছে। অবশ্য আলী ইবনে বাযীমার রেওয়ায়াত মুরসাল, খুসাইফের হাদীস মুত্তাসিল। এই উক্তি দ্বারা আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য হাদীসের মূলপাঠের ইযতিরাবের দিকে ইঙ্গিত করা। কোন কোন রেওয়ায়াতে دِيْنَارٍ اَوْ نِصْفِ دِيْنَارٍ আর কোন কোন রেওয়ায়াতে রয়েছে শুধু نِصْفِ دِيْنَارٍ.

এরপর ইমাম আবু দাউদ র. সনদ ও মতনগত আর একটি ইখতিলাফের দিকে ইঙ্গিত করার জন্য ইমাম আওযাঈ র.-এর রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন– وَرَوَى الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اٰمُرُهُ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَىْ دِيْنَارٍ ـ তবে এ রেওয়ায়াতটি মু'দাল। মু'দাল হল যে রেওয়ায়াতের সনদে দুইজন অথবা দুইয়ের অধিক রাবী একাধারে বাদ পড়ে যায়। এই তৃতীয় ইখতিলাফটি সনদ এবং মতন উভয়টির ক্ষেত্রেই।

بَابٌ فِى الْمَرْءَةِ تُسْتَحَاضُ وَمَنْ قَالَ تَدَعُ الصَّلٰوةَ فِىْ عِدَّةِ الْاَيَّامِ الَّتِىْ كَانَتْ تَحِيْضُ

অনুচ্ছেদ ঃ রক্তপ্রদর বিশিষ্ট মহিলা এবং যে বলে সে ঋতুর দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দিবে

٥ـ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا وُهَيْبٌ نَا اَيُّوْبُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رضـ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيْهِ تَدَعُ الصَّلٰوةَ وَتَغْتَسِلُ فِيْمَا سِوٰى ذَالِكَ وَتَسْتَذْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّىْ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمَّى الْمَرْاَةَ الَّتِىْ كَانَتِ اسْتُحِيْضَتْ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِىْ حُبَيْشٍ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ ـ اُذْكُرْ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ السَّيِّدَةِ اُمِّ سَلَمَةَ رضـ ـ

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

হাদীস ঃ ৫। মূসা ইবনে ইসমাঈল.......... হযরত সুলাইমান ইবনে ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত উম্মে সালামা রা. থেকে উক্ত ঘটনাই বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে, সে যেন নামায ছেড়ে দেয়। আর ঐ সময় ছাড়া বাকি সময় যেন সে গোসল করে নেয় ও কাপড়ের নেকড়া বেঁধে নামায পড়ে।'

আবু দাউদ র. বলেন, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ আইয়ুব সূত্রে বলেছেন, এ হাদীসে বর্ণিত উক্ত রক্তপ্রদর বিশিষ্ট মহিলার নাম হযরত ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ রা.।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَسَمَّى الْمَرْءَةَ الَّتِىْ كَانَتْ اُسْتُحِيْضَتْ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ ـ

সারকথা, এ অনুচ্ছেদের শুরু থেকে এ পর্যন্ত হাদীসগুলোর প্রথম চারটি নাফি' -সুলাইমান ইবনে ইয়াসার সূত্রে বর্ণিত। এ চারটির প্রথম হাদীসে নাফি'র শিষ্য ইমাম মালিক, দ্বিতীয়টিতে লাইস ইবনে সা'দ, তৃতীয়টিতে উবাইদুল্লাহ, আর চতুর্থটিতে সাখর ইবনে জুয়াইরিয়া। নাফি'র এসব শিষ্যের কেউ সে মহিলার নাম উল্লেখ করেননি, যিনি রক্তপ্রদরে আক্রান্ত ছিলেন। এরূপভাবে এ অনুচ্ছেদের পঞ্চম হাদীস ওহাইব-আইউব-সুলাইমান ইবনে ইয়াসার সূত্রে বর্ণিত। এতেও সে মহিলার নাম নেই। এবার ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, এ পঞ্চম হাদীসটি আইউব থেকে হাম্মাদ ইবনে যায়েদও বর্ণনা করেছেন। তিনি সে মহিলার নাম বলেছেন, ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ। তবে আবু দাউদ র. হাম্মাদের হাদীসটি স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। অবশ্য দারাকুতনী স্বীয় সনদে বলেছেন–

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِىْ حُبَيْشٍ رض اُسْتُحِيْضَتْ الحَدِيث ـ

আবু দাউদের উক্তি দ্বারা একটি ধারণা হয় যে, হাম্মাদ ছাড়া অন্য কেউ এ মহিলার নাম উল্লেখ করেননি। অথচ বিষয়টি অনুরূপ নয়, বরং অন্য কেউ কেউ তার নাম উল্লেখ করেছেন। এরূপ কিছুসংখ্যক হাদীস সুনানে দারাকুতনীতেও আছে।

হযরত উম্মে সালামা রা.-এর জীবনী

নাম ও পরিচিতি ঃ নাম– হিন্দ। উপনাম– সালামা। পিতার নাম– সুহাইল। উপনাম– আবু উমাইয়া। মায়ের নাম– আতিকা বিনতে আমির। তিনি ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। বদান্যতার জন্যে তাঁর পিতা সর্বজনশ্রদ্ধেয় ছিলেন।

বংশধারা ঃ হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়া ইবনে সুহাইল ইবনে মুগীরা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে মাখযূম আল-মাখযূমিয়া।

দাম্পত্য জীবন ঃ তাঁর প্রথম বিয়ে হয়েছিল স্বীয় চাচাত ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আসাদ-এর সাথে। তিনি আবু সালামা নামে অধিক পরিচিত। হযরত উম্মে সালামা হলেন মুগীরা বংশের, আর তাঁর স্বামী আবু সালামা হলেন আসাদ বংশের।

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়তের শুরুর দিকেই তাঁরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে দীন ইসলামে দীক্ষিত হন।

প্রথম হিজরত ঃ পূর্ব পুরুষদের দীন পরিবর্তন করে নতুন দীন গ্রহণ করার কারণে তাঁদের ওপর অসহনীয় নির্যাতন চলতে থাকে। তাই তাঁরা স্বীয় মাতৃভূমি ত্যাগ করে হাবশায় হিজরত করেন।

মদীনায় হিজরত ঃ হাবশা হতে মক্কায় ফিরে আসার পর কাফির-মুশরিক কর্তৃক নির্যাতনের মাত্রা যখন আরো তীব্র আকার ধারণ করে তখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মদীনায় হিজরতের জন্য মনস্থ করেন। তাঁদের মদীনা

হিজরতের করুণ কাহিনী হযরত উম্মে সালামা রা. নিজেই বর্ণনা করেছেন– 'যখন আবু সালামা রা. মদীনা হিজরতের সংকল্প করেন, তখন তাঁর নিকট একটি মাত্র উট ছিল। আমাকে এবং আমার পুত্রকে এর ওপর বসিয়ে নিজে উটের লাগাম ধরে টেনে চললেন। আমার পিতৃবংশীয়রা তা দেখে বাঁধার সৃষ্টি করল। তারা বলতে লাগল, আমাদের কন্যাকে আমরা যেতে দেব না। তারা আবু সালামার হাত হতে লাগাম কেড়ে নিল এবং আমাকে নিয়ে চলল। ইতোমধ্যে আমার স্বামীর বংশীয়গণ এসে পৌঁছল এবং আমার পুত্র সালামাকে হস্তগত করে আমার পিতৃবংশীয়গণকে বলতে লাগল, "তোমরা যদি তোমাদের কন্যাকে তার স্বামীর সাথে যেতে না দাও, তাহলে আমরাও আমাদের বংশীয় সন্তানকে তার মায়ের সাথে যেতে দেব না।" এভাবে আমি স্বামী ও পুত্র হতে বিচ্ছিন্ন হলাম।

স্বামী মদীনায় চলে গেলেন। পুত্র তার পিতৃবংশীয়গণের নিকট এবং আমি আমার পিতৃবংশীয়গণের সাথে থাকতে বাধ্য হলাম। আমি প্রত্যহ পুত্যূষে উঠে এক উচ্চস্থানে বসে সারা দিন কাঁদতাম। এরূপে প্রায় এক বছর গেল। আমার এক আত্মীয় অনুগ্রহপূর্বক একদিন আমার পিতৃবংশীয়দেরকে সমবেত করে এমন ভাষায় আমার সম্বন্ধে অনুরোধ করল যে, তারা আমাকে আমার স্বামীর নিকট যাওয়ার এখতিয়ার দিলেন। আর আমার স্বামীর বংশীয়গণও আমার ছেলেটিকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেন। অতঃপর একটি উটে করে পুত্রসহ ওসমান ইবনে তালহার সহায়তায় মদীনায় গিয়ে স্বামীর সাথে মিলিত হলাম।'

প্রথম স্বামীর ইনতিকাল : উম্মে সালামা রা. ছিলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা। স্বামীও ছিলেন তেমনি। তাঁর প্রথম স্বামী তৃতীয় হিজরীতে সংঘটিত উহুদের যুদ্ধে যোগদান করেন। হযরত উম্মে সালামা রা. অন্যান্য মহিলার সাথে যুদ্ধে আসেন। হযরত আনাস রা. বলেন, 'আমি আমার মাতা উম্মে সালামা এবং হযরত আয়েশা রা.-কে দেখলাম, তাঁরা আস্তিন গুটিয়ে মশক ভরে পানি এনে আহত যোদ্ধাদেরকে পান করাচ্ছেন। মশক খালি হলে আবার মশক ভরে পানি আনছেন।" –সহীহ বুখারী

উহুদ যুদ্ধের প্রায় তিন বছর পর উহুদের ক্ষতস্থানে আবু সালমার ঘা দেখা দেয়। অবশেষে এর যন্ত্রণায় ঐ বছরই তিনি ওফাত লাভ করেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিবাহ

এ উচ্চ বংশীয় স্বার্থত্যাগিনী মহিলাকে সম্মানিত এবং অভাব বিমুক্তকরণের উদ্দেশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহের প্রস্তাব দেন। তখন উম্মে সালামা চারটি আপত্তি উত্থাপন করলেন। যেমন–

১. আমার মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ রয়েছে।

২. আমার সন্তান-সন্ততি আছে।

৩. আমার বয়স হয়েছে।

৪. এখানে আমার কোন অভিভাবক নেই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করবো, যেন তিনি তোমার আত্ম মর্যাদাবোধ দূর করে দেন। আর তোমার সন্তানেরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যিম্মায় থাকবে। বয়সের ব্যাপারে বললেন, তোমার চেয়ে আমার বয়স বেশী। এরপর হযরত উম্মে সালামা রা. রাজি হলে ৪র্থ হিজরীতে বিবাহ হয়ে যায়। তখন হযরত উম্মে সালামার বয়স ২৬ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স ৫৭ বছর।

গুণাবলি : তিনি বহু গুণে গুণান্বিতা ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী রমণী। হযরত আয়েশা রা. বলেন, 'তাঁর সৌন্দর্যের খ্যাতি যেমন শুনেছিলাম, তিনি তা হতেও বহুগুণে অধিক সুন্দরী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে রূপে যেমন ধনী করেছিলেন, তা হতেও অধিক তাকে সৎগুণে এবং সুকর্মে ধনী করেছিলেন।'

তিনি বিদুষী ও পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী ছিলেন। হাদীস শাস্ত্রেও তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস শ্রবণ করার তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। তিনি একজন দানশীলা ছিলেন। তজ্জন্য স্বীয় কন্যাকেও উৎসাহিত করতেন। সুখভোগের দিকে তার অনুরাগ ছিল না। প্রত্যেক মাসে সোম, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে রোযা রাখতেন।

আল-ইসাবাতে আছে, 'হযরত উম্মে সালামা তাঁর সৌন্দর্য, গভীর বুদ্ধি এবং দৃঢ় সংকল্পের জন্যে প্রশংসিতা ছিলেন'। জ্ঞানে-গুণে হযরত আয়েশা রা.-এর পরের স্থান হল– হযরত উম্মে সালামা রা.-এর।

সন্তান-সন্তুতি ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঔরসে হযরত উম্মে সালামার কোন সন্তান হয়নি। পূর্বের স্বামী হযরত আবু সালামার চারজন সন্তান ছিল দু'পুত্র–সালামা ও ওমর এবং দু'কন্যা দুররা ও বাররা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাররার নাম পরিবর্তন করে রাখেন যয়নব।

হাদীস বিবরণ ঃ তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা– ৩৭৮। তন্মধ্যে বুখারী মুসলিমে যৌথভাবে ১৩টি। এককভাবে বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে ৩টি হাদীস বর্ণিত আছে। তাঁর থেকে বহু মনীষী হাদীস বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন– তাঁর পুত্র ওমর, মেয়ে– যয়নব। ক্রীতদাস– নাবহান, ভাই আমির ইবনে আবু উমাইয়া, ভাইয়ের ছেলে– মুসআব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া প্রমুখ।

মুহাম্মদ ইবনে লবীদ বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্নীগণেরই বহু হাদীস কণ্ঠস্থ ছিল, কিন্তু এতদবিষয়ে হযরত আয়েশা রা. এবং হযরত উম্মে সালামার সমতুল্য কেউ ছিলেন না।'

ইন্তিকাল ঃ তিনি কোন্ সনে মৃত্যুবরন করেন এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যেমন–

ওয়াকিদী বলেন, তিনি হিজরী ৫৯ সনের শাওয়াল মাসে মৃত্যু লাভ করেন। হযরত আবু হোরায়রা রা. তাঁর জানাযার নামায পড়িয়েছেন।

কারো মতে ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়া -এর রাজত্বকালে,

হিজরী ৬২ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

কারো মতে, ৬৩ হিজরীতে ৮৪ বছর বয়সে।

কারো মতে ৬১ হিজরীর শেষভাগে ওফাত লাভ করেন।

জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে সমাহিত করা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের মধ্যে তিনি সর্বশেষে ইনতিকাল করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর তিনি ৬০ বছর জীবিত ছিলেন।

– বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ ইকমাল ঃ ৫৯৯; ইসাবা ঃ ৪/৪২৬; উসদুল গাবাহ ঃ ৭/৩২৯ - ৩৩০

٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّهَا قَالَتْ اِنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ رض سَأَلَتِ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الدَّمِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَرَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مِلْاَنَ دَمًا فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمْكُثِىْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِىْ -

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ قُتَيْبَةُ بَيْنَ اَضْعَافِ حَدِيْثِ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ فِىْ اٰخِرِهَا وَرَوَاهُ عَلِىُّ بْنُ عَيَّاشٍ وَيُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اللَّيْثِ فَقَالَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ -

اَلسُّـوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الإِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

হাদীস ঃ ৬। কুতাইবা..........হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উম্মে হাবীবা রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রক্তস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি তার পানির পাত্র রক্তে পরিপূর্ণ দেখতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– "যে ক'দিন তুমি মাসিকের দরুন নামায থেকে বিরত থাকতে, সে ক'দিন তুমি বিরত থেকো, তারপর গোসল করে নিও।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর এ উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ قُتَيْبَةُ بَيْنَ اَضْعَافِ حَدِيْثِ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ ـ

ব্যাখ্যাতাগণ এই ইবারতটির অর্থ নিয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

○ কেউ কেউ বলেছেন– بَيَّنَ মাযী মারূফের সীগা– تَبْيِيْن থেকে নিষ্পন্ন। অর্থাৎ, প্রকাশ করেছে। اَضْعَاف শব্দটি ضَعْفٌ মাসদারের বহুবচন। অর্থাৎ, এ হাদীসটির দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন। তবে এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, এ হাদীসের সমস্ত বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। এমনকি ইমাম মুসলিম র. এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অতএব, এতে দুর্বলতা থাকতে পারে না।

○ কেউ কেউ বলেছেন– بَيْنَ জরফ। বায়ের উপর যবর, ইয়া সাকিন, আর اَضْعَاف শব্দটি ضِعْفٌ এর বহুবচন। বলা হয়, اَضْعَافُ الْكِتَابِ অর্থাৎ, কিতাবের লাইনের মধ্যবর্তী দূরত্ব। এ উক্তিটি বিশুদ্ধ। এ উক্তি অনুসারে ইবারতের অর্থ এই হবে– কুতাইবা এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এটিকে জাফর ইবনে রবী'আর হাদীসগুলোর মাঝে এবং শেষে লিখে রেখেছেন।

○ এ উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য কুতাইবা যখন এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ও সনদের বিবরণ দিয়েছেন, তখন عَنْ جَعْفَرٍ তার পিতার দিকে সম্বোধন ছাড়া বলেছেন। এবার লোকজনের মধ্যে গোলমাল লেগেছে, এই জাফর কে? জাফর ইবনে রবী'আ, না অন্য কোন জাফর? আবু দাউদ স্পষ্ট ভাষায় বলেন, কুতাইবা এ হাদীসটিকে জাফর ইবনে রবীআর হাদীসগুলোর মাঝে লিখে রেখেছেন। এতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, এ হাদীসটি জাফর ইবনে রবীআর, অন্য কোন জাফরের নয়। এ হল একটি নির্দশন।

আরেকটি নিদর্শন হল–

وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ وَيُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اللَّيْثِ فَقَالَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ ـ

তারা দু'জন স্পষ্ট করে বলছেন, ইনি জাফর ইবনে রবীআ। অতএব, যেই রেওয়ায়াতে পিতার দিকে সম্বোধন ছাড়া আছে, সেখানেও উদ্দেশ্য জাফর ইবনে রবীআ, অন্য কোন জাফর নয়।

٨ـ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى نَاجَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ يَعْنِىْ اِبْنَ اَبِىْ صَالِحٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِىْ حُبَيْشٍ اَنَّهَا اَمَرَتْ اَسْمَاءَ اَوْ اَسْمَاءُ حَدَّثَتْنِىْ اَنَّهَا اَمَرَتْهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِىْ حُبَيْشٍ رضـ اَنْ تَسْاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَهَا اَنْ تَقْعُدَ الاَيَّامَ الَّتِىْ كَانَتْ تَقْعُدُ ثُمَّ تَغْتَسِلُ ـ

قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ رض أُسْتُحِيْضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَدَعَ الصَّلٰوةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيْ ـ

قَالَ أَبُو دَاوُد لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ عَنْ عُرْوَةَ شَيْئًا وَزَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ رض كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلٰوةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ـ

قَالَ أَبُو دَاوُد وَهٰذَا وَهْمٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَيْسَ هٰذَا فِيْ حَدِيْثِ الْحُفَّاظِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا مَاذَكَرَ سُهَيْلُ بْنُ أَبِيْ صَالِحٍ ـ وَقَدْ رَوَى الْحُمَيْدِيُّ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ تَدَعُ الصَّلٰوةَ أَيَّامَ أَقْرَاءِهَا ـ وَرَوَتْ قُمَيْرُ بِنْتُ عَمْرٍو زَوْجُ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رض اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتْرُكُ الصَّلٰوةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ ـ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلٰوةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا وَرَوَى أَبُو بِشْرٍ جَعْفَرُ بْنُ أَبِيْ وَحْشِيَّةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ رض أُسْتُحِيْضَتْ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ـ وَرَوَى شَرِيْكٌ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَدَعُ الصَّلٰوةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيْ ـ

وَرَوَى الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيْ جَعْفَرٍ قَالَ إِنَّ سَوْدَةَ أُسْتُحِيْضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ إِذَا مَضَتْ أَيَّامُهَا اِغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ ـ

وَرَوَى سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رض اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَجْلِسُ أَيَّامَ قُرُوْءِهَا وَكَذَالِكَ رَوَاهُ عَمَّارٌ مَوْلَى بَنِيْ هَاشِمٍ وَطَلْقُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض ـ وَكَذَالِكَ رَوَاهُ مَعْقِلُ الْخَثْعَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ رض وَكَذَالِكَ رَوَى الشَّعْبِيُّ عَنْ قُمَيْرٍ إِمْرَأَةِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رض

قَالَ أَبُو دَاوُد وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَسَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٍ وَمَكْحُوْلٍ وَإِبْرَاهِيْمَ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ إِنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَدَعُ الصَّلٰوةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ـ

اَلسُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ أُكْتُبْ نُبْذَةً مِنْ حَيَاةِ السَّيِّدَةِ أُمِّ حَبِيْبَةَ رض أَوْ أَسْمَاءَ رض وَ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِيْ حُبَيْشٍ رض ـ أَوْضِحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاوُدَ رحـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ـ

হাদীস ঃ ৮। ইউসুফ........ হযরত উরওয়া ইবনুয যুবাইর র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ রা. আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আসমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন অথবা বলেছেন– আসমাই আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করার জন্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন, পূর্বে সে যে ক'দিন অপেক্ষা করত (মাসিকের জন্য) এখনো ঐ ক'দিন অপেক্ষা করে তারপর গোসল করে নিবে।.... যয়নব বিনতে উম্মে সালামা বর্ণনা করেন, উম্মে হাবীবা বিনতে জাহ্‌শের রক্ত প্রদর শুরু হলে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে হায়েযের সময় পরিমাণ নামায ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেন, তারপর গোসল করে নামায পড়ার হুকুম করেন।

আবু দাউদ র. বলেন, কাতাদাহ র. উরওয়া র. থেকে কিছু শোনেননি।

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উম্মে হাবীবা রা.-এর রক্ত প্রদর ছিল। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে মাসিকের দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

আবু দাউদ বলেন, এটা ইবনে উয়াইনার ভুল। এটা যুহরী থেকে হাদীসের হাফিজগণ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ নেই। শুধু তাই আছে যা সুহাইল ইবনে আবু সালিহ বর্ণনা করেছেন। আর হুমাইদীও এ হাদীস ইবনে উয়াইনা থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে 'হায়েযের দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দেয়ার' কথাটুকু উল্লেখ নেই।.. হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রক্তপ্রদর বিশিষ্ট মহিলা হায়েযের দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দিবে। তারপর গোসল করবে। আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (রক্তপ্রদর বিশিষ্ট মহিলাকে) হায়েযের সময়সীমা পরিমাণ নামায ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।.. ইকরিমা র. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন, হযরত উম্মে হাবীবা বিনতে জাহ্‌শ রা. রক্তপ্রদর রোগে আক্রান্ত হলেন.... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

আদী ইবনে সাবিত তাঁর পিতা তাঁর দাদা সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন– রক্ত প্রদরাক্রান্ত মহিলা মাসিকের দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দিবে। অতঃপর গোসল করে নামায পড়বে।.... আবু জা'ফর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত সাওদা রা. রক্তপ্রদরে আক্রান্ত হলেন। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন, যখন মাসিকের মুদ্দত শেষ হয়ে যাবে, তখন গোসল করবে ও নামায পড়বে।... হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রক্ত প্রদরাক্রান্ত মহিলা মাসিকের দিনগুলোতে বসে থাকবে (নামায পড়বে না)। এরূপই বর্ণনা করেছেন বনু হাশিমের মাওলা আম্মার, তাল্‌ক ইবনে হাবীব র. ইবনে আব্বাস রা. থেকে অন্যরা।

আবু দাউদ র. বলেন, হাসান, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, আতা, মাকহুল, ইবরাহীম, সালিম ও কাসিমের এটাই অভিমত যে, (রক্তপ্রদরে আক্রান্ত মহিলা) হায়েযের দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দিবে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ رض عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ .

কাতাদার এই রেওয়ায়াত সম্পর্কে আল্লামা সাহারানপুরী র. বলেন, হাদীস গ্রন্থাবলী তালাশ করেও তার এই হাদীসটি পাওয়া গেল না।

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَزَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ اَىْ سُفْيَانُ فِىْ حَدِيْثِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رض .

এটি পরবর্তী অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদীস।

قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ رضـ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلٰوةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ـ

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا وَهْمٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَيْسَ هٰذَا فِيْ حَدِيْثِ الْحُفَّاظِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا مَاذَكَرَ سُهَيْلُ بْنُ أَبِيْ صَالِحٍ ـ

فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلٰوةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ـ

সম্ভবতঃ ইমাম আবু দাউদ র.-এর এ উক্তির উদ্দেশ্য ইমাম যুহরীর শিষ্যদের শাব্দিক বিভিন্নতার দিকে ইঙ্গিত করা। ইমাম যুহরী র.-এর অনেক হাফিজ শিষ্য তাঁর থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কেউ إِلَّامَاذَكَرَ سُهَيْلُ بْنُ أَبِيْ صَالِحٍ শব্দ হযরত উম্মে হাবীবা রা.-এর এ হাদীসে বর্ণনা করেননি। কিন্তু সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা সমস্ত হাফিজে হাদীসের বিরোধিতা করে এ বাক্যটি এখানে অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন। অতএব, এটি ভুল। সম্ভবতঃ এ শব্দটি অন্য কোন ঘটনার। কিন্তু ইবনে উয়াইনা র. ভুলক্রমে এটি উম্মে হাবীবা রা.-এর ঘটনায় প্রবিষ্ট করিয়েছেন। যুহরীর কোন হাফিজ শিষ্য এ শব্দটি উল্লেখ করেননি, শুধুমাত্র সুহাইল ইবনে আবু সালিহ ছাড়া। তিনিও কিছু অংশ বর্ধিত করেছেন।

✪ কিন্তু ইমাম আবু দাউদ র.-এর এ উক্তির উপর দু'টি প্রশ্ন–

১. শীঘ্রই পরবর্তী অনুচ্ছেদে ইমাম আবু দাউদ র. বলবেন, এ বাক্যটি ইমাম আওযাঈ ছাড়া যুহরীর কোন শিষ্য উল্লেখ করেননি। বুঝা গেল এ বাক্যটি ইমাম আওযাঈ র. উল্লেখ করেছেন। কাজেই বাক্য বৃদ্ধিতে শুধু সুফিয়ান একা নন, ইমাম আওযাঈ র.ও রয়েছেন।

২. দ্বিতীয়ত, إِلَّا مَاذَكَرَ سُهَيْلُ بْنُ أَبِيْ صَالِحٍ ـ বাক্য দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য কি? যদি এ অনুচ্ছেদের পরবর্তী হাদীসের বাক্য উদ্দেশ্য হয়, তবে তা হতে পারে না। কারণ, সুহাইল ইবনে আবু সালিহ থেকে বর্ণিত, পরবর্তী হাদীসটি ফাতিমা বিনতে কায়েসের ঘটনাসংক্রান্ত। বস্তুতঃ সুফিয়ানের অতিরিক্ত বিবরণ হযরত উম্মে হাবীবা বিনতে জাহ্‌শ রা.-এর ঘটনা সংক্রান্ত।

যদি মেনেও নেয়া হয় যে, এটি পূর্ববর্তী হাদীসই, তবে আমরা বলব, এতেও তো একটি বাক্য অতিরিক্ত আছে। সেটি হল– فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْعُدَ الْأَيَّامَ الَّتِيْ كَانَتْ تَقْعُدُ

এটি তো ইবনে উয়াইনার সে অতিরিক্ত বিষয়টিই। অর্থাৎ, উভয়টি সমার্থক। কাজেই উভয় রেওয়ায়াত একরকম হয়ে গেল। কাজেই এই অতিরিক্ত অর্থটুকু শুধু ইবনে উয়াইনার নয়।

যদি এ হাদীস ছাড়া অন্য কোন হাদীস উদ্দেশ্য হয়, তবে সে হাদীস আমরা পাইনি। ইমাম আবু দাউদ র.ও সেটি আনেননি। ইমাম বায়হাকী র.-এর উক্তি দ্বারা তো প্রশ্নটি আরও শক্তিশালী হয়। হযরত সাহারানপুরী র. বযলুল মাজহুদে সে বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন। সেখানে দেখা যেতে পারে।

وَقَدْ رَوَى الْحُمَيْدِيُّ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ تَدَعُ الصَّلٰوةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ـ

এটি সুফিয়ানের ভুলের দ্বিতীয় প্রমাণ। সারনির্যাস হল, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা হাদীসের হাফিজগণের পরিপন্থী যে অংশটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, তাতে অন্য একটি হাদীসে স্বয়ং নিজেরই বিরোধিতা করছেন। কারণ, সে হাদীসটি হুমাইদী র.ও সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন। হুমাইদী হলেন সুফিয়ানের সবচেয়ে মজবুত শিষ্য। হুমাইদী এটি সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করা সত্ত্বেও এই অতিরিক্ত বাক্যটি উল্লেখ করেননি। বুঝা গেল

হুমাইদীর রেওয়ায়াতের অতিরিক্ত অংশ সুফিয়ান উল্লেখ করেননি। অন্যথায় সুফিয়ানের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ছাত্র হুমাইদী কেন উল্লেখ করেননি? অতএব, সুফিয়ান একবার এ অতিরিক্ত অংশ উল্লেখ করেন, আবার করেন না। কাজেই যেখানে তিনি অতিরিক্ত অংশ উল্লেখ করেছেন, সেখানে তাঁর ভুল হয়েছে।

তবে সুফিয়ানের ভুলের উপর ইমাম আবু দাউদ র.-এর এই প্রমাণ সহীহ নয়। কারণ, সুফিয়ান এটি উল্লেখ করেননি। যদি সুফিয়ান উল্লেখ করতেন, তবে হুমাইদীর রেওয়ায়াতে অবশ্যই এ অতিরিক্ত অংশ থাকত। অতএব, হতে পারে সুফিয়ান থেকে বর্ণনাকারী কোন ব্যক্তি তাতে এ অতিরিক্ত অংশ ভুলক্রমে উল্লেখ করেছেন। এই ভুল সুফিয়ানের নয়।

তাছাড়া, ইমাম বায়হাকী র.ও স্বীয় সনদে আবু আমর ও বিশর ইবনে মুসা সূত্রে হুমাইদীর রেওয়ায়াতটি এনেছেন। তিনি বলেছেন–

قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فِيْ قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ اَبِيْ حُبَيْشٍ رضـ ـ

এতে তিনি فَقَالَ إِنَّمَا ذَالِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلٰوةَ وَإِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِىْ وَصَلِّىْ ـ বাক্য উল্লেখ করেছেন। যদি ইমাম আবু দাউদের উদ্দেশ্য বায়হাকীর এই হাদীস হয়, তবে ইমাম আবু দাউদের وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ تَدَعُ الصَّلٰوةَ বলা সহীহ নয়। কারণ, এতে তো সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে– 'প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– فَدَعِى الصَّلٰوةَ,

যদি এছাড়া অন্য কোন হাদীস উদ্দেশ্য হয়, তবে তা আমরা তালাশ করে পাইনি। সেটি কোন্ হাদীস তা আমাদের জানা নেই।

وَرَوَتْ قُمَيْرُ بِنْتُ عَمْرٍو اِمْرَأَةُ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رضـ اِلٰى قَوْلِهِ وَرَوَى الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ قَالَ اِنَّ سَوْدَةَ اسْتُحِيْضَتْ فَاَمَرَهَا النَّبِىُّ ﷺ اِذَا مَضَتْ اَيَّامُهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ ـ

এখানে পাঁচটি মু'আল্লাক রেওয়ায়াত রয়েছে। সম্ভবতঃ এসব মু'আল্লাক রেওয়ায়াত উল্লেখ করে ইমাম আবু দাউদ র. একটি প্রশ্নের নিরসন করছেন। প্রশ্নটি হল– ইমাম আবু দাউদ র. যুহরী থেকে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার রেওয়ায়াত সম্পর্কে বলেছেন, এটি সুফিয়ানের ভুল। সুফিয়ান ছাড়া আর কেউ এ অতিরিক্ত অংশ উল্লেখ করেননি। এবং কাতাদার রেওয়ায়াতটিও দুর্বল। শীঘ্রই ইমাম আবু দাউদ র. বলবেন, কাতাদা উরওয়া থেকে শ্রবণ করেননি। অতএব, এ হুকুম প্রমাণ করার পন্থা কি? অথচ, تَدَعُ الصَّلٰوةَ اَيَّامِ اَقْرَائِهَا -এর হুকুমটি সর্বসম্মত ও প্রমাণিত।

✪ অতএব, গ্রন্থকার এর উত্তরে বলেছেন, এ হুকুম সে প্রচুর রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়। সে রেওয়ায়াতগুলো কাতাদার রেওয়ায়াত ভিন্ন। এগুলোতে সর্বপ্রথম রেওয়ায়াত হল, মাসরূকের স্ত্রী কুমাইরের। সর্বশেষ রেওয়ায়াতটি হল, আলা ইবনুল মুসাইয়্যিবের। কাজেই ইমাম আবু দাউদ র. প্রথমত এসব মু'আল্লাক রেওয়ায়াত দ্বারা এ হুকুমটি প্রমাণ করেছেন। কিন্তু যেহেতু এ পাঁচটি মু'আল্লাক রেওয়ায়াত আলাদা আলাদাভাবে দুর্বল, সেহেতু এরপর উলামায়ে সাহাবা ও তাবিঈনের মাযহাবগুলো বর্ণনা করে এসব রেওয়ায়াতের শক্তি যুগিয়েছেন। তাছাড়া এসব মু'আল্লাক রেওয়ায়াত আলাদা আলাদাভাবে দুর্বল হলেও আধিক্যের কারণে পারস্পরিক শক্তি অর্জিত হয়। পরবর্তীতে যেসব উলামায়ে সাহাবা ও তাবিঈনের উক্তি দ্বারা সেসব মু'আল্লাক রেওয়ায়াতের সমর্থন ও শক্তি যুগিয়েছেন সেগুলো উল্লেখ করেছেন।

وَرَوَى سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ رض عَنْ عَلِيٍّ رض وَابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى قَوْلِهِ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَدَعُ الصَّلٰوةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ـ

এখানে পুনরায় কুমাইরের রেওয়ায়াতের উল্লেখ নিরর্থক। সামনে কাতাদার রেওয়ায়াতের দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন- فَقَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ عَنْ عُرْوَةَ شَيْئًا

হযরত আসমা রা.-এর জীবনী

পরিচিতি ঃ নাম- আসমা। উপাধি- যাতুন নিতাকাইন। পিতার নাম- আবু বকর (আবদুল্লাহ)। মাতার নাম- কুতাইলা বিনতে আবদুল উয্যা। তিনি ছিলেন হযরত আয়েশা রা.-এর বৈমাত্রেয় বোন।

জন্ম ঃ তিনি হিজরতের ২৭ বছর পূর্বে তথা নবুয়তের ১৪ বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণ ঃ তিনি ইসলামের প্রথম যুগে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন যে, মাত্র সতের জন লোকের ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হলেন ইসলামের ১৮তম মুসলমান। কিন্তু তাঁর মাতা কাতলা এবং সহোদর ভাই আবদুল্লাহ ইসলাম গ্রহণ করেননি।

বিবাহ ঃ হযরত জুবাইর ইবনে আওয়ামের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফুফাত ভাই।

যাতুন নিতাকাইন উপাধি ঃ হযরত আসমা রা.-কে ذَاتُ النِّطَاقَيْنِ নামে ডাকা হত। نِطَاقٌ অর্থ- কোমরবন্দ। তাঁকে দু'কোমরবন্দ বিশিষ্ট নারী এজন্যে বলা হত যে, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রা.সহ হিজরতের উদ্দেশ্যে মদীনার পথে রওয়ানা হয়েছিলেন, তখন হযরত আসমা নিজের কোমরে বাঁধা কাপড়কে দু' টুকরা করে এক খণ্ড দ্বারা তাঁদের পাথেয় (খাদ্য-দ্রব্য) এবং অপর খণ্ড দ্বারা পানির মোশ্‌কটি বেঁধে দিয়েছিলেন।

মায়ের সাথে তাঁর সম্পর্ক ঃ যখন পবিত্র কুরআন মাজীদের এ আয়াত নাযিল হল 'তোমাদের বিধর্মী স্ত্রীগণকে পত্নীত্বে আবদ্ধ করে রেখো না.....' তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. হযরত আসমার মাতা কাতলাকে তালাক দেন। তখন সে মক্কায় চলে যায়। কিছুকাল পর সে কন্যা হযরত আসমাকে দেখার জন্যে মদীনায় আসে। কিন্তু হযরত আসমা রা. তাঁর সাথে দেখা করলেন না এবং তাঁর প্রদত্ত উপহার দ্রব্যসমূহের দিকে চক্ষু তুলেও তাকালেন না, তাঁকে তাঁর বাড়িতে থাকার জায়গাও দিলেন না। পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপহার গ্রহণ করতে আদেশ দেন এবং তাঁর মাতাকে স্বগৃহে স্থান দিতে ও সমাদর করতে বলেন।

হিজরত ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদীনায় হিজরতের কিছুকাল পর তিনি বোন আয়েশা এবং তাঁর মাতাসহ মদিনায় হিজরত করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের জন্ম ঃ হযরত আসমা রা. যখন কুবা পল্লীতে বসবাস করতে থাকেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-এর জন্ম হয়। তিনি হলেন মুহাজিরদের প্রথম সন্তান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম খেজুর চিবে মুখের থুথু মুবারক নবজাতকের মুখে দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র থুথুর বরকতেই তিনি পরবর্তীতে মহৎ প্রাণ ব্যক্তিতে পরিগণিত হয়েছিলেন।

গুণাবলি ঃ হযরত আসমা রা. নম্র, ভদ্র এবং শান্ত স্বভাবের এক মহিয়সী নারী ছিলেন। শারীরিক পরিশ্রম করতে লজ্জাবোধ করতেন না। তিনি অতি উদার প্রকৃতির দানশীলা নারী ছিলেন। তাঁর পরিবারস্থ ব্যক্তিগণকে বলতেন, অন্যের সাহায্য এবং উপকারের জন্যেই মানুষকে ধন-সম্পদ দেয়া হয়, তা জমা করে রাখার জন্যে দেয়া

হয়নি। যদি তোমরা তোমাদের ধন অন্যের জন্যে ব্যয় না করে আবদ্ধ করে রাখ, তবে আল্লাহও তাঁর অনুগ্রহ তোমাদের ওপর হতে বন্ধ করবেন। হযরত আয়েশা রা.-এর ওফাতের পর তাঁর ত্যাজ্য সম্পত্তি হতে তিনি একখণ্ড ভূমিপ্রাপ্ত হন, উহা এক লক্ষ দিরহাম বিক্রয় হল, তিনি এ এক লক্ষ দিরহামই তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে বিতরণ করে দেন।

তাঁর মধ্যে সকল গুণের সমাহার ছিল। তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল, সত্যপ্রিয়। সত্যকথা বলার ব্যাপারে সাহসী ও সুদৃঢ় মনের অধিকারী ছিলেন তিনি। তাই হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের বিরুদ্ধে স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ যুদ্ধের জন্যে রওয়ানার সময় তিনি বলেছিলেন, 'আমার একান্ত ইচ্ছা তুমি যুদ্ধ করে শহীদ হও, আমি ধৈর্য ধরবো; অথবা যুদ্ধ করে বিজয়ী হও, আমি চক্ষু শীতল করব।' হযরত আবদুল্লাহ রণাঙ্গনে বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করে অবশেষে শহীদের উচ্চপদ লাভ করলেন। হাজ্জাজ তাঁর লাশ শূলিতে ঝুলিয়ে রাখল।

হাজ্জাজ ঃ হযরত আসমা রা.-এর সাহসিকতা ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের শাহাদাতের পর হাজ্জাজ হযরত আসমা রা.-এর নিকট এসে বলল, 'আপনার পুত্র আল্লাহর গৃহে (মক্কাতে) শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ বিস্তার করছিল এবং যুদ্ধ, রক্তপাত ইত্যাদি নিষিদ্ধ কাজ করছিল, তাই আল্লাহ তাঁর ওপর কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ করেছেন। হযরত আসমা রা. প্রত্যুত্তরে বললেন, 'তুমি মিথ্যা কথা বলছ, আমার পুত্র শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ করেনি। সে নিত্য রোযা পালনকারী, রাত্রে ইবাদতে অতিবাহিতকারী, পাপ পরিহারকারী, ইবাদতে রত এবং মাতা-পিতার আজ্ঞাবহ যুবক ছিল। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হতে এক হাদিস শুনেছি 'সাকীফ গোত্রে দু ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবে, তাদের মধ্যে যে পরবর্তী, সে পূর্ববর্তী ব্যক্তি হতেও অধিক মন্দ হবে। তাদের মধ্যে প্রথম মিথ্যাবাদী মুখতার সাকাফীকে আমি দেখেছি। আর তারচে' যে অধিক মন্দ সে ব্যক্তিকে এখন দেখছি, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই তুমি।'

সন্তান-সন্তুতি ঃ তাঁর ছেলে-মেয়েরা হলেন। যথাক্রমে- ১। আবদুল্লাহ, ২। মুনযির, ৩। উরওয়াহ, ৪। মুহাজির, ৫। খাদিজা, ৬। উম্মুল হাসান।

শারীরিক গঠন ঃ তিনি ছিলেন সুঠাম দেহের অধিকারিনী, দীর্ঘাঙ্গিনী। শতবর্ষে উপনীত হওয়ার পরও তাঁর দন্তরাজি অক্ষুণ্ন ছিল। শেষ জীবনে তাঁর চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

হাদীস রেওয়ায়াত ঃ তিনি হাদীস শাস্ত্রে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদিস সংখ্যা-৫৬। পবিত্র বুখারী ও মুসলিমসহ প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে তাঁর হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মনীষী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন- আবদুল্লাহ, উরওয়াহ, আববাদ ইবনে আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ ইবনে উরওয়াহ, ফাতিমা বিনতে মুনযির; ইবনে আব্বাস, ইবনে আবু মুলাইকা, ওহাব ইবনে কায়সান প্রমুখ।

ইন্তিকাল ঃ শূলি কাষ্ঠ হতে স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ রা.-এর লাশ নামিয়ে দাফন করার সাত দিন, অন্য বর্ণনায় বিশ দিন পর একশত বছর বয়সে হিজরী ৭৩ সনে মক্কায় ইন্তিকাল করেন।

হযরত আসমা রা. দোয়া করতেন, 'যতক্ষণ আমি আবদুল্লাহর লাশ না দেখবো, ততক্ষণ যেন আমার মৃত্যু না হয়।' আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করলেন। -বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ ইসাবা ঃ ৪/২২৭; উসদুল গাবাহ ঃ ৭/৭-৮; ইকমাল ঃ ৫৮৭ ইত্যাদি।

হযরত উম্মে হাবীবা রা.-এর জীবনী

নাম ও পরিচিতি ঃ নাম- রমলা। উপনাম- উম্মে হাবীবা, পিতার নাম- আবু সুফিয়ান। মাতার নাম- সাফিয়া বিনতে আবুল আস। যিনি হযরত ওসমান রা.-এর ফুফু।

বংশধারা ঃ রমলা বিনতে আবু সুফিয়ান সাখর ইবনে হারব ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদে শামস।

জন্ম ঃ তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়ত প্রাপ্তির সতের বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রাথমিক অবস্থা ঃ তাঁর প্রথম স্বামীর নাম আবদুল্লাহ ইবনে জাহ্‌শ, ইনি হযরত যয়নবের ভ্রাতা। ইসলামের উষালগ্নেই স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন আবু সুফিয়ান প্রমুখ নেতার প্ররোচনায় মুসলিমগণের ওপরে ঘোর অত্যাচার চলছিল। তাঁরা ইসলামের শত্রুদের পীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে দেশ-গৃহ আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করে আবিসিনিয়াতে হিজরত করতে বাধ্য হন। এ বিদেশে তাঁর ওপর নতুন বিপদ পতিত হল। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর স্বামী মদ্যপান ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু বিদেশে পুনঃ মদ্যপান শুরু করলেন এবং খৃষ্ট ধর্ম অবলম্বন করার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলেন। আবিসিনিয়ায় তাঁর একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর নাম রাখা হয় হাবীবা, আর এ জন্যেই তাঁকে উম্মে হাবীবা বলে ডাকা হত।

হযরত উম্মে হাবীবা এক রজনীতে স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর স্বামীর মুখ বিকৃত হয়ে গেছে এবং সে অতি বিশ্রী হয়ে গেছে। সকালে প্রকাশ্যে তাঁর স্বামী খৃষ্ট ধর্ম অবলম্বন করল এবং তাঁকে এ জন্যে পীড়াপীড়ি করতে শুরু করল। কিন্তু তিনি ইসলামে স্থির থাকলেন। অত্যাধিক মদ্যপানের ফলে তাঁর স্বামী মারা গেল।

কষ্টের জীবন ঃ আবিসিনিয়া ছিল তখন খ্রিস্টানদের দেশ। তিনি সেখানে অন্ন-বস্ত্রের অভাবে অতি কষ্টে কালাতিপাত করতে লাগলেন। কিন্তু ইসলাম ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ত্যাগ করলেন না। অবশেষে তিনি মদীনা যাত্রীগণের সাথে মদীনায় আগমন করেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আশ্রয় গ্রহণ করেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে বিবাহ ঃ মুসনদে আহমদের বিবরণ অনুযায়ী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে হাবীবার করুণ অবস্থার কথা জ্ঞাত হওয়ার পর আমর ইবনে উমাইয়া দামেরীকে বিয়ের প্রস্তাব জানিয়ে অবিসিনিয়ায় বাদশাহ নাজজাশীর মাধ্যমে উম্মে হাবীবা রা.-এর কাছে পাঠান। নাজ্জাশী তাঁর জনৈকা দাসীর দ্বারা উম্মে হাবীবার নিকট এ সংবাদ পাঠালে তিনি সানন্দে তা গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৩৭ বছর, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স ৬০ বছর। আবিসিনিয়ায় (হাবশায়) ৬ষ্ঠ হিজরিতে এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। বাদশাহ নাজ্জাশী চারশত দীনার, অপর এক বর্ণনায় চার লক্ষ দিরহাম মহর বাবদ নিজের পক্ষ হতে আদায় করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিবাহ সম্পন্ন করে দেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত শুরাহবীল ইবনে হাসানকে হাবশায় প্রেরণ করেন। তিনি উম্মে হাবীবা রা.-কে মদীনায় আনেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালবাসা ঃ হুদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে নতুন চুক্তি করার বাসনা নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে আবু সুফিয়ান মদিনায় আগমন করলেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে দেখা করলেন না। চলে আসার পূর্বে তিনি স্বীয় কন্যা উম্মে হাবীবার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, তিনি তাঁর যথোপযুক্ত সমাদর করলেন। কিন্তু যখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শয্যায় বসেন তাতে বসতে গেলেন তখন উম্মে হাবীবা রা. তা উঠিয়ে ফেলেন। তাতে আবু সুফিয়ান অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। হযরত উম্মে হাবীবা রা. বললেন, তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বসার বিছানা, আপনি মুশরিক। মুশরিকগণ অপবিত্র। তা শ্রবণ করে আবু সুফিয়ান বললেন, 'আমার সঙ্গ ত্যাগের পর তুমি অনেক খারাপ হয়ে গেছে'।

গুণাবলি ঃ তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট শুনেছিলেন যে, যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের বার রাক'আত নফল নামায ত্যাগ করল না, জান্নাতে সে স্থান পাবে। তাই তিনি তাহাজ্জুদ নামাযসহ এ বার রাক'য়াত নামায কখনো বর্জন করেন নি। তিনি দ্বীনি শিক্ষায় সুশিক্ষিতা, হাদীস বিশারদ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। স্বয়ং পিতা আবু সুফিয়ান বলেছেন, 'আমার নিকট আরবের অপূর্ব সুন্দরী ও রূপসী কন্যা উম্মে হাবীবা রয়েছে।'

হাদীস রেওয়ায়াত : তিনি সর্বমোট ৬৫ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে বহু লোক হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন–ইবনে উতবা, সালিম, হাবীবা। আবু সুফিয়ান– কন্যা আকীলা, সুফিয়া, যয়নব প্রমুখ।

ইন্তিকাল : তিনি হিজরী ৪৪ সালে মদীনায় ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৭৩ বছর।

–বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : ইকমাল : ৫৯২; আল ইসাবা : ৪/২৭০; উসদুল গাবাহ : ৭/১১৬ - ১১৭ ইত্যাদি।

ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ রা.

নাম ও বংশ পরিচিতি : নাম ফাতিমা। পিতা আবু হুবাইশ। বংশ পরিক্রমা হল–ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উয্যা কুরাশিয়া আসাদিয়া রা.। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট রক্ত প্রদর সংক্রান্ত মাসআলা জিজ্ঞেস করেছিলেন।

–বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : উসদুল গাবাহ : ৭/২১৪; ইকমাল : ৬১৩; ইসাবা : ৪/৩৭১ ইত্যাদি।

بَابٌ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَدَعُ الصَّلٰوةَ

অনুচ্ছেদ : যে বলে ঋতু এলে মহিলা নামায ত্যাগ করবে

✪ একটি প্রশ্ন হতে পারে, পূর্বোক্ত শিরোনাম দ্বারা বুঝা যায়, এ মহিলা রক্ত প্রদরে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে হায়েযের আগমন-নির্গমন সেসব দিন দ্বারা চিনতেন, যেসব দিবসে তাঁর মাসিক হত। তখন তিনি নামায রোযা ত্যাগ করতেন। এই শিরোনাম দ্বারাও তো তাই বুঝা যায়। অতএব, এতো নিরর্থক পুনরাবৃত্তি।

✪ এ প্রশ্নেরই উত্তর দিচ্ছেন যে, উভয় শিরোনামে পার্থক্য স্পষ্ট। কারণ, উপরোক্ত শিরোনাম সে মু'তাদা (অভ্যস্থ রক্তপ্রদরে আক্রান্ত) সংক্রান্ত যিনি রক্ত প্রদরে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে যে সব দিবসে মাসিক হত, সেগুলো জানতেন। আর দ্বিতীয় শিরোনামটি উভয় বিষয়ের সমন্বয়কারক। কারণ, এতে, إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ শব্দ আছে। বস্তুতঃ মাসিকের আগমন দু'টি জিনিস দ্বারা চেনা যায়–১. মু'তাদা হওয়ার কারণে রক্তপ্রদরের পূর্বে যেসব দিনে ঋতু হত, সেগুলো জানেন। ২. মহিলা রক্তের বিবরণ, গুণ এবং রং দেখে মাসিক দিবস চিনতে পারতেন। অতএব, তাঁর নির্ধারিত দিনের প্রয়োজন হত না, যেমন প্রয়োজন হয় মু'তাদার। দ্বিতীয় শিরোনামটিতে এ দুটি বিষয় রয়েছে। এর পরিপন্থী প্রথম শিরোনামটি। সেটি ছিল শুধু সে মু'তাদা সংক্রান্ত, যিনি মাসিকের মেয়াদ দিন দ্বারা চিনতে পারতেন। কাজেই অনর্থক পুনরাবৃত্তি নয়।

٤. حَدَّثَنَا ابْنُ عَقِيلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيَّانِ قَالَا أَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ رض خَتَنَةَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رض أُسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِيْنَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ هٰذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلٰكِنْ هٰذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِىْ وَصَلِّىْ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ زَادَ الْاَوْزَاعِىُّ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ أُسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رض وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رض سَبْعَ سِنِيْنَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلَاةَ فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِىْ وَصَلِّىْ .

قَالَ أَبُو دَاوُد وَلَمْ يَذْكُرْ هٰذَا الْكَلَامَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ الْأَوْزَاعِيِّ ـ وَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ وَيُونُسُ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَمَعْمَرٌ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوا هٰذَا الْكَلَامَ ـ

قَالَ أَبُو دَاوُد وَإِنَّمَا هٰذَا لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَ أَبُو دَاوُد وَزَادَ بْنُ عُيَيْنَةَ فِيهِ أَيْضًا أَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلٰوةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا وَهُوَ وَهْمٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ـ وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيهِ شَيْءٌ يَقْرُبُ مِنَ الَّذِي زَادَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي حَدِيثِهِ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ فِي تَرْجَمَةِ الْبَابِ تَكْرَارٌ عَبَثٌ فَمَا التَّفَصِّي عَنْهُ؟ (الْجَوَابُ مَضٰى تَحْتَ تَرْجَمَةِ الْبَابِ) شَرِّحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُد رحـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ৪ । ইবনে আকীল.......... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শ্যালিকা, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা.-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা বিনতে জাহ্শ সাত বছর যাবত রক্তপ্রদরে আক্রান্ত থাকেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এ বিষয়ে মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটা হায়েয নয় বরং এটা রগবিশেষ থেকে নির্গত রক্ত। কাজেই তুমি গোসল করে নামায পড়ো।

আবু দাউদ র্রা. বলেন, এ হাদীসে আওযাঈ র. যুহরী– উরওয়া– আমরাহ হযরত আয়েশা রা. সূত্রে বলেন, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা.-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা বিনতে জাহ্শ রা. সাত বছর যাবত রক্ত প্রদরে আক্রান্ত থাকেন। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন– যখন তোমার মাসিক আসে তখন নামায ছেড়ে দিবে, আর যখন ঋতু চলে যাবে তখন গোসল করে নামায পড়বে।

আবু দাউদ র. বলেন, উপরোক্ত বক্তব্য আওযায়ী র. ব্যতীত যুহ্রীর আর কোন শিষ্য উল্লেখ করেননি। যুহ্রী র. থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমর ইবনুল হারিস, লাইস, ইউনুস, ইবনে আবু যিব, মা'মার, ইবরাহীম ইবনে সা'দ, সুলাইম ইবনে কাছীর, ইবনে ইসহাক ও সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা র. প্রমুখ। তাঁরা উপরোক্ত বক্তব্য উল্লেখ করেননি।

আবু দাউদ র. বলেন, ইবনে উয়াইনাও তাতে শব্দগত কিছু বাড়িয়ে বলেছেন– 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হায়েযের দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। তবে এটা ইবনে উয়াইনার ভুল। এছাড়া যুহরী থেকে মুহাম্মাদ ইবনে আমর বর্ণিত হাদীসে যা কিছু রয়েছে, তা আওযাঈ বর্ণিত হাদীসেরই নিকটবর্তী।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُد وَزَادَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ أَيْ فِي حَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ رضـ الَّذِي رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ أُسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِينَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلٰوةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي ـ

قَالَ اَبُو دَاوُد لَمْ يَذْكُرْ هٰذَا الْكَلَامَ اى الَّذِىْ زَادَ الْاَوْزَاعِىُّ مِنْ قَوْلِهِ اِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلٰوةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِىْ وَصَلِّىْ اَحَدٌ مِنْ اَصْحَابِ الزُّهْرِىِّ غَيْرَ الْاَوْزَاعِىِّ ـ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর পূর্বেকার অনুচ্ছেদে বলেছিলেন, সুফিয়ান যে অতিরিক্ত অংশ উল্লেখ করেন, এটা তাঁর ভুল। যুহরী থেকে বর্ণনাকারী কেউ অতিরিক্ত অংশ উল্লেখ করেননি। এবার ইমাম আবু দাউদ র, যুহরী থেকে বর্ণনাকারী হাফিজে হাদীসগণের নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন– رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَمْرِوبْنِ الْحَارِثِ

এ হল এ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদীস। এটি পরবর্তী অনুচ্ছেদে সবিস্তারে আসবে। এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَاللَّيْثُ ঃ এটি পরবর্তী অনুচ্ছেদের তৃতীয় হাদীস।

وَيُونُسُ ঃ এটি পরবর্তী অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদীস।

وَابْنُ اَبِى ذِئْبٍ ঃ এটি পরবর্তী অনুচ্ছেদের চতুর্থ হাদীস।

এ হাদীসটি গ্রন্থকার এনেছেন।

وَمَعْمَرٌ ঃ এ হাদীসটি গ্রন্থকার স্বীয় কিতাবে আনেননি।

وَاِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ঃ এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম র. এনেছেন।

وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ঃ এটি পরবর্তী অনুচ্ছেদের পঞ্চম হাদীস। ইমাম আবু দাউদ র. এনেছেন।

وَابْنُ اِسْحَاقَ ঃ এটি পরবর্তী অনুচ্ছেদের পঞ্চম হাদীস। ইমাম আবু দাউদ র. এনেছেন।

وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ঃ এটি ইমাম আবু দাউদ র. পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে এনেছেন। এ সম্পর্কে আবু দাউদ র, বলেছেন এটি একমাত্র সুফিয়ান র.-এর বিবরণ। এটা তাঁর ভুল। কিন্তু এ রেওয়ায়াতটি ইমাম মুসলিম র.ও এনেছেন। তাতে এই অতিরিক্ত অংশ নেই। অতএব, ইমাম আবু দাউদ র.-এর অতিরিক্তের দাবি সম্ভবতঃ কোন বিশেষ সূত্রের সাথে খাস। অন্যথায় ইমাম মুসলিম র. যে সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তাতে এই অতিরিক্ত অংশটুকু নেই। কাজেই ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি لَمْ يَذْكُرُوا هٰذَا الْكَلَامَ সহীহ হবে। অন্যথায় বাহ্যতঃ উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ রয়েছে। কারণ, এখানে তিনি এ অতিরিক্ত অংশ অনুল্লেখকারীদের মধ্যে সুফিয়ানকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অতএব, আমরা পূর্বেই বলেছি, এটা মূলতঃ সুফিয়ানের অতিরিক্ত বিবরণ নয়। অন্যথায়, সুফিয়ান থেকে বর্ণনাকারী সবাই এ অংশটুকু উল্লেখ করতেন। অথচ সুফিয়ান থেকে বর্ণনাকারী কারও কারও রেওয়ায়াতে এ অতিরিক্ত অংশটুকু নেই। স্বয়ং ইমাম আবু দাউদ র.ও সুফিয়ানকে এ অতিরিক্ত অংশ অনুল্লেখকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পিছনের অনুচ্ছেদে বলেছেন– وَرَوَى الْحُمَيْدِىُّ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَلَيْسَ فِيهِ هٰذِهِ الزِّيَادَةُ এরূপভাবে মুসলিমের রেওয়ায়াতে এ অংশটুকু নেই। কাজেই এতে সুফিয়ানের অতিরিক্ত বিবরণ নেই। বরং তাঁর কোন শিষ্যের পক্ষ থেকে ভুল হয়ে গেছে।

প্রকাশ থাকে যে, গ্রন্থকারের উক্তি وَلَمْ يَذْكُرُوا-তে বহুবচনের যমীর اَصْحَابُ الزُّهْرِىِّ -এর হাফিজদের দিকে ফিরেছে। সুফিয়ানকেও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অথচ গ্রন্থকার পূর্বে দাবি করেছেন, এ হাদীসটিতে একমাত্র সুফিয়ান এইটুকু উল্লেখ করেছেন। বস্তুতঃ ইমাম আওযাঈ র.ও এই অতিরিক্ত অংশ উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীতে এসে وَلَمْ يَذْكُرُوا থেকে তাঁর নাম উল্লেখের ফলে বাহ্যতঃ পরস্পর বিরোধ হয়ে গেল।

১. এর প্রথমতঃ উত্তর হল, এটি মূলতঃ সুফিয়ান থেকে বৃদ্ধি করা হয়নি, বরং সুফিয়ানের কোন শিষ্য থেকে হয়েছে

২. দ্বিতীয়তঃ যদি আমরা মেনে নিই যে, অতিরিক্ত অংশটুকু সুফিয়ানের। তবুও বলা হবে, সুফিয়ান যে অতিরিক্ত অংশটুকু এনেছেন এটুকু ইমাম আওযাঈ র.-এর অতিরিক্ত অংশ নয়। বরং সুফিয়ান এরূপ একটি ইবারত বৃদ্ধি করেছেন, যেটি অর্থগতভাবে সুফিয়ানের অতিরিক্ত অংশ থেকে ভিন্ন। কারণ, সুফিয়ানের অতিরিক্ত অংশ হল- فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلٰوةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا এতে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মহিলাকে দুই রক্তের মাঝে পার্থক্যকারী গণ্য করেছেন। অর্থাৎ, ঋতু ও রক্তপ্রদরের মাঝে পার্থক্যকারী, মানে রক্ত প্রদর আসার পূর্বে যেসব দিনে তার মাসিক হত, সেসব দিবসে মাসিক গণ্য করে নামায ইত্যাদি ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ, তিনি মাসিক ও প্রদরের রক্তে পার্থক্য করতে পারতেন। মাসিকের আগমনকালে নামায বর্জনের নির্দেশ দেননি। কারণ, সে মহিলা অমুমায়্যিযা (যিনি মাসিক ও রক্তপ্রদরে পার্থক্য করতে পারেন না) হওয়ার কারণে মাসিকের আগমনকে রক্তের গুণ দেখে পার্থক্য করতে পারতেন না। বস্তুতঃ ইমাম আওযাঈ র. যে অতিরিক্ত অংশটুকু উল্লেখ করেছেন, তাতে আছে- فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلٰوةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي-এর দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মহিলাকে মুমায়্যিযা সাব্যস্ত করেছেন। রং দেখে তা পার্থক্য করতে পারতেন। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মাসিকের আগমনের সময় নামায না পড়তে নির্দেশ দেন। যেটাকে তিনি ভীষণ লাল হওয়ার কারণে রক্তই মনে করতেন। আর মাসিকের রক্ত পরিষ্কারের সময় গোসল করে নামায পড়ার নির্দেশ দেন। উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল, ইমাম আওযাঈ র. এর অতিরিক্ত অংশ এবং সুফিয়ানের অতিরিক্ত অংশ ভিন্ন। কাজেই সুফিয়ানকে حُفَّاظٌ لَمْ يَذْكُرُوا-এর অন্তর্ভুক্ত করাও সহীহ। অতএব, পরস্পরে কোন বিরোধ রইল না।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَإِنَّمَا هٰذَا لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رض.

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য, ইমাম আওযাঈ র. যে অতিরিক্ত অংশ বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ, إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلٰوةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي -এর শব্দগুলো মূলতঃ হিশাম ইবনে উরওয়া- তাঁর পিতা- হযরত আয়েশা রা. সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অর্থাৎ, ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশের ঘটনা। এ হাদীসটি আগের অনুচ্ছেদের ৯ নম্বরে ছিল। ইমাম আওযাঈ র. উরওয়া থেকে বর্ণিত হযরত যুহরী র.-এর হাদীসে এটি অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন।

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيهِ الخ أَيْ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ

গ্রন্থকার এ কথাটি পূর্বে বর্ণনা করেছেন। অতএব, এখানে এটি নিরর্থক পুনরাবৃত্তি।

وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِيِّ ঃ এটি পরবর্তীতে এখনই আসছে।

٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ رض قَالَ إِنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذٰلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلٰوةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ ـ

قَالَ اَبُو دَاوُدَ اِبْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ اَبِى عَدِيٍّ مِنْ كِتَابِهِ هٰكَذَا ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ بَعْدُ حِفْظًا . قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ اِنَّ فَاطِمَةَ رض وَكَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .

قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَرَوٰى اَنَسُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض فِى الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ اِذَا رَأَتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلَاتُصَلِّىْ وَاِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّىْ .

قَالَ مَكْحُوْلٌ اِنَّ النِّسَاءَ لَا تَخْفٰى عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ اِنَّ دَمَهَا اَسْوَدُ غَلِيْظٌ فَاِذَا ذَهَبَ ذَالِكَ وَصَارَتْ صُفْرَةً رَقِيْقَةً فَاِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ .

قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَرَوٰى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ اِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَرَكَتِ الصَّلٰوةَ وَاِذَا اَدْبَرَتِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ .

وَرَوٰى سُمَىٌّ وَغَيْرُهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ تَجْلِسُ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا وَكَذَالِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ .

قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَرَوٰى يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ الْحَائِضُ اِذَا مَدَّبِهَا الدَّمُ تَمْسِكُ بَعْدَ حَيْضَتِهَا يَوْمًا اَوْ يَوْمَيْنِ فَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ وَقَالَ التَّيْمِىُّ عَنْ قَتَادَةَ اِذَا زَادَ عَلٰى اَيَّامِ حَيْضِهَا خَمْسَةَ اَيَّامٍ فَلْتُصَلِّ قَالَ التَّيْمِىُّ فَجَعَلْتُ اَنْقُصُ حَتّٰى بَلَغَتْ يَوْمَيْنِ فَقَالَ اِذَا كَانَ يَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنْ حَيْضِهَا . وَسُئِلَ ابْنُ سِيْرِيْنَ عَنْهُ فَقَالَ اَلنِّسَاءُ اَعْلَمُ بِذَالِكَ .

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ . شَرِّحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ مُوْضِحًا .
اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

হাদীস ঃ ৫। মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না............ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তাঁর রক্তস্রাব হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন– মাসিকের রক্ত কালো হয়ে থাকে, তা (দেখলেই) চেনা যায়। যদি এ রক্ত হয় তাহলে নামায থেকে বিরত থাকবে। আর যদি অন্য রকম হয় তাহলে উযু করে নামায পড়বে। কারণ, তা হচ্ছে একটি রগ থেকে নির্গত রক্ত।... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতিমা রা.-এর রক্তস্রাব হয়েছিল... তারপর অনুরূপ বর্ণনা করেন।

আবু দাউদ র. বলেন, আনাস ইবনে সীরীন হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে রক্ত প্রদরাক্রান্ত মহিলা সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেছেন– যদি সে গাঢ়, প্রচুর ও ব্যাপক রক্ত দেখে তাহলে নামায পড়বে না। আর পবিত্রতা দেখলে– যদিও তা অল্প কিছুক্ষণের জন্য হয়- গোসল করে নামায পড়বে।

মাকহুল বলেন, মেয়েলোকদের নিকট মাসিকের রক্ত অস্পষ্ট বা অজানা কিছু নয়। মাসিকের রক্ত গাঢ় কালো রংয়ের হয়ে থাকে। এটা শেষ হয়ে হালকা হলুদ বর্ণ ধারণ করলে তা-ই রক্ত প্রদর। তখন তার গোসল করে নামায পড়া কর্তব্য।.. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রক্ত প্রদরাক্রান্ত মহিলা সম্পর্কে বলেন, মাসিক শুরু হলে নামায ছেড়ে দেবে। আর তা শেষ হয়ে গেলে গোসল করে নামায পড়বে।

সুমাই' প্রমুখ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকে আরো বর্ণনা করেছেন– মাসিকের দিনগুলোতে যেন বসে থাকে (অপেক্ষা করে)।...

আবু দাউদ র. বলেন, ইউনুস হাসান থেকে বর্ণনা করেন, ঋতুবতী মেয়েলোকের রক্তস্রাব অধিক দিন অব্যাহত থাকলে মাসিকের পর একদিন অথবা দু'দিন নামায পড়া থেকে বিরত থাকবে। তারপর সে রক্ত প্রদরাক্রান্ত গণ্য হবে। তাইমী কাতাদা র. থেকে বর্ণনা করে বলেন, তার মাসিকের দিন থেকে যদি পাঁচ দিন অতিরিক্ত অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে সে নামায পড়বে। তাইমী আরো বলেন, আমি তা কমিয়ে দু'দিন ধার্য করেছি। অতএব ঐ দু'দিন মাসিকের মধ্যে গণ্য হবে। ইবনে সীরীনকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, মহিলারা এ বিষয়ে অধিক অবগত।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُـوْ دَاوُد وَقَالَ ابْـنُ الْمُـثَـنّٰى حَدَّثَنَا بِـهِ ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ مِنْ كِتَابِهِ هٰكَذَا اِلٰى قَوْلِهِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ـ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর এ উক্তির সারমর্ম হল, তাঁর উস্তাদ ইবনুল মুসান্না কিতাব থেকে বলেছেন– بِه عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رض এতে حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ اولا مِنْ كِتَابِ বলেননি, বরং তাতে عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ اَبِىْ حُبَيْشٍ رض আছে। অতঃপর ইবনুল মুসান্না নিজের স্মরণ শক্তি থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে বলেছেন– رَوٰى اَنَسٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ اِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِىْ حُبَيْشٍ رض উভয়ের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট। কিতাব থেকে যে রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন তাতে 'আয়েশা' রা.-এর উল্লেখ নেই। স্মরণশক্তি থেকে যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে 'আয়েশা' রা.-এর উল্লেখ রয়েছে।

অতঃপর ইমাম আবু দাউদ র.- قَوْلُهُ اَلنِّسَاءُ اَعْلَمُ بِذٰلِكَ পর্যন্ত উলামায়ে কিরামের উক্তি বর্ণনা করেছেন।

٤ـ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَغَيْرُهُ قَالَا نَاعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بِنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ رض قَالَتْ كُنْتُ اُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيْرَةً شَدِيْدَةً فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَسْتَفْتِيْهِ وَاُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِىْ بَيْتِ اُخْتِىْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رض فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنِّىْ اِمْرَاَةٌ اُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيْرَةً شَدِيْدَةً فَمَا تَرٰى فِيْهَا؟ قَدْ مَنَعَتْنِى الصَّلٰوةَ وَالصَّوْمَ، فَقَالَ اَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ، فَاِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ ـ قَالَتْ هُوَ اَكْثَرُ مِنْ ذَالِكَ، قَالَ فَتَلَجَّمِىْ، قَالَتْ هُوَ اَكْثَرُ مِنْ ذَالِكَ، قَالَ فَاتَّخِذِىْ ثَوْبًا، فَقَالَتْ هُوَ اَكْثَرُ

مِنْ ذَالِكَ إِنَّمَا اَثُجُّ ثَجًّا ـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَامُرُكِ بِاَمْرَيْنِ بِاَيِّهِمَا فَعَلْتِ اَجْزَئَ عَنْكِ مِنَ الْاٰخَرِ ـ فَإِنْ قَوِيْتِ عَلَيْهِمَا فَاَنْتِ اَعْلَمُ، قَالَ لَهَا إِنَّمَا هٰذِهٖ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ ، فَتَحَيَّضِيْ سِتَّةَ اَيَّامٍ اَوْ سَبْعَةَ اَيَّامٍ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى ذِكْرُهٗ، ثُمَّ اغْتَسِلِىْ حَتّٰى اِذَا رَاَيْتِ اَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَاْتِ فَصَلِّىْ ثَلَاثًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً او اَرْبَعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَاَيَّامَهَا وَصُوْمِىْ فَاِنَّ ذَالِكَ يُجْزِئُكِ ـ وَكَذَالِكَ فَافْعَلِىْ فِىْ كُلِّ شَهْرٍ كَمَا يَحِضْنُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ فِىْ مِيْقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ، فَاِنْ قَوِيْتِ عَلٰى اَنْ تُؤَخِّرِى الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِى الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِيْنَ وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَتُؤَخِّرِيْنَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِيْنَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِيْنَ وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ فَافْعَلِىْ وَتَغْتَسِلِيْنَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِىْ وَصُوْمِىْ اِنْ قَدَرْتِ عَلٰى ذَالِكَ ـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهٰذَا اَعْجَبُ الْاَمْرَيْنِ اِلَىَّ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ وَرَوَاهُ عَمْرُوْ بْنُ ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عَقِيْلٍ فَقَالَ قَالَتْ حَمْنَةُ هٰذَا اَعْجَبُ الْاَمْرَيْنِ اِلَىَّ، لَمْ يَجْعَلْهُ قَوْلَ النَّبِىِّ ﷺ جَعَلَهٗ كَلَامَ حَمْنَةَ رض ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ كَانَ عَمْرُوْ بْنُ ثَابِتٍ رَافِضِيًّا وَذَكَرَهٗ عَنْ يَحْيٰى بِنِ مَعِيْنٍ ـ وَلٰكِنَّهٗ كَانَ صَدُوْقًا فِى الْحَدِيْثِ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ يَقُوْلُ حَدِيْثُ ابْنِ عَقِيْلٍ فِىْ نَفْسِىْ مِنْهُ شَيْئٌ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوٗدَ رح مِنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ رض؟ اُذْكُرْ نَبْذَةً مِنْ حَيَاتِهَا ـ

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

হাদীস ঃ ৪। যুহাইর ইবনে হারব.............. হযরত হামনা বিনতে জাহ্‌শ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার প্রচুর রক্তস্রাব হতো। আমি আমার অবস্থা বর্ণনা ও মাসআলা জিজ্ঞেস করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেলাম। আমি তাঁকে আমার বোন যয়নব বিনতে জাহ্‌শের ঘরে পেলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার অত্যন্ত বেশী রক্তস্রাব হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে (মাসায়েল সংক্রান্ত) কি পরামর্শ দেন? এর ফলে আমার তো নামায-রোযাও বন্ধ। তিনি বলেন, আমি তোমাকে তুলা ব্যবহারের পরামর্শ দিচ্ছি। এতে তোমার রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে। হামনা বলেন, তা এর চাইতেও বেশী। তিনি বলেন– কাপড়ের পট্টি বেঁধে নাও। হামনা বলেন, তা এর চেয়েও বেশী। আমার তো রীতিমত রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে ফলে আমি ভেসে যাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– তাহলে আমি তোমাকে দু'টি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি। তার কোন একটি অনুসরণ করলেই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। উভয়টির উপর যদি আমল করতে পার, তাহলে তা তুমিই ভালো জান।

তিনি তাকে বললেন– এটা শয়তানের লাথি বা স্পর্শবিশেষ। কাজেই তুমি (প্রতিমাসে) নিজেকে ছয় অথবা সাত দিন ঋতুবতী ধরে নিজেকে পবিত্র মনে করবে, তখন তেইশ অথবা চব্বিশ দিন যাবত নামায পড়বে ও রোযা রাখবে। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। এরূপ প্রতি মাসে করো যেরূপ অন্যান্য মহিলা মাসিক ও পবিত্রতার ক্ষেত্রে করে থাকে। আর তুমি এরূপও করতে পার যে, জোহরের নামায দেরীতে এবং আসরের নামায এগিয়ে এনে পড়বে। গোসল সেরে মাগরিব দেরীতে ও ইশাকে এগিয়ে আনবে। গোসল সেরে নিয়ে উভয় নামায একত্রে পড়ে নেবে। আর ফজরের সময় গোসল করে নামায পড়বে ও রোযা রাখবে– যদি এরূপ করা তোমার পক্ষে সম্ভবপর হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– দু'টি পন্থার মধ্যে এই দ্বিতীয় পদ্ধতিই আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।

আবু দাউদ র. বলেন, আমর ইবনে সাবিত-ইবনে আকীল র. বলেন, হযরত হামনা রা. বলেন, দু'টি পন্থার মধ্যে শেষোক্তটিই আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। ইবনে আকীল কথাটি হামনার উক্তি বলে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্য নয়।

আবু দাউদ র. বলেন, আমর ইবনে সাবিত রাফিযী ছিলেন। এটা তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনে মা'ঈন থেকে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সত্যবাদী ছিলেন।

আবু দাউদ র. বলেন, আমি আহ্মদ র.-কে বলতে শুনেছি, ইবনে আকীল বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে আমি সন্দিহান।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ فَقَالَ قَالَتْ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ، هٰذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ لَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ .

এ উক্তিটির সারমর্ম হল, দু'টি হাদীসের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করা। এ হাদীসটি উপরোক্ত সনদে যুহাইর ইবনে মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আকীল থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে আকীল থেকে আমর ইবনে সাবিতও বর্ণনা করেছেন। পার্থক্য হল, যুহাইর ইবনে মুহাম্মদের রেওয়ায়াতে هٰذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ শব্দকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তি সাব্যস্ত করেছেন। আর আমর ইবনে সাবিত এটিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তি নয়, বরং হামনা বিনতে জাহ্শের উক্তি সাব্যস্ত করেছেন।

অতঃপর ইমাম আবু দাউদ র. এ দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন–

قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ رَافِضِيًّا .

যেহেতু তিনি রাফিযী তাই তার রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব, যে রেওয়ায়াতে এটিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তি সাব্যস্ত করা হয়েছে, এটিই সহীহ।

দুর্বল সাব্যস্তকারী ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন র.।

হযরত হামনা বিনতে জাহ্শ রা.-এর জীবনী

নাম ও পরিচিতি ঃ নাম– হামনা, পিতার নাম– জাহ্শ, মাতার নাম– উমাইমা। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফুফু ছিলেন। তিনি ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহ্শ রা.-এর ভগ্নি।

বংশধারা ঃ হামনা বিনতে জাহ্শ ইবনে রিয়াব ইবনে ইয়ামুর ইবনে সাবরাহ ইবনে মুররাহ ইবনে কবীর ইবনে গানাম ইবনে আসাদ ইবনে খুযাইমা।

দাম্পত্য জীবন ঃ তাঁর প্রথম বিবাহ হয় হযরত মুসআব ইবনে উমাইর রা.-এর সাথে। উহুদের যুদ্ধে হযরত মুসআব রা. শাহাদাত লাভ করলে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হয় হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা.-এর সাথে।

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ ঃ তিনি এবং তাঁর স্বামী মুসআব রা. একই সাথে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

হিজরত ঃ মক্কায় যখন অত্যাচার ও নির্যাতনের সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন অন্যান্যের ন্যায় হযরত হামনা রা. স্বীয় স্বামীসহ মদীনায় হিজরত করে চলে আসেন।

বাইয়াতে অংশগ্রহণ ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে যেসব আনসার ও মুহাজির বাইয়াত গ্রহণ করেছেন, হযরত হামনা রা. তাঁদের একজন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. বলেন, তিনি বাইয়াত গ্রহণকারী রমণীদের অন্তর্ভুক্ত।

জিহাদ ঃ তিনি উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহন করেছেন। যোদ্ধাদেরকে পানি পান করানো এবং আহতদের সেবা শুশ্রূষা করা তাঁর দায়িত্ব ছিল।

অপবাদের ঘটনায় সংশ্লিষ্টতা ঃ ইফকের ঘটনায় তিনি ভুলবশতঃ হযরত আয়েশা রা.-এর বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। যার ফলে হযরত আয়েশা রা. অত্যন্ত ব্যথিত হন।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী 'হামনার' ইফকের ঘটনায় জড়ানোর কারণ প্রসঙ্গে বলেন, 'হামনার উদ্দেশ্য ছিল তার বোন যয়নবকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আরো প্রিয় করে তোলা এবং হযরত আয়েশা রা.-কে খাট করে তোলা। আশ্চর্যের ব্যাপার হল ইফকের ঘটনায় হযরত যয়নব রা. স্বয়ং হযরত আয়েশা রা.-এর পক্ষে ছিলেন।'

সন্তান-সন্তুতি ঃ হযরত তালহা রা.-এর ঔরসে তাঁর গর্ভে মুহাম্মদ ও ইমরান নামক দু' সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। মুহাম্মদ সাজ্জাদ উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

ওফাত ঃ তাঁর মৃত্যুর সঠিক সন জানা যায়নি। আনুমানিক হিজরী ২০/২১ সনে ওফাত লাভ করেন। -ইসাবা:৪/২৭৮

بَابُ مَارُوِىَ اَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ রক্তপ্রদরে আক্রান্ত মহিলা প্রতিটি নামাযের জন্য গোসল করবে

٣. حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهِبٍ الْهَمْدَانِىّ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضـ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فِيْهِ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُوْرٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضـ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ رضـ وَكَذَالِكَ رَوٰى مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضـ وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ رضـ بِمَعْنَاهُ وَكَذَالِكَ رَوَاهُ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضـ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِىْ حَدِيْثِهٖ وَلَمْ يَقُلْ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَهَا اَنْ تَغْتَسِلَ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ ـ حَقِّقْ لَفْظَ الْحَيْضِ وَالْإِسْتِحَاضَةِ ـ كَمْ مُسْتَحَاضَةً فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ جَاءَتْ أَسْمَاءُهَا فِي الرِّوَايَةِ؟ مَا هُوَ أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَيْضِ وَأَكْثَرُهَا؟ مَا هُوَ أَقَلُّ مُدَّةِ الطُّهْرِ؟ مَا هِيَ أَلْوَانُ الْحَيْضِ؟ كَمْ قِسْمًا لِلْمُسْتَحَاضَةِ؟ بَيِّنْ أَقْسَامَ كُلِّ قِسْمٍ بِذِكْرِ الْمَذَاهِبِ مَعَ الدَّلَائِلِ ـ مَا حُكْمُ الْمَعْذُوْرِيْنَ؟ وَمَا مَعْنَى تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ؟ أَوْضِحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاوٗدَ ـ

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

হাদীস ঃ ৩। ইয়াযীদ...................... উরওয়া র. হযরত আয়েশা রা. থেকে একই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, 'তিনি প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করে নিতেন।' ইবনে উয়াইনা তার হাদীসে বলেন 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (প্রত্যেক নামাযের জন্য) গোসল করার নির্দেশ দিলেন।" অবশ্য যুহরী একথাটুকু উল্লেখ করেননি।

হায়েয ও ইসতিহাযার অর্থ

হায়েয শব্দটি حَاضَ يَحِيْضُ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হল– প্রবাহিত হওয়া। বলা হয়– حَاضَ الْوَادِيْ যখন উপত্যকায় পানি প্রবাহিত হয়।

ফিকহের পরিভাষায়– হায়েযের অর্থ হল, دَمٌ يَسِيْلُ مِنَ الْعَاذِلِ مِنْ اِمْرَأَةٍ لِدَاءٍ بِهَا 'এটি মহিলার একটি শিরায় সৃষ্ট রোগের ফলে এক প্রকার প্রবাহিত রক্ত।' (আযিল জরায়ুর বাইরে এর মুখের নিকট অবস্থিত একটি শিরা)

اِسْتِحَاضَة শব্দটি حَيْض থেকে উদ্ভূত। বাবে اِسْتِفْعَال এ আসার পর তার মধ্যে আতিশয্যের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে। বাবে ইসতিফ'আলের একটি বৈশিষ্ট্য হল– হাকীকত পরিবর্তিত হয়ে যাওয়াও। যেমন– اِسْتَنْوَقَ الْجَمَلُ অর্থাৎ উট উটনীতে রূপান্তরিত হয়েছে। এ বৈশিষ্ট্যটিও এখানে লক্ষ্যণীয় হতে পারে যে, হায়েযের মূল হাকীকত পরিবর্তিত হয়ে ইস্তিহাযা হয়ে গেছে।

পরিভাষায়– ইসতিহাযার অর্থ হল– دَمٌ يَسِيْلُ مِنَ الْعَاذِلِ مِنْ اِمْرَأَةٍ لِدَاءٍ بِهَا

অর্থাৎ, রমণীর রোগের কারণে জরায়ুর বাইরে তার মুখের নিকট অবস্থিত একটি শিরা থেকে যে রক্ত প্রবাহিত হয় সেটাকে বলে ইস্তিহাযা।

যেহেতু এর থেকে রক্ত বের হওয়া নিন্দা ও ভর্ৎসনার কারণ, এজন্য এ রগটিকে আযিল বলে।

নবীজী স.-এর যুগের যে সব মহিলার ইস্তিহাযার কথা হাদীসে এসেছে

এরূপ মহিলার সংখ্যা হাদীসসমূহে এসেছে মোট ১১।

১। ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ রা., ২। উম্মুল মু'মিনীন হযরত যায়নব রা., ৩। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা বিনতে যাম'আ রা.. ৪। উম্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান রা., ৫। আবু তালহার স্ত্রী হযরত হামনা বিনতে জাহ্‌শ রা., ৬। আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা.-এর স্ত্রী হযরত হাবীবা বিনতে জাহ্‌শ রা., ৭। হযরত মায়মূনা রা.-এর বোন আসমা রা., ৮। যায়নব বিনতে আবু সালামা রা., ৯। আসমা বিনতে হারিসিয়্যাহ রা., ১০। বাদিয়া বিনতে গায়লান রা., ১১। সাহলা বিনতে সুহাইল রা.। – আইনী– ১/১০৫, ফাতহুল বারী– ১/২৮২

মাসিক ও রক্তপ্রদরের মাসায়েল

হায়েয ও ইস্তিহাযার মাসআলাগুলো অনুধাবনের জন্য কয়েকটি মৌলিক বিষয় বুঝে নেয়া আবশ্যক–

হায়েযের সর্বনিম্নকাল

১. হায়েযের সর্বনিম্ন কাল সম্পর্কে ইখতিলাফ রয়েছে।

✪ ইবনুল মুনযির র. বলেছেন– ফুকাহায়ে কিরামের একটি দলের মতে হায়েযের সর্বনিম্ন সময় সুনির্দিষ্ট নয়; বরং এক ফোঁটা বা একবার রক্ত প্রবাহও মাসিকে গণ্য। ইমাম মালিক র.-এর মতও এটাই।

✪ অধিকাংশের মতে মাসিকের সর্বনিম্ন সময় সুনির্দিষ্ট। অতঃপর, এর সীমা সম্পর্কেও মতবিরোধ আছে। ইমাম শাফিঈ র. ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র.-এর মতে একদিন একরাত। ইমাম আবূ ইউসুফ র.-এর মতে দু'দিন ও তৃতীয় দিনের অধিকাংশ। আর ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ র.-এর মতে তিনদিন তিনরাত সর্বনিম্নকাল।

মাসিকের সর্বোচ্চকাল

২. মাসিকের সর্বোচ্চকাল কতটুকু এ সম্পর্কেও মতানৈক্য রয়েছে। হানাফীদের মতে দশদিন দশরাত। ইমাম শাফিঈ র.-এর মতে পনের দিন। ইমাম মালিক র.-এর মতে সতের দিন। আর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. থেকে মাযহাবত্রয়ের ন্যায় তিনটি রেওয়ায়াত আছে। আল্লামা খারকী র. পনের দিনের ও ইবনে কুদামা র. দশ দিনের রেওয়ায়াতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

পবিত্রতার সর্বনিম্নকাল

৩. পবিত্রতার সর্বনিম্নকাল সম্পর্কেও মতবিরোধ রয়েছে। আল্লামা নববী র. বলেন, কোন কোন আলিমের মতে এর কোন সীমা নির্দিষ্ট নেই। এটাই হল ইমাম মালিক র. এর একটি রেওয়ায়াত। তাঁর দ্বিতীয় রেওয়ায়াতটি হল ৫দিন। তৃতীয় রেওয়ায়াত হল ১০দিনের, চতুর্থ রেওয়ায়াত ১৫দিনের।

ইমাম আবূ হানীফা ও শাফিঈ র.-এর মতে পবিত্রতার সর্বনিম্নকাল হল ১৫ দিন। এটাই হল ইমাম আহমদ র.-এর একটি রেওয়ায়াত। তার দ্বিতীয় রেওয়ায়াত হল ১৩ দিনের। যেটা ইবনে কুদামা র. অবলম্বন করেছেন। মোটকথা, অধিকাংশের মতে, পবিত্রতার সর্বনিম্নকাল হল ১৫ দিন। আল্লামা নববী র. বলেছেন– পবিত্রতার সর্বোচ্চ সময়ের কোন সীমা নেই। এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে।

✪ আল্লামা ইবনে রুশদ, ইবনে কুদামা এবং আল্লামা নববী র. লিখেছেন যে, ঋতু এবং পবিত্রতার সময় সম্পর্কে এই মতবিরোধের কারণ হল, রেওয়ায়াতগুলোতে এ সম্পর্কে কোন স্পষ্ট বিবরণ নেই। এ জন্য ফুকাহায়ে কিরাম স্ব-স্ব পরিবেশের অভিজ্ঞতা, চাক্ষুস দর্শন এবং ওরফের দিকে লক্ষ্য করে সময় নির্ধারণ করেছেন। আল্লামা যায়লাঈ র. বলেছেন– ঋতু এবং পবিত্রতা সম্পর্কে হানাফীদের প্রমাণ হযরত আয়েশা, মু'আয ইবনে জাবাল, আনাস, ওয়াসিলা ইবনে আসকা' এবং আবূ উমামা রা.-এর রেওয়ায়াত। এই রেওয়ায়াতগুলো যদিও দুর্বল কিন্তু সূত্রাধিক্যের কারণে হাসানের স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

✪ ঋতুর সর্বোচ্চকাল এবং পবিত্রতার সর্বনিম্ন সময় সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ র.-এর স্বপক্ষে একটি মারফূ' রেওয়ায়াত পেশ করা হয়– تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ شَطْرَ عُمُرِهَا لَا تُصَلِّي 'তোমাদের একজন মহিলা তার জীবনের অর্ধেক সময় এভাবেই নামায না পড়ে কাটিয়ে দেয়।'

✪ কিন্তু আল্লামা ইবনুল জাওযী র. এ হাদীস সম্পর্কে বলেছেন– هٰذَا حَدِيْثٌ لَا يُعْرَفُ -এ হাদীসটি অজানা।

✪ বায়হাকী র. বলেছেন– لَمْ نَجِدْهُ তথা আমরা এটি পাইনি। স্বয়ং আল্লামা নববী শাফিঈ র. 'আল-জুমূ' নামক গ্রন্থে বলেছেন– حَدِيْثٌ بَاطِلٌ لَا يُعْرَفُ (হাদীসটি বাতিল, অজানা)। যদি এটি সঠিক বলেও মেনে নেয়া হয় তবেও شَطْر শব্দের প্রয়োগ যেভাবে অর্ধেকের ক্ষেত্রে হয়, এভাবে একটি সাধারণ অংশের উপরেও হয়। চাই সেটি অর্ধেক থেকে কম হোক না কেন। আর এখানে এ অর্থ উদ্দেশ্য অবশ্যই। কারণ, শাফিঈ র.-এর মাযহাব মুতাবিক যদি ১৫দিন সময় মাসিক গণ্য করা হয় তখনও পুরা জীবনে ঋতুর অংশ অর্ধেক হতে পারে না। কারণ, বালেগ হওয়ার আগে এবং ঋতু বন্ধ হওয়ার পরে পুরো মাসিক থাকে না। এ কারণে, ইমাম নববী র. স্বীয় মাযহাবের উপর হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ না করে কিয়াসী প্রমাণের উপর আমল করেছেন, অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, বহু মহিলার রক্ত এসেছে দশ দিনের বেশী। অথচ হানাফীগণ এই অতিরিক্ত অংশকে ইস্তিহাযা গণ্য করেন।

এই আলোচনা দ্বারা বোঝা গেল, মাসিকের মুদ্দত সংক্রান্ত বিষয়ে হানাফীদের প্রমাণ দুর্বল রেওয়ায়াত আর শাফিঈদের প্রমাণ কিয়াস। অতএব প্রথমতঃ তো কথা হল যে, অন্যান্য সহায়ক থাকার কারণে হাদীসগুলোতে এক ধরণের শক্তি সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কিয়াসের বিপরীতে এ সব রেওয়ায়াত সর্বদাই প্রাধান্য উপযোগী। বিশেষতঃ শরঈ সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিয়াসের উপর আমল দুর্বল হাদীসের উপর আমলের বিপরীতে বিপদজনক।

মাসিকের রক্তের রং

৪. মাসিক রক্তের রং সম্পর্কেও মতবিরোধ আছে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন– হায়েযের রক্ত ছয় প্রকার। কাল, লাল, হলুদ, মলিন, সবুজ ও মাটিয়া। মোটকথা, ১. ইমাম আবূ হানীফা র.-এর মতে যে রঙের রক্তই আসুক না কেন সেটি মাসিক। তবে শর্ত হল, মাসিকের সময়েই আসতে হবে। পরিষ্কার সাদা স্রাব বের হলে সেটা হায়েয নয়।

✪ হানাফীদের প্রমাণ সে রেওয়ায়াতটি যেটি মুয়াত্তা মালিক ও মুহাম্মদে মুত্তাসিল সনদে এবং বুখারীতে প্রাসঙ্গিকভাবে (মুআল্লাকরূপে) সুনিশ্চিত শব্দে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ اَبِىْ عَلْقَمَةَ عَنْ اُمِّهٖ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رض اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ اِلٰى عَائِشَةَ رض بِالدَّرَجَةِ فِيْهَا الْكُرْسُفُ فِيْهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ لِيَسْاَلْنَهَا عَنِ الصَّلٰوةِ فَتَقُوْلُ لَهُنَّ لَاتَعْجَلْنَ حَتّٰى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيْدُ بِذٰلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضِ - (رواه ايضا عبد الرزاق وابن ابى شيبة واللفظ لفظ مالك)

'হযরত আয়েশা রা. -এর আযাদকৃত দাসী বলেন, মহিলারা হযরত আয়েশা রা.-এর নিকট ডিব্বা পাঠাতেন। তাতে থাকতো কাপড়ের টুকরা, তাতে মাসিকের রক্তের হলুদ রং থাকতো। তারা নামায সম্পর্কে হযরত আয়েশা রা.-এর নিকট জিজ্ঞেস করার জন্য তা পাঠাতেন। তিনি তাদের বলতেন, পরিষ্কার স্বচ্ছ সাদা স্রাব দেখার পূর্ব পর্যন্ত তোমরা তাড়াহুড়া করো না। এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হত মাসিক থেকে পবিত্রতা।' –মুয়াত্তা মালিক ঃ ৪৩

এতে বোঝা গেল, যতক্ষণ পর্যন্ত পরিষ্কার সাদা স্রাব না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত সব ধরণের রক্তই হায়েয হবে।

২. ইমাম শাফিঈ র.-এর মতে শুধু লাল এবং কাল রং-এর রক্ত হায়েয। বাকীগুলো ইস্তিহাযার রং। হাম্বলীদের মাযহাবও এটাই।

৩. ইমাম মালিক র. হলুদ এবং মলিন রংকেও হায়েয সাব্যস্ত করেন। আল্লামা নববী র. বলেছেন– হলুদ এবং মলিন রং হায়েযকালে মাসিক। কিন্তু 'হিদায়া' গ্রন্থকার বলেছেন যে, ইমাম আবু ইউসুফ র.-এর মতে যখন এটা মাসিকের শেষ দিকে বের হবে তখন মাসিক গণ্য করা হবে, অন্যথায় নয়।

রক্তপ্রদর বিশিষ্ট মহিলার প্রকারভেদ

৫. বাহরুর রায়িক গ্রন্থকার বলেছেন–রক্তপ্রদর বিশিষ্ট মহিলা তিন প্রকার–

এক. মুবতাদিয়া, অর্থাৎ এরূপ মহিলা যার জীবনে প্রথমবার মাসিক আরম্ভ হয়েছে। অতঃপর এই রক্ত স্থায়ী হয়ে গেছে।

দুই. মু'তাদা,অর্থাৎ সে মহিলা যার কিছুকাল পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিকভাবে মাসিক হয়েছে। অতঃপর রক্ত স্থায়ী হয়ে গেছে। অতঃপর ইমাম আবু ইউসুফ র.-এর মতে এক হায়েয নিয়মতান্ত্রিকভাবে আসাই যথেষ্ট। আর আবু হানীফা ও মুহাম্মদ র.-এর নিকট কমপক্ষে দু' হায়েয নিয়মতান্ত্রিকভাবে আসা জরুরী। তাঁদের দু'জনের উক্তির উপরই ফতওয়া।

তিন. মুতাহায়্যিরা. অর্থাৎ সে মহিলা যে মু'তাদা ছিল অতঃপর রক্ত স্থায়ী হয়ে গেছে। কিন্তু সে তার পুরান অভ্যাসের কথা ভুলে গেছে। মুতাহায়্যিরাকে مُتَحَيِّرَةً ، مُضِلَّةً. ضَالَّةً ، نَاسِيَةً ও বলে। বাহরুর রায়িক গ্রন্থকার বলেছেন– মুতাহায়্যিরা তিন প্রকার–

১. সংখ্যাগতভাবে মুতাহায়্যিরা। অর্থাৎ, সে মহিলা যার হায়েযের দিনের সংখ্যা স্মরণ নেই যে, পাঁচ দিন, না সাত দিন ইত্যাদি।

২. সময়ের দিক দিয়ে মুতাহয়্যিরা। অর্থাৎ, যার হায়েযের সময়ের কথা স্মরণ নেই। সেটি কি মাসের শুরুতে ছিল, না মধ্যভাগে, না শেষে।

৩. উভয়ের দিকে লক্ষ্য করে মুতাহায়্যিরা। অর্থাৎ, সে মহিলা যে সংখ্যা এবং সময় উভয় দিকে লক্ষ্য করলে মুতাহায়্যিরা।

মুবতাদিয়ার বিধান

মুবতাদিয়ার হুকুম সর্বসম্মতিক্রমে এই যে, সে হায়েযের সর্বোচ্চকাল অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত রক্তকে মাসিক গণ্য করবে। আর এই সময়ে নামায রোযা ত্যাগ করবে। আর সর্বোচ্চ মেয়াদের পর গোসল করে নামায শুরু করে দিবে। অতঃপর পবিত্রতার সর্বনিম্ন সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর দ্বিতীয়বার মাসিককাল গণ্য করবে।

মু'তাদার বিধান

হানাফীদের মতে মু'তাদার হুকুম হল, যদি অভ্যাসের দিনগুলো পরিপূর্ণ হওয়ার পরও রক্ত প্রবাহ অব্যাহত থাকে, তাহলে দশদিন পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত নামায রোযা মওকূফ করবে। যদি দশ দিনের পূর্বেই রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে এই পুরা রক্ত হায়েয গণ্য হবে এবং মনে করা হবে তার অভ্যাস পরিবর্তিত হয়ে গেছে। অতএব, এ দিনগুলোর নামায ওয়াজিব হবে না। আর যদি দশদিনের পরও রক্ত প্রবাহ অব্যাহত থাকে, তাহলে অভ্যাসগত দিনগুলো থেকে অতিরিক্ত পূর্ণ দিনগুলোর রক্তকে রক্তপ্রদর সাব্যস্ত করা হবে। অভ্যাসের দিনগুলোর পর যত নামায সে ত্যাগ করেছে এগুলোর সবগুলোর কাযা আবশ্যক হবে। অবশ্য কাযা করার গুনাহ হবে না। فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلٰوةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّى হাদীসের অর্থও এটাই। এরূপভাবে تَدَعُ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا الَّتِى كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا الخ হাদীস দ্বারাও এ বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে।

✪ ইমামত্রয় ইস্তিহাযা বিশিষ্ট মহিলার আরেক প্রকার বর্ণনা করেন, যাকে বলা হয় মুমাইয়্যিযা। অর্থাৎ, এরূপ মহিলা যে রক্তের রং দেখে বুঝতে পারে কোনটি হায়েযের রক্ত আর কোনটি ইস্তিহাযার। এরূপ মহিলার ক্ষেত্রে ইমামত্রয়ের মাযহাব হল, সে তার পরিচয়ের উপর নির্ভর করবে। যতদিন তার নিকট হায়েযের রং মনে হবে তত দিনকে মাসিক কাল মনে করবে, আর যতদিন ইস্তিহাযার রক্ত অনুভব করবে তত দিনকে রক্তপ্রদরের কাল।

এই আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ হল–

✪ হানাফীদের নিকট রং দেখে পার্থক্য করার কোন মূল্য নেই। এটা ধর্তব্য নয়; বরং শুধু অভ্যাসই ধর্তব্য। এটাই হল সুফিয়ান সাওরী র.-এর মাযহাব।

✪ এর সম্পূর্ণ বিপরীত ইমাম মালিক র.-এর মতে, শুধু রং দেখে পার্থক্য করাই ধর্তব্য; অভ্যাস ধর্তব্য নয়।

✪ ইমাম শাফিঈ ও আহমদ র.-এর মতে যদি শুধু অভ্যাস থাকে, তবে সেটাও ধর্তব্য। আর যদি শুধু রং দেখে পার্থক্য করতে পারে, তবে সেটা ধর্তব্য। আর যদি কোন মহিলার ক্ষেত্রে এ দু'টি বিষয়ই একত্রিত হয়, তাহলে ইমাম শাফিঈ র.এর মতে রক্ত দেখে পার্থক্য করার বিষয়টি একত্রিত হয়, তাহলে ইমাম শাফিঈ র.-এর মতে রক্ত দেখে পার্থক্য করার বিষয়টি প্রাধান্য পাবে। ইমাম আহমদ র.-এর মতে, অভ্যাস, ইমামত্রয়ের মতে রং দেখে পার্থক্য মুবতাদিয়াহ, মু'তাদা এবং মুতাহায়্যিরা সবার ক্ষেত্রে ধর্তব্য।

✪ ইমামত্রয়ের মতে রং দেখে পার্থক্য করার বিধিবদ্ধতা সম্পর্কে প্রমাণ হল, আবু দাউদে بَابُ مَنْ قَالَ تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ -এ বর্ণিত হযরত ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশের রেওয়ায়াত।

اَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَاِنَّهُ دَمٌ اَسْوَدُ يُعْرَفُ فَاِذَا كَانَ ذٰلِكَ فَامْسِكِيْ عَنِ الصَّلٰوةِ فَاِذَا كَانَ الْاٰخَرُ فَتَوَضَّئِيْ وَصَلِّيْ ـ

'তিনি (ফাতিমা রা.) ছিলেন রক্ত প্রদরে আক্রান্ত মহিলা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, যখন মাসিকের রক্ত আসে তো সেটি কালো রক্ত চেনা যায়। যখন এই রক্ত আসবে তখন নামায থেকে বিরত থেকো। যখন অন্য স্রাব আসে তখন উযু করো ও নামায পড়ো।' –সুনানে আবু দাউদ ঃ ১/৪৩

এখানে প্রমাণের স্থান হল, فَاِنَّهُ دَمٌ اَسْوَدُ يُعْرَفُ (এটি কাল রক্ত, চেনা যায়।) শব্দ। এ থেকে বুঝা যায় রং দ্বারা হায়েয অনুভব করা যায়।

✪ হানাফীদের পক্ষ থেকে এর উত্তর হল, এ হাদীসটির সনদের ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে।

প্রথমতঃ তো এ কারণে যে, ইমাম আবূ দাউদ র. বলেন, এই রেওয়ায়াতটি ইবনে আবু আদী র. একবার স্বীয় কিতাব থেকে শুনিয়েছেন, আরেকবার স্মরণশক্তি থেকে। যখন কিতাব থেকে শুনিয়েছেন তখন এটাকে ফাতিমা বিনতে আবূ হুবাইশের রেওয়ায়াত সাব্যস্ত করেছেন। আর যখন স্মরণশক্তি থেকে শুনিয়েছেন তখন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা.-এর রেওয়ায়াত সাব্যস্ত করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ আবূ দাউদ র. বলেন, এ হাদীসটি আ'লা ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকে বর্ণিত এবং শো'বা থেকেও। আ'লা ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকে বর্ণিত মারফূ' সূত্রে আর শু'বা থেকে বর্ণিত মাওকূফ সূত্রে। এভাবে এ হাদীসটি মুযতারিব। এভাবে ইমাম বায়হাকী র.ও সুনানে কুবরায় (১/৩২৫-৩২৬) এই হাদীসটির সনদগত ইযতিরাবের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ইবনে আবূ হাতিম র. স্বীয় 'ইলালে' লিখেছেন যে, আমি স্বীয় পিতা আবূ হাতিম থেকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তখন তিনি বলেছেন– هُوَ مُنْكَرٌ (এটি মুনকার)। আল্লামা মারদীনী র. 'আল-জাওহারুন্ নাকী' (১/৮৬) তে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনুল কাত্তান র. বলেছেন, এটি আমার মতে মুনকাতি'। অতএব, এ হাদীসটি হয়তো শক্তি ও বিশুদ্ধতার দিকে লক্ষ্য করলে হানাফীদের সেসব দলীলের মুকাবিলা করতে পারে না যেগুলো পরবর্তীতে আসছে। তাছাড়া মোল্লা আলী কারী র. বলেন, যদি হাদীসটিকে সহীহ মেনে নেয়া হয়, তাহলে এটি তখনকার জন্য প্রযোজ্য হতে পারে, যখন রং দ্বারা পার্থক্য করার বিষয়টি অভ্যাস মতো হবে।

হানাফীদের প্রমাণাদি নিম্নরূপ

১। মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদে মুত্তাসিল সনদে এবং বুখারীতে بَابُ إِقْبَالِ الْحَيْضِ وَإِدْبَارِهِ -তে প্রাসঙ্গিকভাবে সুনিশ্চিত শব্দে বর্ণিত আছে (যেটি প্রথমে মুয়াত্তা মালিকের ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে।)

كُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ رض بِالدَّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ فَتَقُولُ لَاتَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقِصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ - (اللفظ للبخارى . موطا مالك : ٤٣)

'মহিলারা হযরত আয়েশা রা.-এর নিকট মাসিককালে ব্যবহৃত হলুদ রংয়ের কাপড়ের টুকরাবিশিষ্ট বস্ত্র পাঠাতেন। তখন তিনি বলতেন, পরিষ্কার সাদা স্রাব না দেখা পর্যন্ত তোমরা তাড়াহুড়া করো না। এর দ্বারা বোঝা গেল, যতক্ষণ পর্যন্ত পরিষ্কার সাদা স্রাব না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত সর্ব প্রকার রক্ত হায়েযই গণ্য হবে। অতএব, রঙ দ্বারা পার্থক্য করার প্রশ্নই আসে না।

২। সহীহ বুখারীর بَابُ إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ -তে হযরত ফাতিমা বিনতে আবূ হুবাইশ রা.-এর রেওয়ায়াত এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَائِشَةَ رض أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ رض سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ فَأَدَعُ الصَّلٰوةَ؟ فَقَالَ لَا، إِنَّ ذٰلِكَ عِرْقٌ وَلٰكِنْ دَعِي الصَّلٰوةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي -

'হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত যে, ফাতিমা বিনতে আবূ হুবাইশ রা. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি রক্তপ্রদরে আক্রান্ত, ফলে পবিত্র হই না। তবে কি আমি নামায ছেড়ে দিব? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, না, এটা শিরা (-এর রক্ত)। তবে তুমি যে সময় পর্যন্ত ঋতুবতী থাকবে সে পরিমাণ সময়ে নামায ছেড়ে দাও। তারপর গোসল কর, নামায পড়।' –বুখারী : ১/৪৭

এখানে قَدْرَ শব্দটি এর প্রমাণ যে, দিনের পরিমাণ গ্রহণযোগ্য, রং-এর নয়।

৩। আবূ দাউদ ইত্যাদিতে হযরত উম্মে সালামা রা.-এর রেওয়ায়াতে আছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلٰوةَ قَدْرَ ذٰلِكَ مِنَ الشَّهْرِ الخ -

'সে মহিলা প্রতিমাসে তার যে মাসিক হত এর দিন রাতের সংখ্যা নিয়ে ভাববে তার রক্তপ্রদর আসার পূর্বে। ফলে নামায ছেড়ে দিবে মাসের সে পরিমাণ সময়ে।' –আবূ দাউদ : ১/৩৬

এতে স্পষ্ট ভাষায় অভ্যাস মুতাবিক দিনগুলো গণ্য করার হুকুম দেয়া হয়েছে।

৪। আবূ দাউদ শরীফে بَابُ فِي الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ وَمَنْ قَالَ تَدَعُ الصَّلٰوةَ فِي الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ তে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عُروَةَ بنِ الزُّبَيرِ قَالَ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ رض اَنَّهَا اَمَرَتْ اَسْمَاءُ او اَسْمَاءُ حَدَّثَتْنِي اَنَّهَا اَمَرَتْهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ رض اَنْ تَسْئَلَ (اى اَسْمَاءُ) رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَامَرَهَا اَنْ تَقْعُدَ الاَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ ثُمَّ تَغْتَسِلُ ـ

'উরওয়া ইবনে যুবাইর রা. বলেন, আমাকে হযরত ফাতিমা বিনতে আবূ হুবাইশ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আসমা রা.-কে নির্দেশ দিয়েছেন। অথবা আসমা আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তাঁকে ফাতিমা বিনতে আবূ হুবাইশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে যে সময়টুকু পরিমাণ বসে থাকত (নামায-রোযা ইত্যাদি না করে অপেক্ষা করে) সে সময়টুকু পরিমাণ অপেক্ষা করার ও তারপর গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন। —আবূ দাউদ ঃ ১/৩৭

৫। ইমাম তিরমিযী র. বর্ণনা করেছেন—

عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَدَعُ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي ـ

'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তপ্রদর বিশিষ্ট মহিলা সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন, সে যেন তার পূর্ববর্তী অভ্যাস মুতাবিক মাসিকের সে দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দেয় অতঃপর গোসল করে ও প্রত্যেক নামাযের জন্য উযূ করে এবং রোযা রাখে ও নামায পড়ে। —তিরমিযী ঃ ১/৩৩

এতেও দিনগুলোর সংখ্যা গণ্য করা হয়েছে।

৬। সুনানে আবূ দাউদ بَابُ اِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَدَعُ الصَّلٰوةَ -তে হযরত বুহাইয়া রা.-এর বর্ণনায় আছে—

قَالَتْ سَمِعْتُ اِمْرَأَةً تَسْاَلُ عَائِشَةَ رض عَنْ اِمْرَأَةٍ فَسَدَ حَيْضُهَا وَاُهْرِيقَتْ دِمَاءً فَاَمَرَنِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اٰمُرَهَا فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَحَيْضُهَا مُسْتَقِيمٌ فَلْتَقْعُدْ بِقَدْرِ ذٰلِكَ مِنَ الاَيَّامِ ثُمَّ لِتَدَعُ الصَّلٰوةَ فِيهِنَّ بِقَدْرِهِنَّ ثم لِتَغْتَسِلْ ثُم لِتَسْتَذْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّي ـ (ج١ ص٣٨)

'বুহাইয়া বলেন, আমি এক মহিলাকে হযরত আয়েশা রা.-এর নিকট এক নারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি, যার মাসিক খারাপ হয়ে গেছে এবং রীতিমত তার রক্তপ্রদর হয়, তখন আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন, আমি যেন তাকে আদেশ দেই, সে যেন প্রত্যেক মাসে যে পরিমাণ মাসিক হত সে সময়টুকু নিয়ে ভাবে যখন তার হায়েয ছিল সঠিক। কাজেই সে সে পরিমাণ দিন গণনা করবে, সেগুলোতে নামায বাদ দিবে। অথবা বলেছেন, সে পরিমাণ সময়ে (নামায বাদ দিবে।) তারপর সে গোসল করবে। গোসল সেরে একটি কাপড় লজ্জাস্থানে বাঁধবে, তারপর নামায পড়বে।'

৭। মুসান্নাফে ইবনে আবূ শায়বা ঃ ১/১৪ فِي الطُّهْرِ مَا هُوَ وَلَمْ يُعْرَفْ -তে একটি হাদীসে আছে—

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِي بَكْرٍ قَالَتْ كُنَّا فِي حُجْرِهَا مَعَ بَنَاتِ اِبْنَتِهَا فَكَانَتْ اِحْدَانَا تَطْهُرُ ثُمَّ تُصَلِّي ثُمَّ تَنْكُسُ بِالصُّفْرَةِ الْيَسِيرَةِ فَتَسْئَلُهَا (وَفِي نُسْخَةٍ

وَنَسْئَلُهَا) فَتَقُولُ اِعْتَزِلْنَ الصَّلٰوةَ مَا رَأَيْتُنَّ ذٰلِكَ حَتّٰى لَاتَرَيْنَ اِلَّا الْبَيَاضَ خَالِصًا ـ (واخرجه اسحق

بن راهويه بلفظ اخر ، المطالب العالية : جـ ١ ص ٦٠)

'ফাতিমা বিনতুল মুনযির থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রা. থেকে বর্ণনা করেন, আমরা তাঁর রুমে তাঁর নাতনীদের সাথে থাকতাম। আমাদের কেউ পবিত্র হত অতঃপর নামায পড়ত। অতঃপর সামান্য হলুদ রং এর স্রাব দেখা দিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ত। এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করত। আরেক কপিতে আছে, আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করতাম। তখন তিনি বলতেন, নামায থেকে তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত দূরে থাক যতক্ষণ পূর্ণ সাদা স্রাব না দেখ।'

এসব রেওয়ায়াত দ্বারা বোঝা যায়, রং দ্বারা পার্থক্য ধর্তব্য নয়। অতএব, উপরোক্ত সবগুলো হাদীস তাদের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ।

মুতাহায়্যিরার বিধিবিধান

ইমামত্রয়ের নিকট মুতাহায়্যিরা যদি মুমায়্যিযা হয়, তাহলে রং-এর মাধ্যমে মাসিক ও ইস্তিহাযার মধ্যে পার্থক্য করবে। যার দীর্ঘ বিবরণ রয়েছে। আল্লামা নববী র. 'শরহুল মুহায্যাবে' সবিস্তারে এর বিবরণ দিয়েছেন।

মুতাহায়্যিরার হুকুম হল, সে ভাল করে চিন্তা করবে। যদি এভাবে তার নিজের অভ্যাসের দিনগুলো স্মরণে এসে যায় অথবা কোনরূপ প্রবল ধারণা হয়, তবে সে সে মুতাবিক মু'তাদার ন্যায় আমল করবে। আর যদি কোন দিকে প্রবল ধারণা না হয় বরং সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে, তবে এর বিভিন্ন ছুরত রয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ আল্লামা ইবনে নুজাইম র. 'বাহরুর রায়িকে' এভাবে দিয়েছেন যে, ইস্তিহাযা বিশিষ্ট মহিলার তিন প্রকারের সবচেয়ে মৌলিক বিষয় হল যে, যেসব দিন সম্পর্কে মুতাহায়্যিরার ইয়াকীন হয়ে যাবে যে, এগুলো মাসিকের দিন সেগুলোতে নামায ছেড়ে দিবে। আর যেসব কাল সম্পর্কে ইয়াকীন হয়ে যাবে যে, এগুলো পবিত্রতার কাল, সেগুলোতে প্রত্যেক নামাযের জন্য উযু করে নামায পড়বে। আর যেসব দিন সম্পর্কে সন্দেহ হয় যে, এগুলো কি পবিত্রতার দিন না মাসিকে প্রবেশ করার সময়, এগুলোতে প্রত্যেক নামাযের জন্য উযু করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত এ সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে। আর যেসব দিন সম্পর্কে সন্দেহ হয় যে, এটা পবিত্র না হায়েয থেকে বের হওয়ার সময়, সেগুলোতে প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করবে যতক্ষণ পর্যন্ত হায়েয হওয়ার সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে।

সংখ্যা বিষয়ক মুতাহিয়্যিরার বিধান

⊙ এবার সংখ্যা বিষয়ক মুতাহায়্যিরার হুকুম হল, সে তার হায়েযের শুরু তারিখ থেকে তিনদিন পর্যন্ত নামায রোযা ছেড়ে দিবে। কারণ, এসব দিন সম্পর্কে ইয়াকীন রয়েছে যে, এগুলো হায়েয কাল। এরপর সাতদিন প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করবে। কারণ, এখন প্রতিদিন প্রতিটি সময় সম্ভাবনা রয়েছে যে, এই সময় হায়েয খতম হয়ে গেছে। অতঃপর হায়েযের পরবর্তী তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের জন্য উযূ করবে। কারণ, সে তো এসব দিনে সুনিশ্চিতরূপে পবিত্র।

সময় বিষয়ক মুতাহায়্যিরার হুকুম

⊙ সময়ের দিক দিয়ে মুতাহায়্যিরার হুকুম হল, সে প্রত্যেক মাসের শুরুতে (মাসের শুরু দ্বারা উদ্দেশ্য সেদিন যেদিন থেকে রক্ত স্থায়ী হয়ে গেছে।) নিজের অভ্যাসের দিনগুলো পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের জন্য উযু করবে। উদাহরণ স্বরূপ তার অভ্যাসের দিন ছিল ৫টি। অতএব, মাসের প্রথম তারিখ থেকে ৫ম দিন পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের জন্য উযু করবে। কারণ, তার মধ্যে পবিত্র অথবা ঋতুবতী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। অতঃপর ২৫ দিন প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করবে। এগুলোতে প্রতিটি দিনে হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

হাদীসগুলোতে ইস্তিহাযা বিশিষ্ট মহিলার জন্য তিনটি আহকাম বর্ণিত হয়েছে–

১. প্রতিটি নামাযের জন্য গোসল করা।

২. এক গোসলে দুই নামায পড়া।

৩. প্রতিটি নামাযের জন্য উযু করা।

ইমাম আহমদ ও ইসহাক র.-এর মতে সর্বোত্তম হল, প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করা এবং অন্যান্য বিধানের উপর আমল করাও জায়িয আছে।

○ ইমাম ত্বাহাভী রা. প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসলকে সাহলা বিনতে সুহাইল রা.-এর রেওয়ায়াত দ্বারা রহিত সাব্যস্ত করেছেন। কারণ, যখন প্রতিটি নামাযের জন্য গোসল করা তার জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু' নামায এক গোসলে পড়ার নির্দেশ দিলেন। অন্যথায় চিকিৎসার জন্য প্রযোজ্য ধরা হবে। কারণ, ঠাণ্ডা পানি রক্ত বন্ধ করে দেয়। অথবা এটা মুস্তাহাব হুকুম। অথবা, এটা সেই মুতাহায়্যিরার সাথে বিশেষিত যার হায়েয বন্ধ হওয়ার সন্দেহ রয়েছে।

○ ইমাম ত্বাহাভী র. এক গোসলে দুই নামায পড়ার হুকুমকেও মানসূখ বলেছেন এবং প্রতিটি নামাযের জন্য উযুর রেওয়ায়াতগুলোকে এগুলোর জন্য রহিতকারী সাব্যস্ত করেছেন।

○ কোন কোন হানাফী এটাকে চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরেছেন। কিন্তু মূলতঃ এক গোসলে দুই নামায পড়ার হুকুম সেই মুতাহায়্যিরার জন্য যাকে প্রতিটি নামাযের জন্য গোসলের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সে মুতাহায়্যিরা যার হায়েয বন্ধ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। তার জন্য আসল হুকুম প্রতিটি নামাযের জন্য গোসল। কিন্তু সাথে সাথে তার জন্য এই আসান সুযোগ রয়েছে যে, সে এক গোসলে দুই নামায আদায় করতে পারে। অর্থাৎ, জোহর এবং আসর একত্রে পড়বে। উভয়টির জন্য এক গোসল করবে। এরূপভাবে মাগরিব ও ইশা একত্রিত করবে এবং উভয়ের জন্য একবার গোসল করবে। এভাবে তাকে একদিনে তিনবার গোসল করতে হবে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُوْرٍعَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضـ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ رضـ ـ

এ উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য, ইবনে শিহাব থেকে যুহরীর শিষ্যদের সনদগত ইখতিলাফের দিকে ইঙ্গিত দান। এ অনুচ্ছেদের প্রথম হাদীসটি আমর ইবনে হারিস যুহরী থেকে وَهُوَ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضـ শব্দে বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদীসটি ইউনুস যুহরী থেকে اَخْبَرَتْنِىْ عَمْرَةُ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ رضـ শব্দে বর্ণনা করেছেন।

উভয়টিতে পার্থক্য হল, এতে উরওয়া এবং হযরত আয়েশা রা.-এর উল্লেখ নেই। প্রথম সনদটিতে উভয়েরই উল্লেখ রয়েছে।

দ্বিতীয় পার্থক্য হল. দ্বিতীয় হাদীসে হযরত আয়েশা রা.-এর উক্তি فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ অতিরিক্ত আছে। প্রথম হাদীসে আছে– قَالَتْ عَائِشَةُ رضـ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِىْ مِرْكَنٍ فِىْ حُجْرَةِ اُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رضـ حَتّٰى تَعْلُوْ حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ শব্দ।

এই অনুচ্ছেদের তৃতীয় হাদীসে লাইস ইবনে সা'দ-যুহরী-উরওয়া-আয়েশা রা.-এর উল্লেখ রয়েছে। এতে না আমরার উল্লেখ রয়েছে, না উম্মে হাবীবা বিনতে জাহাশ রা. থেকে বর্ণনার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু হযরত আয়েশা রা.-এর উক্তি فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ এর উল্লেখ তাতেও রয়েছে।

এ তিনটি রেওয়ায়াতের পর ইমাম আবু দাউদ র. কাসিম ইবনে মাবরূরের মু'আল্লাক রেওয়ায়াতটি عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رض عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رض সূত্রে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এতে উরওয়াকে বাদ দিয়েছেন। অতিরিক্ত عَنْ عَائِشَةَ رض عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رض উল্লেখ করেছেন। অতএব, কাসিম ইবনে মাবরূর ইউনুস থেকে যে রেওয়ায়াত পেশ করেছেন, এটি এ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদীস عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ সূত্রে বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হয়ে গেল। কারণ, পূর্বোক্তটিতে 'আয়েশা' রা.-এর উল্লেখ নেই, এটাতে আছে।

وَكَذَالِكَ ঃ অর্থাৎ, কাসিম ইবনে মাবরূর عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رض সূত্রে যে বিবরণ দিয়েছেন, হুবহু এরূপ বিবরণ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رض থেকেও আছে। যেন কাসিম ইবনে মাবরূরের রেওয়ায়াত মা'মারের রেওয়ায়াতের অনুকূল হয়ে গেল। তবে মা'মার অনেক সময় বলেছেন- عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رض কাজেই মা'মার এই রেওয়ায়াতে তার পূর্ববর্তী রেওয়ায়াতের বিরোধিতা করছেন। প্রথমটিতে عَنْ عَائِشَةَ رض আছে, এটিতে আছে عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رض

بِمَعْنَاهُ اى بِمَعْنَى الحَدِيثِ الْمُقَدَّمِ মোটকথা, মা'মার নিজেই স্ববিরোধিতা করছেন-

مَرَّةً يَقُولُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رض وَمَرَّةً يَقُولُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رض ـ

وَكَذَالِكَ رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ اى سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رض অর্থাৎ, কাসিম ইবনে মাবরূর যেরূপ বর্ণনা করেছেন সেরূপভাবে ইবনে সা'দ ও ইবনে উয়াইনা (সুফিয়ান) যুহরী-আমরা-আয়েশা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই রেওয়ায়াত ও কাসিম ইবনে মাবরূরের রেওয়ায়াতে মিল আছে। তবে এতে উরওয়া ও উম্মে হাবীবা রা.-এর উল্লেখ নেই।

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِى حَدِيثِهِ وَلَمْ يَقُلْ اى الزُّهْرِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ اى لِكُلِّ صَلٰوةٍ ـ এবার ইবনে উয়াইনার রেওয়ায়াত যুহরী থেকে এ অনুচ্ছেদের তৃতীয় হাদীস লাইস ইবনে সা'দের রেওয়ায়াতের অনুকূল হয়ে গেল। কারণ, লাইস ইবনে সা'দের রেওয়ায়াতে আছে- فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ এতে বুঝা যায়, এটা উম্মে হাবীবা রা.-এর নিজস্ব কাজ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে প্রতিটি নামাযের জন্য গোসলের হুকুম দেননি। অতএব, উভয় হাদীস অনুকূল হয়ে গেল। ইবনে উয়াইনা এবং লাইস ইবনে সা'দের রেওয়ায়াতে প্রতিটি নামাযের জন্য গোসল হযরত উম্মে হাবীবা রা.-এর কাজ সাব্যস্ত হল, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ নয়।

٤ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ ثَنِى أَبِى عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ رض أُسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ

فَامَرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تَغْتَسِلَ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ الْاَوْزَاعِىُّ اَيْضًا قَالَ فِيْهِ قَالَتْ عَائِشَةُ رض فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ ـ

হাদীস ঃ ৪। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক .... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উম্মে হাবীবা রা. সাত বছর পর্যন্ত রক্তপ্রদরে আক্রান্ত থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন গোসল করার। কাজেই তিনি প্রত্যেক নামাযের জন্যই গোসল করতেন। অনুরূপ বর্ণনা করেছেন আওযাঈও। তাতে তিনি বলেছেন– হযরত আয়েশা রা. বলেন, তিনি (উম্মে হাবীবা রা.) প্রত্যেক নামাযের জন্যই গোসল করতেন।

وَكَذٰلِكَ رَوَى الْاَوْزَاعِىُّ اَيْضًا قَالَتْ عَائِشَةُ رض فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ ـ

অর্থাৎ, যুহরীর বিভিন্ন ছাত্র ইবনে আবু যিব এবং অন্যান্য হাফিজে হাদীস ছাত্র فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ ـ বর্ণনা করেছেন, মানে হযরত আয়েশা রা.-এর উক্তি সাব্যস্ত করেছেন– এরূপভাবে যুহরী রা. থেকে তাঁর শিষ্য আওযাঈ র. ও এ উক্তিটিকে হযরত আয়েশা রা.-এর উক্তি সাব্যস্ত করেছেন।

৫. حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدَةَ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ اِنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اُسْتُحِيْضَتْ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَامَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلٰوةٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ وَلَمْ اَسْمَعْهُ مِنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيْرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ اُسْتُحِيْضَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ رض فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ اِغْتَسِلِىْ لِكُلِّ صَلٰوةٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ تَوَضَّئِىْ لِكُلِّ صَلٰوةٍ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا وَهْمٌ مِنْ عَبْدِ الصَّمَدِ وَالْقَوْلُ فِيْهِ قَوْلُ اَبِى الْوَلِيْدِ ـ

হাদীস ঃ ৫। হান্নাদ .... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যমানায় উম্মে হাবীবা বিনতে জাহশ রা.-এর রক্তপ্রদর হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে প্রত্যেক নামাযের পূর্বে গোসল করার নির্দেশ দেন। তারপর হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

আবু দাউদ র. বলেন, এ হাদীস আবুল ওয়ালীদ তায়ালিসীও বর্ণনা করেছেন, কিন্তু আমি তার নিকট থেকে তা শুনিনি। তিনি সুলাইমান ইবনে কাসীর-যুহরী-উরওয়ার মাধ্যমে হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যয়নাব বিনতে জাহ্‌শ রক্তপ্রদরে আক্রান্ত হলে নবীকরীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন, তুমি প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করবে... তারপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন।

আবু দাউদ র. বলেন, হাদীসটি আবদুস সামাদও সুলাইমান ইবনে কাসীরের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে– প্রত্যেক নামাযের জন্য উযু করে নিবে।

আবু দাউদ র. বলেন, এটা আবদুস সামাদের ধারণা। আবুল ওয়ালীদের বর্ণনাই এ ব্যাপারে সঠিক।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ وَلَمْ اَسْمَعْهُ مِنْهُ ـ

এ উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য, এ হাদীসটি আমি স্বীয় উস্তাদ তায়ালিসী থেকে শুনিনি, বরং এটি অন্য সূত্রে আমার কাছে পৌঁছেছে। ইমাম আবু দাউদ র. কর্তৃক এ রেওয়ায়াতটি নেয়ার উদ্দেশ্য, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের হাদীসটিকে শক্তিশালী করা। কারণ, প্রতিটি নামাযের জন্য গোসল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে হয়েছে। হযরত আয়েশা রা.-এর উপর এটি মাওকূফ নয়।

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ تَوَضَّئِىْ لِكُلِّ صَلٰوةٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا وَهْمٌ ـ

এ উক্তিটির সারমর্ম হল, আবুল ওয়ালীদ ও আবদুস সামাদ সুলাইমান থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি ছিল যায়নব বিনতে জাহাশ রা.-এর। এতে উপরোক্ত দু'জন রাবী বিভিন্নমুখী বর্ণনা দিয়েছেন। আবুল ওয়ালীদ তাঁর হাদীসে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়নব বিনতে জাহাশ রা.-কে প্রতিটি নামাযের জন্য গোসলের নির্দেশ দিয়েছেন। আর আবদুস সামাদ তাঁর হাদীসে বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়নব বিনতে জাহাশ রা.-কে প্রতিটি নামাযের জন্য ওযুর নির্দেশ দিয়েছেন।

ইমাম আবু দাউদ র. এ দুটি রেওয়ায়াত থেকে আবুল ওয়ালীদের রেওয়ায়াতটিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বলেন– تَوَضَّئِىْ لِكُلِّ صَلٰوةٍ বাক্যটি আবদুস সামাদের ভুল। বিশুদ্ধ উক্তি হল, আবুল ওয়ালীদেরটি। প্রাধান্যের কারণ হল, আবুল ওয়ালীদ হিফজ এবং মজবুত সংরক্ষণে আবদুস সামাদের চেয়ে উঁচু পর্যায়ের।

মাযুরদের হুকুম

وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ ঃ এটা শুধু ইস্তিহাযা বিশিষ্ট মহিলার নয়; বরং সমস্ত মা'যুরের হুকুম, যারা ধারাবাহিকভাবে নাপাকীর শিকার। অর্থাৎ, তাদের উযু থাকে না যে চার রাক'আতও উযু ছুটা ব্যতীত পড়তে পারে।

○ এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, মা'জুরের জন্য উযু করা জরুরী। অবশ্য রবী'আতুর রায় এবং দাউদ জাহিরীর মতে ইস্তিহাযার রক্ত উযু ভঙ্গকারী নয়। এজন্য তাদের মতে ইস্তিহাযা বিশিষ্ট মহিলার ক্ষেত্রে প্রত্যেক নামাযের জন্য উযুর হুকুম মুস্তাহাবরূপে প্রযোজ্য। ইমাম মালিক র.-এর মতেও কিয়াস হিসেবে উযু না ভাঙ্গার কথা। কারণ, এটি দেহ থেকে অস্বাভাবিকরূপে বের হয়, কিন্তু তা'আব্বুদী বিষয় হিসেবে তিনিও ইস্তিহাযার রক্তকে উযু ভঙ্গকারী মনে করেন।

প্রতিটি নামাযের জন্য উযুর অর্থ কি

○ অতঃপর প্রতিটি নামাযের জন্য উযুর ব্যাখ্যায় মতানৈক্য রয়েছে। সুফিয়ান সাওরী এবং আবু সাওরের মতে এক উযু দ্বারা শুধু ফরয পড়া যায়, নফলগুলোর জন্য আলাদা উযুর প্রয়োজন হবে। যেন প্রতিটি স্বতন্ত্র নামাযের জন্য উযু জরুরি। তাঁরা لِكُلِّ صَلٰوةٍ -এর বাহ্যিক শব্দ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন যে, এর আবেদন হল, প্রতিটি নামাযের জন্য স্বতন্ত্র উযু করা। ইমাম শাফিঈ র.-এর মতে এই এক উযু দ্বারা ফরয এবং এর অধীনস্থ সুন্নত এবং নফলগুলো আদায় করা যেতে পারে। কিন্তু এগুলো আদায় করার পর উযু ভেঙ্গে যাবে এবং এরপর যদি কুরআন তিলাওয়াত করতে চায় কিংবা অন্য কোন নফল পড়তে চায়, তাহলে আলাদা উযু করার প্রয়োজন হবে। তাদের মতে 'প্রতিটি নামাযের জন্য' উযুর অর্থ 'প্রতিটি নামায ও তার অধীনস্থ নামাযসহ'।

হানাফীদের মতে এই উযু শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে এবং এর দ্বারা ফরযসমূহ ও এগুলোর অধীনস্থ নামায ছাড়াও অন্যান্য নফল পড়া, কুরআন তিলাওয়াত করা জায়িয আছে। অবশ্য যখন নতুন ওয়াক্ত আসবে তখন উযু করতে হবে।'

অতঃপর এর বিস্তারিত বিবরণে হানাফীদের মাঝেও মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ র.-এর মতে ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়া উযু ভঙ্গের কারণ। চাই নতুন ওয়াক্ত আসুক বা না আসুক।

ইমাম আবূ ইউসুফ র.-এর মতে সর্বশেষ ওয়াক্তের আগমন উযু ভঙ্গের কারণ।

ইমাম যুফার র.-এর মতে ওয়াক্ত আসা এবং ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়া উভয়টি উযু ভঙ্গের কারণ।

এই মতবিরোধের ফল প্রকাশ পাবে ফজর এবং জোহরের মধ্যবর্তী সময়ে। কারণ, ফজরের উযু সূর্যোদয়ের ফলে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ র. এবং যুফার র.-এর মতে ভেঙ্গে যাবে। অথচ ইমাম আবূ ইউসুফ র.-এর মতে এই উযু সূর্য হেলা পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। এরূপভাবে যদি সূর্যোদয়ের পর উযু করা হয়, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ ও যুফার র.-এর মতে জোহরের সময় আসার সাথে সাথে উযু ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ র-এর মতে এই উযু জোহরের শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত বাকী থাকবে।

মোটকথা, تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ হানাফীগণ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلٰوةٍ-এর পর্যায়ে সাব্যস্ত করেন। এ কারণে ইমাম মুহাম্মদ র. কিতাবুল আছার ঃ ১/৮৮ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَالْحَائِضِ-এর অধীনে একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেন–

وَلَسْنَا نَاْخُذُ بِهٰذَا وَلٰكِنَّا نَاْخُذُ بِالْحَدِيْثِ الْاٰخِرِ أَنَّهَا تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ وَقْتِ صَلٰوةٍ وَتُصَلِّى فِى الْوَقْتِ الْاٰخِرِ -

'আমরা এটি গ্রহণ করি না; বরং পরবর্তী হাদীসটি গ্রহণ করি। সেটি হচ্ছে এরূপ মহিলা প্রতিটি নামাযের ওয়াক্তে উযু করবে এবং পরবর্তী ওয়াক্তে নামায পড়তে পারবে।'

✪ তাছাড়া আবূল ওয়াফা আফগানী র. কিতাবুল আছারের ব্যাখ্যা ও টীকায় লেখেন–

وَفِى شَرْحِ مُخْتَصَرِ الطَّحَاوِيِّ رَوٰى اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ اَبِىْ حُبَيْشٍ رضـ وَتَوَضَّئِىْ لِوَقْتِ كُلِّ صَلٰوةٍ ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ فِى الْاَ صْلِ مُعْضَلًا وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِى الْمُغْنِى وَرُوِىَ فِىْ بَعْضِ اَلْفَاظِ حَدِيْثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ اَبِىْ حُبَيْشٍ رضـ وَتَوَضَّئِىْ لِوَقْتِ كُلِّ صَلٰوةٍ۔

হযরত 'আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমা বিনতে আবূ হুবাইশকে ইরশাদ করেছেন, তুমি প্রতিটি নামাযের ওয়াক্তে উযু কর। ইমাম মুহাম্মদ র. এটিকে মু'দাল রূপে উল্লেখ করেছেন। ইবনে কুদামা মুগনীতে বলেন, হযরত ফাতিমা বিনতে আবূ হুবাইশ রা.-এর হাদীসের কোন কোন শব্দে আছে-এর এবং তুমি প্রতি নামাযের ওয়াক্তে উযু কর।'

–কিতাবুল আছার ঃ ১/৯১

তাছাড়া তিরমিযীর হাদীসে এসেছে, تَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ (প্রতিটি নামাযের সময় উযু করবে।) যেটা ওয়াক্তের অর্থ বোঝায়। এমনিভাবে যেসব রেওয়ায়াতে تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ শব্দ এসেছে সেগুলোতেও لِ টিকে ওয়াক্তের অর্থে সাব্যস্ত করা যায়। ওরফ দ্বারাও এর সমর্থন হয়। এজন্য বলা হয়–

اٰتِيكَ لِصَلٰوةِ الظُّهْرِ اى لِوَقْتِهَا ـ

○ ইমাম ত্বাহাভী র. বলেছেন যে, নজর ও কিয়াস দ্বারাও হানাফীদের মাযহাবের সমর্থন হয়। কারণ, ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়া কোন কোন স্থানে মা'জুরদের ক্ষেত্রে উযু ভঙ্গের কারণ, নামায থেকে বের হওয়া নয়। যেমন, কোন মা'জুর জোহরের ওয়াক্তে উযু করল কিন্তু নামায পড়তে পারল না, এমতাবস্থায় আসরের সময় হয়ে গেল, এবার সে নামায পড়তে চায়, এমতাবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর নতুন উযু আবশ্যক। এই মাসআলাটিতে নামায থেকে বের হওয়ার বিষয়টি পাওয়া যায়নি, বরং সময় শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে উযু ভেঙ্গে গেছে। অনুরূপভাবে সময় শেষ হয়ে যাওয়া মোজার উপর মাসেহকারীর ক্ষেত্রেও উযু ভঙ্গের কারণ। কিন্তু নামায থেকে বের হয়ে আসা কোন ক্ষেত্রেই উযু ভঙ্গের কারণ হয়নি। অতএব, প্রমাণিত হল যে, ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়া উযু ভঙ্গের কারণ এবং এই উক্তিটিই প্রধান।

بَابُ مَنْ قَالَ تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلاً

অনুচ্ছেদ ঃ যে বলেছে সে মহিলা দুই নামায একত্রে আদায় করবে এবং উভয়টির জন্য একবার গোসল করবে।

٢ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيٰى نَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ إِنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ رض اُسْتُحِيضَتْ فَاَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَاَمَرَهَا اَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ، فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَالِكَ اَمَرَهَا اَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ وَتَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ ـ

قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيهِ قَالَ اِنَّ امْرَاَةً اُسْتُحِيضَتْ فَسَئَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَاَمَرَهَا بِمَعْنَاهُ ـ

اَلسُّوَالُ : مَا مَعْنٰى سَاٰمُرُكِ بِاَمْرَيْنِ وَهُوَ اَعْجَبُ الْاَمْرَيْنِ اِلَيَّ؟ مِنْ اَىِّ قِسْمٍ مِنَ الْمُسْتَحَاضَةِ كَانَتْ حَمْنَةُ رض؟ فِى صُوْرَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ يَنْتَقِضُ الْوُضُوْءُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَلٰى اُصُولِهِمْ فَمَا هُوَ التَّفَصِّى عَنْهُ؟

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ২। আবদুল আযীয............... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহ্‌লা বিনতে সুহাইলের রক্তপ্রদর হলে তিনি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করার নির্দেশ দেন। এটা যখন তার জন্য কষ্টসাধ্য তখন তিনি তাকে একই

গোসলে জোহর ও আসর একত্রে পড়ার নির্দেশ দেন এবং মাগরিব ও ইশাকে এক গোসলে একত্রে আদায় করার নির্দেশ দিলেন। আরো নির্দেশ দিলেন ফজরের জন্য গোসল করার।

আবু দাউদ র. বলেন, উক্ত হাদীস ইবনে উয়াইনা- আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম- তার পিতার সনদেও বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে- এক মহিলার রক্তপ্রদর হল, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন ..... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُو دَاوُد رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اِنَّ الْمَرْأَةَ الخ .

সম্ভবতঃ এ উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য, আবদুর রহমান ইবনুল কাসিমের তিন শিষ্যের রেওয়ায়াতগুলোর মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করা। কারণ, এ হাদীসটি আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম থেকে শো'বা বর্ণনা করেছেন। এটি এ অনুচ্ছেদের প্রথম হাদীস। আর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম থেকে বর্ণনা করেছেন। এটি দ্বিতীয় হাদীস। সুফিয়ানও বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনে উয়াইনার হাদীসে সে মহিলার নাম নেই। এ হিসেবে এটি শো'বার হাদীসের অনুকুল। কারণ, উভয়টিতে সে মহিলার নাম নেই। বরং রক্তপ্রদরে আক্রান্ত সে মহিলার বিষয়টি অস্পষ্ট। আবার হযরত আয়েশা রা.-এর উল্লেখের ক্ষেত্রে শো'বার রেওয়ায়াতের বিরোধী। কারণ, শো'বার হাদীসে হযরত আয়েশা রা.-এর উল্লেখ রয়েছে, ইবনে উয়াইনার হাদীসে এর উল্লেখ নেই। অতঃপর হযরত আয়েশা রা.-এর উল্লেখ ও সে রক্তপ্রদর বিশিষ্ট মহিলার নাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইবনে উয়াইনার হাদীস মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের হাদীসেরও বিরোধী। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের হাদীসে হযরত আয়েশা রা.-এর উল্লেখ আছে, রক্তপ্রদর বিশিষ্ট মহিলার নাম নির্ধারিত আছে। কিন্তু ইবনে উয়াইনার হাদীসে না হযরত আয়েশা রা. এর উল্লেখ আছে, না রক্তপ্রদর বিশিষ্ট মহিলাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

স্মর্তব্য, ইমাম আবু দাউদ র. ইবনে উয়াইনার হাদীসটি স্বীয় গ্রন্থে আনেননি। রক্তপ্রদর বিশিষ্ট মহিলা ছিলেন সাহলা বিনতে সুহাইল।

দু' নামায এক গোসলে একত্রে আদায়

এ হাদীসে হযরত সাহলা রা. কে দুনামায একত্রে আদায়ের এবং উভয়ের জন্য এক গোসলের অনুমতি দিয়েছেন। তিরমিযী শরীফে আছে- হযরত হামনা রা.-কে দু'টি বিষয়ে ইখতিয়ার দিয়েছেন তন্মধ্যে এটি একটি। সুনানে তিরমিযীর হাদীসের ইবারত হল-

سَآمُرُكِ بِاَمْرَيْنِ ঃ এখানে রাসূলে আকরামসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হামনা রা.-কে দু'টি বিষয়ে ইখতিয়ার দিয়েছেন। দ্বিতীয় বিষয়টি স্পষ্ট ও সর্বসম্মত; সেটি হচ্ছে দু'টি নামায একত্রে আদায় করা। এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন- وَهُوَ اَعْجَبُ الْاَمْرَيْنِ اِلَيَّ (দুটি নির্দেশ থেকে এটি আমার নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয়।) দ্বারা; কিন্তু প্রথম বিষয়টি হাদীসে ভালরূপে স্পষ্ট নয়। এজন্য এর ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাতাগণের মতবিরোধ হয়েছে। ইমাম শাফিঈ র. 'কিতাবুল উম্মে' বলেছেন- দ্বিতীয় বিষয়টি হল (ক্রমানুপাতে প্রথম।) প্রতিটি নামাযের জন্য গোসল করা। অধিকাংশ শাফিঈ মতাবলম্বী এটাই অবলম্বন করেছেন। এবার অর্থ হল, তোমাদের আসল হুকুম তো হল প্রতিটি নামাযের জন্য গোসল করা, কিন্তু যদি এতে তোমাদের কষ্ট হয়, জটিলতা দেখা দেয়, তাহলে তোমরা একবার গোসল করে দুটি নামায একত্রে পড়তে পার। যা সহজ হওয়ার কারণে আমার নিকট বেশি পছন্দনীয়।

ইমাম ত্বাহাভী র. বলেছেন- সে বিষয়টি হল, প্রতিটি নামাযের জন্য উযু করা। হানাফীগণ তাই অবলম্বন করেছেন। এবার অর্থ হল, তোমাদের জন্য আসল হুকুম তো হল, প্রতিটি নামাযের জন্য উযু করা, কিন্তু যদি তোমরা এক গোসলে দু'টি নামায একত্রে পড়ে ফেল তবে এটা ভাল।

হযরত হামনা রা. মু'তাদা ছিলেন

⊙ অতঃপর মতবিরোধ রয়েছে যে, হযরত হামনা বিনতে জাহ্শ কোন প্রকার ইস্তিহাযা বিশিষ্ট মহিলার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন? ইমাম নববী, খাত্তাবী, ইবনে রুশদ, ইবনে কুদামা, ইমাম আহমদ এবং আবূ দাউদ র. প্রমুখের মতে তিনি ছিলেন মুমায়্যিযাহ। ইমাম বায়হাকী বলেছেন, তিনি ছিলেন মুবতাদিয়া। কিন্তু ইবনে কুদামা এই উক্তি রদ করে দিয়েছেন। কারণ, বহু রেওয়ায়াত দ্বারা তিনি বয়স্কা মহিলা বলে প্রমাণিত হয়। আর বয়স্কা মহিলার ক্ষেত্রে মুবতাদিয়া হওয়া অযৌক্তিক। ইমাম ত্বাহাভী র. 'মুশকিলুল আছারে' এবং ইমাম বায়হাকী র. 'কিতাবুল খিলাফিয়াতে' বলেছেন যে, তিনি ছিলেন মু'তাদা। হানাফীগণ এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। নিদর্শনাদির আলোকে এটাই প্রধান মনে হয়। এ কারণে প্রথম বিষয়টিতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'তাদার প্রসিদ্ধ হুকুম বর্ণনা করেছেন। হাদীসের শব্দগুলো দ্বারা এটাই স্পষ্ট হয়। এজন্য ইরশাদ রয়েছে–

فَتَحِيَّضِيْ سِتَّةَ أَيَّامٍ او سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ ـ

'আল্লাহর ইলম মুতাবিক ছয়দিন অথবা সাতদিন হায়েয গণ্য কর।'

অতঃপর বলেছেন– فَافْعَلِيْ كَمَا تَحِيْضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ لِمِيْقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ

'তুমি প্রতি মাসে এরূপ করতে থাক (গুণতে থাক) যেমন, মহিলারা ঋতুবতী হয়ে থাকে এবং পবিত্র হয়ে থাকে তারা তাদের হায়েযের মেয়াদ ও পবিত্রতার মেয়াদ এরূপভাবে গুণে থাকে।' –তিরমিযী ঃ ১/৩৩

⊙ আর দ্বিতীয় বিষয়টিতে এক গোসলে দুটি নামায আদায়ের হুকুম হয়ত মুস্তাহাবের জন্য অথবা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে। কারণ, বেশি বেশি গোসল ও ঠাণ্ডা লাগানো এই রোগে উপকারী। মোটকথা, সব মু'তাদার ক্ষেত্রে প্রতিটি নামাযের জন্য গোসলের হুকুম নেই।

⊙ আরেকটি সম্ভাবনা হল, হযরত হামনা রা. ছিলেন মুতাহায়্যিরা। তাঁর ছয়দিন হায়েয হওয়ার ব্যাপারে ইয়াকীন ছিল। এর অধিকের ক্ষেত্রে তাঁর ছিল সন্দেহ। এজন্য ছয়দিন পর্যন্ত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ঋতুবতী সাব্যস্ত করে নামায ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর দশদিন পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাঁর উপর প্রতিটি নামাযের জন্য গোসল ওয়াজিব ছিল। কারণ, প্রতিটি ওয়াক্তে হায়েয বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এজন্য প্রথম বিষয়টিতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, তিনি যেন প্রতিটি নামাযের জন্য গোসল করেন। আর দ্বিতীয় নির্দেশটিতে তাঁর জন্য সহজ করা হয়েছে, দু' নামায একত্রে পড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সহজের কারণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে দু'টি নির্দেশের মধ্যে সবচেয়ে পছন্দনীয় সাব্যস্ত করেছেন।

এক গোসলে দু'নামায একত্রিকরণ ঃ একটি প্রশ্নোত্তর

⊙ এখানে হানাফীদের উপর প্রশ্ন হয় যে, তাদের মতে দু'ওয়াক্ত নামায একত্রে করা হবে শুধু বাহ্যিক আকারে। অতএব, গোসল অবশ্যই জোহরের সময় করা হবে। এরপর যখন আসরের ওয়াক্ত শুরু হবে তখন ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়া আরেক ওয়াক্ত এসে যাওয়া দু'টিই বিদ্যমান হবে। অতএব, হানাফীদের মূলনীতি মুতাবিক সর্বসম্মতিক্রমে উযু ভেঙ্গে যাবে। এজন্য উভয় নামাযের মাঝে কমপক্ষে একবার উযু করা অবশ্যই দরকার ছিল। অন্যথায় মা'জুরের ক্ষেত্রে এক ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়া এবং অন্য ওয়াক্ত আসা উযু ভঙ্গ না হওয়ার কারণ মানতে হবে। অথচ দুই নামাযের মাঝে উযু করার নির্দেশ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেননি।

⊙ এই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দেয়া হয়েছে–

১. আবূ দাউদে بَابُ مَنْ قَالَ تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا তে হযরত আসমা বিনতে উমাইস রা.-এর রেওয়ায়াতে এসেছে–

قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ! إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اُسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ سُبْحَانَ اللّٰهِ إِنَّ هٰذَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَجْلِسَ فِي مِرْكَنٍ (اِنَاءٍ كَبِيرٍ) فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ وَاحِدًا وَتَوَضَّأُ فِيمَا بَيْنَ ذٰلِكَ.

'তিনি বলেছেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ফাতিমা বিনতে আবূ হুবাইশ এত এত দিন থেকে ইস্তিহাযায় আক্রান্ত। সে নামায পড়ে না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সুবহানাল্লাহ! এটাতো শয়তানের কাজ। সে একটি বড় পাত্রে বসবে, যখন পানির উপর হলুদ রঙ দেখবে তখন জোহর ও আসরের জন্য একবার গোসল করবে; মাগরিব ও ইশার জন্য একবার গোসল করবে; ফজরের জন্য একবার গোসল করবে। এর মাঝখানে উযু করবে।' –আবু দাউদ ঃ ১/৪১

এই হাদীসের সর্বশেষ বাক্য প্রমাণ করছে যে, এই মহিলা দু'নামাযের মাঝে উযু করবেন। অতএব, হযরত হামনা রা.-এর রেওয়ায়াতকেও এর উপর প্রযোজ্য ধরা হবে এবং হুকুম হবে উভয় নামাযের মাঝে তার জন্য উযু করা ওয়াজিব।

২. কোন কোন হানাফী এর এই উত্তর দিয়েছেন যে, যে মহিলার উপর প্রতিটি নামাযের জন্য গোসল ওয়াজিব এবং এক গোসলে তিনি দু' নামায পড়েছেন সহজের জন্য, তিনি উযু ভঙ্গের হুকুম থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত। অতএব, তার জন্য একবার গোসল করাই যথেষ্ট।

৩. হযরত শাহ সাহেব র. বলেন, উপরোক্ত দুটি জবাবের ভিত্তি হল, দুই নামায একত্রে পড়ার দ্বারা উদ্দেশ্য বাহ্যিক আকারে একত্রিত করা। অথচ বাস্তবতা হল, এখানে প্রকৃতরূপেই দু' নামায একত্র করা উদ্দেশ্য। (মুশকিলুল আছার ঃ ৩/৩০২ এ ইমাম ত্বাহাভী র. এর উক্তি দ্বারা তাই স্পষ্ট হয়।)-এর বিস্তারিত বিবরণ হল, ইস্তিহাযা বিশিষ্ট মহিলার জন্য দু' নামায একত্র করার জন্য একবার গোসল করতে হবে জোহর এবং আসরের মাঝে, দ্বিতীয়বার মাগরিব ও ইশার মাঝে, তৃতীয়বার ফজর নামাযের জন্য।

ইমাম আবূ হানীফা র.-এর মতে সূর্য হেলার পর প্রথম মিছ্ল জোহরের জন্য বিশেষিত। তৃতীয় মিছ্ল আসরের সাথে বিশেষিত। আর দ্বিতীয় মিছ্ল মা'জুর ও মুসাফিরের জন্য জোহর ও আসর নামাযের মাঝে যৌথ। এরূপভাবে সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর আকাশে লালিমা ডোবার পূর্ব পর্যন্ত সময় মাগরিবের জন্য খাস। শুভ্রতা আসার পর ইশার জন্য খাস। আর এদুটির মাঝখানের ওয়াক্তটুকু উভয়ের মাঝে যৌথ। এজন্য 'বাহরুর রায়িক' গ্রন্থকার স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা র.-এর মতে এক রেওয়ায়াতে মুসাফিরের জন্য লালিমা অস্তমিত হওয়ার পর মাগরিব ও ইশা দুটিকে প্রকৃত অর্থে একত্রিত করা জায়িয। যেহেতু মুসাফিরের ক্ষেত্রে এ রেওয়ায়াত বিদ্যমান আছে, সেহেতু মা'জুরের ক্ষেত্রেও এই হুকুমই হবে। অতএব, ইস্তিহাযাবিশিষ্ট মহিলা দ্বিতীয় মিছ্ল-এ গোসল করে দু' ওয়াক্ত নামায একত্রে পড়বে। এরূপভাবে মাগরিবে লালিমা অস্তমিত হওয়ার পর এবং শুভ্রতা অস্তমিত হওয়ার পূর্বে গোসল করে একসাথে দু'নামায পড়বে। এভাবে নতুন উযুর প্রয়োজন হবে না। কারণ, এখানে কোন ওয়াক্ত শেষও হয়নি আবার কোন স্বতন্ত্র ওয়াক্তও এসে যায়নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এই যৌথ সময়ে গোসল করে দু' ওয়াক্ত নামায একত্রে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যার ফলে প্রতিটি নামায নিজস্ব ওয়াক্তেই আদায় হল এবং ওয়াক্ত শেষ না হওয়ার কারণে উযুর প্রয়োজনও হল না।

بَابُ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ اِلٰى طُهْرٍ

অনুচ্ছেদঃ যে বলে রক্তপ্রদরাক্রান্ত মহিলা এক পবিত্রতা থেকে অপর পবিত্রতা পর্যন্ত গোসল করবে

٤ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ الْوَاسِطِيُّ نَا يَزِيدُ عَنْ اَيُّوبَ اَبِى الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ اِمْرَاةِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رضـ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيثُ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ وَالْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبٍ وَاَيُّوبَ اَبِى الْعَلَاءِ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ لَاتَصِحُّ وَدَلَّ عَلٰى ضُعْفِ حَدِيْثِ الاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبٍ هٰذَا الْحَدِيثُ اَوْقَفَهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الاَعْمَشِ وَاَنْكَرَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ اَنْ يَكُونَ حَدِيثُ حَبِيْبٍ مَرْفُوعًا وَاَوْقَفَهُ اَيْضًا اَسْبَاطٌ عَنِ الْاَعْمَشِ مَوْقُوْفًا عَلٰى عَائِشَةَ رضـ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ دَاوُدَ عَنِ الاَعْمَشِ مَرْفُوعًا اَوَّلَهُ وَاَنْكَرَ اَنْ يَكُونَ فِيهِ الْوُضُوْءُ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ وَدَلَّ عَلٰى ضُعْفِ حَدِيْثِ حَبِيْبٍ هٰذَا اَنَّ رِوَايَةَ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ فِىْ حَدِيْثِ الْمُسْتَحَاضَةِ ـ

وَرَوٰى اَبُو الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىٍّ وَعَمَّارٍ مَوْلٰى بَنِى هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ ـ وَرَوٰى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ وَبَيَانٌ وَمُغِيْرَةُ وَفِرَاسٌ وَمُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ حَدِيثِ قُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ تَوَضَّأْ لِكُلِّ صَلٰوةٍ ـ

وَرِوَايَةُ دَاوُدَ وَعَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ قُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رضـ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً ـ وَرَوٰى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ وَهٰذِهِ الاَحَادِيثُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ اِلَّا حَدِيثَ قُمَيْرٍ وَحَدِيثَ عَمَّارٍ مَوْلٰى بَنِىْ هَاشِمٍ وَحَدِيثَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ وَالْمَعْرُوفُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ اَلْغُسْلُ ـ

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتَنًا ثم تَرْجِمْهُ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رح ـ

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

হাদীস ঃ ৪। আহমদ .... হযরত আয়েশা রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবূ দাউদ র. বলেন, হাবীব ও আইউব আবুল আলা র. থেকে আদী ইবনে সাবিত ও আমাশ র. কর্তৃক বর্ণিত এই প্রসঙ্গের সব হাদীসই দুর্বল, সহীহ নয়। হাবীব বর্ণিত হাদীসটি মারফূ হওয়ার বিষয়টি হাফস ইবনে গিয়াস প্রত্যাখ্যান করেছেন। হযরত আয়েশা রা. থেকে আমাশ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি মাওকূফ হওয়ার ব্যাপারে আসবাত ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন।

আবূ দাউদ র. বলেন, ইবনে দাউদ হাদীসটির প্রথমাংশ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য (রক্তপ্রদরাক্রান্ত রোগিনীর) উযু করার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছেন। যুহরী-উরওয়া-আয়েশা রা. মুস্তাহাযা সংক্রান্ত হাদীসে বলেন, তিনি (মুস্তাহাযা) প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য গোসল করতেন- এই রেওয়ায়াত হাবীব সূত্রে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের দুর্বলতা প্রমাণ করে।

আবুল ইয়াকজান-আদী ইবনে সাবিত-তার পিতা আলী রা. এবং বনু হাশিমের মুক্ত দাস আম্মার ইবনে আব্বাস রা. সূত্রেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবদুল মালিক ইবনে মাইসারা-বায়ান মুগীরা, ফিরাস ও মুজালিদ শাবী-কুমাইর হযরত আয়েশা রা. সূত্রে বর্ণিত আছে– "রক্ত প্রদরাক্রান্ত রোগিণী প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য উযু করবে।" দাউদ-আসিম-শা'বী-কুমাইর হযরত আয়েশা রা. সূত্রে এসেছে– "সে প্রতিদিন একবার মাত্র গোসল করবে।"

হিশাম-উরওয়া-তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত আছে– "রক্তপ্রদররাক্রান্ত নারী প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য স্বতন্ত্রভাবে উযু করবে।" এসব সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহ দুর্বল-কুমাইর-এর হাদীস, বনু হাশিমের মুক্ত দাস আম্মারের হাদীস এবং হিশাম ইবনে উরওয়া কর্তৃক তার পিতা সূত্রে বর্ণিত হাদীস ব্যতীত। হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর প্রসিদ্ধ মত হল, "রক্ত প্রদরে আক্রান্ত রোগিণীকে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য গোসল করতে হবে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ هٰذَا وَالْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبٍ وَأَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ. كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ لَا يَصِحُّ۔

ইমাম আবু দাউদ র.-এর এ উক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য, এ অনুচ্ছেদের প্রথম হাদীস আদী ইবনে সাবিত স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, আর এ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আ'মাশ হাবীব ইবনে আবু সাবিত থেকে। তৃতীয় হাদীসটি আইউব আবু মিসকীন হাজ্জাজ থেকে বর্ণনা করেছেন। এ আইউবকে আবুল আলাও বলে। এরূপভাবে চতুর্থ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবুল আলা ইবনে শুবরুমা থেকে। এ সব হাদীস দুর্বল, সহীহ নয়।

وَدَلَّ عَلٰى ضُعْفِ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ هٰذَا الْحَدِيثُ أَوْقَفَهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ الخ ۔

আ'মাশের যত শিষ্য তাঁর থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তাঁরা সবাই নির্ভরযোগ্য। অতএব, আ'মাশের হাদীসটির দুর্বলতা স্পষ্ট নয়। তাই ইমাম আবু দাউদ র.-এর দূর্বলতার উপর প্রমাণ কায়েম করেছেন। সেটি হল– আ'মাশের শিষ্যদের মধ্যে শুধু ওয়াকী' র. এ হাদীসটি মারফূ আকারে বর্ণনা করেন। এ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদীসের দিকে লক্ষ্য করলেই তা বুঝা যায়। কিন্তু আ'মাশের অন্য শিষ্য হাফস ইবনে গিয়াস ও আসবাত এ হাদীসটি মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন। মারফূ বর্ণনার ক্ষেত্রে ওয়াকী একা। অতএব, মারফূ বিবরণ সহীহ নয়।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ دَاوُدَ عَنِ الْأَعْمَشِ مَرْفُوعًا أَوَّلَهُ ـ

○ ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য ও উক্তি দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দান। প্রশ্নটি হল– মারফূ আকারে বিবরণের ক্ষেত্রে আ'মাশের শিষ্য ওয়াকী' একা কিভাবে? ইবনে দাউদও তো আ'মাশ থেকে মারফূ আকারে এটি বর্ণনা করেছেন?

○ এর উত্তরে ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, আমাশের শিষ্য ইবনে দাউদ পূর্ণ হাদীসটি মারফূরূপে বর্ণনা করেননি। বরং শুধু প্রথমাংশ মারফূ আকারে বর্ণনা করেছেন। শেষাংশ অর্থাৎ, 'প্রতিটি নামাযের জন্য ওযু' মাওকূফ। আমাদের উদ্দেশ্য এ হাদীসটির শেষাংশকে দুর্বল সাব্যস্ত করা।

وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ ـ

ইবনে দাউদ প্রতিটি নামাযের সময় ওযুকে অস্বীকার করেছেন। وَدَلَّ عَلٰى ضُعْفِ حَدِيْثِ حَبِيْبٍ هٰذَا أَنَّ رِوَايَةَ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ হাবীব-এর এ হাদীসটির (যেটি আ'মাশ হাবীব থেকে বর্ণনা করেছেন) দুর্বলতার দ্বিতীয় প্রমাণ হল, উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে এ হাদীসটি বর্ণনাকারী যুহরীও। আর যুহরীর রেওয়ায়াতে আছে "فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ" হাবীব ইবনে আবু সাবিতও উরওয়া থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে আছে– "تَوَضَّئِيْ لِكُلِّ صَلٰوةٍ" কাজেই হাবীব কর্তৃক যুহরীর ন্যায় মহামনীষী ও মুহাদ্দিসের বিরোধিতা গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব, হাবীবের হাদীসটির দুর্বলতা জানতে পারলাম।

উপরোক্ত উক্তির সারনির্যাস হল, ইমাম আবু দাউদ র. এ অনুচ্ছেদের শুরুতে চারটি হাদীস উল্লেখ করেছেন–

১. আবুল ইয়াকজান– আদী ইবনে সাবিত সূত্রে বর্ণিত মারফূ হাদীস।

২. আ'মাশ– হাবীব ইবনে আবু সাবিত সূত্রে বর্ণিত মারফূ হাদীস।

৩. আইউব ইবনে আবু মিসকীন– হাজ্জাজ সূত্রে বর্ণিত মারফূ হাদীস।

৪. আইউব আবুল আলা– ইবনে শুবরুমা সূত্রে বর্ণিত মারফূ হাদীস।

এ চারটি হাদীসে প্রতিটি নামাযের জন্য ওযুর উল্লেখ রয়েছে।

وَرَوٰى أَبُو الْيَقْظَانِ .... وَهٰذِهِ الْأَحَادِيْثُ كُلُّهَا ضَعِيْفَةٌ اَلْأَحَدِيْثُ قُمَيْرٍ وَحَدِيْثُ عَمَّارٍ مَوْلٰى بَنِيْ هَاشِمٍ وَحَدِيْثُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ ـ

অতঃপর ইমাম আবু দাউদ র. এসব হাদীসের দুর্বলতা উল্লেখ করে এর উপর প্রমাণ কায়েম করেছেন। এসংক্রান্ত আলোচনা উপরে সবিস্তারে এসেছে। এরপর روى أَبُو الْيَقْظَانِ থেকে নিয়ে কিছু মাওকূফ আছর উল্লেখ করেছেন–

১. আবুল ইয়াকজান সূত্রে বর্ণিত হযরত আলী রা.-এর আছর।

২. বনু হাশিমের আযাদকৃত দাস আম্মার সূত্রে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর আছর।

৩. আবদুল মালিক ইবনে মাইসারা, বয়ান, মুগীরা, ফিরাস এবং মুজালিদ সূত্রে বর্ণিত হযরত আয়েশা রা.-এর আছর।

৪. হিশাম সূত্রে বর্ণিত উরওয়া র.-এর আছর।

এসব আছরেও প্রতিটি নামাযের জন্য ওযুর উল্লেখ রয়েছে। এরপর ইমাম আবু দাউদ র. বলেন– শুধুমাত্র কুমাইরের হাদীস ছাড়া বাকী সবগুলো দুর্বল। কুমাইরের রেওয়ায়াতটি আবদুল মালিক ইবনে মাইসারা প্রমুখ শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন।

তিনি কুমাইর থেকে বর্ণনা করেছেন।

বনু হাশিমের আযাদকৃত দাস আম্মারের হাদীস। এটি হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর আছর।

হিশাম ইবনে উরওয়া–তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত উরওয়ার আছর। এ তিনটি আছর দুর্বল নয়।

এবার এসব আছর থেকে আবুল ইয়াকজান সূত্রে বর্ণিত, হযরত আলী রা.-এর আছরটি দুর্বল থেকে যায়। বাকি তিনটি আছর দুর্বল নয়।

অবশ্য দাউদ ও আসিম– শা'বী– কুমাইর সূত্রে বর্ণিত, হযরত আয়েশা রা.-এর আছরটি সহীহ হলেও এখানে এসে ইমাম আবু দাউদ র. কথার ধাচ পাল্টে ফেলেছেন। যদ্বারা বুঝা যায়, দাউদ ও আসিম– শা'বী– সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতটি উল্লেখ করা দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য, এ দু'টি সূত্রের ইখতিলাফের বিবরণ দান। কারণ, এ আছরটি দুই সূত্রে বর্ণিত– ১. দাউদ ও আসিম– শা'বী সূত্র, ২. আবদুল মালিক ইবনে মাইসারা, বয়ান, মুগীরা, ফিরাস এবং মুজালিদ– শা'বী সূত্র। প্রথম সূত্রে বর্ণিত আছে– تَغْتَسِلُ لِكُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً

দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত আছে– تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ অতএব, দু'টি মূলপাঠ দু'রকম।

উপরোক্ত ইবারতের এ অর্থ হবে তখন, যখন هٰذِهٖ দ্বারা ইঙ্গিত হবে মাওকূফার দিকে। অবশ্য মারফূ'আ–মাওকুফা উভয়টির দিকেও ইঙ্গিতের সম্ভাবনা আছে। এমতাবস্থায় মারফূ হাদীসগুলোর দুর্বলতা ইমাম আবু দাউদ র. বর্ণনা করেছেন এবং এর উপর প্রমাণাদিও কায়েম করেছেন। অতঃপর, এখানে সেগুলোর পুনরাবৃত্তি হল তাকিদের জন্য। এমতাবস্থায় কুমাইরের হাদীসের ব্যতিক্রমভুক্তি হযরত আয়েশা রা.-এর উপর মাওকুফ আছর হবে। যেটি আবদুল মালিক ইবনে মাইসারা প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। হাদীসে মারফূর উপরে নয়। যেটি আইউব আবুল আলা– ইবনে শুবরুমা সূত্রে বর্ণিত। কারণ, এর দুর্বলতার সুস্পষ্ট বিবরণ পূর্বেই এসেছে। অতএব, এটি ব্যতিক্রমভুক্তিতে আসবে না।

وَالْمَعْرُوفُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْغُسْلُ -

এখানে বলা হয়েছে বনু হাশিমের আযাদকৃত দাস আম্মার সূত্রে বর্ণিত ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদীসটি মুনকার। কারণ, ইবনে আব্বাস রা. থেকে তো গোসলের হুকুম প্রসিদ্ধ, আর আম্মার রা.-এর হাদীসটিতে রয়েছে ওযুর হুকুম। অতএব, এটি মুনকার।

بَابُ مَنْ قَالَ اِنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ اِلٰى ظُهْرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ যে বলে রক্তপ্রদর বিশিষ্ট মহিলা এক জোহর থেকে আর এক জোহর পর্যন্ত গোসল করবে

١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّ الْقَعْقَاعَ وَزَيْدَ بْنَ اَسْلَمَ اَرْسَلَاهُ اِلٰى سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْئَلُهُ كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ فَقَالَ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ اِلٰى ظُهْرٍ وَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَاِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اِسْتَذْفَرَتْ بِثَوْبٍ -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ وَكَذَلِكَ رَوَى دَاوُدُ وَعَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ امْرَأَةٍ عَنْ قُمَيْرَ عَنْ عَائِشَةَ رض إِلَّا أَنَّ دَاوُدَ قَالَ كُلَّ يَوْمٍ - وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ عِنْدَ الظُّهْرِ وَهُوَقَوْلُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ - وَقَالَ مَالِكٌ إِنِّي لَأَظُنُّ حَدِيثَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ إِنَّمَا هُوَ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ وَلَكِنَّ الْوَهْمَ دَخَلَ فِيهِ - وَرَوَاهُ مُسَوَّرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ قَالَ فِيهِ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ فَقَلَبَهَا النَّاسُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ -

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثم تَرْجِمْهُ - اَوْضِحْ مَا قَالَ الإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رح -

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ -

হাদীস ঃ ১। কা'নাবী............. হযরত আবু বক্‌র রা.-এর আযাদকৃত গোলাম সুমাই র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কা'কা' ও যায়েদ ইবনে আস্‌লাম র. সুমাইকে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবের নিকট পাঠালেন। যাতে সুমাই তাকে জিজ্ঞেস করেন, রক্তপ্রদর বিশিষ্ট মহিলা কিভাবে গোসল করবে? সাঈদ র. বললেন, মুস্তাহাযা গোসল করবে জোহর থেকে জোহর পর্যন্ত (অর্থাৎ, প্রত্যেক জোহর নামাযের পূর্বে গোসল করবে)। আর অযু করবে প্রত্যেক নামাযের জন্য। যদি অত্যাধিক রক্তস্রাব হয় তাহলে যেন কাপড়ের পট্টি পরিধান করে।

আবু দাউদ র. বলেন, ইবনে উমর ও আনাস ইবনে মালিক র. থেকে এরূপ বর্ণনা রয়েছে– গোসল করবে এক জোহর থেকে পরবর্তী জোহর পর্যন্ত। আর এরূপ বর্ণনা রয়েছে হযরত আয়েশা রা. থেকে। কিন্তু তাতে দাউদ বলেছেন, প্রত্যেক দিন (গোসল করতে হবে) আর আসিমের বর্ণনায় রয়েছে– জোহরের সময় গোসল করবে। আর একই অভিমত হল সালিম ইবনে আবদুল্লাহ, হাসান ও আতা র.-এর। ইমাম মালিক বলেন, আমার মনে হয় সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবের হাদীস এরূপ হবে সে গোসল করবে এক পবিত্রাবস্থা থেকে আরেক পবিত্রাবস্থা পর্যন্ত কিন্তু তাতে সন্দেহ প্রবেশ করেছে। একই হাদীস বর্ণনা করেছেন মিসওয়ার ইবনে আবদুল মালিক ইবনে সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ইয়ারবূ'। তাতে তোহর (পবিত্রতা) থেকে তোহর পর্যন্তই রয়েছে। কিন্তু লোকেরা তাতে পরিবর্তন করে জোহর থেকে জোহর পর্যন্ত করে নিয়েছে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ -

পূর্বেকার হাদীসে সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব র. যা বলেছেন, অনুরূপ বিবরণ উপরোক্ত মনীষীগণ থেকে রয়েছে। অর্থাৎ, تَغْتَسِلُ مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ إِلَى ظُهْرٍ اٰخَرَ مِنَ الْغَدِ

وَكَذَلِكَ ঃ অর্থাৎ, হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, ইবনে উমর ও আনাস ইবনে মালিক র.-এর ন্যায়।

رَوَى دَاوُدُ وَعَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ اِمْرَءَتِهِ عَنْ قُمَيْرَ عَنْ عَائِشَةَ رض

অর্থাৎ, দাউদ ও আসিম শা'বী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবু দাউদের কোন কোন কপিতে عَنْ اِمْرَأَتِهِ আর কোন কোন কপিতে عَنْ اِمْرَأَةٍ بِالْاِضَافَةِ اِلَى الضَّمِيْرِ الْمَجْرُوْرِ আছে। কিন্তু اِمْرَأَةٌ দ্বারা কোন মহিলা উদ্দেশ্য তা স্পষ্ট হয়নি। অবশ্য স্পষ্ট এটাই বুঝা যায় যে, اِمْرَأَةٌ অথবা اِمْرَأَتِهِ শব্দটি লিপিকারের ভুলের কারণে ইবারতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কারণ, এই রেওয়ায়াতটি গ্রন্থকার পিছনের অনুচ্ছেদেও উল্লেখ করেছেন, তাতে বাক্য রয়েছে وَرِوَايَةُ دَاوُدَ وَعَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ قُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رض تَغْتَسِلُ এতে عَنْ اِمْرَأَتِهِ শব্দ নেই। এই রেওয়ায়াতটি পুনরায় এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, সনদে বিরোধিতা কিভাবে হতে পারে?

অবশ্য একটি সম্ভাবনা এই হতে পারে যে, শা'বী র.একবার عَنْ قُمَيْرٍ বলেছেন, দ্বিতীয়বার عَنْ اِمْرَأَةِ مَسْرُوْقٍ . ফলে তাঁর থেকে বর্ণনাকারী এ দু'টুকে একত্রিত করে দিয়েছেন। মধ্যখান থেকে عَنْ اِمْرَأَتِهِ শব্দ ফেলে দিয়েছেন। যমীরে মাজরুর উল্লেখে ভুল করেছেন। কারণ, শা'বীর কোন রেওয়ায়াতে عَنْ اِمْرَأَتِهِ عَنْ قُمَيْرٍ পাওয়া যায়নি। কাজেই عَنْ اِمْرَأَتِهِ শব্দ অবশ্যই ভুল হবে। এর সমর্থন দাউদ–শা'বী সূত্রে বর্ণিত দারিমীর রেওয়ায়াত দ্বারা হয়। তাতে আছে–

عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ قُمَيْرٍ اِمْرَأَةِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً .

এই রেওয়ায়াতে শা'বী এবং কুমাইরের মাঝে কোন সূত্র উল্লেখ করা হয়নি এবং اِمْرَأَةٌ এরও উল্লেখ নেই।

اِلَّا اَنَّ دَاوُدَ قَالَ كُلَّ يَوْمٍ وَفِى حَدِيْثِ عَاصِمٍ قَالَ عِنْدَ الظُّهْرِ

এখানে দাউদ ও আসিম–শা'বী সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতের পার্থক্য বর্ণনা করেন। দাউদের রেওয়ায়াতে كُلَّ يَوْمٍ শব্দ আছে। আসিমের রেওয়ায়াতে আছে– عِنْدَ الظُّهْرِ . অবশ্য এটি হল শাব্দিক পার্থক্য, অর্থগত পার্থক্য নয়। কারণ, যদি প্রতিদিন জোহরের সময় গোসল হয়, তবে উভয় রেওয়ায়াত অনুকূল হয়ে যাবে।

قَالَ مَالِكٌ رحـ وَلٰكِنَّ الْوَهْمَ دَخَلَ فِيْهِ .

ইমাম মালিক র.-এর উক্তি বর্ণনা করা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, হাদীসে বিকৃতি ঘটার বিবরণ দান। আসলে হাদীসের শব্দ ছিল مِنْ طُهْرٍ اِلَى طُهْرٍ এখানে مِنْ ظُهْرٍ اِلَى ظُهْرٍ শব্দ এসেছে বিকৃতির ফলে। এর সমর্থন হয় সুনানে বায়হাকীর একটি রেওয়ায়াত দ্বারা, তাতে আছে– مِنْ طُهْرٍ اِلَى طُهْرٍ রেওয়ায়াতটি হল–
عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رحـ قَالَ تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ اِلَى طُهْرٍ . رَوَاهُ الْمَسْتُوْرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الخ . এর দ্বারা উদ্দেশ্য, ইমাম মালিক র.-এর উক্তির সমর্থন।

بَابُ مَنْ قَالَ تَوَضَّؤُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ যে বলে সে মহিলা প্রতিটি নামাযের জন্য ওযু করবে

١ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو قَالَ ثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ اَبِىْ حُبَيْشٍ رضـ اَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ اِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَاِنَّهُ دَمٌ اَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَاِذَا كَانَ ذَالِكَ فَامْسِكِىْ عَنِ الصَّلٰوةِ، فَاِذَا كَانَ الاٰخَرُ فَتَوَضَّئِىْ وَصَلِّىْ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى وَثَنَا بِهِ ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ حِفْظًا فَقَالَ عَنْ عُروةَ عَنْ عَائِشَةَ رضـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرُوِىَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَشُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اَبِيْ جَعْفَرٍ قَالَ الْعَلَاءُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَوْقَفَهُ شُعْبَةُ تَوَضَّأْ لِكُلِّ صَلٰوةٍ ـ

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيْثَ سَنَدًا ومَتَنًا ثم تَرْجِمْهُ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الاِمَامُ اَبُو دَاوُدَ رح ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ১। মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না......... হযরত ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ রা.-এর রক্তপ্রদর রোগ ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন– যখন হায়েযের রক্ত নির্গত হয়, তা কালো রংয়ের হয়ে থাকে তা সহজেই চেনা যায়, তখন তুমি নামায ছেড়ে দিবে। যখন অন্য রকম রক্ত নির্গত হবে তখন উযু করে নামায পড়বে।

আবু দাউদ র. বলেন, শো'বা র. আবু জা'ফরের সাথে মতৈক্য পোষণ করে বলেন, 'রক্ত প্রদরের রোগিণী প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য উযু করবে।'।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا بِهِ ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ حِفْظًا فَقَالَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضـ اَنَّ فَاطِمَةَ رضـ ـ

এ উক্তিটির সারমর্ম হল, ইমাম আবু দাউদ র.-এর উস্তাদ ইবনুল মুসান্না র. বলেছেন, আমার উস্তাদ ইবনে আদী র. স্বীয় গ্রন্থ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা কালে عَنْ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ رضـ বলেছেন। মাঝখানে হযরত আয়েশা রা.-এর সূত্র উল্লেখ করেননি। যেমন– হাদীসের সনদে রয়েছে। অতঃপর এ হাদীসটি তিনি স্মরণশক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, তখন তিনি বলেছেন, عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضـ

হতে পারে মুখস্থ বর্ণনার সময় হযরত আয়েশা রা. এর নাম ভুলক্রমে এসে গেছে কিন্তু সতর্ক হওয়ার পর হযরত আয়েশা রা.-এর নাম ছেড়ে দিয়ে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি بَابُ مَنْ قَالَ اِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَدَعُ الصَّلٰوةَ তে এসেছে।

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوٰى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَشُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ এ উক্তিটি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র. এর উদ্দেশ্য আলা ইবনে মুসাইয়্যিব-হাকাম এবং শোবা সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতে মাওকূফ এবং ও মারফূ এর ইখিতলাফ বর্ণনা করান। আলা ইবনে মুসাইয়্যিব হাকাম থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সূত্রসহকারে। حَيْثُ قَالَ بِسَنَدِهٖ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ - শোবা ও হাকাম থেকে তার সূত্রে মাওকুফরূপে বর্ণনা করেছেন। তবে কার উপর মাওকুফ তা বর্ণনা করেন নি। কোন কোন কপিতে عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ আছে, - عَنِ النَّبِىِّ ﷺ নেই। অতএব, এটি মাওকুফই হল

بَابُ التَّيَمُّمِ

অনুচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুম

٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِىْ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى النَّيْسَابُوْرِىُّ فِىْ اٰخَرِيْنَ قَالُوْا نَا يَعْقُوْبُ نَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عرس باولات الْجَيْشِ وَمَعَهٗ عَائِشَةُ فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعِ ظِفَارٍ فَحَبَسَ النَّاسَ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا ذَالِكَ حَتّٰى اَضَاءَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا اَبُوْ بَكْرٍ رض وَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ! فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى ذِكْرُهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ﷺ رُخْصَةَ التَّطَهُّرِ بِالصَّعِيْدِ الطَّيِّبِ، فَقَامَ الْمُسْلِمُوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَضَرَبُوْا بِاَيْدِيْهِمُ الْاَرْضَ ثُمَّ رَفَعُوْا اَيْدِيْهِمْ وَلَمْ يَقْبِضُوْا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا فَمَسَحُوْا بِهَا وُجُوْهَهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ اِلَى الْمَنَاكِبِ وَمِنْ بُطُوْنِ اَيْدِيْهِمْ اِلَى الْاٰبَاطِ -

زَادَ ابْنُ يَحْيٰى فِىْ حَدِيْثِهٖ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِىْ حَدِيْثِهٖ وَلَا يَعْتَبِرُ بِهٰذَا النَّاسُ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَالِكَ رَوَاهُ ابْنُ اِسْحَاقَ قَالَ فِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَذَكَرَ ضَرْبَتَيْنِ كَمَا ذَكَرَ يُوْنُسُ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ ضَرْبَتَيْنِ وَقَالَ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمَّارٍ - وَكَذَالِكَ قَالَ اَبُوْ اُوَيْسٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَشَكَّ فِيْهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ اِضْطَرَبَ فِيْهِ وَقَالَ مَرَّةً عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَوْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض مَرَّةً قَالَ عَنْ لَهِيْعَةَ وَمَرَّةً قَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اِضْطَرَبَ (ابْنُ عُيَيْنَةَ) فِيْهِ وَفِىْ سَمَاعِهٖ عَنِ الزُّهْرِىِّ شَكٌّ وَلَمْ يَذْكُرْ اَحَدٌ مِنْهُمُ الضَّرْبَتَيْنِ اِلَّا مَنْ سَمَّيْتُ -

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيْثَ سَنَدًا وَمَتَنًا ثم تَرْجِمْهُ - اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رح -

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ -

হাদীস ঃ ৪। মুহাম্মদ ইবনে আহমদ.......... হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বনি মুস্তালিকের যুদ্ধে) উলাতুল জাইশ নামক (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী) স্থানে রাত যাপনের জন্য অবতরণ করলেন। তাঁর সাথে ছিলেন হযরত আয়েশা রা.। এখানে হযরত আয়েশা রা. এ যিফারী (যিফার ইয়ামানের একটি শহর) আকিকের হারটি হারিয়ে যায়। ঐ হার অনুসন্ধানের জন্য সাহাবায়ে কিরাম সেখানে বিরতি করতে বাধ্য হন। এক পর্যায়ে সেখানে সকাল হয়ে যায়। তাদের সাথে পানিও ছিল না। আবু বকর রা. হযরত আয়েশা রা.-এর ওপর অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন, তুমিই লোকদের আটকে রেখেছ। অথচ তাদের সাথে পানি নেই। এ সময় মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর পবিত্র মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের বিধান সম্বলিত আয়াত নাযিল করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সকল মুসলমান উঠে দাঁড়ালেন। সবাই তাদের হাত জমিনে মারলেন। তারপর হাত উঠিয়ে নিলেন। কোন মাটি তুললেন না। চেহারা মাসেহ করলেন ও পরে হাত উঠিয়ে নিলেন। কোন মাটি তুললেন না। মুখমণ্ডল মাসেহ করলেন ও পরে হাত মাসেহ করলেন কাঁধ পর্যন্ত এবং হাতের নিচে বগল পর্যন্ত। ইবনে ইয়াহ্ইয়ার বর্ণনায় আরো আছে– ইবনে শিহাব র. বলেছেন, তাদের আমলের কোন গুরুত্ব নেই। [কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এরূপ করতে বলেননি। তারা নিজ থেকে তা করেছেন]।

আবু দাউদ র. বলেন, এরূপই বর্ণনা করেছেন ইবনে ইসহাক। তাতে তিনি ইবনে আব্বাস রা. থেকে দু'বার মাটিতে হাত মারার বিষয় উল্লেখ করেছেন, ইবনে উয়াইনা রা. এতে ইখতিয়ার রয়েছে। যুহরী থেকে তার শ্রবণের ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। .... যুহরী বলেন, আমি যাদের নাম পেশ করেছি, তাদের কেউ দু'বার হাত মারার কথা বলেননি।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَكَذَالِكَ رَوَاهُ ابْنُ اِسْحَاقَ الخ .

এ উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য, উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ এবং আম্মারের মাঝে সূত্র উল্লেখ করা এবং ضَرْبَتَيْن ও ضَرْبَةٌ তে ইমাম যুহরী র.-এর শিষ্যদের মাঝে যে বিভিন্নতা রয়েছে তার বিবরণ দান। যুহরীর কোন কোন শিষ্য মধ্যবর্তী সূত্র উল্লেখ করেছেন, আবার কেউ কেউ উল্লেখ করেননি। কেউ কেউ ضَرْبَتَيْن উল্লেখ করেছেন, আবার কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন ضَرْبَةٌ .

মোটকথা, যুহরী থেকে বর্ণনাকারী সালিহ ইবনে কায়সান ضَرْبَةٌ উল্লেখ করেছেন। উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ও আম্মারের মাঝে ইবনে আব্বাস রা.-এর সূত্র উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাতে ضَرْبَتَيْن এর উল্লেখ রয়েছে। কাজেই মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক মধ্যবর্তী সূত্র উল্লেখের ক্ষেত্রে সালিহ ইবনে কায়সানের অনুকূল। আবার ضَرْبَتَيْن উল্লেখের ক্ষেত্রে প্রতিকূল। কিন্তু এ রেওয়ায়াতটি ইমাম তাহাবী র.ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে ضَرْبَتَيْن এর উল্লেখ রয়েছে। তিনি সালিহ ইবনে কায়সানের রেওয়ায়াতও এনেছেন। তাতেও ضَرْبَتَيْن-এর উল্লেখ রয়েছে। কাজেই এতে ইমাম আবু দাউদের রেওয়ায়াত ইমাম তাহাভীর রেওয়ায়াতের বিরোধী হয়ে গেছে।

كَمَا ذَكَرَهُ يُونُسُ অর্থাৎ, ইউনুসও যুহরী থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। এতেও ضَرْبَتَيْن এর উল্লেখ রয়েছে। কাজেই ইউনুস ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়াত ضَرْبَتَيْن উল্লেখের ক্ষেত্রে একরকম, আবার সালিহ ইবনে কায়সানের রেওয়ায়াতের বিরোধী। কারণ, সালিহ ইবনে কায়সানের রেওয়ায়াতে শুধু ضَرْبَةٌ এর উল্লেখ রয়েছে। ইবনে আব্বাস রা.-এর সূত্র উল্লেখের ক্ষেত্রে সালিহ ইবনে কায়সান ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়াত অনুকূল। কিন্তু ইউনুসের রেওয়ায়াতের প্রতিকূল। কারণ, ইউনুসের রেওয়ায়াতে ইবনে আব্বাসের সূত্র

নেই। ইমাম আবু দাউদ র. ইউনুসের রেওয়ায়াতটি এ অনুচ্ছেদে নিয়েছেন। এতে ইবনে আব্বাস রা.-এর সূত্র নেই। উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ আম্মার রা. থেকে প্রত্যক্ষভাবে বর্ণনা করেছেন।

وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ضَرْبَتَيْنِ ـ

এতে মা'মার ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়াতের অনুকূল বিবরণ দিচ্ছেন, তথা ضَرْبَتَيْنِ উল্লেখ করেছেন।

وَقَالَ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبِيدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ـ

ইমাম আবু দাউদ র. এতে আরেকটি ইখতিলাফের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। সেটি হল, মালিক র. এটি যুহরী র. থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ও আম্মারের মাঝে أَبِيْهِ এর সূত্র আছে, ইবনে আব্বাস রা.-এর সূত্র নেই। আবু ইদরীসও যুহরী থেকে মালিক র.-এর ন্যায় বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, عَنْ أَبِيْهِ সূত্রে। অতএব, সূত্র উল্লেখের ক্ষেত্রে আবু ইদরীস ও মালিক র.-এর রেওয়ায়াত অনুকূল।

وَشَكَّ فِيْهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ অর্থাৎ, এ হাদীসটি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাও যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সংশয়ের সাথে। কখনও عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رض আবার কখনও বলেছেন– عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رض

আবার কখনও বলেছেন–

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبِيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ أَوْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رض

اِضْطَرَبَ فِيْهِ ঃ অর্থাৎ, হাদীসের সনদে ইযতিরাব রয়েছে। প্রথম ছূরতে عَنْ أَبِيْهِ أَوْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ সংশয়ের সাথে। আর যেখানে তিনি عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رض অথবা عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض বলেছেন, সে দু' ছূরতে ইযতিরাব রয়েছে। এরপর যুহরীর শ্রবণের ক্ষেত্রেও ইযতিরাব আছে। একবার বলেন, عَنِ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ আবার বলেন عَنِ الزُّهْرِيِّ প্রথম ছূরতে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা যুহরী থেকে ইবনে দিনার সূত্রে, দ্বিতীয় ছূরতে ইবনে দিনার সূত্র ছাড়া বর্ণনা করেছেন।

وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ الضَّرْبَتَيْنِ إِلَّا مَنْ سَمَّيْتُ ـ

অর্থাৎ, যুহরীর কোন শিষ্য ضَرْبَتَيْنِ উল্লেখ করেননি। আমি যাদের নাম উল্লেখ করলাম শুধু তারাই ضَرْبَتَيْنِ উল্লেখ করেছেন। এ উক্তি অনুযায়ী ضَرْبَتَيْنِ উল্লেখকারী শুধু তিনজন– ১. ইউনুস, ২. মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, ৩. মা'মার।

এছাড়া অন্যরা ضَرْبَتَيْنِ উল্লেখ করেননি।

٧ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا حَفْصٌ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ ابْنِ أَبْزٰى عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رض فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ يَا عَمَّارُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هٰكَذَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ ضَرَبَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرٰى ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَالذِّرَاعَيْنِ إِلٰى نِصْفِ السَّاعِدِ وَلَمْ يَبْلُغِ الْمِرْفَقَيْنِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى وَرَوَاهُ جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى يَعْنِىْ عَنْ اَبِيْهِ ـ

اَلسُّوَالُ : كَمْ ضَرْبَةً فِى التَّيَمُّمِ؟ اِلٰى اَيْنَ يَكُوْنُ مَسْحُ الْيَدَيْنِ؟ (مَا هُوَ الْمِقْدَارُ الْمَمْسُوْحُ) بَيِّنْ مَعَ الدَّلَائِلِ وَالْجَوَابِ عَنْ اِسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِيْنَ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رح ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ৭। মুহাম্মদ ইবনে আলা........... ইবনে আব্যা র. হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– হে আম্মার! তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিল. এই বলে তিনি তাঁর উভয় হাত জমিনে নিক্ষেপ করলেন, অতঃপর এক হাত অপর হাতের ওপর মারলেন। তারপর নিজের চেহারা মাসেহ করলেন ও হাতের অর্ধেক পর্যন্ত মাসেহ করলেন। তবে একবার হাত মারায় হাতের কুনুই পর্যন্ত পৌঁছল না।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى قَالَ اَىْ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى يَعْنِىْ عَنْ اَبِيْهِ ـ

এ উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য, আ'মাশের তিন শিষ্য– ১. হাফ্স, ২. ওয়াকী' ৩. জারীর আ'মাশ থেকে বিবরণ দান কালে সনদগত যে ইখতিলাফ করেছেন তার বিবরণ দান। কারণ, হাফ্স বর্ণনা করেছেন– حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ ابْنِ اَبْزٰى عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رض এখানে হাফ্স সালামা ইবনে কুহাইল ও ইবনে আবযার মাঝে কোন সূত্র উল্লেখ করেননি, ইবনে আবযার নাম উল্লেখ করেননি। সূত্রের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন।

কিন্তু এ হাদীসটি আ'মাশ থেকে ওয়াকী' র.ও বর্ণনা করেছেন। তিনি عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى উল্লেখ করেছেন। সালামা ইবনে কুহাইল ও আবদুর রহমান ইবনে আবযার মাঝে সূত্র বর্জনে হাফ্সের অনুকূল। কিন্তু তিনি ইবনে আবযার নাম আবদুর রহমান ইবনে আবযা উল্লেখ করেছেন।

আ'মাশের তৃতীয় শিষ্য জারীরও এ হাদীসটি তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন– عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى এখানে সালামা ইবনে কুহাইল ও আবদুর রহমান ইবনে আবযার মাঝে সাঈদ ইবনে আবদুর রহমানের সূত্র উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, عَنْ اَبِيْهِ বলেছেন।

দু'টি বিতর্কিত মাসআলা

● তায়াম্মুমের পদ্ধতিতে দু'টি মাসআলা বিতর্কিত : এক. তায়াম্মুমে কতবার হাত মারতে হবে। **দুই.** হস্তদ্বয় মাসেহ কতটুকু হবে।

তায়াম্মুমে হাত কতবার মারবে

প্রথম মাসআলাটিতে আল্লামা আইনী র. পাঁচটি মাযহাব বর্ণনা করেছেন।

এক. ইমাম আবূ হানীফা, মালিক, শাফিঈ, লাইছ ইবনে সা'দ র. এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মাযহাব হল, তায়াম্মুমের জন্য দুবার হাত মারতে হবে। একবার চেহারার জন্য আরেকবার হস্তদ্বয়ের জন্য।

দুই. ইমাম আহমদ, ইসহাক, আওযাঈ র. এবং কোন কোন আহলে জাহিরের মতে একবারই হাত মারতে হবে। যদ্বারা চেহারা এবং হস্তদ্বয় মাসেহ করা হবে। ইমাম মালিক র.-এর একটি রেওয়ায়াতও অনুরূপ।

তিন. হযরত হাসান বসরী এবং ইবনে আবূ লায়লা র.-এর মাযহাব হল, দু'বার হাত মারবে। কিন্তু এরূপভাবে যে, প্রতিবার মেরে চেহারা এবং হস্তদ্বয় উভয়টি মাসেহ করবে।

চার. মুহাম্মদ ইবনে সীরীনের মাযহাব হল, তিনবার মারতে হবে। একবার চেহারার জন্য, দ্বিতীয়বার দু'হাতের জন্য, তৃতীয়বার উভয়ের জন্য।

পাঁচ. ইবনে বাযবাযার মাযহাব হল, চারবার মারতে হবে। দুবার চেহারার জন্য, দু'বার দুহাতের জন্য।

হস্তদ্বয় মাসেহের পরিমাণ

✪ দ্বিতীয় ইখতিলাফ হল হস্তদ্বয় মাসেহের পরিমাণ সংক্রান্ত। এতে চারটি মাযহাব রয়েছে।

১. কনুই পর্যন্ত মাসেহ ওয়াজিব। এ উক্তিটি ইমাম আবূ হানীফা, মালিক, শাফিঈ, লাইস ইবনে সা'দ র. এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের।

২. শুধু কব্জিদ্বয় পর্যন্ত মাসেহ ওয়াজিব। এটা হল ইমাম আহমদ, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, আওযাঈ এবং আহলে জাহিরের মাযহাব।

৩. কব্জিদ্বয় পর্যন্ত ওয়াজিব, কনুইদ্বয় পর্যন্ত মাসনূন। আল্লামা ইবনে রুশদ র. এটাকে ইমাম মালিক র.-এর একটি রেওয়ায়াত সাব্যস্ত করেছেন। আল্লামা যুরকানী র. এটাকে ইমাম মালিক র.-এর মাযহাব সাব্যস্ত করেছেন। আল্লামা নববী র. বলেন, এটা হল রেওয়ায়াতগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের সর্বোত্তম পদ্ধতি।

৪. আল্লামা ইবনে শিহাব যুহরী র.-এর মাযহাব হল, হস্তদ্বয় তায়াম্মুম করতে হবে কাঁধ এবং বগল পর্যন্ত।

মূলতঃ বুনিয়াদী ইখতিলাফ দু'টি মাসআলায় সংখ্যাগরিষ্ঠের এবং ইমাম আহমদ ও ইসহাকের মাঝে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে তায়াম্মুমে দুবার হাত মারতে হবে, আর হস্তদ্বয় মাসেহ করতে হবে কনুই পর্যন্ত।

ইমাম আহমদ ও ইসহাক র.-এর মতে একবার হাত মারতে হবে, আর হস্তদ্বয় মাসেহ করতে হবে কব্জিদ্বয় পর্যন্ত। তাঁদের প্রমাণ এ দুটি মাসআলায় হযরত আম্মার রা.-এর হাদীস। যদ্বারা একবার হাত মারা এবং শুধু কব্জিদ্বয় পর্যন্ত মাসেহের প্রমাণ মেলে–

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ -

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে চেহারা ও কব্জিদ্বয় তায়াম্মুম করার নির্দেশ দিয়েছেন।' –তিরমিযী ঃ ১/৩৬

এখানে হস্তদ্বয়ের জন্য كَفَّيْنِ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার প্রয়োগ হয় শুধু কব্জিদ্বয় পর্যন্ত। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-এর এ হাদীস যেহেতু এ অনুচ্ছেদের বিশুদ্ধতম রেওয়ায়াত সেহেতু ইমাম আহমদ র. এটা অবলম্বন করেছেন। এর বিপরীতে সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রমাণাদি নিম্নরূপ–

১. সুনানে দারাকুতনী এবং বায়হাকীতে একটি রেওয়ায়াত এরূপ বর্ণিত আছে–

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَبْدُ اللّٰهِ الْبَاقِيُّ بْنُ قَانِعٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْمَاطِيُّ ثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ـ رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ

'হযরত জাবির রা. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তায়াম্মুম একবার চেহারার জন্য হাত মেরে আর একবার কনুই পর্যন্ত হস্তদ্বয়ের জন্য হাত মেরে (করতে হবে)। এই হাদীসটির সব রাবী নির্ভরযোগ্য। তবে সঠিক হল, মাওকূফ।' –দারাকুতনী ঃ ১/১৮১

✪ এর উপর প্রশ্ন করা হয় যে, এ হাদীসে উসমান ইবনে মুহাম্মদ নামে একজন রাবী আছেন যাঁর সম্পর্কে আল্লামা ইবনুল জাওযী র. বলেন যে, উসমান ইবনে মুহাম্মদ সম্পর্কে সমালোচনা রয়েছে।

✪ এর উত্তর হল, উসমান ইবনে মুহাম্মদ নির্ভরযোগ্য রাবী। ইবনুল জাওযী র. কর্তৃক তাঁর ব্যাপারে আপত্তি করা ঠিক নয়। এ কারণে আল্লামা তাকী উদ্দীন ইবনে দাকীকুল ঈদ র. ইবনুল জাওযীর উক্তি রদ করতে গিয়ে বলেছেন–

مَعْنَاهُ أَنَّ هٰذَا الْكَلَامَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَبُودَاوُدَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ وَغَيْرُهُمَا وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي كِتَابِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا الخ ـ

এর অর্থ হল, ইবনুল জাওযী র.-এর আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, তিনি সুস্পষ্ট বিবরণ দেননি কে তাঁর সমালোচনা করেছেন। অথচ তাঁর সূত্রে আবূ দাউদ, আবূ বকর ইবনে আবূ আসিম প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবূ হাতিম তাঁর আলোচনা করেছেন তাঁর গ্রন্থে, অথচ তিনি তাঁর সম্পর্কে সমালোচনা বা নির্ভরযোগ্যতা কিছুই বর্ণনা করেননি।

✪ এ হাদীসের উপর আরেকটি প্রশ্ন করা হয়েছে যে, এ রেওয়ায়াতটি ইমাম দারাকুতনী র. মাওকূফ সূত্রেও বর্ণনা করেছেন

حَدَّثَنَا بْنُ مَخْلَدٍ نَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ حَرْبِيٍّ نَا أَبُونُعَيْمٍ نَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رض

সূত্রে। –দারাকুতনী ঃ ১/১৮২

ইমাম দারাকুতনী র. মারফূ' সূত্র উল্লেখ করার পর বলেছেন– সঠিক হল, মাওকূফ।

✪ কিন্তু এই প্রশ্নটিও ঠিক নয়। কারণ, প্রথমতঃ তো আবূ নু'আইম এবং উসমান ইবনে মুহাম্মদের রেওয়ায়াতের মূলপাঠে বিরাট ইখতিলাফ রয়েছে। যদ্বারা বোঝা যায়, এই দুটি আলাদা আলাদা রেওয়ায়াত। দ্বিতীয়তঃ উসমান ইবনে মুহাম্মদ এবং আবূ নু'আঈম দুজনই নির্ভরযোগ্য রাবী। তাঁদের কোন একজনের রেওয়ায়াতকেও শায বলা যায় না। অতএব, বাস্তবতা হল উভয়ের রেওয়ায়াত সহীহ। তাছাড়া উসমান ইবনে মুহাম্মদ অতিরিক্ত বিষয় বর্ণনাকারী। আর নির্ভরযোগ্য রাবীর অতিরিক্ত বিষয় গ্রহণযোগ্য। এ কারণেই ইমাম হাকিম র. মারফূ' সূত্র সম্পর্কে বলেছেন– এর সূত্র সহীহ। হাফিজ যাহাবী র.ও হাসান বলে মন্তব্য করেছেন। আল্লামা আইনী র. বলেন, যারা এর বিশুদ্ধতা মানেন না, তাদের উক্তি ভ্রূক্ষেপযোগ্য নয়।

২. সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বিতীয় প্রমাণ মুসনাদে বায্যারে বর্ণিত হযরত আম্মার রা.-এর হাদীস। তাতে তিনি বলছেন–

كُنْتُ فِي الْقَوْمِ حِيْنَ نَزَلَتِ الرُّخْصَةُ فَأُمِرْنَا فَضَرَبْنَا وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ ثُمَّ ضَرْبَةً أُخْرٰى لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ .

'যখন (তায়াম্মুমের) অনুমতি নাযিল হয়, তখন আমি কওমের মাঝে ছিলাম। আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমরা একবার হাত মেরেছি চেহারার জন্য, আরেকবার হাত মেরেছি কনুই পর্যন্ত দুহাতের জন্য।'

আল্লামা যায়লাঈ র.ও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাফিজ ইবনে হাজার র. এ হাদীসটি 'আদ্ দিরায়া ফী তাখরীজি আহাদীসিল হিদায়া' (পৃষ্ঠা ঃ ৩৬) তে উল্লেখ করেছেন এবং 'তালখীসে' (৫৬) উল্লেখ করে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। হাফিজ র. 'আদ্ দিরায়া'য় ইমাম বায্যার র.-এর এই উক্তিটিও বর্ণনা করেছেন যে, এ হাদীসটি মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ছাড়া আরো বহু রাবী যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন এবং যুহরী ছাড়া অনেক রাবী উবাইদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য যুহরী ছাড়া অন্যান্য রাবী উবাইদুল্লাহ এবং আম্মারের মাঝে ইবনে আব্বাস রা.-এর সূত্র উল্লেখ করেননি।

মোটকথা, এ হাদীসটি হাসান এবং প্রামাণ্য।

৩. সংখ্যাগরিষ্ঠের তৃতীয় প্রমাণ হযরত আবু জুহাইম ইবনুল হারিস ইবনুস্ সাম্মা আল-আনসারীর হাদীস–

قَالَ : اَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى اَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثم رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামাল কূপের দিকে এগিয়ে এলেন, অতঃপর একটি লোক তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে সালাম করল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামের উত্তর দিলেন না। তিনি একটি দেয়ালের কাছে এসে চেহারা এবং হস্তদ্বয় মাসেহ করে তারপর তার সালামের উত্তর দিলেন।' –বুখারী ঃ ১/৪৮

এই রেওয়ায়াতে يَدَيْنِ শব্দটি সাধারণভাবে এসেছে। এতে কোন সীমা বর্ণনা করা হয়নি। কিন্তু এ হাদীসটি ইমাম বাগভী র. 'শরহুস্ সুন্নায়' একইভাবে বর্ণনা করেছেন–

اَلشَّافِعِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ يَحْيٰى مَرَرْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُوْلُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتّٰى قَامَ إِلٰى جِدَارٍ فَحَتَّهُ بِعَصًا كَانَتْ مَعَهُ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ .

'ইবরাহীম ইবনে ইয়াহইয়া বলেন, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম, যখন তিনি প্রস্রাবে রত। আমি তাঁকে সালাম করলাম; কিন্তু তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। তিনি যেয়ে একটি দেয়ালের পাশে দাঁড়ালেন। তারপর তাঁর হাতের একটি লাঠি দ্বারা দেয়ালে খোঁচা মারলেন। তারপর হাত মেরে চেহারা এবং হস্তদ্বয় মাসেহ করলেন। অতঃপর আমার সালামের উত্তর দিলেন।' -মিশকাত ঃ ১/৫৪

এ হাদীসে ذِرَاعَيْنِ শব্দ বিদ্যমান রয়েছে। যেটি কনুইদ্বয়ের সীমা বর্ণনা করছে।

○ কেউ কেউ এর উপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, এই রেওয়ায়াতটি ইবরাহীম ইবনে আবু ইয়াহইয়ার দুর্বলতার কারণে দুর্বল।

✪ কিন্তু এর উত্তর হল, এর অনেক মুতাবি' রয়েছে। ইমাম দারাকুতনী র. স্বীয় সুনানে (১/১৭৬-১৭৭, বাবুত তায়াম্মুম) হযরত আবু জুহাইম রা.-এর এই ঘটনা– বহু সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একাধিক সূত্রে ذِرَاعَيْنِ শব্দ এসেছে, যেটি স্পষ্টাকারে সংখ্যাগরিষ্ঠের সহায়তা করছে। মোটকথা, অন্যান্য মুতাবি' থাকার কারণে এ হাদীসটি প্রমাণযোগ্য।

৪. সংখ্যাগরিষ্ঠের চতুর্থ প্রমাণ হল, মুস্তাদরাকে হাকিম (ছাপা দায়িরাতুল মা'আরিফিন্ নিজামিয়্যাহ, হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য ঃ ১/১৭৯) এবং সুনানে দারাকুতনী (১/১৮০) তে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর একটি হাদীস– عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তায়াম্মুম হল, দুবার হাত মারা। একবার চেহারার জন্য, আরেকবার কনুই পর্যন্ত হস্তদ্বয়ের জন্য।'

✪ এর উপর প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে যে, এ হাদীসটি আলী ইবনে জাবইয়ান থেকে বর্ণিত। তিনি ছাড়া আর কেউ এটাকে মারফূ' আকারে বর্ণনা করেননি। আর আলী ইবনে জাবইয়ানকে শুধু ইমাম হাকিম র. সত্যবাদী বলেছেন (তাঁর নম্রতা প্রসিদ্ধ)। অথচ বেশির ভাগ মুহাদ্দিস তাঁকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে নুমাইর র. বলেন– তাঁর সব হাদীসে তিনি ভুল করেন। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ এবং ইমাম আবূ দাউদ র. বলেন– তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম নাসাঈ ও আবূ হাতিম র. বলেন, অপাংক্তেয়। ইমাম আবূ যুর'আ র. বলেন, তাঁর হাদীস দুর্বল। ইমাম ইবনে হাব্বান র. বলেন, তাঁর হাদীস দ্বারা প্রমাণ ঠিক নয়। এজন্য ইমাম দারাকুতনী র. এটাকে ইবনে উমর রা.-এর উপর মাওকূফ সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম বায়হাকী র. যদিও এটাকে মাওকূফ এবং মারফূ' দুভাবে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনিও মাওকূফ সূত্রটিকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন।

✪ এর উত্তর হল, আলী ইবনে জাবইয়ান এ হাদীসের বিবরণে একা নন; বরং তাঁর অনেক মুতাবি' রয়েছে। এজন্য তাঁর সবচেয়ে বড় মুতাবি' হলেন হযরত ইমাম আবূ হানীফা র.। তিনিও এ হাদীসটি স্বীয় মুসনাদে মারফূ' আকারে এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন–

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ كَانَ تَيَمُّمُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ضَرْبَتَيْنِ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةً لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ـ

'ইবনে উমর রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তায়াম্মুম ছিল দুইবার হাত মারা। একবার চেহারার জন্য, আরেকবার কনুই পর্যন্ত হস্তদ্বয়ের জন্য।'

এ হাদীসটি সূত্রগতভাবে সম্পূর্ণ সহীহ। আব্দুল আযীয ইবনে আবূ রাওয়াদ সুনান চতুষ্টয়ের রাবী। তাঁর সূত্রে ইমাম বুখারী র. প্রাসঙ্গিকভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া 'মুসনাদে বাযযারে' সুলাইমান ইবনে আবূ দাউদ সূত্রেও এ রেওয়ায়াতটি বর্ণিত হয়েছে। (কাশফুল আসতার ঃ ১/১৫৮) এবং আল্লামা জাযরী যদিও দুর্বল কিন্তু মুতাবা'আত ও সহায়তার জন্য যথেষ্ট।

ইমাম আহমদ ও ইসহাক র. হযরত আম্মার রা. থেকে বর্ণিত যে হাদীসটি দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন এর উত্তর হল, এখানে হাদীসটি সংক্ষিপ্ত। বুখারী এবং মুসলিমে এর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে এসেছে যে, হযরত আম্মার রা. ওয়াকিফহাল না হওয়ার কারণে গোসল ফরয অবস্থায় জমিনের উপরে গড়াগড়ি খেয়েছেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যখন অবহিত করা হয়, তখন তিনি বললেন–

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخَ ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ ـ

'তোমার জন্য যথেষ্ট হত একবার দুহাত জমিনে মারা অতঃপর ফুঁক দিয়ে হস্তদ্বয় দ্বারা চেহারা মাসেহ করা।'

–মুসলিম ঃ ১/১৬১

এ হাদীসের পূর্বাপর স্পষ্টাকারে বলছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আসল উদ্দেশ্য তায়াম্মুমের পূর্ণ পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া ছিল না; বরং তায়াম্মুমের প্রসিদ্ধ পদ্ধতির দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য ছিল যে, জমিনের উপরে গড়াগড়ি খাওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় তায়াম্মুমের সেই পদ্ধতি যথেষ্ট যা ছোট নাপাকীর সময় যথেষ্ট। এর নজির আরেকটি ঘটনাও যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছল যে, হযরত ইবনে উমর রা. ফরয গোসলে ভীষণ সূক্ষ্মদৃষ্টি দান (কঠোরতা অবলম্বন) করতেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সম্বোধন করে বললেন–

مَا اَزِيْدُ عَلٰى اَنْ اَحْثِى عَلٰى رَأْسِىْ ثَلٰثَ حَثَيَاتٍ او كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ـ

'আমি তো আমার মাথায় তিন অঞ্জলি পানি ঢালার চেয়ে বেশি কিছু করি না।'

এরূপভাবে আবূ দাউদ ঃ ১/৩২ . بَابٌ فِى الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ - এ হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম রা. -এর হাদীস রয়েছে–

اِنَّهُمْ ذَكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا اَنَا فَاُفِيْضُ عَلٰى رَأْسِىْ ثَلٰثًا وَاَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ـ

'তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ফরয গোসল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, কিন্তু আমি তো আমার মাথায় তিনবার পানি প্রবাহিত করি এবং তিনি এটি তাঁর হস্তদ্বয় দ্বারা ইঙ্গিত করে বুঝালেন।'

প্রকাশ থাকে যে, এর অর্থ এই নয় যে, ফরয গোসলেও শুধু মাথা ধোয়া যথেষ্ট, অবশিষ্ট শরীর ধোয়া জরুরি নয়। এরূপভাবে হযরত আম্মার রা.-এর হাদীসেও এই উদ্দেশ্য নয় যে, একবার হাত মারা অথবা দু' হাতের তালু মাসেহ করা যথেষ্ট; বরং উপরোক্ত শব্দ দ্বারা প্রসিদ্ধ পদ্ধতির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই ব্যাখ্যার সমর্থন মুসনাদে বায্যারে বর্ণিত হযরত আম্মার রা.-এরই রেওয়ায়াত দ্বারা হয়–

عَنْ عَمَّارٍ رض (قَالَ) كُنْتُ فِى الْقَوْمِ حِيْنَ نَزَلَتِ الرُّخْصَةُ فِى الْمَسْحِ بِالتُّرَابِ اِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ فَاَمَرَنَا فَضَرَبْنَا وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ ثُمَّ ضَرْبَةً اُخْرٰى لِلْيَدَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَقَالَ الْحَافِظُ فِى الدِّرَايَةِ بِاِسْنَادٍ حَسَنٍ ـ

'হযরত আম্মার রা. থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন) পানি না পাওয়া অবস্থায় মাটি দ্বারা মাসেহ করার অনুমতি যখন নাযিল হয় তখন আমি কওমের মাঝে ছিলাম। অতঃপর আমাদেরকে (তায়াম্মুমের) নির্দেশ দেয়া হল। অতএব, আমরা একবার হাত মারলাম চেহারার জন্য আরেকবার কনুই পর্যন্ত হস্তদ্বয়ের জন্য।' –আছারুস সুনান ঃ ৪০

আর যদি প্রাধান্যের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাহলেও হযরত জাবির রা.-এর রেওয়ায়াত এজন্য প্রাধান্য পাবে যে, তাতে একটি ব্যাপক মূলনীতির বিবরণ দেয়া হয়েছে।

ইমাম যুহরী র. তায়াম্মুম বগল এবং কাঁধ পর্যন্ত বিধিবদ্ধ হওয়ার উপর হযরত আম্মার রা.-এর সে হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন যা ইমাম তিরমিযী র. (باب ماجاء فى التيمم) বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ,

تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ اِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْاٰبَاطِ ـ

'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আমরা কাঁধ এবং বগল পর্যন্ত তায়াম্মুম করেছি।' –তিরমিযী ঃ ১/৩৮

○ সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষ থেকে এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়, তায়াম্মুমের হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার প্রথম দিকে এটা সাহাবায়ে কিরামের নিজস্ব ইজতিহাদ ছিল। যার উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে অনুমোদনের বিষয়টি প্রমাণিত নয়। অতএব, স্পষ্ট এবং সহীহ রেওয়ায়াতগুলোর বিপরীতে এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায় না।

بَابُ الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ

অনুচ্ছেদ ঃ জুনুবী (গোসল ফরযবিশিষ্ট ব্যক্তি) তায়াম্মুম করবে

٢ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ قَالَ دَخَلْتُ فِي الْإِسْلَامِ فَأَهَمَّنِي دِينِي فَأَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ رض فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ رض إِنِّي اجْتَوَيْتُ الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِذَوْدٍ وَبِغَنَمٍ فَقَالَ لِي اشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِهَا،

قَالَ حَمَّادٌ وَأَشُكُّ فِي أَبْوَالِهَا، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ فَكُنْتُ أَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ وَمَعِي أَهْلِي فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طُهُورٍ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ بِنِصْفِ النَّهَارِ وَهُوَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَهُوَ فِي ظِلِّ الْمَسْجِدِ فَقَالَ ﷺ أَبُو ذَرٍّ! فَقُلْتُ نَعَمْ، هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ! قَالَ وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قُلْتُ إِنِّي كُنْتُ أَعْزُبُ مِنَ الْمَاءِ، وَمَعِي أَهْلِي فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طُهُورٍ، فَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِمَاءٍ، فَجَاءَتْ بِهِ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ بِعُسٍّ يَتَخَضْخَضُ مَا هُوَ بِمَلْآنَ فَتَسَتَّرْتُ إِلَى بَعِيرٍ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ! إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ وَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ لَمْ يَذْكُرْ أَبْوَالَهَا، هٰذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَلَيْسَ فِي أَبْوَالِهَا إِلَّا حَدِيثُ أَنَسٍ تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ.

اَلسُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ سَنَدًا وَمَتْنًا . أَوْضِحْ مَاقَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رح .

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস ঃ ২। মূসা ইবনে ইসমাঈল........... আবু কিলাবা র. থেকে বণু আমির গোত্রের জনৈক ব্যক্তি সূত্রে বর্ণিত, লোকটি বলল, আমি ইসলামে দীক্ষিত হয়েছি। দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে আমার খুব আগ্রহ হল। তাই আমি হযরত আবু যর রা.-এর নিকট এলাম। আবু যর রা. বললেন, মদীনার আবহাওয়া আমার (স্বাস্থ্যের) জন্য অনুকূল হয়নি বা আমি পেটের রোগে আক্রান্ত হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কতক উট-বকরীর দুধ পান করার আদেশ করলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, আমার সন্দেহ হয় যে, তিনি পেশাব পান করার জন্যও আদেশ করেছেন কিনা? আবু যর রা. বললেন, আমি পানি থেকে দূরে ছিলাম। আমার সাথে আমার স্ত্রীও ছিল। অতএব আমি নাপাক হতাম এবং অপবিত্র অবস্থায় নামায পড়তাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেলাম। তখন ছিল দুপুর বেলা। তিনি কিছু সংখ্যক সাহাবীর সাথে বসা ছিলেন মসজিদের ছায়ায়। তিনি বললেন ঃ আবু যর? আমি বললাম, হাঁ, আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বলেন– কিভাবে তুমি ধ্বংস হলে? আমি বললাম, আমি পানি থেকে দূরে ছিলাম। আমার সাথে স্ত্রীও ছিল। আমি নাপাক হতাম এবং অপবিত্র অবস্থায় নামায পড়তাম। তিনি তৎক্ষণাৎ আমার জন্য পানি আনার নির্দেশ দিলেন। এক কালো ক্রীতদাসী একটি বড় পাত্রে পানি নিয়ে আসল। পানিতে পরিপূর্ণ না থাকায় সেটি দুলছিল। আমি একটি উটকে পর্দা বানিয়ে গোসল করে নিলাম। গোসল সেরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন– হে আবু যর! পাক মাটিই পবিত্রকারী, যদিও দশ বছর যাবত পানি না পাওয়া যাক। পানি পাওয়া গেলে তাতে শরীর ধৌত করে নাও।

আবু দাউদ র. বলেন, এ হাদীসটি আইউব সূত্রে হাম্মাদ ইবনে যায়েদ রেওয়ায়াত করেছেন। এই বর্ণনায় "وَاَبْوَالِهَا-এগুলোর পেশাব" শব্দটি উল্লেখ নেই। এটা সহীহ নয়। আনাস রা.-এর হাদীসেই কেবল "وَاَبْوَالِهَا-এগুলোর পেশাব" শব্দটির উল্লেখ আছে, যা কেবল বসরাবাসীরা এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوبَ لَمْ يَذْكُرْ اَبْوَالَهَا ـ

ইমাম আবু দাউদ র. বলতে চান, আইউব সাখতিয়ানী র.-এর দুই শিষ্য রয়েছেন–

১. হাম্মাদ ইবনে সালামা, ২. হাম্মাদ ইবনে যায়েদ।

হাম্মাদ ইবনে সালামা হাদীসে اَبْوَالِهَا শব্দ সন্দেহসহ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন– وَاَشُكُّ فِى اَبْوَالِهَا, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ اَبْوَالِهَا উল্লেখই করেননি। হাম্মাদ কর্তৃক এর অনুল্লেখ এর প্রমাণ যে, শব্দটি হাদীসে নেই। কারণ, হাম্মাদ ইবনে যায়েদের ইয়াকীন হাম্মাদ ইবনে সালামার সন্দেহের উপর প্রাধান্য পাবে। এজন্য পরবর্তীতে ইমাম আবু দাউদ র. বলেন– لَيْسَ بِصَحِيْحٍ মূলতঃ এ শব্দটি উরানীদের সম্পর্কিত হাদীসের। এ রেওয়ায়াতটি বুখারী–মুসলিম ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। কেউ এ হাদীসে এটিকে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন।

بَابٌ إِذَا خَافَ الْجُنُبُ الْبَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

অনুচ্ছেদ ঃ জুনুবী যখন ঠাণ্ডার আশংকা করবে তখন কি তায়াম্মুম করবে?

٢ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ اَبِىْ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِىْ قَيْسٍ مَوْلٰى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض اَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ رض كَانَ عَلٰى سَرِيَّةٍ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ نَحْوَهُ قَالَ فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ وَتَوَضَّاَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ صَلّٰى بِهِمْ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ التَّيَمُّمَ ـ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى هٰذِهِ الْقِصَّةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ فِيهِ فَتَيَمَّمَ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ سَنَدًا وَمَتْنًا ـ اَوْضِحْ مَاقَالَ اَبُو دَاوُدَ رح ـ

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

হাদীস ঃ ২। মুহাম্মদ ইবনে সালামা.......... হযরত আমর ইবনুল আস রা.-এর আযাদকৃত গোলাম আবু কায়েস র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমর ইবনুল আস রা. একটি বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন। এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের মতই বর্ণনা করেন ও বলেন– তারপর তিনি তার শরীরের ময়লা জমা হবার স্থানগুলো ধুয়ে ফেলেন এবং নামাযের উযু করে নামায পড়ান। তারপর পূর্বানুরূপ বর্ণনা করেন, তবে তায়াম্মুমের উল্লেখ করেননি।

আবু দাউদ র. বলেন, এ ঘটনা আওযাঈ র. হাস্‌সান ইবনে আতিয়্যা সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। তাতে তায়াম্মুমের উল্লেখ আছে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى هٰذِهِ الْقِصَّةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ فِيهِ فَتَيَمَّمَ ـ

এ উক্তির সারমর্ম হল, এ হাদীসে তায়াম্মুমের উল্লেখ নেই। অতএব, হাদীসের শব্দ দ্বারা এ বিভ্রান্তি হতে পারে, হযরত আমর ইবনে আ'স রা. ওযু এবং গোসলের উপকরণ না পেয়ে তায়াম্মুম ছাড়া তাদের নামায পড়িয়েছেন। আবু দাউদ র. এই বিভ্রান্তির নিরসন করতে গিয়ে বলেন, এ ঘটনাটি হাস্‌সান ইবনে আতিয়্যা থেকে ইমাম আওযাঈ র. বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلٰوةِ এর পর وَتَيَمَّمَ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ অতএব, তায়াম্মুম ছাড়া নামায পড়ানোর কল্পনা না হওয়া উচিত।

بَابُ الْمُتَيَمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ بَعْدَ مَا يُصَلِّيْ فِي الْوَقْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুমকারী নামাযের ওয়াক্তে নামায আদায়ের পর পানি পেলে

١ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رض قَالَ خَرَجَ رَجُلَانِ فِيْ سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثم وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلٰوةَ وَالْوُضُوْءَ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ ثم أَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَا ذَالِكَ فَقَالَ لِلَّذِيْ لَمْ يُعِدْ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلَّذِيْ تَوَضَّأَ وَأَعَادَ لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ ـ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُ ابْنِ نَافِعٍ يَرْوِيْهِ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عَمِيْرَةَ بْنِ أَبِيْ نَاجِيَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ـ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ ذِكْرُ أَبِيْ سَعِيْدٍ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ لَيْسَ بِمَحْفُوْظٍ هُوَ مُرْسَلٌ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ سَنَدًا وَمَتَنًا؟ اَوْضِحْ مَاقَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رح -

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

হাদীস ঃ ১। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক.......... হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দু'জন লোক সফরে বের হল। নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেল কিন্তু তাদের সাথে পানি ছিল না। তারা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নিল। এরপর তারা পানি পেল। তখনো নামাযের ওয়াক্ত অবশিষ্ট ছিল। একজন উযু করে পুনরায় নামায পড়ল। অপরজন পুনরায় নামায পড়ল না। পরে উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বিষয়টি তাঁকে জানাল। যে ব্যক্তি পুনরায় নামায পড়েনি, তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– তুমি সঠিক সুন্নাতের ওপর আমল করেছ। তোমার প্রথম নামাযই তোমার জন্য যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি উযু করে পুনরায় নামায পড়েছে, তার উদ্দেশ্যে বললেন– তোমার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান।

আবু দাউদ র. বলেন, এ হাদীসে আবু সাঈদ রা.-এর নামোল্লেখ সঠিক নয়। মূলতঃ এটি মুরসাল।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَغَيْرُ ابْنِ نَافِعٍ يَرْوِيْهِ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عَمِيْرَةَ بْنِ اَبِيْ نَاجِيَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

এর সারনির্যাস হল, এ হাদীসটি যেমন লাইস ইবনে সা'দ থেকে ইবনে নাফি' বর্ণনা করেছেন এবং এতে আবু সাঈদ সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফূ আকারে বর্ণনা করেছেন, যেমন– সনদে রয়েছে, তেমনিভাবে ইবনে নাফি' ছাড়া অন্যরাও লাইস ইবনে সা'দ থেকে বর্ণনা করেছেন, তবে তাতে আবু সাঈদের সূত্র নেই। অতএব, এ হাদীসে আবু সাঈদের উল্লেখ গায়রে মাহফুজ। অতএব, হাদীসটি মুরসাল। ইবনে নাফি' আবু সাঈদের যে সূত্র উল্লেখ করেছেন সেটি সত্য নয়।

✪ এই হাদীসটি হানাফীদের প্রমাণ। যদি তায়াম্মুম দ্বারা নামায আদায়ের পর ওয়াক্ত থাকা অবস্থায় পানি পাওয়া যায়, তবে হানাফীদের মতে তা পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব নয়। সম্ভবতঃ ইমাম আবু দাউদ র. এ বিষয়টি উল্লেখ করে হানাফীদের হাদীসের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করছেন। অতঃপর, حَدَّثَنَا উল্লেখ করে ইবনে লাহী'আর হাদীস বর্ণনা করে তার উপর আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে নাফি'এর হাদীসে ইনকিতা' তথা সূত্রগত বিচ্ছেদও রয়েছে। কারণ, ইবনে নাফি'এর হাদীসে বকর ইবনে সাওয়াদা এবং 'আতার মাঝে আবু আবদুল্লাহর সূত্র রয়েছে। যেটি তিনি উল্লেখ করেননি। ইবনে লাহী'আ উল্লেখ করেছেন। অতএব, হাদীসটি মুরসাল হওয়ার সাথে সাথে মুনকাতি'ও বটে।

✪ আমরা এর উত্তরে বলব, হাদীসে মুরসাল প্রমাণ। এ সংক্রান্ত আলোচনা পূর্বে এসেছে। আর ইনকিতায়ের প্রশ্নের উত্তর হল, ইবনে লাহী'আর দুর্বলতা প্রসিদ্ধ। অতএব, একজন দুর্বল বর্ণনাকারীর অতিরিক্ত বিবরণ নির্ভরযোগ্য রাবীর বিপরীতে গ্রহণযোগ্য নয়। এতে হাদীসে খুঁত আসতে পারে না।

بَابٌ فِى الْمَنِىِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

অনুচ্ছেদ ঃ বীর্য কাপড়ে লাগলে

٢- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ أَنَّ عَائِشَةَ رض قَالَتْ كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَيُصَلِّي فِيهِ .

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ وَافَقَهُ مُغِيرَةُ وَأَبُو مَعْشَرٍ وَوَاصِلٌ وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ كَمَا رَوَاهُ الْحَكَمُ .

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ سَنَدًا وَمَتْنًا ، اَلْمَنِيُّ طَاهِرٌ أَمْ نَجِسٌ؟ وَمَا هِيَ كَيْفِيَّةُ التَّطْهِيرِ؟ بَيِّنْ مَذَاهِبَ الْأَئِمَّةِ مَعَ الْجَوَابِ عَنْ اِسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِيْنَ . اَوْضِحْ مَاقَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رح .

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

হাদীস ঃ ২। মূসা ইবনে ইসমাঈল........... আসওয়াদ র. থেকে বর্ণিত, হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় থেকে বীর্য রগড়ে তুলে ফেলতাম। অতঃপর তিনি ঐ কাপড়েই নামায পড়তেন।

বীর্য পবিত্র না অপবিত্র এবং এর পবিত্রতার পদ্ধতি কি?

মনী বা বীর্যের পবিত্রতা অপবিত্রতা সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। এই ইখতিলাফ সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকেই চলে আসছে। সাহাবীগণের মধ্যে হযরত ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস এবং ইমামগণের মধ্যে শাফিঈ এবং আহমদ র.-এর মতে মনী বা বীর্য পবিত্র। আল্লামা নববী র. বলেছেন, বীর্য সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ র.-এর তিনটি বিবরণ রয়েছে–

১. পুরুষ-মহিলা উভয়ের বীর্য অপবিত্র।

২. পুরুষের বীর্য পবিত্র, মহিলার বীর্য অপবিত্র।

৩. উভয়ের বীর্য পবিত্র।

আল্লামা নববী র. বলেছেন এই তৃতীয় রেওয়ায়াতটি বিশুদ্ধতম এবং পছন্দনীয়। অনুরূপভাবে জীব-জন্তুর বীর্য সম্পর্কে তার মতে তাফসীল রয়েছে। সেটি হচ্ছে কুকর এবং শূকরের বীর্য নাপাক। অন্যান্য জীব-জন্তুর বীর্য সম্পর্কে তিনটি রেওয়ায়াত রয়েছে–

১. সমস্ত জীব-জন্তুর বীর্য পবিত্র।

২. ব্যাপকভাবে নাপাক।

৩. যেগুলোর গোশত খাওয়া হালাল সেগুলোর বীর্য পবিত্র, যেগুলোর গোশত খাওয়া হালাল নয় সেগুলোর বীর্য অপবিত্র।

○ তন্মধ্যে প্রথম রেওয়ায়াতটি ইমাম শাফিঈ র.-এর নিকট পছন্দনীয় এবং প্রধান। (ইমাম নববী র. এই তাহকীক পেশ করেছেন শরহে মুসলিমে- ১/১৪০।)

✪ সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত উমর, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, আয়েশা, আবূ হোরায়রা, আনাস রা. প্রমুখ এবং ইমামগণের মধ্যে সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আওযাঈ, ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মালিক র.-এর মতে বীর্য সাধারণতঃ নাপাক।

✪ লাইছ ইবনে সা'দের মাযহাব হল, যদিও বীর্য নাপাক, কিন্তু যদি বীর্য যুক্ত কাপড়ে নামায পড়ে ফেলে তবে দোহরানো ওয়াজিব নয়। হাসান বসরী র. বলেন, যদি বীর্য কাপড়ে লাগে তাহলে নামায দোহরানো ওয়াজিব নয়। চাই বীর্য যত বেশীই হোক না কেন। যদি শরীরে লাগে তাহলে নামায দোহরানো ওয়াজিব, যত কমই হোক না কেন।

✪ ইমাম মালিক র.-এর মতে বীর্য যেহেতু নাপাক সেহেতু শুধু ধুলেই পবিত্রতা অর্জিত হবে, ঢলে তোলা বা ঘষা যথেষ্ট হবে না।

✪ হানাফীদের নিকট এর তাফসীল রয়েছে। 'দুররে মুখতার' গ্রন্থকার বলেছেন–

اَلْغَسْلُ اِنْ كَانَ رَطْبًا وَالْفَرْكُ اِنْ كَانَ يَابِسًا -

তথা যদি বীর্য সিক্ত হয়ে থাকে তবে ধুতে হবে। আর যদি শুষ্ক হয়, তবে ঢলে–ঘষে তুললে যথেষ্ট হবে। তিনি এর বেশী কোন তাফসীল বর্ণনা করেননি। যদ্বারা এদিকে ইঙ্গিত হল যে, বীর্য চাই শুষ্ক তরল হোক অথবা ঘন, পুরুষের হোক বা মহিলার, ঢলা বা খুঁচিয়ে তোলার দ্বারা পবিত্রতা লাভ হবে।

কিন্তু আল্লামা শামী র. বলেছেন ঢলে বা ঘষে তোলা শুষ্ক ঘন বীর্যে যথেষ্ট, অন্যথায় ধোয়া জরুরী হবে। অতঃপর, দু'ররে মুখতার' গ্রন্থকার বলেছেন, ঢলে বা খুঁচিয়ে তোলা তখন যথেষ্ট হবে যখন বীর্য স্খলনের পূর্বে পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করে নিবে। অন্যথায় ধোয়া জরুরী হবে। শামসুল আয়িম্মা সারাখসী র. বলেন, ঢলে বা খুঁচিয়ে তোলার ব্যাপারে আমার দোদুল্যমানতা রয়েছে। কারণ, বীর্য বের হওয়ার পূর্বে অবশ্যই মযী বের হবে। আর মযী সর্বসম্মতিক্রমে নাপাক। যার জন্য ধোয়া জরুরী। অতএব, বীর্য মযীর সাথে মিশ্রিত হয়ে কাপড়ে লেগে যাবে। কাজেই ঢলা বা খুঁচিয়ে তোলা জায়িয না হওয়ার কথা। কিন্তু আল্লামা ইবনে হুমাম র. বলেছেন, এতে দোদুল্যমানতার কোন কারণ নেই। কারণ, মযীর পরিমাণ এতটা কম হবে যে, এক দিরহাম থেকে অতিক্রম করবে না। অতএব, ঘষা বা খুঁচিয়ে তোলা যথেষ্ট হবে।

ইমাম শাফিঈ র. বীর্যের পবিত্রতার উপর তিরমিযীতে হযরত আয়েশা রা.-এর নিম্নোক্ত শব্দ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন–

اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ اَنْ يَفْرُكَهُ بِاَصَابِعِهِ وَرُبَمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاَصَابِعِىْ -

তাছাড়া সেসব হাদীস দ্বারাও পেশ করেন, যেগুলোতে বীর্য খুঁচিয়ে বা ঘষে তোলার বিবরণ রয়েছে। কারণ, যদি বীর্য নাপাক হত তাহলে খুঁচিয়ে তোলা বা ঘষে তোলা যথেষ্ট হত না; বরং রক্তের ন্যায় ধোয়া জরুরী হত। তিনি বলেন– ঢলে তোলা বা খুঁচিয়ে তোলাও পরিচ্ছন্নতার জন্য। এরূপভাবে যেসব রেওয়ায়াতে ধোয়ার হুকুম এসেছে সেটাও পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাঁর প্রমাণ হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর একটি আছরও। যেটি ইমাম তিরমিযী র. প্রাসঙ্গিকভাবে (মুআল্লাকরূপে) উল্লেখ করেছেন–

قَالَ اَبْنُ عَبَّاسٍ رض اَلْمَنِىُّ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ فَاَمِطْهُ عَنْكَ وَلَوْ بِاِذْخِرَةٍ -

দারাকুতনীতে এ 'হাদীসটি মরফূ' এবং মাওকূফ উভয়ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এতে ইমাম শাফিঈ র. بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ বা নাকের শ্লেষ্মার ন্যায় বলে পবিত্রতা সাব্যস্ত করেছেন। আর اَمِطْهُ عَنْكَ-এ নির্দেশকে পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলেছেন।

কিয়াস দ্বারা প্রমাণ করতে গিয়ে ইমাম শাফিঈ র. "কিতাবুল উম্মে' বলেছেন, আমরা বীর্যকে কিভাবে নাপাক বলতে পারি? অথচ আম্বিয়ায়ে কিরামের ন্যায় পবিত্র ব্যক্তিগণের সৃজন হয়েছে এর দ্বারা। আল্লাহ তা'আলা মৃত্তিকা এবং পানি পবিত্র জিনিস দ্বারা হযরত আদম আ.-কে সৃষ্টি করেছেন। অতএব, তাদের বংশেও সৃজিত হবে পবিত্র জিনিস দ্বারা, যেটি হচ্ছে বীর্য।

হানাফীদের প্রমাণাদি নিম্নরূপ

১. সহীহ ইবনে হাব্বানে হযরত জাবির ইবনে সামুরা রা.-এর হাদীস–

قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ أُصَلِّيْ فِي الثَّوْبِ الَّذِيْ آتِي أَهْلِيْ؟ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَرٰى فِيْهِ شَيْئًا فَتَغْسِلُهُ ـ (موارد الظمان جـ ٢ص ٨٢) قُلْتُ وَهٰذَا أَصْرَحُ شَيْءٍ عَلٰى مَذْهَبِ الْحَنِيْفَةِ مِنَ الْمَرْفُوْعَاتِ ـ

'এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করল, আমি কি সে কাপড়ে নামায পড়ব, যে কাপড় নিয়ে আমি আমার স্ত্রীর নিকট গমন করি (সহবাসে রত হই)? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে তাতে কোন কিছু (নাপাক) দেখতে পেলে তা ধুয়ে ফেলবে।'

আমি বলি, এটা মারফূ, রেওয়ায়াতগুলোর মধ্যে হানাফীদের মতের স্বপক্ষে স্পষ্টতম।

২. আবু দাউদে بَابُ الصَّلٰوةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِيْ يُصِيْبُ أَهْلَهُ فِيْهِ তে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ أَنَّهُ سُئِلَ أُخْتُهُ أُمَّ حَبِيْبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ فِي الثَّوْبِ الَّذِيْ يُجَامِعُهَا فِيْهِ فَقَالَتْ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَفِيْهِ أَذًى ـ

অর্থাৎ, হযরত মু'আবিয়া রা. তাঁর বোন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী হযরত উম্মে হাবীবা রা.-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সে কাপড়ে নামায পড়তেন, যেটি পরিহিত অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মিলিত হতেন? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন তার মধ্যে নাপাক না দেখতেন।

৩. সুনানে আবু দাউদে بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيْبُ الثَّوْبَ তে হযরত আয়েশা রা.-এর হাদীস রয়েছে–

إِنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ ثُمَّ أَرَاهُ فِيْهِ بُقْعَةً اَوْبُقَعًا ـ

'তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাপড় থেকে বীর্য ধৌত করতেন। তিনি বলেছেন, অতঃপর আমি তাতে তার এক বা একাধিক নিদর্শন দেখতাম।'

এরূপভাবে সহীহ মুসলিম ঃ ১/১৪০ بَابُ حُكْمِ الْمَنِيِّ তে হযরত আয়েশা রা.-এর একটি রেওয়ায়াত আছে–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلٰوةِ فِي ذٰلِكَ الثَّوْبِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلٰى أَثَرِ الْغُسْلِ فِيْهِ ـ

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বীর্য ধৌত করতেন, অতঃপর সে কাপড় নিয়ে নামাযের দিকে বেরিয়ে যেতেন। আর আমি তাকিয়ে থাকতাম তাতে ধোয়ার নিদর্শনের প্রতি।'

৪. হানাফীদের প্রমাণ সেসব রেওয়ায়াতও যেগুলোতে বীর্য ঢলে তোলা অথবা খুঁচিয়ে তোলা কিংবা ঘষে তুলে ফেলে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই সমষ্টি থেকে প্রমাণিত হল যে, বীর্য কাপড়ে রেখে দেয়া তিনি বরদাশত করতেন না। যদি এটা নাপাক না হত তাহলে তো কোথাও না কোথাও বৈধতার বিবরণের জন্য এটা প্রমাণিত হত যে, বীর্য কাপড় অথবা দেহে রেখে দেয়া হয়েছে।

আর শাফিঈদের বীর্য ঘষে উঠানোর বিষয়টিকে পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলা এজন্য অযৌক্তিক যে, বীর্য যদি পবিত্র হত তাহলে গোটা হাদীস ভাণ্ডারে কোথাও না কোথাও ন্যূনতম পক্ষে বৈধতার বিবরণের জন্য এটাকে বাচনিক বা ক্রিয়াগতভাবে পবিত্র সাব্যস্ত করা হত। যেহেতু তা করা হয়নি, সেহেতু বীর্য পবিত্র নয়।

(৫) কুরআনে কারীমে বীর্যকে তুচ্ছ পানি বলা হয়েছে। এটাও অপবিত্র হওয়ার সহায়ক।

(৬) কিয়াসও হানাফীদের মাযহাবকে প্রাধান্য দেয়। কারণ, পেশাব, মযী, ওয়াদী সর্ব সম্মতিক্রমে নাপাক। অথচ এগুলো বের হওয়ার ক্ষেত্রে শুধু উযূ ওয়াজিব। অতএব, বীর্য উত্তমরূপে অপবিত্র হওয়া উচিত। কারণ, এর ফলে গোসল ওয়াজিব হয়।

✪ ইমাম শাফিঈ র. কর্তৃক বীর্য খুঁচিয়ে বা ঘষে তুলে ফেলার দ্বারা প্রমাণ পেশ সম্পর্কে ইমাম ত্বাহাভী র. উত্তর দিয়েছেন যে, খুঁচিয়ে বা ঘষে তুলে ফেলা শুধু নিদ্রার কাপড় সম্পর্কে প্রমাণিত আছে, নামাযের কাপড় সম্পর্কে নয়। আর ধোয়ার কথা নামাযের কাপড় সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। −(বযলুল মাজহুদ ঃ ১/ ২১৮)

✪ কিন্তু ইমাম ত্বাহাভী র.-এর উত্তর দুর্বল। এজন্য হাফিজ ইবনে হাজার র. ফাতহুল বারী ঃ ১/২৬৫তে এটাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে, সহীহ মুসলিম ঃ ১/ ১৪০ بَابُ حُكْمِ الْمَنِيِّ-তে একটি হাদীসের আওতায় হযরত আয়েশা রা.-এর নিম্নোক্ত শব্দ বর্ণিত হয়েছে−

لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيهِ ـ

'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড় থেকে নিজে ঘষে (বীর্য) তুলে ফেলতাম। অতঃপর তিনি সে কাপড় নিয়ে নামায পড়তেন।'

অতঃপর হাফিজ র. বলেন−

وَأَصْرَحُ مِنْهُ رِوَايَةُ ابْنِ أَبِي خُزَيْمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي ـ

'এর চেয়ে বেশী স্পষ্ট হল, ইবনে আবূ খুযায়মার রেওয়ায়াত যে, হযরত আয়েশা রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাপড় হতে বীর্য ঘষে তুলতেন, অথচ তিনি তাতে নামাযে রত থাকতেন।

অধম আরয করছে যে, ইবনে খুযায়মা র. এ হাদীসটি নিম্নোক্ত সূত্রে বর্ণনা করেছেন−

حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي الْأَزْرَقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كَانَتْ تَحُتُّ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي (صحيح بن خزيمة ج ١ ص ١٤٧ حديث رقم ـ ٢٩٠)

'হযরত আয়েশা রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাপড় থেকে তাঁর নামাযরত অবস্থায় বীর্য খুঁচিয়ে তুলে ফেলতেন।'

মোটকথা, এসব রেওয়ায়াত দ্বারা বোঝা যায় নামাযের কাপড়েও বীর্য খুচিয়ে বা ঘষে তুলে ফেলা হয়েছিল। অতএব, বিশুদ্ধ উত্তর হল, নাপাক জিনিস পবিত্র করার বিভিন্ন পদ্ধতি হয়ে থাকে। কোন কোন স্থানে পবিত্রতার জন্য ধোয়া জরুরী হয়, আবার কোথাও হয় না। যেমন তুলা পাক করার পদ্ধতি হল, সেটাকে ধুনে ফেলা। এরূপভাবে জমিন পবিত্র হয় শুকিয়ে গেলে। সম্পূর্ণ এরূপভাবে বীর্য থেকে পবিত্রতা অর্জনের একটি পদ্ধতি হল খুঁচিয়ে তুলে ফেলা। তবে শর্ত হল সেটি শুষ্ক হয়ে যেতে হবে। এর প্রমাণ সুনানে দারাকুতনী, শরহে মা'আনিল আছার এবং সহীহ আবূ আওয়ানাতে হযরত আয়েশা রা.-এর হাদীস রয়েছে−

قَالَتْ كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَابِسًا وَأَغْسِلُهُ إِذَا كَانَ رَطْبًا ۔ (سنن الدارقطنى مع التعليق، المغنى : جـ ١ ص ١٢٥ وآثار السنن : جـ١ ص ١٥)

'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাপড় থেকে বীর্য ঘষে তুলে ফেলতাম, যখন সেটি শুষ্ক হত। আর ধুয়ে ফেলতাম, যখন সেটি ভিজা হত।'

এর সনদ বিশুদ্ধ। কারণ এটি সহীহ 'আবূ আওয়না'তেও বর্ণিত আছে। এবং তাতে মুসলিমের শর্ত-শরায়েতের বাধ্যবাধকতা অবলম্বন করা হয়েছে।

বাকী রইল, হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর আছর দ্বারা প্রমাণ-এর উত্তর হল, এই উক্তিটি দারাকুতনীতে মারফূ, এবং মাওকূফ দুভাবেই বর্ণিত হয়েছে। মুহাদ্দিসীন মারফূ'কে দুর্বল, মাওকূফকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন। এজন্য ইমাম দারাকুতনী র. এটাকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করে বলেন–

لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ إِسْحَاقَ الأَزْرَقِ عَنْ شَرِيكٍ ۔ তথা শরীক হতে ইসহাক আল-আযরাক ব্যতীত আর কেউ এ হাদীসটি মারফূ'রূপে বর্ণনা করেননি। আর শরীক দুর্বল রাবী। তিনি নির্ভরযোগ্য রাবীদের বিরোধিতা করেছেন। অতঃপর স্বয়ং শরীক এটা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবূ লায়লা থেকে বর্ণনা করেছেন অথচ তাঁর স্মরণশক্তি ভাল নয়। ইমাম দারাকুতনী এবং হাফিজ র. 'তাকরীবে' এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন।

(ملخص من آثار السنن ص ١٤ وسنن الدار قطنى جـ ١ ص ١٢٤)

মাওকূফ সূত্রটির উত্তর হল, হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর দ্বিতীয় একটি উক্তি মুসান্নাফে ইবনে আবূ শায়বাতে ঃ ১/৮২ বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত আছে–

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبِهِ فَرَأَى فِيهِ أَثَرًا فَلْيَغْسِلْهُ وَإِنْ لَمْ يَرَ فِيهِ أَثَرًا فَلْيَنْضَحْهُ ۔ (ومثله فى مصنف عبد الرزاق : جـ ١ ص ٣٧٢)

'ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, যখন কেউ তার কাপড় পরে অপবিত্র হয়, অতঃপর তাতে এর নিদর্শন দেখে তবে সে যেন অবশ্যই তা ধৌত করে। আর যদি তাতে নিদর্শন না দেখে তাহলে যেন হালকা করে ধৌত করে।'

○ এর দ্বারা বোঝা যায়, তাঁর নিকট বীর্য নাপাক। এই বৈপরীত্য অবসানের জন্য জরুরী হল, الْمَنِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ বাক্যটিতে তাবীল তথা ব্যাখ্যা করা। এজন্য কেউ কেউ এ তাবীল বা ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর উদ্দেশ্য বীর্যের পবিত্রতা বর্ণনা করা নয়; বরং উপমার কারণ হল লাসাযুক্ত হওয়া। কেউ কেউ বলেছেন, উপমার কারণ হল, ঘৃণার্হ হওয়া, কেউ কেউ সহজে দূর করতে পারাকেও উপমার কারণ সাব্যস্ত করেছেন। আর কেউ কেউ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এখানে বীর্য দ্বারা উদ্দেশ্য এক দিরহাম থেকে কম পরিমাণ।

○ কিন্তু বিশুদ্ধতম কথা মনে হচ্ছে, হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর উদ্দেশ্য হল, এ কথা বর্ণনা করা যে, বীর্যকে ঘষে বা খুঁচিয়ে দূর করা যায়। যেমন– নাকের শ্লেষ্মা ঘন ও শুষ্ক হলে খুঁচিয়ে বা ঘষে তুলে ফেলা যায়। এজন্য হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন فَامِطْهُ عَنْكَ وَلَوْ بِإِذْخِرَةٍ অর্থাৎ, ইযখির ঘাস দিয়ে হলেও তা তোমা হতে পরিষ্কার করে ফেল।

✪ তাছাড়া হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর এই একটি আছরের বিপরীতে অন্য বহু সাহাবীর আছর বিদ্যমান রয়েছে, যেগুলোতে ধোয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা, ইবনে উমর, আনাস রা. প্রমুখ থেকে এ ধরনের আছর বর্ণিত আছে এবং এ সম্পর্কে সবচেয়ে বিশুদ্ধতম আছর হল হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর যেটি 'মুসান্নাফে ইবনে আবূ শায়বায়' ঃ ১/৮৫ বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ خَالِدِ بْنِ اَبِىْ عُزَّةَ قَالَ سَئَلَ رَجُلٌ عَنْ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ رض فَقَالَ اِنِّىْ احْتَلَمْتُ عَلٰى طَنْفَسَةٍ فَقَالَ اِنْ كَانَ رطبا فَاغْسِلْهُ وَاِنْ كَانَ يَابِسًا فَاحْكِكْهُ وَاِنْ خَفِىَ عَلَيْكَ فَارْشِشْهُ.

'খালিদ ইবনে আবূ ইয্যা বলেছেন, এক ব্যক্তি উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-কে জিজ্ঞেস করল, বলল, আমি একটি চাদর বা চাটাইয়ের উপর থাকা অবস্থায় আমার স্বপ্নদোষ হয়েছে। (আমি কি করব?) প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, আর্দ্র হলে তা ধুয়ে ফেল, আর শুষ্ক হলে তা ঘষে তুলে ফেল। আর যদি তা তোমার কাছে অস্পষ্ট থাকে তবে তা পানি ছিটিয়ে (হাল্কাভাবে) ধুয়ে ফেল।'

✪ ইমাম শাফিঈ র.-এর তৃতীয় প্রমাণ ছিল কিয়াস যে, বীর্য দ্বারা যেহেতু আম্বিয়ায়ে কিরামের ন্যায় পবিত্র সন্তাগণের সৃজন হয়েছে, এজন্য বীর্য নাপাক হতে পারে না।

✪ কিন্তু এই প্রমাণ তাঁর শান পরিপন্থী এবং স্বতঃসিদ্ধরূপে ভ্রান্ত। কারণ, এটি সিদ্ধান্তকৃত ও ইজমাঈ বিষয় যে, হাকীকত বা মূলবস্তু পরিবর্তন হয়ে নাপাক জিনিসও পবিত্র হয়ে যায়। অতএব বীর্য যখন গোশতে রূপান্তরিত হয়ে পেটের (গর্ভজাত) শিশু হয়ে গেছে, তখন মূল পরিবর্তিত হওয়ার কারণে তাতে পবিত্রতা এসে গেছে। যদি মূল বস্তুর পরিবর্তনের পর পবিত্রতা অপবিত্রতার উপর প্রভাব না পড়ত, তাহলেও বীর্য রক্ত থেকে সৃষ্ট। আর রক্ত সর্বসম্মতিক্রমে নাপাক; এ হিসেবেও বীর্য নাপাক হওয়া উচিত। অন্যথায় রক্তকেও পবিত্র বলতে হবে। কারণ, বীর্য তা থেকে সৃষ্ট। যেহেতু এর কোন প্রবক্তা নেই, সেহেতু নাপাক হওয়ার ছুরতে রক্ত আম্বিয়া আলাইহিমুসসালামের মূল সাব্যস্ত হয়। কাজেই এখানে আপনাদের যে উত্তর সেটিই আমাদের উত্তর।

তাছাড়া বীর্য দ্বারা যেরূপভাবে আম্বিয়ায়ে কিরাম সৃজিত হয়েছেন, এরূপভাবে কাফির, কুকুর, শূকর ইত্যাদি সৃজিত হয়েছে। যদি প্রথম কিয়াসের আবেদন অনুসারে বীর্যকে পাক মেনে নেয়া হয়, তাহলে এই দ্বিতীয় কিয়াসটির ভিত্তিতে এটাকে নাপাক মানা উচিত।

মোটকথা, এসব কিয়াস সম্পর্কে আমাদের ফুকাহায়ে কিরাম বলেছেন, এগুলো ওজনী নয়; বরং স্বয়ং শাফিঈ মুহাক্কিকীনও তা পছন্দ করেন না। এ কারণে আল্লামা নববী শাফিঈ র. 'শরহুল মুহায্যাব' ঃ ২/৫৫৪এ এদিকে ইঙ্গিত করে লিখেছেন–

وَذَكَرَ اَصْحَابُنَا اَقْيِسَةً وَمُنَاسَبَاتٍ كَثِيْرَةً غَيْرَ طَائِلَةٍ وَلَا نَرْتَضِيْهَا وَلَا نَسْتَحِلُّ الاِسْتِدْلَالَ بِهَا وَلَا نَسْمَحُ بِتَضْيِيْعِ الْوَقْتِ فِىْ كِتَابَتِهَا الخ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ.

'আমাদের মাযহাবপন্থী অনেক সাথী এ প্রসঙ্গে অনেক অর্থহীন কিয়াস ও অনর্থক যোগসূত্রের কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলো আমরা পছন্দ করি না এবং এগুলো দ্বারা প্রমাণ পেশ করা বৈধ মনে করি না। এগুলো লিখে সময় নষ্ট করা জায়িয মনে করি না।'

✪ পেছনের তাফসীল দ্বারা বোঝা গেল, হানাফীদের নিকট শুষ্ক বীর্য পবিত্র করার একটি পদ্ধতি হল, খুঁচিয়ে বা ঘষে তুলে ফেলা। কিন্তু প্রকাশ থাকে যে, বীর্য ঘষে বা খুচিয়ে তুলে ফেলা বৈধ ছিল তখন যখন বীর্য ঘন হত।

কিন্তু যখন থেকে বীর্যের তরলতা ব্যাপকতা লাভ করেছে, তখন থেকে হানাফীগণ ফতওয়া দিয়েছেন যে, এখন সর্বাবস্থায় ধুয়ে ফেলা জরুরী। ঘষে বা খুঁচিয়ে বীর্য তুলে ফেলার বৈধতা সম্পর্কিত উপরোক্ত বিস্তারিত বিবরণ ছিল কাপড় সংক্রান্ত।

কিন্তু যদি শরীরে বীর্য শুকিয়ে যায় তবে তাতে হানাফীদের মতবিরোধ রয়েছে। হিদায়া গ্রন্থকার দুটি উক্তি বর্ণনা করেছেন– প্রথম উক্তি (খুঁচিয়ে বা ঘষে তোলার) বৈধতার। আর এটাই অবলম্বন করেছেন দূররে মুখতার গ্রন্থকার। দ্বিতীয় উক্তি অবৈধতার। কারণ রেওয়ায়াতগুলোতে খুঁচিয়ে বা ঘষে তোলার ব্যাপারে শুধু কাপড়ের আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া দেহের উষ্ণতা চোষক হয়ে থাকে। যার ফলে বীর্যের ঘনত্ব শেষ হয়ে যায়। এজন্য সেখানে ধোয়ার ফলেই পবিত্রতা অর্জিত হবে। আল্লামা শামী র. এটাই পছন্দ করেছেন। আমাদের মাশায়িখও তাই অবলম্বন করেছেন। তাই তাফসীলও সে ছুরতের যখন বীর্য ঘন হয়। অন্যথায় বীর্যের তরলতা ব্যাপক হওয়ার পর ধোয়া আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে আর কোন কালাম নেই।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَافَقَهُ مُغِيرَةُ وَأَبُو مَعْشَرٍ وَوَاصِلٌ وَرَوَاهُ الأَعْمَشُ كَمَا رَوَاهُ الْحَكَمُ -

এখানে ইমাম আবু দাউদ র. বুঝাতে চেয়েছেন, এ হাদীসটি ইবরাহীম নাখঈ' থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে। হাকাম ইবরাহীম নাখঈ' থেকে বর্ণনা করেছেন– عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ সূত্রে। এ অনুচ্ছেদের প্রথম হাদীসের সনদের দিকে তাকালে তা বুঝা যায়। হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমানও এটি ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে রয়েছে– عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ যেমন– এ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদীসে আছে। ইবরাহীমের দু' শিষ্যের মাঝে ইখতিলাফ স্পষ্ট। কারণ, হাকাম ইবরাহীমের উস্তাদ বলেছেন, হাম্মাম ইবনুল হারিসকে, আর হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান বলেছেন আসওয়াদকে। অতএব, ইবরাহীম নাখঈর দুই শিষ্যের মাঝে যে ইখতিলাফ রয়েছে তাতে প্রত্যেকের অনুকূল ইবরাহীম নাখঈর আরও অনেক শিষ্য আছেন। হাকামের অনুকূল বিবরণ দিয়েছেন আ'মাশ, হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমানের অনুকূল বলেছেন মুগীরা, আবু মা'শার এবং ওয়াসিল। কিন্তু যেহেতু ইবরাহীম নাখঈর এসব শিষ্য নির্ভরযোগ্য, সেহেতু এই বিভিন্নতার কারণে হাদীসে কোন প্রকার খুঁত আসবে না। সম্ভবতঃ ইবরাহীম নাখঈ' এ হাদীসটি হাম্মাম ইবনে হারিস থেকেও বর্ণনা করেছেন, আবার আসওয়াদ থেকেও। কিন্তু ইমাম আবু দাউদ র. মুগীরা, আবু মা'শার, ওয়াসিল এবং আ'মাশের হাদীসগুলো স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করেননি।

اَوَّلُ كِتَابِ الصَّلٰوةِ

নামায পর্বের সূচনা

بَابُ الْمَوَاقِيْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের ওয়াক্ত

২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ اللَّيْثِيِّ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ كَانَ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَاَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَمَّا اِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَدْ اَخْبَرَ مُحَمَّدًا ﷺ بِوَقْتِ الصَّلٰوةِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اَعْلَمُ مَاتَقُوْلُ، فَقَالَ عُرْوَةُ سَمِعْتُ بَشِيْرَ بْنَ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ رضـ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِيَّ رضـ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ نَزَلَ جِبْرِيْلُ عـ فَاَخْبَرَنِىْ بِوَقْتِ الصَّلٰوةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ يَحْسُبُ بِاَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ وَرُبَّمَا اَخَّرَهَا حِيْنَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ وَرَاَيْتُهُ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ قَبْلَ اَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ، فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلٰوةِ فَيَاْتِىْ ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ وَيُصَلِّى الْمَغْرِبَ حِيْنَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّى الْعِشَاءَ حِيْنَ يَسْوَدُّ الْاُفُقُ وَرُبَّمَا اَخَّرَهَا حَتّٰى يَجْتَمِعَ النَّاسُ وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ ثُمَّ صَلّٰى مَرَّةً اُخْرٰى فَاَسْفَرَ بِهَا ثم كَانَتْ صَلٰوتُهُ بَعْدَ ذَالِكَ التَّغْلِيْسُ حَتّٰى مَاتَ وَلَمْ يَعُدْ اِلٰى اَنْ يُسْفِرَ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَعْمَرٌ وَمَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَشُعَيْبُ بْنُ اَبِىْ حَمْزَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا الْوَقْتَ الَّذِىْ صَلّٰى فِيْهِ وَلَمْ يُفَسِّرُوْهُ وَكَذَالِكَ اَيْضًا رَوٰى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَحَبِيْبُ بْنُ اَبِىْ مَرْزُوْقٍ عَنْ عُرْوَةَ نَحْوَ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ وَاَصْحَابِهِ اِلَّا اَنَّ حَبِيْبًا لَمْ يَذْكُرْ بَشِيْرًا ـ وَرَوٰى وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ رضـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقْتَ الْمَغْرِبِ قَالَ ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ يَعْنِى مِنَ الْغَدِ وَقْتًا وَاحِدًا ـ

قَالَ أَبُو دَاوُد وَكَذَالِكَ رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثُمَّ صَلَّى بِي الْمَغْرِبَ يَعْنِي مِنَ الْغَدِ وَقْتًا وَاحِدًا ـ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض مِنْ حَدِيثِ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ـ

اَلسُّؤَالُ : زَيِّنِ الْعِبَارَةَ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ثُمَّ تَرْجِمْ ـ أَوْضِحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رح ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ـ

হাদীস ঃ ২। মুহাম্মদ ইবনে সালামা.......... উসামা ইবনে যায়েদ লাইসী র. থেকে বর্ণিত, ইবনে শিহাব র. তাঁকে অবহিত করেন যে, উমর ইবনে আবদুল আযীয র. মিম্বরের ওপর বসা ছিলেন। তিনি আসরের নামায পড়তে কিছুটা দেরি করলেন। উরওয়া ইবনে যুবাইর র. তাকে বললেন, আপনার কি জানা নেই, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে অবহিত করেছেন? উমর র. বললেন, আপনি কি বলেছেন, বুঝেশুনে বলুন। উরওয়া র. বললেন, আমি বশীর ইবনে আবু মাসউদকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আবু মাসউদ আনসারী রা.-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি– জিবরাঈল আ. নাযিল হলেন এবং আমাকে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে অবহিত করলেন। আমি তার সাথে নামায পড়লাম, তারপর আবার তার সাথে নামায পড়লাম, তারপর আবার পড়লাম এবং আবার পড়লাম। এভাবে (রাবী) আংগুলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের হিসাব করলেন।

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছি, তিনি সূর্য হেলে পড়ার সাথে সাথেই জোহরের নামায পড়লেন। আবার কখনো তিনি দেরি করে পড়তেন যখন অতিরিক্ত গরম পড়ত। আমি তাঁকে আসরের নামায পড়তে দেখেছি ঐ সময় যখন সূর্য বেশ উপরে সাদা রংবিশিষ্ট থাকত, তাতে হলুদ রংয়ের আভা তখনো আসেনি। লোকজন (তাঁর সাথে) আসরের নামায পড়ে সূর্য ডোবার আগেই যুলহুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছে যেত। তিনি মাগরিবের নামায পড়তেন সূর্য ডোবার সাথে সাথেই, আর ইশার নামায পড়তেন (পশ্চিম) দিগন্ত যখন কালো রংয়ে ছেয়ে যেত, আবার কখনো তা দেরি করে পড়তেন, যাতে লোকজন একত্র হতে পারে। তিনি একবার ফজরের নামায অন্ধকারে পড়েন, তারপর আরেকবার পড়েন ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ার পর। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত সর্বদা অন্ধকারেই ফজরের নামায পড়েন, পুনরায় আর কখনো আলোতে পড়েননি।

আবু দাঊদ র. বলেন, যুহরী র. থেকে মা'মার, মালিক, ইবনে উয়াইনা, শুআইব ইবনে আবু হামযা, লাইস ইবনে সা'দ প্রমুখ এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা ঐ সময়ের উল্লেখ করেননি, যাতে তিনি নামায পড়েছেন এবং তার কোন ব্যাখ্যাও তারা দেননি।...ওয়াহাব ইবনে কাইসান র. জাবির রা. সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মাগরিবের ওয়াক্ত সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন। তাতে তিনি বলেছেন– পরের দিন হযরত জিবরাঈল আ. মাগরিবের ওয়াক্তে আসলেন– সূর্যাস্তের পরে একই সময়ে। হযরত আবু হোরায়রা রা. ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন– পরের দিন আমাকে নিয়ে জিবরাঈল আ. মাগরিবের নামায পড়লেন একই সময়ে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

وَقَالَ أَبُو دَاوُد رَوَى هٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَعْمَرٌ وَمَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا الْوَقْتَ الَّذِي صَلَّى فِيهِ وَلَمْ يُفَسِّرْهُ ـ

উদ্দেশ্য যুহরীর শিষ্যদের ইখতিলাফের বিবরণ দান। উসামা ইবনে যায়েদ লাইসী এ হাদীসটি যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসের সনদ দেখলেই তা বুঝা যাবে। তিনি প্রথমত, নামাযের ওয়াক্তসমূহের আলোচনা ইজমালিভাবে করেছেন। পরবর্তীতে করেছেন বিস্তারিত আকারে। তাছাড়া, ইমাম আবু দাউদ র. যুহরীর যেসব ছাত্রের নাম উল্লেখ করেছেন, তথা মা'মার, মালিক ইবনে উয়াইনা, শো'আইব, লাইস ইবনে সা'দ প্রমুখ নামাযের ওয়াক্তসমূহের আলোচনা সংক্ষেপে করেছেন, বিস্তারিত আলোচনা করেননি। যেরূপভাবে উসামা উল্লেখ করেছেন। উসামা ইবনে যায়েদ লাইসির রেওয়ায়াতে فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ حِيْنَ تَزُولُ الشَّمْسُ থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত এই ইজমালের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত অতিরিক্ত অংশ যুহরীর উপরোক্ত ছাত্রদের রেওয়ায়াতে নেই।

وَكَذَالِكَ اَيْضًا اِلٰى قَوْلِهِ اِلَّا اَنَّ حَبِيْبًا لَمْ يَذْكُرْ بَشِيْرًا ـ

এ উক্তিটির সারনির্যাস হল, এ হাদীসটি হিশাম ও উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন, হাবীব ইবনে আবু মারযূকও উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। যেমন– মা'মার ও মা'মারের শিষ্যগণ যুহরীর ছাত্র ও যুহরী থেকে, তাঁরা উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাবীব ইবনে আবু মারযূক-উরওয়া সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াত মুনকাতি'। কারণ, তিনি বশীরের কথা উল্লেখ করেননি। হিশামের রেওয়ায়াত মুত্তাসিল। যেমন– মা'মার ও তাঁর শিষ্যগণ–যুহরী–উরওয়া সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতগুলো মুত্তাসিল।

قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَرَوٰى وُهَيْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ الخ ـ

এখানে বুঝাতে চেয়েছেন, উল্লেখিত হাদীসে মাগরিবের উল্লেখ উভয় দিনে একই সময়ে হয়েছে। উহাইবও হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মাগরিব উভয় দিনে একই সময়ে হয়েছে।

হযরত আবু হোরায়রা রা. এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আ'স রা. থেকেও হাসসান ইবনে আতিয়্যার হাদীসটি عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে– অর্থাৎ, اى فِى وَقْتٍ বোধহয়, এ উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য, পরবর্তী হাদীসে যে মাগরিব সংক্রান্ত দুই দিনের ইখতিলাফের উল্লেখ রয়েছে, তার ভূমিকা উল্লেখ করা।

٣ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ نَا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ نَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِيْ مُوسٰى عَنْ اَبِيْ مُوسٰى اَنَّ سَائِلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ مَوَاقِيْتِ الصَّلٰوةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا حَتّٰى اَمَرَ بِلَالًا رضـ فَاَقَامَ الْفَجْرَ حِيْنَ انْشَقَّ الْفَجْرُ فَصَلّٰى حِيْنَ كَانَ الرَّجُلُ لَا يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهٖ اَوْ اَنَّ الرَّجُلَ لَا يَعْرِفُ مَنْ اِلٰى جَنْبِهٖ ثُمَّ اَمَرَ بِلَالًا رضـ فَاَقَامَ الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ حَتّٰى قَالَ الْقَائِلُ اِنْتَصَفَ النَّهَارُ وَهُوَ اَعْلَمُ ثم اَمَرَ بِلَالًا رضـ فَاَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ وَاَمَرَ بِلَالًا رضـ فَاَقَامَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَاَمَرَ بِلَالًا رضـ فَاَقَامَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ صَلَّى الْفَجْرَ وَانْصَرَفَ فَقُلْنَا اَطَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاَقَامَ الظُّهْرَ فِيْ وَقْتِ الْعَصْرِ الَّذِيْ كَانَ قَبْلَهٗ وَصَلَّى الْعَصْرَ وَقَدْ اِصْفَرَّتِ الشَّمْسُ او قَالَ اَمْسٰى وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ اَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثم قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ الْوَقْتُ فِيْمَا بَيْنَ هٰذَيْنِ؟

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رضـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَغْرِبِ نَحْوَ هٰذَا قَالَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِلٰى شَطْرِهِ وَكَذٰلِكَ رَوَى ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رضـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

اَلسُّوَالُ : زَيِّنِ الْعِبَارَةَ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ثُمَّ تَرْجِمْ . اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُو دَاوُدَ رح .

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস ঃ ৩। মুসাদ্দাদ............ হযরত আবূ মূসা রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি কোন জবাব দিলেন না। তিনি বিলাল রা.-কে নির্দেশ দিলেন (আযান ও ইকামতের)। তারপর তিনি আযান ও ইকামত দিলেন সুবেহ সাদিক হওয়ার সাথে সাথেই। তারপর তিনি নামায পড়লেন যখন একজন আরেকজনকে চিনতে পারে না (অন্ধকারের দরুন) অথবা একজন তার পার্শ্ববর্তী লোককে চিনতে পারে না। তারপর আবার বিলাল রা.-কে নির্দেশ দিলেন এবং জোহরের নামায পড়লেন যখন সূর্য হেলে পড়ল, যেমন কেউ বলে, দুপুর হয়েছে। অথচ (সূর্য হেলে যাওয়া সম্পর্কে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক জ্ঞাত। তারপর তিনি আবার বিলাল রা.-কে নির্দেশ দিলেন ও আসরের নামায সমাপন করলেন। সূর্য ছিল তখন সাদা ও উঁচুতে। পুনরায় বিলাল রা.-কে নির্দেশ দিলেন ও মাগরিবের নামায পড়লেন– যখন সূর্য ডুবে গিয়েছিল। আবার বিলাল রা.-কে নির্দেশ দিলেন, তারপর ইশার নামায পড়লেন– যখন লাল আভা অন্তর্হিত হল।

পরের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়ে যখন ফিরলেন তখন আমরা বললাম, সূর্য তো মনে হয় উঠে গেছে। তারা জোহরের নামায পড়লেন গত কালের আসরের নামায পড়ার ওয়াক্তে। আর আসর ঐ সময় পড়লেন যখন সূর্য হলুদ বর্ণ হয়ে গিয়েছিল অথবা সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্তে। মাগরিব পড়লেন লালিমা শেষ হওয়ার পূর্বে। সবশেষে ইশা পড়লেন রাতের তৃতীয় ভাগে। এরপর বললেন, সে প্রশ্নকারী কোথায় যে নামাযের ওয়াক্ত জানতে চেয়েছে? নামাযের ওয়াক্ত হচ্ছে এই দুই সময়সীমার মধ্যে।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, জাবির রা. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মাগরিব সম্পর্কে এরূপই বর্ণনা করেছেন। তাতে এও রয়েছে– তিনি ইশার নামায পড়লেন রাতের তৃতীয় ভাগে, কেউ বলেছেন অর্ধরাতে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رضـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَغْرِبِ نَحْوَ هٰذَا .

উদ্দেশ্য হল, সুলাইমান ইবনে মুসা– আতার রেওয়ায়াত যেটি বায়হাকী র. বর্ণনা করেছেন, সেটি আবু দাউদ র.-এর অনুকূল। যেটি আবু দাউদ, আবু বকর ইবনে আবু মূসা–আবু মূসা সূত্রে উল্লেখ করেছেন। এই দুই রেওয়ায়াতে মাগরিবের নামায নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দিন সূর্যাস্তের পর পড়িয়েছেন, আর দ্বিতীয় দিন মাগরিবের নামায শেষ ওয়াক্তে শাফাক অস্তমিত হয়ে যাওয়ার পূর্বে পড়িয়েছেন।

وَكَذٰلِكَ رَوَى ابْنُ بُرَيْدَه . অর্থাৎ, আবু বকর ইবনে আবু মূসা বিশিষ্ট রেওয়ায়াতটি এবং সুলাইমান ইবনে আবু মূসা–আতা–জাবির সূত্রে বর্ণিত হাদীসের মত ইবনে বারীরাও স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, মাগরিবের শুরু ও শেষ ওয়াক্তে ইখতিলাফ সহকারে। কিন্তু এই তিনটি রেওয়ায়াত এই অনুচ্ছেদে দ্বিতীয় হাদীস তথা ওয়াহাব ইবনে কাইসান প্রমুখের রেওয়ায়াতের পরিপন্থী। কারণ, এগুলোতে মাগরিবের শুরু ও শেষ ওয়াক্ত সম্পর্কে মতবিরোধ নেই। বরং উভয় দিনে মাগরিব একই ওয়াক্তে পড়িয়েছেন।

بَابُ فِي مَنْ نَامَ عَنْ صَلٰوةٍ أَوْ نَسِيَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ যে নামায ছেড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে অথবা তা ভুলে গেছে

١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رض- اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ فَسَارَ لَيْلَةً حَتّٰى اِذَا اَدْرَكَنَا الْكَرٰى عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلَالٍ اِكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ قَالَ فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ اِلٰى رَاحِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظِ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا بِلَالٌ رض وَلَا اَحَدٌ مِنْ اَصْحَابِهِ حَتّٰى اِذَا ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلَهُمْ اِسْتِيْقَاظًا فَفَزِعَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا بِلَالُ! رض فَقَالَ اَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي اَخَذَ بِنَفْسِكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ! بِاَبِي اَنْتَ وَاُمِّي فَاقْتَادُوْا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا ثُمَّ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَمَرَ بِلَالًا رض فَاَقَامَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ وَصَلّٰى لَهُمُ الصُّبْحَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلٰوةً فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا، فَاِنَّ اللّٰهَ قَالَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِي - قَالَ يُونُسُ وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا كَذَالِكَ قَالَ اَحْمَدُ قَالَ عَنْبَسَةُ يَعْنِي عَنْ يُونُسَ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ "لِلذِّكْرٰى" قَالَ اَحْمَدُ الْكَرٰى النُّعَاسُ -

اَلسُّوَالُ : زَيِّنِ الْعِبَارَةَ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ثُمَّ تَرْجِمْ - فِي اَيِّ وَقْتٍ لَايَكُوْنُ فِي النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ؟ مَتٰى وَقَعَتْ هٰذِهِ الْوَاقِعَةُ؟ كَيْفَ لَمْ يَسْتَيْقِظِ النَّبِيُّ ﷺ مَعَ اَنَّهُ لَا يَنَامُ قَلْبُهُ؟ مَا الْاِخْتِلَافُ بَيْنَ الْاَئِمَّةِ فِي حُكْمِ مَنْ سَهَا اَوْ نَامَ عَنِ الصَّلٰوةِ فَذَكَرَ اَوْ اِسْتَيْقَظَ فِي هٰذِهِ الْاَوْقَاتِ؟ بَيِّنْ مَذَاهِبَ الْاَئِمَّةِ مَعَ الدَّلَائِلِ وَالْجَوَابِ عَنْ اِسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِيْنَ وَتَرْجِيْحِ الرَّاجِحِ - اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوٗدَ رح -

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ -

হাদীস ঃ ১। আহমদ ইবনে সালিহ.......... হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার যুদ্ধ থেকে ফিরছিলেন। এক রাতে তিনি অবিরাম সফর করতে থাকলেন। অবশেষে আমাদের ক্লান্তিভাব দেখা দিলে শেষরাতের দিকে তিনি (এক জায়গায়) যাত্রাবিরতি করেন। তিনি বিলাল রা.-কে বললেন– তুমি জাগ্রত থাকবে এবং রাতে পাহারাদারী করবে। কিন্তু বিলালও তার উটের সাথে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। এদিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘুম ভাঙ্গল না। বিলালও জাগলেন না। তাঁর সাহাবীদের মধ্যেও কেউ জাগতে পারলেন না। এমনকি যখন রোদের তাপ তাদের গায়ে লাগল তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম জাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন– কি হল বিলাল! বিলাল বললেন, আপনাকে যে সত্তা ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন, আমাকেও তিনিই অচেতন রেখেছেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কুরবান হোন! তারপর তাঁরা তাদের উট নিয়ে কিছু দূর সামনে অগ্রসর হয়ে গেলেন। অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করলেন এবং বিলাল রা.-কে নির্দেশ দিলে বিলাল রা.- তাকবীর

বললেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়লেন। নামায শেষে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নামায পড়তে ভুলে যাবে, সে যেন স্মরণ হতেই উক্ত নামায পড়ে নেয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম করো।" —সূরা তহা ঃ ১৪

ঘুম কখন অপরাধ নয়

তিরমিযী শরীফে আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفْرِيطٌ এ সম্পর্কে হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী কুদ্দিসা সির্‌রুহু বলেন– এই হুকুম তখনকার জন্য প্রযোজ্য, যখন নামাযের সময়ে জাগ্রত হওয়ার পুরো ব্যবস্থা করে ঘুমায় এবং তা সত্ত্বেও জাগ্রত হতে পারেনি। কিন্তু যদি এর কোন ব্যবস্থা না করে এবং জাগ্রত হওয়ার উপকরণ তৈরী না করে, তাহলে এ হাদীসের অন্তর্ভূক্ত সে হবে না। তা'রীসের (শেষরাত্রে অবস্থান করার) হাদীস প্রমাণ করছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলাল রা.-কে তাঁকে জাগানোর নির্দেশ দিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। যদিও পরে হযরত বিলাল রা. ঘুমিয়ে পড়েছিলেন এবং কারো চোখ খোলেনি, তথা কেউ টের পাননি।

এ ঘটনা কখন ঘটেছিল ?

এ ঘটনা ঘটেছিল সপ্তম হিজরীতে খায়বর যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময়।

প্রিয়নবী স.-এর অন্তরতো ঘুমায় না তাহলে তিনি কেন জাগতে পারলেন না?

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তর ঘুমায় না ঠিক। কিন্তু সূর্যোদয়ের বিষয়টি অন্তরে অনুভব করার ব্যাপার নয়। বরং চোখে অনুভব করার ব্যাপার। বস্তুত তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চোখ ঘুমিয়েছিল। এজন্য সূর্যোদয়ের ব্যাপারে টের পান নি।

কাযা কখন পড়তে হবে

فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ঃ এসব শব্দের ব্যাপকতা দ্বারা প্রমাণ পেশ করে ইমামত্রয়ের মাযহাব হল, কাযা নামায ঠিক তখন পড়া জরুরী যখন কেউ ঘুম থেকে জাগ্রত হবে, অথবা তার স্মরণে আসবে। এমনকি সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও দ্বিপ্রহরের মাকরূহ সময়গুলোতেও। তাঁরা মাকরূহ ওয়াক্তে নামায নিষিদ্ধ সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে এই ব্যাপকতা থেকে ব্যতিক্রম ও খাস মনে করেন।

এর পরিপন্থী হানাফীদের মতে কাযা ওয়াজিব হয় ব্যাপক হিসেবে। অর্থাৎ, স্মরণে আসা ও জাগ্রত হওয়ার পর যে কোন সময়ে নামায পড়া যেতে পারে। অতএব, মাকরূহ সময়গুলোতে তা আদায় করা ঠিক নয়। হানাফীগণ মাকরূহ ওয়াক্তে নামায নিষিদ্ধ সংক্রান্ত হাদীগুলো দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন, আর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটিকে এসব হাদীস দ্বারা খাসকৃত মনে করেন।

হানাফীদের প্রাধান্যের কারণসমূহ নিম্নরূপ–

১। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটির কার্যত ব্যাখ্যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা'রীস রজনীর ঘটনায় বর্ণনা করেছেন। এ কারণেই তা'রীসের হাদীস এ ঘটনায় মূলের মর্যাদা রাখে। এখানে বিষয়টি স্পষ্ট বিদ্যমান রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সজাগ হয়েই সেখানে নামায পড়ার পরিবর্তে সেখান থেকে সফর করে সামান্য আগে তাশরীফ নিয়ে গেছেন। সেখানে গিয়ে নামায আদায় করেছেন, যখন সূর্য অনেকটুকু উপরে উঠে গেছে।

○ হাফিজ ইবনে হাজার র. এই হাদীসের এই উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেছেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কারণে নামায বিলম্বিত করেননি যে, সেটি মাকরূহ ওয়াক্ত ছিল; বরং এই বিলম্ব ও সেখান থেকে

রওয়ানা এজন্য করেছিলেন যাতে শয়তানের প্রভাবের স্থান উপত্যকা থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী রয়েছে– فَإِنَّ هٰذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيْهِ الشَّيْطَانُ (কারণ, এটি এরূপ এক মঞ্জিল যাতে আমাদের নিকট শয়তান উপস্থিত হয়েছিল।)

✪ কিন্তু এই উত্তরটি দুর্বল। কারণ, কোন স্থানে শয়তানী প্রভাব পড়া নামাযকে ওয়াজিব ওয়াক্ত থেকে বিলম্বিত করার কোন শরঈ কারণ নয়; বরং নামায শয়তানী প্রভাবের প্রতিষেধক। অতএব, বাস্তব ঘটনা এটাই যে, সেখানে নামায দেরী করেছিলেন মাকরূহ ওয়াক্ত অতিক্রম করার জন্য। কিন্তু জায়িয ওয়াক্তের অপেক্ষায় যতটুকু সময় অতিক্রান্ত হয় এটাকে তিনি সে উপত্যাকায় ব্যয় করতে পছন্দ করেননি, সামনে এগিয়ে গেছেন। আর এর কারণ বর্ণনা করেছেন فَإِنَّ هٰذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيْهِ الشَّيْطَانُ (কারণ, এটি এরূপ এক মঞ্জিল যাতে আমাদের নিকট শয়তান উপস্থিত হয়েছিল।)

✪ অবশ্য একটি রেওয়ায়াত দ্বারা এখানে প্রশ্ন হতে পারে, সেটি হচ্ছে মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাকে এই রেওয়ায়াতটি ইবনে জুরাইজ 'আতা সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে নিম্নোক্ত শব্দগুলো–

فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِيْ مَعْرَسِهٖ ثُمَّ سَارَسَاعَةً ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ ـ

'অতঃপর তিনি তাঁর রাতের অবস্থানস্থলে দু'রাক'আত নামায পড়লেন। অতঃপর কিছুক্ষণ সফর করলেন। তারপর ফজরের নামায আদায় করলেন।'

কিন্তু প্রথমতঃ তো এ রেওয়ায়াতটি দুর্বল। কারণ, এটি হল হযরত আ'তার মুরসাল। তাঁর মুরসালগুলো সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনের উক্তি হল– وَمَرَاسِيْلُ عَطَاءٍ اَضْعَفُ الْمَرَاسِيْلِ

তথা তাঁর মুরসাল হাদীসগুলো সমস্ত মুরসালের মধ্যে দুর্বলতম। বিশেষতঃ যখন তাতে অন্য সমস্ত নির্ভরযোগ্য রাবীদের সাথে বিরোধিতা হয়, যাঁরা শুধু অন্য জায়গায় যেয়ে নামায পড়ার কথা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া যদি এই রেওয়ায়াতটি সঠিক মেনে নেয়া হয়, তবুও প্রশ্ন হয় যদি তাতে শয়তানী প্রভাব সত্ত্বেও দু'রাকআত পড়া যায়, তাহলে আর দু'রাক'আত পড়তে অসুবিধা ছিল কি?

✪ হানাফীদের উপরোক্ত প্রমাণের একটি উত্তর আল্লামা নববী র. এই দিয়েছেন যে, নামাযে বিলম্ব মাকরূহ ওয়াক্ত হওয়ার কারণে ছিল না; বরং এর কারণ ছিল, সাহাবায়ে কিরাম তখন প্রয়োজনীয় হাজতে মশগুল ছিলেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটিও যথার্থ নয়। কারণ, হাজত থেকে অবসর হওয়ার পর এই প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হয়ে গেছে। সেসময় নামায পড়ে নেয়া উচিত হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়েননি। বরং সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে অন্যত্র পৌঁছে নামায পড়েছেন। তাছাড়া ত্বাহাভীর এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী হাজত সেরে অবসর লাভ করেছিলেন অন্যত্র পৌঁছে।

২। মাকরূহ ওয়াক্তগুলোতে নামায নিষিদ্ধ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির। আর এসব ওয়াক্তে সব ধরনের নামায নাজায়িয সাব্যস্ত করা হয়েছে। এই অবৈধতার ব্যাপকতায় কাযা নামাযগুলোও শামিল হয়ে যায়।

৩। স্বয়ং ইমাম শাফিঈ র. আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসের শব্দ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا (যখন তা স্মরণ করবে তখন তা সে নামায আদায় নিবে।) এর ব্যাপকতার উপর আমল করেন না। কারণ, তাঁদের মতেও কোন কোন অবস্থায় নামায বিলম্বিত করা জরুরী হয়ে পড়ে। যেমন কোন মহিলার এমন সময় নামাযের কথা স্মরণ হল, যখন সে ছিল ঋতুবতী। তখন ইমাম শাফিঈ র.-এর মতেও এই মহিলার জন্য পবিত্র হওয়া পর্যন্ত নামায বিলম্বিত করা জরুরী। যেন এ স্থানে ব্যাপকতা শেষ হয়ে গেল। অতএব, মাকরূহ সময়গুলোতে খাস করে নিতে অসুবিধা কি?

✪ বাস্তবতা হল, এ হাদীসের অর্থ শুধু এতটুকু যে, স্মরণ আসার পর শরঈ মূলনীতি মুতাবিক নামায আদায় করতে হবে। এবার যদি শরঈ মূলনীতি অনুযায়ী নামায বিলম্বিত করার কোন কারণ থাকে তাহলে বিলম্বিত করা ওয়াজিব হবে।

৪. আল্লামা বাহরুল উলূম লাখনভী র. 'রাসায়িলুল আরকানে' আরেকটি পদ্ধতিতে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন- إِذَا ذَكَرَهَا বাক্যে إِذَا হরফটি যেরূপভাবে জরফের (অধিকরণের) অর্থে ব্যবহৃত হয় এরূপভাবে শর্তের অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন, কবির উক্তিতে রয়েছে- إِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَجَمَّلْ 'যদি তোমার হাজত-প্রয়োজন দেখা দেয় তবে তুমি উত্তমরূপে ধৈর্যের পরিচয় দাও।'

এবার যদি আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস إِذَا ذَكَرَهَا-কে إِنْ ذَكَرَهَا-এর অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে কোন প্রশ্নই থাকবে না। কারণ, এমতাবস্থায় অর্থ হবে, যদি স্মরণে এসে যায় তাহলে নামায পড়ে নাও। প্রকাশ থাকে যে, এই স্মরণ আসা ওয়াক্তের সাথে শর্তায়িত নয়।

হযরত গাঙ্গুহী র. বলেছেন- আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটি নামায আদায়ের বিবরণে নস, আর ওয়াক্তের বিবরণে জাহির। বস্তুতঃ নস জাহিরের উপর প্রাধান্য লাভ করার বিষয়টি সুনির্ধারিত। -আল-কাওকাবুদ দুররী ১/১০০

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ يُونُسُ وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا كَذَالِكَ .

এ উক্তির সারমর্ম হল, যুহরী র.-এর শিষ্য ইউনুস বলেন, আমার উস্তাদ যুহরী র. এ হাদীসের বিবরণে এ আয়াত থেকে এরূপভাবে مُعَرَّفٌ بِاللَّامِ بِلَا اِضَافَتِ اِلٰى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ পড়তেন। এ উদ্দেশ্য নয় যে, তিনি কুরআন মজীদেও এ আয়াতটি এরূপভাবে পড়তেন।

قَالَ اَحْمَدُ قَالَ عَنْبَسَةُ يَعْنِى عَنْ يُونُسَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ .

এই উক্তিটি ইমাম আবু দাউদ র. এর উস্তাদ আহমদের। এর সারনির্যাস হল, আমবাসা যে, এ হাদীসে لِلذِّكْرٰى . আলিফে মাকসুরাসহ পড়েছেন, যদিও তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেননি, এটি ইউনুসের পক্ষ থেকে বলেন, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য হল, তিনি ইউনুস থেকেই অনুরূপ রেওয়ায়াত করেন। কারণ, ইউনুস বলেন, আমার উস্তাদ ইবনে শিহাব যুহরী এ হাদীসে لِلذِّكْرٰى مُعَرَّفٌ بِاللَّامِ আলিফে মাকসুরা সহকারে পড়তেন। যেন এর দ্বারা ইবনে ওয়াহাবের রেওয়ায়াতটিকে শক্তি পৌঁছানো উদ্দেশ্য। কারণ, ইবনে ওয়াহাবও ইবনে শিহাব যুহরী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এর জন্য এই অনুচ্ছেদের প্রথম হাদীসের সনদ ও মূলপাঠ দেখা উচিত।

٢ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا اَبَانُ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض فِيْ هٰذَا الْخَبَرِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ تَحَوَّلُوْا عَنْ مَكَانِكُمُ الَّذِيْ اَصَابَتْكُمْ فِيْهِ الْغَفْلَةُ قَالَ فَاَمَرَ بِلَالًا فَاَذَّنَ وَاَقَامَ وَصَلّٰى .

قَالَ اَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَالْاَوْزَاعِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ اِسْحَاقَ لَمْ يَذْكُرْ اَحَدٌ مِنْهُمُ الْاَذَانَ فِي حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ هٰذَا وَلَمْ يُسْنِدْهُ مِنْهُمْ اَحَدٌ اِلَّا الْاَوْزَاعِيُّ وَاَبَانُ الْعَطَّارُ عَنْ مَعْمَرٍ .

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا بَعْدَ التَّشْكِيلِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الاِمَامُ اَبُو دَاوُدَ رح ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ

হাদীস ঃ ২। মূসা ইবনে ইসমাঈল......... আবু হোরায়রা রা. থেকে এ হাদীসই বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– তোমরা ঐ স্থান থেকে সরে যাও যেখানে তোমাদেরকে উদাসীনতা পেয়ে বসেছিল। তারপর বিলালকে নির্দেশ দিলে তিনি আযান ও ইকামত দিলেন এবং তিনি নামায পড়ালেন।

আবু দাউদ র. বলেন, হাদীসটি মালিক, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, আওযাঈ ও আবদুর রায্যাক র. মা'মার ও ইবনে ইসহাক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের কেউই যুহরী বর্ণিত এ হাদীসে মা'মার থেকে আওযাঈ ও আবান আল-আত্তার ছাড়া আযানের উল্লেখ করেননি।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَالْاَوْزَاعِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنُ اِسْحَاقَ ـ

প্রকাশ থাকে যে, বাহ্যত ইমাম আবু দাউদ র.-এর এই ইবারত দ্বারা একটি বিভ্রান্তি হয় যে, মালিক সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, আওযাঈ এবং আবদুর রায্যাক সবাই মা'মার থেকে বর্ণনা করেছেন। অথচ ব্যাপারটি তা নয়, বরং মা'মার থেকে বর্ণনাকারী শুধু আবদুর রায্যাক। কারণ, শুধু আবদুর রায্যাকই মা'মারের শিষ্য। অন্যরা ইবনে শিহাব যুহরী র.-এর ছাত্র। অতএব, ইমাম আবু দাউদের এই ইবারতের অর্থ এরূপ বলা উচিত যে, ইবনে ইসহাকের আত্ফ মালিকের উপর অথবা আওযাঈর উপর করতে হবে। কারণ, ইবনে ইসহাকও ইবনে শিহাব যুহরীর প্রত্যক্ষ ছাত্র। মোটকথা, মালিক সুফিয়ান, আওযাঈ ইবনে ইসহাক তাঁরা সবাই ইবনে শিহাব যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুর রায্যাক মা'মার সূত্রে ইবনে শিহাব যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। কারণ, মা'মার ইবনে শিহাবের ছাত্র। কাজেই আবদুর রায্যাক মা'মারের ছাত্র হওয়ার কারণে যুহরী থেকে প্রত্যক্ষভাবে কিভাবে রেওয়ায়াত করতে পারেন?

মোটকথা, যুহরীর শিষ্যগণ এ হাদীসটি যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন, তবে তাঁরা সবাই আযানের উল্লেখে মা'মারের পরিপন্থী বর্ণনা করেছেন। কারণ, তাদের রেওয়ায়াতে আযানের উল্লেখ নেই। এর পরিপন্থী মা'মারও যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে আযানের উল্লেখ রয়েছে। অতঃপর, মা'মারের দুই ছাত্র আবদুর রায্যাক ও আবান আল আত্তার–মা'মার সূত্রেও ইখতিলাফ হয়ে গেছে। আবদুর রায্যাক মা'মার সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আযানের উল্লেখ করেননি। আবান আত্তার-মা'মার এর রেওয়ায়াতে আযানের উল্লেখ আছে। অতএব, আবদুর রায্যাক আবান আত্তারের বিপরীত হয়ে গেলেন।

✪ বাহ্যত ইমাম আবু দাউদ র.-এর উপরোক্ত উক্তি দ্বারা ধারণা হয় যে, মালিক, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, আওযাঈ ও আবদুর রায্যাক এঁরা সবাই মা'মার থেকে বর্ণনা করেছেন। অথচ ব্যাপারটি তা নয়। বরং মা'মার থেকে রেওয়ায়াতকারী শুধু আবদুর রায্যাক। কারণ, তিনিই মা'মারের শিষ্য, অন্যরা মা'মারের সূত্র ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে ইবনে শিহাব যুহরীর ছাত্র। কাজেই ইমাম আবু দাউদ র.-এর উপরোক্ত ইবারতের অর্থ এরূপ বলতে হবে যে, ইবনে ইসহাকের আতফ মালিকের উপর অথবা আওযাঈর উপর। কারণ, ইবনে ইসহাকও প্রত্যক্ষভাবে যুহরীর ছাত্র। অতএব, সারমর্ম এই দাঁড়াবে যে, মালিক, সুফিয়ান, আওযাঈ এবং ইবনে ইসহাক এঁরা সবাই ইবনে শিহাব যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুর রায্যাক মা'মার সূত্রে যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। কারণ, মা'মার ইবনে শিহাবের ছাত্র। অতএব, আবদুর রায্যাক মা'মারের ছাত্র হওয়ার পর প্রত্যক্ষভাবে যুহরী থেকে কিভাবে

বর্ণনা করতে পারেন। এ উক্তিটির সারনির্যাস দাঁড়াবে যুহরীর শিষ্যগণ এ হাদীসটি যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা সবাই আযানের উল্লেখে মা'মারের পরিপন্থী বিবরণ দিয়েছেন। কারণ, তাঁরা কেউ যুহরী থেকে আযানের বিবরণ দেননি। মা'মার যুহরী থেকে আযানের বিবরণ দিয়েছেন।

অতঃপর, মা'মারের দুই শিষ্য আবদুর রায্যাক ও আবান আত্তার-মা'মারেও ইখতিলাফ করেছেন। আবদুর রায্যাক- মা'মার সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আযানের আলোচনা নেই। আবান আত্তার-মা'মার সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আযানের উল্লেখ রয়েছে। তাহলে আবদুর রায্যাক আবানের বিরোধী হয়ে গেছেন।

وَلَمْ يُسْنِدْهُ مِنْهُمْ اَحَدٌ اِلَّا الْاَوْزَاعِىُّ وَاَبَانُ الْعَطَّارِ عَنْ مَعْمَرٍ ـ

এ উক্তিটির সারমর্ম হল, যুহরীর শিষ্যগণ সবাই উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ব্যতিক্রম শুধু আওযাঈ র.। তিনি ছাড়া এ হাদীসটি অন্য কেউ মারফূ আকারে বর্ণনা করেননি। মা'মার যুহরীর শিষ্য। তার থেকে হাদীস বর্ণনাকারী আবান আল আত্তার ও আবদুর রায্যাক এ দু'জনের মধ্য থেকে শুধু আবান আল আত্তার মারফূ আকারে বর্ণনা করেছেন। আবদুর রায্যাক বর্ণনা করেছেন মুরসাল আকারে। হতে পারে স্বয়ং যুহরী এ হাদীসটিকে কখনও মুরসাল, আবার কখনও মারফূ আকারে বর্ণনা করেছেন। অতএব, তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে মুরসাল হবে না মারফূ- এ সম্পর্কে ইখতিলাফ হয়ে গেল।

١١ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ نَا حَجَّاجٌ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ ثَنَا حَرِيْزٌ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اَبِى الْوَزِيْرِ ثَنَا مُبَشِّرٌ يَعْنِى الْحَلَبِىَّ حَدَّثَنَا حَرِيْزٌ يَعْنِى ابْنَ عُثْمَانَ حَدَّثَنِى يَزِيْدُ بْنُ صُبْحٍ عَنْ ذِىْ مِخْبَرِ الْحَبَشِىِّ وَكَانَ يَخْدُمُ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ هٰذَا الْخَبْرِ قَالَ فَتَوَضَّأَ يَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ وُضُوْءً لَمْ يَلُثَّ مِنْهُ التُّرَابَ ثُمَّ اَمَرَ بِلَالاً رض فَاَذَّنَ ثُمَّ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ عَجِلٍ ثُمَّ قَالَ لِبِلَالٍ اَقِمِ الصَّلٰوةَ ثُمَّ صَلّٰى وَهُوَ غَيْرُ عَجِلٍ قَالَ حَجَّاجٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ صُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِى ذُو مِخْبَرٍ رَجُلٌ مِنَ الْحَبَشَةِ وَقَالَ عُبَيْدٌ يَزِيْدُ بْنُ صُبْحٍ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ سَنَدًا وَمَتْنًا بَعْدَ التَّشْكِيْلِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رح ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ১১। ইবরাহীম.........যু-মিখ্‌বার আল-হাবশী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি ছিলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদেম। তার বর্ণিত হাদীসে রয়েছে- নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযূ করলেন এতটুকু পরিমাণ পানি দিয়ে যে, তাতে জমিন ভিজল না। তারপর বিলাল রা.-কে নির্দেশ দিলে তিনি আযান দিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে ও ধীরে সুস্থে দুই রাকআত সুন্নাত পড়লেন। তারপর বিলাল রা.-কে নামাযের ইকামত দিতে বললেন, অতঃপর তিনি সুস্থিরভাবে ফরয নামায পড়ালেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ غَيْرُ حَجَّاج قَالَ عَنْ حَجَّاج ঃ এটি একটি কপি। অন্য কপিতে قَالَ حَجَّاجٌ এসেছে। আরেক কপিতে قَالَ غَيْرُ حَجَّاج এসেছে। প্রথম কপি অনুযায়ী قال এর যমীর ইমাম আবু দাউদের উস্তাদ ইবরাহীমের দিকে ফিরেছে। দ্বিতীয় কপি

অনুযায়ী قال -এর ফায়েল ইসমে জাহের হাজ্জাজ। তৃতীয় কপি অনুযায়ী হতে পারে, গায়রে হাজ্জাজ দ্বারা উদ্দেশ্য ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম। যাঁর আলোচনা পরবর্তী হাদীসে আসছে–

عَنْ يَزِيْدَ بْنِ صُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِى ذُو مِخْبَرٍ رَجُلٌ مِنَ الحَبَشَةِ وَقَالَ عُبَيْدٌ يَزِيدُ بْنُ صُلحٍ -

এক কপিতে এসেছে ইয়াযীদ ইবনে সালিহ লিপিবদ্ধ কপিতে ইয়াযীদ ইবনে সুবহ। এ উক্তিটির সারমর্ম হল, ইমাম আবু দাউদ এর মতে তাঁর উস্তাদ ইবরাহীম ইবনে হাসান বলেছেন– তার শায়খ হাজ্জাজ থেকে আর তিনি হুরাইয থেকে। قَالَ يَزِيدُ بْنُ صُلَيْحٍ ইয়াযীদ ইবনে সুলাইহ বলেছেন, আবু দাউদের অন্য উস্তাদ উবাইদ ইবনে আবুল ওয়াযীর তাঁর সনদে حَدَّثَنَا حُرَيْزٌ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ صَالِحٍ اَوِ ابْنُ صُلحٍ او اَبْنُ صُبحٍ সূত্রে বর্ণনা করেছেন ইবনে সুলহ-এর জায়গায়। এ হিসেবে রেওয়ায়াতগুলোর শব্দে পার্থক্য হয়ে গেছে।

بَابُ مَتٰى يُؤْمَرُ الْغُلَامُ بِالصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ শিশুকে কখন নামাযের নির্দেশ দেয়া হবে

٣- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِى دَاوُدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمُزَنِيِّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ وَإِذَا زَوَّجَ اَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ او اَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرِ إِلٰى مَادُوْنَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ -

قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَهِمَ وَكِيعٌ فِى إِسْمِهِ وَرَوٰى عَنْهُ اَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ هٰذَا الحَدِيْثَ فَقَالَ اَبُو حَمْزَةَ سَوَّارُ الصَّيْرَفِيُّ -

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الحَدِيْثَ سَنَدًا وَمَتْنًا بَعْدَ التَّشْكِيلِ - مَتٰى يُعَلِّمُ الغَلَامَ الصَلٰوةَ؟ هَلْ هُوَ مُكَلَّفٌ حِيْنَمَا يَكُونُ عُمْرُهُ سَبْعَ سِنِيْنَ ؟ شَرِّحْ بِالدَّلَائِلِ الوَاضِحَةِ، اَوْضِحْ مَا قَالَ الامَامُ اَبُو دَاوُدَ رح -

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ -

হাদীস ঃ ৩। যুহাইর ইবনে হারব........... দাউদ ইবনে সাওয়ার আল-মুযানী র. একই সনদ ও অর্থে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে এটুকু বেশি রয়েছে– যখন কেউ তার বাঁদীকে তার গোলাম বা চাকরের সাথে বিয়ে দেয়, তারপর যেন সে তার নাভির নিচে ও হাঁটুর উপরে না তাকায়।

আবু দাউদ র. বলেন, ওয়াকী র. দাউদ ইবনে সাওয়ারের নাম বুঝতে ভুল করেছেন। আবু দাউদ তায়ালিসী তাঁর সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আবু হামযা সাওয়ার আস-সায়রাফী আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَهِمَ وَكِيعٌ فِى إِسْمِهِ وَرَوٰى عَنْهُ اَىْ عَنْ سَوَّارِ بْنِ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثَ اَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فَقَالَ حَدَّثَنَا اَبُو حَمْزَةَ سَوَّارُ الصَّيْرَفِيُّ الخ -

এ ইবারতটির সারনির্যাস হল, আবু দাউদ তায়ালিসী ও ওয়াকী' উভয়ে সাওয়ার ইবনে দাউদ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ওয়াকী'র ভুল হয়ে গেছে সাওয়ারের নামের ব্যাপারে। তিনি দাউদ ইবনে সাওয়ার

বলে দিয়েছেন। অথচ বাস্তব হলে সাওয়ার ইবনে দাউদ আবু হামযা মুযানী আসসায়রাফী। এদিকেই গ্রন্থকার পরবর্তী হাদীসে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেন– فَقَالَ هُوَ سَوَّارُبْنُ دَاوُدَ اَبُوْ حَمْزَةَ الْمُزَنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ

৭ বছর হলে নামায শেখানো জরুরী

গোলাম শব্দটির প্রয়োগ আভিধানিকভাবে কত বছর থেকে কত বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে এ বিষয়টি বিতর্কিত।

হাদীস শরীফে শিশুর অভিভাবকদেরকে নামাযের নির্দেশ দেয়ার জন্য হুকুম করা হয়েছে। বাপ-দাদা ইত্যাদি অভিভাবকের দায়িত্ব হল ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, সাত বছর হলেই নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া এবং নামায পড়ার পদ্ধতি এর রুকন ওয়াজিব ইত্যাদি শিখানো। ফুকাহায়ে কিরাম লিখেছেন, নামাযের এই প্রশিক্ষণে যদি পারিশ্রমিক দেয়ার প্রয়োজন হয় তবে শিশুর মাল থেকে দিবে। যদি তার কাছে সম্পদ থাকে। অন্যথায় বাপের সম্পদ থেকে দিবে। আর যদি তার কাছেও সম্পদ না থাকে তবে শিশুর মায়ের সম্পদ থেকে দিবে।

সাত বছর হলে শিশুর ভাল-মন্দ পার্থক্য করার জ্ঞান সাধারণত হয়ে যায়। ডান-বামের তফাৎ বুঝতে পারে। এজন্যই সাত বছরের শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। যদি মেনে নিই তখনও এরূপ ভাল-মন্দ পার্থক্য করার জ্ঞান না হয়, তবে তাকে নামাযের নির্দেশ দেয়ার দরকার নেই। কারণ, এতটুকু বুঝ জ্ঞানহীন শিশুর নামায সহীহ নয়।

শিশু কি শরঈ ভাবে নামাযের জন্য আদিষ্ট?

নাবালেগ শিশুকে নামাযের হুকুম অভ্যস্থ বানানোর জন্য। ফরয হওয়ার আগেই যদি নামাযের অভ্যাস হয়ে যায় তাহলে পরবর্তীতে নামায পড়া সহজ হবে। যে কাজ যত গুরুত্বপূর্ণ হয় তার প্রস্তুতিও ততপূর্বেই নেয়া হয়। মা মেয়ের বিয়ের জন্য আসবাব-উপকরণ তৈরির প্রস্তুতি অনেক বছর আগে থেকেই শুরু করে। কম বয়স্ক বাচ্চা স্বভাবজাত বিষয়ের নিকটবর্তী থাকে। বয়স যত বাড়তে থাকে নফস আম্মারার দখল তত শুরু হয়ে যায়। বড় হয়ে যাওয়ার পর নিয়ন্ত্রণে আসা মুশকিল। হাদীস শরীফে আরো বলা হয়েছে– وَاِذَا بَلَغَ عَشَرَ سِنِيْنَ فَاضْرِبُوْهُ عَلَيْهَا

অর্থাৎ দশ বছরে পৌঁছলে অথবা দশ বছর পেরিয়ে গেলে নামায না পড়লে মারার নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু এতে ভীষণ মারধর হবে না। ব্যাখ্যাতাগণ লিখেন, দশ বছরের বাচ্চা বালিগ হওয়ার নিকটবর্তী হয়ে যায়। তাছাড়া তার মধ্যে মার সহ্য করার ক্ষমতা এসে যায়। এজন্য মারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া হাদীসে নামাযের নির্দেশ দিতে অভিভাবকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, শিশুদেরকে নয়। কারণ, তাদের উপর এখনও দায়-দায়িত্বই চাপেনি। হাদীস শরীফে আছে, তিন ব্যক্তি থেকে দায়-দায়িত্ব তুলে নেয়া হয়েছে– رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّٰى يَبْرَأَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتّٰى يَحْتَلِمَ ১. পাগল ভাল হওয়ার পূর্বে, ২. ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত হওয়ার পূর্বে এবং ৩. শিশু যতক্ষণ না বালিগ হবে। –আবু দাউদ, আহমদ

অধিকাংশ আলিমের মত হল, অভিভাবকদের প্রতি এই নির্দেশ ওয়াজিবরূপেই এসেছে। আর কারো কারো মতে, মুস্তাহাব। উসূলীগণ লিখেছেন– কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ দানের হুকুম করা প্রত্যক্ষভাবে তার প্রতি হুকুমের নামান্তর নয়। অতএব, مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلٰوةِ দ্বারা শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে শিশুর আদিষ্ট হওয়া আবশ্যক হয় না। বরং সে আদিষ্ট হয় অভিভাবকের পক্ষ থেকে।

মানহাল গ্রন্থকার লিখেন, এ ব্যাপারে মালিকীদের বিরোধ রয়েছে। তারা বলেন, কোন জিনিসের হুকুম করার নির্দেশ সে জিনিসের হুকুমের নামান্তর। অতএব, তাদের মতে শরীয়ত প্রবর্তকের পক্ষ থেকে শিশুকে নামাযের জন্য আদিষ্ট মনে করা হয়। কিন্তু মুস্তাহাবরূপে, ওয়াজিবরূপে নয়।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা শাফিঈদের প্রমাণ

ইমাম খাত্তাবী শাফিঈ র. وَإِذَا بَلَغَ عَشَرَ سِنِيْنَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন যে, বালিগ হওয়ার পর শিশু নামায তরক করলে তাকে এর চেয়ে বেশি শাস্তি দেয়া হবে। আর মারের চেয়ে অধিক শাস্তি হত্যা ছাড়া আর কি হতে পারে? এজন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামত্রয়ের মাযহাব এটাই।

ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতে, নামায বর্জনের শাস্তি মার ও বন্দি করে রাখা। হত্যা করা জায়েয নেই। ইমাম সাহেব র.-এর প্রমাণ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الخ এ হাদীসে একজন মুসলমানকে হত্যার কারণ তিনটিতে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে- ১. কিসাস, ২. বিবাহিত ব্যক্তির জ্বিনা এবং ৩. মুরতাদ হয়ে যাওয়া।

তাছাড়া তাঁর এ বক্তব্যও সঠিক নয় যে, মারের পর স্তর হল হত্যারই। স্বয়ং মারেরই বিভিন্ন প্রকার আছে। ভীষণ মার ও হালকা মার। তাছাড়া জেলে আবদ্ধ করা সহকারে এবং তাছাড়া। এমনিভাবে বালেগ হওয়ার পূর্বে যে মার হবে সেটি হবে শিষ্টাচার শেখানোর উদ্দেশ্যে। আর বালিগ হওয়ার পর মার দেওয়া হবে সতর্ক করার জন্য। যা পূর্বের শাস্তি অপেক্ষা কঠোরতর। অতএব, ইমাম খাত্তাবী র. প্রমুখের প্রমাণ সঠিক নয়।

হাদীস শরীফে নির্দেশ দেয়া হয়েছে فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ অর্থাৎ, ভাইবোন দশ বছর বয়স্ক হলে এক স্থানে সতর ঢাকা ব্যতীত ঘুমাবে না। যাতে এক দেহের স্পর্শ অপরটির সাথে না হয়। আর যদি প্রত্যেকেই কাপড়ে সতর ঢেকে নেয় তবে এটাই বিচ্ছেদের জন্য মোটামুটি যথেষ্ট। যদিও এক চাদরের নিচেই হোক না কেন। কিন্তু উত্তম হল- দশ বছরের পর প্রতিটি বাচ্চার বিছানা আলাদা আলাদা থাকা। কারণ, দশ বছর বয়স হলে যৌন চাহিদার সম্ভাবনা এসে যায়।

–বযলুল মাজহুদ

ইবনে রিসলান فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ এর অধীনে লিখেন, অর্থাৎ দুই ভাই হলেও বিচ্ছেদ করা উচিত। যদি ভাইবোন হয় তবে বিচ্ছেদ করতে হবে উত্তম রূপেই। এই ব্যাখ্যা তখন হবে যখন فَرِّقُوا এর আতফ وَاضْرِبُوهُمْ এর উপর মেনে নেয়া হয়। বস্তুতঃ এটির আতফ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ এর উপরও হতে পারে। তখন আতফের দাবী হবে সাত বছর বয়সেই বিছানা আলাদা করে দেয়া। তবে দুররে মুখতার ইত্যাদি গ্রন্থে দশ বছরের উক্তিটিকেই গ্রহণ করা হয়েছে।

وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ الخ এখানে খাদেম দ্বারা উদ্দেশ্য বাদী। অর্থাৎ যখন মনিব নিজের কোন বাদীকে বিয়ে দিবে যদিও নিজের গোলামের কাছেই দিয়ে দিক না কেন, অথবা নিজের কোন চাকর শ্রমিকের কাছেই হোক না কেন, তখন মনিবের জন্য সে বাদীর সতরের দিকে তাকানো জায়িয নেই। এদ্বারা বুঝা গেল, সতর ছাড়া অন্যান্য অংশ দেখতে পারবে। মাসাআলা এটাই। তবে যৌন চাহিদা ছাড়া। যৌন চাহিদা সহ দেখা সতর ছাড়া অন্য অংশের দিকেও জায়িয নেই। কারণ, বিয়ের পর সে বাদী মনিবের উপরও হারাম হয়ে গেছে।

إِذَا عَرَفَ يَمِيْنَهُ مِنْ شِمَالِهِ অর্থাৎ, শিশু যখন এরূপ বয়সে পৌঁছে যায়, যখন ডান-বাম পার্থক্য করতে পারে তখন একে নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া উচিত। সাধারণত এতটুকু বুঝ জ্ঞান সাত বছরেই হয়ে যায়। এজন্যই সাত বছরের কথা বলা হয়েছে।

–আদদুররুল মনযূদ ঃ ২/৮২-৮৪

بَابُ بَدْءِ الْاَذَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ আযানের সূচনা

١- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْخَتَلِيُّ وَزِيَادُ بْنُ اَيُّوبَ وَحَدِيثُ عَبَّادٍ اَتَمُّ قَالَا ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِي بِشْرٍ قَالَ قَالَ زِيَادٌ اَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ اَبِي عُمَيْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عُمُوْمَةٍ لَهُ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ اِهْتَمَّ النَّبِيُّ ﷺ لِلصَّلٰوةِ كَيْفَ يَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا فَقِيْلَ لَهُ اَنْصِبْ رَايَةً عِنْدَ حُضُوْرِ الصَّلٰوةِ فَاِذَا رَأَوْهَا اٰذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَالِكَ -

قَالَ فَذُكِرَ لَهُ الْقُنْعُ يَعْنِي الشَّبُّوْرَ وَقَالَ زِيَادٌ شَبُّوْرُ الْيَهُوْدِ فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَالِكَ وَقَالَ هُوَ مِنْ اَمْرِ الْيَهُوْدِ قَالَ فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوْسُ فَقَالَ هُوَ مِنْ اَمْرِ النَّصَارٰى فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ مُهْتَمٌّ لِهَمِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاُرِيَ الْاَذَانَ فِيْ مَنَامِهِ، قَالَ فَغَدَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَاَخْبَرَهُ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنِّيْ لَبَيْنَ نَائِمٍ وَيَقْظَانَ اِذْ اَتَانِيْ اٰتٍ فَاَرَانِيْ الْاَذَانَ -

قَالَ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رض قَدْ رَاٰهُ قَبْلَ ذَالِكَ فَكَتَمَهُ عِشْرِيْنَ يَوْمًا قَالَ ثُمَّ اَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُخْبِرَنِيْ فَقَالَ سَبَقَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا بِلَالُ قُمْ فَانْظُرْ مَايَاْمُرُكَ بِهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ فَافْعَلْهُ، قَالَ فَاَذَّنَ بِلَالٌ!

قَالَ اَبُوْ بِشْرٍ فَاَخْبَرَنِيْ اَبُوْ عُمَيْرٍ اَنَّ الْاَنْصَارَ تَزْعَمُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ لَوْلَا اَنَّهُ كَانَ يَوْمَئِذٍ مَرِيْضًا لَّجَعَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُؤَذِّنًا -

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ ثم زَيِّنْهُ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ - كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْاَذَانِ؟ فِيْ اَيِّ سَنَةٍ كَانَ تَعْلِيْمُ الْاَذَانِ ؟ رُؤْيَا الْاَوْلِيَاءِ حُجَّةٌ؟ مَا يُفْهَمُ مِنَ الْحَدِيْثِ؟ وَمَا جَوَابُكَ؟ اَجِبْ مَعَ دَفْعِ التَّعَارُضِ بَيْنَ الْاَحَادِيْثِ فِيْ هٰذِهِ - شَرِّحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ -

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

হাদীস ঃ ১। আব্বাদ ইবনে মূসা .... হযরত আবু উমাইর ইবনে আনাস র. থেকে তার এক আনসারী চাচা সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য লোকদের কিভাবে সমবেত করবেন সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। কেউ বলল, নামাযের সময় উপস্থিত হলে একটা পতাকা স্থাপন করুন। তা দেখে একজন অপরজনকে সংবাদ জানিয়ে দেবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এটা পছন্দ হল না। আবার কেউ ইহুদীদের ন্যায় শিংগা-ধ্বনি দেয়ার প্রস্তাব দিল। এটাও রাসসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পছন্দ হল না। কারণ, এটা ছিল ইহুদীদের কাজ। কেউ নাকূস তথা ঘন্টা ধ্বনি ব্যবহারের প্রস্তাব দেন। তিনি বললেন ঃ এটা খৃষ্টানদের বিষয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা. এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভাবনা মাথায় নিয়ে চলে গেলেন। স্বপ্নে তাকে আযান শিখিয়ে দেয়া হল। ভোরে হযরত 'আবদুল্লাহ রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গিয়ে তাঁকে এ বিষয়ে জানালেন। বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কিছুটা ঘুমে ও কিছুটা জাগ্রত অবস্থায় ছিলাম। এমন সময় একজন এসে আমাকে আযান শিক্ষা দিলেন। রাবী বলেন, হযরত উমর রা. বিশ দিন আগেই স্বপ্নযোগে আযান শিখেছিলেন। কিন্তু তিনি কারো নিকট ব্যক্ত করেননি। বিষয়টি গোপন রাখেন। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদের স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলার পর তিনিও তার স্বপ্ন সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জানালেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– তুমি আগে বললে না কেন? তিনি বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ আমার আগেই বলেছে। তাই আমি সংকোচ বোধ করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ বিলাল! ওঠ, আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদের নিকট শুন সে তোমাকে কি নির্দেশ দিচ্ছে। তার কথা মুতাবিক কাজ কর। তারপর হযরত বিলাল রা. আযান দিলেন।

আবু বিশর বলেন, আবু উমাইর আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আনসারীদের ধারণা, আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা. যদি ঐদিন অসুস্থ না হত, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেই মুয়াযযিন নিয়োগ করতেন।

আযানের সূচনা কিভাবে হল

এই অনুচ্ছেদের হাদীসগুলো দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, আযান বিধিবদ্ধ হয়েছিল মদীনা তায়্যিবায়। এ কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকের এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে। অবশ্য হাফিজ ইবন হাজার র. তাবারানী ও ইবন মারদওয়াইহ র.-এর বরাতে এরূপ কোন কোন রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন, যেগুলোর সারনির্যাস হল, আযান শিক্ষা দেয়া হয়েছে মক্কা মুকাররমায়। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজে তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেরেশতাদেরকে আযান দিতে শুনেছেন। কিন্তু প্রথমতঃ তো হাফিজের তত্ত্বানুসন্ধান মুতাবিক এই রেওয়ায়াতটি সূত্রগতভাবে দুর্বল। দ্বিতীয়তঃ যদি এই রেওয়ায়াতগুলোকে সহীহও মেনে নেয়া হয় তবে আল্লামা সুহায়লী র. 'রওযুল উনুফে' এই সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ সসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে শুধু আযান শুনানো হয়েছিল। এর হুকুম দেয়া হয়নি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা.-কে স্বপ্নের মাধ্যমে যখন আযানের তা'লীম দেয়া হল, তখন তার সে আযানের বাক্যগুলো স্মরণ এল, যেগুলো তিনি শুনেছিলেন মি'রাজ রজনীতে ফেরেশতাদের কাছ থেকে। এজন্য তিনি নির্দ্বিধায় ইরশাদ করলেন– إِنَّ هَٰذِهِ لَرُؤْيَا حَقٌّ তথা নিশ্চয় এটি সত্য স্বপ্ন। (তিরমিযী) মোটকথা, আযানের সূচনা হয়েছিল মদীনা তায়্যিবায়।

প্রথম হিজরীতে আযান শেখানো হয়েছিল

⊙ অতঃপর মতানৈক্য রয়েছে যে, হিজরতের পর কোন বছর আযান শেখানো হয়েছিল? হাফিজ ইবন হাজার র. বলেন- আযান শেখানোর ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল দ্বিতীয় হিজরীতে। কিন্তু আল্লামা আইনীর মতে সন ১ হিজরীতে শেখানো হয়েছে। প্রত্যেকের নিকটই নিজস্ব মতবাদের স্বপক্ষে প্রমাণ রয়েছে। ইমাম বুখারী র.-এর আচরণ দ্বারা বোঝা যায় যে, আযানের বিধিবদ্ধতা হিজরতের তৎক্ষণাৎ পর হয়েছিল। এজন্য তিনি কুরআনের আয়াত يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ (জুমআ ঃ ৯) দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। কারণ, জুম'আ হিজরতের তৎক্ষণাৎ পর ফরয হয়েছিল।

ওলীদের স্বপ্ন প্রমাণ নয়

⊙ এখানে আরেকটি বিষয় হল, কোন কোন অজ্ঞ সূফী এ হাদীসটিকে আওলিয়ায়ে কিরামের স্বপ্ন প্রমাণ হওয়ার দলীলরূপে পেশ করেছে। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছিলেন, إِنَّ هَٰذِهِ لَرُؤْيَا حَقٌّ

তথা নিশ্চয় এটি সত্য স্বপ্ন। কিন্তু এই প্রমাণ সম্পূর্ণ বাতিল। কারণ, আযানের বিধিবদ্ধতা আমাদের জন্য স্বপ্নের কারণে নয় বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্যায়নের কারণে এবং এই বাক্যগুলোর অনুমোদনের কারণে। কারণ, সচেতন ও জাগ্রত অবস্থায় যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই স্বপ্নের প্রতি সত্যায়ন না করতেন এবং তদানুযায়ী আমল করার নির্দেশ না দিতেন তাহলে এর উপর আমল করা হত না।

মোটকথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর যেহেতু কারো স্বপ্নের সত্যতার জ্ঞান কোন নিশ্চিত মাধ্যম দ্বারা হয় না, এজন্য স্বপ্ন দীনের কোন প্রমাণ নয়। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা.-এর স্বপ্নের সত্যায়ন এজন্য করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মি'রাজ রজনীতে ফেরেশতাদের কাছ থেকে এসব শ্রুত বাক্য স্মরণে এসেছিল। অতঃপর এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ রা.-কে স্বপ্নে আযান শেখানো হয়নি, ততক্ষণ পর্যন্ত এসব প্রসিদ্ধ বাক্যে আযান দেয়ার পদ্ধতি ছিলনা। হযরত ইবনে উমর রা.-এর পরবর্তী হাদীসটি দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রথম দিকে নামাযের জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হত। সেসময় মতো সাহাবীগণ সমবেত হয়ে যেতেন। পরবর্তীতে পরামর্শ হল, হযরত উমর রা. রায় দিলেন, اَوَلَا تَبْعَثُوْنَ رَجُلًا يُنَادِى بِالصَّلٰوةِ অর্থাৎ, কোন আহ্বানকারী নির্দিষ্ট করে দেয়া হোক। ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলাল রা.-কে বললেন, يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلٰوةِ এতে আহবান দ্বারা উদ্দেশ্য আযান নয়; বরং اَلصَّلٰوةُ جَامِعَةٌ বাক্য। যেমন, 'তাবাকাতে ইবন সা'দে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব র.-এর একটি মুরসাল রেওয়ায়াত দ্বারা বোঝা যায়। (–ফাতহুল বারী ঃ ২/৬৬) তাছাড়া হযরত নাফি' ইবনে যুবাইরের একটি রেওয়ায়াতও তা প্রমাণ করে। যার শব্দগুলো নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে–

فَصَيَّعَ بِاَصْحَابِهٖ اَلصَّلٰوةُ جَامِعَةٌ ـ

'লোকজনকে উচ্চৈঃস্বরে আহবান করা হল 'আস্ সালাতু জামি'আতুন' তথা নামায তৈরী।' –ফাতহুল বারী ঃ ২/৩

মোটকথা, পরবর্তীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ রা.-কে স্বপ্নের মাধমে আযান শেখানো হয়েছিল, তারপর থেকে বর্তমান আযানের বাক্যগুলো প্রচলিত হয়েছে।

بَابُ كَيْفَ الْاَذَانُ

অনুচ্ছেদ ঃ আযান কিরূপে দেয়া উচিত

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرِ الطُّوْسِيُّ ثَنَا يَعْقُوْبُ ثَنَا اَبِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهٖ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ رض. قَالَ لَمَّا اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاقُوْسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهٖ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلٰوةِ طَافَ بِىْ وَاَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوْسًا فِىْ يَدِهٖ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ! اَتَبِيْعُ النَّاقُوْسَ؟ فَقَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهٖ؟ فَقُلْتُ نَدْعُوْ بِهٖ اِلَى الصَّلٰوةِ. قَالَ اَفَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذٰلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ بَلٰى. قَالَ فَقَالَ تَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ ـ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ـ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ـ

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ـ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ـ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ـ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ قَالَ ثُمَّ اسْتَاخَرَ عَنِّىْ غَيْرَ بَعِيْدٍ ثم قَالَ تَقُوْلُ اِذَا اَقَمْتَ الصَّلٰوةَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرْ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ـ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ـ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ فَلَمَّا اَصْبَحْتُ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ بِمَا رَاَيْتُ ـ فَقَالَ اِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ، فَالْقِ عَلَيْهِ بِمَا رأيت، فَلْيُؤَذِّنْ بِه، فَاِنَّهُ اَنْدٰى صَوْتًا مِنْكَ، فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ، فَجَعَلْتُ اُلْقِيْهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِه، قَالَ فَسَمِعَ ذٰلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رض وَهُوَ فِىْ بَيْتِه فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهٗ، يَقُوْلُ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! لَقَدْ رَاَيْتُ مِثْلَ مَا اُرِىَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰكَذَا رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ وَقَالَ فِيْهِ ابْنُ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَقَالَ مَعْمَرٌ وَيُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيْهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَمْ يُثَنِّيَا ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ ـ شَرِّحْ قَوْلَهٗ فَاِنَّهٗ اَنْدٰى صَوْتًا مِنْكَ، مَنْ رَأَى الْاَذَانَ اَوَّلًا ـ اِدْفَعِ التَّعَارُضَ بَيْنَ الْاَحَادِيْثِ فِىْ هٰذِهِ الرُّؤْيَا ـ شَرِّحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رح

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ـ

হাদীস ঃ ১। মুহাম্মদ ইবনে মানসুর .... হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা. হতে বর্ণিত, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য অবহিত করতে ঘন্টি বানানোর নির্দেশ দেন, তখন আমি স্বপ্নযোগে একব্যক্তিকে দেখলাম তার হাতে একটি ঘন্টি। আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি কি ঘন্টি বিক্রি কর? লোকটি বলল, তুমি তা দিয়ে কি করবে? আমি বললাম, আমরা এর সাহায্যে লোকজনকে নামাযের জন্য ডাকব। সে বলল, আমি কি তোমাকে এরূপ একটি জিনিসের কথা বলব না, যা এর চেয়ে উত্তম? আমি বললাম, কেন বলবে না? সে বলল, তাহলে বলো–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ـ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ـ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ـ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ـ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ـ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ

এরপর লোকটি পেছনে সরে গেল। কিন্তু দূরে গেল না এবং বলল, যখন নামাযের জন্য দাঁড়াবে তখন বলো–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ـ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ـ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ

সকাল হলে আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসে আমার স্বপ্ন বৃত্তান্তের বিবরণ দিলাম। এতদশ্রবণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন– এটা সত্য স্বপ্ন। যদি আল্লাহ চান, তাহলে তুমি উঠে বিলালের সাথে যাও। তুমি যা দেখেছ তা তাকে বাতলে দাও। সে আযান দিবে। কারণ, তার স্বর তোমার চেয়ে উঁচু। আমি বিলালের সাথে উঠে দাঁড়ালাম। আমি তাকে বলছিলাম আর সে আযান দিচ্ছিল। যখন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. স্বীয় ঘর থেকে তা শুনলেন তখন তিনি দ্রুত চাদর হেঁচড়িয়ে বেরিয়ে এসে বলতে লাগলেন, শপথ সে সত্তার যিনি আপনাকে সত্য রাসূল বানিয়েছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমিও স্বপ্নে অনুরূপই দেখেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর।

فَإِنَّهُ أَنْدٰى صَوْتًا مِنْكَ ঃ 'কামূস' গ্রন্থকার أَنْدٰى শব্দের অর্থ লিখেছেন সুন্দরতম। আর অন্য কোন কোন অভিধানবিদ এর অর্থ বর্ণনা করেছেন উচ্চ আওয়াজ বিশিষ্ট।

প্রথম ছুরতে এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুয়ায্যিনের গলার স্বর সুন্দর হওয়া উত্তম। আর দ্বিতীয় ছুরতে আওয়াজ বড় হওয়া উত্তম বোঝা যায়।

فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رض نِدَاءَ بِلَالٍ رض بِالصَّلٰوةِ خَرَجَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, হযরত উমর রা. আযানের শব্দাবলী বিধিবদ্ধ হওয়ার কথা তখন জানতে পেরেছিলেন, যখন হযরত বিলাল রা. আযান দিয়েছেন। কিন্তু আবূ দাউদ ইত্যাদির রেওয়ায়াত দ্বারা বোঝা যায়, যখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ রা. স্বীয় স্বপ্ন শুনাচ্ছিলেন তখন হযরত উমর রা. সশরীরে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বরং আবূ দাউদের এক রেওয়ায়াতে নিম্নোক্ত শব্দগুলো বর্ণিত আছে–

قَالَ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رض قَدْ رَاٰى قَبْلَ ذٰلِكَ فَكَتَمَهُ عِشْرِيْنَ يَوْمًا قَالَ ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُخْبِرَنِيْ فَقَالَ سَبَقَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ فَاسْتَحْيَيْتُ .

'রাবী বলেছেন, উমর ইবনুল হযরত খাত্তাব রা. এর পূর্বে এই স্বপ্ন দেখেছিলেন। অতঃপর তিনি বিশ দিন পর্যন্ত এই স্বপ্ন গোপন রেখেছিলেন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছিলেন। তখন তিনি বললেন, এতদিন তুমি আমাকে সংবাদ দাওনি কেন? কি প্রতিবন্ধক ছিল? উত্তরে তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ আমার চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গেছে, ফলে আমি সংকোচ বোধ করি।' –আবূ দাউদ ঃ ১/৭৪

এরূপ বিভিন্নমুখী রেওয়ায়াতের কারণে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এটাকে এভাবে বিদূরিত করা যায় যে, মূলতঃ হযরত উমর রা. এই স্বপ্ন হযরত আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ রা.-এরও বিশ দিন পূর্বে দেখেছিলেন। কিন্তু তিনি এই স্বপ্ন ভুলে গিয়েছিলেন। অতঃপর যখন হযরত আব্দুল্লাহ রা. স্বপ্ন শুনালেন তখন নিজের স্বপ্ন স্বরণে এসেছে। কিন্তু তিনি লজ্জাবশতঃ নীরব থাকেন। কারণ, হযরত আব্দুল্লাহ রা. অগ্রগামী হয়ে গেছেন (এবং প্রবল ধারণা অনুযায়ী তিনি বাড়িতে চলে গেছেন)। পরবর্তীতে হযরত বিলাল রা. আযান দিলেন তখন তিনি এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আরজ করলেন–

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِيْ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ فَذٰلِكَ اَثْبَتُ ـ ترمذى، باب ماجاء فى بدء الاذان .

এভাবে সমস্ত রেওয়ায়াতের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায়। অতঃপর 'মু'জামে তাবারানী আওসাতে'র একটি রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রা.-কেও স্বপ্নে আযান শেখানো হয়েছিল। বরং ইমাম গাযালী র.-এর 'আল-ওয়াসীত'তে দশের অধিক সাহাবী সম্পর্কে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইবনে সালাহ এবং ইমাম নববী র. এটাকে রদ করে দিয়েছেন।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, যুহরীর রেওয়ায়াত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব ও আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ সূত্রে অনুরূপই। ইবনে ইসহাক র. এতে যুহরী সূত্রে আল্লাহু আকবার চারবার বর্ণনা করেছেন। আর মা'মার ও ইউনুস যুহরী থেকে আল্লাহু আকবার বর্ণনা করেছেন দু'বার।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰكَذَا رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ وَقَالَ فِيْهِ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

এই উক্তিটির সারনির্যাস হল, এই হাদীসটি যেমন মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম– মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ– মুহাম্মদ–তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যেমন– সনদের দিকে তাকালেই বুঝা যাবে, অনুরূপভাবে যুহরী– সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব র.– আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে যুহরীর রেওয়ায়াতে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ইখতিলাফ হয়ে গেছে। ইবনে ইসহাক যুহরী থেকে আল্লাহু আকবার চার বার বর্ণনা করেছেন। মা'মার যুহরী থেকে, এমনিভাবে ইউনুস যুহরী থেকে আল্লাহু আকবার দু'বার বর্ণনা করেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি ঃ নাম– আবদুল্লাহ। উপনাম– আবু মুহাম্মদ। পিতা– যায়েদ ইবনে আবদে রাব্বিহী। তিনি আনসারী সাহাবী। খাযরাজ বংশের লোক।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ ঃ বাইয়াতে আকাবা ও বদর যুদ্ধসহ তৎপরবর্তী সমস্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁকে স্বপ্নযোগে আযানের কালিমাগুলো শিখিয়ে দেয়া হয়েছিল। তিনি ছিলেন মদীনাবাসী।

ওফাত ঃ ৩২ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় তাঁর ওফাত হয়। তখন তার বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। তিনি নিজেও সাহাবী। তাঁর পিতাও ছিলেন সাহাবী। তাঁর সূত্রে তাঁর ছেলে মুহাম্মদ এবং সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব ও ইবনে আবু লায়লা হাদীস বর্ণনা করেছেন। – বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ উসদুল গাবাহ ঃ ৩৪৮ - ৩৪৯, আল-ইসাবা ঃ ২/৩১২

٣ـ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُثْمَانُ بْنُ السَّائِبِ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ وَاُمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِيْ مَحْذُوْرَةَ عَنْ اَبِيْ مَحْذُوْرَةَ رضـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هٰذَا الْخَبَرِ وَفِيْهِ الصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي الْاَوَّلِ مِنَ الصُّبْحِ .

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ مُسَدَّدٍ اَبْيَنُ، قَالَ فِيْهِ وَعَلَّمَنِي الْاِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ .

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَاِذَا اَقَمْتَ الصَّلٰوةَ فَقُلْهَا مَرَّتَيْنِ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ اَسَمِعْتَ، قَالَ فَكَانَ اَبُوْ مَحْذُوْرَةَ رضـ لَا يَجُزُّ نَاصِيَتَهُ وَلَا يُفَرِّقُهَا لِاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَيْهَا .

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ ـ شَرِّحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ اُذْكُرْ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا اَبِى مَحْذُوْرَةَ رضـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ৩। হোসাইন ইবনে আলী .... হযরত আবু মাহযূরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনরূপ বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে– اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ফজরের প্রথম আযানে (বলতে হবে)।

আবু দাউদ র. বলেন, মুসাদ্দাদের বর্ণনা এর চাইতে বেশি স্পষ্ট। তাতে রয়েছে– তিনি আমাকে ইকামত দুই দুইবার করে শিখিয়েছেন– اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرْ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلٰوة حَيَّ عَلَى الصَّلٰوة، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحْ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحْ، اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰه اَكْبَرْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ। আবদুর রায্যাক বলেন, যখন নামাযের ইকামত দেবে তখন দু'বার বলবে– قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوة قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوة। আর তুমি শুনে থাকবে, আবু মাহ্যূরা তার মাথার সম্মুখভাগের চুল কাটতেন না এবং সেগুলো সিথিও করতেন না। কারণ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথার সম্মুখভাগে হাত বুলিয়েছিলেন। ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ مُسَدَّدٍ ـ

এ হাদীসটি এ অনুচ্ছেদে ইতোপূর্বে এসেছে।

اَبْيَنُ অর্থাৎ, সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গতম আকারে অর্থাৎ, হাসান ইবনে আলী হাদীস অপেক্ষা তথা তৃতীয় হাদীস অপেক্ষা দ্বিতীয় হাদীসটি আযানের আলোচনায় স্পষ্টতম ও পূর্ণাঙ্গতম।

قَالَ فِيْهِ অর্থাৎ, হাসান ইবনে আলী স্বীয় হাদীসে বলেছেন।

وقال অর্থাৎ, আবু মাহ্যূরা।

وَعَلَّمَنِى الْاِقَامَةَ অর্থাৎ, দু'বার।

مَرَّتَيْنِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَىْ مَرَّتَيْنِ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ الخ

এর দ্বারা উদ্দেশ্য প্রথমত, মুসাদ্দাদ ও হাসান ইবনে আলীর হাদীসের মাঝে পার্থক্যের বিবরণ দান এবং দ্বিতীয়ত, আবু আসিম ও আবদুর রায্যাকের শব্দরাজিতে পার্থক্য বর্ণনা করা। আবু আসিম ও আবদুর রায্যাক হাসান ইবনে আলীর উস্তাদ, ইবনে জুরাইজের ছাত্র।

প্রথম বিষয়টির বিবরণ হল, মুসাদ্দাদের হাদীস হাসান ইবনে আলীর হাদীস অপেক্ষা সুস্পষ্টতর এবং পূর্ণাঙ্গতম।

দ্বিতীয়টির বিবরণ হল, হাসান ইবনে আলী আবু আসিম থেকে যে রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন তাতে ইকামতের আলোচনা বেশি করেছেন, যা মুসাদ্দাদের হাদীসে নেই, ইকামতের কালিমাগুলো সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। কিন্তু এর পরিপন্থী মুসাদ্দাদের হাদীসে ইকামতের উল্লেখ নেই এবং আবু আসিম থেকে হাসান ইবনে আলী আরও উল্লেখ করেছেন যে, ইকামত হল, দু'বার দু'বার কিন্তু قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ এর উল্লেখ তাতে নেই। হাসান ইবনে আলী আবদুর রায্যাক থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে ইকামতের বিষয়টি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, তবে ইজমালিভাবে। আবার ইকামত দু'বার দু'বার قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ ও দু'বার দু'বার হবে বলে উল্লেখ করেছেন।

হযরত আবু মাহযুরা রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচয় ঃ নাম– কারো মতে আউস, কারো মতে সামুরা, কারো মতে সালামা। পিতার নাম– মি'য়ার ইবনে লাওযান। উপনাম– আবু মাহযূরা।

ইসলাম গ্রহণ ঃ তিনি অষ্টম হিজরীতে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এর ইতিহাস হল– অষ্টম হিজরীতে হুনাইন অভিযান শেষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় ফেরার সময় একজনকে আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। তখন আবু মাহযূরা কয়েকজন সাথী নিয়ে রাস্তা দিয়ে হেটে যাচ্ছিলেন। সাহাবীর আযান শুনে তিনি আপন সাথীদের নিয়ে ব্যঙ্গ করে আযানের শব্দগুলো উচ্চারণ করছিলেন। আবু মাহযূরার কণ্ঠস্বর ছিল অন্য বালকদের তুলনায় সুমধুর। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই তাকে ডেকে এনে আযানের বাক্যগুলো শিখিয়ে দেন। অন্য সাথীরা চলে যায়। হযরত আবু মাহযূরা রা. এর অন্তরে আযানের শব্দগুলো যাদুর মত আছর করে। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে গোত্রের ইমাম করে পাঠিয়ে দেন। ইমামতির সময় পোশাকের অভাবে ভাল করে সতর ঢাকতে পারতেন না। তখন মহিলা নামাযীরা মুসল্লিদের বললেন, তোমরা কি তোমাদের ইমামকে আমাদের থেকে পর্দা করাবে না? তাই সবাই মিলে চাঁদা দিয়ে তার জন্য একটি জামা ক্রয় করে দেন। আবু মাহযূরা রা. বলেন, এ জামা পেয়ে যেমন খুশী আমি হয়েছিলাম এমনটি আর কখনো হইনি।

আযানে তারজী' ঃ তার আযানে তারজী' ছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আযান শিখানোর সময়ে তারজী' সহকারে তা শিক্ষা দিয়েছিলেন। তারজী'-এর অর্থ হল–

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ۔
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ۔ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ۔

তথা শাহাদাতাইনে প্রথমবার আস্তে বলে দ্বিতীয় বার জোরে বলা।

গুনাবলী ঃ হযরত আবু মাহযূরা রা.-এর কণ্ঠস্বর সু-মধুর হওয়ার কারণে মক্কা বিজয়কালে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সেখানকার মুয়ায্যিন নিয়োগ করেন।

হাদীস বিবরণ ঃ তিনি অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুসলিম ও তাহাভীসহ অনেক কিতাবে তার হাদীস রয়েছে। তাঁর থেকে অনেকেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন– তাঁর ছেলে আবদুল মালিক, নাতি আবদুল আযীয, স্ত্রী উম্মে আবদুল মালিক, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাইরীয, আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ, সাইব, আওস, আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদুল্লাহ প্রমুখ হাদীস বিশারদ।

ওফাত ঃ তিনি ৫৯ সনে হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর শাসনামলে মক্কায় ওফাত লাভ করেন। কারো কারো মতে, ৭৯ হিজরীতে। অবশ্য ইবনে হাব্বান বলেছেন, তিনি ৫৮ থেকে ৬০ হিজরীর মাঝামাঝি সময় আবু হোরায়রা রা.-এর পরে সামুরা ইবনে জুনদুব রা.-এর আগে ইহকাল ত্যাগ করেন।

– বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ ইসাবা ঃ ১/৮৭; উসদুল গাবাহ ঃ ১/৩২৯ - ৩৩০; তাহযীবুত তাহযীব, ইকমাল ইত্যাদি।

بَابٌ فِى الْاَذَانِ قَبْلَ دُخُوْلِ الْوَقْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াক্ত আসার পূর্বে আযান দেয়া

١ـ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيْبٍ الْمَعْنٰى قَالَا ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ بِلَالًا رض اَذَّنَ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِىَ اَلَا اِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ ـ زَادَ مُوْسٰى فَرَجَعَ فَنَادٰى اَلَا اِنَّ الْعَبْدَ نَامَ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ اَيُّوْبَ اِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ شَرِّحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ১। মূসা ইবনে ইসমাঈল .... হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, একবার বিলাল রা. সুবহে সাদিকের আগেই আযান দিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পুনরায় আযান দেয়ার স্থানে ফিরে গিয়ে ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিলেন– জেনে রেখো, বান্দা (বিলাল রা.) ঘুমিয়ে পড়েছিল।

আবু দাঊদ র. বলেন, হাম্মাদ ইবনে সালামা র. ব্যতীত আর কেউ আইউব র. থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেননি।

ইমাম আবু দাঊদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا الْحَدِيْثُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ اَيُّوْبَ اِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ـ

এ উক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য, আবু আইউব থেকে শুধু হাম্মাদ এ হাদীসটি মারফূ আকারে বর্ণনা করেছেন। উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর–নাফি'–আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. প্রমুখ সূত্রে মাওকূফ আকারে বর্ণনা করেছেন। যেমন পরবর্তী হাদীসে আপনি দেখতে পাবেন।

ইমাম আবু দাঊদ র. বলেন, হাম্মাদ ইবনে সালামা হাদীসটি মারফূরূপে বর্ণনা করতে ভুল করেছেন। এজন্য তিনি পরবর্তী হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন– وَهٰذَا اَصَحُّ مِنْ ذَالِكَ অর্থাৎ, মাওকূফ হওয়াই বিশুদ্ধতম।

٢ـ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِىْ رَوَّادٍ اَنَا نَافِعٌ عَنْ مُؤَذِّنٍ لِعُمَرَ رض يُقَالُ لَهُ مَسْرُوْحٌ اَذَّنَ قَبْلَ الصُّبْحِ فَاَمَرَهُ عُمَرُ رض فَذَكَرَ نَحْوَهُ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ اَوْ غَيْرِهِ اَنَّ مُؤَذِّنًا لِعُمَرَ رض يُقَالُ لَهُ مَسْرُوْحٌ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ كَانَ لِعُمَرَ رض مُؤَذِّنٌ يُقَالُ لَهُ مَسْعُوْدٌ وَذَكَرَ نَحْوَهُ وَهٰذَا اَصَحُّ مِنْ ذَالِكَ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ ـ شَرِّحْ مَا قَالَ الاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

হাদীস ঃ ২। আইউব ইবনে মানসূর .... হযরত নাফি র. বলেন, হযরত উমর রা.-এর একজন মুয়াযযিন ছিল। তার নাম ছিল মাসরূহ। সে সুবহে সাদিকের পূর্বেই আযান দিলে হযরত উমর রা. তাকে নির্দেশ দিলেন... তারপর এরূপ বর্ণনা করেন।... নাফি' অথবা অন্য একজন থেকে বর্ণিত, হযরত উমর রা.-এর একজন মুয়াযযিন ছিল। তার নাম ছিল মাসরূহ বা অন্য কিছু। হযরত ইবনে উমর রা. বলেন, হযরত উমর রা. এর একজন মুয়াযযিন ছিল। তার নাম ছিল মাস'উদ। আর এটাই প্রথম উক্তির চেয়ে বিশুদ্ধতম।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ او غَيْرِهِ ـ

আবদুল আযীয-নাফি' সূত্রে বর্ণিত উপরের হাদীসটির সমর্থন উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, হাদীস মাওকূফ হওয়ার সমর্থন।

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ كَانَ لِعُمَرَ رض مُؤَذِّنًا يُقَالُ لَهُ مَسْعُوْدٌ وَذَكَرَ نَحْوَهُ ـ

অর্থাৎ, দারাওয়ারদীও উবাইদুল্লাহ সূত্রে হাম্মাদ ইবনে যায়েদের ন্যায় মাওকূফ আকারে বর্ণনা করেছেন। এ যেন পূর্বোক্ত হাদীসটির মাওকূফ হওয়ার দ্বিতীয় সমর্থন।

وَهٰذَا اَصَحُّ مِنْ ذَالِكَ ـ অর্থাৎ, আবদুল আযীয ইবনে আবু রাওয়াদ, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ ও দারাওয়ারদী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি হাম্মাদ ইবনে সালামা-আইউব সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি অপেক্ষা বিশুদ্ধতম। কারণ, হাম্মাদ ইবনে সালামা মারফূ আকারে বর্ণনা করেছেন, অথচ এটি মারফূ নয়। বরং হযরত ইবনে উমর রা.-এর উপর মাওকূফ।

بَابٌ فِي الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَأْتِ الْإِمَامُ يَنْتَظِرُوْنَهُ قُعُوْدًا

অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের জন্য ইমাম না এলে বসে বসে তাঁর অপেক্ষা করা

١ـ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَا ثَنَا اَبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَا تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِيْ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰكَذَا رَوَاهُ اَيُّوْبُ وَحَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ يَحْيٰى وَهِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ قَالَ كَتَبَ اِلَيَّ يَحْيٰى وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيٰى وَقَالَا فِيْهِ حَتّٰى تَرَوْنِيْ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ . مَا مَعْنَى اِنْتِظَارِ الصَّلٰوةِ؟ شَرْحُ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ اُذْكُرْ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ رضـ .

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস ঃ ১। মুসলিম ইবনে ইবরাহীম .... হযরত আবু কাতাদা রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, যখন মুয়াজ্জিন নামাযের জন্য ইকামত দেয়ার ইচ্ছা করে তখন তোমরা আমাকে না দেখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে না।

আইয়ুব ও হাজ্জাজ ইয়াহইয়া ও হিশাম দাসতাওয়াঈ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইয়াহইয়া আমার কাছে লিখেছেন, মুয়াবিয়া ইবনে সাল্লাম, আলী ইবনে মুবারক ও ইয়াহইয়া থেকে এটি বর্ণনা করেছেন, তারা দুজন সে হাদীসে বলেছেন, حَتّٰى تَرَوْنِى وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ "যতক্ষণ না তোমরা আমাকে দেখ এবং তোমরা প্রশান্ত থেকো।"

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰكَذَا رَوَاهُ اَيُّوْبُ وَحَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ يَحْيٰى .

উদ্দেশ্য হল, আবান আলআত্তার এ হাদীসটি ইয়াহইয়া থেকে عَنْ শব্দে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে আইউব ও হাজ্জাজ ইয়াহইয়া থেকে عَنْ শব্দে বর্ণনা করেছেন।

وَهِشَامُ الدَّسْتَوَائِىُّ قَالَ كَتَبَ اِلَىَّ يَحْيٰى .

হিশাম দাসতাওয়াঈ মুবতাদা হিসেবে মারফূ।

এই ইবারত দ্বারা উদ্দেশ্য হল, হিশাম দাসতাওয়াঈ এ হাদীসটি ইয়াহইয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হিশাম দাস্তাওয়াঈ عن يحى না বলে বলেছেন, كَتَبَ اِلَىَّ يَحْيٰى

قَالَ كَتَبَ اِلَىَّ يَحْيٰى وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ وَعَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ وَقَالَا فِيْهِ حَتّٰى تَرَوْنِى وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ .

قَالَ অর্থাৎ, আবান আলআত্তার এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এতে উপরোক্ত قَالَ তে সনদগত ইখতিলাফ উল্লেখ করেছেন। এখান থেকে এ হাদীসের মতন বা মূলপাঠগত ইখতিলাফ বর্ণনা করছেন। অর্থাৎ, আবান আলআত্তার-ইয়াহইয়ার রেওয়ায়াত فَلَاتَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِى এর উপর সমাপ্ত হয়ে গেছে। এতে وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ শব্দ নেই। তবে ইয়াহইয়া থেকে মু'আবিয়া ইবনে সাল্লাম ও আলী ইবনে মুবারকও বর্ণনা করেছেন। এতে وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ শব্দ অতিরিক্ত আছে।

হযরত জাবির ইবনে সামুরা রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি ঃ নাম জাবির। পিতার নাম সামুরা। বংশ পরিক্রমা হল- জাবির ইবনে সামুরা ইবনে জুনাদা ইবনে জুনদুব ইবনে হুজাইর ইবনে রিয়াব ইবনে হাবীব আমিরী সাওয়ায়ী। কারো কারো মতে, জাবির ইবনে সামুরা ইবনে আমর ইবনে জুনদুব। তাঁর উপনাম আবু খালিদ মতান্তরে আবু আব্দুল্লাহ। তিনি হলেন সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.-এর ভাগিনা। তাঁর মায়ের নাম খালিদা বিনতে আবু ওয়াক্কাস।

অবস্থান ঃ তিনি কুফায় অবস্থান করেন। সেখানে বাড়ি নির্মাণ করেন।

ওফাত ঃ বিশ্‌র ইবনে মারওয়ানের কুফা শাসনামলে তিনি ওফাত লাভ করেন। তাঁর জানাযা নামায পড়েন আমর ইবনে হুরাইস মাখযূমী। কারো কারো মতে তাঁর ওফাত হয়েছে ৬৬হিজরীতে মুখতারের শাসনামলে।

তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন শাবী, আমির ইবনে সা'দ, তামীম ইবনে তারাফা, আবু ইসহাক সাবীঈ, আবু খালিদ ওয়ালিবী, সিমাক ইবনে হারব প্রমুখ।

সন্তানাদি ঃ ওফাতকালে তিনি চার ছেলে রেখে যান। –বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ উসদুল গাবা ঃ ২/৪৮৮; ইসাবা ঃ ১/২১২

٢- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَنَا عِيسَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ قَدْ خَرَجْتُ إِلَّا مَعْمَرٌ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ لَمْ يَقُلْ فِيهِ قَدْ خَرَجْتُ .

اَلسُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . شَرِّحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رحـ .

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস ঃ ২। ইবরাহীম ইবনে মূসা-ঈসা.........মা'মার-ইয়াহইয়া তাঁর সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "حَتّٰى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ" - "যতক্ষণ না তোমরা দেখবে আমি বেরিয়েছি।"

আবু দাউদ র. বলেন, মা'মার ছাড়া অন্য কেউ قَدْ خَرَجْتُ উল্লেখ করেননি। ইবনে উয়াইনাও এটি মামার থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি তাতে قَدْ خَرَجْتُ বলেননি।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَيْ مَعْمَرٌ حَتّٰى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ .

অর্থাৎ, মা'মার ইয়াহইয়া থেকে এ হাদীসটি বর্ণনাকালে قَدْ خَرَجْتُ শব্দ অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন। মা'মার ছাড়া অন্য কেউ এ অতিরিক্ত শব্দ উল্লেখ করেননি। অতঃপর, মা'মার থেকে ঈসা এবং ইবনে উয়াইনাও বর্ণনা করেছেন। ঈসার রেওয়ায়াতে قَدْ خَرَجْتُ শব্দ অতিরিক্ত আছে। কিন্তু ইবনে উয়াইনার রেওয়ায়াতে এই অতিরিক্ত শব্দ নেই।

নামাযের অপেক্ষা দ্বারা উদ্দেশ্য কি

হাফিজ ইবন হাজার র. ফাতহুল বারীতে এই ফযীলতকে শুধু তখনকার সাথে বিশেষিত বলেছেন, যখন কেউ এক নামায মসজিদে আদায় করে অপর নামাযের অপেক্ষায় সেখানে বসে থাকবে। কিন্তু হযরত শাহ সাহেব র. এতে দ্বিধা প্রকাশ করেছেন। আল্লামা বিন্নৌরী র. এ প্রসঙ্গে রেওয়ায়াতগুলো একত্র করে প্রমাণ করেছেন যে, এই ফযীলত নামাযের সব ধরনের প্রতীক্ষার জন্যই রয়েছে। চাই সে অপেক্ষা মসজিদের ভিতরে হোক কিংবা বাইরে। দ্রষ্টব্য ঃ মা'আরিফুস্ সুনান ঃ ১/৩৪২

بَابٌ فِي التَّشْدِيدِ عَلَى تَرْكِ الْجَمَاعَةِ
অনুচ্ছেদ ঃ জামা'আত বর্জনে কঠোরতা আরোপ

৭. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَبِي الزَّرْقَاءِ ثَنَا اَبِي ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِي لَيْلٰى عَنِ ابْنِ اُمِّ مَكْتُومٍ رضـ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّ الْمَدِيْنَةَ كَثِيْرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَحَيَّ هَلًا ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ الْقَاسِمُ الْجَرْمِيُّ عَنْ سُفْيَانَ لَيْسَ فِي حَدِيْثِهِ حَيَّ هَلًا ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ ـ مَا حُكْمُ الْجَمَاعَةِ لِلصَّلٰوةِ؟ اُذْكُرِ الْمَذَاهِبَ مَعَ الْاَدِلَّةِ وَالْجَوَابِ عَنْ اِسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِيْنَ ـ شَرِّحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ اُذْكُرْ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا بْنِ اُمِّ مَكْتُومٍ رضـ ـ

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

হাদীস ঃ ৭। হারূন.........হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মদীনা কীট-পতঙ্গ হিংস্র জন্তুপূর্ণ স্থান। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তুমি কি حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ শুনতে পাও? (তাহলে) অবশ্যই জামা'আতে আসবে।

জামআতের হুকুম

তিরমিযীর রেওয়ায়াতে আযানের উত্তর দানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আযানের উত্তর দেয়া দ্বারা উদ্দেশ্য কার্যত ডাকে সাড়া দেয়া অর্থাৎ জামা'আতে শরীক হওয়া উদ্দেশ্য।

তিরমিযীর রেওয়ায়াতে আরো আছে- ثُمَّ اُحَرِّقَ عَلَى اَقْوَامٍ لَا يَشْهَدُوْنَ الصَّلٰوةَ

ইমাম আহমদ র.-এর মাযহাব এই রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে এই যে, জামা'আতে হাজির হওয়া ফরযে আইন। বরং তাঁর থেকে একটি রেওয়ায়াত এটাও আছে যে, বিনা ওজরে একাকী নামায আদায়কারীর নামায ফাসিদ। ইমাম আবূ হানীফা র.-এর প্রসিদ্ধ উক্তি হল ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম শাফিঈ র.-এটাকে ফরযে কিফায়া এবং সুন্নাতে আইন সাব্যস্ত করেন। ইমাম আবূ হানীফা র.-এরও একটি রেওয়ায়াত অনুরূপ এবং এর উপর ফতওয়াও।

অতঃপর প্রত্যেকের মতে জামা'আত তরক করার কিছু ওজর রয়েছে। আর এ অধ্যায়টি সুপ্রশস্ত-উদার।

○ হযরত শাহ সাহেব র. বলেন- এই মতানৈক্য মূলতঃ অভিব্যক্তির ইখতিলাফ। পরিণতির দিক দিয়ে বেশী পার্থক্য নেই। কারণ, রেওয়ায়াতগুলোর আলোকে এক দিকে জামা'আতের ব্যাপারে কঠোরতা বোঝা যায়, অপরদিকে সাধারণ ওজরের কারণে জামা'আত ত্যাগ করার অনুমতি বোঝা যায়। প্রথম প্রকারের রেওয়ায়াতগুলো যদি দেখা যায় তবে বোঝা যায় যে, এর স্তর ফরয ওয়াজিবের চেয়ে কম না হওয়া উচিত। আর দ্বিতীয় প্রকারের রেওয়ায়াতগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে এর স্তর এত উঁচু পরিলক্ষিত হয় না। এজন্য হাম্বলী ও হানাফীগণ, প্রথম প্রকার রেওয়ায়াতগুলোকে আসল সাব্যস্ত করে জামা'আতকে ফরয ওয়াজিব তো বলে দিয়েছেন; কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার রেওয়ায়াতগুলোর প্রতি লক্ষ্য করে জামা'আত তরক করে ওজরের দ্বার সুপ্রশস্ত করে দিয়েছেন। আর শাফিঈগণ এর পরিপন্থী জামা'আতকে সুন্নত বলে ওজরের গন্ডি সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছেন। অতএব পরিণতির দিকে লক্ষ্য করলে বেশি পার্থক্য থাকে না।

তিরমিযীর হাদীসে আরো বলা হয়েছে–

وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ لاَيَشْهَدُ جُمُعَةً ولاَ جَمَاعَةً فَقَالَ هُوَ فِي النَّارِ ـ

অর্থাৎ, সাময়িক শাস্তি ভোগ করার জন্য তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং আগুনে থাকবে অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য সে ব্যক্তি যে, জামা'আতকে মা'মূলি মনে করে হালকা ভাবার কারণে, অথবা এর বিধিবদ্ধতাকে অস্বীকার করার কারণে জামা'আতে যায় না। এমতাবস্থায় فِي النَّارِ-এর অর্থ হবে চিরস্থায়ী জাহান্নাম।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُد وَكَذَا رَوَاهُ القَاسِمُ الْجَرْمِيُّ عَنْ سُفْيَانَ ـ

অথাৎ, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার দুই শিষ্যের রেওয়ায়াতে মতবিরোধ হয়ে গেছে। একজন রাবী যায়েদ ইবনে আবুয যারকা, অপরজন কাসিম জারমী। আবু দাউদ র. বলেন, যায়েদ ইবনে আবুয যারকার রেওয়ায়াতে فَحَيَّ هَلَا শব্দ আছে। কাসিম জারমীর রেওয়ায়াতেও আছে। আবু দাউদের কোন কোন কপিতে عَنْ سُفْيَانَ এর পর لَيْسَ শব্দ এসেছে। যার অর্থ হল, কাসিম জারমীর রেওয়ায়াতে এই শব্দ নেই। কিন্তু কাসিম জারমীর রেওয়ায়াতটি ইমাম নাসাঈ র.ও বর্ণনা করেছেন। তাতে حَيَّ هَلَا শব্দ আছে।

হতে পারে কাসিম জারমীর যে রেওয়ায়াতটি আবু দাউদ র.-এর নিকট পৌঁছেছে তাতে এই শব্দ নেই। আর ইমাম নাসাঈর নিকট কাসিমের যে রেওয়ায়াত পৌঁছেছে তাতে সে শব্দটি আছে। এ ব্যাখ্যা হল, আবু দাউদের দ্বিতীয় কপি অনুযায়ী।

ইবনে উম্মে মাকতুম রা.-এর জীবনী

নাম ও পরিচিতি : নাম আবদুল্লাহ। পিতার নাম যাইদা ইবনে আসাম্ম। তাঁকেই বলা হয় ইবনে উম্মে মাকতুম রা.। আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেও তাকে ডাকা হত। ইমাম বুখারী র. ইবনে ইসহাক র. থেকে এ তথ্য উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন– ইবনে উম্মে মাকতুম হলেন– আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে শুরাইহ ইবনে কায়েস ইবনে যাইদা ইবনে আসাম্ম। তিনি বনু আমির ইবনে যুরাই-এর লোক। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর নাম হল আমর। অধিকাংশের মত এটাই। –বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : উসদুল গাবাহ : ২/৩০৮; ইসাবা : ২/৩০৮

بَابُ السَّعْيِ إِلَى الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ : নামাযের দিকে দৌড়ে যাওয়া

١ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا عَنْبَسَةُ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَذَا قَالَ الزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ اَبِى ذِئْبٍ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ وَمَعْمَرٌ وَشُعَيْبُ بْنُ اَبِى حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوا وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحْدَهُ فَاقْضُوا ـ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رضـ وَجَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رضـ فَاَتِمُّوا وَابْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَبُو قَتَادَةَ وَاَنَسٌ رضـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهُمْ قَالُوْا فَاَتِمُّوا ـ

اَلسُّوَالُ : زَيِّنِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ شَرِّحْ مَا قَالَ الاِمَامُ اَبُو دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ـ

হাদীস : ১। আহমদ ইবনে সালিহ....... হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি– যখন নামাযের ইকামত দেয়া হয়, তখন তোমরা দৌড়ে নামাযের জন্য আসবে না, বরং শান্তশিষ্টভাবে হেঁটে আসবে এবং যতটুকু নামায পাবে (ইমামের সাথে) পড়ে নিবে, আর যেটুকু ছুটে যাবে, তা পুর্ণ করে নিবে।

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ الزُّبَيْدِيُّ اِلَى قَوْلِهِ وَمَافَاتَكُمْ فَاَتِمُّوا ـ

অর্থাৎ, এ হাদীসটি যুহরী থেকে ইউনুস বর্ণনা করেছেন। তাতে مَافَاتَكُمْ فَاَتِمُّوا শব্দ আছে। এরূপভাবে যুহরীর উপরোক্ত শিষ্যরাও বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, مَافَاتَكُمْ শব্দ তাঁরাও যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন।

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحْدَهُ فَاقْضُوا ـ

অর্থাৎ, যুহরীর সব শিষ্য مَافَاتَكُمْ فَاَتِمُّوا বর্ণনা করেছেন। এর পরিপন্থী ইবনে উয়াইনা فَاَتِمُّوا এর পরিবর্তে فَاقْضُوا বলেছেন।

অতএব, ইবনে উয়াইনা এ শব্দের একক বিবরণদাতা।

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رضـ ـ

উদ্দেশ্য যুহরীর সংখ্যাগরিষ্ঠ শিষ্যের রেওয়ায়াতের সমর্থন। অর্থাৎ, তাঁদের রেওয়ায়াতের সমর্থন মুহাম্মদ ইবনে আমর এবং জাফর ইবনে রবী'আর রেওয়ায়াত দ্বারাও হয়। কারণ, তাঁরা দু'জনও স্বীয় সনদে হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে مَافَاتَكُمْ فَاَتِمُّوا শব্দ বলেছেন।

وَابْنُ مَسْعُوْدٍ رضـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَبُوقَتَادَةَ وَاَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهُمْ قَالُوْا فَاَتِمُّوا ـ

এখানেও যুহরীর সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রের রেওয়ায়াতের সমর্থন উদ্দেশ্য। কারণ, একদল সাহাবী فَاَتِمُّوا বলেছেন। এসব উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য فَاقْضُوا শব্দের উপর فَاَتِمُّوا কে প্রাধান্য দান।

অতঃপর তিনি পরবর্তী হাদীস বর্ণনা করেছেন, এতেও فَاَتِمُّوا এবং فَاقْضُوا এর ইখতিলাফ রয়েছে।

بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কে ইমামতির অধিক হকদার

২- حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ ثَنَا اَبِى عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فِيْهِ وَلَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِى سُلْطَانِهِ قَالَ اَبُو دَاوُدَ وكَذَا قَالَ يَحْىَ الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ اَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً -

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ مَنْ هُوَ اَحَقُّ بِالْاِمَامَةِ ـ الْاَقْرَأُ او الْاَعْلَمُ؟ بَيِّنْ مَذَاهِبَ الْاَئِمَّةِ مُبَرْهِنًا مُرَجِّحًا مَعَ الْجَوَابِ عَنْ اِسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِيْنَ ـ شَرِّحْ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاِنْ كَانُوْا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُم هِجرةً وَلَا يَؤُمُّ الرَجلُ فِىْ سُلْطَانِهِ وَلَا يَجْلِسُ عَلٰى تَكْرِمَتِهِ فِىْ بَيْتِهِ اِلَّا بِاِذْنِهِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُو دَاوُدَ رحـ .

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস ঃ ২। ইবনে মুআয র. .... শো'বা র. অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে– একজন আরেকজনের প্রভাবাধীন এলাকায় ইমামতি করবে না।

আবু দাউদ বলেন, ইয়াহ্ইয়া আল-কাত্তান শো'বা থেকে অনরূপ বর্ণনা করেছেন যে, 'ইমামতি করবে ঐ লোক যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ কারী'।

উক্ত মাসআলায় ইমামগণের মতামত

তিরমিযীর হাদীসে আছে–

يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَأُهُم لِكِتَابِ اللّٰهِ فَاِنْ كَانُوا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَاَعْلَمُهُم بِالسُّنَّةِ .

✪ এই হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম আহমদ ও ইমাম আবূ ইউসুফ র. বলেন, সবচেয়ে বড় কারী ইমামতের অধিক হকদার। তিনি বড় আলিমের উপর প্রাধান্য রাখেন। সবচেয়ে বড় কারী দ্বারা উদ্দেশ্য যিনি তাজভীদ ও কিরাআতে অভিজ্ঞতর এবং যার কুরআন বেশী মুখস্থ আছে। ইমাম শাফিঈ ও মালিক র.-এরও একটি রেওয়ায়াত ইমাম আহমদ ও আবূ ইউসুফ র.-এর অনুরূপ।

✪ ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ র. সবচেয়ে বড় আলিম অথবা বড় ফকীহকে বড় কারীর উপর প্রাধান্য দেন। মালিকী ও শাফিঈদেরও দ্বিতীয় রেওয়ায়াত অনুরূপ।

✪ ইমাম আবূ হানীফা র. প্রমুখের প্রমাণ-ওফাত রোগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই ইরশাদ– مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ এরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামতি হযরত আবূ বকর রা.-এর উপর ন্যস্ত করেছিলেন। অথচ হযরত উবাই ইবন কা'ব রা. ছিলেন সবচেয়ে বড় কারী। যেমন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। প্রকাশ থাকে যে, এখানে হযরত আবূ বকর রা.-কে প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল সবচেয়ে বড় আলিম হওয়ার ভিত্তিতে। এজন্য হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. বলেন– وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ هُوَ اَعْلَمُنَا 'আবূ বকর ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলিম।'

যদি বড় কারীকে প্রাধান্য দেয়া উত্তম হত তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কা'ব রা. কে ইমাম বানাতেন।

✪ প্রথমোক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যা সাধারণত এই করা হয় যে, সাহাবী যুগে বড় আলিম ও বড় কারীতে কোন পার্থক্য ছিল না। যিনি বড় কারী ছিলেন তিনি বড় আলিমও ছিলেন। যেন বড় কারী ও বড় আলিমের মাঝে সমতার সম্পর্ক। কিন্তু এই উত্তর কয়েকটি কারণে ঠিক নয়।

✪ হযরত শাহ্ সাহেব র. বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কারী সাহাবী তাদেরকেই বলা হত যারা কুরআনে কারীমের হাফিজ হতেন। যেমন বীরে মা'উনার যুদ্ধে এবং ইয়ামামার যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছিলেন তাদের ক্ষেত্রে قُرَّاء শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে।

✪ দ্বিতীয়তঃ প্রশ্ন হয় যে, বড় কারী দ্বারা যদি উদ্দেশ্য বড় আলিম হয়, তাহলে أَقْرَأُهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ-এর অর্থ হবে হযরত উবাই ইবন কা'ব রা. সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলিম ছিলেন। এটা ইজমার পরিপন্থী।

✪ তৃতীয়তঃ উক্ত হাদীসে সবচেয়ে বড় কারী (أَقْرَءُ) ও সবচেয়ে বড় আলিম (أَعْلَمُ) স্পষ্টভাবে আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যা এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, বড় কারী দ্বারা বড় আলিম উদ্দেশ্য নয়।

✪ অতএব, বিশুদ্ধ কথা হল, ইসলামের প্রাথমিক দিকে যখন কুরআনে হাকীমের হাফিজ ও কারী কম ছিলেন এবং প্রতিটি ব্যক্তির এতটুকু পরিমাণ কুরআনের আয়াত মুখস্থ ছিল না, যদ্বারা মাসনূন কিরাআতের হক আদায় হয়, তখন হিফজ ও কিরাআতের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য ইমামতিতে বড় কারীকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে যখন কুরআনে কারীম ভালরূপে প্রচলিত হয়ে গেল, তখন বড় আলিম হওয়াকে ইমামতি উত্তম বা মুস্তাহাব হওয়ার সর্বপ্রথম মানদন্ড সাব্যস্ত করা হয়। কারণ, বড় কারীর প্রয়োজন নামাযের শুধু একটি রুকনে হয়ে থাকে। মোটকথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত রোগে হযরত আবূ বকর রা.-কে ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছিল বড় আলিম হওয়ার কারণেই। আর যেহেতু এই ঘটনাটি সম্পূর্ণ শেষ কালের, এজন্য এটি সেসব হাদীসের জন্য রহিতকারীর মর্যাদা রাখে, যেগুলোতে বড় কারীর প্রাধান্যের বিবরণ রয়েছে।

তিরমিযীর হাদীসের পরবর্তী বাক্য হল–

فَإِنْ كَانُوا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَاقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ঃ এই হিজরত দ্বারা উদ্দেশ্য ইসলামের প্রাথমিক যুগে যার উপর ঈমান নির্ভর করত। পরবর্তীতে এর উপর ঈমানের নির্ভরতা রহিত হয়ে যায়। অতএব, বেশী হকদার হওয়ার এই মানদণ্ড এখন খতম হয়ে গেছে। এখন ফুকাহায়ে কিরাম এর স্থলে সবচেয়ে বেশী পরহেজগারকে রেখেছেন। এ বিষয়টি প্রবল ধারণা মুতাবিক সে হাদীস থেকেই গৃহীত, যাতে বলা হয়েছে– اَلْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ। এই হিজরতকেই وَرَع বা পরহেজগারী বলে।

তিরমিযীর হাদীসের পরবর্তী দুটি বাক্যের ব্যাখ্যাও প্রসঙ্গক্রমে এখানে প্রদত্ত হল।

وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِى سُلْطَانِهِ ঃ অর্থাৎ, যেখানে কোন ব্যক্তির মালিকানা অথবা প্রভাব ও ক্ষমতা রয়েছে সেস্থানে তাকে যেন মুকতাদী না বানানো হয়। অর্থাৎ, যেখানে যিনি ইমাম সেখানে তিনিই নামায পড়াবেন।

وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِى بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ঃ যদি দুটি মাতূফ বাক্যের পর কোন একটি ইস্তিসনা অথবা শর্ত আসে, তবে তাতে মতানৈক্য রয়েছে যে, এর সম্পর্ক দুটি বাক্যের সাথে হবে, না শুধু শেষ বাক্যের সাথে হবে। এবার ইমাম শাফিঈ র.-এর মূলনীতি অনুসারে তো এখানে কোন প্রশ্ন নেই।

✪ কিন্তু হানাফীদের মূলনীতির উপর প্রশ্ন হতে পারে যে, إِلَّا بِإِذْنِهِ ইস্তিসনা (ব্যতিক্রমভূক্তি) শুধু সম্মানিত স্থানে বসার সাথে সম্পৃক্ত হবে, প্রভাবাধীন স্থানে ইমামতের সাথে নয়। অথচ হানাফীদের মতে হুকুমের দিক দিয়ে উভয়টি সমান।

✪ এর উত্তর হল, অনুমতির সাথে প্রভাবাধীন ক্ষেত্রে ইমামতির বৈধতা এই ইস্তিসনার কারণে নয়; বরং এর কারণ মূলতঃ এই যে, আমরা যখন প্রভাবাধীন স্থানে ইমামতি নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করলাম, তখন এর কারণ ছিল, এর ফলে আসল ইমাম সাহেবের কষ্ট হবে এবং তাঁর মন ছোট হবে যে, তাঁর থেকে ইমামতি ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। কিন্তু যখন তিনি অনুমতি দিবেন তখন সে কারণ দূরীভূত হয়ে যাবে, এজন্য ইমামতি জায়িয।

حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فِيْهِ لَايَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ـ

প্রথম يَؤُمُّ رَجُلٌ এর ফায়েল। দ্বিতীয় رَجُل টি মাফউলেবিহী। এই সনদও হাদীসে উল্লেখ দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য শো'বার শিষ্যদের শাব্দিক পার্থক্যের বিবরণ দান। আবুল ওয়ালীদ তায়ালিসী শো'বা থেকে যে রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন, তাতে لَايُؤَمُّ بِصِيْغَةِ مَجْهُوْلٍ আছে। এখানে মাফউলে বিহীকে ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। মু'আয মারূফের সীগা বর্ণনা করেছেন। ফায়েল ও মাফউল উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَكَذَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ اَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً ـ

হতে পারে এর দ্বারা আবুল ওয়ালীদ– শো'বা সূত্রে বর্ণিত হাদীসটির শক্তি যোগানো উদ্দেশ্য। কারণ, اَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً শব্দ যেমন আবুল ওয়ালীদ– শো'বা-এর রেওয়ায়াতে আছে, এমনিভাবে ইয়াহইয়া আল কাত্তান– শো'বার রেওয়ায়াতেও এ শব্দটি আছে।

٦ـ اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ حَبِيْبٍ الْجَرْمِىِّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُمْ وَفَدُوْا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَلَمَّا اَرَادُوْا اَنْ يَنْصَرِفُوْا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَنْ يَؤُمُّنَا قَالَ اَكْثَرُكُمْ جَمْعًا لِلْقُرْاٰنِ اَوْ اَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ قَالَ فَلَمْ يَكُنْ اَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ جَمَعَ مَا جَمَعْتُ قَالَ فَقَدَّمُوْنِىْ وَاَنَا غُلَامٌ وَعَلَىَّ شَمْلَةٌ لِىْ قَالَ فَمَا شَهِدْتُّ مَجْمَعًا مِنْ جَرْمٍ اِلَّا كُنْتُ اِمَامَهُمْ وَكُنْتُ اُصَلِّىْ عَلٰى جَنَائِزِهِمْ اِلٰى يَوْمِىْ هٰذَا ـ

قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَرَوَاهُ يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ لَمَّا وَفَدَ قَوْمِىْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ لَمْ يَقُلْ عَنْ اَبِيْهِ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ شَرِّحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاؤُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ৬। কুতাইবা......... হযরত আমর ইবনে সালামা রা. থেকে তার পিতা সূত্রে বর্ণিত, তারা একটি প্রতিনিধি দল নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেলেন। তাঁরা ফিরে আসার সময় জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কে আমাদের ইমামতি করবে? তিনি বললেন– যার কুরআন সবচেয়ে বেশি হিফজ আছে। রাবী বলেন, আমার চাইতে বেশি আর কারো কুরআন হিফজ ছিল না। কাজেই তাঁরা আমাকেই (ইমামতির জন্য)

আগে দিলেন। আমি ছিলাম অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক। আর আমার পরনে ছিল এক প্রস্থ কাপড়। এরপর থেকে জারম গোত্রের যে কোন মজলিসে আমি উপস্থিত থাকতাম, আমিই তাদের ইমাম হতাম। আর আমি তাদের জানাযা নামায পড়ে আসছি, আজকের এদিন পর্যন্ত। ইমাম আবু দাউদের উক্তি মতে অপর একটি বর্ণনায় আমর ইবনে সালামা থেকেই বর্ণিত হয়েছে। তাতে তার পিতার উল্লেখ নেই।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ حَبِيبِ الْجَرْمِيِّ عَنْ عَمْرِوبْنِ سَلَمَةَ قَالَ لَمَّا وَفَدَ قَوْمِى اِلَى النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَقُلْ عَنْ اَبِيهِ .

উদ্দেশ্য হল, এ হাদীসটি মিস'আর ইবনে হাবীব থেকে বর্ণনাকারী ওয়াকী' ও ইয়াযীদ ইবনে হারূন দু'জন। তবে উভয় রেওয়ায়াতে اَبِيهِ শব্দ থাকা না থাকার ব্যাপারে বিভিন্ন রকম। ওয়াকী'–মিস'আর এর রেওয়ায়াতে اَبِيهِ শব্দ আছে, ইয়াযীদ–মিস'আরের রেওয়ায়াতে নেই। কাজেই ওয়াকী'এর রেওয়ায়াতের সারমর্ম হল, আমর ইবনে সালামা সে প্রতিনিধি দলে ছিলেন না, যেটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসেছিল। বরং তিনি স্বীয় পিতা থেকে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং প্রতিনিধি দলের মাঝে ইমামতি সংক্রান্ত কি আলোচনা হয়েছিল। ইয়াযীদ ইবনে হারূনের রেওয়ায়াতের সারনির্যাস হল, আমর ইবনে সালামাও সে প্রতিনিধি দলে ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিজ কানে একথা শুনেছেন, নিজের পিতা সূত্রে নয়। অথবা তিনি প্রতিনিধি দলে ছিলেন না, বরং স্বীয় পিতা থেকে শুনেছেন অথবা প্রতিনিধি দলের কোন সদস্যের কাছ থেকে।

بَابُ الْاِمَامِ يُصَلِّى مِنْ قُعُودٍ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ইমাম বসে বসে নামায পড়ান

٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الْمَعْنَى عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتّٰى يُكَبِّرَ وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَتّٰى يَرْكَعَ وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ قَالَ مُسْلِمٌ وَلَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلَاتَسْجُدُوا حَتّٰى يَسْجُدَ وَاِذَا صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَاِذَا صَلّٰى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا اَجْمَعِيْنَ . قَالَ اَبُو دَاوُد اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اَفْهَمَنِى بَعْضُ اَصْحَابِنَا عَنْ سُلَيْمَانَ .

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ . هَلْ يَجُوزُ اِقْتِدَاءُ الْقَائِمِ بِالْقَاعِدِ؟ مَا الْاِخْتِلَافُ فِيهِ بَيْنَ الْاَئِمَّةِ الْكِرَامِ؟ بَيِّنْ مُبَرْهِنًا مَعَ تَرْجِيحِ الرَّاجِحِ . مَتٰى وَقَعَتْ وَاقِعَةُ حَدِيثِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض؟ شَرِّحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُو دَاوُدَ رح ا.

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস ঃ ৩। সুলাইমান................ হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– ইমাম নিয়োগ করা হয়ে থাকে তার অনুসরণ করার জন্য। কাজেই ইমাম যখন তাকবীর বলে, তোমরাও তাকবীর বলো। তোমরা তাকবীর বলবে না যতক্ষণ না ইমাম তাকবীর বলে। ইমাম যখন রুকূ করে তোমরাও রুকু করো। তোমরা রুকূ করো না, যতক্ষণ না ইমাম রুকু করে। ইমাম যখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলে, তখন তোমরা বলো, اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ। মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে– "وَلَكَ الْحَمْدُ" (এবং তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা)। ইমাম যখন সিজদা করে, তোমরাও সিজদা করো। তোমরা সিজদা করো না, যতক্ষণ না ইমাম সিজদা করে। ইমাম দাঁড়িয়ে নামায পড়লে তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়ো, আর সে বসে পড়লে, তোমরাও বসে বসে পড়ো।

আবু দাউদ বলেন, আমার কোন আমার সাথী সুলাইমান সূত্রে اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বাক্যটি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

ইমাম বসে নামায পড়লে মুকতাদী কিভাবে পড়বে

এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের ঐকমত্য রয়েছে যে, ইমাম এবং মুনফারিদের জন্য বিনা ওযরে ফরয নামায বসে আদায় করা জায়িয নেই। এরূপ করলে তার নামায আদায় হবে না। অবশ্য যদি ইমাম সাহেব ওযরের কারণে বসে নামায আদায় করেন, তাহলে মুকতাদীদের ইকতিদা এবং এর পদ্ধতি সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের মতবিরোধ রয়েছে। এ সম্পর্কে তিনটি উক্তি প্রসিদ্ধ।

১. ইমাম মালিক র.-এর প্রসিদ্ধ উক্তি হল, যে ইমাম বসে নামায আদায় করেছেন, তার ইকতিদা কোন অবস্থাতেই জায়িয নেই। না বসে, না দাঁড়িয়ে। অবশ্য যদি মুক্তাদীও মা'যুর হয়, দাঁড়াতে না পারে, তাহলে সে এরূপ ইমামের ইকতিদা করতে পারে। (আল্লামা ইবন রুশদের বক্তব্য অনুযায়ী এটি ইবনুল কাসিম বর্ণনা করেছেন।) এই মাযহাবটি ইমাম মুহাম্মদ র.-এর দিকেও সম্বন্ধযুক্ত। অতঃপর ইমাম মুহাম্মদ, ইবনুল কাসিম এবং অধিকাংশ মালিকী মুক্তাদীদের মা'যুর অবস্থায়ও যে ইমাম রুগ্ন ও বসে নামায আদায় করছেন তার পেছনে ইকতিদা করা মাকরূহ বলেছেন। বরং কোন কোন মালিকী তো এটি না জায়িয বলে উক্তি করেন।

✪ ইমাম মালিক র. আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসের ঘটনাটিকে রহিত মনে করেন। তিনি ইমাম শা'বী র. এর মারফূ' রেওয়ায়াত দ্বারাও প্রমাণ পেশ করেন। যেটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন– لَا يَؤُمَّنَّ رَجُلٌ بَعْدِيْ جَالِسًا। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিম বলেন, এ হাদীসটি নির্ভর করে জাবির জু'ফীর উপর। যিনি সর্বসম্মতিক্রমে দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী র. এই হাদীস সম্পর্কে বলেন, 'শা'বী থেকে এ হাদীসটি জাবির জু'ফী ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেননি। তিনি অপাংক্তেয়। হাদীসটি মুরসাল। এর দ্বারা প্রমাণ হতে পারে না।' অতএব, এই হাদীসটি দ্বারা প্রমাণ পেশ করা ঠিক নয়।

২. দ্বিতীয় মাযহাব ইমাম আহমদ, আওযাঈ, ইসহাক র. এবং জাহিরী সম্প্রদায়ের। তাদের মতে ইমাম যদি রুগ্ন হন এবং বসে ইমামতি করেন, তবে তার ইক্তিদা করা জায়িয। মুক্তাদীর জন্যও জরুরী হল, বসে নামায আদায় করা।

হাফিজ ইরাকী র. শরহুত্ তাকরীবে, আল্লামা ইবনে কুদামা র. আল-মুগনীতে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আহমদ র.-এর মতে মুক্তাদীদের বসে ইকতিদা করার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে–

১. ইমাম প্রথম থেকেই বসে নামায পড়ছেন। অর্থাৎ, তার ওজর শুরু থেকেই, নামাযের মাঝখানে এই ওজর যোগ হয়নি।

২. ইমাম সুনির্দিষ্ট।

৩. তার ওজর দূর হওয়ার আশা করা যায়।

ইমাম আহমদ র. প্রমুখের প্রমাণ আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস। তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু নামায বসে পড়াননি; বরং অন্যদেরকেও নির্দেশ দিয়েছেন– 'যখন ইমাম দাড়িয়ে নামায পড়ান তখন তোমরা সবাই দাড়িয়ে নামায পড়ো।'

৩. তৃতীয় মাযহাব ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আবূ ইউসুফ, সুফিয়ান সাওরী, আবূ সাওর এবং ইমাম বুখারী র.-এর। তাঁদের মতে যে ইমাম বসে নামায পড়ান তার পেছনে ইকতিদা করা জায়িয আছে। কিন্তু যাদের ওযর নেই এ ধরনের মুক্তাদীর জন্য জরুরী হল, এমতাবস্থায় দাড়িয়ে নামায পড়া। বসে ইকতিদা করা জায়িয নেই। ইমাম হাযিমী র. এটাকে অধিকাংশ আলিমের মাযহাব সাব্যস্ত করেছেন।

✪ তাদের প্রমাণ, কুরআনে কারীমের আয়াত– وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِينَ এতে নামাযে দাড়ানোকে ব্যাপক আকারে নামাযের ফরয সাব্যস্ত করা হয়েছে। মা'যুররা لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (আল্লাহ তা'আলা কারো উপর সাধ্যাতীত দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না) আয়াতের আলোকে ব্যতিক্রমভুক্ত হবে। তবে যারা সুস্থ- মা'যুর নয়, তাদেরকে ব্যতিক্রমভুক্ত করার কোন কারণ নেই।

✪ অতঃপর সেসব হাদীসও সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রমাণ যেগুলোতে দাড়ানোর উপর সক্ষম ব্যক্তিকে বসে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। এজন্য হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন রা. এর হাদীসে আছে–

كَانَ بِيَ النَّاصُورُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ - ابو داؤد ١٣٧/١

তিনি বলেন, আমার নাসূর (প্রবাহমান স্থায়ী যখম) হয়েছিল। অতঃপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, তুমি দাড়িয়ে নামায পড়। যদি এর উপর সক্ষম না হও তবে বসে পড়। যদি তাও না পার তবে পার্শ্বে শুয়ে আদায় কর।

✪ সংখ্যাগরিষ্ঠের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত রোগের ঘটনা। তাতে তিনি বসে ইমামতি করেছেন। সমস্ত সাহাবী ইক্তিদা করেছেন দাঁড়িয়ে। যেহেতু এটি ওফাত রোগের ঘটনা সেহেতু আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটির জন্য এটি রহিতকারী। এ কারণে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটির প্রথম উত্তর হানাফী এবং শাফিঈদের পক্ষ হতে এই দেয়া হয় যে, এটি ওফাত রোগের ঘটনা দ্বারা মানসূখ বা রহিত।

✪ হাম্বলীগণ দ্বিতীয় আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, আবূ দাউদ ইত্যাদির বর্ণনায় আছে– إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا. এর হুকুমের সাথে সুস্পষ্ট এই বিবরণও বিদ্যমান রয়েছে যে, وَلَا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ فَارِسُ بِعُظَمَائِهَا 'পারস্যবাসী তাদের সম্মানিত ব্যক্তিদের সাথে যে আচরণ করে তোমরা অনুরূপ করো না। –আবূ দাউদ ঃ ১/৮৯

যদ্বারা বোঝা যায় যে, মুক্তাদীদের বসে ইকতিদা করার কারণ, পারস্যবাসীদের সাথে সামঞ্জস্য অবলম্বন থেকে বেঁচে থাকা এবং এই কারণ এখনও অবশিষ্ট আছে। এজন্য এই হুকুম রহিত হওয়ার কি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে?

১. এর উত্তর হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ র. দিয়েছেন যে, মূলতঃ প্রথম দিকে যখন সাধারণ মানুষ ইসলামী জীবন-পদ্ধতিতে পরিপূর্ণ অভ্যস্ত হয়ে সারেনি এবং তাদের মন মগজে ইসলামী ধর্ম-বিশ্বাস ও ইসলামী

সামাজিকতা পরিপক্ক হয়ে উঠেনি, তখন অমুসলিমদের সাথে সাধারণ সামঞ্জস্য থেকেও নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু যখন মানুষের মন-মস্তিষ্কে ইসলামী আকাইদ ও ইসলামী সামাজিকতা সুদৃঢ় হয়ে যায়, তখন আর এর প্রয়োজন থাকেনি। এ কারণে ওফাত রোগের ঘটনা এটাকে রহিত করে দেয়।

২. সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষ থেকে আলোচ্য হাদীসের দ্বিতীয় উত্তর এই দেয়া হয়েছে যে, এই রেওয়ায়াতটি নফলের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ কারণে নফল নামাযে মুক্তাদীও বসে বসে ইমামতিকারীর ইকতিদা বসে করতে পারে।

✪ কিন্তু এর উপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, আবূ দাউদের একটি রেওয়ায়াতে নামায ফরয হওয়ার সুস্পষ্ট বিবরণ আছে। যেমন, হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত আছে—

رَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَسًا بِالْمَدِيْنَةِ فَصَرَعَهُ عَلٰى جُذَامِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ فَاَتَيْنَاهُ نَعُوْدُهُ فَوَجَدْنَاهُ فِى مَشْرَبَةٍ لِعَائِشَةَ رض يُسَبِّحُ جَالِسًا قَالَ فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَسَكَتَ عَنَّا ثُمَّ اَتَيْنَاهُ مَرَّةً اُخْرٰى نَعُوْدُهُ فَصَلَّى الْمَكْتُوْبَةَ جَالِسًا فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَاَشَارَ اِلَيْنَا فَقَعَدْنَا قَالَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ اِذَا صَلَّى الْاِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا الخ ـ

'একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় অশ্বারোহন করলে ঘোড়াটি তাঁকে একটি খেজুরের ডালে ফেলে দিল। ফলে তার পা ভেঙ্গে হয়ে গেল। অতঃপর আমরা তার শুশ্রূষার জন্য এলাম। আমরা তাকে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর রুমে বসে নামাযরত পেলাম। বর্ণনাকারী বলেন, ফলে আমরা তার পেছনে দাড়ালাম। তিনি আমাদের ব্যাপারে নীরব রইলেন। অতঃপর আরেকবার তার শুশ্রূষার জন্য এলাম। তিনি ফরয নামায বসে পড়লেন। আমরা তাঁর পেছনে দাড়ালাম। তিনি ইঙ্গিত দিলে আমরা বসে পড়লাম। এরপর যখন তিনি নামায শেষ করলেন, তখন বললেন, ইমাম যখন বসে নামায পড়ে তখন তোমরাও বসে নামায পড়ো.....।' –আবূ দাউদ : ১/৮৯

এভাবে স্পষ্ট বিবরণ হয়ে গেল যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বিতীয় নামাযটি ছিল ফরয।

✪ হানাফী এবং শাফিঈগণ এর এই উত্তর দেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যদিও ফরয নামায ছিল কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম তাতে নফলের নিয়তে অংশীদার হয়েছিলেন। যার প্রমাণ হল, ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার ঘটনায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকদিন পর্যন্ত হযরত আয়েশা রা. এর রুমে অবস্থান করছিলেন। মসজিদে আসতে পারেননি। বস্তুতঃ এটা খুবই অযৌক্তিক যে, এই সব দিনে মসজিদে নববী জামা'আতশূন্য ছিল। অতঃপর হযরত আয়েশা রা. এর রুমও এত প্রশস্ত ছিল না যে, সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম সেখানে তাঁর পেছনে ইকতিদা করবেন। এজন্য স্পষ্ট এটাই যে, সাহাবায়ে কিরাম মসজিদে নববীতে স্বীয় ওয়াক্তে জামাআত সহকারে নামায পড়ার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুশ্রূষার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। আর যখন তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নামায পড়তে দেখেছেন তখন তাঁর ইকতিদার ফযীলত অর্জন করার উদ্দেশ্যে নফলের নিয়তে তাঁর সাথে শরীক হয়েছিলেন।

৩. হযরত শাহ সাহেব র. এ হাদীসটির তৃতীয় একটি উত্তর দিয়েছেন। সেটি হল, এ হাদীসটি মাসবূকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর বিস্তারিত বিবরণ এই যে, ইসলামের প্রথম দিকে সাহাবায়ে কিরামের কর্ম পদ্ধতি এই ছিল যে, মাসবূক দাড়ানো ও বসা অবস্থায় ইমামের ইক্তিদার পরিবর্তে স্বীয় রাক'আত সংখ্যা গণনা করতেন। অর্থাৎ, যদি ইমামের দ্বিতীয় রাক'আত হত আর মাসবূকের প্রথম রাক'আত তাহলে ইমাম সিজদার জন্য বসে যেতেন। আর মাসবূক দাড়িয়ে যেতেন। আর যদি ইমামের তৃতীয় রাকআত হত আর মাসবুকের দ্বিতীয় রাকআত, তাহলে ইমাম দাড়িয়ে যেতেন আর মাসবূক বসে যেতেন। কিন্তু একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. এই পদ্ধতির

পরিপন্থী দাড়ানো ও বসা অবস্থায় ইমামের ইক্তিদা করেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন- إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رض سَنَّ لَكُمْ سُنَّةً فَاسْتَنُّوا بِهَا তথা, ইবনে মাসউদ তোমাদের জন্য একটি সুন্নত চালু করেছে। তোমরা এই সুন্নতের অনুসরণ কারো। -মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ঃ ২/২২৯

○ হযরত শাহ সাহেব র. বলেন, হতে পারে আলোচ্য হাদীসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ 'যখন ইমাম বসে নামায পড়ে, তখন তোমরা সবাই বসে নামায পড়ো' মাসবুকের এই ছুরতের সাথে সম্পৃক্ত।

৪. এ হাদীসের চতুর্থ উত্তর এই দেয়া হয়েছে যে, এই হুকুমটি শুধু সে পদ্ধতির সাথে বিশেষিত ছিল যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ইমাম ছিলেন। এর প্রমাণ কানযুল উম্মালে মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক সূত্রে হযরত উরওয়া র.-এর এই উক্তি বর্ণিত আছে- بَلَغَنِي أَنَّهُ لَايَنْبَغِي لِأَحَدٍ غَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ - 'অন্যদের জন্য বসে ইমামতি করা নবী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির জন্য উচিত নয়'- এই সংবাদ আমার কাছে পৌঁছেছে।

-কানযুল উম্মাল ঃ ৪/২৫৮

উরওয়া সপ্ত ফকীহ এবং মহান তাবিঈনের একজন ছিলেন। তাঁর নিকট পৌঁছা হাদীসগুলো নিঃসন্দেহে শক্তিশালী এবং গ্রহণযোগ্য। কিন্তু মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাকের যে কপিটি কিছুদিন পূর্বে মজলিসে ইলমী থেকে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে এই উক্তিটি উরওয়ার পরিবর্তে আবূ উরওয়ার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে, যেটি মা'মার ইবনে রাশিদের উপনাম। যিনি আব্দুর রায্যাকের উস্তাদ। (অতএব, এর অন্য কোন কপি দেখা যেতে পারে।-সংকলক।) মোটকথা, এই রেওয়ায়াতটি বিশেষত্বের স্পষ্ট নিদর্শন।

○ অবশ্য এই উত্তরের উপর আবূ দাউদের নিম্নোক্ত রেওয়ায়াতটি দ্বারা প্রশ্ন হয়।

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ ثَنِي حُصَيْنٌ مِنْ وُلْدِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهُمْ قَالَ فَجَاءَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَعُودُهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ! إِنَّ إِمَامَنَا مَرِيضٌ فَقَالَ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا .

হযরত উসাইদ ইবন হুযাইর রা. তাদের ইমামতি করতেন। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (অসুস্থ) উসাইদের শুশ্রুষার জন্য এলেন। লোকজন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের ইমাম অসুস্থ। উত্তরে তিনি বললেন, ইমাম যখন বসে নামায পড়ে তখন তোমরাও বসে নামায পড়।' -আবূ দাউদ ঃ ৩/১৮৯

○ এর উত্তর হল, ইমাম আবূ দাউদ এই হাদীসটি উল্লেখ করার পর লিখেছেন, وَهٰذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ يَعْنِي لَمْ يَسْمَعْ حُصَيْنٌ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ তথা, এই হাদীসটি মুত্তাসিল নয়। তথা, হুসাইন উসাইদ ইবন হুযাইর রা. থেকে শ্রবণ করেন নি।

হযরত আনাস রা.-এর হাদীসের ঘটনা কখন ঘটেছে?

وَفِي رِوَايَةِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ فَصَلّٰى صَلٰوةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا .

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পা ছিলা ঘটনা অতঃপর বসে নামায পড়ানো এবং সাহাবায়ে কিরামের বসে ইকতিদা করার ঘটনা ঘটেছে পঞ্চম হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায়।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اَفْهَمَنِىْ بَعْضُ اَصْحَابِنَا عَنْ سُلَيْمَانَ .

অর্থাৎ আবু দাউদ র. বলেন, আমার উস্তাদ সুলাইমান ইবনে হারব যখন এ হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন তখন اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বাক্যের শব্দ আমি বুঝতে পারিনি, তখন আমার কোন সাথী তা আমাকে বুঝিয়ে দেন। অথবা সে দরসে অংশগ্রহণকারী কোন ব্যক্তি বুঝিয়ে দেন।

٦ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ الْمَصِيْصِىُّ نَا اَبُوْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ بِهٰذَا الْخَبَرِ زَادَ وَاِذَا قَرَاَ فَاَنْصِتُوْا .

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذِهِ الزِّيَادَةُ وَاِذَا قَرَاَ فَاَنْصِتُوْا لَيْسَتْ بِمَحْفُوْظَةٍ، اَلْوَهْمُ عِنْدَنَا مِنْ اَبِىْ خَالِدٍ .

হাদীস ঃ ৪। মুহাম্মদ ইবনে আদম......... হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– ইমাম নিয়োগ করা হয়ে থাকে তার অনুসরণ করার জন্য। তারপর অনুরূপই বর্ণনা রয়েছে। তাতে রয়েছে– ইমাম যখন কিরাআত পড়ে, তখন তোমরা চুপ থাকবে। আবু দাউদের মতে "ইমাম যখন কিরাআত পড়ে, তখন তোমরা চুপ থেকো" এ অতিরিক্ত অংশটুকু 'মাহফূজ' (সুরক্ষিত) নয়। এটা আবু খালিদের ধারণা (মুহাদ্দিসীনদের মতে আবু দাউদের এ উক্তি সহীহ নয়)।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذِهِ الزِّيَادَةُ وَاِذَا قَرَاَ فَاَنْصِتُوْا لَيْسَتْ بِمَحْفُوْظَةٍ الْوَهْمُ عِنْدَنَا مِنْ اَبِىْ خَالِدٍ .

ইমাম আবু দাউদ র. এর উদ্দেশ্য হল, এই হাদীসের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করা। সেটি হল, এর অংশ وَاِذَا قَرَاَ فانصتوا সংরক্ষিত নয়। মূলতঃ এ অংশটি দ্বারা হানাফীদের মাযহাব স্পষ্ট হয়ে যায়। সম্ভবতঃ এ কারণে ইমাম আবু দাউদ র. স্বীয় মাযহাবের পরিপন্থী দেখে এর উপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, এ অংশটুকু মাহফূজ বা সংরক্ষিত নয়। হযরত সাহারানপুরী র. বযলুল মাজহুদে এ প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর দিয়েছেন।

بَابُ مَاجَاءَ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْمَأْمُوْمُ مِنْ اِتِّبَاعِ الْاِمَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুকতাদীকে ইমামের যে অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়

٣ـ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ الْمَعْنٰى قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ زُهَيْرٌ ثَنَا اَلْكُوْفِيُّوْنَ اَبَانٌ وَغَيْرُهٗ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ رض قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَلَا يَحْنُوْ اَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهٗ حَتّٰى يَرَى النَّبِىَّ ﷺ يَضَعُ .

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . شَرِّحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ .

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস ঃ ৩। যুহাইর ইবনে হারব .... হযরত বারা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নামায পড়তাম। আমাদের মধ্যে কেউই রুকূতে যেতে পিঠ ঝুঁকাতো না, যতক্ষণ না নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রুকূতে দেখতে পেত।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ زُهَيْرٌ ثَنَا الْكُوفِيُّونَ أَبَانٌ وَغَيْرُهُ ـ

অর্থাৎ, এখানে দু'টি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য–

১. আবু দাউদের দুই উস্তাদের শব্দরাজিতে যে ইখতিলাফ রয়েছে তার বিবরণ দান। ইমাম আবু দাউদের উস্তাদ হারুন এ হাদীসটি সুফিয়ান–আবান ইবনে তাগলিব সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি لَفْظُ غَيْرُه শব্দ উল্লেখ করেননি। দ্বিতীয় উস্তাদ যুহাইরও সুফিয়ান থেকে বর্ণন করেছেন। কিন্তু তিনি এটি বর্ণনা করেছেন।

২. حَدَّثَنَا الْكُوفِيُّونَ أَبَانٌ وَغَيْرُهُ ـ এ হাদীসের সনদের উপর যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তার উত্তর দান। প্রশ্নটি হল, আবান এতে মজবুত হাফিজদের বিরোধিতা করে عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى لَيْلٰى উল্লেখ করেছেন। অথচ মজবুত হাফিজদের কেউ 'আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা' উল্লেখ করেননি বরং হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আল খিতমী–বারা রা.' বলেছেন।

✪ আবু দাউদ র. এর উত্তর দিচ্ছেন যে, এতে আবান একা নন বরং এ হাদীসটি অনেক কুফীও বর্ণনা করেছেন। কাজেই আবান যা উল্লেখ করেছেন তা গায়রে মাহফুজ তথা অসংরক্ষিত নয়।

بَابٌ فِى كَمْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ

অনুচ্ছেদ ঃ মহিলা কয় কাপড়ে নামায পড়বে

٣ـ حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسٰى ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ دِيْنَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رض أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِىَّ ﷺ أَتُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِى دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ قَالَ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّى ظُهُورَ قَدَمَيْهَا ـ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَبَكْرُ بْنُ مُضَرَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَإِسْمَاعِيلُ ابْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِى ذِئْبٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رض لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ النَّبِىَّ ﷺ قَصَرُوا بِهِ عَلٰى أُمِّ سَلَمَةَ رض ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ ثُمَّ شَرِّحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ৩। মুজাহিদ .... হযরত উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করেছেন যে, মহিলা কি একটি বড় ঢিলেঢালা কামিজ ও চাঁদরে নামায পড়বে? যাতে কোন পেডিকোট নেই। এতদশ্রবণে নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন কাপড়টি এত পূর্ণাঙ্গ প্রশস্ত হয় যেটি তার পদদ্বয়ের পৃষ্ঠ ঢেকে ফেলে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُو دَاوُدَ رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ وَبَكْرُ بْنُ مُضَرَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ اَبِى ذِئْبٍ وَابْنُ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اُمِّهِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ لَمْ يَذْكُرْ اَحَدٌ مِنْهُمُ النَّبِىَّ ﷺ ـ

সারমর্ম হল, এ হাদীসটি এসব মনীষী বর্ণনা করেছেন। এঁরা সবাই নির্ভরযোগ্য। তাঁরা সবাই এটিকে হযরত উম্মে সালামা র.-এর উপর মাওকূফ আকারে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে দিনার মুহাম্মদ ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে মারফূ আকারে উল্লেখ করেছেন। অতএব, ইমাম আবু দাউদ র. যেন এ উক্তি দ্বারা ইঙ্গিত করছেন, মারফূ আকারে বিবরণ শায।

بَابُ الْمَرْءَةِ تُصَلِّى بِغَيْرِ خِمَارٍ

অনুচ্ছেদ ঃ যে মহিলা ওড়না ছাড়া নামায পড়ে

١ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لاَيَقْبَلُ اللّٰهُ صَلٰوةَ حَائِضٍ اِلاَّ بِخِمَارٍ ـ

قَالَ اَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سَعِيْدٌ يَعْنِى ابْنَ اَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ ـ شَرِّحْ مَا قَالَ الاِمَامُ اَبُو دَاوُدَ رحـ .

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ـ

হাদীস ঃ ১। মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না.......... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– আল্লাহ তাআলা ওড়না ছাড়া প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার নামায কবুল করেন না।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ اَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ـ

উদ্দেশ্য হল, এ হাদীসটি কাতাদা থেকে হাম্মাদ ও সাঈদ ইবনে আবু আরুবা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু উভয়ের রেওয়ায়াতে পার্থক্য আছে। হাম্মাদ– কাতাদা–ইবনে সীরীন.........সূত্রে মুত্তাসিল রূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সাঈদ ইবনে আবু আরুবা কাতাদা– হাসান বসরী সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

٢ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَنَّ عَائِشَةَ رض نَزَلَتْ عَلٰى صَفِيَّةَ رض اُمِّ طَلْحَةَ رض الطَّلَحَاتِ فَرَاَتْ بَنَاتًا لَهَا فَقَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ وَفِى

حُجْرَتِى جَارِيَةٌ فَالْقَى اِلَىَّ حَقْوَهُ وَقَالَ لِى شُقِّيهِ بِشُقَّتَيْنِ فَاَعْطِى هٰذِهِ نِصْفًا وَالْفَتَاةَ الَّتِى عِنْدَ اُمِّ سَلَمَةَ نِصْفًا فَاِنِّى لَاَرَاهَا اِلَّا قَدْ حَاضَتْ اَوْلَا اُرَاهُمَا اِلَّاقَدْ حَاضَتَا ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَالِكَ رَوَاهُ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ ـ

اَلسُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ شَرِّحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ..

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ২। মুহাম্মদ ইবনে উবাইদ.......... মুহাম্মদ ইবনে সীরীন র. থেকে বর্ণিত, হযরত আয়েশা রা, তালহার মা সাফিয়্যার নিকট গেলেন। তিনি সাফিয়্যার মেয়েদের দেখে বললেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে আসলেন। তখন আমার নিকট একটি বালিকা ছিল। তিনি আমাকে তার একখানা লুংগি দিয়ে বলেন- এটিকে দুই টুকরা করে এক টুকরা এই বালিকাটিকেও দাও, অপরটি উম্মে সালামার নিকট যে বালিকা রয়েছে তাকে দাও। কারণ, আমি তাকে অথবা তাদের উভয়কে প্রাপ্তবয়স্কা মনে করি।

আবু দাউদ বলেন, এরূপই বর্ণনা করেছেন হিশাম র. মুহাম্মদ ইবনে সীরীন র. থেকে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَالِكَ رَوَاهُ هِشَامٌ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَائِشَةَ رضـ ـ

সম্ভবতঃ এ উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য হাম্মাদ-কাতাদা সূত্রে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসটির মাওসূল হওয়ার সমর্থন দান। তারপরও হাদীসটি মুনকাতি' হবে। কারণ, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন হযরত আয়েশা রা. থেকে শ্রবণ করেননি।

بَابُ الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ আড়ালের নিকটবর্তী হওয়া

١ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ اَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَحَامِدُ بْنُ يَحْيٰى وَابْنُ السَّرْحِ قَالُوْا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِى حَثْمَةَ رضـ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ اِلٰى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَايَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلٰوتَهُ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَوْ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَاخْتُلِفَ فِى اِسْنَادِهِ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ ـ شَرِّحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

হাদীস ঃ ১। মুহাম্মদ ইবনে সাব্বাহ .... হযরত সাহল ইবনে আবু হাস্‌মা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– তোমাদের কেউ যখন সুত্‌রার আড়ালে নামায পড়ে, সে যেন সুত্‌রার কাছে থাকে। যাতে শয়তান তার নামায ভংগ না করতে পারে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ـ

এ উক্তির সারমর্ম হল, এ হাদীসটির সনদে ইখতিলাফ রয়েছে। ইমাম আবু দাউদ র. শেষে বলেছেন– وَاخْتُلِفَ فِيْ إِسْنَادِهٖ অর্থাৎ, সুফিয়ানের রেওয়ায়াতে নিম্নোক্ত সনদে বর্ণিত হয়েছে। ওয়াকিদ ইবনে মুহাম্মদের রেওয়ায়াতের সনদ হল নিম্নরূপ– عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ এতে নাফি' এর উল্লেখ নেই। কোন কোন মুহাদ্দিস عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيْهِ أَوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ـ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবু যর গিফারী র.-এর জীবনী

নাম ও পরিচিতি ঃ নাম– জুনদুব। উপনাম– আবু যর। উপাধি– শায়খুল ইসলাম। পিতার নাম– জুনাদাহ। গিফার গোত্রের লোক ছিলেন বলে তাঁকে গিফারী বলা হয়। তিনি ছিলেন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, দুনিয়া বিমুখ মুহাজির সাহাবী।

জন্ম ঃ তিনি জাহেলী যুগে কোন এক শুভলগ্নে জন্মগ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণ ঃ কারো কারো মতে, ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি ৫ম ব্যক্তি। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি স্বীয় গোত্রে চলে যান এবং তাদের মাঝে অবস্থান করতে থাকেন।

মদীনায় অবস্থান ঃ আবু যর গিফারী রা. দীর্ঘদিন ধরে স্বীয় গোত্রের মাঝে অবস্থানের পর হিজরী ৫ম সালে খন্দকের যুদ্ধের পর মদীনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হন। অতঃপর মদীনা মুনাওয়ারায় বসবাস শুরু করেন।

জিহাদে অংশগ্রহণ ঃ তিনি বদর, উহুদ, খন্দক প্রভৃতি যুদ্ধের সময়ে নিজ দেশে থাকায় এসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। হিজরী ৫ম সনের পর সংঘটিত তাবুক যুদ্ধসহ প্রায় সকল যুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সোহবত ঃ তিনি মদীনায় অবস্থানকালে সর্বক্ষণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে অতিবাহিত করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনযির ইবনে আমরের সাথে তাঁর ভ্রাতৃত্ব কায়েম করে দেন। 'যাতুর রিকা' যুদ্ধে যাত্রাকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেন।

পরবর্তীতে আবাসস্থল পরিবর্তন ঃ পরিণত বয়সে তিনি কয়েকটি স্থানে বসবাস করেন। যেমন– হযরত উমর রা.-এর খিলাফতকালে মদীনায় বসবাস করেন। পরে এক সময় হযরত মুআবিয়া রা.-এর সাথে বিশেষ একটি ব্যাপারে মতানৈক্যের পর হযরত উসমান রা.-এর আদশেক্রমে তিনি মদীনার বাইরে 'রাবযা' নামক স্থানে বসবাস করতে থাকেন। আমরণ তিনি সেখানেই বসবাস করেন।

গুণাবলি : তিনি ছিলেন একজন মিতব্যয়ী ও সংযমী মনীষী। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ পুঞ্জিভূত করাকে তিনি অবৈধ মনে করতেন। এ নিয়ে অনেক সাহাবীর সাথে তাঁর মতবিরোধ হয়। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের পূর্বেও আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করেছেন।

হাদীস রেওয়ায়াত : হাদীস শাস্ত্রে তাঁর বিরাট অবদান রয়েছে। তিনি সর্বমোট ২৮১টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে ৩১টি হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম র. যৌথভাবে বর্ণনা করেছেন। অবশিষ্ট্যগুলো আলাদা আলাদাভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ওফাত : তিনি হযরত ওসমান রা.-এর খিলাফত আমলে হিজরী ৩২ সনে ৮ যিলহজ্জ মদীনা থেকে চল্লিশ মাইল দূরে 'রাবযা' নামক স্থানে ওফাত লাভ করেন। তাঁর জানাযা নামাযের ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থাও হয় বিস্ময়করভাবে আল্লাহর নুসরতে। – বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : উসদুল গাবা– ১/৫৬২-৫৬৫

بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ

অনুচ্ছেদ : কিসে নামায ভঙ্গ করে

١ـ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ وَابْنُ كَثِيرٍ الْمَعْنٰى اَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةِ اَخْبَرَهُمْ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِى ذَرٍّ رضـ قَالَ حَفْصٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَقْطَعُ وَقَالَا عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ اَبُو ذَرٍّ رضـ يَقْطَعُ صَلٰوةَ الرَّجُلِ اِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَيْدُ اٰخِرَةِ الرَّحْلِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْاَسْوَدُ وَالْمَرْاَةُ، فَقُلْتُ مَا بَالُ الْاَسْوَدِ مِنَ الْاَحْمَرِ مِنَ الْاَصْفَرِ مِنَ الْاَبْيَضِ؟ فَقَالَ يَا ابْنَ اَخِىْ! سَاَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَمَا سَاَلْتَنِىْ فَقَالَ اَلْكَلْبُ الْاَسْوَدُ شَيْطَانٌ ـ

اَلسُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ شَرِّحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُو دَاوُدَ رحـ .

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ـ

হাদীস : ১। হাফস ইবনে উমর......... হযরত আবু যর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– নামাযী ব্যক্তির সামনে যদি (উটের পিঠের) হাওদার পেছনের লাকড়ি পরিমাণ কিছু না থাকে, আর তার সামনে গাধা, কালো কুকুর অথবা মহিলা অতিক্রম করে, তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আমি বললাম, লাল, হলুদ বা সাদার তুলনায় কালো কুকুরের কি এমন বৈশিষ্ট্য? তিনি বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যেরূপ তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করলে। তিনি বলেছিলেন– কালো কুকুর হচ্ছে একটি শয়তান।

قَالَ حَفْصٌ অর্থাৎ, ইমাম আবু দাউদ র.-এর প্রথম উস্তাদ।

قَالَ অর্থাৎ, আবু যর রা. বলেছেন।

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ অর্থাৎ, আবু দাউদ র. বলেন, আমার প্রথম উস্তাদ হাফস এ হাদীসটি মারফূ আকারে বর্ণনা করেছেন।

وقَالا অর্থাৎ, ইমাম আবু দাউদ র.-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় উস্তাদ আবদুস সালাম ও ইবনে কাসীর হযরত আবু যর রা.-এর উপর মাওকুফরূপে বর্ণনা করেন।

٢ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ ثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض رَفَعَهُ شُعْبَةُ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ اَلْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ ـ

قَالَ اَبُو دَاوُدَ اَوْقَفَهُ سَعِيْدٌ وَهِشَامٌ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَلٰى اِبْنِ عَبَّاسٍ رض ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ ـ شَرِّحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُو دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ২। মুসাদ্দাদ.......... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– ঋতুবতী মহিলা ও কুকুর নামাযীর নামায নষ্ট করে দেয়।

قَالَ اَبُو دَاوُدَ اَوْقَفَهُ اَيِ الْحَدِيْثَ سَعِيْدٌ وَهِشَامٌ ـ **ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি**

সারকথা, কাতাদা শো'বা থেকে এ হাদীসটি মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন। সাঈদ ও হিশাম ইবনে আব্বাস রা.-এর উপর মাওকুফরূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শো'বার মারফূ বিবরণ শায আর তাদের মাওকুফ বিবরণ মাহফূজ।

بَابُ مَنْ قَالَ الْمَرْءَةُ لَاتَقْطَعُ الصَّلٰوةَ

অনুচ্ছেদ ঃ যে বলে মহিলা নামায ভঙ্গের কারণ হয় না

١ـ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ كُنْتُ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ قَالَ شُعْبَةُ وَاَحْسِبُهَا قَالَتْ وَاَنَا حَائِضٌ.

قَالَ اَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ وَاَبُوبَكْرِ بْنُ حَفْصٍ وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ وَاَبُو الْاَسْوَدِ وَتَمِيْمُ بْنُ سَلَمَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رض وَاِبْرَاهِيْمُ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رض وَاَبُو الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رض وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَاَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رض لَمْ يَذْكُرُوا وَاَنَا حَائِضٌ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُو دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

হাদীস ঃ ১। মুসলিম........ হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (নামাযের সময়) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ও কিবলার মধ্যবর্তী স্থানে ছিলাম। শো'বা র. বলেন, আমার মনে হয় তিনি এটাও বলেছিলেন, আমি তখন মাসিক অবস্থায় ছিলাম। ইমাম আবু দাউদের উক্তি মতে ... কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ ও আবু সালামা হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তাতে 'আমি তখন হায়েয অবস্থায় ছিলাম' অংশটুকু উল্লেখ করেননি।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ ـ

সারকথা হল, উরওয়া থেকে এই হাদীসটি বর্ণনাকারী একজন হলেন, সা'দ ইবনে ইবরাহীম। তিনি وَاَنَا حَائِضٌ শব্দ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু উরওয়া থেকে বর্ণনাকারী যুহরী থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত কেউ وَاَنَا حَائِضٌ শব্দ উল্লেখ করেননি। কাজেই সা'দ ইবনে ইবরাহীমের হাদীসের ঐ বাক্যটি শায। কারণ, তিনি অনেক হাফিজে হাদীসের পরিপন্থী বর্ণনা দিয়েছেন।

بَابُ مَنْ قَالَ لاَيَقْطَعُ الصَّلٰوةَ شَيْءٌ

অনুচ্ছেদ ঃ যে বলে কোন কিছু নামায ভঙ্গের কারণ হয় না

٢ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا مُجَالِدٌ ثَنَا اَبُو الْوَدَّاكِ قَالَ مَرَّ شَابٌّ مِنْ قُرَيْشٍ بَيْنَ يَدَيْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رض وَهُوَ يُصَلِّيْ فَدَفَعَهُ ثم عَادَ فَدَفَعَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنَّ الصَّلٰوةَ لاَيَقْطَعُهَا شَيْءٌ وَلٰكِنْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِدْرَءُوْا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاِنَّهُ شَيْطَانٌ ـ قَالَ اَبُو دَاوُدَ اِذَا تَنَازَعَ الْخَبْرَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نُظِرَ اِلٰى مَا عَمِلَ بِهِ اَصْحَابُهُ رضى الله عنهم مِنْ بَعْدِهِ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ ـ هَلْ يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ شَيْءٌ مِنَ الْكَلْبِ الْاَسْوَدِ وَالْمَرْاَةِ وَالْحِمَارِ؟ مَا الْاِخْتِلاَفُ فِيْهِ بَيْنَ الْاَئِمَّةِ الْكِرَامِ؟ اُذْكُرْ مُبَرْهِنًا مُرَجِّحًا مَعَ الْجَوَابِ عَنْ اِسْتِدْلاَلِ الْمُخَالِفِيْنَ ـ مَا وَجْهُ تَخْصِيْصِ الْاَشْيَاءِ الثَّلاَثَةِ فِى الْحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ؟ شَرِّحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُو دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ـ

হাদীস ঃ ২। মুসাদ্দাদ.......... আবুল ওয়াদ্দাক র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক কুরাইশ যুবক হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা.-এর সামনে দিয়ে অতিক্রম করল। তিনি তখন নামায পড়ছিলেন। তিনি তাকে বাধা দিলেন। সে আবার আসলে তিনি তাকে পুনরায় বাধা দিলেন। এরূপ তিনবার হল। নামায শেষে তিনি বললেন, বস্তুত নামাযকে কোন কিছুই নষ্ট করতে পারে না। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– তোমরা যথাসাধ্য (অতিক্রমকারীকে) বাধা দিবে; কারণ, সে হচ্ছে একটা শয়তান।

আবু দাউদ র. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'টি হাদীস যদি পরস্পর বিরোধী হয়, তাহলে তাঁর সাহাবীগণ যে আমল করেছেন তা লক্ষ্য করতে হবে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اِذَا تَنَازَعَ الْخَبْرَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نُظِرَ اِلٰى مَا عَمِلَ بِهٖ اَصْحَابُهٗ ـ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য হল, মুসল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রম করার ফলে নামায ভঙ্গ হওয়া না হওয়া সংক্রান্ত উভয় প্রকার রেওয়ায়াত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত আছে। যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ ধরনের বিতর্কিত হাদীস এক মাসআলা সম্পর্কে এসেছে, সেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবায়ে কিরামের আমল ও ফতওয়া দেখতে হবে যে, এগুলোর উপরে আমল কিরূপ ছিল? পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদগুলো দ্বারা বুঝা যায়, হযরত আবদুল্লাহ হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর ফতওয়া হল, এসব জিনিসের কোন একটি অতিক্রান্ত হওয়ার ফলে নামায ভঙ্গ হয় না। অতএব, এর উপর আমল করা হয়।

কোন কিছু অতিক্রম করলে নামায ভঙ্গ হয় না

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসের ন্যায় তিরমিযীতে একটি রেওয়ায়াত আছে−

اِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَاٰخِرَةِ الرَّحْلِ اَوْ كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ قَطَعَ صَلٰوتَهُ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ ـ

ইমাম আহমদ র. এবং কোন কোন আহলে জাহির এ ধরনের হাদীসের বাহ্যিক অর্থের উপর আমল করতে গিয়ে বলেন, উক্ত তিনিটি জিনিস মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে নামায ফাসিদ হয়ে যায় যখন সুতরা বা অন্তরাল না থাকে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে নামায ফাসিদ হয় না।

✪ সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রমাণ, তিরমিযীতে ((بَابُ مَاجَاءَ لَايَقْطَعُ الصَّلٰوةَ شَيْئٌ)) বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর হাদীস−

كُنْتُ رَدِيْفَ الْفَضْلِ عَلٰى اَتَانٍ (اى حِمَارَة) فَوَصَلْنَا الصَّفَّ فَمَرَّتْ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ فَلَمْ تَقْطَعْ صَلٰوتَهُمْ ـ نسائى : ٣٨/١ ومصنف عبد الرزق ٢٨/٢

✪ তাছাড়া হযরত আয়েশা রা. এর হাদীসে আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তেন। আর আমি তাঁর সামনে লাশের ন্যায় শুয়ে থাকতাম। এসব রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গাধা ও মহিলা মুসল্লীর সামনে থাকা অথবা অতিক্রম করার ফলে তা নামায ভঙ্গের কারণ হয় না। অবশ্য কালো কুকুর সম্পর্কে কোন রেওয়ায়াত সংখ্যাগরিষ্ঠের নিকট নেই। কিন্তু কালো কুকুরকেও এ দুটির উপর কিয়াস করা যেতে পারে। কারণ, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে তিনটির আলোচনা এক সাথেই এসেছে।

✪ এখানে কোন কোন হাম্বলী মাযহাবপন্থীর পক্ষ থেকে এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটি বাচনিক। আর সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রমাণগুলো ক্রিয়াবাচক। অতএব, বাচনিক প্রমাণের প্রাধান্য হওয়া উচিত।

✪ এর উত্তর হল, প্রাধান্যের এ মূলনীতি তখন আমলযোগ্য যখন সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব না হয়। আর এখানে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব। তার পদ্ধতি হল, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে قَطَعَ দ্বারা উদ্দেশ্য নামায ফাসিদ হয়ে যাওয়া নয়। বরং মুসল্লী এবং তার প্রভুর মাঝে সম্পর্ক তথা খুশু ও একাগ্রতা বিনষ্ট হওয়া।

তিনটি জিনিষকে বিশেষিত করার কারণ কি?

✪ এর উপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, তাহলে এ তিনটি জিনিসকে বিশেষিত করার কারণ কি?

✪ এর উত্তর হল, এই তিনটি জিনিসের মাঝে শয়তানী প্রভাবের দখল রয়েছে। কারণ, তিরমিযীর হাদীসটিতেই ইরশাদ রয়েছে– اَلْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ 'কালো কুকুর শয়তান।' আর মহিলাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে– النِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ 'নারী হল শয়তানের জাল।' গাধা সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়াতে আছে, এটা শয়তানের প্রভাবের কারণে চিৎকার করে থাকে। فَلِكُلٍّ مِنَ الثَّلَاثَةِ عَلَاقَةٌ لِلشَّيْطَانِ– অতএব, তিনটির মধ্যেই শয়তানী প্রভাবের সম্পর্ক রয়েছে। এজন্য বিশেষভাবে এই তিনটি জিনিসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

✪ অতঃপর সহীহ কথা হল, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক যুক্তি দ্বারা অনুধাবনযোগ্য বিষয় নয়। অতএব, কোন জিনিস এই সম্পর্ক বিনষ্ট করবে আর কোনটি এই সম্পর্ক সৃষ্টি করবে এর যথার্থ জ্ঞান কেবল ওহীর মাধ্যমেই হতে পারে। তাতে কিয়াস বা যুক্তির দখল নেই।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাচনিক হাদীসটির বিপরীত সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্রিয়াবাচক দলীলগুলোর প্রাধান্যের আরেকটি কারণ হল, যদি ক্রিয়াবাচক হাদীসগুলো সাহাবায়ে কিরামের উক্তি দ্বারা সমর্থিত হয়, তবে কখনো কখনো বাচনিক হাদীসগুলোর উপর প্রাধান্য লাভ করে। এখানেও অনুরূপ। কারণ, সাহাবায়ে কিরামের প্রচুর আছর এরূপ বর্ণিত আছে যে, এগুলো দ্বারা নামায ফাসিদ হয় না। মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা, মুসান্নাফ আবদুর রায্যাক ও তাহাভীতে এরূপ বিবরণ রয়েছে।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ দু' হাত উত্তোলন

٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا لَا اَعْقِلُ صَلٰوةَ اَبِىْ فَحَدَّثَنِىْ وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ اَبِىْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ اِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَالَ ثُمَّ الْتَحَفَ ثم اَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ وَاَدْخَلَ يَدَيْهِ فِىْ ثَوْبِهِ قَالَ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ اَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ثم سَجَدَ وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ اَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ - قَالَ مُحَمَّدٌ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِلْحَسَنِ بْنِ اَبِى الْحَسَنِ فَقَالَ هِىَ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ وَتَرَكَهُ مَنْ تَرَكَهُ -

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ هَمَّامٌ عَنِ ابْنِ جُحَادَةَ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ مَعَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُوْدِ -

اَلسُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ - شَرِّحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ ، اُذْكُرْ نُبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضـ -

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ -

হাদীস ঃ ৩। উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর .... আবদুল জাব্বার বলেন, আমি ছিলাম ছোট বালক, আমি পিতার নামায সম্পর্কে বুঝতাম না। অতঃপর ওয়াইল আবু ওয়াইল থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু ওয়াইল ইবনে হুজর

রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নামায আদায় করি। তিনি তাকবীর বলার সময় নিজের দু'হাত উঠাতেন, পরে তিনি তাঁর হাত কাপড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরতেন।

রাবী বলেন, অতঃপর তিনি যখন রুকুর জন্য মনস্থ করতেন, তখন স্বীয় হাত দু'খানা বের করে উপরে উঠাতেন। তিনি রুকু হতে মাথা উঠানোর সময়ও দুই হাত উপরে উঠান। অতঃপর তিনি সিজদায় যান এবং স্বীয় চেহারা দু' হাতের তালুর মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি সিজ্দা হতে মাথা উঠাবার সময়ও স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করেন। এভাবে তিনি তাঁর নামায শেষ করেন।

রাবী মুহাম্মদ বলেন, এসম্পর্কে আমি হাসান ইব্নে আবুল হাসানকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এমনি ছিল রাসূলুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামায আদায়ের নিয়ম। যে ব্যক্তি এর অনুসরণ করেছে- সে তো করেছে এবং যে ব্যক্তি তা ত্যাগ করেছে সে তো তা ত্যাগ করেছে। —মুসলিম

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, হাম্মাম- হযরত ইব্নে জুহাদা হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ঐ বর্ণনায় সিজদা হতে মাথা উঠানোর সময় হাত উত্তোলনের উল্লেখ নেই।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُو دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الحَدِيْثَ هَمَّامٌ عَنِ ابْنِ جُحَادَةَ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ مَعَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُوْدِ ـ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য আবদুল ওয়ারিস ও হাম্মামের রেওয়ায়াতে যে ইখতিলাফ রয়েছে তার বিবরণ দান। কারণ, ইবনে জুহাদা থেকে আবদুল ওয়ারিস এবং হাম্মাম উভয়জন বর্ণনা করেছেন। আবদুল ওয়ারিসের রেওয়ায়াতে আছে– إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ رَفَعَ يَدَيْهِ আর ইবনে জুহাদা থেকে হাম্মাদও বর্ণনা করেছেন। তাতে এ رَفَعَ يَدَيْهِ এর উল্লেখ নেই।

হযরত ওয়াইল ইবনে হুজ্র রা.-এর জীবনী

নাম ও পরিচিতি ঃ নাম ওয়াইল পিতার নাম হুজ্র। বংশ পরিচিতি হল ওয়াইল ইবনে হুজ্র ইবনে রবীয়া ইবনে ওয়াইল ইবনে ইয়ামুর আল হাযরামী।

আবুল কাসিম ইবনে আসাকির র. বলেছেন, ওয়াইল ইবনে হুজ্র ইবনে সা'দ ইবনে মাসরুক ইবনে ওয়াইল। আরো অন্যান্য উক্তিও রয়েছে। তিনি ছিলেন হাদরামাউতের একজন চৌধুরী। তার পিতা ছিলেন সেখানকার সম্রাট।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভবিষ্যদ্বাণী ঃ রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তিনি প্রতিনিধি হিসেবে এসেছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আগমনের কয়েকদিন পূর্বেই সাহাবায়ে কিরামকে তাঁর আগমণ সম্পর্কে সুসংবাদ শুনিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের নিকট অনেক দূর-দুরান্তভূমি হাদরামাউত থেকে ওয়াইল ইবনে হুজ্র আসবে। সে আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের প্রতি আগ্রহী ও অনুগত হয়ে এখানে আসবে। সে সম্রাটদের শাহজাদাদের অবশিষ্ট একজন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তিনি প্রবেশ করলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মুবারকবাদ জানান। তাকে নিজের কাছে এনে বসান এবং নিজের চাঁদর তাঁর জন্য বিছিয়ে দেন। তাকে এর উপর নিজের সাথে বসান তাঁর জন্য দোআ করেন– হে আল্লাহ! ওয়াইল ও তার সন্তান সন্ততিতে বরকত দাও।

একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে হাদরামাউতের চৌধুরীদের উপর গর্ভনর নিযুক্ত করেছেন। কিছু জমিদারী দান করেন এবং হযরত মুয়াবিয়া রা.-কে তার সাথে পাঠান। তিনি বললেন,

তাঁকে তুমি সে জমি দিয়ে দিও। হযরত মুয়াবিয়া রা. তাঁকে বললেন, আমাকে আপনার পিছনে আরোহণ করান। তিনি দুপুরের প্রচন্ড গরমেরও অভিযোগ করেন। তখন তিনি বললেন, আমি রাজা বাদশাহদের পিছনে আরোহন করি না। তখন তিনি বললেন, আমাকে আপনার জুতা দিন। তিনি বললেন, উটনীর ছায়াকে জুতা বানান। তিনি বললেন, এতে আমার কি ফায়দা আছে? মোটকথা, তিনি জুতাও দেননি। হযরত মুয়াবিয়া রা. পায়ে হেটে কষ্ট করে যান। পরবর্তীতে ওয়াইল রা.-এর জন্য অনুতপ্ত হন।

অবস্থান ঃ তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর কুফায় অবস্থান করেন। হযরত মুয়াবিয়া আ.এর শাসনামল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁর নিকট প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হলে হযরত মুয়াবিয়া রা. তাঁকে সিংহাসনে বসান। এবং পূর্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তখন ওয়াইল বলেন, হায়! যদি আমি তখন তাঁকে আমার সামনে আরোহণ করাতাম!

জিহাদ ঃ সিফফীনের যুদ্ধে হযরত আলী রা.-এর সাথে অংশ গ্রহণ করেন। সেদিন হাদরামাউতের ঝান্ডা ছিল তাঁর হাতে।

হাদীস রেওয়ায়াত ঃ তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে তাঁর দুই ছেলে আলকামা ও আবদুল জব্বার হাদীস বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, আবদুল জাব্বার তাঁর পিতা থেকে হাদীস শুনেন নি। কুলাইব জারমী, তাঁর স্ত্রী উম্মে ইয়াহইয়া প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

–উসদুল গাবাহ ঃ ৫/৪০৫-৪০৬; ইকমাল ঃ ৬২১

بَابُ اِفْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের সূচনা

٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ عَمْرٍو الْعَامِرِىِّ رض قَالَ كُنْتُ فِىْ مَجْلِسٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَذَاكَرُوْا صَلَاتَهُ ﷺ فَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ فَذَكَرَ بَعْضَ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَقَالَ فَاِذَا رَكَعَ اَمْكَنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ غَيْرَ مُقْنِعٍ رَأْسَهُ وَلَا صَافِحٍ بِخَدِّهِ وَقَالَ اِذَا قَعَدَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلٰى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ الْيُمْنٰى فَاِذَا كَانَ فِى الرَّابِعَةِ اَفْضٰى بِوَرِكِهِ الْيُسْرٰى اِلَى الْاَرْضِ وَاَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ .

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ، ثُمَّ شَرِّحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ اُذْكُرْ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا اَبِىْ حُمَيْدٍ وَعَمْرٍو الْعَامِرِىِّ رض اَوْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ رض .

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস ঃ ৩। কুতাইবা ইব্‌ন সাঈদ .... মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর আল আমিরী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাহাবায়ে কিরামের মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তারা সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামায সম্পর্কে আলোচনা করেন। তখন হযরত আবু হুমাইদ রা. বলেন ..... অতঃপর মুহাম্মদ র. পূর্বোক্ত হাদীসটির কিছু অংশ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন নবীজী সা. রুকু করতেন তখন তাঁর হাতের তালু দ্বারা হাঁটু মজবুতভাবে ধরতেন

এবং হাতের আংগুলগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন রাখতেন এবং এ সময় তিনি স্বীয় মাথা পিঠ বরাবর রাখতেন। রাবী বলেন, অতঃপর যখন তিনি দুই রাক'আত নামায আদায়ের পর বসতেন, তখন বাম পায়ের উপর বসতেন এবং ডান পায়ের পাতা দাঁড় করিয়ে রাখতেন। অতঃপর তিনি যখন চতুর্থ রাকআতের পর বসতেন, তখন তিনি নিজের উভয় পা ডান দিকে বের করে দিতেন এবং বাম পাশের পশ্চাৎদেশের উপর ভর দিয়ে বসতেন।

فَذَكَرَ অর্থাৎ, মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হালহালা। এর প্রবক্তা ইমাম আবু দাউদ র.।

بَعْضَ الْحَدِيْثِ ঃ অর্থাৎ, আবদুল হামীদ ইবনে জাফর–মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আতা সূত্রে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের কোন অংশ। এ হাদীসটি এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। এ উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য, এ হাদীসটি আবদুল হামীদ ইবনে জাফর এবং মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হালহালা উভয়েই রেওয়ায়াত করেছেন। আবদুল হামীদ ইবনে জাফর বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আতা থেকে। তাঁর হাদীসটি সুদীর্ঘতম। এ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদীসটির প্রতি লক্ষ্য করলেই তা বুঝা যাবে। মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হালহালাও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে আমর আমিরী থেকে এবং হাদীসটিও সংক্ষিপ্ত। অর্থাৎ, পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করেননি, অংশতঃ উল্লেখ করেছেন। অতঃপর, ইমাম আবু দাউদ র. উভয় হাদীসের মাঝে وَقَالَ اَىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ বলে ইখতিলাফের বিবরণ দিচ্ছেন, কোনটি কত দীর্ঘ, আর কোনটি কত সংক্ষিপ্ত।

আবু হুমাইদ, আমর ও আবু উসাইদ রা.-এর পরিচিতি

● **আবু হুমাইদ রা.**

নাম ও বংশ পরিচিতি ঃ তার উপনাম আবু হুমাইদ। আবদুর রহমান সাদ আনসারী খাযরাজী সাইদী রা.-এর ছেলে। তার উপনাম সমধিক প্রসিদ্ধ। একদল রাবী তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর শাসন আমলের শেষ দিকে ওফাত লাভ করেছেন। –বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ ইকমাল ঃ ৫৯১; ইসাবা ঃ ৪/৪৬; উসদুল গাবাহ ঃ ৬/৭৫-৭৮৬

● **আমর আমিরী রা.**

নাম ঃ আমর পিতার নাম আব্দুল্লাহ। বংশ হল– আমর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু কায়েস আমিরী। তিনি বনু আমির ইবনে লুয়াই এর বংশধর। উষ্ট্রিযুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেন। –উসদুল গাবা ঃ ৪/২৩৮

● **আবু উসাইদ রা.**

নাম ঃ মালিক। উপনাম আবু উসাইদ। বংশতালিকা হল– আবু উসাইদ মালিক ইবনে রাবী'আ আনসারী সাইদী। তিনি সমস্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি আপন উপনামে সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রচুর পরিমান রাবী তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ওফাত ঃ ৬০ হিজরীতে তার ওফাত হয়। তখন তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। চোখের জ্যোতি শেষ বয়সে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বদরে সর্বশেষ সাহাবী তাঁরই ওফাত হয়। –বিস্তারিত দ্রষ্টব্য– ইকমাল ঃ ৫৮৫; ইসাবা ঃ ৪/৮ ইত্যাদি।

٦ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو اَخْبَرَنِىْ فُلَيْحٌ حَدَّثَنِىْ عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ اِجْتَمَعَ اَبُوْ حُمَيْدٍ وَاَبُوْ اُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ رض فَذَكَرُوْا صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ بَعْضَ هٰذَا قَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ كَاَنَّهٗ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا وَوَتَّرَيَدَيْهِ فَتَجَافٰى عَنْ جَنْبَيْهِ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ فَاَمْكَنَ

اَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ وَنَحّٰى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ حَتّٰى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِىْ مَوْضِعِهٖ حَتّٰى فَرَغَ ثم جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَاَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنٰى عَلٰى قِبْلَتِهٖ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُمْنٰى وَكَفَّهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهٖ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ عُتْبَةُ بْنُ اَبِىْ حَكِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ لَمْ يَذْكُرِ التَّوَرُّكَ وَذَكَرَ نَحْوَ فُلَيْحٍ وَذَكَرَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ نَحْوَ جَلْسَةِ حَدِيْثِ فُلَيْحٍ وَعُتْبَةَ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ شَرِّحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ .اُذْكُرْ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ او مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ رضـ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ৬। আহ্মদ ইবনে হাম্বল .... হযরত আব্বাস ইবনে সাহ্ল রা. বলেন, হযরত আবু হুমাইদ, আবু উসাইদ, সাহ্ল ইবনে সাদ এবং মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. কোন এক মজলিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নামায আদায়ের ধরণ সম্পর্কে আলোচনা করেন। এ সময় আবু হুমাইদ রা. বলেন, আমি তোমাদের চাইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামায সম্পর্কে অধিক অবহিত........ অতঃপর কিছু অংশ এখানে বর্ণনা করেন।

রাবী বলেন, অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু করার সময় স্বীয় হস্ত দ্বারা হাঁটু শক্তভাবে ধরেন। অতঃপর তিনি স্বীয় হস্তদ্বয় তাঁর পার্শ্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন।

রাবী বলেন, অতঃপর তিনি সিজদার সময় নাক ও কপাল মাটির সাথে মিলিয়ে রাখেন এবং হস্তদ্বয় পাশ হতে দূরে সরিয়ে রাখেন। অতঃপর তিনি এমনভাবে মাথা উঠান যে, শরীরের সমস্ত সংযোগস্থান স্ব-স্ব স্থানে স্থাপিত হত। অতঃপর বসে তিনি তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পায়ের সম্মুখভাগ কিবলামুখী করে রাখতেন এবং ডান হাতের তালু ডান পায়ের উরুর উপর রাখতেন এবং বাম হাত বাম পায়ের উপর এবং তাশাহ্হুদ পাঠের সময় শাহাদাত আংগুল দ্বারা ইশারা করতেন।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, এই হাদীস উত্বা র. আবদুল্লাহ হতে এবং তিনি আব্বাস ইবনে সাহ্ল হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা সেখানে বাম পার্শ্বের পশ্চাৎদেশের উপর বসার কথা উল্লেখ করেন নি।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ عُتْبَةُ بْنُ اَبِىْ حَكِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى

বিশুদ্ধ হল ঈসা ইবনে আবদুল্লাহ। যেমন গ্রন্থকার ইতোপূর্বেকার হাদীসে উল্লেখ করেছেন, অনুরূপভাবে পরবর্তী অনুচ্ছেদ بَابُ مَنْ ذَكَرَ التَّوَرُّكَ فِى الرَّابِعَةِ তেও ঈসা ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন।

عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ لَمْ يَذْكُرِ التَّوَرُّكَ ـ অর্থাৎ, এ হাদীসটি উতবা ইবনে আবু হাকীম ঈসা ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। ঈসা বর্ণনা করেছেন আব্বাস ইবনে সাহ্ল থেকে। অতএব, উতবা ইবনে আবু হাকীম তাওয়াররুকের উল্লেখ করেননি। না প্রথম বৈঠকে, না দুই সিজদার মাঝে, না শেষ বৈঠকে।

وَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ فُلَيْحٍ ـ অর্থাৎ, ফুলাইহ- আব্বাস ইবনে সাহ্ল সূত্রে বর্ণিত হাদীসের ন্যায়। কারণ, কোন বৈঠকেই তাওয়াররুকের উল্লেখ করেননি। এটি হল ৬নং হাদীস।

মোটকথা, তাওয়াররুক উল্লেখের ক্ষেত্রে রেওয়ায়াতগুলো বিভিন্ন রকম। আবদুল হামীদ ইবনে জাফর ও মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হালহালা স্ব স্ব হাদীসে তাওয়াররুক উল্লেখ করেছেন, শুধুমাত্র শেষ বৈঠক ছাড়া। তাঁদের দু'জনের হাদীস হল, ২ নং ও ৩ নং রেওয়ায়াত। দু'টো হাদীসের দিকে নজর করলে বিষয়টি বুঝা যাবে। এ হাদীসটি হাসান ইবনুল হুরও রেওয়ায়াত করেছেন ঈসা ইবনে আবদুল্লাহ থেকে। এটি হল এ অনুচ্ছেদের পঞ্চম হাদীস। তিনি দু' সিজদার মাঝে তাওয়াররুকের কথা উল্লেখ করেছেন, বাকি বৈঠকগুলোতে এর উল্লেখ করেননি। ফুলাইহ-আব্বাস ইবনে সাহ্‌ল সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতে তাওয়াররুকের কোন উল্লেখই নেই। না প্রথম বৈঠকে, না দু' সিজদার মাঝে, না শেষ বৈঠকে। যেমন আবু দাউদ র. বলেন– وَذَكَرَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ نَحْوَ جِلْسَةِ التَّشَهُّدِ فِي حَدِيثِ فُلَيْحٍ। এর সারনির্যাস হল, আবদুল হামীদ ইবনে জাফর– মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আঁত্তার সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াত থেকে দ্বিতীয় বৈঠকে তাওয়াররুকের উল্লেখ রয়েছে। এটি হল এ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদীস। এরূপভাবে মুহাম্মদ ইবনে আমর আমিরীও এ অনুচ্ছেদের তৃতীয় হাদীসে তাওয়াররুকের উল্লেখ করেছেন দ্বিতীয় বৈঠকে। হাসান ইবনুল হুর তাওয়াররুকের উল্লেখ করেছেন দু' সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে, দ্বিতীয় বৈঠকে নয়। অতএব, এখানে হাসান ইবনুল হুরের হাদীসের বৈঠককে ফুলাইহ এবং খুতবার হাদীসের বৈঠকের সাথে উপমা দান শুধু তাশাহহুদদ্বয়ের বৈঠকের সাথে সীমিত। কারণ, উভয় হাদীসে তাশাহহুদদ্বয় তাওয়াররুকের অনুল্লেখে বরাবর। কিন্তু যখন হাসান ইবনুল হুর দু'সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে তাওয়াররুকের কথা উল্লেখ করেছেন, সেহেতু হাসান ইবনুল হুরের হাদীসের বৈঠককে ফুলাইহ্ ও উতবার হাদীসের সাথে উপমা দান এ অংশে হতে পারে না। বরং শুধু তাশাহহুদদ্বয়ের বৈঠকের সাথে সীমিত। কারণ, দু'সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে এ দু'জনের কেউ তাওয়াররুকের কথা উল্লেখ করেননি। কাজেই এই অংশে উপমা দান কিভাবে যথার্থ হবে?

উল্লেখ্য, উপরোক্ত উক্তিও ইবারতগুলো বুঝার জন্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত হাদীসের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে। অন্যথায় বুঝা সহজ হবে না।

সাহ্‌ল ইবনে সা'দ রা.-এর জীবনী

নাম ঃ সাহ্‌ল। পিতার নাম– সা'দ। বংশ তালিকা হল– সাহল ইবনে সা'দ সাইদী আনসারী রা.। তার উপনাম আবু আব্বাস। তাঁর আসল নাম ছিল মূলতঃ হুযন। কিন্তু প্রিয়নবী সা. এ নাম অপছন্দ করেন। ফলে তাঁর নাম পাল্টে রাখেন সাহ্‌ল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতকালে তাঁর বয়স ছিল পনের বছর।

হাদীস বর্ণনা ঃ তাঁর সূত্রে তার ছেলে আব্বাস, যুহরী এবং আবু হাযিম র. হাদীস বর্ণনা করেন।

ওফাত ঃ মদীনা মুনাওয়ারায় ৯১ হিজরীতে তিনি ওফাত লাভ করেন। কারো কারো মতে, ৮৮ হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন। মদীনা মুনাওয়ারায় তিনি সর্বশেষ সাহাবী যার ইনতিকাল এখানে হয়।

–বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ ইসাবা ঃ ২/৮৮/ উসদুল গাবাহ ঃ ৫৭৭ - ৫৭৬

মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচয় ঃ নাম–মুহাম্মদ। উপনাম– আবু আবদুর রহমান। পিতার নাম– মাসলামা। তিনি আনসারী ও হারিসী।

জিহাদ ঃ তাবুকের যুদ্ধ ছাড়া অন্য সব যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। হযরত উমর ইবনে খাত্তাবসহ অনেক বড় বড় সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের একজন ছিলেন। হযরত মুসআব ইবনে উমাইর রা.-এর হাতে মদীনা মুনাওয়ারায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

ওফাত ঃ ৪৩ হিজরীতে তিনি ওফাত লাভ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

–বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ ইকমাল ঃ ৬১৭; উসদুল গাবাহ ঃ ৫/১০৬ - ১০৭

٧ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي عُتْبَةُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ بِهٰذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَإِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلٰى شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ ـ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنَا فُلَيْحٌ سَمِعْتُ عَبَّاسَ بْنَ سَهْلٍ يُحَدِّثُ فَلَمْ أَحْفَظْهُ فَحَدَّثَنِيهِ أُرَاهُ ذَكَرَ عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ قَالَ حَضَرْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ رض ـ

اَلسُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ ـ أَوْضِحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رح

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ـ

হাদীস ঃ ৭। আমর ইব্‌ন উসমান .... আবূ হুমাইদ রা. হতে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, যখন তিনি সিজদা করতেন, তখন স্বীয় পেট উরু হতে বিচ্ছিন্ন রাখতেন।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, এই হাদীস ইব্‌নুল মুবারকও সসূত্রে বর্ণনা করেছেন তথা ফুলাইহ– আব্বাস ইবনে সাহ্‌ল সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে তা আমি স্মরণ রাখতে পারিনি। ফুলাইহ ঈসা থেকে বর্ণনা করেছেন– ঈসা আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি আবু হুমাইদ সাইদী রা.-এর নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَيْ عَبْدُ اللّٰهِ أَنَا فُلَيْحٌ سَمِعْتُ عَبَّاسَ بْنَ سَهْلٍ يُحَدِّثُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ أَحْفَظْهُ أَيْ نَسِيتُهُ فَحَدَّثَنِيهِ أَيْ هٰذَا الْحَدِيثَ أُرَاهُ أَيْ أَظُنُّ فُلَيْحًا ـ

এর প্রবক্তা আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক র. অর্থাৎ, ইবনে মুবারক র. বলেন, এ হাদীসটি তাঁকে ফুলাইহ বর্ণনা করেছেন। ফুলাইহ বলেন, আমি আব্বাস ইবনে সাহ্‌লকে বলতে শুনেছি, অতঃপর, ফুলাইহ এ হাদীসটি ভুলে গেছেন। ভুলে যাওয়ার পর ফুলাইহকে দ্বিতীয়বার এ হাদীস বর্ণনা করা হয়। এবার আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক বললেন, আমার ধারণা হল, ফুলাইহ এবার নিজের উস্তাদের নাম ঈসা ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন, অর্থাৎ, ফুলাইহ ঈসা ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। ঈসা বর্ণনা করেছেন আব্বাস ইবনে সাহ্‌ল থেকে, যার সারনির্যাস বের হয়, ফুলাইহ এ হাদীসটি প্রথমত আব্বাস ইবনে সাহ্‌ল থেকে প্রত্যক্ষভাবে শুনেছেন। অতঃপর ফুলাইহকে এ হাদীস ঈসা ইবনে আবদুল্লাহ আব্বাস ইবনে সাহ্‌ল থেকে বর্ণনা করেছেন। প্রথম ছুরতে ফুলাইহ এবং আব্বাস ইবনে সাহ্‌লের মাঝে অন্য কোন সূত্র ছিল না। দ্বিতীয় ছুরতে ফুলাইহ এবং আব্বাস ইবনে সাহলের মাঝে ঈসা ইবনে আবদুল্লাহর সূত্র বেড়েছে। এই ইবারতের এই ব্যাখ্যা সে কপির ভিত্তিতে, যাতে فَحَدَّثَنِيهِ শব্দ আছে। আর যে কপিতে এই শব্দটি নেই বরং তাতে أُرَاهُ عِيسَى ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ আছে সে ছুরতে ঈসা فَحَدَّثَنِيهِ এর ফায়েল। অর্থ হবে, ফুলাইহ বলেন– আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ঈসা ইবনে আবদুল্লাহ। তিনি তা শুনেছেন আব্বাস ইবনে সাহ্‌ল থেকে। তিনি বলেন, আমি আবু হুমাইদ সাইদী রা.-এর নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম।

١٣ـ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَا عَبْدُ الْعْلٰى نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيهِ وَيَرْفَعُ ذٰلِكَ إِلٰى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ـ

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَالصَّحِيْحُ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رض وَلَيْسَ بِمَرْفُوْعٍ ـ

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَرَوٰى بَقِيَّةُ أَوَّلَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَأَسْنَدَهُ ـ

وَرَوَاهُ الثَّقَفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ أَوْقَفَهُ عَلٰى ابْنِ عُمَرَ رض وَقَالَ فِيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُهُمَا إِلٰى ثَدْيَيْهِ وَهٰذَا الصَّحِيْحُ، قَالَ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَمَالِكٌ وَأَيُّوبُ وَابْنُ جُرَيْجٍ مَوْقُوفًا وَأَسْنَدَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحْدَهُ عَنْ أَيُّوبَ لَمْ يَذْكُرْ أَيُّوبُ وَمَالِكٌ الرَّفْعَ إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ وَذَكَرَ اللَّيْثُ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَ بْنُ جُرَيْجٍ قُلْنَا لِنَافِعٍ أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رض يَجْعَلُ الْأُوْلٰى أَرْفَعَهُنَّ؟ قَالَ لَا سَوَاءً، قُلْتُ أَشِرْلِيْ، فَأَشَارَ إِلَى الثَّدْيَيْنِ وَأَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ أَوْضِحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاوُدَ رحـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ১৩। নাসর ইবনে আলী .... হযরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি যখন নামাযে প্রবেশ করতেন তখন তাকবীর বলতেন ও হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন। আর যখন রুকূ করতেন তখন বলতেন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ আর যখন রাকআতদ্বয় থেকে উঠতেন তখন হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন। তিনি এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফূ' আকারে বর্ণনা করতেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَالصَّحِيْحُ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رض وَلَيْسَ بِمَرْفُوْعٍ ـ

এখানে বলতে চান যে, হাদীসটি আবদুল আলা উবাইদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং শেষে যেয়ে বললেন– إِنَّ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُهُ إِلٰى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ এ সম্পর্কে সহীহ কথা হল, এটি ইবনে উমর রা.-এর উক্তি, মারফূ হাদীস নয়।

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَرَوٰى بَقِيَّةُ أَوَّلَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَأَسْنَدَهُ ـ

এখানে বলতে চেয়েছেন, মূলতঃ বাকিয়্যার হাদীস মারফূ, যাতে শুধু তাহরীমা এবং রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে উঠার সময় হস্তদ্বয় উত্তোলনের উল্লেখ রয়েছে। প্রথম হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য এটিই। আর দু'রাকআত থেকে দাঁড়ানোর সময় আবদুল আলা–উবাইদুল্লাহ সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতে যে, হস্তদ্বয় উত্তোলনের উল্লেখ রয়েছে সেটি মারফূ নয়, বরং ইবনে উমর রা.-এর উক্তি। তাঁর উপর এটি মাওকূফ।

وَرَوَاهُ الثَّقَفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ـ অর্থাৎ, সাকাফী চারটি স্থানে হস্তদ্বয় উত্তোলনের উল্লেখ করেছেন, যেমন– আবদুল আলা'ও উল্লেখ করেছেন। কাজেই সাকাফী যেহেতু মাওকূফ আকারে বর্ণনা করেছেন, সেহেতু আবদুল আলার বিবরণটিও মাওকূফ হবে, মারফূ নয়। ইমাম আবূ দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য এ হাদীসটির মাওকূফ হওয়ার বিষয়টিকে প্রাধান্য দান।

وَقَالَ فِيهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُهُمَا إِلٰى ثَدْيَيْهِ وَهٰذَا هُوَ الصَّحِيحُ ـ

এর দ্বারা বুঝা গেল, এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ র.-এর মতেও মাওকূফ। বাকি হাম্মাদ ইবনে আবূ সালামা যে এটাকে মারফূ আকারে বর্ণনা করছেন তিনি এ ব্যাপারে একক। অতএব, এটি সহীহ নয়। এটাও যেন এ হাদীসটি মাওকূফ হওয়ার ব্যাপারে সমর্থন করছে।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ

٢ـ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رض عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذٰلِكَ إِذَا قَضٰى قِرَاءَتَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلٰوتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذٰلِكَ وَكَبَّرَ ـ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَفِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رض حِينَ وَصَفَ صَلٰوةَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ ـ

اَلسُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ أَوْضِحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ـ

হাদীস ঃ ২। হাসান ইবনে আলী .... হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি যখন ফরয নামাযের জন্য দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলতেন ও হস্তদ্বয় সিনা বরাবর উঠাতেন। অনুরূপ করতেন অর্থাৎ, হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন যখন তিনি কিরাআত শেষ করে রুকূ করার জন্য মনস্থ করতেন। এরূপ কাজ তিনি করতেন যখন রুকূ থেকে মাথা উত্তোলন করতেন। তিনি নামাযের অন্য কোন স্থানে বসা অবস্থায় হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন না। আর যখন সিজদাদ্বয় হতে দাঁড়াতেন তখন তাঁর দু'হাত অনুরূপ উত্তোলন করতেন এবং তাকবীর বলতেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَفِىْ حَدِيْثِ أَبِىْ حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ حِيْنَ وَصَفَ صَلٰوةَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ اِفْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ ـ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য, হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَالِكَ বাক্যের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা। إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ এর উদ্দেশ্য হল, দু'রাকআত থেকে যখন দাঁড়াবে। কারণ, এ অনুচ্ছেদের পূর্বের অনুচ্ছেদে আবু হুমাইদ সাইদী রা. থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামাযের ধরন প্রমাণ করা হয়েছে। তাতেও إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ এ বাক্যটি আছে। অতএব, হযরত আলী রা.-এর হাদীসে বর্ণিত إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ বাক্যের অর্থও হবে যখন দু'রাকআত থেকে দাঁড়াবে। এ উদ্দেশ্য নির্ধারণের প্রয়োজন এজন্য হল যে, إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ বাক্যটির অর্থ এটাও হতে পারে যে, প্রথম রাকআতের দু'সিজদা থেকে যখন দাঁড়াতেন। তবে সে উদ্দেশ্য এখানে হতে পারে না। কারণ, আবু হুমাইদ সাইদী রা.-এর হাদীসটি উপরে বর্ণিত এ উদ্দেশ্যের নিদর্শন। এটাই সহীহ।

হযরত সাহারানপুরী র. বলেন, এই দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিও অযৌক্তিক নয়। কারণ, আবু হুমাইদ সাইদী রা.-এর হাদীসে প্রথম রাকআতের দুই সিজদা থেকে দাঁড়ানোর সময় হস্তদ্বয় উত্তোলন অস্বীকার করা হয়নি।

بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ যিনি রুকুর সময় হস্তদ্বয় উত্তোলনের কথা উল্লেখ করেননি

٤ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِىُّ نَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيْدَ نَحْوَ حَدِيْثِ شَرِيْكٍ لَمْ يَقُلْ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لَنَا بِالْكُوْفَةِ بَعْدُ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ ـ

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ هُشَيْمٌ وَخَالِدٌ وَابْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ يَزِيْدَ لَمْ يَذْكُرُوْا ثُمَّ لَا يَعُوْدُ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ ـ مَا الْاِخْتِلَافُ فِى رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ بَيْنَ الْاَئِمَّةِ الْكِرَامِ؟ اُذْكُرْ مَعَ الدَّلَائِلِ وَالْجَوَابِ عَنْ اِسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِيْنَ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ـ

হাদীস ঃ ৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ যুহ্‌রী.... ইয়াযীদ হতে এই সূত্রে শরীকের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসে "ثُمَّ لَا يَعُوْدُ" (তিনি পুনরায় হাত তুলতেন না) শব্দটির উল্লেখ নেই। সুফিয়ান বলেন, অতঃপর রাবী (ইয়াযীদ) আমাদের নিকট কুফা শহরে "ثُمَّ لَا يَعُوْدُ" শব্দটি উল্লেখ করেন।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, হুশাইম, খালিদ এবং ইব্‌নে ইদরীসও এই হাদীস ইয়াযীদ হতে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁরা "ثُمَّ لَا يَعُوْدُ" শব্দটির উল্লেখ করেননি।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ هُشَيْمٌ وَخَالِدٌ وَابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ يَزِيْدَ لَمْ يَذْكُرُوْا ثُمَّ لَا يَعُوْدُ ـ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য এ হাদীসের উপর প্রশ্ন উত্থাপন। প্রশ্নটি হল, এ হাদীসটি ইয়াযীদ ইবনে আবু যিয়াদ থেকে যেরূপ শরীক বর্ণনা করেছেন এবং তাতে ثُمَّ لَا يَعُوْدُ শব্দ এর উল্লেখ রয়েছে, এরূপভাবে ইয়াযীদ ইবনে আবু যিয়াদ থেকে হুশাইম, খালিদ ও ইবনে ইদরীসও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা ثُمَّ لَا يَعُوْدُ শব্দ উল্লেখ করেননি। অতএব, শরীক এ শব্দটি উল্লেখের ব্যাপারে একক, যা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের পরিপন্থী। কাজেই, এ অতিরিক্ত অংশটি গ্রহণযোগ্য নয়। এ হল একটি প্রশ্ন।

ইমাম আবু দাউদ র. قَالَ سُفْيَانُ দ্বারা আরেকটি প্রশ্ন বর্ণনা করেছেন। সেটি হল, সুফিয়ান বলেন, ইয়াযীদ ইবনে আবু যিয়াদ এ হাদীসটি আমাদেরকেও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রথমবার বর্ণনা করার সময় ثُمَّ لَا يَعُوْدُ শব্দটি ছিল না। কিন্তু যখন তিনি কুফায় গিয়ে হাদীস বর্ণনা করলেন, তখন তিনি ثُمَّ لَا يَعُوْدُ শব্দ উল্লেখ করলেন। যেন এই শব্দটি তিনি কুফাবাসীদের কাছ থেকে লাভ করেছেন।

মূলতঃ এ দুটি প্রশ্নই হানাফীদের প্রমাণের উপর উত্থাপিত হয়। এর উত্তর পরবর্তিতে আছে।

٥ ـ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ اَخِيْهِ عِيْسٰى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضـ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ اِفْتَتَحَ الصَّلٰوةَ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا حَتّٰى انْصَرَفَ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِصَحِيْحٍ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوٗدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ৫। হোসাইন ইবনে আবদুর রহমান .... হযরত বারা ইবনে আযিব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলার সময় তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করতে দেখেছি। অতপর তিনি নামাযের শেষ পর্যন্ত আর কখনও স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করেননি।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, এ হাদীসটি সহীহ নয়।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ وَهٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِصَحِيْحٍ ـ

এ হল হাদীসের উপর তৃতীয় প্রশ্ন। কারণ, এ হাদীস দ্বারা উপরোক্ত শরীকের হাদীসের সমর্থন হচ্ছে। সম্ভবতঃ বিশুদ্ধ না হওয়ার কারণ, আবু দাউদ র.-এর মতে হাদীসের বিবরণে মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লার উপস্থিতি। কারণ, তাঁর সম্পর্কে কোন কোন মুহাদ্দিসের কালাম বা আপত্তি রয়েছে।

রুকূতে যাবার ও তা থেকে উঠার সময় হাত উঠানো

তাহরীমার সময় হস্তদ্বয় উঠানো সর্বসম্মতিক্রমে বিধিবদ্ধ। শুধু শিয়াদের যায়দিয়া সম্প্রদায় এর প্রবক্তা নয়। এরূপভাবে সিজদার সময় ও সিজদা থেকে উঠার সময় সর্বসম্মতিক্রমে হাত তোলার বিষয়টি পরিত্যাজ্য। অবশ্য রুকূতে যাবার সময় এবং রুকু থেকে উঠার সময় হাত উঠানোর ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে।

১. শাফিঈ এবং হাম্বলীগণ এ অবস্থায়ও হাত তোলার প্রবক্তা। মুহাদ্দিসীনের একটি বড় দলও এ মাযহাবের সমর্থক।

২. ইমাম আবূ হানীফা র. ও ইমাম মালিক র. এর মাযহাব হল, হাত না উঠানো। যদিও ইমাম মালিক র. থেকে একটি রেওয়ায়াত রয়েছে শাফিঈদের সমর্থনে। কিন্তু স্বয়ং ইমাম শাফিঈ র. ইমাম মালিক র. এর মাযহাব বর্ণনা করেছেন, হাত উত্তোলন না করা। ইমাম মালিক র. এর শিষ্য ইবনুল কাসিম র.ও এটাই বর্ণনা করেছেন। ইবনে রুশদ মালিকী র. বিদায়াতুল মুজতাহিদ গ্রন্থে এটাকেই ইমাম মালিক র.-এর পছন্দনীয় উক্তি বর্ণনা করেছেন। মালিকীদের মতে হাত না উঠানোর উক্তিটির উপরই ফতওয়া।

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম চতুষ্টয়ের মাঝে এই মতবিরোধ শুধু উত্তম অনুত্তমের, বৈধতা-অবৈধতার নয়। উভয় দলের মতে বিনা মাকরূহ উভয় পদ্ধতি জায়িয। কিন্তু মুহাদ্দিসীনের মধ্য থেকে ইমাম আওযাঈ, ইমাম হুমায়দী এবং ইমাম ইবনে খুযায়মা র. এ হস্ত উত্তোলনকে ওয়াজিব বলতেন।

কিন্তু বাস্তবতা হল, না শাফিঈদের মাযহাব মতে হাত উত্তোলন না করা নামায ফাসিদ হওয়ার কারণ, না হানাফীদের মতে হাত উঠানো মাকরূহ।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাত তোলা না তোলা উভয়টি প্রমাণিত।

✪ হযরত শাহ সাহেব র. হাত তোলার ব্যাপারে 'নায়লুল ফারকাদাঈন ফী রফইল ইয়াদাঈন' নামক একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। তাতে তিনি লিখেছেন যে, হাত উঠানোর হাদীসগুলো অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির। কিন্তু হাত না তোলার হাদীসগুলো আমলীভাবে মুতাওয়াতির। অর্থাৎ, হাত না তোলার ব্যাপারটি তা'আমুলগতভাবে মুতাওয়াতির।

✪ এর প্রমাণ হল, ইসলামী বিশ্বের দুই কেন্দ্রে তথা মদীনা তায়্যিবা এবং কূফাতে সবার আমল হাত না উঠানোর পক্ষে চলে আসছে।

✪ ইমাম শাফিঈ র. মক্কাবাসীদের আমল গ্রহণ করেছেন, এ ব্যাপারে হযরত শাহ সাহেব র. মত প্রকাশ করেছেন যে, এই আমলটি হযরত যুবাইর রা.-এর শাসনামল থেকে শুরু হয়েছে। কারণ, তিনি হাত তোলার প্রবক্তা ছিলেন এবং তার কারণে সমস্ত মক্কাবাসীর মাঝে হাত তোলার প্রচলন ঘটে।

✪ হানাফীগণ হাত তোলা প্রমাণিত– এ বিষয়টি অস্বীকার করেন না। অবশ্য যাঁরা বলেন, হাত তোলা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়, প্রমাণাদির আলোকে তাঁরা তাদের মত খণ্ডন অবশ্যই করেন। কিন্তু এর সাথে হানাফীগণ এটাও স্বীকার করেন যে, সনদগতভাবে সেসব হাদীসের সংখ্যাই বেশি, যেগুলোতে হাত তোলার সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়। এর বিপরীত সুস্পষ্টভাবে হাত না তোলার বিবরণ সংক্রান্ত রেওয়ায়াতের সংখ্যা কম।

✪ হযরত শাহ সাহেব র. লেখেন, এখানে ভুলে গেলে চলবে না যে, হাত না তোলার প্রবক্তাদের মাযহাব নেতিবাচক। আর এ হিসেবে সেসব রেওয়ায়াতও প্রমাণ, যেগুলো নামাযের সিফাতের বিবরণদাতা, কিন্তু হাত তোলা এবং না তোলা উভয়টি সম্পর্কে নীরব। কারণ, যদি হাত তোলা হত তাহলে নামাযের সিফাত বর্ণনা করার সময় হাদীসগুলো এর আলোচনা থেকে নীরব থাকত না। হযরত শাহ সাহেব র.-এর এই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে হাত না তোলার প্রবক্তাদের সমর্থক রেওয়ায়াতের সংখ্যা হাত তোলার হাদীসগুলো অপেক্ষাও অধিক হয়ে যায়।

বাস্তবতা হল, হাত না তোলার প্রমাণে বিভিন্ন সহীহ রেওয়ায়াত বিদ্যমান রয়েছে। এখানে আমরা প্রথমে সে রেওয়ায়াতগুলো নিয়ে আলোচনা করছি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর হাদীস

সর্বপ্রথম হাদীসটি হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, অধিকাংশ সুনান গ্রন্থকার এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন–

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رض اَلَا اُصَلِّى بِكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ اِلَّا فِىْ اَوَّلِ مَرَّةٍ -

'আলকামা বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, আমি কি তোমাদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামায আদায় করব না? এতে তিনি শুধুমাত্র প্রথমবার ছাড়া অন্য কোন সময় হস্তদ্বয় উত্তোলন করেননি।' –তিরমিযী ঃ ১/৫৮, নাসাঈ ঃ ১/১৬১

এ হাদীসটি হানাফীদের মাযহাবের ব্যাপারে স্পষ্ট এবং সহীহ। কিন্তু এর উপর বিরোধীদের পক্ষ থেকে অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে এবং উত্তর দেয়া হয়েছে।

হযরত বারা ইবনে আযিব রা. এর হাদীস

২. হানাফীদের দ্বিতীয় প্রমাণ হযরত বারা ইবনে আযিব রা.-এর রেওয়ায়াত।

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ اِلٰى قَرِيْبٍ مِنْ اُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ -

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায আরম্ভ করতেন তখন তাঁর হস্তদ্বয় কর্ণদ্বয়ের নিকট উত্তোলন করতেন। অতঃপর আর তা করতেন না। এ হাদীসটির সনদের ব্যাপারেও একাধিক প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে এবং উত্তর দেয়া হয়েছে। – আবু দাউদ ঃ ১/১০৯, তাহাভী ঃ ১/১১০, মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা ঃ ১/২৩৬

হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর রেওয়ায়াত

৩. হানাফীদের তৃতীয় প্রমাণ হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. এর হাদীস। এটি ইমাম তাবারানী র. মারফূ' সূত্রে এবং ইবন আবূ শায়বা মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হল–

عَنِ النَّبِىِّ ﷺ تُرْفَعُ الْاَيْدِىْ فِىْ سَبْعَةِ مَوَاطِنَ اِفْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ، وَاسْتِقْبَالِ الْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالْمَوْقِفَيْنِ وَعِنْدَ الْحَجَرِ - (اللفظ للطبرانى)

'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, সাত জায়গায় হাত তোলা হবে– নামাযের শুরু, বায়তুল্লাহ শরীফ সামনে রেখে, সাফা মারওয়া ও দুই মাওকিফ সামনে করে এবং হিজরের সামনে। (এই সাত জায়গায় হাত তোলা হবে।) শব্দ তাবারানীর। –মাজমাউয যাওয়াইদ ঃ ২/১০৩, ইবনে আবু শায়বা ঃ ১/২৩৬, ২৩৭

হযরত আব্বাদ ইবনে যুবাইর রা. এর রেওয়ায়াত

৪. হাফিজ ইবন হাজার র. 'আদ্ দিরায়া ফী তাখরীজি আহাদীসিল হিদায়া'তে হযরত আব্বাদ ইবন জুবাইর রা.-এর মারফূ' রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِى اول الصلٰوة ثم لَمْ يَرْفَعْهُمَا فِىْ شَيْءٍ حَتّٰى يَفْرُغَ ـ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন নামাযের শুরুতে হস্তদ্বয় উঠাতেন। অতঃপর নামায শেষ করা পর্যন্ত তার হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন না। –নসবুর রায়াহ ঃ ১/৪০৪

হযরত জাবির ইবনে সামুরা রা.-এর হাদীস

৫. কোন কোন হানাফী সহীহ মুসলিমে বর্ণিত, হযরত জাবির ইবন সামুরা রা. এর মারফূ' হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন–

قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَالِىْ أُرَاكُمْ رَافِعِىْ أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ أُسْكُنُوْا فِى الصَّلٰوةِ ـ

'তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে বেরিয়ে আসলেন, অতঃপর বললেন, কি ব্যাপার আমি তোমাদেরকে দেখছি অবাধ্য উটের লেজের ন্যায় তোমরা হাত উত্তোলন করছো? নামাযে প্রশান্তি অবলম্বন করো।' –মুসলিম ঃ ১/১৮১

তাছাড়া হানাফীদের মাযহাবের সমর্থনে বহু আছারে সাহাবা ও তাবিঈন পাওয়া যায়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য হাদীসের বড় বড় গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

হাত উত্তোলনের প্রবক্তাদের প্রমাণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর হাদীস

হাত উত্তোলনের প্রবক্তাদের সবচেয়ে বড় দলীল তিরমিযীতে বর্ণিত , হযরত ইবন উমর রা.-এর হাদীস–

قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ ـ (اللفظ للترمذى)

"তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছি, তিনি যখন নামায শুরু করতেন তখন কাঁধ বরাবর হাত উঠাতেন এবং যখন রুকু করতেন এবং যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন (শব্দগুলো তিরমিযীর)।" –বুখারী ঃ ১/১০২, মুসলিম ঃ ১/১৬৮

এই হাদীসটির প্রামাণিকতার ব্যাপারটি আমরা অস্বীকার করি না। বরং সন্দেহাতীতরূপে এ বিষয়ে এটি বিশুদ্ধতম হাদীস। এর সনদ সিলসিলাতুয্ যাহাব তথা সোনালী ধারা। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রেষ্ঠত্বের উক্তির জন্য এ হাদীসটিকে হানাফীগণ এজন্য প্রাধান্য দেন না যে, হাত উত্তোলনের ব্যাপারে হযরত ইবনে উমর রা. এর রেওয়ায়াতগুলো এতটাই পরস্পর বিরোধী যে, এগুলোর মধ্য হতে কোন একটিকে প্রাধান্য দেয়া জটিল।

হাত উত্তোলন না করার প্রাধাণ্যের কারণসমূহ

১. হাত না উত্তোলনের রেওয়ায়াতগুলো কুরআনের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল বা অধিক অনুকূল। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ । এর দাবী হল, নামাযে নড়াচড়া যেন সবচেয়ে কম হয়। অতএব, যেসব হাদীসে নড়াচড়া ন্যূনতম হওয়ার উল্লেখ রয়েছে সেগুলো এ আয়াতের অধিক অনুকূল হবে।

২. হযরত ইবন মাসঊদ রা.-এর রেওয়ায়াতে কোন ইখতিলাফ অথবা ইযতিরাব নেই। না তার আমল এর খেলাফ বর্ণিত, বরং তাঁর থেকে শুধু হাত না তোলাই প্রমাণিত। অথচ ইবন উমর রা. এর রেওয়ায়াতগুলোতে ইখতিলাফ রয়েছে। স্বয়ং তার থেকে হাত না তোলাও প্রমাণিত।

৩. হাদীসগুলোতে পারস্পরিক বিরোধের সময় সাহাবায়ে কিরামের আমলের বিরাট গুরুত্ব হয়। আমরা যখন এ দিকটি লক্ষ্য করি তখন হযরত উমর, আলী ও ইবন মাসউদ রা.-এর আমল দেখি হাত উত্তোলন না করার। যেমন, তাদের আছরগুলো পেছনে উল্লেখ করা হয়েছে। এই তিন মনীষী হলেন, সাহাবায়ে কিরামের উলূমের সারনির্যাস। তাদের বিপরীতে যাঁদের থেকে হাত তোলা বর্ণিত আছে তাঁদের বেশির ভাগ কম বয়স্ক সাহাবী। যেমন, হযরত ইবনে উমর ও ইবনে যুবাইর রা.।

৪. মদীনা ও কুফাবাসীদের আমল অব্যাহত রয়েছে হাত না উঠানোর উপর। অথচ অন্যান্য শহরে হাত উত্তোলনকারী ও অনুত্তোলনকারী দু ধরনের লোকই রয়েছে।

৫. নামাযের ইতিহাসের দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এর ক্রিয়াগুলো হরকত থেকে প্রশান্তির দিকে এসেছে। এটাও হাত উত্তোলন না করার প্রাধান্যের দাবী রাখে।

৬. সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হযরত জাবির ইবনে সামুরা রা. এর রেওয়ায়াত—

قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَالِىْ اَرَاكُمْ رَافِعِىْ اَيْدِيْكُمْ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اُسْكُنُوْا فِى الصَّلٰوةِ - مسلم : ١٨١/١

যদিও সালামের সময় হস্ত উত্তোলন সংক্রান্ত, কিন্তু তা সত্ত্বেও اُسْكُنُوْا فِي الصَّلٰوةِ বাক্য দ্বারা বোঝা যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে হস্ত উত্তোলনকে প্রশান্তির পরিপন্থী সাব্যস্ত করেছেন এবং নামাযে সুকূন তথা প্রশান্তির প্রতি উৎসাহিত করেছেন। অতএব, এ হাদীসটি দ্বারা হানাফীদের প্রমাণ পূর্ণাঙ্গ না হলেও এক পর্যায়ে তাদের মাযহাবের সমর্থন অবশ্যই হয়।

৭. হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর রেওয়ায়াতের সমস্ত রাবী ফকীহ। স্বয়ং হযরত ইবনে মাসউদ রা. হাত উত্তোলন সংক্রান্ত সমস্ত রাবীদের তুলনায় বড় ফকীহ। আর হাদীসে মুসালসাল বিলফুকাহা অন্যান্য হাদীসের তুলনায় প্রধান হয়ে থাকে।

بَابُ مَنْ رَأَى الْاِسْتِفْتَاحَ بِسُبْحَانَكَ

অনুচ্ছেদ ঃ যিনি সুবহানাকা দ্বারা (নামায) শুরু করার মত পোষণ করেন

١- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ نَا جَعْفَرٌ عَنْ عَلِيِّ الرِّفَاعِيِّ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رضـ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُوْلُ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثَلٰثًا ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا ثَلَاثًا اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ ثُمَّ يَقْرَأُ.

قَالَ اَبُو دَاوُد وَهٰذَا الْحَدِيْثُ يَقُوْلُوْنَ هُوَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً، اَلْوَهْمُ مِنْ جَعْفَرٍ .

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . هَلْ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْفَاتِحَةِ ذِكْرٌ مَسْنُوْنٌ؟ وَاَيُّ الذِّكْرِ اَوْلٰى؟ مَا الاِخْتِلاَفُ فِيْهِ بَيْنَ الاَئِمَّةِ العِظَامِ؟ اُكْتُبْ بِالدَّلاَئِلِ . اَوْضِحْ مَا قَالَ الاِمَامُ اَبُوْ دَاوُد رح .

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস ঃ ১। আবদুস সালাম ইবনে মুতাহ্হার .... হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাত্রিকালে নামায আদায় করার জন্য দাড়াতেন, তখন তাকবীরে তাহরীমা বলার পর এই দু'আ পাঠ করতেন–

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

অতঃপর তিনি তিনবার لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলতেন এবং اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا তিনবার বলার পর اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ বলতেন, অতঃপর কিরাআত পাঠ করতেন। –নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, এই হাদীসটি আলী-হাসান সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে। ভুল হয়েছে জাফর থেকে।

তাকবীর ও সূরা ফাতিহার মাঝে দোআ

ثُمَّ يَقُوْلُ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ ঃ ইমাম মালিক র.-এর মাযহাব হল, তাকবীর এবং সূরা ফাতিহার মাঝখানে কোন যিকির মাসনূন নেই; বরং তাকবীরের পর নামাযের শুরু সরাসরি সূরা ফাতিহা দ্বারা হয়। তাদের দলীল তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হযরত আনাস রা.-এর রেওয়ায়াত–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْبَكْرٍ وعُمَرُ وعُثْمَانُ يَفْتَتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ . ترمذى : ٥٧/١

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বকর, উমর এবং উসমান রা. কিরাআত শুরু করতেন আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (সূরা ফাতিহা) দ্বারা।'

✪ কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে তাকবীর এবং ফাতিহার মাঝখানে কোন না কোন যিকির মাসনূন।

✪ ইমাম মালিক র.-এর প্রমাণের উত্তর এই দেয়া হয় যে, তাঁর দলীল হাদীসে ইফতিতাহ দ্বারা জাহরী (উচ্চৈঃস্বরে) কিরাআত শুরু করা উদ্দেশ্য। অতএব, আস্তে কিরাআত এর পরিপন্থী নয়।

কোন যিকির উত্তম

অতঃপর এতে মতানৈক্য আছে যে, তাকবীর এবং সূরা ফাতিহার মাঝে কোন যিকির উত্তম। শাফিঈদের মতে তাওজীহ তথা– اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ والاَرْضَ الخ পড়া উত্তম। আর হানাফীদের মতে উত্তম হল ছানা।

ইমাম তিরমিযী র. ছানা প্রমাণের জন্য হযরত আবূ সাঈদ খুদরী এবং হযরত আয়েশা রা.-এর দুটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ দুটি হাদীস সনদগতভাবে প্রশ্নসাপেক্ষ। অবশ্য হযরত আনাস ইবনে মালিক র.-এর হাদীস এ অনুচ্ছেদে সহীহ ও প্রমাণিত।

قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا فْتَتَحَ الصَّلٰوةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

হযরত শাহ সাহেব র. বলেন– ইমাম শাফিঈ র. স্বীয় মাযহাবের উপর কুরআনে কারীমের সূরা আনআমের আয়াতের সহায়তা নিয়েছেন। তাতে اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَالسَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ الخ এর পর هٰذَا اَكْبَرُ-এর উল্লিখিত হয়েছে। (তাছাড়া অন্য কোন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন।) ইমাম আবূ হানীফা র. সূরা তূরের সে আয়াতের সহযোগিতা নিয়েছেন, যাতে বলা হয়েছে– وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ الخ 'তুমি যখন দাঁড়াও তখন তোমার প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা কর।'

وَبِحَمْدِكَ এখানে واو অতিরিক্ত। بِحَمْدِكَ শব্দটি مُتَلَبِّسًا-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে উহ্য ফেল اُسَبِّحُ এর– যমীরে ফায়েল থেকে হাল। অথবা واو আতফের জন্য। আর উহ্য ইবারত হল, وَنَحْمَدُ بِحَمْدِكَ এমতাবস্থায় ب হবে অতিরিক্ত।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَهٰذَا الْحَدِيْثُ اَىْ حَدِيْثُ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رض هُوَ عَنْ عَلِىِّ ابْنِ عَلِىٍّ عَنِ الْحَسَنِ اَىْ اَلْبَصْرِىِّ ـ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য, হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা.-এর হাদীসটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করা। কারণ, মুহাদ্দিসীনের মতে এ হাদীসটি মুরসাল। এতে আবু সাঈদ খুদরী রা.-এর উল্লেখ নেই। মূলতঃ এ হাদীসের বিবরণদাতা জাফর র. থেকে ভুল হয়ে গেছে। তিনি এটিকে মারফূ আকারে বর্ণনা করেছেন। অন্যথায় মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেন, এ হাদীসটি হাসান বসরী র. থেকে মুরসাল রূপে বর্ণিত, আর তিনি 'আবু সাঈদ রা.'-এর উল্লেখ করেননি।

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيْسٰى نَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبِ الْمُلَائِىُّ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلٰوةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِالْمَشْهُوْرِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ لَمْ يَرْوِهِ اِلَّا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ وَقَدْ رَوٰى قِصَّةَ الصَّلٰوةِ عَنْ بُدَيْلٍ جَمَاعَةٌ لَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ شَيْئًا مِنْ هٰذَا ـ

হাদীস ২। হোসাইন ইবনে আলী............ হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন বলতেন–

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَااِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

আবু দাউদ র. বলেন, এ হাদীসটি তাল্‌ক ইবনে গাননাম ছাড়া আবদুস সালাম ইবনে হারব থেকে অন্য কেউ বর্ণনা করেননি এবং বুদাইল থেকে আবদুস সালাম ছাড়া অন্যরা নামাযের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে এই দোয়াটি তাঁরা উল্লেখ করেননি।

قَالَ اَبُو دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ لَمْ يَرْوِهِ اِلَّا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ ـ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য হল, এ হাদীসটি যে শায এ কথার বিবরণ দেয়া। কারণ, সুবহানাকা দ্বারা নামায শুরু করার বিষয়টি প্রসিদ্ধ নয়। কারণ, আবদুস সালাম ইবনে হার্‌ব থেকে বর্ণনাকারী শুধু তাল্‌ক ইবনে গান্‌নাম। যদি আবদুস সালাম ইবনে হার্‌ব থেকে এ হাদীসটি মাশহুর হত, তবে তাল্‌ক ইবনে গান্‌নাম ছাড়া অন্যরাও বর্ণনা করতেন এবং এ হাদীস দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র. প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে বলেন–

وَقَدْ رَوٰى قِصَّةَ الصَّلٰوةِ الخ يَعْنِى اِسْتِفْتَاحَ الصَّلٰوةِ عَنْ بُدَيْلٍ جَمَاعَةٌ لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ الْاِسْتِفْتَاحَ بِسُبْحَانَكَ ـ

যেহেতু বুদাইল থেকে কোন বর্ণনাকারী سُبْحَانَكَ দ্বারা শুরু করার বিবরণ দেননি। অতএব, এই অংশটুকু শায। কারণ, তালক ইবনে গান্‌নাম এ বিবরণে একক।

যেহেতু এ অনুচ্ছেদে ইমাম মালিক র.-এর প্রমাণ হযরত আনাস রা.-এর হাদীস দ্বারা بِسْمِ اللّٰه কুরআনের অংশ কিনা এ বিষয়ে আলোকপাত হয় এজন্য এ মাসআলাটি নিয়েও আলোচনা করা হল।

بِسْمِ اللّٰه কুরআনের অংশ কি না?

এ শিরোনামের উদ্দেশ্য হল, এই মাসআলাটি বর্ণনা করা যে, بِسْمِ اللّٰه কুরআনে হাকীমের অংশ কি না? এ বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ এই যে, সূরা নামলে হযরত সুলাইমান আ.-এর চিঠিতে যে বিসমিল্লাহ এসেছে সেটা সর্বসম্মতিক্রমে কুরআনে হাকীমের অংশ। অবশ্য যে بِسْمِ اللّٰهِ সূরার শুরুতে পড়া হয়, সেটা সম্পর্কে মতভেদ আছে।

- ইমাম মালিক র. বলেন, এটা কুরআনের অংশ নয় এবং অন্যান্য যিকিরের ন্যায় এটিও একটি যিকির।
- ইমাম শফিঈ র.-এর উক্তি হল, এটি সূরা ফাতিহার অংশ। অন্য সূরাগুলোর অংশ কি না এ ব্যাপারে তাঁর দুটি উক্তি আছে। বিশুদ্ধতম উক্তি হল, অন্য সূরাগুলোরও অংশ।
- ইমাম আবূ হানীফা র.-এর মতে এটি কুরআনের অংশ। কিন্তু কোন বিশেষ সূরার অংশ নয়; বরং এই আয়াতটি দুই সূরার মাঝে ব্যবধানের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।
- ইমাম শাফিঈ র.-এর প্রথম প্রমাণ সেসব রেওয়ায়াত-যেগুলো নামাযে উচ্চৈঃস্বরে বিসমিল্লাহ পড়া প্রমাণ করে। তিনি বলেন, যদি এটি ফাতিহার অংশ না হত তবে উচ্চৈঃস্বরে পড়া বিধিবদ্ধ হত না। এর উত্তর হল, জোরে পড়া সুন্নত বলে প্রমাণিত নয়।
- তাঁর দ্বিতীয় প্রমাণ সুনানে নাসাঈতে বর্ণিত হযরত আনাস রা.-এর হাদীস–

قَالَ بَيْنَمَا ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ اَظْهُرِنَا يُرِيدُ النَّبِيَّ ﷺ اِذْ اَغْفٰى اِغْفَاءً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا، فَقُلْنَا لَهُ مَا اَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ! قَالَ نَزَلَتْ عَلَيَّ اٰنِفًا سُورَةٌ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ، ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ الخ

'তিনি বলেছেন, একবার তিনি তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে ছিলেন। অকস্মাৎ তাঁর মধ্যে তন্দ্রা ভাব এল। অতঃপর তিনি মৃদু হাসতে হাসতে মাথা উত্তোলন করলেন, আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার হাসির কারণ কি? উত্তরে তিনি বললেন, এই মাত্র আমার উপর একটি সূরা নাযিল হল–

অতঃপর بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَالْأَبْتَرُ. তিনি বললেন, তোমরা জান কাওছার কি? ... ।
—নাসাঈ ঃ ১/১৪৩ - ১৪৪

○ শাফিঈগণ বলেন, এখানে রাসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা আরম্ভ করেছেন بِسْمِ اللّٰهِ দ্বারা, যা এই সূরার অংশ হওয়ারই প্রমাণ। কিন্তু শাফিঈদের এই প্রমাণের দুর্বলতা স্পষ্ট। কারণ, بِسْمِ اللّٰهِ পড়ার কারণ, এটা সূরার অংশ হওয়া ছিল না; বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম بِسْمِ اللّٰهِ পড়েছিলেন, তিলাওয়াত শুরু করার জন্য।

○ শাফিঈদের তৃতীয় প্রমাণ হল, সমস্ত মুসহাফে بِسْمِ اللّٰهِ প্রতিটি সূরার সাথে লেখা আছে। ইমাম নববী র. এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। কিন্তু এটাও দুর্বল প্রমাণ। কারণ, মুসহাফগুলোতে লিখিত হওয়ার ফলে কুরআনের অংশত্ব প্রমাণিত হয় সূরার অংশত্ব প্রমাণিত হয় না।

হানাফীদের প্রমাণাদি

হানাফীদের প্রথম প্রমাণ সেসব রেওয়ায়াত যেগুলোতে بِسْمِ اللّٰهِ জোরে না পড়ার সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। কারণ, بِسْمِ اللّٰهِ জোরে না পড়া এর সূরা ফাতিহার অংশ না হওয়ার নিদর্শন।

○ তাছাড়া আলোচ্য হাদীসে بِسْمِ اللّٰهِ দ্বারা কিরা'আত শুরু করার পরিবর্তে আল-হামদু লিল্লাহ দ্বারা আরম্ভ করার বিবরণ রয়েছে। যা অংশ না হওয়ার প্রমাণ পেশ করছে। এখানেও ইমাম শাফিঈ র. সেই ব্যাখ্যাই করেছেন যে, আল-হামদু লিল্লাহর উল্লেখ নাম হিসেবে রয়েছে। এটা বলা উদ্দেশ্য যে, সূরা ফাতিহা সূরা মিলানোর পূর্বে পড়তেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা অযৌক্তিক। বিবেক স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার দিকে যায় না।

○ হানাফীদের তৃতীয় প্রমাণ হযরত আবূ হোরায়রা রা.-এর প্রসিদ্ধ রেওয়ায়াত—

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ سُوْرَةً مِنَ الْقُرْاٰنِ ثَلَاثُوْنَ اٰيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتّٰى غُفِرَلَهُ وَهِىَ تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ. هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, কুরআনের একটি সূরা রয়েছে ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট। এটি এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করেছে। ফলে তাকে মাফ করে দেয়া হয়েছে। সেটি হচ্ছে تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ। এ হাদীসটি হাসান।'
— তিরমিযী ঃ ২/১৩২

আর সূরা মুলকের ৩০ আয়াত তখনই হয় যখন বিসমিল্লাহকে এর অংশ না মানা হয়। অন্যথায় যদি বিসমিল্লাহকেও এর অংশ গণ্য করেন তবে ৩১ আয়াত হয়ে যাবে।

○ হানাফীদের চতুর্থ প্রমাণ— কুরআনের আয়াত— وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ
'আমি আপনাকে 'সাবই মাসানী' (পুনরাবৃত্ত সাত আয়াত) এবং মহান কুরআন দান করেছি।' —সূরা হিজর ঃ ৮৬

এখানে سَبْعِ مَثَانِىْ দ্বারা অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে সূরা ফাতিহা উদ্দেশ্য। কারণ, এটি এরূপ সাতটি আয়াত দ্বারা গঠিত যেগুলো নামাযে বারবার তিলাওয়াত করা হয়। আর সূরা ফাতিহার সাত আয়াত তখন হয় যখন বিসমিল্লাহকে সূরা ফাতিহার অংশ না মানা হয়। অন্যথায় আয়াত আটটি হয়ে যাবে। এর সহায়তা যেসব সহীহ হাদীস দ্বারাও হয় যেগুলোতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ফাতিহাকে) اَلسَّبْعُ الْمَثَانِىْ সাব্যস্ত করেছেন।

✪ হানাফীদের পঞ্চম প্রমাণ হযরত আবূ হোরায়রা রা.-এর একটি সুদীর্ঘ হাদীস যাতে তিনি বলেন–

فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَسَمْتُ الصَّلٰوةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ـ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى حَمِدَنِي عَبْدِي ـ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ اَثْنٰى عَلَيَّ عَبْدِي ـ فَإِذَا قَالَ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي ـ فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ قَالَ هٰذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ، فَإِذَا قَالَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ هٰذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ـ

'তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ইরশাদ করতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আমি সালাত তথা সূরা ফাতিহাকে আমার ও আমার বান্দার মাঝে অর্ধেকরূপে ভাগ করেছি। আর আমার বান্দার জন্য তা রয়েছে যা সে দরখাস্ত করেছে। বান্দা যখন বলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ । তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। আর যখন বলে اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ । তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, বান্দা আমার তা'রীফ করেছে। যখন বলে مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ। তখন তিনি বলেন, আমার বান্দা আমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছে। (রাবী) আরেকবার বলেছেন, আল্লাহ বলেন, বান্দা আমার নিকট সোপর্দ করেছে। অতঃপর যখন বলে إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ তখন তিনি বলেন, এটি আমার ও বান্দার মাঝে যৌথ। আর বান্দা যা দরখাস্ত করেছে তার জন্য সেটি। আর বান্দা যখন বলে, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ তখন তিনি বলেন, এটা আমার বান্দার আর আমার বান্দা যা চায় তার জন্য তা।'

– মুসলিম ঃ ১/১৬৯ - ১৭০

এটি হাদীসে কুদসী। এতে সূরা ফাতিহার বিস্তারিত বিবরণ ও প্রতিটি আয়াতের ফযীলত প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু এতে বিসমিল্লাহর উল্লেখ নেই, যা বিসমিল্লাহ ফাতিহার অংশ না হওয়ার প্রমাণ।

এগুলো হল হানাফীদের প্রমাণ।

✪ ইমাম মালিক র.ও এসব দলীল দ্বারা প্রমাণ দেন। তিনি বলেন, যেহেতু বিসমিল্লাহ সূরা ফাতিহার অংশ নয়, না অন্য কোন সূরার অংশ, সেহেতু এটি সামগ্রিকভাবে কুরআন শরীফের অংশ কিভাবে হতে পারে?

✪ এর উত্তরে আমাদের বক্তব্য হল, যেহেতু কোন বিশেষ সূরার অংশ নয়, তাই পুরা কুরআনের অংশ। কারণ, তার মধ্যে কুরআনের সংজ্ঞা বাস্তবে পাওয়া যায়। অর্থাৎ,

كَلَامُ اللّٰهِ الْمُنَزَّلُ عَلٰى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْمُرْسَلِيْنَ ﷺ الْمَكْتُوْبُ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ

'আল্লাহ তা'আলার সে কালাম যেটি সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর নাযিলকৃত, মুসহাফে লিখিত এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সন্দেহাতীতভাবে মুতাওয়াতিররূপে বর্ণিত।'

অতএব, এটাকে অবশ্যই কুরআনে কারীমের অংশ মানতে হবে।

بَابُ السَّكْتَةِ عِنْدَ الْاِفْتِتَاحِ

অনুচ্ছেদ ঃ (নামায) শুরুকালে নীরবতা অবলম্বন

١ـ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ نَا اِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ سَمُرَةُ رض حَفِظْتُ سَكْتَتَيْنِ فِى الصَّلٰوةِ سَكْتَةً اِذَا كَبَّرَ الْاِمَامُ حَتّٰى يَقْرَأَ وَسَكْتَةً اِذَا فَرَغَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ عِنْدَ الرُّكُوْعِ ـ قَالَ فَاَنْكَرَ ذَالِكَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رض قَالَ فَكَتَبُوْا فِى ذَالِكَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ اِلٰى اُبَيٍّ فَصَدَّقَ سَمُرَةَ رض ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَذَا قَالَ حُمَيْدٌ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَسَكْتَةً اِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ وَضِّحْ قَوْلَهُ حَفِظْتُ سَكْتَتَيْنِ فِى الصَّلٰوةِ سَكْتَةٌ الخ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ ـ اُذْكُرْ نُبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رض ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ১। ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম..... হাসান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত সামুরা রা. বলেন, নামাযের মধ্যে যে দুই স্থানে নীরব থাকতে হয় তা আমি স্মরণ রেখেছি। প্রথমত ইমাম যখন তাকবীরে তাহরীমা বলে তখন হতে কিরাআত শুরু করা পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়ত ইমাম সূরা ফাতিহা ও কিরাআত পাঠের পর রুকুতে যাওয়ার পূর্বে। তখন হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. এ কথা মেনে নিতে অস্বীকার করলে তাঁরা মদীনায় হযরত উবাই ইবনে কাব রা.-এর নিকট এ সম্পর্কে জানার জন্য পত্র লেখেন। তিনি হযরত সামুরা রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটির সমর্থন করেন। —ইবনে মাজাহ

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, রাবী হুমাইদ অনুরূপভাবে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। সে হাদীসেও কিরাআত সমাপ্তির পর ক্ষণিকের জন্য নীরবতার বিবরণ রয়েছে।

حَفِظْتُ سَكْتَتَيْنِ ঃ ফাতিহা পড়ার আগে একবার নীরবতা সর্বসম্মত বিষয়, যাতে সানা পড়া হয়। শুধু ইমাম মালিক র.-এর একটি রেওয়ায়াত এর পরিপন্থী। দ্বিতীয় নীরবতা হল, সূরা ফাতিহার পর। হানাফীদের মতে তাতে আস্তে আমীন বলা হবে। শাফিঈ ও হাম্বলীদের মতে শুধু নীরব থাকবে। তৃতীয় আরেকটি নীরবতা হল, কিরা'আতের পর রুকুর পূর্বে, যা হয়ে থাকে শ্বাস ঠিক করার জন্য। শাফিঈ এবং হাম্বলীগণ এই নীরবতাকে মুস্তাহাব সাব্যস্ত করেন। হানাফীদের মধ্য হতে আল্লামা শামী র. এই তাফসীল বর্ণনা করেছেন— যদি কিরা'আতের সমাপ্তি আল্লাহর উত্তম নামগুলোর মধ্য হতে কোন একটির উপর হয়, যেমন وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ। তাহলে নীরবতা মুস্তাহাব নয়; বরং এটাকে তাকবীরের সাথে মিলিয়ে পড়া উত্তম। আর যদি সমাপ্তি অন্য কোন শব্দের উপর হয় তাহলে নীরবতা অবলম্বন করা উচিত। আলোচ্য হাদীসে হযরত কাতাদা রা.-এর উক্তিটি কিরা'আতের পর নীরবতা সুন্নত প্রমাণ করেছে এবং কিয়াসের বিপরীতে এর প্রাধান্য হওয়া উচিত ও নীরবতাকে মাসনূন মনে করা উচিত।

তিরমিযীর রেওয়ায়াতে আছে–

ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذٰلِكَ وَاِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّيْنَ ঃ এখানে প্রশ্ন হয় যে, এখানে তো তিনটি সাকতা বা নীরবতা হয়ে গেল। অথচ পরে দ্বিবচনের শব্দ এসেছে– (يَعْنِى مَاهَاتَانِ السَّكْتَتَانِ)

✪ এর উত্তর কেউ কেউ এই দিয়েছেন যে, বস্তুতঃ وَاِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّيْنَ পূর্বের বাক্য অর্থাৎ وَاِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ-এরই বয়ান। আর কেউ কেউ বলেছেন, হযরত সামুরা এবং উবাই ইবন কা'ব রা. যে দুই নীরবতার দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন সেগুলো اِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। পরে হযরত কাতাদা وَاِذَاقَرَأَ وَلَا الضَّالِّيْنَ বলে নিজের পক্ষ থেকে তৃতীয় আরেকটি সাকতা বা নীরবতার কথা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ حُمَيْدٌ اى الطَّوِيْلُ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَسَكْتَةً اِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ـ

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, এ হাদীসটি যেরূপ হাসান বসরী থেকে ইউনুস বর্ণনা করেছেন, অনুরূপভাবে হুমাইদ তাবীলও হুবহু অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, قَوْلُهٗ وَسَكْتَةً اِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ এই তা'লীক দ্বারা উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ ইউনুসের হাদীসটিকে শক্তিশালী করা। এ উদ্দেশ্যে আশ'আস ও কাতাদার হাদীসও আনয়ন করেছেন।

হযরত সামুরা রা.-এর জীবনী

নাম ও পরিচিতি ঃ নাম– সামুরা। উপনাম– আবু আবদুল্লাহ, আবু আবদুর রহমান, আবু মুহাম্মদ, আবু সুলাইমান। পিতার নাম– জুনদুব। তিনি ফাযার গোত্রের সন্তান। তিনি সুপ্রসিদ্ধ সাহাবী।

বংশধারা ঃ সামুরা ইবনে জুনদুব ইবনে হিলাল ইবনে হারীজ ইবনে মুর্‌রাহ ইবনে হারব ইবনে আমর ইবনে জাবির আল-ফাযারী।

গুণাবলি ঃ ইবনে ইসহাক বলেন, তিনি আনসারীদের মিত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সহজ-সরল মনীষী, নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী, আমানতদার, মহৎপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন।

হাদীস বিবরণ ঃ তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর সর্বমোট বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১২৩। কেউ কেউ তাঁকে হাফিজে হাদীসগণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর থেকে বহু সাহাবী ও তাবিঈ হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন– তাঁর পুত্রদ্বয়–সুলাইমান, সা'দ, আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা, যায়েদ ইবনে উকবা, রাবী ইবনে আমিলা, আবু রাজা, আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা, হাসান বসরী প্রমুখ।

গভর্নর পদে দায়িত্ব পালন ঃ যিয়াদ তাঁকে বসরার গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন। অতঃপর যিয়াদের ইন্তিকালের পর হযরত মুয়াবিয়া রা.ও তাঁকে কয়েক বছর এ পদে বহাল রাখেন। তিনি খারিজীদের প্রতি কঠোর ছিলেন। ফলে তারা তাঁকে শত্রু ভাবত। তবে হাসান বসরী, ইবনে সীরীন প্রমুখ তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন।

ওফাত ঃ তিনি হিজরী ৫৯ সনের শেষের দিকে বসরায় ইন্তিকাল করেন। ইবনে আবদুল বার র.-এর মতে, তিনি ৫৮ হিজরী সনে বসরায় ইন্তিকাল করেন। কারো মতে, হিজরী ৬০ সনে কূফায় ওফাত লাভ করেন।

– বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, উসদুল গাবাহ ঃ ২/৫৫৪- ৫৫৫; আল-ইসাবা ঃ ২/৭৮; ইকমাল ঃ ৫৯৭

بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ যিনি সশব্দে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম এর কথা উল্লেখ করেননি

٤ـ حَدَّثَنَا قُطْنُ بْنُ نُسَيْرٍ نَا جَعْفَرٌ نَا حُمَيْدٌ الْاَعْرَجُ الْمَكِّيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رض وَذَكَرَ الْاِفْكَ قَالَتْ جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ اِنَّ الَّذِيْنَ جَاؤُا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ الاية ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُد وَهٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ، قَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ جَمَاعَةٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ لَمْ يَذْكُرُوْا هٰذَا الْكَلَامَ عَلٰى هٰذَا الشَّرْحِ وَاَخَافُ اَنْ يَكُوْنَ اَمْرُ الْاِسْتِعَاذَةِ مِنْ كَلَامِ حُمَيْدٍ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ هَلْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ سِرًّا او جَهْرًا؟ مَا الْاِخْتِلَافُ فِيْهِ بَيْنَ الْاَئِمَّةِ الْكِرَامِ؟ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ جُزْءٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ؟ اُذْكُرْ مَعَ الْاَدِلَّةِ الْوَاضِحَةِ وَالْجَوَابِ عَنْ اِسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِيْنَ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُد رحـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ـ

হাদীস ঃ ৪। কুত্ন ইবনে নুসাইর...... হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি ইফ্ক তথা মিথ্যা অপবাদের ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা ছিলেন। তিনি চেহারা খুললেন এবং বললেন– اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ اِنَّ الَّذِيْنَ جَاؤُا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। "যারা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বেড়াচ্ছে তারা তোমাদের মধ্যেরই লোক.......।"

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, এ হাদীসটি মুনকার। কারণ, মুহাদ্দিসদের একদল এই হাদীস ইমাম যুহ্রী র. হতে বর্ণনা করেছেন। তাদের বর্ণনায় ঐ আয়াতের বর্ণনার সাথে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ এর উল্লেখ নেই। আমার আশংকা হচ্ছে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ বাক্যটি রাবী হুমাইদ নিজস্বভাবে পাঠ করেছেন।

মাযহাবের বিবরণ

এ মাসআলায় মাযহাবগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ হল, ইমাম মালিক র.-এর মতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ একেবারে বিধিবদ্ধই নয়, না জোরে না আস্তে।

○ ইমাম শাফিঈ র.-এর মতে বিসমিল্লাহ মাসনূন। জোরে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযে জোরে, আর আস্তে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযে আস্তে পড়তে হবে।

○ ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আহমদ ও ইসহাক র.-এর মতেও বিসমিল্লাহ মাসনূন। অবশ্য এটাকে সর্বাবস্থায় আস্তে পড়া উত্তম, চাই জোরে নামায বিশিষ্ট হোক অথবা আস্তে। এই মাসআলাতে কোন কোন আহলে জাহির যেমন ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে কায়্যিম র.ও হানাফীদের সাথে আছেন। কোন কোন মুহাক্কিক শাফিঈও এই মাসআলায় হানাফীদের মাযহাব অবলম্বন করেছেন।

বিভিন্ন মাযহাবের প্রমাণাদি

ইমাম মালিক র.-এর প্রমাণ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফাল রা.-এর হাদীস, যাতে তিনি তাঁর ছেলেকে বিসমিল্লাহ পড়তে নিষেধ করেছেন, এটাকে বিদআত সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেছেন–

وَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رض فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُهَا فَلَاتَقُلْهَا إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - ترمذى : ١/٥٧

তাছাড়া তিরমিযীতে بَابُ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-এর অধীনে হযরত আনাস রা.-এর হাদীসে আছে–

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَأَبُوبَكْرٍ وَعُثْمَانَ رض يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - ترمذى : ١/٥٧

✪ কিন্তু হানাফীদের পক্ষ থেকে এ দু'টি হাদীসের উত্তর হল, এখানে সাধারণ বিসমিল্লাহ নয় বরং জোরে বিসমিল্লাহ পড়ার কথা অস্বীকার করা হয়েছে। যার প্রমাণ হচ্ছে তিরমিযীর হাদীসেই আছে, আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফাল রা.-এর ছেলে বলেন–

سَمِعَنِى أَبِى وَأَنَا فِى الصَّلٰوةِ أَقُولُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - ترمذى : ١/٥٧

এর দ্বারা স্পষ্ট এটাই যে, তিনি উচ্চৈঃস্বরে বিসমিল্লাহ পড়ে থাকবেন। এর ফলে আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফাল রা. বলেছেন–

أَىْ بُنَىَّ ! مُحْدَثٌ إِيَّاكَ وَالْحَدَثَ وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ ابغض إِلَيْهِ الْحَدَثُ فِى الْإِسْلَامِ - ترمذى : ١/٥٧

যেন আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফাল রা. বিসমিল্লাহর বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছেন। অতএব, আলোচ্য হাদীসে فَلَا تَقُلْهَا শব্দটিকে فَلَا تَجْهَرْ بِهَا-এর অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে।

✪ এর প্রমাণ হল, এই রেওয়ায়াতে কোন কোন সূত্রে قَوْلٌ (বলা)-এর পরিবর্তে جَهْرٌ (জোরে বলা) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হাফিজ যায়লাঈ র. 'নসবুর রায়াতে' এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তাছাড়া فَلَا تَقُلْهَا শব্দটিকে فَلَا تَجْهَرْ بِهَا-এর অর্থে এজন্য গ্রহণ করা হবে যে, সাধারণ বিসমিল্লাহ অন্যান্য বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

✪ ইমাম শাফিঈ র. বিসমিল্লাহ জোরে পড়ার সমর্থনে অনেক রেওয়ায়াত পেশ করেছেন। কিন্তু এগুলোর মধ্য হতে কোন রেওয়ায়াত এরূপ নেই যেগুলো সহীহও এবং স্পষ্টও। এজন্য হাফিজ যায়লাঈ র. 'নসবুর রায়াতে' তাঁর সমস্ত প্রমাণের বিস্তারিত রদ করেছেন। এখানে পুরো আলোচনার বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু শাফিঈদের গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণাদি এবং এগুলোর উপর পর্যালোচনা নিম্নে উল্লেখ করা হল–

১. ইমাম শফিঈ র.-এর সবচেয়ে মজবুত প্রমাণ, যার উপর হাফিজ ইবন হাজার র. প্রমুখ নির্ভর করেছেন, সেটি হল 'সুনানে নাসাঈ'তে উল্লিখিত হযরত নুআইম আল-মুজমির-এর রেওয়ায়াত। তিনি বলেন–

صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِى هُرَيْرَةَ رض فَقَرَأَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْاٰنِ - حَتّٰى إِذَا بَلَغَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ فَقَالَ اٰمِيْنَ فَقَالَ النَّاسُ اٰمِيْنَ - وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ اَللّٰهُ أَكْبَرُ وَ إِذَاقَامَ مِنَ الْجُلُوسِ فِى الْاِ ثْنَتَيْنِ قَالَ اَللّٰهُ أَكْبَرُ - وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهٖ إِنِّى لَأَشْبَهُكُمْ صَلٰوةً بِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ .

'আমি হযরত আবূ হোরায়রা রা.-এর পেছনে নামায পড়েছি। তিনি পড়েছেন বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। অতঃপর সূরা ফাতিহা শুরু থেকে وَلَا الضَّالِّيْنَ পর্যন্ত পড়েছেন। তারপর বলেছেন আমীন। অতঃপর লোকজন ও আমীন বলেছেন। যখনই সিজদা করেছেন তখনই বলেছেন, আল্লাহু আকবার এবং যখনই বসা থেকে উঠেছেন, উভয়ে আমীন বলেছেন। যখনই সিজদা করেছেন তখনই বলেছেন, আল্লাহু আকবার এবং যখনই বসা থেকে উঠেছেন, উভয় রাক'আতে বলেছেন, আল্লাহু আকবার। আর যখন সালাম ফিরিয়েছেন, তখন বলেছেন, যাঁর হাতে আমার আত্মা তাঁর শপথ। আমি তোমাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামাযের সাথে অধিক সাম স্যশীল।'
– নাসাঈ ঃ ১/১১৪

হাফিজ যায়লাঈ র. এই রেওয়ায়াতের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন– প্রথমতঃ এ রেওয়ায়াতটি শায এবং মা'লূল। কারণ, হযরত আবূ হোরায়রা রা.-এর কয়েকজন শিষ্য এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শুধু নুআইম আল-মুজমির ছাড়া কেউ বিসমিল্লাহ পাঠের এই বাক্য বর্ণনা করেন নি। যদি মেনে নিই এটা নির্ভরযোগ্য, তবুও এই রেওয়ায়াতটি শাফিঈদের মাযহাবের ব্যাপারে স্পষ্ট নয়। কারণ, কিরাআত শব্দ দ্বারা শুধু বিসমিল্লাহ পড়া প্রমাণিত হয়, জোরে পড়া নয়। কারণ, কিরাআত শব্দটিতে আস্তে পড়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব এ রেওয়ায়াত দ্বারা শাফিঈদের প্রমাণ পূর্ণাঙ্গ নয়।

২. শাফিঈদের দ্বিতীয় প্রমাণ সুনানে 'দারাকুতনীতে' বর্ণিত হযরত মু'আবিয়া রা.-এর ঘটনা। যেটি হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. বর্ণনা করেন–

قَالَ صَلّٰى مُعَاوِيَةُ رضـ بِالْمَدِيْنَةِ صَلٰوةً فَجَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ فَلَمْ يَقْرَأْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّ(حْمٰنِ) الرَّحِيْمِ لِأُمِّ الْقُرْاٰنِ وَلَمْ يَقْرَأْ لِلسُّوْرَةِ الَّتِىْ بَعْدَهَا وَلَمْ يُكَبِّرْ حِيْنَ يَهْوٰى حَتّٰى قَضٰى تِلْكَ الصَّلٰوةَ ـ فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ مَنْ سَمِعَ ذٰلِكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يَا مُعَاوِيَةُ! اَسَرَقْتَ الصَّلٰوةَ اَمْ نَسِيْتَ؟ قَالَ فَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَ ذٰلِكَ اِلَّا قَرَأَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لِأُمِّ الْقُرْاٰنِ وَلِلسُّوْرَةِ الَّتِىْ بَعْدَهَا وَكَبَّرَ حِيْنَ يَهْوٰى سَاجِدًا (قَالَ الدَّارَقُطْنِىْ) كُلُّهُمْ (اَىْ رُوَاتُهُ) ثِقَاتٌ ـ

'তিনি বলেছেন, হযরত মু'আবিয়া রা. মদীনা মুনাওয়ারায় একবার নামায আদায় করেছিলেন। তাতে তিনি উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়েছেন। সূরা ফাতিহার জন্য তিনি বিসমিল্লাহ পড়েননি। এরূপভাবে তার পরবর্তী সূরার জন্যও তা পাঠ করেননি। নীচের দিকে অবতরণের সময় তাকবীরও বলেননি। এভাবে পুরো নামায সমাপ্ত করেছেন। তিনি যখন সালাম ফিরালেন, তখন মুহাজির এবং আনসার শ্রোতাগণ সর্বদিক থেকে তাঁকে ডাক দিয়ে বললেন, হে মু'আবিয়া! আপনি কি নামাযে চুরি করেছেন, না ভুলে গেছেন? বর্ণনাকারী বলেছেন, অতঃপর তিনি যে কোন নামায পড়েছেন, প্রত্যেকটিতে সূরা ফাতিহা ও তৎপরবর্তী সূরার জন্য বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়েছেন। সিজদার দিকে অবতরণ করার সময় তাকবীর বলেছেন। দারাকুতনী বলেন, এ হাদীসের সমস্ত রাবী নির্ভরযোগ্য।'
– দারাকুতনী ঃ ১/৩১১

ইমাম হাকিম র. ও এই রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন এবং এরপর বলেছেন هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ الْمُسْلِمِ। আর খতীব র. বলেন– هُوَ اَجْوَدُمَا يُعْتَمَدُ فِى هٰذَا الْبَابِ।

হাফিজ জামালুদ্দীন যায়লাঈ র. বলেন– প্রথমতঃ এই হাদীসটি সনদ ও মতন উভয় দিক দিয়ে মুযতারিব, দ্বিতীয়তঃ কয়েকটি কারণে এই হাদীসটি মা'লূল–

১। কারণ, হযরত আনাস রা. বসরায় থাকতেন এবং হযরত মু'আবিয়া রা.-এর মদীনায় আগমনের সময় তাঁর মদীনায় আগমন প্রমাণিত নয়।

২। কারণ, যেসব উলামায়ে মদীনা হযরত মু'আবিয়া রা.-এর উপর প্রশ্ন করছেন, স্বয়ং তাঁরা বিসমিল্লাহ আস্তে পড়ার প্রবক্তা ছিলেন। তাঁদের একজন সম্পর্কেও বিসমিল্লাহ জোরে পড়ার প্রবক্তা ছিলেন বলে জানা যায়নি। অতএব, তাঁরা জোরে পড়ার দাবী কিভাবে করতে পারেন?

✪ শাফিঈদের তৃতীয় প্রমাণ–মুস্তাদরাকে হাকিমে হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর রেওয়ায়াত–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْهَرُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম জোরে পড়তেন।'

– মুসতাদরাকে হাকিম ঃ ১/২৩২- ২৩৩ (সনদে মুহাম্মদ দুর্বল –লেখক)

হাফিজ যায়লাঈ র. 'নসবুর রায়া'তে এই রেওয়াতটি উল্লেখ করার পর বলেন– قَالَ الْحَاكِمُ اِسْنَادُهٗ صَحِيْحٌ وَلَيْسَ لَهٗ عِلَّةٌ (হাকিম বলেছেন, এর সনদ সহীহ। তাতে কোন ত্রুটি নেই।)

✪ এই রেওয়ায়াতটির উত্তর হল, এই হাদীসটি দুর্বল। এবং এটি মওযূর কাছাকাছি এবং হাকিম র. কর্তৃক এটাকে সহীহ সাব্যস্ত করা হয়েছে তাঁর প্রসিদ্ধ নম্রতার ভিত্তিতে। এজন্য হাফিজ যাহাবী র. এই রেওয়ায়াতটিকে দুর্বল বলেছেন। বাস্তবতা হল, হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর দিকে সম্বোধিত এই রেওয়ায়াতটি সহীহ হওয়ার প্রশ্নই আসে না। কারণ, স্বয়ং ইবনে আব্বাস রা. থেকে তাঁর এই উক্তি প্রমাণিত আছে–

اَلْجَهْرُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قِرَاءَةُ الْاَعْرَابِ ـ

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম জোরে পড়া বেদুঈনদের কিরা'আত।' – মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা ঃ ১/৪১১

✪ শাফিঈদের একটি প্রমাণ তিরমিযীতে বর্ণিত (بَابُ مَنْ رَاى الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرحمٰن الرحيم ـ ٥٧/١) -এ হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদীস– قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْتَتِحُ صَلٰوتَهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

✪ কিন্তু এর উত্তর হল, প্রথমতঃ স্বয়ং ইমাম তিরমিযী র. এই রেওয়ায়াতটি সম্পর্কে বলেছেন– قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى وَلَيْسَ اِسْنَادُهٗ بِذَاكَ (আবূ ঈসা বলেছেন, এর সনদটি শক্তিশালী নয়।)

দ্বিতীয়তঃ এতে জোরে বিসমিল্লাহ পড়ার ব্যাপারে স্পষ্ট বিবরণ নেই। অতএব, এর দ্বারা প্রমাণ পূর্ণাঙ্গ নয়।

শাফিঈদের মৌলিক প্রমাণাদি ছিল এগুলোই, যা পূর্বে বর্ণনা করা হল। খতীবে বাগদাদী এবং ইমাম দারাকুতনী র. শাফিঈদের সমর্থনে আরো অনেক রেওয়ায়াত সংকলন করেছেন। কিন্তু হাফিজ যায়লাঈ র. 'নসবুর রায়া'তে এগুলোর এক একটিকে দুর্বল অথবা জার সাব্যস্ত করেছেন। সংক্ষিপ্ত এই যে, শাফিঈদের বর্ণিত হাদীসগুলো হয়তো সহীহ নয় অথবা স্পষ্ট নয়। এজন্য হাফিজ যায়লাঈ র. 'নসবুর রায়া'তে এবং আল্লামা ইবনে তায়মিয়া ফাতাওয়াতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন ইমাম দারাকুতনী র. বিসমিল্লাহ জোরে পড়ার রেওয়ায়াতগুলো সংকলন করেছেন এবং এ বিষয়ের উপর একটি পুস্তিকা সংকলন করেছেন তখন কোন কোন মালিকী তাঁর কাছে এলেন এবং শপথ দিয়ে তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করলেন যে, এগুলোতে সহীহ হাদীসও আছে কি না? তখন ইমাম দারাকুতনী র. উত্তর দিলেন–

كُلُّ مَا رُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى الْجَهْرِ فَلَيْسَ بِصَحِيْحٍ وَاَمَّا عَنِ الصَّحَابَةِ فَمِنْهُمْ صَحِيْحٌ وَضَعِيْفٌ ـ

'জোরে পড়া সংক্রান্ত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত সবগুলো হাদীসই অশুদ্ধ। আর সাহাবী থেকে যা বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর কোনটি সহীহ কোনটি দুর্বল।' – নসবুর রায়াহ ঃ ১/৩৫৮ - ৩৫৯

তাদের প্রমাণাদির দুর্বলতার স্বীকারোক্তি এর চেয়ে বেশি আর কি হতে পারে?

অন্য বহু মুহাদ্দিস স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, বিসমিল্লাহ জোড়ে পড়ার ব্যাপারে কোন হাদীস সহীহ নেই। হাফিয যায়লাঈ র.-এর কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, রাফিযীরা বিসমিল্লাহ উচ্চৈঃস্বরে পড়ার প্রবক্তা ছিল, আর তাদের সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে– اَكْذَبُ النَّاسِ بِالْحَدِيْثِ (হাদীসের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় মিথ্যুক।) এজন্য তারা জোরে বিসমিল্লাহ পড়ার ব্যাপারে অনেক হাদীস জাল করেছে। এ কারণে জোরে বিসমিল্লাহ সংক্রান্ত বেশীরভাগ হাদীসের সনদ কোন না কোন রাফিযীর উপর নির্ভরশীল। এ কারণেই বুখারী, মুসলিম জোরে বিসমিল্লাহ পড়ার রেওয়ায়াতগুলো বর্ণনা করেননি। হাফিজ যায়লাঈ র. বলেন যে, এই অধ্যায়ের কোন স্পষ্ট রেওয়ায়াত যদি সনদগতভাবে প্রমাণিত হত, তবে আমি দু'বার কসম খেয়ে বলি, ইমাম বুখারী র. তা স্বীয় সহীহে অবশ্যই উল্লেখ করতেন। কারণ, ইমাম বুখারী র. হানাফীদের উপর প্রশ্ন উত্থাপন বিশেষভাবে পছন্দ করতেন এবং তাদেরকে قَالَ بَعْضُ النَّاسِ (কেউ কেউ বলেছেন) শব্দে উল্লেখ করেছেন।

হানাফীদের প্রমাণাদি

হানাফীদের যেসব প্রমাণ রয়েছে সেগুলো যদিও সংখ্যায় কম কিন্তু সূত্রগতভাবে মর্যাদাবান এবং আজিমুশশান, বিশুদ্ধতার চূড়ান্ত মানদণ্ডে উন্নীত।

১. হানাফীদের প্রথম প্রমাণ–সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হযরত আনাস রা.-এর রেওয়ায়াত–

قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رض وَعُثْمَانَ رض فَلَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

'তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বকর, উমর ও উসমান রা.-এর সাথে নামায পড়েছি। তাঁদের কাউকে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়তে শুনিনি।' – মুসলিম ঃ ১/১৭২

এই রেওয়ায়াতটি নাসাঈতে নিম্নোক্ত ভাষায় এসেছে–

صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَلَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا مِنْهُمْ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ نسائى : ١/١٤٤

যদ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়াতে না পড়ার কথা এসেছে, না পড়ার দ্বারা জোরে না পড়া উদ্দেশ্য।

২. নাসাঈতে হযরত আনাস রা.-এর একটি রেওয়ায়াত আছে–

صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يُسْمِعْنَا قِرَاءَةَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَصَلّٰى بِنَا اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ رض فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُمَا ـ نسائى : ١/١٤٤

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নামাযে ইমামতি করেছেন, তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম আমাদের শুনিয়ে পড়েননি। এমনিভাবে আবূ বকর এবং উমর রা. আমাদের ইমামতি করেছেন, তাঁরাও আমাদেরকে তা শুনিয়ে পড়েননি।'

এতে স্পষ্ট হল, হযরত আনাস রা. এর উদ্দেশ্য জোরে বিসমিল্লাহ না পড়ার কথা বলা, সরাসরি না পড়ার কথা নয়।

৩. তৃতীয় প্রমাণ হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফ্‌ফাল রা. থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস। যাতে তিনি বলেন–

سَمِعَنِى أَبِى وَأَنَا فِى الصَّلٰوةِ أَقُولُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، فَقَالَ لِى أَىْ بُنَىَّ! مُحْدَثٌ إِيَّاكَ وَالْحَدَثَ قَالَ وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ أَبْغَضَ إِلَيْهِ الْحَدَثُ فِى الْإِسْلَامِ وَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَمَعَ أَبِى بَكْرٍ رض وَعُمَرَ رض وَعُثْمَانَ رض فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُهَا فَلَا تَقُلْهُ إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَقُلْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - ترمذى : ١/٥٧

এই রেওয়ায়াতে لَا تَقُلْهَا দ্বারা উদ্দেশ্য لَا تَجْهَرْبِهَا। কারণ, হযরত আনাস রা.-এর যে রেওয়ায়াত আমরা উপরে উল্লেখ করেছি তাতে জোরে না পড়ার কথা বলা আছে। অতএব, এখানেও তাই উদ্দেশ্য হবে।

✪ কিন্তু এর উপর শাফিঈগণ প্রশ্ন করেন যে, এতে আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফ্‌ফাল-এর ছেলে অজ্ঞাত।

✪ এর উত্তর হল, মুহাদ্দিসীন স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, তাঁর নাম ইয়াযীদ এবং তাঁর সূত্রে তিনজন রাবী বর্ণনা করেন। বস্তুতঃ উসূলে হাদীসের নিয়ম হল, যে ব্যক্তি থেকে রেওয়ায়াতকারী দু'জন তিনি আর অজ্ঞাত থাকেন না। আর এখানে তো তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারী দুয়ের অধিক। এ কারণেই ইমাম তিরমিযী র. বলেন– حَدِيثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ। তাছাড়া এই অর্থবোধক রেওয়ায়াত নাসাঈতেও এসেছে। আর ইমাম নাসাঈ র. এর উপর নীরবতা অবলম্বন করেছেন যা তাঁর মতে কমপক্ষে হাসান হওয়ার প্রমাণ।

৪. ত্বাহাভী প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেছেন–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِى الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ ذٰلِكَ فِعْلُ الْأَعْرَابِ -

'ইবনে আব্বাস রা. থেকে বিসমিল্লাহির রাহীম জোরে পড়া সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, এটা বেদুঈনদের কাজ।' – তাহাভী ঃ ১/১০০

এরূপভাবে ত্বাহাভীতেও হযরত আবূ ওয়াইল রা. থেকে বর্ণিত আছে–

قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا لَا يَجْهَرَانِ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَا بِالتَّعَوُّذِ وَلَا بِالتَّامِيْنِ -

'তিনি বলেছেন, হযরত উমর ও আলী রা. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম এবং আউযুবিল্লাহ ও আমীন কোনটি উচ্চৈঃস্বরে পড়তেন না।' – তাহাভী ঃ ১/৯৯

মোটকথা, এসব রেওয়ায়াত সহীহ এবং স্পষ্ট হওয়ার কারণে ইমাম শাফিঈ র.-এর প্রমাণাদির মুকাবিলায় প্রাধান্য উপযোগী।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهٰذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ قَدْرَوَى هٰذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ لَمْ يَذْكُرُوا هٰذَا الْكَلَامَ عَلٰى هٰذَا الشَّرْحِ وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَمْرُ الْاِسْتِعَاذَةِ مِنْ كَلَامِ حُمَيْدٍ -

এ উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য, এ হাদীসের উপর দু'ভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করা–

১. যুহরী থেকে এ হাদীস বর্ণনকারী যেমন হুমাইদ আল আ'রাজ আল মক্কী, অনুরূপভাবে আরও একদলও আছে। কিন্তু হুমাইদ আল আ'রাজের বর্ণনাধারা এই দলের পরিপন্থী। কারণ, হুমাইদের বর্ণনাধারায় আছে–

إِنَّ الَّذِيْنَ পড়ার পর আউযুবিল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে আরও রয়েছে, كَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ও كَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ এরূপভাবে দল বর্ণনাকারী থেকে যুহরী কিন্তু করেছেন। তিলাওয়াত আয়াত جَاؤُا بِالْاِفْكِ কুরআনে কারীমের আয়াত তিলাওয়াতের উল্লেখ করেননি। বরং তাঁরা সবাই বলেন—

إِنَّ عَائِشَةَ رض ذَكَرَتْ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى إِنَّ الَّذِيْنَ جَاؤُا بِالْاِفْكِ الاية .

অতএব, হুমাইদের বর্ণনাধারা আর সে দলের বর্ণনাধারা এক নয়। কাজেই হাদীসটি মুনকার।

২. দ্বিতীয় প্রশ্নটি وَاَخَافُ থেকে শুরু হয়, অর্থাৎ, আউযুবিল্লাহ যে হুমাইদের হাদীসে আছে, এটি মূল হাদীসে নেই, বরং এটি হুমাইদের কালাম।

✪ প্রথম প্রশ্নের উত্তর হল, সম্ভবতঃ মুনকার হওয়ার দাবি গ্রন্থকারের ভুল। কারণ, দুর্বল বর্ণনাকারী যদি নির্ভরযোগ্য রাবীর বিরোধিতা করে, তবে সে হাদীসকে মুনকার বলে। বস্তুতঃ হুমাইদ আল-আ'রাজ আল-মক্কীকে একদল মুহাদ্দিস নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, ইবনে সা'দ, ইবনে মাঈন, ইবনে খিরাশ, আবু দাউদ, বুখারী, ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান র.। অতএব, এ হাদীসটিকে মুনকার কিভাবে বলা যায়?

সম্ভবতঃ শাযের ক্ষেত্রে তিনি মুনকার প্রয়োগ করেছেন। অথবা, এ কারণে যে আহমদ ইবনে হাম্বল র. হুমাইদ সম্পর্কে বলেছেন– 'তিনি শক্তিশালী নন'।

✪ দ্বিতীয় প্রশ্নে বলা হয়েছে, আউযুবিল্লাহ পড়ার বিষয়টি মূল হাদীসে নেই। এটি হুমাইদের কালাম। এ কথাটি শুধুমাত্র ধারণা। কারণ, ইমাম আবু দাউদ র. মুনকার হবার দলীল পেশ করেছেন ঠিকই, কিন্তু দ্বিতীয় দাবির সমর্থনে কোন প্রমাণ পেশ করেননি।

তাছাড়া, আরেকটি ব্যাপার হল, এ হাদীসের সাথে শিরোনামের কোন মিল নেই।

হ্যাঁ, যদি এরূপ ব্যাখ্যা দেয়া হয়, তবে মিল হতে পারে। ব্যাখ্যাটি হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াত তিলাওয়াত করেছেন সূরার মধ্যখান থেকে। তখন বিসমিল্লাহ বলেননি। কিন্তু সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়তেন। যদি সূরার প্রথমে বরকত হিসেবে বিসমিল্লাহ পড়তেন তাহলে এখানেও পড়তেন। অতএব, বুঝা গেল, সূরার শুরুতে তাবাররুকের উদ্দেশ্যে পড়তেন না। বরং এজন্য পড়তেন যে, বিসমিল্লাহ সূরার অংশ। উদ্দেশ্য বিসমিল্লাহকে সূরার অংশ সাব্যস্ত করা।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِى الظُّهْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ জোহর নামাযের কিরাআত

٢ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامِ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ ح وَثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنِ الْحَجَّاجِ وَهٰذَا لَفْظُهُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى وَاَبِىْ سَلَمَةَ ثُمَّ اتَّفَقَا عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ بِنَا فَيَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الْاٰيَةَ اَحْيَانًا وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْاُوْلٰى مِنَ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ وَكَذٰلِكَ فِى الصُّبْحِ .

قَالَ أَبُو دَاوُد لَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ اُذْكُرِ الْقِرَاءَةَ الْمَسْنُوْنَةَ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَةِ ـ أَوْضِحْ مَا قَالَ الإِمَامُ أَبُوْ دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ২। মুসাদ্দাদ ও ইব্নুল মুসান্না .... হযরত আবু কাতাদা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নামাযের ইমামতি করতেন। অতঃপর তিনি জোহর ও আসরের নামায আদায়কালে তার প্রথম দু'রাকআতে সূরা ফাতিহা এবং অপর দুটি সূরা পাঠ করতেন। তিনি কখনও কখনও আমাদের শুনিয়ে আয়াত পাঠ করতেন। তিনি জোহরের নামাযের প্রথম রাকআত দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাকআত সংক্ষেপ করতেন। তিনি ফজরের নামাযও অনুরূপভাবে আদায় করতেন। –বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্নে মাজাহ

কোন নামাযে কোন সূরা মাসনূন

স্বাভাবিক অবস্থায় ফজর ও জোহরে তিওয়ালে মুফাস্‌ফাল (সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরূজ পর্যন্ত), আসর ও ইশায় আওসাতে মুফাস্‌সাল (সূরা বুরূজ থেকে লামইয়াকুন পর্যন্ত), মাগরিবে কিসারে মুফাসসাল (লামইয়াকুন থেকে শেষ পর্যন্ত) পড়া মাসনূন।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, রাবী মুসাদ্দাদ তাঁর বর্ণনায় সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠের উল্লেখ করেননি।

قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى ঃ ইনি ইমাম আবু দাউদ র.-এর উস্তাদ।

وَأَبِي سَلَمَةَ ঃ এর আতফ আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদার উপর। এর অর্থ হবে, ইবনুল মুসান্‌না এ হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা এবং আবু সালামা উভয় থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম আবু দাউদের প্রথম উস্তাদ মুসাদ্দাদ স্বীয় সনদে আবু সালামার কথা উল্লেখ করেননি।

ثُمَّ اتَّفَقَا اى مُسَدَّدٌ وَابْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ أَبِي قَتَادَةَ- মুসাদ্দাদের বিবরণের সারনির্যাস হবে عَنْ يَحْيٰى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ـ আর ইবনুল মুসান্‌নার বিবরণের সারনির্যাস হবে عَنْ يَحْيٰى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي قَتَادَةَ এ হল সনদগত পার্থক্য।

আরেকটি পার্থক্য হল, মূলপাঠগত। ইমাম আবু দাউদ র. বলেন–

وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً ـ

এর সারকথা হল, আবু দাউদের উস্তাদ ইবনুল মুসান্‌না ফাতিহাতুল কিতাব এবং সূরার কথা আলোচনা করেছেন। কিন্তু মুসাদ্দাদ ফাতিহাতুল কিতাব এবং সূরার কথা কথা আলোচনা করেন নি।

بَابُ مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

অনুচ্ছেদ ঃ সশব্দে কিরাআত না পড়লে সূরা ফাতিহা পড়ার মত যিনি পোষণ করেন

١ـ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضـ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ إِنْصَرَفَ مِنْ صَلٰوةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا؟ فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ! قَالَ إِنِّي أَقُولُ مَالِيْ أُنَازِعُ الْقُرْاٰنَ! قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلٰوةِ حِيْنَ سَمِعُوا ذٰلِكَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ـ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوٰى حَدِيْثَ ابْنِ أُكَيْمَةَ هٰذَا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَلٰى مَعْنٰى مَالِكٍ ـ

اَلسُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ أَوْضِحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ـ

হাদীস ঃ ১। কা'নাবী .... হযরত আবু হোরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি **বললেন– একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু** আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পাঠের মাধ্যমে নামায আদায়ের পর জিজ্ঞেস করলেন– তোমাদের কেউ কি এখন আমার সাথে (নামাযে) কিরাআত পাঠ করেছো? জবাবে এক সাহাবী বললেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– এজন্য (আমি মনে মনে) বললাম, আমার কুরআন পাঠের সময় বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে কেন।

রাবী বলেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এরূপ শোনার পর সাহাবায়ে কিরাম উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পঠিত নামাযে তাঁর পিছনে কিরাআত পাঠ থেকে বিরত থাকেন।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, ইবনে উকায়মা র.এ হাদীসটি মামার, ইউনুস, উসামা ইব্নে যায়েদ র. ইমাম যুহরী হতে মালিকের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوٰى حَدِيْثَ ابْنِ أُكَيْمَةَ هٰذَا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ـ

ইমাম আবু দাউদ র. বলতে চান, এ হাদীসটি ইবনে উকাইমা–আবু হোরায়রা সূত্রে ইমাম মালিক র.ও যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। যেমন হাদীসের সনদে রয়েছে, এমনিভাবে যুহরী থেকে মা'মার, ইউনুস, এবং হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রা. বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁরা মালিক র.-এর শব্দ উল্লেখ করেননি, অর্থগত বিবরণ দিয়েছেন।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَاَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَرْوَزِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِى خَلَفٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِىُّ وَابْنُ السَّرْحِ قَالُوْا نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اُكَيْمَةَ يُحَدِّثُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رض يَقُوْلُ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةً نَظُنُّ اَنَّهَا صَلٰوةُ الصُّبْحِ بِمَعْنَاهُ اِلٰى قَوْلِهِ مَالِىْ اُنَازَعُ الْقُرْاٰنَ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ قَالَ مُسَدَّدٌ فِىْ حَدِيْثِهٖ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رض فَانْتَهَى النَّاسُ وَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِىُّ عَنْ بَيْنِهِمْ، قَالَ سُفْيَانُ وَتَكَلَّمَ الزُّهْرِىُّ بِكَلِمَةٍ لَمْ اَسْمَعْهَا فَقَالَ مَعْمَرٌ اِنَّهٗ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ وَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَانْتَهٰى حَدِيْثُهٗ اِلٰى قَوْلِهٖ مَالِىْ اُنَازَعُ الْقُرْاٰنَ، وَرَوَاهُ الْاَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ فِيْهِ قَالَ الزُّهْرِىُّ فَاتَّعَظَ الْمُسْلِمُوْنَ بِذٰلِكَ فَلَمْ يَكُوْنُوْا يَقْرَؤُوْنَ مَعَهٗ فِيْمَا يَجْهَرُ بِهٖ ﷺ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ قَوْلُهٗ فَانْتَهَى النَّاسُ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِىِّ ـ

اَلسُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ مَا الْاِخْتِلَافُ فِىْ قِرَأةِ الْفَاتِحَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ بَيْنَ الْاَئِمَّةِ الْكِرَامِ؟ اُكْتُبْ بِالدَّلَائِلِ الْوَاضِحَةِ وَالْجَوَابِ عَنْ اِسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِيْنَ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوٗدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ২। মুসাদ্দাদ............ হযরত আবু হোরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে একটি নামায আদায় করলেন। আমরা মনে করলাম এটি ফজরের নামায। .... مَالِى اُنَازَعُ الْقُرْاٰنَ ।
ইমাম আবু দাউদ র. বলেছেন, মুসাদ্দাদ তাঁর হাদীসে বলেছেন যে, মা'মার যুহরী সূত্রে আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন– "অতঃপর লোকজন কিরাআত থেকে বিরত হয়ে যায়।' আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ যুহরী عَنْ بَيْتِهِمْ শব্দ বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান বলেছেন, যুহরী আর একটি কথা বলেছেন। সেটি আমি শুনিনি। মা'মার বলেছেন সে কথাটি হল– فَانْتَهَى النَّاسُ ।

আবু দাউদ র. বলেন, আবদুর রহমান ইবনে ইসহাক এটি যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর রেওয়ায়াতে শেষ বাক্য হল– مَالِىْ اُنَازَعُ الْقُرْاٰنَ আওযাঈ র. যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এরপর মুসলমানরা উপদেশ গ্রহণ করেছেন। আর যে নামাযে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বশব্দে কিরাআত পড়তেন তাতে তাঁরা কিরাআত পড়তেন না।

আবু দাউদ র. বললেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ফারিসকে বলতে শুনেছি فَانْتَهَى النَّاسُ হল যুহরীর বাক্য।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُد قَالَ مُسَدَّدٌ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَ مَعْمَرٌ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيْمَا جَهَرَبِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ ابْنُ السَّرْحِ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رض فَانْتَهَى النَّاسُ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ مِنْ بَيْنِهِمْ قَالَ سُفْيَانُ وَتَكَلَّمَ الزُّهْرِيُّ بِكَلِمَةٍ لَمْ اَسْمَعْهُمَا فَقَالَ مَعْمَرٌ اَنَّهُ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ الخ ـ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য স্বীয় উস্তাদগণের মাঝে فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ বাক্যের বিবরণে যে ইখতিলাফ রয়েছে তার বিবরণ দান। এটি কি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনাকারী হযরত আবু হোরায়রা রা.-এর, না কি অন্য কোন রাবীর? ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, এ হাদীসে আমার এক উস্তাদ মুসাদ্দাদ বলেন, আমার সনদ এ হাদীসে দু'টি– ১. সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা। ২. মা'মার।

তাঁরা দু'জন এ হাদীসটি যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা فَانْتَهَى النَّاسُ বাক্য বর্ণনা করেননি। তাঁর হাদীস مَالِيْ اُنَازِعُ الْقُرْاٰنَ এর উপর সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু এর পরিপন্থী আমার উস্তাদ মা'মার যুহরী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এ হাদীসে مَالِيْ اُنَازِعُ الْقُرْاٰنَ বাক্যের পর فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ বাক্যও বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর, আবু দাউদ র. বলেন, আমার উস্তাদ ইবনুস সারহ র.ও এ হাদীসটি মা'মার থেকে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি যুহরী থেকে। তিনি এ হাদীসে বলেছেন– فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ বাক্যটি হযরত আবু হোরায়রা রা. বলেছেন।

এরপর ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, আমার উস্তাদ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আযযুহরী র.ও সুফিয়ান–যুহরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তিনি বলেছেন, আমি এ শব্দটি শুনিনি। যখন যুহরী হাদীসটি বর্ণনা করছিলেন, তখন আমি মা'মারকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, যুহরী مَالِيْ اُنَازِعُ الْقُرْاٰنَ এর পর فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ বলেছেন। এতে বুঝা যায়, এটি যুহরীর শব্দ। ইমাম আবু দাউদ র. বাকি দুই উস্তাদ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আলমারওয়াযী ও মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে খালাফের কোন ইখতিলাফ বর্ণনা করেননি।

قَالَ اَبُوْ دَاوُد رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَانْتَهٰى حَدِيْثُهُ اِلٰى قَوْلِهِ مَالِيْ اُنَازِعُ الْقُرْاٰنَ ـ

এ উক্তি দ্বারা বুঝা যায়, فَانْتَهَى বাক্য যুহরী বলেননি। যদ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায় এটি যুহরীর কথা। কারণ, এটি যদি যুহরীর হত, তবে যুহরীর কোন কোন ছাত্র তা পরিহার করতেন না। যেমন– আবদুর রহমান ইবনে ইসহাক যুহরী থেকে বর্ণনাকালে এটি উল্লেখ করেননি।

وَرَوَاهُ الْاَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فِيْهِ فَاتَّعَظَ الْمُسْلِمُوْنَ فَلَمْ يَكُوْنُوْا يَقْرَءُوْنَ فِيْمَا يَجْهَرُ بِهِ ﷺ قَالَ اَبُوْ دَاوُد وَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ قَوْلُهُ فَانْتَهَى النَّاسُ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ ـ

এর দ্বারা উদ্দেশ্য فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ বাক্যটি কার? এ সংক্রান্ত ইখতিলাফের বিবরণ দান।

মোটকথা, ইমাম মালিক র. যুহরী সূত্রে বর্ণিত হাদীসে বলেন- قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ কিন্তু এই قَالَ এর ফায়েল'কে এটি নির্ধারণ করেননি। এতে সম্ভাবনা আছে, এর ফায়েল যুহরী হতে পারেন, আবার হযরত আবু হোরায়রা রা.ও হতে পারেন। বাকি যুহরী থেকে বর্ণনাকারী অন্যরা যেমন মা'মার, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, আওযাঈ, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ যুহরী, আবদুর রহমান ইবনে ইসহাক প্রমুখ সবাই একমাত্র মালিক ছাড়া যুহরী থেকে ইমাম মালিক র.-এর সমার্থক রেওয়ায়াত করেন, শব্দগত রেওয়ায়াত নয়। এজন্য এই قَالَ এর ফায়েল কে, এতে মতবিরোধ হয়ে গেছে। মা'মারের রেওয়ায়াতটি ইমাম আবু দাউদের উস্তাদ মুসাদ্দাদ বর্ণনা করেছেন। তিনি সেই হাদীসে مَالِيْ أُنَازَعُ الْقُرْآنَ এর পর বলেছেন- فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ এতে বুঝা যায়, এটি হযরত আবু হোরায়রা রা.-এর উক্তি অথবা মা'মারের। ইমাম আবু দাউদের উস্তাদ ইবনুস সারহ র.ও মা'মার থেকে বর্ণনা করেন। তাঁর রেওয়ায়াতে বলেন- قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ - এতে স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, এটি হযরত আবু হোরায়রা রা.-এর বাক্য। তাহলে যেন মুসাদ্দাদ ও ইবনুস সারহ দু'জনই এটি হযরত আবু হোরায়রা রা.-এর উক্তি হওয়ার ব্যাপারে একমত। বাকি মুসাদ্দাদের হাদীস দ্বারা প্রাসঙ্গিকভাবে বুঝা যায়, আর ইবনুস সারহের হাদীস দ্বারা বুঝা যায় সুস্পষ্টভাবে।

সুফিয়ান- যুহরী সূত্রে বর্ণিত হাদীসের সারমর্ম হল, সুফিয়ান এ বাক্যটি শুনেননি। কিন্তু যখন মা'মার থেকে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি বললেন- مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ এরপর فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ যুহরী বলেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায়- فَانْتَهَى النَّاسُ যুহরীর কথা নয়, বরং এটি হযরত আবু হোরায়রা রা.-এর উক্তি। এজন্য হাদীসের বর্ণনাধারা এরূপ হবে- قَالَ إِنِّي أَقُولُ مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ فَانْتَهَى الخ

সুফিয়ানের হাদীসের বর্ণনাধারা দ্বারা বুঝা যায়, এটি যুহরীর উক্তি নয়। তাছাড়া, স্বয়ং সুফিয়ান বলছেন, আমি এ শব্দটি শুনিনি। বরং মা'মারের নিকট জিজ্ঞেস করার পর তিনি সে শব্দ বলেছেন।

মা'মারের বর্ণনাধারা দ্বারা বুঝা যায়, এটি আবু হোরায়রা রা.-এর উক্তি, যুহরীর নয়। কারণ, আগেই এ বিষয়টি বলা হয়েছে এবং আবদুর রহমান ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়াত عَنِ الْقِرَاءَةِ এর উপর শেষ হয়ে গেছে, এতে مَالِيْ أُنَازَعُ বাক্যই নেই।

বাকি রইল আওযাঈর রেওয়ায়াত, যুহরী সূত্রে। তাতে তিনি বলেন- فَانْتَهَى النَّاسُ الخ এবং فَاتَّعَظَ الْمُسْلِمُونَ শব্দ তাতে নেই। এতেও বুঝা যায় না যে, এটি যুহরীর উক্তি। কারণ, আওযাঈ র.-এর উক্তি فَانْتَهَى النَّاسُ তে যুহরী নিজের পক্ষ থেকে বলেছেন, অথবা তাঁর সনদে হযরত আবু হোরায়রা বা অন্য কোন সাহাবী থেকে বলেছেন- এ দু'টি সম্ভাবনাই আছে। এবারও যুহরীর উক্তি হওয়া নিশ্চিত নয়। হ্যাঁ, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ফারিস-যুহরী সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াত দ্বারা যুহরীর উক্তি বলে বুঝা যায়। কিন্তু তাও প্রমাণহীন দাবী। অতএব, যারা এটাকে যুহরীর উক্তি সাব্যস্ত করেছেন, তাঁদের এই উক্তিও বিস্ময়ের ব্যাপার।

ইমামের পেছনে ফাতিহা পাঠ

মাযহাব সমূহের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

১. হানাফীদের মতে ইমামের পেছনে জোরে কিরাআত বিশিষ্ট নামায এবং আস্তে কিরাআত বিশিষ্ট নামায উভয়টিতে সূরা ফাতিহা পড়া মাকরূহ তাহরীমী। হানাফীদের জাহিরী রেওয়ায়াত এটি। অবশ্য ইমাম মুহাম্মদ র. থেকে একটি রেওয়ায়াত হল, ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়া জোরে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযে মাকরূহ এবং আস্তে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযে মুস্তাহাব বা অন্ততঃ মুবাহ। আল্লামা আব্দুল হাই লাখনভী এবং পরবর্তী কোন কোন হানাফী আলিম এটাই অবলম্বন করেছেন। হযরত শাহ সাহেব র.-এর ঝোঁক ও এ দিকে বোঝা যায়। কিন্তু মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম র.-এই রেওয়ায়াতটি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

২. অপরদিকে ইমাম শাফিঈ র.-এর মতে জোরে কিরাআত বিশিষ্ট নামায ও আস্তে কিরাআত বিশিষ্ট নামায উভয়টিতে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব।

৩. ইমাম মালিক ও আহমদ র.-এ ব্যাপারে একমত যে, জোরে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযগুলোতে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব নয়। কিন্তু অতঃপর তাঁদের থেকে বিভিন্ন রেওয়ায়াত রয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়াতে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়া মাকরূহ, কোনটিতে জায়িয, আর কোনটিতে মুস্তাহাব সাব্যস্ত করা হয়েছে। আস্তে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযগুলো সম্পর্কে তাঁদের থেকে তিনটি রেওয়ায়াত রয়েছে। যেমন– ১. কিরাআত ওয়াজিব, ২. মুস্তাহাব, ৩. মুবাহ।

এতে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জোরে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযে কিরাআত ওয়াজিব হওয়ার উক্তি শুধু শাফিঈ র.-এর। বরং এটাও তাঁর প্রসিদ্ধ উক্তি অনুযায়ী। অন্যথায় তাহকীক হল, ইমাম শাফিঈ র.ও জোরে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযগুলোতে কিরাআত ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা নন।

আল-মুগনীতে ইবনে কুদামা র.-এর আলোচনা দ্বারাও এটাই বোঝা যায়। তাছাড়া কিতাবুল উম্মে ইমাম শাফিঈ র.-এর আলোচনা দ্বারাও এটাই বুঝা যায়। কারণ, তাতে ইমাম শাফিঈ র. বলেন–

وَنَحْنُ نَقُوْلُ كُلُّ صَلٰوةٍ صُلِّيَتْ خَلْفَ الْاِمَامِ وَالْاِمَامُ يَقْرَأُ قِرَاءَةً لَايُسْمَعُ فِيْهَا قَرَأَفِيْهَا ـ

'আমরা বলি, জামাআতে যেসব নামাযে ইমাম সশব্দে কিরাআত পড়েন না, সেসব নামাযে মুকতাদী কিরাআত পড়বে।' –কিতাবুল উম্ম ঃ ৭/১৫৩

পক্ষান্তরে 'কিতাবুল উম্ম' ইমাম শাফিঈ র.-এর নতুন গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত, পুরানো কিতাবগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন হাফিজ ইবনে কাছীর র. 'আল-বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া'য় এবং আল্লামা সুয়ূতী র. 'হুসনুল মুহাযারা'য় (১/১২২) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, 'কিতাবুল উম্ম' হল, ইমাম শাফিঈ র.-এর মিসরে স্থানান্তরিত হওয়ার পরবর্তীতে রচিত গ্রন্থ। অতএব, এটা তাঁর নতুন কিতাবগুলোর অন্তর্ভুক্ত। যার দাবী হল, এটা ইমাম শাফিঈ র.-এর নতুন উক্তি, পুরনো উক্তি নয়। এতে স্পষ্ট হল, জোরে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযে কিরাআত ওয়াজিব হওয়ার মাযহাব আমাদের যুগের গায়রে মুকাল্লিদীনের। এমনকি দাউদ জাহিরীও এর প্রবক্তা নন। তাছাড়া আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ র.ও জোরে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযে ইমামের পেছনে কিরাআত জোরে না পড়ার প্রবক্তা। আস্তে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযে প্রবল ধারণা মুতাবিক কিরাআত মুস্তাহাব হওয়ারই প্রবক্তা।

ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পাঠের প্রবক্তাদের প্রমাণাদি

হযরত উবাদা ইবনে সামিত রা.-এর হাদীস

ইমাম শাফিঈ র. এবং ইমামের পেছনে ফাতিহা পাঠের প্রবক্তাদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং শক্তিশালী প্রমাণ হল হযরত উবাদা ইবনে সামিত রা. থেকে বর্ণিত তিরমিযী ঃ ১/৫৭-এর হাদীস।

قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصُّبْحَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ـ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنِّىْ اَرَاكُمْ تَقْرَءُوْنَ وَرَاءَ اِمَامِكُمْ، قَالَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اِىْ وَاللّٰهِ ـ قَالَ لَاتَفْعَلُوْا اِلَّابِاُمِّ الْقُرْاٰنِ، فَاِنَّهُ لَاصَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْبِهَا ـ

এই হাদীসটি যদিও শাফিঈ মতাবলম্বীদের মাযহাবের ক্ষেত্রে স্পষ্ট, কিন্তু সহীহ নয়। এজন্য ইমাম আহমদ র.-এ হাদীসটি মা'লূল সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে তাইমিয়াহ তাঁর ফাতাওয়ায় অনুরূপ বিবরণ দিয়েছেন। তাছাড়া হাফিজ ইবনে আব্দুল বার র. এবং অন্যান্য কোন কোন মুহাদ্দিস ও মা'লূল বা ত্রুটিযুক্ত বলে উক্তি করেছেন।

হযরত আবূ হোরায়রা রা.-এর হাদীস

শাফিঈ মতাবলম্বী প্রমুখের দ্বিতীয় প্রমাণ হযরত আবূ হোরায়রা রা.-এর হাদীস। যেটি সহীহ মুসলিমে এবং ইমাম তিরমিযী র. ও এটাকে প্রাসঙ্গিকভাবে মুআল্লাকরূপে বর্ণনা করেছেন–

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلٰوةً لَمْ يَقْرَأْفِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِىَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ فَقَالَ لَهُ حَامِلُ الْحَدِيْثِ اِنِّى اَكُوْنُ اَحْيَانًا وَرَاءَ الْاِمَامِ قَالَ اِقْرَأْ بِهَا فِىْ نَفْسِكَ ـ (اللفظ للترمذى : ٧١/١)

এর উত্তর হল, এ হাদীসের দুটি অংশ রয়েছে– একটি মারফূ, যার মধ্যে শুধু এতটুকু ইরশাদ রয়েছে যে, সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায অসম্পূর্ণ। কিন্তু এই হুকুমটি হানাফীদের অন্যান্য প্রমাণের আলোকে ইমাম এবং মুনফারিদের জন্য প্রযোজ্য। দ্বিতীয় অংশ হযরত আবূ হোরায়রা রা.-এর উপর মাওকূফ। তিনি ইমামের পেছনে ফাতিহা সম্পর্কে বলেছেন– اِقْرَأْبِهَا فِىْ نَفْسِكَ প্রথমতঃ তো এটা হযরত আবূ হোরায়রা রা.-এর নিজস্ব ইজতিহাদ। যেটি মারফূ' হাদীসের বিপরীতে প্রমাণ নয়। দ্বিতীয়তঃ এই ইরশাদটির এই অর্থও হতে পারে যে উচ্চারণ ব্যতীত মনে মনে সূরা ফাতিহা পড়বে।

আবু কিলাবার রেওয়ায়াত

শাফিঈদের একটি প্রমাণ আবু কিলাবার রেওয়ায়াত।

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِاَصْحَابِهِ هَلْ تَقْرَءُوْنَ خَلْفَ اِمَامِكُمْ؟ فَقَالَ بَعْضٌ نَعَمْ، وَقَالَ بَعْضٌ لَا، فَقَالَ اِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِيْنَ فَلْيَقْرَأْ اَحَدُكُمْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِىْ نَفْسِهِ ـ مُصَنَّف ابن ابى شيبة : ٣٧٤/١، مُصَنَّف عَبْدِ الرَّزَّاقِ : ١٢٧/٢

এর উত্তর হল, এর দ্বারা তো বোঝা যায়, ইমামের পেছনে কিরাআত তরককে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম সাব্যস্ত করেছেন। অতএব, এটি শাফিঈদের বিরুদ্ধে প্রমাণ।

قَرَأَ يَقْرَأُ ؛ لَاصَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ـ ترمذى : ٥٧/١ সাধারণতঃ প্রত্যক্ষভাবে মুতা'আদ্দী (সকর্মক ক্রিয়া) হয়। যেমন قَرَأْتُ الْكِتَابَ বলে; قَرَأْتُ بِالْكِتَابِ নয়। কিন্তু আলোচ্য হাদীসে এটাকে ب এর মাধ্যমে মুতা'আদ্দী করা হয়েছে এর কারণ কি? এর উত্তরে বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন ب হরফটি এখানে তাবাররুকের অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। উহ্য ইবারত মূলত এরূপ ছিল–

لَاصَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ وَيَتَبَرَّكْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ـ

'যে সূরা ফাতিহা পড়ল না এবং এর দ্বারা বরকত অর্জন করল না তার নামাযই হয় না।'

২. আর কেউ বলেছেন এখানে ب অতিরিক্ত।

৩. কিন্তু এ ব্যাপারে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা ও ইলমী তাহকীক হযরত শাহ সাহেব র. فَصْلُ الْخِطَابِ فِىْ مَسْئَلَةِ اُمِّ الْكِتَابِ নামক গ্রন্থে করেছেন। সেটি হল, যে সব ফে'ল প্রত্যক্ষভাবে মুতা'আদ্দী হয় সেগুলোকে কখনো কখনো ب-এর মাধ্যমে মুতা'আদ্দী (সকর্মক) করা হয়। কিন্তু উভয় অবস্থাতে অর্থগত পার্থক্য হয়। এ কারণে যখন ب-এর মাধ্যম থাকে না তখন অর্থ এই হয় যে, মাফউল পুরোপুরি মাফউল অর্থাৎ, মাফউলিয়্যাতে তার সাথে অন্য কিছু অংশীদার নেই। আর যখন ب-এর মাধ্যমে হয় তখন অর্থ হয়, মাফউলে বিহী মাফউলের অংশ।

মাফউলিয়্যাতে অন্য কোন কিছুও তার সাথে শরীক। এজন্য قَرَأَ-কে যখন প্রত্যক্ষভাবে মুতা'আদ্দী করা হয়, তখন এর মাফউলেবিহী পরিপূর্ণ পঠিত বিষয় হবে। আর অর্থ হবে শুধু এটাকেই পড়া হয়েছে' অন্য কোন জিনিস পড়া হয়নি। আর যখন بِ-এর সাথে মুতা'আদ্দী করা হবে তখন মাফউলেবিহী হবে পঠিত বিষয়ের কোন অংশ। অর্থ এই হবে যে, মাফউলেবিহীও পড়া হয়েছে এবং এর সাথে আরো কিছুও। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিরাআতের বিবরণ দিতে গিয়ে كَانَ قَرَأَ بِالْفَجْرِيَّ وَالْقُرَانِ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ - يَقْرَأُ بِالطُّورِ এবং الْمَجِيْدِ। শব্দ এসেছে। এগুলোর অর্থ হল, শুধু সূরা তূর এবং সূরা কাফ পড়েননি; বরং এগুলোর সাথে আরো কিছু পড়েছেন। অর্থাৎ, সূরা ফাতিহা এর পরিপন্থী এক রেওয়ায়াতে আছে قَرَأَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةَ لِرَحْمٰنِ এখানে ب হরফ নেই। অতএব, এর অর্থ হল, শুধু সূরা আর-রহমান পড়েছেন, এর সাথে অন্যকিছু পড়েননি। অতএব, আলোচ্য হাদীসে ফাতিহাতুল কিতাবের উপর ب প্রবিষ্ট করিয়ে এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, নামাযে শুধু সূরা ফাতিহা পড়া হবে না; বরং এর সাথে আরো কিছু পড়া হবে। অর্থাৎ, সূরা মিলাতে হবে।

হযরত শাহ সাহেব র. বলেন, এই মূলনীতিটি শুধু যমখশরীর কিতাবুল মুফাস্সালে উল্লিখিত হয়েছে। তাছাড়া যমখশরী কাশ্শাফে وَهُزِّيْ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ আয়াতের তাফসীরে যে আলোচনা করেছেন, তদ্বারাও বোঝা যায়।

হানাফীদের প্রমাণাদি ঃ

(১) কুরআনের আয়াত ঃ হানাফীদের সর্বপ্রথম দলীল কুরআনে কারীমের আয়াত–

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ - سورة الاعراف : ٢٠٤

এই আয়াতটি তিলাওয়াতে কুরআনের সময় শ্রবণ ও নীরবতা অবলম্বন ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট। আর সূরা ফাতিহা যে কুরআন এটা সর্বসম্মত বিষয়। অতএব, এর দ্বারা ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পাঠও নিষিদ্ধ বোঝা যায়।

হানাফীদের প্রমাণ হাদীস

হযরত আবূ মূসা আশআরী ও আবূ হোরায়রা রা.-এর হাদীস

(২) হানাফীদের দ্বিতীয় প্রমাণ হযরত আবূ মূসা আশআরী রা.-এর সূত্রে বর্ণিত সহীহ মুসলিমের একটি সুদীর্ঘ রেওয়ায়াত। তাতে তিনি বলেন–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلٰوتَنَا فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَاَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ اَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وَإِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا" وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ" فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ الخ -

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে খুৎবা দিলেন। তিনি আমাদের সুন্নতের বিশদ বিবরণ দিলেন এবং আমাদের নামায শিখালেন। তিনি বললেন, যখন তোমরা নামায পড়, তখন তোমাদের কাতার সোজা কর। অতঃপর যেন তোমাদের কেউ ইমামতি করে। যখন ইমাম তাকবীর দিবে তখন তোমরাও তাকবীর দাও। আর যখন ইমাম কিরাআত পড়বে, তখন তোমরা নীরব থেকো. যখন ইমাম غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ পড়বে তখন তোমরা আমীন বলো।' –মুসলিম ঃ ১/১৭৪

হযরত আবূ হোরায়রা রা.-এর হাদীস

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنْصَرَفَ مِنْ صَلٰوةٍ جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَمَعِىْ اَحَدٌ مِنْكُمْ اٰنِفًا فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ اِنِّىْ اَقُوْلُ مَا لِىْ أُنَازَعُ الْقُرْاٰنَ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا يَجْهَرُ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الصَّلَوَاتِ بِالْقِرَاءَةِ حِيْنَ سَمِعُوْا ذٰلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ. (ترمذى : ١/٧١ نسائى : ١/١٤٤)

এ হাদীসটি হানাফীদের মাযহাবে উপর স্পষ্ট হবার সাথে সাথে এটাও স্পষ্ট করছে যে, ইমামের পেছনে কিরাআত পাঠকে কুরআনের সাথে বাদানুবাদ সাব্যস্ত করার পর সাহাবায়ে কিরাম ইমামের পেছনে কিরাআত বর্জন করে দিয়েছিলেন। এই হাদীসে এই ব্যাখ্যাও হতে পারে না যে, এতে ইমামের পেছনে সূরা পড়তে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে, ইমামের পেছনে কিরাআত পড়া নয়। কারণ, এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধের কারণও বর্ণনা করে দিয়েছেন, সেটি হল, কুরআনের সাথে বাদানুবাদ। আর এই কারণটি যেরূপভাবে সূরা পাঠে বিদ্যমান এরূপভাবে সূরা ফাতিহা পাঠেও বিদ্যমান। অতএব, উভয়ের হুকুমও এক।

হানাফীদের প্রমানাদির উপর প্রশ্নোত্তর সংক্রান্ত আলোচনা বড় বড় গ্রন্থাদিতে রয়েছে।

হানাফীদের মাযহাব ও আছারে সাহাবায়ে কিরাম

বিতর্কিত মাসআলাগুলোতে সিদ্ধান্ত এর ভিত্তিতেও হয় যে, এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের মাযহাব ও মা'মূল কি ছিল? এই দৃষ্টিকোন থেকে যদি লক্ষ্য করা হয়, তাহলেও হানাফীদের পাল্লা ভারী দেখা যায়। বহু আছারে সাহাবা তাদের সমর্থনে পাওয়া যায়।

আল্লামা আইনী র. উমদাতুল কারীতে লিখেছেন যে, ইমামের পেছনে কিরাআত পরিহারের মাযহাব প্রায় ৮০ জন সাহাবী থেকে প্রমাণিত। তন্মধ্যে অনেক সাহাবী এ ব্যাপারে খুবই কঠোর ছিলেন। অর্থাৎ, চার খলীফা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস, যায়েদ ইবনে সাবিত, জাবির, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.।

✪ সারকথা, অধিকাংশ মুহাদ্দিস এই মত পছন্দ করেছেন যে, ইমাম যখন সশব্দে কিরাআত পড়বেন তখন মুক্তাদী কিরাআত পড়বে না এবং তাঁরা বলেছেন, ইমামের নীরবতাগুলোর অনুসরণ করবে (তথা ইমাম যখন নীরবতা অবলম্বন করবেন তথা আয়াত পড়ে পড়ে থামবেন সেই ফাঁকে ফাঁকে মুক্তাদীরা সূরা ফাতিহা পড়বে।)

✪ ইমামের পেছনে এ কিরাআত পড়া নিয়ে উলামায়ে কিরাম মতবিরোধ করেছেন। সাহাবা, তাবিঈন ও তৎপরবর্তী অধিকাংশ আলিমের মত হল, ইমামের পেছনে কিরাআত পড়া। এমতই পোষণ করেন মালিক ইবনে আনাস, আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক র. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি ইমামের পেছনে কিরাআত পড়ি। লোকজনও পড়ে। ব্যতিক্রম শুধু কূফার অধিবাসী একটি সম্প্রদায়। আমি মনে করি, যে কিরাআত পড়বে না তার নামাযও জায়িয নয়।

✪ সূরা ফাতিহা পাঠ তরক করার ব্যাপারে একদল আলিম কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। যদিও ইমামের পেছনেই হোক না কেন। তাঁরা বলেছেন, সূরা ফাতিহা পাঠ ব্যতীত নামায যথেষ্ট হবে না। চাই একাকী হোক কিংবা ইমামের পেছনে। তাঁরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হযরত উবাদা ইবন সামিত রা.-এর রেওয়ায়াতটিকে মাযহাবরূপে গ্রহণ করেছেন। হযরত উবাদা ইবনে সামিত রা. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

পর ইমামের পেছনে কিরাআত পড়েছেন এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী– لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এমতই পোষণ করেন শাফিঈ, ইসহাক র. প্রমুখ।

✪ তবে আহমদ ইবনে হাম্বল র. বলেছেন, নবীজীর বাণী لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ এর উদ্দেশ্য হল, যখন সে একাকী থাকবে। তিনি হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. এর হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। কারণ, তিনি বলেছেন, যে সূরা ফাতিহা না পড়ে একটি রাকআত পড়ল সে নামাযই পড়ল না। তবে যদি ইমামের পেছনে থাকে। আহমদ র. বলেছেন, তিনি নবীজীর একজন সাহাবী। তিনি এর রাবী। তিনি لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যখন মুসল্লী একা হবে। তা সত্ত্বেও ইমাম আহমদ র. ইমামের পেছনে কিরাআতকে পছন্দ করেছেন এবং ইমামের পেছনে হলেও ফাতিহা তরক না করতে বলেছেন।

لَاصَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَءْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ হাদীসটির সাথে দুটি মহাবিতর্কিত ফিকহী মাসআলা সংশ্লিষ্ট।

✪ একটি মাসআলা হল, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া। শাফিঈ মতাবলম্বীগণ এ দ্বারা ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা ওয়াজিব হওয়ার উপর প্রমাণ পেশ করেন। এই মাসআলাটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এসেছে।

নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয না ওয়াজিব?

✪ দ্বিতীয় মাসআলা যেটি এখানে উল্লেখযোগ্য সেটি হল, নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয না ওয়াজিব।

১. ইমামত্রয় এটাকে ফরয ও নামাযের রুকন মানেন। তাঁরা বলেন যে, এটা তরক করলে নামায সম্পূর্ণ ফাসিদ হয়ে যায়। তাঁদের মতে সূরা মিলানো মাসনূন বা মুস্তাহাব। তাঁরা সূরা ফাতিহা ফরয হওয়ার উপর আলোচ্য হাদীসটি দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন।

২. ইমাম আবূ হানীফা র. বলেন, সূরা ফাতিহা পড়া ফরয নয় বরং ওয়াজিব। ফরয হল সাধারণ কিরা'আত। এখানে এ বিষয়টিও উল্লেখ্য যে, হানাফীদের মতে সূরা ফাতিহা ও সূরা মিলানো উভয়টির হুকুম এক। তথা উভয়টি ওয়াজিব। এগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি তরক করলে ফরয তো আদায় হয়ে যায়; কিন্তু নামায দোহরানো ওয়াজিব থেকে যায়।

হানাফীদের প্রমাণ কুরআনে কারীমের আয়াত فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ (তোমাদের জন্য কুরআনের যতটুকু সহজ হয় ততটুকু তিলাওয়াত কর।) এখানে مَاتَيَسَّرَ তথা যতটুকু সহজ হয় ততটুকু পড়া ফরয সাব্যস্ত করা হয়েছে; কোন নির্দিষ্ট সূরা নির্ধারণ করা হয়নি। আর মুতলাক খবরে ওয়াহিদ দ্বারা শর্তায়িত হতে পারে না। তাছাড়া মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা রা.-এর মারফূ' হাদীস রয়েছে–

مَنْ صَلّٰى صَلٰوةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِىَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ .

'যে সূরা ফাতিহা পড়া ছাড়া নামায পড়ল, তার সে নামায অসম্পূর্ণ। তিনবার একথাটি বললেন। এ নামায সম্পূর্ণ নয়।'

خِدَاجٌ-শব্দের অর্থ হল অসম্পূর্ণ। এই হাদীসে সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামাযকে অসম্পূর্ণ তো বলা হয়েছে তবে আসলেই নামায হয়নি একথা তো বলা হয়নি। কাজেই প্রমাণিত হল যে, সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামাযের সত্তাতো সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, কিন্তু তার গুণাবলীতে ত্রুটি থেকে যাবে।

আলোচ্য হাদীসটির বিভিন্ন উত্তর হানাফীদের পক্ষ হতে দেয়া হয়েছে।

✪ لَا - كَمَالْ তথা পূর্ণতাকে না করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু মুহাক্কিকীন এ উত্তরটি পছন্দ করেননি। শায়খ ইবন হুমাম র. এটাকে রদ করতে গিয়ে লেখেন যে, এখানে যদি لَا-কে نَفِى كَمَالْ-এর জন্য প্রয়োগ করা

نَفِى-এ- لَا صَلٰوةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِى الْمَسْجِدِ، যেমন, হয় তাহলে ফাতিহাকে ওয়াজিব বলাও মুশকিল হবে। كَمَال-এর জন্য। কিন্তু মসজিদে নামায আদায় করা নামাযের কোন ওয়াজিব নয়। এ কারণে মসজিদের প্রতিবেশী যদি মসজিদের পরিবর্তে ঘরে নামায আদায় করে নেয়, তাহলে তার নামায দোহরানো ওয়াজিব নয়। এর দাবী এটাই যে, ফাতিহা তরককারীর নামাযও দোহরানো ওয়াজিব নয়। অথচ স্বয়ং হানাফীগণও এর প্রবক্তা নন।

✪ কিন্তু আলোচ্য হাদীসের সবচেয়ে প্রশান্তিদায়ক ও মুহাক্কিকসুলভ উত্তর দিয়েছেন হযরত শাহ সাহেব র. স্বীয় গ্রন্থ فَصْلُ الْخِطَابِ فِىْ مَسْئَلَةِ أُمِّ الْكِتَابِ এ। তিনি বলেন, এ হাদীসে لا পূর্ণতাকে না করার জন্য নয়, সত্তাকে না করার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল, কিরাআত না করার ছুরতে নামায সম্পূর্ণ ফাসিদ হয়ে যায় যেন এখানে কিরা'আত দ্বারা শুধু ফাতিহা পড়া নয় বরং সাধারণ কিরা'আত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সাধারণ কিরা'আতই পড়ল না, না সূরা মিলাল, না সূরা ফাতিহা পড়ল তার নামাযই হয় না। যেন لا-এর نَفِى ذَاتْ-এর অর্থ তখন পাওয়া যাবে, যখন ফাতিহা ও সূরা মিলানো উভয়টি পরিহার করা হবে।

এ ব্যাখ্যাটি এজন্য অধিক প্রাধান্য উপযোগী যে, কোন কোন রেওয়ায়াতে এর (এই হাদীসের) সাথে فَصَاعِدًا অতিরিক্ত শব্দটি নির্ভরযোগ্য অনেক রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত। যখন এই অতিরিক্তটুকু প্রমাণিত হয়ে গেল তখন পুরো ইবারত এরূপ হল– لَاصَلٰوةَ لِمَنْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا

যার অনুবাদ এই হবে যে, যে ব্যক্তি ফাতিহা এবং অতিরিক্ত আরো অংশ না পড়বে তার নামায হবে না। অতএব, এই হাদীসের উদ্দেশ্য এই হবে, যখন কিরাআত একেবারেই হবে না তখন নামায না হওয়ার হুকুম লাগবে। আর এই অর্থটি হানাফী মাযহাবের হুবহু অনুকূল। কোন কোন রেওয়ায়াতে فَصَاعِدًا-এর পরিবর্তে فَمَا زَادَ অথবা مَا تَيَسَّرَ অথবা وَايَتَيْنِ مَعَهَا শব্দও এসেছে। এসব অতিরিক্ত অংশ সনদগতভাবে সহীহ যেমন এগুলোর তাহকীক ইনশাআল্লাহ ইমামের পিছনে কিরা'আতের মাসআলায় আসবে।

যদি মেনে নেয়া হয় যে, فَصَاعِدًا এবং فَمَا زَادَ ইত্যাদি অতিরিক্ত অংশ প্রমাণিত নয় তখনও ফাতিহাতুল কিতাবের উপর ب প্রবিষ্ট করা সত্তাগতভাবে এর প্রমাণ যে, ফাতিহা ছাড়া অন্য কিছুও পড়া উদ্দেশ্য। যেমন প্রথমে বলা হয়েছে যে, কিরা'আতকে ب দ্বারা মুতা'আদ্দী করার ফলে অর্থ এই হবে যে, মাফঊল পরিপূর্ণ পঠিত বিষয় নয়; বরং পঠিত বিষয়ের অংশ। অতএব এ হাদীস দ্বারা হানাফীদের রদ হয় না।

بَابُ مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম জোরে কিরাআত না পড়লে যে তার মত পোষণ করে

١ـ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرِ الْعَبْدِيُّ اَنَا شُعْبَةُ الْمَعْنٰى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضـ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَرَءَ خَلْفَهُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ اَيُّكُمْ قَرَأَ؟ قَالُوا رَجُلٌ ـ قَالَ قَدْ عَرَفْتُ اَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيْهَا ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَبُو الْوَلِيْدِ فِىْ حَدِيْثِهٖ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ اَلَيْسَ قَوْلُ سَعِيْدٍ اَنْصِتْ لِلْقُرْاٰنِ؟ قَالَ ذَاكَ اِذَا جَهَرَ بِهٖ، قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ فِىْ حَدِيْثِهٖ قَالَ قُلْتُ لِقَتَادَةَ كَاَنَّهٗ كَرِهَهٗ، قَالَ لَوْكَرِهَهٗ نَهٰى عَنْهُ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ১। আবুল ওয়ালীদ .... (দ্বিতীয় সনদ) মুহাম্মদ ইবনে কাসীর .... হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার জোহর নামায আদায় করলেন, এক ব্যক্তি এসে তাঁর পিছনে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى পাঠ করল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায থেকে অবসর হয়ে বললেন, কে তিলাওয়াত করেছে? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, এক ব্যক্তি (তিলাওয়াত করেছে)। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি অনুধাবন করছিলাম যে, তোমাদের কেউ আমার কাছ থেকে কুরআন ছিনিয়ে নিয়েছে।

আবু দাউদ র. বলেন, আবুল ওয়ালীদের রেওয়ায়াতে আছে, শোবা বলেছেন, আমি কাতাদাকে বললাম, সাঈদ কি বলেন নি, যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হবে, তখন নিরব থাক? তিনি বললেন, এটা তখনকার বিষয় যখন জোরে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়। ইবনে কাসীরের রেওয়ায়াতে আছে, শোবা কাতাদাকে বলেছেন, বোধহয় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন তিলাওয়াতকে অপছন্দ করেছেন। কাতাদা বললেন, যদি অপছন্দ করতেন তবে তা থেকে নিষেধ করতেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْدَاؤُدَ وَقَالَ اَبُو الْوَلِيْدِ فِىْ حَدِيْثِهٖ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ اَلَيْسَ قَوْلُ سَعِيْدٍ اَنْصِتْ لِلْقُرْاٰنِ قَالَ ذَالِكَ اِذَا جَهَرَ بِهٖ ـ

এ উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র. বলতে চান এ হাদীসে দু'টি সনদ রয়েছে– ১. আবুল ওয়ালীদ. ২. মুহাম্মদ ইবনে কাসীর আল আবদী। তাঁরা দু'জনই শো'বার শিষ্য।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, আমার উস্তাদ আবুল ওয়ালীদ স্বীয় হাদীসে বলেছেন, যখন আমার উস্তাদ শো'বা এ হাদীসটি স্বীয় উস্তাদ কাতাদা থেকে শুনেছেন, অথচ হাদীসে সশব্দে কিরাআত বিশিষ্ট এবং নিঃশব্দে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযে মুকতাদীর জন্য কিরাআত পড়তে সুস্পষ্ট ভাষায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তখন শো'বা স্বীয় উস্তাদ কাতাদাকে প্রশ্ন করলেন যে, আপনার উস্তাদ সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব নীরবতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন, চাই সশব্দে কিরাআত বিশিষ্ট নামায হোক অথবা নিঃশব্দে কিরাআত বিশিষ্ট, তাহলে আপনি আপনার উস্তাদের বিরোধিতা কিভাবে করছেন? তখন কাতাদা উত্তর দিলেন, নীরবতা অবলম্বনের নির্দেশ সশব্দে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযের সাথে বিশেষিত। কিরাআত নিঃশব্দে হলে নীরবতার নির্দেশ নেই। অতএব, কাতাদা যেন নীরবতা অবলম্বনের নির্দেশকে সশব্দে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযের সাথে খাস করে দিয়েছেন। এ হল শো'বার উক্তির সারমর্ম।

✪ আবু দাঊদের কোন কোন ব্যাখ্যাতা শো'বার উক্তির এই ব্যাখ্যা করেছেন যে, শো'বা কাতাদাকে বললেন, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিবের উক্তি أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ সশব্দে ও নিঃশব্দে কিরাআত বিশিষ্ট উভয় প্রকার নামাযকে অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন রা.-এর হাদীসে আছে– إِنَّ الرَّجُلَ قَرَأَ فِي صَلٰوةِ الظُّهْرِ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى . তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন خَالَجَنِيْ। যদ্বারা বাহ্যত মনে হয় مُخَالَجَتْ নিঃশব্দে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযেও হয়। কিন্তু নিষিদ্ধ নয়, নিষিদ্ধ শুধু সশব্দে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযে। তাহলে সাঈদের উক্তি হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন রা.-এর হাদীসের পরিপন্থী হল। তখন কাতাদা এই বিরোধ অবসানের জন্য বললেন, সাঈদের উক্তিতে নীরবতার নির্দেশ সশব্দে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযের সাথে খাস। অতএব, সাঈদের উক্তি এবং ইমরান ইবনে হোসাইন রা.-এর হাদীসে বিরোধ রইল না।

✪ কিন্তু আল্লামা সাহারানপুরী র. এ বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা উপরে যা উল্লেখ করেছি এটি উদ্দেশ্য। কারণ, সাঈদের উক্তি সশব্দে ও নিঃশব্দে কিরাআত বিশিষ্ট উভয় নামাযকে অন্তর্ভুক্ত করে। এরূপভাবে ইমরান ইবনে হোসাইন রা.-এর হাদীসও উভয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। অতএব, উভয়টিতে বিরোধ কিভাবে হল যে, তার অবসানের প্রয়োজন হয়?

হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেব র. হযরত গাঙ্গুহী র. থেকেও এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বায়হাকী র. এ উক্তিটির অর্থ এই বর্ণনা করেছেন– ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. বলেছেন, কাতাদার উক্তি ذَالِكَ إِذَا جَهَرَ بِهِ তে দু'টি সম্ভাবনা আছে–

১. এক অর্থ হল, যখন ইমাম জোরে কিরাআত পড়েন, ২. আর এক সম্ভাবনা হল, যখন মুকতাদী জোরে কিরাআত পড়ে। অর্থাৎ, মুকতাদীর জন্য কিরাআত জায়েয হবে না যদি সে জোরে পড়ে। আর যদি আস্তে পড়ে, তবে এটা إِنْصَاتْ তথা নীরবতার পরিপন্থী হবে না।

وَقَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لِقَتَادَةَ كَأَنَّهُ كَرِهَهُ قَالَ لَوْكَرِهَهُ نَهٰى عَنْهُ .

সারকথা হল, ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, আমার উস্তাদ মুহাম্মদ ইবনে কাসীর স্বীয় হাদীসে বলেন, তাঁর উস্তাদ শো'বা যখন কাতাদার কাছ থেকে এ হাদীস শোনেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, এর দ্বারা তো বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুকতাদীর কিরাআতকে খারাপ মনে করেছেন। তখন কাতাদা উত্তর দিলেন, না, যদি খারাপ মনে করতেন, তবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই নিষেধ করতেন। এতে বুঝা গেল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খারাপ মনে করেননি। কাজেই ইমামের পিছনের কিরাআত ব্যাপক আকারে মাকরূহ নয়।

✪ সম্ভবতঃ এ দু'টি উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য ইমামের পিছনে কিরাআত প্রমাণ করা। কারণ, ইমরান ইবনে হোসাইন রা.-এর হাদীস যেহেতু ব্যাপক আকারে মাকরূহ প্রমাণ করে, যা হানাফীদের সমর্থক, সেহেতু ইমাম আবু দাউদ র. প্রথম উক্তি দ্বারা এটিকে সশব্দে কিরাআতের অবস্থার সাথে বিশেষিত করে দেন। অর্থাৎ, মুকতাদীর কিরাআত পাঠ মাকরূহ তখন, যখন ইমাম সশব্দে কিরাআত পড়েন, আর দ্বিতীয় উক্তি দ্বারা ব্যাপক আকারে বৈধতা প্রমাণ করছেন।

✪ কিন্তু আপনি জানেন, কোন একটি হুকুমের কারণ অর্থাৎ مُخَالَجَتْ -এর উপর সতর্ক করা, এটি সুস্পষ্ট ভাষায় হুকুম বলে দেয়ার পর্যায়ভুক্ত। যদিও এ হুকুমের উপর সুস্পষ্ট বিবরণ নাই হোক না কেন।

তাছাড়া, উক্তিটি যদিও ব্যাপক আকারে মাকরূহ না হওয়া বুঝায়। কিন্তু কাতাদার পূর্বোক্ত উক্তি ইমামের জোরে কিরাআতের সময় মাকরূহের দাবী রাখে। কাজেই ব্যাপক আকারে বৈধতা প্রমাণ করা প্রশ্নসাপেক্ষ বিষয়।

بَابُ تَمَامِ التَّكْبِيْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাকবীরের পরিপূর্ণতা (কোন কোন স্থানে তাকবীর)

٢ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا اَبِىْ وَبَقِيَّةُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رضـ كَانَ يُكَبِّرُ فِىْ كُلِّ صَلٰوةٍ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ اَوْ غَيْرِهَا يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ ثم يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَقُوْلُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ اَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ حِيْنَ يَهْوِىْ سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثم يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ ثم يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثم يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ الْجُلُوْسِ فِىْ اِثْنَتَيْنِ فَيَفْعَلُ ذَالِكَ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلٰوةِ ثم يَقُوْلُ حِيْنَ يَنْصَرِفُ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنِّىْ لَاَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كَانَتْ هٰذِهٖ لَصَلَاتَهُ حَتّٰى فَارَقَ الدُّنْيَا ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰكَذَا الْكَلَامُ الاَخِيْرُ يَجْعَلُهُ مَالِكٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَوَافَقَ عَبْدُ الاَعْلٰى عَنْ مَعْمَرٍ وَشُعَيْبُ بْنُ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ شَرِّحْ مَا قَالَ الإِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ

اَلْجَوَابُ بِسْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

হাদীস ঃ ২। আমর ইবনে উসমান .... আবু বক্‌র ইবনে আবদুর রহ্‌মান এবং সালামা র. হতে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, আবু হোরায়রা রা. ফরয ও অন্যান্য নামায আদায়ের সময় দাঁড়ানো ও রুকু করা কালে তাকবীর বলতেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" বলার পর "رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" বলতেন সিজদায় যাওয়ার পূর্বে। অতঃপর তিনি সিজদায় যেতে "اَللّٰهُ اَكْبَرُ" বলতেন। সিজদা হতে মাথা উত্তোলন এবং পুনরায় সিজদায় গমনকালে তিনি তাক্‌বীর বলতেন, অতঃপর সিজদা হতে মাথা উত্তোলনকালে তাক্‌বীর বলতেন। দ্বিতীয় রাক'আতের বৈঠক হতে দণ্ডায়মান হবার সময়ও তিনি আল্লাহু আকবার বলতেন। তিনি প্রত্যেক রাকআতেই আল্লাহু আকবার বলতেন। নামাযান্তে তিনি বলতেন– আল্লাহ্‌র শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন! তোমাদের তুলনায় আমার নামায রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামাযের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এরূপে নামায আদায় করেন।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, ইমাম মালিক, আলী ইবনে হোসাইন সূত্রে এটাকে সর্বশেষ বাক্য বলেছেন। আবদুল আলা ...... যুহরী সূত্রে এ ব্যাপারে একমত প্রকাশ করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْكَلَامُ الاَخِيْرُ يَجْعَلُهُ مَالِكٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَوَافَقَ عَبْدُ الاَعْلٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ـ

উদ্দেশ্য হল, এ সর্বশেষ বাক্যটি অর্থাৎ, إِنْ كَانَتْ هٰذِهٖ لَصَلٰوتُهٗ حَتّٰى فَارَقَ الدُّنْيَا ـ কার?

ইমাম আবু দাউদ র. স্বীয় সনদে عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّهٗ اَخْبَرَهٗ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رض يَقُوْلُ ذَالِكَ الْكَلَامَ ـ বলে এটাকে হযরত আবু হোরায়রা রা. পর্যন্ত মিলিয়েছেন। যেমন হাদীসের সনদের দিকে তাকালেই বুঝা যায়। হযরত আবু দাউদ র. বলেন, কিন্তু মালিক ইবনে আনাস ও যুবাইদী প্রমুখ এটাকে যুহরী থেকে বর্ণনা করেন। যুহরী আলী ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব রা. থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেন যে, এটি আলী ইবনে হোসাইন রা.-এর উক্তি। এজন্য ইমাম মালিক র. মুয়াত্তায় বলেন–

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّهٗ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِى الصَّلٰوةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلٰوتُهٗ حَتّٰى لَقِىَ اللّٰهَ ـ

এ দু'টি রেওয়ায়াত শোয়াইবের রেওয়ায়াতের পরিপন্থী হল। কারণ, শোয়াইব এটাকে হযরত আবু হোরায়রা রা.-এর উক্তি সাব্যস্ত করেছেন।

অতঃপর আবু দাউদ র. বলেন, আবদুল আলা–মা'মার–যুহরী সূত্রে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাতে আবদুল আলা শোয়াইবের অনুকূল বিবরণ দিয়েছেন। শোয়াইব যেরূপ যুহরী থেকে বর্ণনা করে হযরত আবু হোরায়রা রা.-এর উক্তি সাব্যস্ত করেছেন, আবদুল আলাও মা'মার–যুহরী সূত্রে এটাকে আবু হোরায়রা রা.-এর বাণী সাব্যস্ত করেছেন। আবদুল আলার এ রেওয়ায়াতটি দারিমীতেও আছে–

قَالَ اَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اِنَّمَا صَلَّيْنَا خَلْفَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض فَلَمَّا رَكَعَ كَبَّرَ اِلٰى اٰخِرِ مَا قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنِّىْ لَاَ قْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةً مَازَالَ هٰذِهٖ لَصَلٰوتُهٗ حَتّٰى فَارَقَ الدُّنْيَا ـ

এ কারণে আওনুল মাবূদ গ্রন্থকার এখানে এই ইবারতের যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন সেটি ঠিক নয়। সম্ভবতঃ এর দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য শোয়াইবের রেওয়ায়াতকে শক্তিশালী করা।

٣ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَا نَا اَبُوْ دَاوٗدَ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ الشَّامِيُّ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَسْقَلَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهٗ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ لَايُتِمُّ التَّكْبِيْرَ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ مَعْنَاهُ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهٗ مِنَ الرُّكُوْعِ وَاَرَادَ اَنْ يَسْجُدَ لَمْ يُكَبِّرْ وَاِذَا قَامَ مِنَ السُّجُوْدِ لَمْ يُكَبِّرْ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الإِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ـ

হাদীস ঃ ৩। মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার .... আবদুর রহমান ইবনে আবযা তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন– তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নামায আদায় করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাক্বীর পূর্ণভাবে বলতেন না

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন– এর অর্থ এই যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু হতে মাথা উঠিয়ে যখন সিজদায় যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন পূর্ণভাবে তাক্বীর উচ্চারণ করতেন না। তিনি সিজদা হতে দাঁড়ানোর সময়ও পূর্ণরূপে তাকবীর উচ্চারণ করতেন না।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি– قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ الشَّامِيُّ قَالَ اَبُو دَاوُد اَبُو عَبْدِ اللّٰهِ الْعَسْقَلاَنِيُّ

এখানে বলতে চাইছেন, আমার উস্তাদ ইবনে বাশ্শার হাসান ইবনে ইমরানের সিফত 'শামী' উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, তিনি ছিলেন শামের অধিবাসী। এরপর আবু দাউদ র. বলেন, ইবনে বাশ্শার যা বলেছেন, তা সঠিক। কারণ, তাঁর উপনাম আবু আবদুল্লাহ আসকালানী অর্থাৎ, হাসান ইবনে ইমরানের উপনাম আবু আবদুল্লাহ। তিনিই হলেন আসকালানী। বস্তুতঃ আসকালান শামের একটি শহরের নাম। অতএব, ইবনে বাশ্শার যে তাকে শামী বলেছেন, তা সহীহ। তবে আমার দ্বিতীয় উস্তাদ ইবনে মুসান্না এ সিফাতটি উল্লেখ করেননি।

بَابُ مَاجَاءَ فِيمَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

অনুচ্ছেদ ঃ রুকু থেকে মাথা উত্তোলন করার সময় কি পড়বে

١ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسٰى نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِيْ اَوْفٰى رضـ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ يَقُولُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمٰوٰتِ وَمِلْءُ الْاَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ـ

قَالَ اَبُو دَاوُدَ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ عُبَيْدٍ اَبِي الْحَسَنِ هٰذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ فِيهِ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَالَ سُفْيَانُ لَقِيْنَا الشَّيْخَ عُبَيْدًا اَبَا الْحَسَنِ فَلَمْ يَقُلْ فِيهِ بَعْدَ الرُّكُوعِ ـ

قَالَ اَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ اَبِي عِصْمَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُبَيْدٍ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوعِ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ ثُمَّ زَيِّنْهُ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ عَلٰى مَنْ ذِمَّةُ قِرَاءَةِ التَّسْمِيعِ وَالتَّحْمِيدِ؟ مَا الاِخْتِلَافُ فِيهِ بَيْنَ الاَئِمَّةِ الْكِرَامِ؟ وَمَا هِيَ الدَّلَائِلُ؟ اَوْضِحْ مَا قَالَ الإِمَامُ اَبُو دَاوُدَ رحـ ـ اُذْكُرْ نُبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي اَوْفٰى رضـ ـ

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ـ

হাদীস নং ১। মুহাম্মদ ইবনে ইসা........... আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকু থেকে মাথা উত্তোলন করতেন তখন বলতেন–

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوٰتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ـ

আবু দাউদ র. বলেন, সুফিয়ান সাওরী ও শোবা ইবনে হাজ্জাজ রা. উবাইদ আবুল হাসান সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করেন। এতে "রুকুর পরে" কথাটি নেই। সুফিয়ান বলেন, আমরা আবুল হাসানের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তিনিও এ হাদীসে 'রুকুর পরে' কথাটি বর্ণনা করেননি।

আবু দাউদ র. বলেন, শোবা এ হাদীসটি আবু ইসমা-আমাশ-উবাইদ সূত্রে বর্ণনা করতে গিয়ে بَعْدَ الرُّكُوعِ শব্দটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ عُبَيْدٍاَبِي الْحَسَنِ هٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ فِيْهِ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَالَ سُفْيَانُ لَقِيْنَا الشَّيْخَ عُبَيْدًا اَبَا الْحَسَنَ فَلَمْ يَقُلْ فِيْهِ بَعْدَ الرُّكُوعِ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ عَصْمَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُبَيْدٍ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوعِ ـ

এ তিনটি উক্তির সারনির্যাস হল, আ'মাশের শিষ্যদের মধ্যে এ হাদীসের সূত্র এবং মূলপাঠের ব্যাপারে ইখতিলাফ হয়েছে। সূত্রগত ইখতিলাফ হল, আবু মু'আবিয়া, ওয়াকী, মুহাম্মদ ইবনে উবাইদ এরা সবাই আ'মাশ–উবাইদ ইবনুল হাসান সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আ'মাশের এসব শিষ্য বলেছেন, 'উবাইদ ইবনুল হাসান' যেমন উপরোক্ত সনদে পরিলক্ষিত হয়। মূলপাঠে তাঁরা বলেছেন– اِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ -এর দ্বারা বুঝা যায়, এ দো'আটি রুকু পরবর্তীকালের।

আ'মাশের শিষ্য আবু ইসমা আ'মাশ থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে সনদে শুধু عَنْ عُبَيْدٍ বলেছেন। মূলপাঠে বলেছেন– بَعْدَ الرُّكُوعِ তিনি اِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ উল্লেখ করেননি এবং উবাইদের সিফতে ইবনুল হাসান উল্লেখ করেননি। আবুল হাসানও বলেননি। যেরূপ আবু দাউদের উক্তি وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ اَبِي عَصْمَةَ দ্বারা বুঝা যায়। এ হল আ'মাশের শিষ্যদের মাঝে সনদ ও মতনগত ইখতিলাফ।

অতঃপর, উবাইদের শিষ্যদের মাঝে ইখতিলাফ হয়েছে, সুফিয়ান সাওরী ও শো'বা উভয়ে উবাইদ ইবনুল হাসান থেকে রেওয়ায়াত করতে গিয়ে 'উবাইদ আবুল হাসান' বলেছেন। এ হল সনদগত বিষয়। মতন সম্পর্কে তাঁরা দু'জন بَعْدَ الرُّكُوعِ বলেননি। সম্ভবতঃ সুফিয়ানের بَعْدَ الرُّكُوعِ হীন রেওয়ায়াতটি মধ্যবর্তী সূত্রসহকারে। অন্যথায় لَقِيْنَا الشَّيْخَ এর কি অর্থ হবে? অতএব, বুঝা গেল, এ রেওয়ায়াতটি ছিল পরোক্ষভাবে সূত্রের মাধ্যমে। অতঃপর, যখন তাঁর সাথে সাক্ষাত হয় এবং এরপর হাদীস বর্ণনা করেন, তখন بَعْدَ الرُّكُوعِ বর্ণনা করেননি। কিন্তু উবাইদের শিষ্যদের মধ্য থেকে আ'মাশের রেওয়ায়াতটি আ'মাশ থেকে সনদের শুরুতে চার শিষ্য বর্ণনা করেছেন, তাতে যে اِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ শব্দ আছে তা থেকে بَعْدَ الرُّكُوعِ বের হয়। যেন উবাইদের শিষ্য আ'মাশ بَعْدَ الرُّكُوعِ বলেছেন। কিন্তু আ'মাশের দ্বিতীয় শিষ্য আবু ইসমা সরাসরি بَعْدَ الرُّكُوعِ বলেছেন।

স্মর্তব্য, ইবনুল হাসান ও আবুল হাসান উভয়টিই সহীহ।

তাসমী' ও তাহমীদ পাঠের দায়িত্ব কার

মুনফারিদ সম্পর্কে ঐকমত্য রয়েছে যে, সে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ এবং اَلْحَمْدُ رَبَّنَا وَلَكَ উভয়টি পড়বে। তাছাড়া মুক্তাদী সম্পর্কেও ঐকমত্য রয়েছে যে, সে শুধু سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলবে। অবশ্য ইমাম সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। শাফিঈ মতাবলম্বীগণ এবং ইমাম ইসহাক ও ইবন সীরীন র.-এর মাযহাব হল, তিনিও উভয়টি পড়বেন। ইমাম আবূ হানীফা র. এবং প্রসিদ্ধ রেওয়ায়াত অনুযায়ী ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ র.-এর মাযহাব হল, ইমাম শুধু سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ পড়বে।

শাফিঈদের প্রমাণ ঃ তিরমিযীতে বর্ণিত, হযরত আলী রা.-এর হাদীস–

قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَارَفَعَ رَاْسَهٗ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ الخ

হানাফীদের প্রমাণ ঃ তিরমিযীতে (১ম খণ্ড) (بَابٌ مِنْهُ اٰخَرُ، اَىْ مِنْ بَابِ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَارَفَعَ رَاْسَهٗ مِنَ الرُّكُوْعِ) বর্ণিত হযরত আবু হোরায়রা রা. -এর হাদীস–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَاقَالَ الْاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ الخ

এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাম এবং মুকতাদীর দায়িত্ব আলাদা আলাদা নির্ধারণ করে বণ্টন করে দিয়েছেন। বস্তুত বণ্টন অংশীদারিত্বের পরিপন্থী। আর হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত, শাফিঈদের হাদীসটির উত্তর হল, এটি একাকী নামায পড়ার অবস্থায় প্রযোজ্য।

হযরত ইবনে আবু আওফা রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি ঃ নাম আবদুল্লাহ। পিতা হলেন আবু আওফা। আবু আওফার আসল নাম হল– আলকামা ইবনে কায়েস আসলামী। হোদায়বিয়া, খায়বর এবং তৎপরবর্তি যুদ্ধগুলোতে তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত সর্বদা তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করেছেন। তাঁর ওফাতের পর তিনি কুফায় চলে আসেন।

ওফাত ঃ কুফায় সর্বশেষ ওফাত লাভকারী সাহাবী হলেন তিনি। ৮৭ হিজরীতে তাঁর ইন্তিকাল হয়। ইমাম শা'বী র. প্রমুখ তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। – আল ইকমাল ঃ ৬০৩; উসদুল গাবাহ ঃ ৪/৭৮ - ৭৯

بَابُ رَدِّ السَّلَامِ فِى الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে সালামের জবাব দেয়া

৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ اُرَاهُ رَفَعَهٗ قَالَ لَاغِرَارَ فِىْ تَسْلِيْمٍ وَلَا صَلٰوةٍ۔

قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ وَرَوَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ عَلٰى لَفْظِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَلَمْ يَرْفَعْهُ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوٗدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ـ

হাদীস ঃ ৭। মুহাম্মদ ইবনুল আলা র. ...... হযরত আবু হোরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাবী বলেন ঃ এ হাদীসটি মারফূ, অর্থাৎ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি ইরশাদ করেন– নামাযে ও সালামে কোনরূপ অনিষ্ট নেই।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, ইবনুল ফুযাইল র. ইবনে মাহ্দীর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এর সনদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মারফূ করেননি।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ عَلٰى لَفْظِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَلَمْ يَرْفَعْهُ ـ

এ উক্তির সারমর্ম হল, সুফিয়ান সাওরী থেকে এ হাদীসটি বর্ণনাকারী তিনজন। একজন আবদুর রহমান ইবনে মাহদী যিনি এর পূর্বের হাদীসে আছেন। ইবনে মাহদী হাদীসটি মারফূ আকারে বর্ণনা করেছেন, এতে কোন সন্দেহও করেননি। তাতে তিনি عَنِ النَّبِيِّ ﷺ বলেছেন।

আর দ্বিতীয় শিষ্য হলেন, মু'আবিয়া ইবনে হিশাম, যিনি এ হাদীসে আছেন তিনি সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন, এতে তিনি বলেছেন– أُرَاهُ رَفَعَهُ সংশয়ের সাথে বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় শিষ্য হলেন ইবনে ফুযাইল। তিনি এ হাদীসটি সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন, তবে মারফূ আকারে নয়, আবু হোরায়রা রা. এর উপর মাওকুফ আকারে। কাজেই ইবনে ফুযাইল ইবনে মাহদীর পরিপন্থী মাওকূফ বর্ণনা করলেন। তবে হাদীসের শব্দ উভয়ের রেওয়ায়াতে এক রকম।

আবু দাউদ র. বলেন– رَوَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ عَلٰى لَفْظٍ اٰخَرَ ইবনে মাহদীর শব্দ হল– لَاغِرَارَ فِيْ صَلٰوةٍ وَلَا تَسْلِيْمٍ মু'আবিয়া ইবনে হিশামের শব্দের অনুকূল নয়। কারণ, মু'আবিয়ার শব্দ হল– لَاغِرَارَ فِيْ تَسْلِيْمٍ

ইবনে ফুযাইল ইবনে মাহদীর পরিপন্থী মাওকূফ আকারে বর্ণনা করেছেন। সন্দেহের ক্ষেত্রে তিনি মু'আবিয়ারও পরিপন্থী বিবরণ দিয়েছেন, আবার হাদীসের শব্দের ক্ষেত্রেও। অবশ্য ইমাম আবু দাউদ র. স্বীয় গ্রন্থে ইবনে ফুযাইলের হাদীসটি আনেননি।

بَابُ الْاِشَارَةِ فِى الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে ইঙ্গিত করা

٢ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ نَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنْ اَبِىْ غَطْفَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ يَعْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ مَنْ اَشَارَ فِىْ صَلَاتِهٖ اِشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ فَلْيَعُدْ لَهَا يَعْنِى الصَّلٰوةَ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ وَهْمٌ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ২। আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ র. ....হযরত আবু হোরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– নামাযের মধ্যে (ইমামের ভুল সম্পর্কে অবহিতির জন্য) পুরুষরা "سُبْحَانَ اللّٰهِ" বলবে এবং মেয়েরা "হাতের উপর হাত মারবে।" বস্তুতঃ কেউ নামাযে এরূপ কোন ইঙ্গিত করে যদ্বারা কোন বিষয় বুঝা যায় তবে সে পুনরায় নামায দোহরাবে।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, এ হাদীসটি ভুল।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ هٰذَاالْحَدِيْثُ وَهْمٌ ـ

ইঙ্গিত প্রমাণে এ হাদীসটি সমস্ত সহীহ হাদীসের পরিপন্থী। অতএব, এটি ভুল হবে। কারণ, অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা ইঙ্গিত প্রমাণিত। কাজেই নামায দোহরানোর হুকুম কেন হবে? কাজেই নামায দোহরানোর হুকুম বিশিষ্ট হাদীসটি ভুল। আর যদি দোহরানোর হুকুম বিশিষ্ট হাদীসটিকে সহীহও মেনে নেয়া হয়, তবে বলা হবে, নামায পুনরায় আদায়ের হুকুম মুস্তাহাবমূলক। অথবা এরূপ ইঙ্গিতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেটি নামায ভঙ্গের কারণ।

بَابُ كَيْفَ الْجُلُوْسُ فِى التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহহুদের বৈঠক কিরূপ

٤ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ يَحْيٰى بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيٰى اَيْضًا مِنَ السُّنَّةِ كَمَا قَالَ جَرِيْرٌ ـ

اَلسُّـوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ ـ مَا الْاِخْتِلَافُ فِىْ كَيْفِيَّةِ الْجُلُوْسِ فِى التَّشَهُّدِ؟ بَيِّنْ مَذَاهِبَ الْاَئِمَّةِ فِيْهِ مَعَ الْاَدِلَّةِ الْوَاضِحَةِ وَالْجَوَابِ عَنْ اِسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِيْنَ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوٗدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

হাদীস ঃ ৪। উসমান ইবনে আবু শায়বা র. .... এই সূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيٰى اَيْضًا مِنَ السُّنَّةِ كَمَا قَالَ جَرِيْرٌ ـ

এর সারনির্যাস হল, ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, ইয়াহইয়া থেকে এ হাদীসটি বর্ণনাকারী তিনজন–

১. আবদুল ওয়াহহাব–তিনি এ অনুচ্ছেদের তৃতীয় নম্বর হাদীসের রাবী।

২. জারীর।

৩. হাম্মাদ ইবনে যায়েদ।

জারীর ইয়াহইয়া থেকে مِنَ السُّنَّةِ শব্দে আবদুল ওয়াহহাবের রেওয়ায়াতের ন্যায় বিবরণ দিয়েছেন। অতএব, এতে ইয়াহইয়ার তিন শিষ্য একরকম হয়ে গেলেন। তবে হাম্মাদ ইবনে যায়েদের রেওয়ায়াতটি ইমাম আবু দাউদ র. আনেননি।

নামাযের বৈঠক সংক্রান্ত মতবিরোধ

হাদীস দ্বারা বৈঠক দু'ধরনের প্রমাণিত আছে– ১. ইফতিরাশ তথা বাম পা বিছিয়ে এর উপর বসা এবং ডান পা খাড়া করে রাখা। ২. তাওয়াররুক অর্থাৎ বাম কোলের উপর বসা এবং উভয় পা ডান দিকে বের করে দেয়া। যেমন, হানাফী মেয়েরা বসে থাকে।

১. হানাফীদের মতে পুরুষের জন্য প্রথম এবং দ্বিতীয় বৈঠকে ইফতিরাশ উত্তম।

২. ইমাম মালিক র.-এর মতে উভয়টিতে তাওয়াররুক উত্তম।

৩. ইমাম শাফিঈ র.-এর মতে যে বৈঠকের পর সালাম হবে তাতে তাওয়াররুক আর যে বৈঠকের পর সালাম হবে না তাতে ইফতিরাশ উত্তম।

৪. ইমাম আহমদ র.-এর মতে দু'রাকআত বিশিষ্ট নামাযে ইফতিরাশ উত্তম। আর চার আক'আত বিশিষ্ট নামাযে শুধু শেষ বৈঠকে তাওয়াররুক উত্তম।

✪ যারা তাওয়ারুক উত্তম বলেন, তাদের প্রমাণ তিরমিযীতে বর্ণিত হযরত আবূ হুমাইদ সাইদী রা. এর রেওয়ায়াত। এই রেওয়ায়াতটির শেষ শব্দগুলো নিম্নরূপ–

حَتَّى كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِى تَنْقَضِى فِيهَا صَلٰوتُهُ اَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَقَعَدَ عَلٰى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا ثُمَّ سَلَّمَ ـ

✪ এর উত্তর দিতে গিয়ে ইমাম ত্বাহাভী র. এর সনদের ব্যাপারে আপত্তি তুলেছেন এবং এটাকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু এই উত্তরটি ঠিক নয়। কারণ, এই রেওয়ায়াতটি সহীহ বুখারীতেও এসেছে, এটি ইমাম ত্বাহাভী র. কর্তৃক বর্ণিত, সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্ত এবং প্রমাণযোগ্য। –১/৬৪

✪ অতএব, বিশুদ্ধ উত্তর হল, হয়ত এটি ওযর অবস্থার ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য, কিংবা বৈধতার বিবরণের উপর। পক্ষান্তরে এই ইখতিলাফই যেহেতু শুধু শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে এজন্য বৈধতার বিবরণ অযৌক্তিক নয়। অবশ্য মহিলার জন্য তাওয়াররুক এজন্য উত্তম সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, তাতে সতর বেশী হয়।

✪ স্বয়ং হানাফীদের প্রমাণ হযরত ওয়াইল ইবন হুজর রা. থেকে বর্ণিত তিরমিযী ১ম খণ্ডের হাদীসটি। তিনি বলেন–

قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلٰى صَلٰوةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا جَلَسَ يَعْنِى لِلتَّشَهُّدِ اِفْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى يَعْنِى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى ـ (عرف الشذى : ١/ ٦٠)

ইমাম তিরমিযী র. এই হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন,

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ اَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ـ

শাফিঈ মতাবলম্বীগণ এই হাদীসটিকে প্রথম বৈঠকের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য ধরেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটি অযৌক্তিক। কারণ, এতে হযরত ওয়াইল রা. এর উক্তি لَأَنْظُرَنَّ إِلٰى صَلٰوةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামায গুরুত্বারোপের সাথে দেখার প্রমাণ পেশ করে। অতএব, যদি উভয় বৈঠকে ধরণগত কোন পার্থক্য হত তাহলে হযরত ওয়াইল রা. অবশ্যই এটি বর্ণনা করতেন। অতএব, শাফিঈদের এই উত্তর প্রমাণের ক্ষেত্রে উপকারী হতে পারে না।

بَابُ مَنْ ذَكَرَ التَّوَرُّكَ فِى الرَّابِعَةِ

অনুচ্ছেদ : যিনি চতুর্থ রাকআতে তাওয়াররুকের উল্লেখ করেছেন

٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ نَا أَبُو بَدْرٍ نَا زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ نَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ نَا عِيْسَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبَّاسٍ أَوْ عَيَّاشِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ رضـ أَنَّهُ كَانَ فِيْ مَجْلِسٍ فِيْهِ أَبُوْهُ فَذَكَرَ فِيْهِ قَالَ فَسَجَدَ فَانْتَصَبَ عَلٰى كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُوْرِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتَوَرَّكَ وَ نَصَبَ قَدَمَهُ الْأُخْرٰى ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ ثُمَّ عَادَ فَرَكَعَ الرَّكْعَةَ الْأُخْرٰى فَكَبَّرَ كَذَالِكَ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتّٰى إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيَامِ قَامَ بِتَكْبِيْرٍ ثم رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ فَلَمَّا سَلَّمَ سَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ -

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْ حَدِيْثِهِ مَا ذَكَرَ عَبْدُ الْحَمِيْدِ فِى التَّوَرُّكِ وَالرَّفْعِ إِذَا قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ -

اَلسُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ - أَوْضِحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاوُدَ رحـ -

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ -

হাদীস ঃ ৪। আলী ইব্‌নুল হোসাইন র. .... হযরত আব্বাস অথবা আইয়াশ ইবনে সাহল সাইদী র. হতে বর্ণিত, একবার তিনি এরূপ এক মজলিসে উপস্থিত ছিলেন, যেখানে তাঁর পিতাও উপস্থিত ছিলেন। রাবী বলেন– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজ্‌দা করেন তখন তিনি দুই হাত, দুই হাঁটু ও দুই পায়ের পাতার উপর ভর করেন। অতঃপর যখন তিনি বসেন, তখন এক পায়ের উপর ভর করে পশ্চাদ্দেশের উপর বসেন এবং অন্য পা খাড়া করে রাখেন। পরে তিনি اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে সিজ্‌দায় গমন করেন এবং সেখান হতে اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে দণ্ডায়মান হন এবং এই সময়ে তিনি পশ্চাদ্দেশের উপর ভর করে বসেন নি। এভাবেই তিনি দ্বিতীয় রাকআত আদায় করেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় রাকআতের পর বসেন। বৈঠক শেষে তিনি اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে দাঁড়ান এবং পরবর্তী দুই রাকআত আদায় করেন। এরপর সর্বশেষ বৈঠকে প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাম দিকে সালাম ফেরান।

ইমাম আবু দাঊদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْ حَدِيْثِهِ مَاذَكَرَ عَبْدُ الْحَمِيْدِ فِى التَّوَرُّكِ وَالرَّفْعِ إِذَا قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ -

এই উক্তিটি দ্বারা উদ্দেশ্য এই রেওয়ায়াত এবং আবদুল হামীদের রেওয়ায়াতের মাঝে পার্থক্য করা। আবদুল হামীদের হাদীসটি হল, এ অনুচ্ছেদের প্রথম এবং দ্বিতীয় হাদীস। ইমাম আবু দাঊদ র. বলেন, আবদুল হামীদ স্বীয় রেওয়ায়াতে শেষ তাশাহহুদে তাওয়াররুকের কথা উল্লেখ করেছেন بَابُ اِفْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ অর্থাৎ, এ অনুচ্ছেদের

প্রথম হাদীসে। ঈসা ইবনে আবদুল্লাহ এটি উল্লেখ করেননি। আবদুল হামীদ প্রথম তাশাহহুদ থেকে দাঁড়ানোর সময় হস্তদ্বয় উত্তোলনের কথাও উল্লেখ করেছেন। যেরূপ নামায শুরু করা সংক্রান্ত দ্বিতীয় হাদীসটিতে রয়েছে। এর শব্দ এরূপ- ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ঈসা ইবনে আবদুল্লাহ এটি উল্লেখ করেননি। তাঁর হাদীসের শব্দ হল, এরূপ- حَتَّى إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيَامِ قَامَ بِتَكْبِيرٍ

স্মর্তব্য. بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ-এর হাদীসগুলো আবার দেখা উচিত।

بَابٌ فِي السَّلَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাম

١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ ح وَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زَائِدَةُ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو الْأَحْوَصِ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَا نَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدَةَ الطَّنَافِسِيُّ ح وَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ أَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ عَنْ شَرِيكٍ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا إِسْرَائِيلُ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهٰذَا لَفْظُ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَحَدِيثُ إِسْرَائِيلَ لَمْ يُفَسِّرْهُ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَيَحْيَى بْنِ اٰدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَشُعْبَةُ كَانَ يُنْكِرُ هٰذَا الْحَدِيثَ حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا .

اَلسُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ كَمْ مَرَّةً يُسَلِّمُ فِي الصَّلٰوةِ وَكَيْفَ؟ وَمَا الْاِخْتِلَافُ فِيهِ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ الْكِرَامِ؟ بَيِّنْ مَعَ الْأَدِلَّةِ وَالْجَوَابِ عَنْ اِسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِينَ ـ أَوْضِحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رحـ .

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস ঃ ১। মুহাম্মদ ইবনে কাছীর র. .... হযরত আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে ডানদিকে এবং পরে বাম দিকে এমনভাবে মুখ ঘুরিয়ে সালাম ফিরাতেন যে, তাঁর চেহারা মুবারকের শুভ্র অংশটি পরিলক্ষিত হত এবং তিনি اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ বলে সালাম ফিরাতেন।

ইমাম আবূ দাউদ র. বলেন, আবূ ইসহাকের হাদীসটি মারফূ হওয়ার বিষয়টি শো'বা অস্বীকার করতেন।

وَقَالَ اِسْرَائِيْلُ ইমাম আবূ দাউদ র. এখানে বলতে চাইছেন, এ হাদীসটি আবূ ইসহাক থেকে বর্ণনাকারী কয়েকজন– ১. সুফিয়ান, ২. যাইদা, ৩. আবুল আহওয়াস, ৪. আমর ইবনে উবাইদ তানাফিসী, ৫. শরীক, ৬. ইসরাঈল।

ইসরাঈল তাঁর সনদে বলেছেন– عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ وَالْاَسْوَدِ ইসরাঈল আসওয়াদ শব্দটি যুক্ত করেছেন। আবূ ইসহাকের অন্য কোন ছাত্র এটি যুক্ত করেননি।

স্মর্তব্য, এই রেওয়ায়াতের সনদে আবুল আহওয়াস দু'জন। একজন মুসাদ্দাদের উস্তাদ, অপরজন আবূ ইসহাকের উস্তাদ। দুইজন আলাদা আলাদা ব্যক্তি।

ইমাম আবূ দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ سُفْيَانَ اى الثَّوْرِىِّ وَحَدِيْثُ اِسْرَائِيْلَ لَمْ يُفَسِّرْهُ ـ

ইসরাঈল শব্দটি মুবতাদা لَمْ يُفَسِّرْهُ শব্দটি খবর। لَمْ يُفَسِّرْهُ শব্দটির যমীরে ফায়েল ইসরাঈলের দিকে ফিরেছে। আর যমীরে মাফউল ফিরেছে হাদীসের দিকে। অর্থ হল, ইসরাঈল স্বীয় হাদীসের তাফসীর উল্লেখ করেননি, যেমন সুফিয়ান উল্লেখ করেছেন। لَمْ يُفَسِّرْهُ এর অর্থ হল, ইসরাঈল সে সনদের সাথে হাদীসের ব্যাখ্যা করেননি, যেমন সুফিয়ান করেছেন। সুফিয়ানের হাদীসটি হল– اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ এ হল মুফাসসার।

অতঃপর তিনি হাদীসের শেষে বলেছেন– اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ এ হল মুফাসসির। অর্থাৎ, يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ-এর তাফসীর হল আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ। ইসরাঈল স্বীয় হাদীসে এই তাফসীরটি উল্লেখ করেননি। অতএব, গ্রন্থকার وَحَدِيْثُ اِسْرَائِيْلَ لَمْ يُفَسِّرْهُ বলে সুফিয়ানের হাদীসটিকে অনুচ্ছেদে আনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ, এ শব্দগুলো সুফিয়ানের হাদীসের।

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ زُهَيْرٌ عَنْ اِسْحَاقَ وَيَحْيَى بْنِ اٰدَمَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ وَعَلْقَمَةَ ـ

আলকামার আতফের ব্যাপারে বাহ্যত দুটি সম্ভাবনা রয়েছে–

আবদুর রহমানের উপরও আতফ হতে পারে, আবার اَبِيْهِ-এর উপরও হতে পারে। প্রথম ছুরতে আবূ ইসহাকের রেওয়ায়াত আলকামা থেকে হবে পরোক্ষভাবে– সসূত্রে। অর্থাৎ, আবূ ইসহাক আবদুর রহমান ও আলকামা উভয় থেকে বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় ছুরতে আবূ ইসহাকের রেওয়ায়াত আবদুর রহমানের পিতা আসওয়াদ ও আলকামা থেকে হবে আবদুর রহমান সূত্রে। কিন্তু বায়হাকীতে বর্ণিত হোসাইন ইবনে ওয়াকিদের হাদীস দ্বারা প্রথম সম্ভাবনার প্রাধান্য হয়। কিন্তু অন্য কোন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা দ্বিতীয় ছুরতেরও প্রাধান্য হয়। কিন্তু এতে কোন কোন রাবী থেকে ভুল হয়ে গেছে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ـ ঃ সারকথা, ইমাম আবূ দাউদ র. এখানে আবূ ইসহাকের সনদে ইখতিলাফের দিকে ইঙ্গিত করছেন। সেটি হল, এ হাদীসটি সুফিয়ান, যাইদা, আবুল আহওয়াস আমর ইবনে উবাইদ তানাফিসী এবং শরীক আবূ ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন। আবূ ইসহাক–আবুল আহওয়াস– আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে ইসরাঈলের বিবরণে আসওয়াদ অতিরিক্ত আছে। যুহরীও আবূ ইসহাক থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। তাতে আছে–

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ইয়াহইয়া ইবনে আদম- ইসরাঈল সূত্রে হাদীস আছে- اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَشُعْبَةُ يُنْكِرُ هٰذَاالْحَدِيْثَ حَدِيْثَ اَبِيْ اِسْحَاقَ اَنْ يَكُوْنَ مَرْفُوْعًا ـ

হতে পারে শো'বার অস্বীকৃতি এ হাদীসের সনদের ইখতিলাফের কারণে। কিন্তু ইমাম তিরমিযী র. এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। যেন তিনি এই ইখতিলাফ ও শো'বার অস্বীকৃতির প্রতি ভ্রূক্ষেপই করেননি।

সালাম কয়বার ও কিভাবে দিবে

اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَعَنْ يَسَارِهٖ ঃ ১. এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে হানাফী, শাফিঈ, হাম্বলী এবং অধিকাংশ আলিম বলেছেন যে, নামাযে ব্যাপক আকারে ইমাম মুকতাদী এবং মুনাফারিদ সবার উপর দু'দুটি সালাম ওয়াজিব। একটি ডান দিকে অপরটি বাম দিকে।

২. কিন্তু ইমাম মালিক র.-এর মাযহাব হল, ইমাম শুধু একবার সামনের দিকে মুখ তুলে সালাম করবেন এবং এর পর সামান্য বাঁ দিকে ফিরে যাবেন। আর মুকতাদী তিন সালাম ফিরাবেন। একটি ইমামের সালামের জবাবে সামনের দিকে, আরেকটি ডান দিকে, আরেকটি বাম দিকে।

ইমাম মালিক র.-এর প্রমাণ

হযরত আয়েশা রা. এর হাদীস-

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ فِى الصَّلٰوةِ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهٖ ثُمَّ يَمِيْلُ اِلَى الشِّقِّ الْاَيْمَنِ شَيْئًا ـ (العرف الشذى : ١/٦٥-٦٦)

✪ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিম-এর উত্তরে বলেন, এ হাদীসটি দুর্বল। কারণ, এতে রয়েছেন যুহাইর ইবন মুহাম্মদ নামক একজন রাবী। তার সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ র. বলেন, শামবাসী তার সূত্রে মুনকার হাদীসগুলো বর্ণনা করেন। এই রেওয়ায়াতটিও শামবাসী থেকে বর্ণিত, অতএব, এটি গ্রহণযোগ্য নয়।

✪ অবশ্য ইমাম মালিক র.-এর একটি দলীল তুলনামূলক মযবুত। এটি সুনানে নাসাঈতে হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ হাদীস। এতে সালিম ইবন আবদুল্লাহ স্বীয় পিতা হযরত ইবনে উমর রা. এর সফরের নামাযের ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন-

فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ ثُمَّ سَلَّمَ وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهٖ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الصَّلٰوةُ ـ اَمْرٌ يَخْشٰى فَوْتَهٗ فَلْيُصَلِّ هٰذِهٖ

'অতঃপর তিনি ইশার নামায আদায় করলেন, তাতে তিনি একবার সালাম ফিরালেন চেহারার দিকে। অতঃপর বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কারো সামনে এমন কোন বিষয় উপস্থিত হয় যা ফওত হওয়ার আশংকা হয়, তখন যেন সে এই নামায আদায় করে।' —নাসাঈ ঃ ১/৯৯

✪ এর উত্তরে কেউ কেউ বলেছেন, এটি ওযরের অবস্থায় প্রযোজ্য। যেমন রেওয়ায়াতের শেষ বাক্যটিও এর সমর্থন করেছে। কিন্তু এ উত্তরটি তাদের মাযহাব মতে তো সঠিক হতে পারে, যাঁরা প্রথম সালামকে ওয়াজিব

এবং দ্বিতীয়টিকে সুন্নত বা মুস্তাহাব বলেন। যেমন, ইমাম আবূ হানীফা র. এর একটি শায (নগণ্য) রেওয়ায়াত এটি। আর মুহাক্কিক ইবন হুমাম র.-এর ফতওয়াও এর উপরই। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা র.-এর প্রসিদ্ধ রেওয়ায়াত হল, উভয় সালাম ওয়াজিব। এমতাবস্থায় এই উত্তরটি সহীহ্ হবে না।

○ এজন্য আল্লামা আইনী র. উত্তর দিয়েছেন যে, হতে পারে কোন সময় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় সালাম এত আস্তে বলেছিলেন যে, কেউ কেউ এখানে একই সালাম মনে করেছেন। তাছাড়া প্রচুর রেওয়ায়াতের বিপরীতে কয়েকটি শায বা নগণ্য রেওয়ায়াতকে কিভাবে প্রাধান্য দেয়া যায়, অথচ ইমাম ত্বাহাভী র. দুই সালামের হাদীসগুলো বিশজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। অতএব, এ মুতাওয়াতির বিষয়টিকে কয়েকটি দুর্বল অথবা বিভিন্ন সম্ভাবনা বিশিষ্ট রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে পরিহার করার প্রশ্নই আসে না।

بَابُ السَّهْوِ فِي السَّجْدَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ দু' সিজদাতে ভুল হলে

٢ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ وَحَدِيثُ حَمَّادٍ أَتَمُّ قَالَ ثُمَّ صَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَقُلْ بِنَا وَلَمْ يَقُلْ فَأَوْمَئُوا قَالَ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ قَالَ ثُمَّ رَفَعَ وَلَمْ يَقُلْ وَكَبَّرَ ثم كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ اطول ثُمَّ رَفَعَ وَتَمَّ حَدِيثُهُ لَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَأَوْمَئُوا إِلَّا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ـ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكُلُّ مَنْ رَوَى هٰذَا الْحَدِيثَ لَمْ يَقُلْ فَكَبَّرَ وَلَا ذَكَرَ رَجَعَ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ أَوْضِحْ مَا قَالَ الإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ـ

হাদীস ঃ ২। আবদুল্লাহ ইবনে মাস্লামা র. .... মালিক র.- আইউব-মুহাম্মদ- সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে রাবী হাম্মাদের হাদীসটি পূর্ণাঙ্গ। রাবী বলেন— অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করেন। তবে এই বর্ণনায় "بِنَا" -"আমাদেরকে নিয়ে" এবং "فَأَوْمَئُوا" -"লোকজন ইশারা করেছে" শব্দদ্বয়ের উল্লেখ নেই। রাবী বলেন— লোকেরা শুধুমাত্র "হাঁ" বলে জবাব দিয়েছিল।

রাবী আরো বলেন— অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর দিয়ে (সিজ্দা হতে মাথা) উত্তোলন করেন এবং এই বর্ণনায় (সিজদার পর) তাক্বীরের বিষয়ও উল্লেখ নেই।

অতঃপর তিনি তাকবীর দিয়ে সিজদা করেন পূর্বের সিজদার ন্যায় অথবা তার চেয়ে দীর্ঘ। এরপর মাথা উত্তোলন করেন। মালিকের হাদীস সমাপ্ত। হাম্মাদ ছাড়া কেউ فَأَوْمَئُوا উল্লেখ করেননি।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, যে সকল রাবী এহাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের কেউই فَكَبَّرَ ও رَجَعَ শব্দদ্বয়ের উল্লেখ করেননি।

وَحَدِيثُ حَمَّادٍ أَتَمُّ সারমর্ম হল, এ হাদীসটি আইউব থেকে বর্ণনাকারী একজন হলেন হাম্মাদ ইবনে যায়েদ। এটি হল এ অনুচ্ছেদের প্রথম হাদীস। আইউব থেকে বর্ণনাকারী আর একজন হলেন মালিক। তাঁর হাদীস এটিই। অবশ্য হাম্মাদ ইবনে যায়েদের হাদীস মালিকের হাদীসের তুলনায় পূর্ণাঙ্গতম।

قَالَ অর্থাৎ মালিক তাঁর রেওয়ায়াতে صَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ বলেছেন। "بِنَا" ও فَاَوْمَؤُا শব্দ বলেননি। যেরূপভাবে হাম্মাদ ইবনে যায়েদ তাঁর রেওয়ায়াতে উল্লেখ করেছেন।

وَلَمْ يَقُلْ فَكَبَّرَ অর্থাৎ, মালিক র. তাশাহহুদের জন্য প্রথম সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময় তাকবীর শব্দও বলেননি।

وَتَمَّ حَدِيثُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَابَعْدَهُ ঃ অর্থাৎ, মালিকের হাদীস ثُمَّ رَفَعَ এর উপর শেষ হয়ে গেছে। তিনি এরপরবর্তী অংশ উল্লেখ করেননি। তবে হাম্মাদ ইবনে যায়েদ فَقِيلَ مُحَمَّدٌ اِلٰى اٰخِرِ الْحَدِيثِ উল্লেখ করেছেন।

وَلَمْ يَذْكُرْ فَاوْمَوا ঃ অর্থাৎ, এ হাদীসের রাবীগণের কেউ اِيْمَاءٌ বা ইঙ্গিতের কথা উল্লেখ করেননি। বরং সবাই نَعَمْ শব্দ অথবা এর সমার্থক শব্দ বলেছেন। কিন্তু হাম্মাদ ইবনে যায়েদ ইঙ্গিতের কথা উল্লেখ করেছেন।

قَالَ أَبُو دَاوُد وَكُلُّ مَنْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيثَ لَمْ يَقُلْ فَكَبَّرَ وَلَا ذَكَرَ رَجَعَ ـ

এ ইবারতটি আবু দাউদের মিসরী কপিতে নেই। কানপুরী কপিতেও নেই। অবশ্য কলমী কপিতে এই ইবারতটি পাওয়া যায়। সেখান থেকে দিল্লীর কপিতে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মূলতঃ এ ইবারতটি না হওয়া উচিত। যদি আছে বলে মেনে নেয়া হয়, তবে এর অর্থ হবে আইউব থেকে যারা হাদীসটি বর্ণনা করেন তাদের কেউ فَكَبَّرَ শব্দ উল্লেখ করেননি, رَجَعَ শব্দও উল্লেখ করেননি। হাম্মাদ ইবনে যায়েদ আইউব থেকে বর্ণনাকালে তা উল্লেখ করেছেন।

٣ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ نَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِمَعْنٰى حَمَّادٍ كُلِّهِ إِلٰى اٰخِرِ قَوْلِهِ نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رض قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ قُلْتُ فَالتَّشَهُّدُ قَالَ لَمْ أَسْمَعْ فِي التَّشَهُّدِ وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَلَمْ يَذْكُرْ كَانَ يُسَمِّيهِ ذَا الْيَدَيْنِ وَلَا ذَكَرَ فَاَوْمَؤُا وَلَاذَكَرَ الْغَضَبَ وَحَدِيثُ حَمَّادٍ أَتَمُّ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ أَوْضِحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ـ

হাদীস ঃ ৩। মুসাদ্দাদ র. .... হযরত আবু হোরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে নামায আদায় করেন।

অতঃপর রাবী হাম্মাদের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন– আমি এ সম্পর্কে জানতে পারি যে, সিজ্‌দায়ে সাহুর পরেও সালাম আছে। রাবী সালামা বলেন– অতঃপর আমি মুহাম্মদ ইবনে সীরীনকে তাশাহ্‌হুদ পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। জবাবে তিনি বলেন– আমি হযরত আবু হোরায়রা রা.

হতে তাশাহ্হুদ পাঠ করা সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাই নি। তবে তাশাহ্হুদ পাঠ করাই আমার নিকট শ্রেয়। এ বর্ণনায় তাঁকে যুল-ইয়াদাইন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে বলে কোন উল্লেখ নেই এবং এই হাদীসে " فَأَوْمَؤُا তথা লোকজন ইশারা করল" ও "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রাগান্বিত হন" এগুলোরও কোন উল্লেখ নেই। অবশ্য হাম্মাদের হাদীসটি পূর্ণাতম।

ইমাম আবূ দাউদ র.-এর উক্তি

وَلَمْ يَذْكُرْ كَانَ يُسَمِّيهِ ذَا الْيَدَيْنِ وَلاَ ذَكَرَ فَأَوْمَؤُا .

অর্থাৎ, এ হাদীসটি সালামা ইবনে আলকামা ও আইউব উভয়ে মুহাম্মদ ইবনে সীরীন থেকে বর্ণনা করেছেন। সালামা ইবনে আলকামা তাঁর হাদীসে كَانَ يُسَمِّيهِ ذَالْيَدَيْن এবং فَأَوْمَؤُا ও غَضَبَ এর উল্লেখ করেননি। যেরূপ হাম্মাদ ইবনে যায়েদ– আইউব–মুহাম্মদ সূত্রে বর্ণিত হাদীসে এসব শব্দ উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, এ অনুচ্ছেদের প্রথম হাদীসে। হাম্মাদ ইবনে যায়েদের হাদীস হল সালামা ইবনে আলকামার হাদীস। এতে বুঝা যায়, আইউব মুহাম্মদ ইবনে সীরীনের হাদীসে এসব শব্দ বর্ণনা করেছেন। অন্যথায় হাম্মাদ ইবনে যায়েদ আইউব থেকে এসব শব্দ কিভাবে উল্লেখ করেছেন?

٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٌ وَيَحْيَى بْنُ عَتِيقٍ وَابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ أَنَّهُ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَقَالَ هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ كَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هٰذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ وَحُمَيْدٌ وَيُونُسُ وَعَاصِمُ الأَحْوَلُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَا ذَكَرَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ أَنَّهُ كَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ.

وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ لَمْ يَذْكُرَا عَنْهُ هٰذَا الَّذِي ذَكَرَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ كَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ .

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ. أَوْضِحْ مَا قَالَ الإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رح .

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস নং ৪। আলী ইবনে নাসর .... হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে যুলইয়াদাইনের ঘটনায় বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর বলেছেন, অতপর সিজদা করেছেন।

হিশাম বলেন, كَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ অর্থাৎ, তাকবীর বলেছেন, অতঃপর তাকবীর বলেছেন এবং সিজদা করেছেন।

আবু দাউদ র. বলেন, এ হাদীসটি হাবীব ইবনে শহীদ, হুমাইদ, ইউনুস, আসিম আহওয়াল-মুহাম্মদ সূত্রে আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে হাম্মাদ ইবনে যায়েদ হিশাম থেকে যে انه كبر ثم كبر বর্ণনা করেছেন তা অন্য কেউ উল্লেখ করেননি। পক্ষান্তরে হাম্মাদ ইবনে সালামা ও আবু বকর ইবনে আইয়াশ এ হাদীসটি হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন কিন্তু তারা দু'জনে হাম্মাদ ইবনে যায়েদ যে انه كبر ثم كبر বর্ণনা করেছেন তা বর্ণনা করেননি।

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ اَيْضًا حَبِيْبُ ابْنُ الشَّهِيْدِ وَحُمَيْدٌ وَيُوْنُسُ وَعَاصِمُ الْاَحْوَلُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض ـ

ইমাম আবু দাউদ র. বলতে চান, এ হাদীসটি যেসব সুমহান মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে সীরীন থেকে বর্ণনা করেছেন। তাদের কেউ كَبَّرَ শব্দ উল্লেখ করেননি। যেমন হাম্মাদ ইবনে যায়েদ হিশাম থেকে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন– وَقَالَ هِشَامٌ يَعْنِى ابْنَ حَسَّانَ كَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ। হাম্মাদ ইবনে যায়েদের হাদীসটি এ অতিরিক্ত শব্দের বিবরণে সে সব মুহাদ্দিসের রেওয়ায়াতের পরিপন্থী, যেরূপভাবে উপরোক্ত অতিরিক্ত অংশের ক্ষেত্রে মালিক র.-এর ও বিরোধী।

وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ هِشَامٍ لَمْ يَذْكُرَا عَنْهُ هٰذَ اللَّفْظَ الَّذِىْ ذَكَرَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ اَنَّهُ كَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ ـ

ইমাম আবু দাউদ র. বলতে চান, মালিকের হাদীসে প্রথম ইখতিলাফ ছাড়া আরেকটি ইখতিলাফ রয়েছে। মালিকের হাদীসে প্রথম ইখতিলাফ মধ্যবর্তী তাকবীর সংক্রান্ত ছিল। আর এই ইখতিলাফটি হল, প্রথম সিজদার প্রথম তাকবীর সম্পর্কে। অতএব, ইমাম আবু দাউদ র. এর রেওয়ায়াতটি যেমন– হাম্মাদ ইবনে যায়েদ বর্ণনা করেছেন হিশাম থেকে, অনুরূপভাবে হিশাম থেকে হাম্মাদ ইবনে সালামাও বর্ণনা করেছেন। এরূপভাবে হিশাম থেকে হাম্মাদ ইবনে সালামাও বর্ণনা করেছেন এবং আবু বকর ইবনে আইয়াশও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাম্মাদ ইবনে সালামা এবং আবু বকর ইবনে আইয়াশ এ শব্দটি উল্লেখ করেননি, যেটি হাম্মাদ ইবনে যায়েদ করেছেন। অতএব হাম্মাদ ইবনে যায়েদ ইবনে সীরীনের শিষ্য এবং হিশামের শিষ্যদের বিপরীত রেওয়ায়াত করছেন।

কাজেই, হাম্মাদ ইবনে যায়েদের এই অতিরিক্ত বিবরণ শায।

بَابُ (اِذَا شَكَّ فِى الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلٰثِ) مَنْ قَالَ يُلْقِى الشَّكَ

অনুচ্ছেদ ঃ (যখন দুই অথবা তিন রাক'আতে সন্দেহ করবে তখন) যে বলে সন্দেহ বাদ দিবে

١ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا اَبُوْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلَاتِهٖ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِيْنِ فَاِذَا اِسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَاِنْ كَانَتْ صَلَاتُهٗ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ وَاِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهٖ وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ مُرْغِمَتَىِ الشَّيْطَانِ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَحَدِيْثُ اَبِىْ خَالِدٍ اَشْبَعُ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ مَا يَصْنَعُ الْمُصَلِّي اِنْ شَكَّ فِيْ عَدَدِ الرَّكْعَاتِ؟ وَمَا الْاِخْتِلَافُ فِيْهِ بَيْنَ الْاَئِمَّةِ بَيِّنُوْا مَعَ الْاَدِلَّةِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ১। মুহাম্মদ ইবনুল আলা র. .... হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– যখন তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে (রাক'আত সম্পর্কে) সন্দিহান হবে, তখন তা দূরীভূত করে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে খেয়াল করবে এবং যখন তার দৃঢ় বিশ্বাস এই হবে যে, তার নামায শেষ হয়েছে, তখন সে দুটি সিজ্‌দা করবে। যদি প্রকৃতপক্ষে তার নামায পূর্ণ হয়ে থাকে, তবে দুটি সিজদা এবং শেষ রাক'আত তার জন্য নফলরূপে পরিগণিত হবে। তার পূর্বে যদি তার নামায পরিপূর্ণ না হয়ে থাকে, তবে শেষের দুই সিজ্‌দা তার নামাযের পরিপূরক হবে এবং এ সিজ্‌দা দুটি হবে শয়তানের জন্য অপমান স্বরূপ। –মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌নে মাজাহ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رضـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ـ

সম্ভবতঃ ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য এ হাদীসটি হিশাম ইবনে সা'দও বর্ণনা করেছেন, যেটি ইমাম তাহাভী র. বর্ণনা করেছেন শরহে মা'আনিল আছারে। মুহাম্মদ ইবনে মুতাররিফও বর্ণনা করেছেন। সে হাদীসটি ইমাম আহমদ র. স্বীয় মুসনাদে এনেছেন। এমনিভাবে ইমাম মালিক র. বর্ণনা করেছেন, সেটি এ অনুচ্ছেদের তৃতীয় হাদীস। আবদুর রহমান আল-কারীও বর্ণনা করেছেন এ অনুচ্ছেদের চতুর্থ হাদীস। তাঁরা সবাই যায়েদ ইবনে আসলাম থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হিশাম ও মুতাররিফ ছাড়া সবাই মুরসাল রেওয়ায়াত করেছেন। আবু সাঈদ, হিশাম, মুতাররিফ মাওসুল রূপে রেওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আবু দাউদ র. এ অনুচ্ছেদের শেষে বলেন– اِنَّ هٰذَا الْحَدِيْثَ رَوٰى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَحَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ اِلَّا اَنَّ هِشَامًا بَلَغَ بِهٖ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ رضـ ـ এতে বুঝা যায় শুধু হিশামের রেওয়ায়াতটি মুত্তাসিল, অন্যদের রেওয়ায়াত নয়।

রাক'আত সংখ্যায় সন্দেহ হলে কি করবে

নামাযের রাক'আত সংখ্যায় সন্দেহ হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম আওযাঈ, ইমাম শা'বী প্রমুখের মাযহাব হল, সর্বাবস্থায় নামায দোহরানো ওয়াজিব। ব্যতিক্রম শুধু তখন যখন রাক'আত সংখ্যা সম্পর্কে ইয়াকীন হয়ে যায়। আর হযরত হাসান বসরী র. এর মাযহাব হল, সর্বাবস্থায় সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব। চাই কমের উপর ভিত্তি করুক অথবা বেশীর উপর। ইমামত্রয় (মালিক, শাফিঈ, আহমদ র.)-এর মাযহাব হল, এমতাবস্থায় কমের উপর ভিত্তি করা ওয়াজিব এবং এরূপ প্রতিটি রাক'আতে বসা জরুরী যার সম্পর্কে সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটি শেষ রাক'আত হতে পারে। তাছাড়া সিজদায়ে সাহুও আবশ্যক।

✪ ইমাম আবূ হানীফা র.-এর মতে এই মাসআলাটিতে তাফসীল রয়েছে। তাহল, যদি মুসল্লীর এই সন্দেহ শুধু প্রথমবার হয়ে থাকে তবে তার উপর নামায দোহরিয়ে পড়া ওয়াজিব। আর যদি সব সময় এ ধরনের সন্দেহ

আসতে থাকে তাহলে তার উপর নামায দোহরানো ওয়াজিব নয়। বরং তার জন্য আবশ্যক চিন্তা ফিকির করা। চিন্তা ফিকির করে যেদিকে প্রবল ধারণা হয় তার উপর আমল করবে। আর যদি কোন দিকে প্রবল ধারণা না হয় তাহলে কমের উপর ভিত্তি করবে এবং শেষে সিজদায়ে সাহু করবে। তাছাড়া কমের উপর ভিত্তি করার সূরতে যেসব রাক'আতে সর্বশেষ রাক'আত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেগুলোতে বসাও জরুরী।

○ মূলতঃ এই মাসআলাতে মতভেদের কারণ হল, এরূপ ছুরত সম্পর্কে রেওয়ায়াতগুলোর ইখতিলাফ। কোন কোন রেওয়ায়াতে নামায দোহরানোর হুকুম রয়েছে। যেমন, হযরত ইবনে উমর রা.-এর রেওয়ায়াতে আছে। আবার সহীহ বুখারী ও মুসলিমে ইবনে মাসউদ রা.-এর রেওয়ায়াত দ্বারা চিন্তা ফিকিরের নির্দেশ বোঝা যায়–

إِذَا سَهٰى أَحَدُكُمْ فِى صَلٰوتِهٖ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً او ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلٰى وَاحِدَةٍ فَاِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلّٰى او ثَلَاثًا فَلْيَبْنِ عَلٰى ثِنْتَيْنِ فَاِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلّٰى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلٰى ثَلَاثٍ ـ مصنف ابن ابى شيبة : ٢/٢٨

আর কোন কোন রেওয়ায়াতে কমের উপর ভিত্তি করার নির্দেশ রয়েছে। যেমন ইমাম তিরমিযী র. মুআল্লাকরূপে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন–

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً وَإِذَا شَكَّ فِى الْاِثْنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَلْيَجْعَلْهَا اِثْنَتَيْنِ ـ بخارى : ١/٥٨

কোন কোন রেওয়ায়াতে সিজদায়ে সাহুর হুকুম রয়েছে। যেমন, তিরমিযীতে হযরত আবু হোরায়রা রা.-এর মারফূ' হাদীসটি–

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَاتِى أَحَدَكُمْ فِى صَلٰوتِهٖ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ حَتّٰى لَايَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى فَاِذَا وَجَدَ ذٰلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ـ عرف الشذى : ١/٩٠

○ ইমামত্রয় এসব হাদীসের মধ্য থেকে কমের উপর ভিত্তি করার হাদীসগুলো অবলম্বন করেছেন। আর সিজদায়ে সাহুকে এর উপর প্রয়োগ করেছেন। ইমাম আওযাঈ এবং শা'বী র. নতুনভাবে নামায পড়ার হাদীসগুলো গ্রহণ করেছেন। অবশিষ্টগুলো বর্জন করেছেন। হাসান বসরী র. সিজদায়ে সাহুর হাদীসটি অবলম্বন করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা র. সবগুলো হাদীসের উপর আমল করেছেন এবং প্রত্যেকটি হাদীসের একটি বিশেষ প্রয়োগক্ষেত্র সাব্যস্ত করে সবগুলো হাদীসের মাঝে সর্বোত্তম সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। তিনি হযরত ইবনে উমর রা.-এর উপরোক্ত হাদীসটিকে (যাতে নামায দোহরানোর নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।) প্রথমবার সন্দেহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। আর চিন্তা ফিকিরের হুকুমে হযরত ইবনে মাসউদ রা. এর হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। কমের উপর ভিত্তি এবং সিজদায়ে সাহুর হুকুম সেসব হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছেন, যেগুলোর বরাত পেছনে দেয়া হয়েছে। হানাফীদের মাযহাবের প্রাধান্যের কারণ হল, তাদের মাযহাব অনুসারে সমস্ত হাদীসের উপর আমল হয়। কিন্তু ইমামত্রয়ের মাযহাবের ভিত্তিতে পুনরায় নামায পড়া এবং চিন্তা-ফিকিরের হাদীসগুলোর উপর মোটেও আমল হয় না।

بَابُ مَنْ قَالَ يُتِمُّ عَلٰى اَكْبَرِ ظَنِّهٖ

অনুচ্ছেদ ঃ যিনি বলেন (নামায) পূর্ণ করবে তার প্রবল ধারণা অনুপাতে

١. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كُنْتَ فِىْ صَلٰوةٍ فَشَكَكْتَ فِىْ ثَلَاثٍ او اَرْبَعٍ وَاَكْبَرُ ظَنِّكَ عَلٰى اَرْبَعٍ تَشَهَّدْتَ ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ وَاَنْتَ جَالِسٌ قَبْلَ اَنْ تُسَلِّمَ ثُمَّ تَشَهَّدْتَ اَيْضًا ثُمَّ تُسَلِّمُ.

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ خُصَيْفٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَ وَافَقَ عَبْدَ الْوَاحِدِ اَيْضًا سُفْيَانُ وَشَرِيْكٌ وَاِسْرَائِيْلُ وَاخْتَلَفُوْا فِى الْكَلَامِ فِىْ مَتْنِ الْحَدِيْثِ وَلَمْ يُسْنِدُوْهُ.

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ. اَوْضِحْ مَا قَالَ الاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رح.

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ.

হাদীস ঃ ১। নুফায়লী র. .... হযরত আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– যখন তুমি নামাযের মধ্যে তিন রাক'আত না চার রাক'আত আদায় করেছ, এ সম্পর্কে সন্দিহান ও এবং তখন তোমার প্রবল ধারণা চার রাক'আত আদায়ের প্রতি হয় তখন তুমি তাশাহহুদ পাঠ করতঃ বসা অবস্থায় সালামের পূর্বে দুটি সিজদা করবে। অতঃপর তাশাহহুদ পাঠ করতঃ শেষ সালাম ফিরাবে .....। –নাসাঈ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ خُصَيْفٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَوَافَقَ عَبْدَ الْوَاحِدِ اَيْضًا سُفْيَانُ وَشَرِيْكٌ وَاِسْرَائِيْلُ وَاخْتَلَفُوْا فِى الْكَلَامِ فِىْ مَتْنِ الْحَدِيْثِ وَلَمْ يُسْنِدُوْهُ.

সারকথা, এ হাদীসটি যেমন মুহাম্মদ ইবনে সালামা বর্ণনা করেছেন খুসাইফ থেকে, এরূপভাবে আবদুল ওয়াহিদও খুসাইফ থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মুহাম্মদ ইবনে সালামা মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন। যেমন সনদের দিকে তাকালে বুঝা যায়। আবদুল ওয়াহিদ এটি মারফূরূপে বর্ণনা করেননি। তাছাড়াও সুফিয়ান, শরীক ও ইসরাঈল এ তিনজনও খুসাইফ থেকে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, সুফিয়ান, শরীক, ইসরাঈল তারা সবাই মারফূ আকারে বর্ণনা না করার ক্ষেত্রে আবদুল ওয়াহিদের অনুকূল ছিলেন এবং হাদীসের মূলপাঠে ইখতিলাফ করেছেন। কিন্তু এই ইখতিলাফটি ইমাম আবু দাউদ র. বর্ণনা করেননি। সম্ভবতঃ এই ইখতিলাফ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সেই ইখতিলাফ যেটি মুহাম্মদ ইবনে ফুযাইল– খুসাইফ সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে। যেটি ইমাম আহমদ স্বীয় মুসনাদে এনেছেন। সেটি হল–

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض. قَالَ اِذَا شَكَكْتَ فِىْ صَلٰوتِكَ وَاَنْتَ جَالِسٌ فَلَمْ تَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّيْتَ اَمْ اَرْبَعًا . فَاِنْ كَانَ اَكْبَرُ ظَنِّكَ اَنَّكَ

صَلَّيْتَ ثَلٰثًا فَقُمْ فَارْكَعْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدْ ثُمَّ سَلِّمْ وَاِنْ كَانَ اَكْبَرُ ظَنِّكَ اَنَّكَ صَلَّيْتَ اَرْبَعًا فَسَلِّمْ ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدْ ثُمَّ سَلِّمْ ـ

এ হাদীসটি মুহাম্মদ ইবনে সালামা– খুসাইফ সূত্রে বর্ণিত হাদীস যা প্রমাণ করে তার পরিপন্থী।

আল্লামা সাহারানপুরী র. বলেন, ইমাম আবু দাউদ র. যেসব রেওয়ায়াতের বরাত দিয়েছেন সেসব রেওয়ায়াত হাদীস গ্রন্থাবলীতে আমি পাইনি। না আবদুল ওয়াহিদের রেওয়ায়াত, না তাঁর অনুকূল অন্যান্য রেওয়ায়াত।

بَابُ مَنْ نَسِىَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَهُوَ جَالِسٌ

অনুচ্ছেদ ঃ যে বসা অবস্থায় তাশাহহুদ পড়তে ভুলে গেছে

١ـ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ نَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُبَيْلٍ الْاَحْمَسِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ الْاِمَامُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَاِنْ ذَكَرَ قَبْلَ اَنْ يَسْتَوِىَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَاِنْ اِسْتَوٰى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ১। হাসান ইবনে আমর র. ...... হযরত মুগীরা ইবনে শোবা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– যখন ইমাম (তিন বা চার রাক'আত বিশিষ্ট নামাযে) দু' রাক'আত আদায়ের পর না বসে দণ্ডায়মান হওয়া কালে সম্পূর্ণ সোজা হওয়ার পূর্বে এটা তার স্মরণ হয়; তখন সাথে সাথেই বসবে এবং যদি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে থাকে তখন আর না বসে নামায শেষে দু'টি সিজ্দায়ে সাহু করবে ......। –ইবনে মাজাহ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَيْسَ فِىْ كِتَابِىْ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِىِّ اِلَّا هٰذَا الْحَدِيْثُ ـ

এ উক্তিটি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র. এ হাদীসটির দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করছেন।

হযরত আল্লামা সাহারানপুরী র. এ রাবীর নির্ভরযোগ্যতা ও দুর্বলতা সংক্রান্ত উক্তির বিস্তারিত বিবরণ বাযলুল মাজহুদে দিয়েছেন। মুসলিমের মুকাদ্দমায় জাবির জু'ফীর সমালোচনা প্রসিদ্ধ।

٢ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْجُشَمِىُّ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَنَهَضَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ قُلْنَا سُبْحَانَ اللّٰهِ قَالَ سُبْحَانَ

اللّٰهِ وَمَضٰى فَلَمَّا اَتَمَّ صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ كَمَا صَنَعْتُ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَذَالِكَ رَوَاهُ ابْنُ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رض وَرَوَاهُ اَبُوْ عُمَيْسٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ مِثْلَ حَدِيْثِ زِيَادِ بْنِ عَلَاقَةَ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْ عُمَيْسٍ اَخُو الْمَسْعُوْدِىِّ وَفَعَلَ سَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ رض مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمُغِيْرَةُ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَالضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِىْ سُفْيَانَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رض اَفْتٰى بِذَالِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ رح ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا فِىْ مَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ سَجَدُوْا بَعْدَ مَا سَلَّمُوْا ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رح ـ

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

হাদীস ঃ ২। উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর র. .... যিয়াদ ইবনে আলাকা র. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার হযরত মুগীরা রা. ইমামতি করাকালে দুই রাক'আতের পর না বসে দাঁড়িয়ে যান। তখন আমরা سُبْحَانَ اللّٰهِ বলি (ভুল সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য) জবাবে তিনিও سُبْحَانَ اللّٰهِ বলেন। নামায সমাপনান্তে তিনি ভুলের জন্য দুটি সিজদায়ে সাহু করেন। পরে তিনি সে স্থান ত্যাগ করার পর বলেন– আমি যেরূপ করেছি, এরূপ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে করতে দেখেছি। ...... –তিরমিযী

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَالِكَ الـخ অর্থাৎ, এ হাদীসটি যেরূপ হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রা. থেকে যিয়াদ ইবনে আলাকা বর্ণনা করেছেন যে, সিজদায়ে সাহু হবে সালামের পর এ ছুরতে ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য এ উক্তি দ্বারা সালামের পর সিজদায়ে সাহু হওয়ার বিষয়টিকে শক্তিশালী করা। অর্থাৎ, দু'রাকআত পড়ে যদি তাশাহহুদ না পড়ে ভুলক্রমে দাঁড়িয়ে যায়, তবে সিজদায়ে সাহু হবে সালামের পর। আবার এর দ্বারা জাবির জু'ফীর রেওয়ায়াতের উপর মাসউদীর রেওয়ায়াতটিকে শক্তিশালী করাও উদ্দেশ্য। কারণ, জাবির জু'ফী তো রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তি বর্ণনা করেছেন। এর পরিপন্থী মাসউদী স্বীয় হাদীসে হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রা.-এর এবং রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কর্ম বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইবনে আবু লায়লা ও আবু উমাইসের হাদীস দ্বারা মাসউদীর রেওয়ায়াতের আরও শক্তি যুগিয়েছেন যে, এটি হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা-এর কর্ম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমল। এরপর তিনি উলামায়ে কিরামের ফতওয়াগুলো উল্লেখ করেছেন।

بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ تَرَكَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর নামায তরককারীর কাফ্ফারা

١ـ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ اَنَا هَمَّامٌ نَا قَتَادَةُ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ الْعُجَيْفِيِّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ ـ

قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَهٰكَذَا رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ وَخَالَفَهُ فِى الاِسْنَادِ وَوَافَقَهُ فِى الْمَتْنِ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الاِمَامُ اَبُو دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ـ

হাদীস ঃ ১। হাসান ইবনে আলী র. ...... হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন– যে ব্যক্তি বিনা ওযরে জুমুআর নামায ত্যাগ করে, সে যেন এক দীনার সদকা করে। যদি তার পক্ষে এক দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) সদ্কা করা সম্ভব না হয়, তবে যেন অর্ধ দীনার সদকা করে ....। –নাসাঈ

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, ইবনে কায়েস র.ও ভিন্ন সনদে এই হাদীসটি এরূপে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَهٰكَذَا رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ اَىْ بِلَفْظٍ وخَالَفَهُ فِى الاِسْنَادِ وَوَافَقَهُ فِى الْمَتْنِ ـ

অর্থাৎ, এ হাদীসটিকে যেরূপভাবে হাম্মাম কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন এরূপভাবে খালিদ ইবনে কায়েসও কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু খালিদ হাদীসের সনদে হাম্মামের বিরোধিতা করেছেন। হাম্মামের সনদটি হল, عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ الْعُجَيْفِيِّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضـ আর খালিদ ইবনে কায়েস কুদামার স্থলে عَنِ الْحَسَنِ বলেছেন। আর হাদীসের মূলপাঠে উভয়ই একই রকম বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَاِنْ لَمْ يَجِدْهُ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ বলেছেন।

٢ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الاَنْبَارِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ وَاِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ اَيُّوبَ اَبِى الْعَلَاءِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ فَاتَهُ الْجُمُعَةُ مِنْ غَيْرِ عُذرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ اَوْ نِصْفِ دِرْهَمٍ اَوْصَاعِ حِنْطَةٍ او نِصْفِ صَاعٍ ـ

قَالَ اَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ هٰكَذَا اِلَّا اَنَّهُ قَالَ مُدًّا اَوْ نِصْفَ مُدٍّ وَقَالَ عَنْ سَمُرَةَ رضـ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الاِمَامُ اَبُو دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ২। মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান র. .... হযরত কুদামা ইবনে ওয়াবারাহ রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– বিনা কারণে যে ব্যক্তির জুমুআর নামায পরিত্যক্ত হবে, সে যেন এক দিরহাম বা অর্ধ-দিরহাম অথবা এক সা' গম, বা অর্ধ সা' গম সদ্কা করে ......। –নাসাঈ, ইবনে মাজাহ

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, সাঈদ ইবনে বশীর এরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি সা'-এর পরিবর্তে এক মুদ্দ অথবা অথবা অর্ধ মুদ্দ শব্দ উল্লেখ করেছেন। (এক মুদ্দ $\frac{1}{8}$ সা')।

(পুরাতন ওজনগুলোকে নতুন ওজনের সাথে মিলিয়ে জানতে হলে দেখুন আমাদের গ্রন্থ জাফরুল আমালী ফী নজরিত তাহাভী)

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ بَشِيرٍ هٰكَذَا اِلَّا اَنَّهُ قَالَ هٰذَا اَوْ نِصْفُ مُدٍّ وَقَالَ عَنْ سَمُرَةَ رضـ

এ উক্তিটির সারনির্যাস হল, এ হাদীসটি কাতাদা থেকে আইউব আবুল আলা বর্ণনা করেছেন। উপরোক্ত হাদীসের সনদেই তা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এরূপভাবে সাঈদ ইবনে বশীরও কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সাঈদ ইবনে বশীর আইউব আবুল আলার বিরোধিতা করেছেন। সূত্র ও মূলপাঠ উভয়টিতেই। মূলপাঠে বিরোধ হল, صَاعِ حِنْطَةٍ এবং نِصْفَ صَاعِ حِنْطَةٍ এর পর مُدّ এবং نِصْفَ مُدٍّ এর শব্দ অতিরিক্ত করেছেন। সনদগত বিরোধ হল তিনি عَنْ سَمُرَةَ رضـ সূত্রে মুত্তাসিল আকারে আর আইউব আবুল আলা মুরসালরূপে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, قُدَامَةُ بْنُ وَبْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ মধ্যখান থেকে 'সামুরা' বাদ দিয়েছেন।

بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

অনুচ্ছেদ ঃ কার উপর জুমআ ওয়াজিব

١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا قَبِيْصَةُ نَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيْدٍ يَعْنِى الطَّائِفِيَّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ نَبِيْهٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هَارُوْنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَمْرٍو رضـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلٰى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ـ

قَالَ اَبُو دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ جَمَاعَةٌ عَنْ سُفْيَانَ مَقْصُوْرًا عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ وَلَمْ يَرْفَعُوْهُ وَاِنَّمَا اَسْنَدَهُ قَبِيْصَةُ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

হাদীস ঃ ১। মুহম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া .... আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. সূত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, যে আযান (প্রথম আযান) শুনে এরূপ সবার উপর জুমআ আবশ্যক।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন– একদল রাবী এ হাদীসটি সুফিয়ান থেকে আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রা.-এর মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন। তারা এটিকে মারফূ' বর্ণনা করেন নি। শুধু কাবীসাই এটি মারফূ' আকারে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ جَمَاعَةٌ عَنْ سُفْيَانَ مَقْصُوْرًا عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ وَلَمْ يَرْفَعُوْهُ وَاِنَّمَا اَسْنَدَهُ قَبِيْصَةُ ـ

উদ্দেশ্য হল, সুফিয়ান থেকে একদল লোক এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যেমন কাবীসা, সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে পার্থক্য হল, কাবীসার রেওয়ায়াত মারফূ। তিনি বলেছেন, فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ আর একটি দল মারফূ আকারে বর্ণনা করেননি।

بَابُ التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ فِى اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঠাণ্ডা রাতে জামাআতে অনুপস্থিতি

٢ـ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ نَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ نَادٰى اِبْنُ عُمَرَ رضـ بِالصَّلٰوةِ بِضَجْنَانَ ثُمَّ نَادٰى اَنْ صَلُّوْا فِى رِحَالِكُمْ قَالَ فِيْهِ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَاْمُرُ الْمُنَادِىَ فَيُنَادِى بِالصَّلٰوةِ ثُمَّ يُنَادِى اَنْ صَلُّوْا فِى رِحَالِكُمْ فِى اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ وَفِى اللَّيْلَةِ الْمَطِيْرَةِ فِى السَّفَرِ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوْبَ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ فِيْهِ فِى السَّفَرِ فِى اللَّيْلَةِ الْقَرَّةِ اَوِ الْمَطِيْرَةِ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ـ

হাদীস ঃ ২। মুআম্মাল ইবনে হিশাম র. .... হযরত নাফি র. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ইবনে উমর রা. দাজনান নামক স্থানে নামাযের জন্য আযান দেন। অতঃপর তিনি স্ব-স্ব অবস্থানে সকলকে নামায আদায়ের ঘোষণা দেন।

রাবী নাফি র. বলেন, অতঃপর হযরত ইবনে উমর রা. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন, তিনি মুআয্যিনকে নামাযের আযান দিতে বলতেন, অতঃপর মুআয্যিন ঘোষণা দিত যে, সফরের সময় প্রচণ্ড শীত অথবা বৃষ্টির রাতে স্ব-স্ব অবস্থানে (তাঁবুতে) নামায আদায় করো। –ইবনে মাজাহ

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ فِيْهِ فِى السَّفَرِ فِى اللَّيْلَةِ الْقَرَّةِ وَالْمَطِيْرَةِ ـ

বাহ্যত উবাইদুল্লাহর আতফ মনে হচ্ছে আইউবের উপর। যদি তাই হয়, তবে অর্থ হবে হাম্মাদ ইবনে সালামা আইউব ও উবাইদুল্লাহ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন– যেরূপ আইউব থেকে ইসমাঈল বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা সাহারানপুরী র. বলেছেন, হাম্মাদ ইবনে সালামা–উবাইদুল্লাহ সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি পাওয়া গেল না। কেউ পেলে ভাল। অন্যথায় এর আতফ হবে হাম্মাদ ইবনে সালামার উপর। এ সম্পর্কেও হযরত বলেছেন, এ হাদীসটিও আমি পাইনি।

মোটকথা, ইমাম আবু দাঊদ র. বলেন, আইউব থেকে হাম্মাদ ইবনে সালামা ও ইসমাঈলের রেওয়ায়াতের মধ্যে পার্থক্য হল, হাম্মাদের রেওয়ায়াতে আছে– فِى السَّفَرِ فِى اللَّيْلَةِ الْقَرَّةِ وَالْمَطِيْرَةِ। আর ইসমাঈলের রেওয়ায়াতে আছে– فِى اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ مَكَانَ الْقَرَّةِ। এখানে واو এর স্থলে او আছে। অর্থাৎ, বলেছেন,, وَالْمَطِيْرَةِ ـ أَوِ الْمَطِيْرَةِ ওয়াও সহকারে বলেননি।

بَابُ اللُّبْسِ لِلْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর জন্য (বিশেষ) পোশাক পরিধান করা

٣ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ وَعَمْرٌو أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِىَّ حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا عَلٰى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ أَوْ مَا عَلٰى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدْتُمْ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوٰى ثَوْبَىْ مِهْنَتِهِ قَالَ عَمْرٌو وَأَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ سَلَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ذَالِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ ـ

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ سَعْدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ أَوْضِحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ৩। আহমদ ইবনে সালিহ র. .... মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া র. ...... হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– তোমাদের কারো পক্ষে বা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হলে– নিজেদের সাধারণ পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া জুমআর নামাযের জন্য পৃথক এক জোড়া কাপড়ের ব্যবস্থা করে নেবে।

ইমাম আবু দাঊদ র. বলেন, আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, হযরত ইবনে সালাম রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে উপরোক্ত হাদীস মিম্বরের উপর বসে বলতে শুনেছেন।

ইমাম আবু দাঊদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ ـ

ইমাম আবু দাঊদ র.-এর উদ্দেশ্য হল, এ হাদীসটির তিনটি সনদের ইখতিলাফ বর্ণনা করা। প্রথম সনদটি عَمْرٌو عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ الْاَنْصَارِيِّ حَدَّثَهُ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। এ সনদটি সর্বসম্মতিক্রমে মুরসাল। আর দ্বিতীয় সনদটিও আমরের- اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ سَلَامٍ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ এ সনদে ইবনে সালাম কে তা অজানা। বরং অস্পষ্ট। যদি আবদুল্লাহ ইবনে সালাম উদ্দেশ্য হয়, তবে সনদ মুনকাতি'। কারণ, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে সাব্বান আবদুল্লাহ ইবনে সালামের সাথে সাক্ষাত করেননি। কারণ, ইবনে সাব্বানের জন্ম সাতচল্লিশ হিজরীতে আর আবদুল্লাহ ইবনে সালাম এর পূর্বেই ইন্তিকাল করেছেন। আর যদি ইবনে সালাম দ্বারা ইউসুফ ইবনে সালাম উদ্দেশ্য হয়, তবে হাদীসটি মাওসূল। বস্তুতঃ ইমাম আবু দাঊদ র. তৃতীয় যে সনদটি رَوَاهُ وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ করে বর্ণনা করেছেন সেটি মাওসূল। সেটি দ্বিতীয় সনদের অস্পষ্ট ব্যক্তির বিবরণ দানের জন্য আনা হয়েছে যে, তিনি হলেন ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, অন্য কোন ব্যক্তি নন।

بَابُ الرَّجُلِ يَخْطُبُ عَلٰى قَوْسٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ধনুকের উপর ঠেস লাগিয়ে যে খুতবা দেয়

৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنٍ عَنْ بِنْتِ الْحَارِثِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ مَا حَفِظْتُ قٓ وَالْقُرْاٰنِ اِلَّا مِنْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ، قَالَتْ وَكَانَ تَنُّوْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَتَنُّوْرُنَا وَاحِدًا ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ وَقَالَ ابْنُ اِسْحَاقَ اُمُّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ اُمُّ هِشَامٍ صَحَابِيَّةٌ؟ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস নং ৫। মুহম্মদ ইবনে বাশশার....... বিনতুল হারিস ইবনে নোমান রা. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ থেকেই সূরা কাফ মুখস্থ করেছি। তিনি প্রতি জুমআয় এ সূরা দিয়ে খুৎবা দিতেন। তিনি বলেন, আমাদের চুলা এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চুলা ছিল এক।

আবু দাঊদ র. বলেন, রাওহ ইবনে উবাদা শো'বা থেকে বলেন, তিনি বলেছেন بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ। আর ইবনে ইসহাক বলেছেন أُمُّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بِنِ النُّعْمَانِ।

ইমাম আবু দাঊদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ بِنْتُ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ وَقَالَ ابْنُ اِسْحَاقَ اُمُّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ ـ

সারনির্যাস হল, শো'বা থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তিনজন– ১. মুহাম্মদ ইবনে জাফর, ২. রাওহ ইবনে উবাদা, ৩. মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক।

মুহাম্মদ ইবনে জাফর তাঁর সনদে বলেছেন– عَنْ بِنْتِ الْحَارِثِ এতে তা এবং উপনামের উল্লেখ নেই। অর্থাৎ, হারিস এর স্থলে হারিসা বলেননি এবং উম্মে হিশাম উপনামও নেই। রাওহ ইবনে উবাদা তা সহকারে হারিসা বলেছেন এবং উম্মে হিশাম উপনাম উল্লেখ করেননি। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক তা সহকারে হারিসাও বলেছেন, আবার উপনাম উম্মে হিশামও উল্লেখ করেছেন। অতএব, রাওহ ইবনে উবাদা উপনাম অনুল্লেখের ক্ষেত্রে মুহাম্মদ ইবনে জাফরের অনুকূল, আবার তায়ের উল্লেখে প্রতিকূল, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক মুহাম্মদ ইবনে জাফরের প্রতিকূল উভয়ক্ষেত্রে। মূলতঃ মুহাম্মদ ইবনে জাফরের রেওয়ায়াতে যা বলেছেন তা ঠিক নয়। কারণ, ইমাম মুসলিম ও আহমদ র.ও এ হাদীসটি স্ব স্ব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এতে মুহাম্মদ ইবনে জাফর স্বীয় সনদে بِنْتِ الْحَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ বলেছেন। এটি হল মুসলিমের শব্দ। আর ইমাম আহমদ র.-এর শব্দ হল– اِبْنَةٍ لِلْحَارِثَةِ بْنِ النُّعْمَانِ আবু দাঊদ র. যে মুহাম্মদ ইবনে জাফরের রেওয়ায়াতে তা ছাড়া উল্লেখ করেছেন, হতে পারে মুহাম্মদ ইবনে জাফর উভয় শব্দে রেওয়ায়াত করেছেন। একবার তা সহকারে আরেকবার তা ছাড়া। আবু দাঊদ র. তা শূন্য রেওয়ায়াতটি পেয়েছেন।

উম্মে হিশাম রা.-এর পরিচিতি ঃ তিনি হারিসা ইবনে নো'মানের কন্যা। তিনি সাহাবী। একদল রাবী তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৭ـ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ نَا مَرْوَانُ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ اُخْتِهَا رض قَالَتْ مَا اَخَذْتُ قَاف اِلَّا مِنْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُهَا فِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَابْنُ اَبِى الرِّجَالِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ اُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ رض ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

হাদীস নং ৭। মাহমুদ ইবনে খালিদ .... আমরার বোন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ। সূরাটি শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ থেকেই শিখেছি। তিনি সূরা কাফটি প্রতি জুমআয় তিলাওয়াত করতেন।

আবু দাউদ র. বলেন, সুলাইমানের রেওয়ায়াতের ন্যায় ইয়াহইয়া ইবনে আইউব ও ইবনে আবুর রিজাল ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ-আমরা-উম্মে হিশাম বিনতে হারিসা ইবনে নোমান সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُد وَكَذَا اى كَمَا رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيْدٍ كَمَا فِى سَنَدِ الْحَدِيْثِ رَوَاهُ يَحْيَى بنُ اَيُّوْبَ وَابنُ اَبِى الرِجَالِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ اُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ ـ

এখানে كذا বলে উদাহরণ দান শুধু সূরা কাফ জুমআতে পড়ার ক্ষেত্রে। কিন্তু এ উদাহরণটি বোধহয় সহীহ নয়। কারণ, ইবনে আবুর রিজালের হাদীসটি মুসনাদে আহমদেও আছে। তাতে রয়েছে–

قَالَتْ مَا اَخَذْتُ قَ وَالْقُرانِ الْمَجِيْدِ اِلَّا مِنْ وَرَاءِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى فِى الصُّبْحِ ـ

بَابُ اِسْتِئْذَانِ الْمُحْدِثِ لِلْاِمَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ উযু ভেঙ্গে গেলে ইমামকে কিভাবে অবহিত করে যাবে

١ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَصِّيْصِيُّ نَا حَجَّاجٌ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَحْدَثَ اَحَدُكُمْ فِى صَلَاتِهٖ فَلْيَاْخُذْ بِاَنْفِهٖ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَاَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَذْكُرَا عَائِشَةَ رض ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ـ

হাদীস ঃ ১। ইব্‌রাহীম ইব্‌নুল হাসান র. .... হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– যখন নামাযের মধ্যে তোমাদের কারো উযু ছুটে যায়, তখন সে যেন তার নাক ধরে বের হয়ে যায় (নাক ধরা উযু নষ্টের পরিচায়ক) ...... –ইবনে মাজাহ

আবু দাউদ র. বলেন, হাম্মাদ এটি হিশাম- তাঁর পিতা-নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আয়েশা রা.-এর সূত্র তারা দু'জন উল্লেখ করেননি। অর্থাৎ মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

قَالَ اَبُوْ دَاوُد رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَاَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا دَخَلَ وَالاِمَامُ يَخْطُبُ ـ

আবু দাঊদের সমস্ত কপিতে ইবারত- إذَا دَخَلَ الخ আছে। কিন্তু কানপুরের কপিতে এই ইবারতটি নেই। না হওয়াই সহীহ। কারণ, এই ইবারতটির কোন অর্থ মিলে না। মূলতঃ এখানে সম্ভবতঃ إذَا دَخَلَ শব্দটি লিপিকারের পক্ষ থেকে ভুলক্রমে লেখা হয়েছে। মূল ইবারত হবে- إذَا أَحْدَثَ وَالإمَامُ يَخْطُبُ, যেমন ইবনে জুরাইজ-হিশাম সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতটিতে আছে। বায়হাকীর রেওয়ায়াতে ফযল ইবনে মুসার সূত্রেও অনুরূপ আছে। ইমাম আবু দাউদ র. ইবনে জুরাইজের যে রেওয়ায়াতটি এনেছেন, তাতে আম্মার ইবনে সালামা এবং উসামার রেওয়ায়াতের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে জুরাইজ-হিশাম সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতে একতো إذا احدث আছে, আবার রেওয়ায়াতটি মুত্তাসিলও। কারণ, এতে হযরত আয়েশা রা.-এর উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু আম্মার ইবনে সালামা ও আবু উসামার রেওয়ায়াতে আছে إذَا دَخَلَ আবার রেওয়ায়াতটি মুত্তাসিলও নয়। কারণ, এতে 'হযরত আয়েশা' রা.-এর উল্লেখ নেই।

بَابُ التَّكْبِيْرِ فِي الْعِيْدَيْنِ.

অনুচ্ছেদ ঃ দু' ঈদের তাকবীর

٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ نَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ حَيَّانَ عَنْ أَبِيْ يَعْلَى الطَّائِفِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ فِي الْأُوْلَى سَبْعًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثم يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا ثم يَقْرَأُ ثم يَرْكَعُ.

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ وَكِيْعٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَا سَبْعًا وَخَمْسًا.

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ ثُمَّ زَيِّنْهُ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ. كَمْ تَكْبِيْرًا فِي صَلٰوةِ الْعِيْدَيْنِ؟ مَا الِاخْتِلَافُ فِيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ الْكِرَامِ؟ بَيِّنْ بِالْأَدِلَّةِ الْوَاضِحَةِ وَالْجَوَابِ عَنْ اِسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِيْنَ. أَوْضِحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاوُدَ رح.

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ.

হাদীস ঃ ৪। আবু তাওবা র. ...... আমর ইবনে শোআইব র. তাঁর পিতা ও দাদা সূত্রে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল-ফিতরের প্রথম রাক'আতে সাতটি তাক্‌বীর বলার পর কিরাআত পাঠ শুরু করতেন। কিরাআত শেষে তাক্‌বীর বলার পর প্রথম রাক'আত সমাপনান্তে দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য দণ্ডায়মান হয়ে চারবার তাক্‌বীর বলে কিরাআত শুরু করতেন এবং পরে রুকু করতেন। -ইবনে মাজাহ

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, এ হাদীসটি ওয়াকী ও ইবনে মুবারক র.ও বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁরা (প্রথম রাকআতে) ৭ বার এবং (দ্বিতীয় রাকআতে) ৫ বার তাকবীরের কথা বলেছেন।

ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর কয়টি

এই মাসআলাতে মতভেদ রয়েছে যে, দু' ঈদে অতিরিক্ত তাকবীর কয়টি।

○ ইমাম মালিক র.-এর মতে ১১টি তাকবীর। ৬টি প্রথম রাক'আতে (তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া), আর পাঁচটি দ্বিতীয় রাক'আতে। ইমাম শাফিঈ র. এর মতে ১২ তাকবীর। ৭টি প্রথম রাক'আতে (তাকবীরে তাহরীমা

ছাড়া)। আর ৫টি দ্বিতীয় রাক'আতে। ইমাম আহমদ র.-এর মাযহাব মালিকীদের অনুরূপ। তবে তাঁরা সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, উভয় রাক'আতে তাকবীরগুলো হবে কিরাআতের পূর্বে।

✪ হানাফীদের মতে অতিরিক্ত তাকবীর শুধু ৬টি। তিনটি প্রথম রাক'আতে কিরাআতের পূর্বে, আর তিনটি দ্বিতীয় রাক'আতে কিরাআতের পর।

১. ইমামত্রয়ের প্রমাণ– كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ সূত্রে বর্ণিত তিরমিযীর হাদীস। অবশ্য এতে ইমাম শাফিঈ র. 'প্রথম রাক'আতে ৭ তাকবীর' বাক্যটিকে সম্পূর্ণরূপে অতিরিক্ত তাকবীরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। আর মালিকী ও হাম্বলীগণ বলেন, এই সাত তাকবীরে একটি তাকবীরে তাহরীমাও অন্তর্ভুক্ত। এরূপভাবে তাদের মধ্যে একটি তাকবীর নিয়ে মতপার্থক্য হয়ে গেল।

✪ হানাফীগণ এ হাদীসের এই উত্তর দেন যে, এটি নির্ভর করে কাছীর ইবনে আব্দুল্লাহর উপর। তিনি খুবই দুর্বল। ইমাম তিরমিযী র. এই হাদীসটি সম্পর্কে যে 'হাসান' বলে মন্তব্য করেছেন, অন্যান্য মুহাদ্দিস এর উপর কঠোর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।

২. তাঁদের দ্বিতীয় প্রমাণ– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা.-এর মারফূ' হাদীস–

اَلتَّكْبِيْرُ فِى الْفِطْرِ سَبْعٌ فِى الْاُوْلٰى وَخَمْسٌ فِى الْاٰخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا ـ

'ঈদুল ফিতরে প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর। দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর। আর উভয় রাক'আতে কিরাআত হবে এর পরে।' –আবু দাউদ ঃ ১/১৬৩

কিন্তু এই হাদীসটি নির্ভর করে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান তায়েফীর উপর। তিনিও দুর্বল।

৩. তাঁদের তৃতীয় প্রমাণ আবূ দাউদে বর্ণিত হযরত আয়েশা রা. এর রেওয়ায়াত–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِى الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى فِى الْاُوْلٰى سَبْعَ تَكْبِيْرَاتٍ وَفِى الثَّانِيَةِ خَمْسًا

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহায় তাকবীর দিতেন। প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর।' –আবু দাউদ ঃ ১/১৬৩

কিন্তু এটি নির্ভর করে ইবনে লাহী'আর উপর। যার দুর্বলতা প্রসিদ্ধ। তাঁদের মাযহাবের স্বপক্ষে আরো প্রমাণাদি আছে; কিন্তু সবগুলোই দুর্বল।

হানাফীদের প্রমাণাদি

১. হানাফীদের প্রথম দলীল সুনানে আবূ দাউদে বর্ণিত মাকহূলের রেওয়ায়াত–

اَخْبَرَنِى اَبُوْ عَائِشَةَ جَلِيْسٌ لِاَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوْسَى الْأَشْعَرِىَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ رضـ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِى الْأَضْحٰى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُوْ مُوْسٰى رضـ كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبعًا، تَكْبِيْرَةً عَلَى الْجَنَائِزِ (اَىْ مِثْلَ تَكْبِيْرَةٍ عَلَى الْجَنَائِزِ) فَقَالَ حُذَيْفَةُ رضـ صَدَقَ، فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى رضـ كَذٰلِكَ كُنْتُ اُكَبِّرُ فِى الْبَصْرَةِ حِيْنَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ، قَالَ اَبُوْ عَائِشَةَ وَاَنَا حَاضِرٌ سَعِيْدُ بْنُ الْعَاصِ رضـ ـ

'হযরত আবূ হোরায়রা রা.-এর সাথী আবূ আয়েশা বর্ণনা করেছেন যে, সাঈদ ইবনুল আস হযরত আবূ মূসা আশআরী রা. ও হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রা.-কে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহা ও ফিতরে কিরূপ তাকবীর দিতেন? হযরত আবূ মূসা রা. বললেন, চার তাকবীর দিতেন, জানাযার তাকবীরের ন্যায়। হযরত হুযাইফা রা. বললেন, তিনি সত্য বলেছেন। এতদশ্রবণে হযরত আবূ মূসা রা. বললেন, আমি যখন বসরার গভর্নর ছিলাম, তখন আমি অনুরূপ তাকবীর দিতাম। আবূ আয়েশা বলেন, আমি তখন সাদ ইবনুল আস রা.-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম।'

–আবূ দাউদ ঃ ১/১৬৩

এই হাদীসে চার তাকবীরের উল্লেখ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হল, তাকবীরে তাহরীমা। আর তিনটি অতিরিক্ত। এই হাদীসটি দুটি হাদীসের স্থলাভিষিক্ত। কারণ, এতে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত হুযায়ফা রা. হযরত আবূ মূসা রা.-এর সত্যায়ন করেছেন।

এ হাদীসের বর্ণনাকারী আবদুর রহমান ইবনে সাওবান সম্পর্কে কেউ কেউ দুর্বলতার অভিযোগ করলেও তত্ত্বজ্ঞানী মুহাদ্দিসীনের মতে তিনি হাসান পর্যায়ের রাবী।

২. হানাফীদের দ্বিতীয় প্রমাণ হযরত ইবনে আব্বাস রা., হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রা. এবং হযরত ইবনে মাসউদ রা. প্রমুখের আমল। আবার তাবিঈনের একটি বিরাট সংখ্যকের মাযহাবও হানাফীদের অনুকূল।

–মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক ঃ ৩/২৯৩, ৩৯৫

৩. হানাফীদের তৃতীয় প্রমাণ ইবরাহীম নাখঈর রেওয়ায়াত–

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত হল, অথচ লোকজন তখন জানাযার তাকবীর সম্পর্কে মতবিরোধ করছিল। অতঃপর এই ইখতিলাফের উপর লোকজন ছিল। এভাবে হযরত আবূ বকর রা. এরও ওফাত হয়ে গেল। যখন হযরত উমর রা. শাসক নির্বাচিত হলেন, আর তিনি এ প্রসঙ্গে লোকজনের মতপার্থক্য প্রত্যক্ষ করলেন, তখন তাঁর কাছে বিষয়টি খুব ভারি মনে হল। ফলে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিছু সংখ্যক সাহাবী মনীষীর নিকট সংবাদ পাঠালেন। তিনি বললেন, আপনারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী সম্প্রদায়। যতক্ষণ পর্যন্ত লোকজনের সামনে ইখতিলাফ করতে থাকবেন আপনাদের পরবর্তীগণও মতানৈক্যে লিপ্ত থাকবে। আর যখন কোন বিষয়ে একমত হবেন লোকজনও তার উপর একমত হয়ে যাবে। অতএব, আপনারা কোন একটি সর্বসম্মত বিষয়ের চিন্তা করুন। যেন তিনি তাঁদেরকে সচেতন করলেন। তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। আমীরুল মু'মিনীন! আপনি যে রায় পোষণ করেন, আমাদেরকে তার পরামর্শ দিন। তখন উমর রা. বললেন, বরং আপনারা আমাকে পরামর্শ দিন। কারণ, আমি তো আপনাদেরই মতো একজন মানুষ। অতএব, তাঁরা নিজেদের মধ্যে এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ফিকির করলেন। বাদানুবাদ করলেন। অতঃপর তাঁরা এ বিষয়ে একমত হয়ে জানাযার মধ্যে ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের তাকবীরের ন্যায় চার তাকবীর নির্ধারণ করলেন। এর উপর তাদের সবার ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হল।'

এতে বোঝা গেল, হযরত উমর রা. এর যামানায় দু' ঈদে চারটি করে তাকবীর হওয়ার ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

আল্লামা ইবনে রুশদ র. বিদায়াতুল মুজতাহিদে লিখেছেন যে, ঈদের তাকবীর সংখ্যা সম্পর্কে কোন মারফূ' হাদীস সহীহরূপে প্রমাণিত নেই। তিনি এ সম্পর্কে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র.-এর উক্তিও বর্ণনা করেছেন। 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দু' ঈদের তাকবীর সম্পর্কে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত নেই।' ইবনে রুশদ বলেন, 'এ কারণে বিভিন্ন ইসলামী আইনবিদ বিভিন্ন সাহাবীর আমল দ্বারা প্রমাণ পেশ করে করে স্ব-স্ব মাযহাব নির্ধারণ করেছেন। তাছাড়া এই মতানৈক্যটি উত্তমতার ক্ষেত্রে। নামায সর্বসম্মতিক্রমে সর্বপ্রকারেই হয়ে যায়।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ وَكِيعٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَا سَبْعًا وَخَمْسًا .

সারমর্ম হল, এ হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান থেকে মু'তামিরও বর্ণনা করেছেন। এটি হল তৃতীয় হাদীস। এতে আছে- سَبْعٌ فِى الْاُوْلٰى وَخَمْسٌ فِى الْاٰخِرَةِ ওয়াকী' এবং ইবনে মুবারক ও আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান সে আবু লায়লা, যার থেকে চতুর্থ হাদীসটি সুলাইমান ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি দ্বিতীয় রাকআতে اَرْبَعًا বর্ণনা করেছেন। যেন ইমাম আবু দাউদ র. সুলাইমান ইবনে হাব্বানের রেওয়ায়াতটিকে তাঁদের রেওয়ায়াতের বিরোধিতার কারণে শায হবার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কারণ, اَرْبَعًا কারও রেওয়ায়াতে নেই।

جُمَّاعُ اَبْوَابِ صَلٰوةِ الْاِسْتِسْقَاءِ وَتَفْرِيْعِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতুল ইসতিসকা ও তার ব্যাপক শাখা-প্রশাখা সংক্রান্ত

٢ـ حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَا اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ وَيُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِى عَبَّادُ بْنُ تَمِيْمٍ الْمَازِنِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا يَسْتَسْقِى فَحَوَّلَ اِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ اِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ وَقَرَئَ فِيْهِمَا زَادَ ابْنُ السَّرْحِ يُرِيْدُ الْجَهْرَ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ২। ইব্নুস সারহ্ র. ...... আব্বাদ ইবনে তামীম মাযিনী র. সূত্রে বর্ণিত, তিনি তাঁর চাচা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীকে বলতে শুনেছেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসতিস্কার নামায আদায় করতে গিয়ে লোকদের দিকে পিঠ দিয়ে আল্লাহু জাল্লা জালালুহুর নিকট বৃষ্টির জন্য দু'আ করেন।

রাবী সুলাইমান ইবনে দাউদের বর্ণনায় আছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলামুখী হয়ে তাঁর চাদর উল্টিয়ে গায়ে দিয়ে দু' রাক'আত নামায আদায় করেন। ইবনে আবু যিবের বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত নামাযে দু'রাকআতে কিরাআত পড়েছেন। ইবনুস সারহ বলেন, মানে সশব্দে পাঠ করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি- قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

সারকথা, এ হাদীসে ইমাম আবু দাউদ র. -এর উস্তাদ দু'জন- ১. সুলাইমান ইবনে দাউদ আলআতাকী, ২. ইবনুস সারহ।

সুলাইমান ইবনে দাউদ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ উল্লেখ করেছেন। ইবনুস সারহ তা উল্লেখ করেননি। তার পরবর্তীতে উভয় উস্তাদ একমত।

قَالَ ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ وَقَرَأَ فِيهِمَا زَادَ ابْنُ السَّرْحِ يُرِيدُ الْجَهْرَ ـ

অর্থাৎ, যুহরী থেকে ইবনে আবু যিব এবং ইউনুস উভয়ই হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবু যিব বলেছেন قَرَأَ فِيهِمَا যার অর্থ ইবনুস সারহ বর্ণনা করেছেন সশব্দে পড়া। যেমন উপরোক্ত মা'মারের হাদীসেও جَهْر-এর উল্লেখ রয়েছে।

٧ـ حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ نَحْوَهُ قَالَا حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ نَا هِشَامُ بْنُ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كِنَانَةَ اَخْبَرَنِى اَبِى قَالَ اَرْسَلَنِى الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عُقْبَةَ وَكَانَ اَمِيرَ الْمَدِينَةِ اِلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ اَسْاَلُهُ عَنْ صَلٰوةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِى الاِسْتِسْقَاءِ . فَقَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مُبْتَذِلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتّٰى اَتَى الْمُصَلّٰى زَادَ عُثْمَانُ فَرَقِىَ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ اِتَّفَقَا فَلَمْ يَخْطُبْ خُطَبَكُمْ هٰذِهٖ وَلٰكِنْ لَمْ يَزَلْ فِى الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ ثم صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّى فِى الْعِيدِ ـ

قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَالاَخْبَارُ لِلنُّفَيْلِىِّ وَالصَّوَابُ ابْنُ عُتْبَةَ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الاِمَامُ اَبُو دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ـ

হাদীস ঃ ৭। নুফায়লী ও উসমান ইবনে আবু শায়বা র. ....ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ পোশাক পরিধান করে বিনম্র হৃদয়ে ইসতিস্কার নামায আদায়ের জন্য মাঠে যান। অতঃপর তিনি মিম্বরে উঠেন। (রাবী উসমানের মত) এ সময় তিনি সাধারণ নামাযের খুত্বার অনুরূপ খুতবা না দিয়ে সম্পূর্ণ সময়টি কাকুতি-মিনতির সাথে দু'আ ও তাকবীরের মধ্যে অতিবাহিত করেন। অতঃপর তিনি ঈদের নামাযের মত দুই রাক'আত নামায আদায় করেন। —নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ نَحْوَهُ اى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ مِثْلَ مَاحَدَّثَنَاهُ النُّفَيْلِىُّ يَعْنِى مَعْنَى حَدِيثِهِمَا وَاحِدٌ وَاِنْ اِخْتَلَفَا فِى بَعْضِ الاَلْفَاظِ ـ

قَالَ عُثْمَانُ ابْنُ عُقْبَةَ অর্থাৎ, নুফাইলী এবং উসমান এ শব্দটি সম্পর্কে ইখতিলাফ করেছেন। নুফাইলী 'ইবনে উতবা' বলেছেন, আর উসমান বলেছেন, ইবনে 'উকবা'।

فَرَقِىَ عَلَى الْمِنْبَرِ زَادَ عُثْمَانُ فَرَقِىَ عَلَى الْمِنْبَرِ ـ ঃ এ বাক্যটি নুফাইলীর রেওয়ায়াতে নেই।

قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَالاَخْبَارُ لِلنُّفَيْلِىِّ وَالصَّوَابُ ابْنُ عُتْبَةَ ـ

এ শব্দ নুফায়লীর। উভয় উস্তাদের ব্যাপারে যে ইবনে উকবা ও ইবনে উতবার পার্থক্য রয়েছে, এতে সহীহ হল, ইবনে উতবা, ইবনে উকবা নয়।

اَبْوَابُ صَلٰوةِ السَّفَرِ
সফরের নামায

بَابُ صَلٰوةِ الْمُسَافِرِ
অনুচ্ছেদ ঃ মুসাফিরের নামায

٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَا نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ عَمَّارٍ يُحَدِّثُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اَبُوْ عَاصِمٍ وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ بَكْرٍ -

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ - اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ -
اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ -

হাদীস ঃ ৩। আহ্‌মদ ইবনে হাম্বল র. .... আবদুল্লাহ ইবনে আবু আম্মার র. হতে বর্ণিত, তিনি পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَا اَنَا بْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ عَمَّارٍ يُحَدِّثُ فَذَكَرَهُ -

ইমাম আবু দাউদ র. এর উদ্দেশ্য, এ হাদীসের সনদগত ইখতিলাফের বিবরণ দান। এ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদীসটি ইয়াহইয়া আল কাত্তান ও আবদুর রায্‌যাক– ইবনে জুরাইজ–আবদুর রহমান ইবনে আবু আম্মার– আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। যেমন দ্বিতীয় হাদীসে আছে। আবু দাউদ এই সনদে আবদুর রায্‌যাক ও মুহাম্মদ ইবনে বকরের রেওয়ায়াতটি ইবনে জুরাইজ থেকে আবদুর রহমানের সূত্র ছাড়া আবদুল্লাহ ইবনে আবু আম্মার থেকে বর্ণনা করছেন। ইমাম আবু দাউদ র. সামনে গিয়ে বলেন– قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اَبُوْ عَاصِمٍ وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ بَكْرٍ ইমাম আবু দাউদ র. এ কথা বলে ইবনে বকরের রেওয়ায়াতটিকে প্রাধান্য দিতে চাইছেন। কারণ, ইবনে বকর ও হাম্মাদ ইবনে মাস'আদাও বর্ণনা করেছেন। তাতে মুহাম্মদ ইবনে বকর আবদুর রহমানের সূত্র ছাড়া বর্ণনা করেছেন। অতএব, ইবনে বকরের হাদীসটির প্রাধান্য হবে।

কিন্তু হযরত সাহারানপুরী র. বলেন, এ রেওয়ায়াতটির প্রাধান্যের প্রয়োজন কি? কারণ, ইমাম মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ এবং তাহাভী র. আবদুর রহমান সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হতে পারে ইবনে জুরাইজ উভয় থেকে শুনেছেন।

بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ দু' নামায একত্রে আদায় করা

٣ـ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ نَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبِ الرَّمْلِيِّ الْهَمْدَانِيّ نَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فُضَالَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضـ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ فِى غَزْوَةِ تَبُوكَ اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَاَنْ يَرْتَحِلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الظُّهْرَ حَتّٰى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ وَفِى الْمَغْرِبِ مِثْلَ ذَالِكَ اَنْ غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَاَنْ يَرْتَحِلَ قَبْلَ اَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتّٰى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا ـ

قَالَ اَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ الْمُفَضَّلِ وَاللَّيْثِ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزِيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُو دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ৩। ইয়াযীদ ইবনে খালিদ র. ...... মুআয ইবনে জাবাল রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাবূকের যুদ্ধে রওয়ানার পূর্বে সূর্য হেলে পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করতেন এবং সূর্য হেলে পড়ার পূর্বে রওয়ানা করলে তিনি জোহর দেরীতে পড়তেন এবং আসর আদায়ের জন্য নামতেন। তিনি মাগরিবেও তাই করতেন, অর্থাৎ রওয়ানার পূর্বে সূর্যাস্ত হলে তিনি মাগরিব এবং ইশা তার প্রথম সময়ে একত্রে আদায় করতেন, আর রওয়ানা হওয়ার পরে সূর্যাস্ত হলে তিনি মাগরিব বিলম্ব করে ইশার সাথে একত্রে পড়তেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ـ

যেহেতু এসব হাদীস সফরে দুই নামায একত্রে পড়ার প্রমাণ, অথচ শাফিঈ ও হাম্বলীগণ একত্রিকরণকে প্রকৃত অর্থে প্রয়োগ করেন, সেহেতু বোধহয় ইমাম আবু দাউদ র. এ উক্তি দ্বারা নামায একত্রিকরণের প্রমাণ হাদীসগুলোর সমর্থন করছেন। কারণ, মু'আয ইবনে জাবাল রা.-এর হাদীসের সমর্থন ইবনে আব্বাস রা.-এর রেওয়ায়াত দ্বারাও হয়।

٤ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ اَبِى مَوْدُودٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ اَبِى يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ مَاجَمَعَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَطُّ فِى السَّفَرِ اِلَّا مَرَّةً ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا يَرْوِىْ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض مَوْقُوْفًا عَلٰى ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّهٗ لَمْ يَرَ ابْنَ عُمَرَ رض جَمَعَ بَيْنَهُمَا قَطُّ اِلَّا تِلْكَ اللَّيْلَةَ يَعْنِى لَيْلَةَ اِسْتُصْرِخَ عَلٰى صَفِيَّةَ وَرُوِىَ مِنْ حَدِيْثِ مَكْحُوْلٍ عَنْ نَافِعٍ اَنَّهٗ رَاَى ابْنَ عُمَرَ رض فَعَلَ ذَالِكَ مَرَّةً او مَرَّتَيْنِ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ـ

হাদীস ঃ ৪। কুতাইবা র. .... ইবনে উমর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরকালে এক বারের অধিক মাগ্‌রিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করেননি।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি মতে অন্য এক বর্ণনায় নাফি র. বলেছেন যে, হযরত সাফিয়্যা রা.-এর মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তির পর ইবনে উমর রা.কে তিনি সেই রাতেই শুধু মাগ্‌রিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করতে দেখেছেন। হযরত নাফি র. হতে অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি ইবনে উমর রা.-কে এক বা দুইবার দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করতে দেখেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا يُرْوٰى عَنْ اَيُّوبَ ـ

ইমাম আবু দাউদ র. এর উদ্দেশ্য, সুলাইমান ইবনে আবু ইয়াহইয়া– ইবনে উমর রা. সূত্রে বর্ণিত মারফূ রেওয়ায়াতটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করা। অর্থাৎ, এটি মারফূ নয়। হযরত ইবনে উমর রা.-এর কর্ম তাঁর উপর মাওকূফ।

কিন্তু এখানে মাওকূফকে প্রাধান্য দান অথবা মারফূকে দুর্বল সাব্যস্ত করার প্রয়োজন নেই। কারণ, এ মারফূ' এবং মাওকূফের মাঝে কোন বৈপরিত্য নেই। উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব। এর পন্থা হল, নাফি' ইবনে উমর রা. থেকে শুনে মারফূ বর্ণনা করেছেন। আর ইবনে উমর রা.-এর কর্ম দেখে মাওকূফ আকারে বর্ণনা করেছেন। উভয়ের মাঝে কোন সংঘর্ষ নেই।

رُوِىَ مِنْ حَدِيْثِ مَكْحُوْلٍ الخ ـ উপরোক্ত উক্তি দ্বারা হাদীস মাওকূফ হওয়ার যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এ উক্তি দ্বারা শক্তি যোগানো উদ্দেশ্য।

হযরত সাহারানপুরী র. বলেন, এ তা'লীকটি আমার নিকট মওজুদ গ্রন্থাবলীতে পাইনি।

٥ـ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا فِىْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ قَالَ مَالِكٌ اَرٰى ذَالِكَ كَانَ فِىْ مَطَرٍ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ نَحْوَهٗ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ وَرَوَاهُ قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ فِىْ سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا اِلٰى تَبُوْكَ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

হাদীস ঃ ৫। কা'নাবী র. .... হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভয়ভীতি ও সফরকালীন সময় ছাড়াও জোহর ও আসর এবং মাগ্‌রিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করেছেন।

রাবী মালিক র. বলেন, সম্ভবতঃ তিনি বৃষ্টির কারণে এরূপ করেন। আবুয-যুবাইর হতে অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে– আমরা তাবূকের যুদ্ধের সফরে এরূপ করেছিলাম। –মুসলিম, নাসাঈ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ مَالِكٌ اُرٰى ذَالِكَ كَانَ فِىْ مَطَرٍ ـ অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জোহর, আসর এরূপভাবে মাগরিব ও ইশা একত্রিত করেছেন, এটি না সফরের অবস্থায় ছিল, না শংকার অবস্থায়। অতএব, ইমাম মালিক র. এ একত্রিকরণের বিষয়টির সামঞ্জস্য বিধান এভাবে করেছেন যে, আমার মতে এ দু'ওয়াক্ত নামায একত্রিকরণের কারণ ছিল বৃষ্টি। ইমাম মালিক র.-এর কারণ, ইবনে আব্বাস রা.-এর পরবর্তী হাদীসের পরিপন্থী। হাদীসটি হল–

قَالَ جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ الْعِشَاءِ بِالْمَدِيْنَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ ـ

এ কারণে ইবনুল মুনযির র.ও বলেন, এ হাদীসটিতে দু'নামায একত্রিকরণকে কোন ওজরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা কিভাবে সহীহ হতে পারে? অথচ যখন ইবনে আব্বাস রা.-কে প্রশ্ন করা হয়েছে এই একত্রিকরণ কিভাবে হয়েছিল? তিনি উত্তরে বললেন– اَرَادَ اَنْ لَا يُحْرِجَ اُمَّتَهٗ

তাছাড়া ইমাম মালিক র. তো জোহর ও আসর নামায বৃষ্টির কারণে একত্রিকরণ জায়েযই মনে করেন না। কাজেই এই একত্রিকরণকে বৃষ্টির অবস্থার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যথার্থ হয় কিভাবে? কাজেই এই একত্রিকরণকে বাহ্যিক একত্রে আদায়ের অর্থে প্রয়োগ করা হবে।

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ ـ

মোটকথা, ইমাম মালিক র. আবুয যুবাইর মক্কী থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, এটি মক্কী থেকে হাম্মাদ ইবনে সালামাও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাম্মাদ ইবনে সালামার রেওয়ায়াতে মাগরিব ও ইশার উল্লেখ নেই। তাঁর শব্দগুলো হল–

اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالْمَدِيْنَةِ فِىْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ وَرَوَاهُ قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ فِىْ سَفَرَةٍ سَافَرْنَاهَا اِلٰى تَبُوْكَ ـ

এ তা'লীকটি ইমাম মুসলিম র.ও স্বীয় সহীহে মাওসূলরূপে এনেছেন–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلٰوةِ فِىْ سَفَرٍ سَافَرْنَاهَا فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، قَالَ سَعِيْدٌ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رض مَاحَمَلَهٗ عَلٰى ذَالِكَ؟ قَالَ اَنْ لَا يُحْرِجَ اُمَّتَهٗ ـ

আবূ দাউদের বাহ্যিক বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায়, ইমাম মালিক র.-এর রেওয়ায়াত এবং কুররা ইবনে খালিদের রেওয়ায়াত একই। উভয়টিতে পার্থক্য হল, ইমাম মালিক র.-এর রেওয়ায়াতে আছে- غَيْرَ سَفَرٍ আর কুররার রেওয়ায়াতে আছে- فِي سَفَرَةٍ سَافَرْنَاهَا

অতএব, উত্তর দেয়া যায় যে, উভয়ের মাঝে মূলপাঠগত পার্থক্যের বিষয়টির বিবরণ দেয়ার জন্য ইমাম আবু দাউদ র. এখানে উভয়টি উল্লেখ করেছেন। বাকি ঐক্য দ্বারা উদ্দেশ্য, উভয়টি সনদগতভাবে একই।

٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَاقِدٍ أَنَّ مُؤَذِّنَ ابْنَ عُمَرَ رض قَالَ الصَّلٰوةُ قَالَ سِرْ سِرْحَتّٰى إِذَا كَانَ قَبْلَ غُيُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ انْتَظَرَ حَتّٰى غَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ صَنَعَ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتُ فَسَارَ فِي ذَالِكَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَسِيْرَةَ ثَلَاثٍ -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جَابِرٍ عَنْ نَافِعٍ نَحْوَ هٰذَا بِإِسْنَادِهِ -

اَلسُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ - أَوْضِحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رح -

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ -

হাদীস ঃ ৭। মুহাম্মাদ ইবনে উবাইদ র. .... আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াকিদ র. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার হযরত ইবনে উমর রা.-এর মুআয্যিন নামাযের সময় আস্-সালাত (নামাযে আসুন) শব্দ উচ্চারণ করে তাঁকে ডাকলে তিনি বললেন, চলো, চলো। অতঃপর তিনি পশ্চিমাকাশের সাদা বর্ণ দূরীভূত হওয়ার প্রাক্কালে বাহন হতে অবতরণ করে মাগরিবের নামায আদায় করেন এবং এরপর সামান্য অপেক্ষা করে পশ্চিমাকাশের সাদাবর্ণ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হলে তিনি ইশার নামায আদায় করেন, অতঃপর বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন জরুরী কাজে রত থাকলে তিনি এরূপ করতেন, যেরূপ আমি করেছি। তিনি সেই দিন ও রাতের সফরে তিন দিনের রাস্তা অতিক্রম করেন (অর্থাৎ, তিনি দ্রুত পথ অতিক্রম করেন)।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جَابِرٍ عَنْ نَافِعٍ نَحْوَ هٰذَا -

এই তালীক দ্বারা উদ্দেশ্য আলোচ্য হাদীসটিকে শক্তিশালী করা। কারণ, নাফি' এ হাদীসটি ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। যার মুতাবি' আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াকিদের হাদীস। অতঃপর, নাফি' থেকে ফুযাইল ইবনে গাযওয়ান বর্ণনা করেছেন। ইবনে জাবিরের রেওয়ায়াত এর মুতাবি'। অতএব, এর শক্তি অর্জিত হল।

٨- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِي أَنَا عِيْسٰى عَنِ ابْنِ جَابِرٍ بِهٰذَا الْمَعْنٰى، قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ حَتّٰى إِذَا كَانَ عِنْدَ ذِهَابِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا -

হাদীস ঃ ৮। ইব্রাহীম র. ...... ইবনে জাবির র. থেকে এই সনদেও উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে অপর এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, তিনি সেদিন পশ্চিমাকাশের সাদা বর্ণ উধাও হওয়ার সময় বাহন হতে অবতরণ করে মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করেন।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ نَافِعٍ .

এ তা'লীক দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য, ফুযাইল ইবনে গাযওয়ান এবং ইবনে জাবিরের রেওয়ায়াতটিকে শক্তিশালী করা।

٩. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ ثَمَانِيًا وَسَبْعًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ . وَلَمْ يَقُلْ سُلَيْمَانُ وَمُسَدَّدٌ بِنَا

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ فِيْ غَيْرِ مَطَرٍ .

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . اَوْضِحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاوُدَ رحـ .

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস ঃ ৯। সুলাইমান ইবনে হারব্ ও আমর ইবনে আওন র. .... ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাতে অবস্থানকালে জোহরের (শেষ সময়) চার রাক'আত এবং আসরের (প্রথম সময়ে) চার রাক'আত মোট আট রাক'আত এবং মাগরিব ও ইশার নামায ঐরূপে একত্রে সাত রাক'আত আদায় করেন। –বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ

অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, বৃষ্টি না থাকা সত্ত্বেও তিনি এরূপে দুই নামায একত্রে আদায় করেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَقُلْ سُلَيْمَانُ وَمُسَدَّدٌ بِنَا .

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, তাঁর তিনজন উস্তাদ রয়েছেন– ১. সুলাইমান, ২. মুসাদ্দাদ, ৩. আমর ইবনে আওন। সুলাইমান ও মুসাদ্দাদ بِنَا বলেননি। আমর ইবনে আওন বলেছেন।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ فِيْ غَيْرِ مَطَرٍ .

অর্থাৎ, এ হাদীসটি সালিহ মাওলাত তাওআমাও বর্ণনা করেছেন ইবনে আব্বাস রা.থেকে। কিন্তু এতে غَيْرِ مَطَرٍ ও উল্লেখ করেছেন।

١١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ جَارُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ بَيْنَهُمَا عَشَرَةُ أَمْيَالٍ يَعْنِيْ بَيْنَ مَكَّةَ وَسَرِفَ .

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . اَوْضِحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاوُدَ رحـ .

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস ঃ ১১। মুহাম্মদ ইবনে হিশাম র. ..... হিশাম ইবনে সাদ র. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা ও সারিফ নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যকার দূরত্ব দশ মাইল (কেউ কেউ ছয়/সাত মাইলের কথাও উল্লেখ করেছেন)।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ اَخِيهِ سَالِمٍ رَوَاهُ ابْنُ اَبِى نُجَيْمٍ عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِهَابٍ .

যেহেতু শাফাক উধাও হয়ে যাওয়ার পর মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায়করণ প্রমাণিত হল ইবনে দিনারের হাদীস দ্বারা, সেহেতু এর সমর্থনের জন্য বোধহয় এ দুটি রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন যে, জমা দ্বারা উদ্দেশ্য প্রকৃত অর্থে একত্রিকরণই। এজন্য এ তালীকটি ইমাম নাসাঈও উল্লেখ করেছেন, তাতে আছে حَتّٰى ذَهَبَ بَيَاضُ الْاُفُقِ। কিন্তু এর দ্বারা এর সমর্থন এজন্য হতে পারে না যে, সম্ভবতঃ দিগন্তের শুভ্রতা দ্বারা প্রথম রাতের শুভ্রতা উদ্দেশ্য যা সূর্যাস্তের প্রথম সময়ে হয়ে থাকে। অথবা উদ্দেশ্য– حَتّٰى قُرْبَ ذِهَابُ بَيَاضِ الْاُفُقِ । কারণ, নাফি' ও আবদুল্লাহর আগের হাদীস দ্বারা এটাই বুঝা যায়। আর যেসব রেওয়ায়াতে حَتّٰى غَابَ الشَّفَقُ এসেছে, সেগুলোতেও قُرْبَ غَيْبُوبَةُ الشَّفَقِ উদ্দেশ্য। কারণ, এগুলোতে মাগরিব নামাযের পর ইশার নামাযের উল্লেখ সুস্পষ্ট ভাষায় রয়েছে। কাজেই غَابَ الشَّفَقُ এবং ذَهَبَ তে এরূপ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে যাতে উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের পন্থা বেরিয়ে আসে।

١٢ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ قَالَ رَبِيعَةُ يَعْنِى كَتَبَ اِلَيْهِ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَاَنَا عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض فَسِرْنَا فَلَمَّا رَأَيْنَا قَدْ اَمْسٰى قُلْنَا اَلصَّلٰوةُ فَسَارَ حَتّٰى غَابَ الشَّفَقُ وَتَصَوَّبَتِ النُّجُومُ ثُمَّ اِنَّهُ نَزَلَ فَصَلَّى الصَّلٰوتَيْنِ جَمِيعًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَدَّبِهِ السَّيْرُ صَلّٰى صَلَاتِى هٰذِهٖ يَقُولُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ لَيْلٍ .

قَالَ اَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَخِيهِ عَنْ سَالِمٍ رَوَاهُ ابْنُ اَبِى نَجِيحٍ عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ذُوَيْبٍ اَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا مِنِ ابْنِ عُمَرَ رض كَانَ بَعْدَ غُيُوبِ الشَّفَقِ .

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُو دَاوُدَ رحـ .

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস ঃ ১২। আব্দুল মালিক ইবনে শোআইব র. .... হযরত আবদুল্লাহ ইবনে দীনার র. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি ইবনে উমর রা.-এর সাথে ছিলাম এবং সূর্য ডুবে গিয়েছিল, ঐ সময় তিনি সফরে পথ অতিক্রম করছিলেন। যখন আমরা 'আস্-সালাত্' বলি, তখনও তিনি পথ অতিক্রম করতেই থাকেন। অতঃপর যখন পশ্চিমাকাশের লালিমা বিদূরিত হল এবং তারকারাজির আলো স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হল, তখন তিনি অবতরণ করে মাগ্রিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সফরকালীন সময়ে জরুরী অবস্থায় এরূপে নামায আদায় করতে দেখেছি।

ইমাম আবু দাউদের উক্তি মতে রাবী বলেন, রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ দু'নামায একত্রে আদায় করতেন। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, ইবনে উমর রা. আকাশ প্রান্তের লাল বর্ণ অতিক্রান্ত হওয়ার পর দু'নামায একত্রে আদায় করতেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ مُفَضَّلٌ قَاضِي مِصْرَ .

উদ্দেশ্য হল, মুফাযযলের পরিচয় দান। তিনি মিসরের বিচারপতি ছিলেন। তাঁর দোয়া কবুল হত।

١٤ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ جَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُقَيْلٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بِإِسْنَادِهٖ قَالَ وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتّٰى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ عِشَاءٍ حِيْنَ يَغِيْبُ الشَّفَقُ .

হাদীস ঃ ১৪। সুলাইমান ইবনে দাউদ র. .... উকাইল র. হতে এ সনদে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, তিনি অনুরূপ পশ্চিমাকাশে লালিমা দূরীভূত হওয়ার পর মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করেছেন। —বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَرْوِ هٰذَا الْحَدِيْثَ إِلَّا قُتَيْبَةُ وَحْدَهُ .

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হাদীসটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করা এবং শায হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা। কারণ, এ হাদীসটি হাফিজে হাদীস নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীরাও লাইস থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে আগে একত্রিকরণের উল্লেখ নেই, শুধু কুতাইবা আগে একত্রিকরণের কথা উল্লেখ করেছেন। কাজেই হাদীসটি শায।

بَابُ مَتٰى يُتِمُّ الْمُسَافِرُ

অনুচ্ছেদ ঃ কখন মুসাফির (নামায) পূর্ণাঙ্গ আদায় করবে

٣ـ حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ اَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ يَقْصُرُ الصَّلٰوةَ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ الْوَهْبِيُّ وَسَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ لَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ ابْنَ عَبَّاسٍ رض .

اَلسُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ الْقَصْرُ وَاجِبٌ او جَائِزٌ؟ بَيِّنْ مَذَاهِبَ الأَئِمَّةِ مَعَ الدَّلَائِلِ وَالْجَوَابِ عَنْ إستدلال الْمُخَالِفِيْنَ ـ أَوْضِحْ مَا قَالَ الإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رحـ .

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

হাদীস ঃ ৩। নুফাইলী র. .... হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের সময় সেখানে পনের দিন অবস্থান করেন এবং সে সময় তিনি নামায 'কসর' করেন।

–ইবনে মাজাহ, নাসাঈ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هٰذَا الْحَدِيثَ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ وَسَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ رض۔

উদ্দেশ্য মুহাম্মদ ইবনে সালামা– মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক– যুহরী– উবাইদুল্লাহ– ইবনে আব্বাস সূত্রে মুসনাদ আকারে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এটি গায়রে মাহফূজ।

সহীহ হল, আবদা ইবনে সুলাইমান, আহমদ ইবনে খালিদ আল ওয়াহাবী এবং সালামা ইবনুল ফযল– ইবনে ইসহাক সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। তাতে ইবনে আব্বাস রা.-এর উল্লেখ নেই। বায়হাকী তাঁর সুনানে অনুরূপ মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

কসর ওয়াজিব, না জায়েয

সফরে কসরের (চার রাক'আত নামায অর্ধেক হওয়ার) বিধিবদ্ধতা ইজমাঈ বিষয়। অবশ্য এতে মতবিরোধ রয়েছে যে, কসর ওয়াজিব, না জায়িয।

✪ হানাফীদের মতে কসর আযীমত তথা ওয়াজিব। অতএব, এটা ছেড়ে পূর্ণ নামায আদায় করা জায়িয নেই। ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ র. এর একটি রেওয়ায়াত অনুরূপ রয়েছে। অপর রেওয়ায়াতে কসরকে উত্তম সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর পরিপন্থী ইমাম শাফিঈ র. এর মতে কসর হল রুখসত। তথা এর অবকাশ রয়েছে। সম্পূর্ণ আদায় করা শুধু জায়িয নয় বরং উত্তম।

শাফিঈদের প্রমাণাদি

১. ইমাম শাফিঈ র. এর প্রমাণ কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াত–

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰوةِ۔

'তোমরা যখন পৃথিবীতে সফর করবে তখন তোমাদের নামাযে কসর করাতে কোন দোষ নেই।' –সূরা নিসা ঃ ১০১

এতে لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ শব্দ প্রমাণ করেছে যে, কসর করাতে কোন দোষ নেই। এই শব্দটি মুবাহ বা বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, ওয়াজিবের ক্ষেত্রে নয়।

✪ এর উত্তর হল, দোষের অস্বীকৃতি এটি এরূপ একটি তা'বীর (অভিব্যক্তি) যেটি ওয়াজিবের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। যেমন সাঈ সম্পর্কে বলা হয়েছে– فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

'কেউ যদি বায়তুল্লাহর হজ্জ করে অথবা উমরা করে তার জন্য সাফা মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করাতে কোন দোষ নেই।'

–সূরা বাকারা ঃ ১৫৮

অথচ সাঈ সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব।

অবশ্য এই তাফসীরের উপর সহীহ মুসলিমের একটি হাদীস দ্বারা প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। এটি হযরত ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন–

قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضـ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ. فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ.

'তিনি বলেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব রা. কে বললাম, (আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,) 'তোমাদের জন্য নামাযে কসর করাতে কোন দোষ নেই, যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিররা তোমাদের বিপদে ফেলবে।' এখন তো লোকজন নিরাপদ হয়ে গেছে! উত্তরে হযরত উমর রা. বললেন, তুমি যে বিষয়ে বিস্ময়াভিভূত হয়েছ, আমারও এ বিষয়ে বিস্ময় জেগেছিল। অথচ আমি এ বিষয়ে রাসূলে আকারাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, এটি সাদকা। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দান করেছেন। কাজেই তার দান তোমরা গ্রহণ করো।' -মুসলিম ঃ ১/২৪১

এ আয়াত দ্বারা এটাই বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটিকে সফরের নামাযের সাথে সম্পৃক্ত সাব্যস্ত করেছেন, সালাতুল খাওফের সাথে নয়।

○ এর উত্তর হল, মূলতঃ নামাযে কসরের অনুমতি এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই এসেছিল। অতঃপর যখন এ আয়াত নাযিল হয়েছিল তখন হযরত উমর রা. এর মনে এই সন্দেহ জন্মেছিল যে, বোধ হয় এই আয়াত নামাযের কসরের ব্যাপক অনুমতিকে রহিত করে দিয়ে এটাকে সালাতুল খাওফের সাথে শর্তায়িত করে দিয়েছে। এরই ভিত্তিতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তিনি প্রশ্ন করেছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে ইরশাদ করেছে- صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ যার সারনির্যাস হল, সফরের কসর আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের উপর ছিল একটি দান। যেটি এখনও অব্যাহত। আয়াতটি এটাকে রহিত করেনি। কারণ, এ আয়াতটি সফরের কসর সংক্রান্ত নয়, বরং সালাতুল খাওফ সংক্রান্ত।

২. শাফিঈদের দ্বিতীয় প্রমাণ– সুনানে নাসাঈতে বর্ণিত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর একটি রেওয়ায়াত–

إِنَّهَا اعْتَمَرَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَصَرْتَ وَأَتْمَمْتُ وَأَفْطَرْتَ وَصُمْتُ. قَالَ أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ! وَمَا عَابَ عَلَيَّ.

'তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মদীনা থেকে মক্কায় এসে উমরা করলেন। মক্কায় আসার পর তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উপর আমার মাতা-পিতা কুরবান হোন। আপনি তো কসর করেছেন, আর আমি নামায পূর্ণ আদায় করেছি। আপনি রোযা রাখেননি। আর আমি রোযা রেখেছি। উত্তরে তিনি বললেন, আয়েশা! তুমি ভাল করেছ। তিনি আমাকে দোষারোপ করেননি।' –নাসাঈ ঃ ১/২১৩, সুনানে কুবরা-বায়হাকী ঃ ৩/১৪২

এর দ্বারা বোঝা গেল, সফরে নামায পূর্ণ পড়া জায়িয এবং উত্তম।

○ এর উত্তর হল, প্রথমতঃ তো এই রেওয়ায়াতে আলা ইবনে যুহাইর নামক একজন রাবী সম্পর্কে আপত্তি রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এই হাদীসটি আল্লামা মারদীনীর উক্তি মতে মুযতারিব। তৃতীয়তঃ হাফিজ যায়লাঈ র. এই হাদীসটির মূলপাঠকে মুনকার সাব্যস্ত করেছেন। মোটকথা, এ রেওয়ায়াতটি মা'লুল এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন সফরের সাথেই খাপ খায় না। অতএব, এর দ্বারা প্রমাণ সঠিক নয়।

○ যদি মেনে নিয়ে এই হাদীসটিকে সঠিক সাব্যস্ত করে স্বীকার করা হয় যে, মক্কা বিজয়কালে হযরত আয়েশা রা.ও সাথে ছিলেন, তখন এই উত্তর দেয়া যেতে পারে যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সফরে পনের

দিন বা ততোধিক সময় মক্কাতে অবস্থান করেছেন। (মুকীম ছিলেন।) তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইকামতের নিয়ত করেননি।। কিন্তু সম্ভাবনা আছে যে, হযরত আয়েশা রা. মনে করেছিলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘকাল পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করবেন, এ কারণে তিনিও নামায পূর্ণ আদায় করেছিলেন এবং রোযা রেখেছিলেন। ফলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রা.-এর কাজ ভাল হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন।

৩. শাফিঈদের তৃতীয় প্রমাণ– সুনানে দারাকুতনীতে বর্ণিত হযরত আয়েশা রা.-এরই অপর একটি রেওয়ায়াত– إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ وَيُفْطِرُ وَيَصُوْمُ 'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে কসর করতেন এবং সম্পূর্ণও আদায় করতেন। রোযা রাখতেন আবার (কখনো) বর্জনও করতেন।'

ইমাম দারাকুতনী র. এই হাদীসটির সনদ সহীহ সাব্যস্ত করেছেন। –দারাকুতনী ঃ ২/১৮৯

✪ এর এই উত্তর দেয়া হয়েছে যে, হাদীসের অর্থ এই হতে পারে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন মনযিলের কম সংক্ষিপ্ত সফরে নামায পূর্ণ করতেন। আর তিন মন্‌যিলের অধিক সফরে কসর করতেন।

৪. শাফিঈদের চতুর্থ প্রমাণ হযরত উস্‌মান রা.-এর আমল যে, তিনি মক্কা মুকার্‌রামায় পূর্ণ নামায আদায় করতেন। –নাসাঈ ঃ ১/২১২

✪ এর উত্তর হল, হযরত উসমান রা. মক্কা মুকার্‌রমায় ঘর তৈরি করে নিয়েছিলেন। আর তাঁর ইজতিহাদ ছিল, যে শহরে মানুষ ঘর তৈরি করে নিবে তাতে পরিপূর্ণ নামায পড়া ওয়াজিব।

কেউ কেউ বলেছেন, হযরত উসমান রা.-এর পূর্ণাঙ্গ নামায আদায় করার কারণ ছিল, সেখানে হজ্জের সময় বেদুঈনদের সমাবেশ হত। যদি সেখানে তিনি কসর করতেন তাহলে আশংকা ছিল, বেদুঈনরা মনে করে বসত যে, পূর্ণ নামাযই দু'রাক'আত। অতএব, তিনি তা'লীমের উদ্দেশ্যে ইকামত তথা অবস্থানের নিয়ত করে পূর্ণ নামায আদায় করা সঙ্গত মনে করেছেন।

হানাফীদের প্রমাণাদি

১. সহীহাইনে হযরত আয়েশা রা. এর রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলেছেন–

اَلصَّلٰوةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَانِ فَأُقِرَّتْ صَلٰوةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلٰوةُ الْحَضَرِ (اللفظ للبخارى : ١٤٨/١ ومسلم : ٢٤١/١)

'নামায সর্বপ্রথম ফরয করা হয়েছে দু'রাক'আত, অতপর সফরের নামায স্থির রাখা হয়েছে, আর বাড়ীতে অবস্থানকালের নামায পূর্ণাঙ্গ করা হয়েছে।'

মুসলিমের রেওয়ায়াতে وَزِيْدَ فِى صَلٰوةِ الْحَضَرِ (ইকামত অবস্থায় নামায বৃদ্ধি করা হয়েছে।) শব্দ বর্ণিত আছে।

এতে বোঝা গেল, সফরে দু'আক'আত সহজতার ভিত্তিতে নয় বরং স্বীয় আসল ফরযের উপর স্থির থাকার কারণে। অতএব, সেটি আযীমত (ওয়াজিব) রুখসত বা অবকাশ নয়।

২. নাসাঈতে হযরত উমর রা. থেকে বর্ণিত আছে–

صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَالْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَالنَّحْرِ رَكْعَتَانِ وَالسَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلٰى لِسَانِ النَّبِيِّ ﷺ.

'জুম'আর নামায দু'রাক'আত, ঈদুল ফিতরের নামায দু'রাক'আত। কুরবানীর নামায দু'রাকআত। সফরের নামায দু'রাকআত, পূর্ণাঙ্গ, কসর নয় তোমাদের নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভাষায়।' –নাসাঈ ঃ ১/২১১

৩. নাসাঈতেই হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে–

قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلٰوةَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِى الْحَضَرِ اَرْبَعًا وَفِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ـ

'তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায় ইকামত অবস্থায় চার রাক'আত নামায ফরয করেছেন। আর সফর অবস্থায় দু'রাক'আত।' –নাসাঈ ঃ ১/২১২

৪. হযরত ইবনে উমর রা.-এর সে হাদীসটি পেছনে এসেছে, যাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُم فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

'এটি আল্লাহর দান। তিনি তোমাদের তা দান করেছেন। অতএব, তার দান গ্রহণ করো।' –সহীহ মুসলিম ঃ ১/২৪১

৫. মুয়াররিক থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رض عَنِ الصَّلٰوةِ فِى السَّفَرِ فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ ـ

'আমি হযরত ইবনে উমর রা.-কে সফরের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। উত্তরে তিনি বললেন দু'রাক'আত। যে সুন্নতের বিরোধিতা করল সে কুফরী (নাশোকরী) করল'। –মাজমাউয যাওয়াইদ ঃ ২/১৫৫

৬. অধিকাংশ সাহাবীর মাযহাবও হানাফীদের অনুরূপ। –দ্রষ্টব্য ঃ তাহাভী ঃ ১/২০২, ২০৮

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَاَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ الْوَهْبِىُّ وَسَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ لَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ ابْنَ عَبَّاسٍ رض ـ

উদ্দেশ্য মুহাম্মদ ইবনে সালামা– মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক– যুহরী– উবাইদুল্লাহ– ইবনে আব্বাস সূত্রে মুসনাদ আকারে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এটি গায়রে মাহফুজ।

সহীহ হল, আবদা ইবনে সুলাইমান, আহমদ ইবনে খালিদ আল ওয়াহাবী এবং সালামা ইবনুল ফযল– ইবনে ইসহাক সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। তাতে ইবনে আব্বাস রা.-এর উল্লেখ নেই। বায়হাকী তাঁর সুনানে অনুরূপ মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ إِذَا أَقَامَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ يَقْصُرُ

অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুভূমিতে অবস্থানকালে কসর পড়বে

١ ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ اَقَامَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِتَبُوكَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلٰوةَ ـ

قَالَ اَبُو دَاوُدَ غَيْرُ مَعْمَرٍ لاَيُسْنِدُهُ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الإِمَامُ اَبُو دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ১। আহমদ ইবনে হাম্বল র. ..... হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা.হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাবূকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বিশ্ দিন অতিবাহিত করাকালে নামায 'কসর' করেন।

قَالَ اَبُو دَاوُدَ غَيْرُ مَعْمَرٍ لاَيُسْنِدُهُ ـ

অর্থাৎ, এ হাদীসটি ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীর থেকে মা'মার ছাড়া অন্যরাও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মা'মার ছাড়া অন্য কেউ মুসনাদরূপে বর্ণনা করেননি। ইমাম বায়হাকী র.ও এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন, تَفَرَّدَ بِهِ مَعْمَرٌ بِرِوَايَتِهِ مُسْنَدًا আলী ইবনে মুবারক প্রমুখ ইয়াহইয়া–ইবনে সাওবান– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ صَلٰوةِ الْخَوْفِ مَنْ رَأٰى اَنْ يُصَلِّىَ بِهِمْ وَهُمْ صَفَّانِ فَيُكَبِّرُ بِهِمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَرْكَعُ بِهِمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَسْجُدُ الإِمَامُ وَالصَّفُّ الَّذِىْ يَلِيْهِ وَالاٰخَرُوْنَ قِيَامٌ يَحْرُسُوْنَهُمْ فَاِذَا قَامُوْا سَجَدَ الاٰخَرُوْنَ الَّذِيْنَ كَانُوْا خَلْفَهُمْ ثم تَاَخَّرَ الصَّفُّ الَّذِىْ يَلِيْهِ اِلٰى مَقَامِ الاٰخَرِيْنَ فَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الاٰخِيْرُ اِلٰى مَقَامِهِمْ ثُمَّ يَرْكَعُ الإِمَامُ وَيَرْكَعُوْنَ جَمِيْعًا ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَسْجُدُ الصَّفُّ الَّذِىْ يَلِيْهِ وَالاٰخَرُوْنَ يَحْرُسُوْنَهُمْ فَاِذَا جَلَسَ الإِمَامُ وَالصَّفُّ الَّذِىْ يَلِيْهِ سَجَدَ الاٰخَرُوْنَ ثُمَّ جَلَسُوْا جَمِيْعًا ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيْعًا ـ

قَالَ اَبُو دَاوُد هٰذَا قَوْلُ سُفْيَانَ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ شَرِّحْ مَا قَالَ الإِمَامُ اَبُو دَاوُدَ رحـ

الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

অনুচ্ছেদ ঃ শংকার নামায ভয়-ভীতির সময় যুদ্ধকালে নামায পড়ার পদ্ধতি হল, ইমাম মুসল্লীদেরকে দু'কাতারে বিভক্ত করবেন। সবাই মিলে একত্রে তাকবীর বলে নামায আরম্ভ করবে। অতঃপর সবাই একত্রে রুকূ করবে। অতঃপর ইমাম তাঁর নিকটবর্তী কাতারের লোকজন নিয়ে প্রথম রাক'আতের দু'টি সিজদা করবেন। তখন পিছনের কাতারের লোকজন পাহারায় রত থাকবে। অতঃপর প্রথম কাতারের মুসল্লীগণ সিজদা থেকে দাড়াবে তখন দ্বিতীয় কাতারের লোকজন নিজেরাই (প্রথম রাকআতের) দু' সিজদা আদায় করবে। অতঃপর ইমামের নিকটবর্তী প্রথম কাতারের মুসল্লীরা পিছনে সরে যাবে এবং দ্বিতীয় সারির তথা পিছনের কাতারের লোকজন তাদের জায়গায় এসে দাঁড়াবে। এমতাবস্থায় ইমাম সবাইকে নিয়ে রুকূ করবেন এবং পরে তার নিকটবর্তী মুসল্লীদের নিয়ে সিজদা করবেন। এ সময় পিছনের সারির লোকেরা পাহারায় রত থাকবে। তারপর ইমাম যখন প্রথম কাতারের লোকদের সাথে বসবেন তখন দ্বিতীয় সারির লোকজন (দ্বিতীয় রাক'আতের) সিজদা করবে। তারপর সবাই একত্রে বসে সালাম ফিরিয়ে নামায সমাপ্ত করবে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا قَوْلُ سُفْيَانَ ـ

অনুচ্ছেদের শুরুতে উভয় দলের ইমামের সাথে তাকবীরে তাহরীমায় শরীক হয়ে শংকার নামায আদায়ের যে পন্থা বর্ণনা করা হল, এটি সুফিয়ান সাওরীর উক্তি।

প্রথম হাদীসে আছে– قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اَيُّوْبُ وَهِشَامٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رض اِلٰى قَوْلِهِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ـ সম্ভবতঃ এসব উক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য, উভয় দলের একসাথে তাকবীরে তাহরীমায় ইমামের সাথে অংশগ্রহণ করে শংকার নামায আদায়ের যে পন্থা এ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে তার সমর্থন করা। যেটি সুফিয়ান সাওরীর উক্তিও। অবশ্য এর কোন কোন রেওয়ায়াত মারফূ আবার কোনটি মুরসাল।

بَابُ مَنْ قَالَ يَقُوْمُ صَفٌّ مَعَ الْاِمَامِ وَصَفٌّ وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَيُصَلِّى بِالَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُوْمُ قَائِمًا حَتّٰى يُصَلِّيَ الَّذِيْنَ مَعَهُ رَكْعَةً اُخْرٰى ثُمَّ يَنْصَرِفُوْا فَيَصُفُّوْا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَتَجِيْئُ الطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى فَيُصَلِّى بِهِمْ رَكْعَةً وَيَثْبُتُ جَالِسًا فَيُتِمُّوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً اُخْرٰى ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيْعًا ـ

অনুচ্ছেদ ঃ যে বলে শংকাকালীন সময়ে এক কাতার ইমামের সাথে দাঁড়াবে আর এক কাতার শত্রুদের সম্মুখীন থাকবে। তাদের অভিমত হল, যারা ইমামের নিকটবর্তী থাকবে ইমাম তাদেরকে নিয়ে এক রাকআত নামায আদায় করে ততক্ষণ দাড়িয়ে থাকবেন যতক্ষণ না তার সাথে নামায আদায়কারীরা তাদের দ্বিতীয় রাকআত নামায পূর্ণ করবে। এরপর তারা শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে যাবে। যারা সে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল তারা এসে দাড়াবে ইমামের পিছনে। তখন ইমাম তাদেরকে নিয়ে এক রাকাআত অর্থাৎ, ইমামের দ্বিতীয় রাকাআত আদায় করে ততক্ষণ বসবেন যতক্ষণ না পিছনে আগমনকারীরা তাদের দ্বিতীয় রাকআত পূর্ণ করবে। এরপর ইমাম সাহেব উভয় দলকে নিয়ে সালাম ফিরাবেন।

১ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى بِاَصْحَابِهِ فِىْ خَوْفٍ فَجَعَلَهُمْ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ فَصَلّٰى بِالَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ رَكْعَةً ثم قَامَ فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتّٰى صَلَّى الَّذِيْنَ خَلْفَهُمْ رَكْعَةً ثُمَّ تَقَدَّمُوْا وَتَاَخَّرَ الذين كَانُوْا قُدَّامَهُمْ فَصَلّٰى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَةً ثم قَعَدَ حَتّٰى صَلَّى الَّذِيْنَ تَخَلَّفُوْا رَكْعَةً ثم سَلَّمَ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ ثُمَّ زَيِّنْهُ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ هَلْ تَجُوْزُ صَلٰوةُ الْخَوْفِ فِىْ زَمَانِنَا؟ كَمْ صُوْرَةً لَهَا؟ وَمَا هِىَ؟ اُذْكُرْ صُوْرَةً رَاجِحَةً عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مَعَ الدَّلَائِلِ وَوَجْهِ التَّرْجِيْحِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ ـ اُذْكُرْ نُبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ رض

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ১। উবাইদুল্লাহ ইবনে মুআয র. .... হযরত সাহ্‌ল ইবনে আবু হাসমা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে সংগে নিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় নামায আদায়

করেন। ঐ সময় তিনি তাঁর পেছনে দু' সারিতে লোকদের দাঁড় করান। অতঃপর তিনি তাঁর নিকটবর্তী সারির লোকদের নিয়ে এক রাক'আত নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে থাকাবস্থায় তাঁর সাথে নামায আদায়কারীগণ স্ব স্ব দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করেন। অতঃপর তারা পিছনে সরে গেলে পিছনের সারির লোকেরা সামনে এসে দাঁড়ায়। তিনি তাদেরকে নিয়ে আরো এক রাক'আত নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি বসে থাকাবস্থায় পিছনে আগমনকারীরা তাদের দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করেন। অতঃপর তিনি (সবাইকে নিয়ে) সালাম ফিরান। –বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, নাসাঈ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَاَمَّا رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ نَحْوَ رِوَايَةِ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ اِلَّا اَنَّهُ خَالَفَهُ فِى السَّلَامِ وَرِوَايَةُ عَبْدِ اللّٰهِ نَحْوَ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ وَثَبَتَ قَائِمًا ـ

এই ইবারতটির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পরবর্তীতে আসছে। এটির পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

হযরত সাহ্ল রা.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি ঃ সাহ্ল ইবনে আবু হাছমা রা.-এর পিতার নাম সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। কেউ বলছেন, আব্দুল্লাহ ও উবাইদুল্লাহ, আর কারো কারো মতে, আমির। উপনাম আবু মুহাম্মদ। বংশ হল সাহ্ল ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সাইদা ইবনে আমির ইবনে আদী ইবনে মাজদাআ আনসারী আওসী।

জন্ম ঃ হিজরতের তৃতীয় বর্ষে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

ওয়াকিদী র.-এর মতে তিনি যখন ৮ বছর বয়সী তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত হয়। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস মুখস্থ করেছেন।

ইবনে আবু হাতিম র. বলেছেন, তিনি তাঁর কোন সন্তানকে বলতে শুনেছেন, তিনি বাইয়াতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি উহুদ যুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথপ্রদর্শক ছিলেন। এর পরবর্তী সমস্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। ওয়াকিদীর উক্তিটি বিশুদ্ধতম।

সালাতুল খাওফ সংক্রান্ত তাঁর হাদীসটি বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন নাফি, আব্দুর রহমান ইবনে মাসউদ, বুশাইর ইবনে ইয়াসার, সালিহ ইবনে খাওয়াত।

ওফাত ঃ হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর শাসনামলের প্রথম দিকে তিনি ওফাত লাভ করেন।

–বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ উসদুল গাবাহ ঃ ২/৫৭০-৫৭১; ইকমাল ঃ ৫৯৬; ইসাবা ঃ ২/৮৬

সালাতুল খাওফ এখনো জায়েয আছে কিনা

সালাতুল খাওফ গরিষ্ঠের মতে সর্বপ্রথম পড়া হয়েছিল যাতুর রিকা'র যুদ্ধে। অধিকাংশের মতে এটি চতুর্থ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। অতঃপর সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে এই নামাযটি রহিত হয়ে যায়নি; বরং এখনো জায়িয আছে। অবশ্য ইমাম আবূ ইউসুফ র. থেকে একটি রেওয়ায়াত হল, এই নামাযটি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিশেষিত ছিল। কারণ, কুরআনে কারীমে শব্দ এসেছে وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ 'আর আপনি যখন তাদের মাঝে থাকেন, অতঃপর তাদের জন্য নামায কায়েম করেন'।

✪ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিম এর উত্তরে বলেন, এই সম্বোধনটি শুধু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নয় বরং এটি একটি সাধারণ সম্বোধন। যার সম্পর্ক সমস্ত ইমামের সাথে। এর বহু নজির কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে। অবশ্য ইবনে হুমাম র. লিখেছেন, উত্তম হল, ভয়ের স্থানে দু'টি জামা'আত আলাদা আলাদা করা। তবে যদি সমস্ত লোক একই ইমামের পেছনে নামায পড়ার জন্য গো ধরে বসে থাকে তবে সালাতুল খাওফের অনুমতি আছে।

সালাতুল খাওফ আদায়ের তিনটি পদ্ধতি

রেওয়ায়াতসমূহে সালাতুল খাওফের তিনটি পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

✪ প্রথম পদ্ধতি হল, একদল ইমামের সাথে এক রাক'আত পড়বে। আর দ্বিতীয় দল শত্রুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকবে। ইমাম যখন সিজদা শেষ করবেন, প্রথম দলটি তখনই তাদের দ্বিতীয় রাক'আত পূর্ণ করবে। ইমাম এতটুকু সময় দাড়িয়ে অপেক্ষমান থাকবেন। তারপর দ্বিতীয় দল আসবে। ইমাম তাদেরকে এক রাক'আত পড়িয়ে সালাম ফিরাবেন আর সে দলটি মাসবুকের ন্যায় স্বীয় দ্বিতীয় রাক'আত পুরা করবে। এই পদ্ধতিটি হযরত সাহ্ল ইবনে আবূ হাছমা রা. এর রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত। যেটি মাওকূফ এবং মারফূ' উভয় আকারে বর্ণিত আছে।

যেহেতু এই রেওয়ায়াতটি হল এই বিষয়ে বর্ণিত বিশুদ্ধতম, সেহেতু শাফিঈগণ ও অন্যান্য আলিম এ পদ্ধতিকে উত্তম সাব্যস্ত করেছেন।

✪ দ্বিতীয় পদ্ধতি হল, ইমাম প্রথম দলটিকে এক রাক'আত পড়াবেন। আর এই দলটি সিজদার পরে স্বীয় নামায পূর্ণ করা ব্যতীত ফ্রন্টে চলে যাবে। তারপর দ্বিতীয় দল আসবে। ইমাম তাদেরকে দ্বিতীয় রাক'আত পড়াবেন এবং সালাম ফিরাবেন। তারপর এই দলটি স্বীয় নামায তখনই পূর্ণ করবে এবং ফ্রন্টে চলে যাবে। তারপর প্রথম দল এসে স্বীয় দ্বিতীয় রাক'আত পূর্ণ করবে।

✪ তৃতীয় পদ্ধতি হল, প্রথম দলটি এক রাক'আত ইমামের সাথে পড়ে চলে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয় দল দ্বিতীয় রাক'আত ইমামের সাথে এসে পড়ে চলে যাবে। এরপর প্রথম দল এসে স্বীয় নামায পূর্ণ করবে। এরপর দ্বিতীয় দল এসে নিজের নামায পূর্ণ করবে।

✪ সালাতুল খাওফের এই তিনটি পদ্ধতি জায়িয। অবশ্য হানাফীগণ তন্মধ্য হতে তৃতীয় পদ্ধতিটিকে উত্তম সাব্যস্ত করেছেন এবং এই পদ্ধতি ইমাম মুহাম্মদ র. কিতাবুর আছারে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বিবেক দ্বারা অনুধাবনযোগ্য না হওয়ার কারণে এই মাওকূফটিও মারফূয়ের পর্যায়ভুক্ত। তাছাড়া ইমাম আবূ বকর জাস্সাস র. আহকামুল কুরআনে এই পদ্ধতিই হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন।

✪ অতএব, হাফিজ ইবনে হাজার র. কর্তৃক এই বক্তব্য রাখা ঠিক নয় যে, 'এই তৃতীয় পদ্ধতিটি রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত নয়।' তাছাড়া হযরত ইবনে উমর রা. এর যে রেওয়ায়াতটি ইমাম তিরমিযী র. بَابُ مَا جَاءَ فِى صَلٰوةِ الْخَوْفِ (العرف الشذى : ١٢٦/١) উল্লেখ করেছেন, তাতে উভয় পদ্ধতির সম্ভাবনা আছে। কারণ, প্রথম দল চলে যাওয়ার পর দ্বিতীয় দল এক রাক'আত আদায় করার পর কি করেছে তার বিবরণে হাদীসের শব্দাবলী নিম্নরূপ– فَقَامَ هٰؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ 'অতঃপর তারা দাড়াল এবং তাদের রাক'আত আদায় করল। আর অপর দলটি দাড়াল অতঃপর তাদের রাক'আত আদায় করল। এতে প্রথমে هٰؤُلَاءِ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত যদি দ্বিতীয় দলের দিকে সাব্যস্ত করা হয় তবে এটি হবে দ্বিতীয় পদ্ধতি। আর যদি প্রথম দলের দিকে ইঙ্গিত সাব্যস্ত করা হয় তবে এটি হবে তৃতীয় পদ্ধতি।

হানাফীদের পদ্ধতির প্রাধান্যের কারণ

✪ তৃতীয় পদ্ধতির প্রাধান্য এজন্য দেয়া হয়েছে যে, এটি কুরআনের অধিক অনুকূল এবং তারতীবেরও অধিক অনুকূল। কুরআনের অধিক অনুকূল হওয়ার কারণ হল, কুরআনে প্রথম দলটি সম্পর্কে বলা হয়েছে– فَإِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَرَائِكُمْ এতে প্রথম দলটিকে সিজদা করার পর পেছনে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতএব, এতে প্রথম পদ্ধতির সম্ভাবনা নেই। আর তারবীরের অধিক অনুকূল হওয়ার কারণ হল, প্রথম পদ্ধতিতে

প্রথম দলটি ইমামের পূর্বেই নামায থেকে অবসর হয়ে যায়। যেটি ইমামতির মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্যের খেলাফ। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে দ্বিতীয় দলটি প্রথম দলের পূর্বেই অবসর হয়ে যায়। যেটি স্বাভাবিক তারতীবের খেলাফ। পক্ষান্তরে তৃতীয় পদ্ধতিতে যদিও যাতায়াত বেশি, কিন্তু না তাতে ইমামতির লক্ষ্য উদ্দেশ্যের খেলাফ কিছু আছে, না স্বাভাবিক তারতীবের, না কুরআনে কারীমের, না কুরআনের বাহ্যিক শব্দের।

স্মরণ রাখা উচিত যে, অধিকাংশ ফকীহের মতে সালাতুল খাওফের জন্য পরিমানগত কসর জরুরী নয়। অতএব, যদি সালাতুল খাওফ মুকীম অবস্থায়ই হয় তবে চার রাকা'আত পড়া হবে এবং প্রতিটি দল একের পরিবর্তে দু'দু রাক'আত ইমামের সাথে আদায় করবে।

بَابُ مَنْ قَالَ إِذَا صَلَّى رَكْعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثم سَلَّمُوا ثم انْصَرَفُوا فَكَانُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَاخْتُلِفَ فِي السَّلَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে বলে, যারা এক রাক'আত পড়ে এবং দাঁড়িয়ে থাকে তারা নিজেদের এক রাক'আত পূর্ণ করবে। অতঃপর সালাম ফিরাবে, অতঃপর শত্রুদের নিকট ফিরে গিয়ে তাদের মুকাবিলায় দাঁড়াবে এবং সালামের ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে

١ـ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلٰوةَ الْخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً ثم ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا وَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلٰوتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ ـ

قَالَ مَالِكٌ وَحَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ـ

হাদীস ঃ ১। কানাবী র. .... সালিহ ইবনে খাওয়াত র. সূত্রে বর্ণিত, তিনি "যাতুররিকা" নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে শংকাকালীন নামায আদায়কারী সাহাবী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সেখানে তাঁরা এই পদ্ধতিতে নামায আদায় করেন যে, এক দল তাঁর সাথে নামাযে রত ছিল এবং অপর দল শত্রুর মুকাবিলায় নিয়োজিত ছিল। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকটবর্তী সাহাবীগণকে নিয়ে এক রাক'আত নামায আদায় করেন। অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে থাকেন আর সাহাবীগণ নিজ নিজ দ্বিতীয় রাক'আত নামায আদায় করে শত্রুর মুকাবিলার জন্য গমন করেন। তখন অপর দলটি (যারা শত্রুর মুকাবিলায় নিযুক্ত ছিলেন) এসে তাঁর পেছনে দাড়ালে তিনি তাঁদেরকে নিয়ে দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করেন। অতঃপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে থাকেন আর তাঁর সাহাবীগণ তাঁদের স্ব স্ব দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করেন। পরে তিনি দ্বিতীয় দলের সাথে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করেন। – বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ مَالِكٌ وَحدِيثُ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ أُحِبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ .

ইমাম মালিক র. বলেন, শংকার নামাযের যতগুলো পদ্ধতি আছে তন্মধ্য থেকে আমার মতে এই পন্থা সবচেয়ে পছন্দনীয়। বুখারীতে শব্দ নিম্নরূপ . قَالَ مَالِكٌ وَذَالِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعتُ فِى صَلٰوةِ الخَوْفِ

মুয়াত্তায় আছে এরূপ– وَحَدِيثُ القَاسِمِ بْنِ مُحَمدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ أَحَبُّ مَاسَمِعتُ إِلَىَّ فِى صَلٰوةِ الخَوفِ،

কিন্তু ইমাম মালিক পরবর্তীতে এ উক্তি প্রত্যাহার করেছেন– وَقَالَ يَكونُ فِى قَضَائِهِمْ بَعدَ السَّلَامِ أَحَبُّ

হাফিজ র. বলেন, এর দ্বারা বুঝা যায়, তিনি (নামাযের) ধরন সম্পর্কে বিভিন্ন সিফাত হয়তো শুনেছেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ পদ্ধতির উপর আমল করেছেন। ইমাম মালিক র.-এর নিকট এটি অধিক পছন্দনীয়।

٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِى حَثْمَةَ الأَنْصَارِيَّ رض حَدَّثَهُ أَنَّ صَلٰوةَ الْخَوْفِ أَنْ يَقُومَ الإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةَ الْعَدُوِّ فَيَرْكَعُ الإِمَامُ رَكْعَةً وَيَسْجُدُ بِالَّذِيْنَ مَعَهُ ثم يَقُومُ فَإِذَا اسْتَوٰى قَائِمًا ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ سَلَّمُوا وَانْصَرَفُوا وَالإِمَامُ قَائِمٌ فَكَانُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ ثم يُقْبِلُ الآخَرُونَ الَّذِيْنَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُكَبِّرُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ فَيَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ بِهِمْ ثم يُسَلِّمُ فَيَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمِ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ ثم يُسَلِّمُونَ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَمَّا رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ نَحْوَ رِوَايَةِ يَزِيْدَ بْنِ رُومَانَ إِلَّا أَنَّهُ خَالَفَهُ فِى السَّلَامِ وَرِوَايَةُ عُبَيْدِ اللّٰهِ نَحْوَ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ وَيَثْبُتُ قَائِمًا .

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . أَوْضِحْ مَا قَالَ الإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رحـ .

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

হাদীস ঃ ২। কানাবী র. .... সাহ্‌ল ইবনে আবু হাছমা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ভয়-ভীতির সময়ে নামাযের নিয়ম এই যে, ইমাম একদল লোক নিয়ে নামাযে দাঁড়াবেন এবং অপর দল দুশ্‌মনের মুকাবিলায় নিয়োজিত থাকবে। অতঃপর ইমাম তার নিকটতম সাথীদের সাথে এক রাক'আত নামায রুকূ সিজ্‌দাসহ আদায় করবেন এবং পরে ইমাম দাঁড়িয়ে থাকাবস্থায় তার এই সংগীরা স্ব স্ব দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করবে এবং সালাম শেষে তারা চলে গিয়ে শত্রুর মুকাবিলা করবে। ঐ সময় যারা শত্রুর মুকাবিলায় নিয়োজিত ছিল তারা এসে তাক্‌বীর বলে ইমামের পশ্চাতে দাড়াবে। তখন ইমাম তাদের সাথে রুকূ ও সিজ্‌দা করে (দ্বিতীয় রাক'আত আদায়ের পর) সালাম ফিরাবে। ঐ সময় তার সংগীরা দাড়িয়ে স্ব স্ব বাকী নামায পড়ে সালাম ফিরাবে।

–বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَمَّا رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ الخ .

এর সারনির্যাস হল, কাসিম থেকে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদের রেওয়ায়াত ইয়াযীদ ইবনে রূমানের রেওয়ায়াতের অনুকূল। পার্থক্য শুধু সালামের ব্যাপারে। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদের রেওয়ায়াতটি ইয়াযীদ ইবনে রূমানের রেওয়ায়াতটির মত। পার্থক্য শুধু সালাম সংক্রান্ত। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদের রেওয়ায়াতে আছে- ইমাম সাহেব দ্বিতীয় দলের দ্বিতীয় রাকআত পূর্ণ করার পূর্বে সালাম ফিরাবেন। আর ইয়াযীদ ইবনে রূমানের রেওয়ায়াতে আছে, এরপর সালাম ফিরাবে। অবশ্য উবাইদুল্লাহর রেওয়ায়াত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদের রেওয়ায়াতের মত। কিন্তু উবাইদুল্লাহ وَثَبَتَ قَائِمًا -এর স্থলে وَيَثْبُتُ قَائِمًا বলেছেন।

بَابُ مَنْ قَالَ يُكَبِّرُوْنَ جَمِيْعًا وَاِنْ كَانُوْا مُسْتَدْبِرِى الْقِبْلَةَ ثم يُصَلِّى بِمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَاتُوْنَ مَصَافَّ اَصْحَابِهِمْ وَيَجِيْئُ الاٰخَرُوْنَ فَيَرْكَعُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّى بِهِمْ رَكْعَةً ثم تُقْبِلُ الطَّائِفَةُ الَّتِى كَانَتْ مُقَابِلِى الْعَدُوِّ فَيُصَلُّوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَالاِمَامُ قَاعِدٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ كُلِّهِمْ ـ

অনুচ্ছেদ ঃ এক দল আলিম বলেন, শংকাকালীন নামায পড়ার সময় সবাইকে এর সাথে তাকবীরে তাহরীমা বলতে হবে। যদিও এক দলের কিবলা তাদের পিছনে পড়ুক না কেন, অতঃপর যারা ইমামের নিকটবর্তী থাকবে, তাদের সাথে ইমাম এক রাক'আত আদায় করবেন। পরে অপর দল এসে নিজেদের এক রাক'আত আদায় করার পর ইমাম সাহেব তাদেরকে নিয়ে দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করে বসে থাকবেন। তখন ইমাম সাহেবের সাথে যারা প্রথম রাক'আত আদায় করেছেন তারা দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করবে। এরপর ইমাম সাহেব তাদের সাথে সালাম ফিরিয়ে নামায সমাপ্ত করবেন।

٢ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِىُّ نَا سَلَمَةُ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَمُحَمَّدِ بْنِ الاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى نَجْدٍ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ مِنْ نَخْلٍ لَقِىَ جَمْعًا مِنْ غِطْفَانَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَفْظُهُ عَلٰى غَيْرِ لَفْظِ حَيْوَةٍ وَقَالَ فِيْهِ حِيْنَ رَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ، قَالَ فَلَمَّا قَامُوْا مَشَوْا الْقَهْقَرٰى اِلٰى مَصَافِّ اَصْحَابِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ اِسْتِدْبَارَ الْقِبْلَةِ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ وَاَمَّا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدٍ فَحَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّىْ نَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّ عَائِشَةَ رضـ حَدَّثَتْهُ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَتْ كَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَبَّرَتِ الطَّائِفَةُ الَّذِيْنَ صَفُّوْا مَعَهُ ثم رَكَعَ فَرَكَعُوْا ثم سَجَدَ فَسَجَدُوْا ثُمَّ رَفَعَ وَرَفَعُوْا ثم مَكَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا ثُمَّ سَجَدُوْا هُمْ لِاَنْفُسِهِمُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ قَامُوْا فَنَكَصُوْا عَلٰى اَعْقَابِهِمْ يَمْشُوْنَ الْقَهْقَرٰى حَتّٰى قَامُوْا مِنْ وَرَائِهِمْ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الاُخْرٰى فَقَامُوْا فَكَبَّرُوْا ثم رَكَعُوْا لِاَنْفُسِهِمْ ثم سَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَجَدُوْا مَعَهُ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَكَعَ فَرَكَعُوْا

ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوا جَمِيعًا ثُمَّ عَادَ فَسَجَدَ الثَّانِيَةَ وَسَجَدُوا مَعَهُ سَرِيعًا كَأَسْرَعِ الْإِسْرَاعِ جَاهِدًا لَا يَأْلُوْنَ سِرَاعًا ثم سَلَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ شَارَكَهُ النَّاسُ فِي الصَّلٰوةِ كُلِّهَا .

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكْنَاتِ . اَوْضِحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ اَبُو دَاوُدَ رح .

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

হাদীস ঃ ২। মুহাম্মদ ইবনে আমর র. .... হযরত আবু হোরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নজদে গমন করি। ঐ সময় আমরা যাতুর-রিকা নামক স্থানের একটি খেজুর বাগানে অবস্থান করি। তখন গাতফান গোত্রের সাথে আমাদের যুদ্ধ হয়। অতঃপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থজ্ঞাপক হাদীস বর্ণনা করেন, যদিও কিছু শাব্দিক পার্থক্য রয়েছে।

রাবী ইবনে ইস্‌হাকের বর্ণনায় আছে, 'যখন তাঁর সাহাবীগণ রুকু-সিজদা করেন।' রাবী আরো বলেন, রাক'আত শেষে তাঁরা কিব্‌লার দিকে মুখ রেখে পশ্চাদপসারণ করে যারা শত্রুর মুকাবিলায় নিয়োজিত ছিল, তাদের স্থানে গিয়ে দণ্ডায়মান হন। উক্ত বর্ণনায় কিব্‌লার দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনের কথা উল্লেখ নেই।

আবু দাউদ র. বলেন, ... হযরত আয়েশা রা. ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তাকবীরের সাথে সাথেই তাঁর নিকটবর্তী কাতারের লোকজন তাকবীর বলেন, এবং তাঁর সাথে প্রথম রাকআতের রুকু ও সিজদা আদায় করেন। এরপর তিনি প্রথম সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সাথে সাথে তারাও মাথা উত্তোলন করেন। প্রথম সিজদার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে থাকেন তখন মুকতাদীরা নিজেরাই দ্বিতীয় সিজদা করে শত্রুদের মুকাবিলার জন্য চলে যান। তখন দ্বিতীয় দল এসে নিজেরা তাকবীর বলে রুকু করেন। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সিজদা করেন। তারপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাকী দাঁড়িয়ে যান। তখন মুকতাদীরা নিজেদের দ্বিতীয় সিজদা আদায় করে দাঁড়িয়ে যান। এরপর উভয় দল একত্রিত হয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে রুকু সিজদা আদায় করে পূর্ববর্তী সিজদাটি (অর্থাৎ, যে সিজদাটি সবাই আলাদা আলাদাভাবে আদায় করেছিলেন) জামাআতের সাথে আদায় করেন এবং তা খুব দ্রুত সম্পাদন করেন। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামসহ সালাম ফেরান। এরূপভাবে সবাই জামাআতের অর্ধেকাংশে শরীক হয়ে নামায পূর্ণ করেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَفْظُهُ عَلٰى غَيْرِ لَفْظِ حَيْوَةَ .

উপরোক্ত হাদীসের শব্দ ও এই হাদীসের শব্দে পার্থক্য বর্ণনা করা উদ্দেশ্য।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَمَّا رِوَايَةُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ .

প্রথম হাদীসের পদ্ধতি আর এই হাদীসের পদ্ধতিতে পার্থক্য স্পষ্ট। প্রথম হাদীসে আছে, প্রথম দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে প্রথম রাকআতের দু' সিজদা দিবে। কিন্তু এই হাদীস তাঁর পরিপন্থী। কারণ, এতে প্রথম দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে প্রথম রাকআতের শুধু একটি সিজদাই দিয়েছে, দ্বিতীয় সিজদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় দলের সাথে দিয়েছেন।

এরপর ইমাম আবু দাউদ র. শংকার নামাযের বিভিন্ন পদ্ধতি স্বতন্ত্রভাবে আলাদা আলাদা অনুচ্ছেদ কায়েম করে বলেছেন এবং প্রতিটির সমর্থনেও রেওয়ায়াত পেশ করেছেন।

بَابُ مَنْ قَالَ يُصَلِّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ فَيُصَلُّونَ لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً

অনুচ্ছেদ ঃ যে বলে প্রতিটি দলের সাথে এক রাকআত পড়বেন অতঃপর সালাম ফিরাবেন অতঃপর প্রতিটি দল আরেক রাক'আত পড়বে

١٢٤٣ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى بِاِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَالطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى مُوَاجِهَةَ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوْا فَقَامُوْا فِى مَقَامِ اُولٰئِكَ وَجَاءَ اُولٰئِكَ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً اُخْرٰى ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَامَ هٰؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ وَقَامَ هٰؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ نَافِعٌ وَخَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَذٰلِكَ قَوْلُ مَسْرُوْقٍ وَيُوْسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ وَكَذٰلِكَ رَوٰى يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِى مُوْسٰى رضـ اَنَّهُ فَعَلَهُ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ـ

১২৪৩। মুসাদ্দাদ র. .... হযরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দলকে নিয়ে এক রাক'আত নামায আদায় করেন এবং এই সময় দ্বিতীয় দল শত্রুর মুকাবিলায় নিয়োজিত থাকে। অতঃপর প্রথম দলটি শত্রুর মুকাবিলার জন্য গমন করলে দ্বিতীয় দলটি আসার পর তিনি তাদের নিয়ে দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করে সালাম ফেরান। ঐ সময় তারা স্ব স্ব দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করে শত্রুর মুকাবিলায় গমন করে। অতঃপর প্রথম দলটি তাদের বাকী নামায সম্পন্ন করে। –বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী,নাসাঈ

সালাতুল খাওফ সংক্রান্ত কিছু পদ্ধতি আগেও এসেছে আবার কিছু পরেও আসবে। এ অনুচ্ছেদে যে পদ্ধতি বলা হয়েছে এ সম্পর্কে হযরত সাহারানপুরী র. হাফিজ র.-এর উক্তি বর্ণনা করেন

لَمْ يَخْتَلِفِ الطُّرُقُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ فِىْ هٰذَا وَ ظَاهِرُهُ اَنَّهُمْ اَتَمُّوا لِاَنْفُسِهِمْ فِى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَيَحْتَمِلُ اَنَّهُمْ اَتَمُّوا عَلَى التَّعَاقُبِ وَهُوَالرَّاجِحُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنٰى وَاِلَّا فَيَلْتَزِمُ تَضْيِيْعُ الْحَرَاسَةِ الْمَطْلُوْبَةِ وَاِفْرَادُ الْاِمَامِ وَحْدَهُ وَيُرَجِّحُهُ مَارَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ وَلَفْظُهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ مَقَامَ هٰؤُلَاءِ اى الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ فَقَضَوْا لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثم سَلَّمُوا ثم ذَهَبُوْا وَرَجَعَ اُولٰئِكَ اِلٰى مَقَامِهِمْ فَصَلَّوْا لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثم سَلَّمُوْا وظَاهِرُ اَنَّ الطَّائِفَةَ الثَّانِيَةَ وَالَتْ بَيْنَ رَكْعَتَيْهَا ثم اَتَمَّتْ الطَّائِفَةُ الْاُوْلٰى بَعْدَهَا وَبِهٰذِهِ الْكَيْفِيَةِ اَخَذَتِ الْحَنَفِيَةُ وَاخْتَارَ الْكَيْفِيَةَ الَّتِى فِىْ حَدِيْثِ ابْنِ

مَسْعُودٍ رضـ اشْهَبُ وَالأَوْزَاعِيُّ وَهِيَ الْمُوَافَقَةُ لِحَدِيْثِ سَهْلِ بْنِ اَبِيْ حَثْمَةَ رضـ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ وَرَجَّحَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هٰذِهِ الْكَيْفِيَّةَ الْوَارِدَةَ فِيْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ رضـ عَلٰى غَيْرِهٖ لِقُوَّةِ الإِسْنَادِ وَلِمُوَافَقَةِ الأُصُوْلِ فِيْ اَنَّ الْمَامُوْمَ لَايُتِمُّ صَلٰوتَهٗ قَبْلَ صَلٰوةِ إِمَامِهٖ إِنْتَهٰى مُلَخَّصًا ـ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَالِكَ رَوَاهُ نَافِعٌ وخَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الخ ـ

এসব উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র. উপরোক্ত ছুরতটিকে শক্তিশালী করেছেন।

بَابُ مَنْ قَالَ يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُوْمُ الَّذِيْنَ خَلْفَهٗ فَيُصَلُّوْنَ رَكْعَةً ثُمَّ يَجِئُ الاٰخَرُوْنَ إِلٰى مَقَامِ هٰؤُلَاءِ فَيُصَلُّوْنَ رَكْعَةً

অনুচ্ছেদ ঃ এক দল বিশেষজ্ঞ আলিমের মতে, ইমাম প্রথম দলের সাথে এক রাক'আত নামায পড়ে সালাম ফিরাবেন এবং তারা উঠে স্বতন্ত্রভাবে আরেক রাক'আত নামায পড়বে। অতঃপর তারা শত্রুর মুকাবিলায় চলে যাবে এবং পরবর্তী দল এসে তাদের স্থানে দাঁড়িয়ে ইমামের সাথে এক রাক'আত নামায পড়বে।

পূর্বোক্ত শিরোনাম ও এটির মাঝে পার্থক্য হল, এ শিরোনামে উভয়দলের দ্বিতীয় রাক'আত, একাধারে পড়ার উল্লেখ রয়েছে। এর ছুরত হল দ্বিতীয় দল, ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করার পর যখন ইমামের দ্বিতীয় রাক'আত পূর্ণ হয়ে যাওয়ার ফলে তিনি সালাম ফিরাবেন, তখন দ্বিতীয় দল দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করবে। যখন উভয় দল দু'রাকআত থেকে অবসর হবে তখন প্রথম দল দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করবে। কিন্তু প্রথম শিরোনাম এর পরিপন্থী। তাতে উভয় দলের দ্বিতীয় রাক'আত আদায়ের উল্লেখ নেই।

٢ـ حَدَّثَنَا تَمِيْمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ نَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ يُوْسُفَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ خُصَيْفٍ بِإِسْنَادِهٖ وَمَعْنَاهُ قَالَ فَكَبَّرَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فَكَبَّرَ الصَّفَّانِ جَمِيْعًا ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ بِهٰذَا الْمَعْنٰى عَنْ خُصَيْفٍ وَصَلّٰى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَمُرَةَ هٰكَذَا اِلَّا اَنَّ الطَّائِفَةَ الَّتِيْ صَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً ثم سَلَّمَ مَضَوْا اِلٰى مَقَامِ اَصْحَابِهِمْ وَجَاءَ هٰؤُلَاءِ فَصَلُّوا لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثم رَجَعُوْا اِلٰى مَقَامِ اُولٰئِكَ فَصَلُّوا لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا بِذَالِكَ مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيْبٍ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ اَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ كَابُلَ فَصَلّٰى بِنَا صَلٰوةَ الْخَوْفِ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الإِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رح ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস নং ঃ ২। তামীম ইব্‌নুল মুন্‌তাসির র. ...... খুসাইফ র. হতে এই সনদে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর বললে উভয় দলই তাঁর সাথে তাক্‌বীর বলে।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, সাওরী অনুরূপ অর্থে খুসাইফ্ হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা রা. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের নিয়মেই নামায আদায় করেন। তবে ব্যতিক্রম এই যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় দলটির সাথে নামাযের দ্বিতীয় রাকআত আদায়ের পর সালাম ফিরালে মুক্‌তাদীরা শত্রুর মুকাবিলায় গমণ করে এবং সেখানকার দলটি ফিরে এসে তাদের দ্বিতীয় রাকআত আদায় করে শত্রুর মুকাবিলায় চলে যায়। পরবর্তী দলটি তাদের সুবিধা মত স্ব স্ব বাকী রাক'আত আদায় করে।

অন্য বর্ণনায় আছে যে, আব্দুস সামাদ ইবনে হাবীব বলেন, আমার পিতা আমাকে জানান যে, তাঁরা হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা রা.-এর সাথে কাবুল নামক স্থানে সালাতুল্-খাওফ আদায় করেন।

فَكَبَّرَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فَكَبَّرَ الصَّفَّانِ جَمِيْعًا ـ

এর দ্বারা উদ্দেশ্য পূর্বোক্ত হাদীসে ও এটিতে যে পার্থক্য আছে তার বিবরণ দান। কারণ, পূর্বোক্ত হাদীসটি ইবনে ফযল-খুসাইফ সূত্রে বর্ণিত, দ্বিতীয় হাদীসটি বর্ণিত শরীক-খুসাইফ সূত্রে। পার্থক্য হল, শরীক তার হাদীসে বলেন, উভয় সফ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাকবীর বলেছে। কিন্তু ইবনে ফযল-খুসাইফ সূত্রে বর্ণিত হাদীসে এর উল্লেখ নেই।

হযরত সাহারানপুরী র. বলেন, শরীকের হাদীসটি ইবনে জারীর ও বর্ণনা করেছেন। তাতে ইবনে জারীর بِنَحْوِ حَدِيْثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ خُصَيْفٍ বলেছেন। আবদুল ওয়াহিদ ইবনে যিয়াদের হাদীসে এই শব্দ নেই।

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اى هٰذَا الْحَدِيْثَ الثَّوْرِيُّ اى سُفْيَانُ بِهٰذَا الْمَعْنٰى اى بِمَعْنٰى مَاذَكَرَهُ شَرِيْكٌ عَنْ خُصَيْفٍ ـ

অর্থাৎ, فَكَبَّرَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فَكَبَّرَ الصَّفَّانِ

কিন্তু ইমাম তাহাভী র. সুফিয়ান সাওরী র.থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন নিম্নোক্ত ভাষায়–

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فِىْ بَعْضِ اَيَّامِهِ فَصَفَّ خَلْفَهُ وَصَفًّا مُوَازِىَ الْعَدُوِّ وَكُلُّهُمْ فِىْ صَلٰوةٍ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً ـ الحديث ـ

সুফিয়ানের উক্তি كُلُّهُمْ فِىْ صَلٰوةٍ শব্দ হুবহু শরীকের হাদীসের শব্দরাজি فَكَبَّرَ الصَّفَّانِ এর অর্থবোধক। যদি كُلُّهُمْ শব্দটির বহুবচনের যমীর الصَّفَّانِ-এর দিকে ফিরানো হয় আর এ যমীরটিকে সে صَفٌ-এর দিকে ফিরানো হয় যেটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে ছিল তাহলে উভয় হাদীসের অর্থ এক হবে না।

সম্ভবত শরীক সুফিয়ানের উক্তি দ্বারা প্রথম অর্থ বুঝে থাকবেন। এ কারণে অর্থগত বিবরণ দিয়েছেন এবং এতে সম্ভবত তার ভুল হয়ে গেছে। কারণ, শেষ জীবনে শরীকের স্মরণশক্তি খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এজন্য বলা হচ্ছে যে, এ হাদীসটি খুসাইফ থেকে পাঁচজন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে থেকে শরীকের শব্দ অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। অবশ্য সুফিয়ানের শব্দটিতেও উপরে বর্ণিত অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব বাহ্যত বুঝা যায় এ ভুলটি হয়েছে শরীক থেকে।

وَصَلَّى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَمُرَةَ هٰكَذَا ـ

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর বিবরণের ন্যায়।

إِلَّا أَنَّ الطَّائِفَةَ الَّتِي صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ অর্থাৎ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাক'আত পড়িয়েছেন, অতঃপর সালাম ফিরিয়েছেন।

مَضَوْا إِلَى مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ

অর্থাৎ, শত্রুদের সম্মুখে তারা গিয়েছেন, তখন কিন্তু তারা দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করেননি। وَجَاءَ هٰؤُلَاءِ অর্থাৎ, প্রথম দল।

فَصَلُّوا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً অর্থাৎ, তারা দ্বিতীয় রাক'আত পড়ে সালাম ফিরিয়েছেন।

ثُمَّ رَجَعُوا অর্থাৎ, প্রথম দল দ্বিতীয় দ্বিতীয় দলের স্থানে শত্রুদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন।

وَجَاءَ الثَّانِيَةِ অর্থাৎ, প্রথম দলের স্থানে।

فَصَلُّوا অর্থাৎ, দ্বিতীয় দল।

لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً অর্থাৎ, দ্বিতীয় রাক'আত।

وَسَلَّمُوا অর্থাৎ, তারা সালাম দিয়েছেন।

এ হাদীস দ্বারা হযরত ইবনে মাসউদ ও আবদুর রহমান রা.-এর হাদীসের মাঝে পার্থক্য বুঝা যায় যে, ইবনে মাসউদ রা.-এর হাদীসে আছে– দ্বিতীয় দল যখন এক রাকআত পড়ে নিয়েছেন আর তারা ইমামের দ্বিতীয় রাক'আতে রয়েছেন। অতএব ইমাম যখন সালাম ফিরিয়েছেন, তখন দ্বিতীয় কাতারের লোকজন নিজেদের দ্বিতীয় রাক'আত সেখানেই পড়ে নিয়েছেন। অতঃপর এই কাতার অবসর হয়ে শত্রুদের বিপরীতে চলে যান। আর আব্দুর রহমান রা.-এর হাদীস দ্বারা জানা যায়, দ্বিতীয় দল যখন এক রাক'আত ইমামের সাথে পড়েছেন, তখন ইমামের দ্বিতীয় রাক'আতে যখন তিনি সালাম ফিরিয়েছেন, তখন এই দ্বিতীয় দল শত্রুদের সম্মুখে চলে গেছেন এবং প্রথম দল পুনরায় এসে দ্বিতীয় রাক'আত পড়ে নিয়েছেন দ্বিতীয় দল দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করার পূর্বে। অতঃপর দ্বিতীয় দল স্বীয় অবশিষ্ট রাক'আত আদায় করেছেন।

قَالَ أَبُودَاوُد حَدَّثَنَا بِذَالِكَ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য আবদুর রহমানের হাদীসটিকে শক্তিশালী করা।

بَابُ مَنْ قَالَ يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً وَلَا يَقْضُونَ

অনুচ্ছেদ ঃ যারা বলেন প্রতিটি দলের সাথে এক রাক'আত পড়বেন আবার তারা কাযাও করবে না

١ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي الْأَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ فَقَامَ فَقَالَ أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلٰوةَ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا فَصَلَّى بِهٰؤُلَاءِ رَكْعَةً وَبِهٰؤُلَاءِ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ ثُمَّ زَيِّنْهُ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الإمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رح ـ

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

হাদীস–১। মুসাদ্দাদ র. .... ছালাবা ইবনে যাহ্‌দাম র. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সাঈদ ইব্‌নে-আস রা.-এর সাথে তাবারিস্তানে ছিলাম। তিনি সেখানে দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, আপনাদের মধ্যে এমন কে আছেন যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ভীতির সময় নামায আদায় করেছেন? হযরত হুযাইফা রা. বলেন– আমি তাঁর সাথে সালাতুল খাওফ আদায় করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দলকে সংগে নিয়ে প্রথম রাক'আত এবং দ্বিতীয় দলকে সংগে নিয়ে দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করেন। ঐ সময় মুক্তাদীগণ তাদের দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করেন নি।

অন্য বর্ণনায় আছে যে, তারা দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করেন। যায়েদ ইবনে ছাবিত রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হতে অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, এই সময় মুক্তাদীগণ এক রাক'আত আদায় করেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'রাক'আত আদায় করেন। – নাসাঈ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَيَزِيْدُ الْفَقِيْرُ وَاَبُوْمُوْسٰى جَمِيْعًا عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَيَزِيْدُ الْفَقِيْرُ وَاَبُوْ مُوْسٰى جَمِيْعًا عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ فِىْ حَدِيْثِ يَزِيْدَ الْفَقِيْرِ اِنَّهُمْ قَضَوْا رَكْعَةً وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَكَانَتْ لِلْقَوْمِ رَكْعَةً وَلِلنَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ـ

ইমাম আবু দাউদ র. এ অনুচ্ছেদে হযরত হুযাইফা রা.-এর হাদীসটি উল্লেখ করে قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ দ্বারা হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর মারফূ রেওয়ায়াত এরূপভাবে হযরত আবু হোরায়রা রা.-এর মারফূ রেওয়ায়াত অতঃপর জাবির রা. এর মারফূ রেওয়ায়াত অতঃপর ইবনে উমর রা.-এর মারফূ হাদীস, অতঃপর যায়েদ ইবনে সাবিত রা.-এর مَرْفُوْع রেওয়ায়াত পেশ করেছেন। হযরত হুযাইফা রা.-এর হাদীসটির সমর্থনে সেসব রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। অতঃপর দ্বিতীয় হাদীস অর্থাৎ, ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদীসটির দিকে قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ -এর পর وَكَذَالِكَ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمُجَاهِدٌ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رض বলে ইঙ্গিত করেছেন। এর সমর্থনে হযরত আবু দাউদ র. এর সব রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন।

হযরত সাহারানপুরী র. এসব রেওয়ায়াতের সূত্র বর্ণনা করেছেন। অবশেষে ইমাম তাহাভী র. এর উত্তরটি উল্লেখ করেছেন। সেটি হল হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনাকারী মুজাহিদ ও উবাইদুল্লাহ যদিও এখানে এরূপভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই উবাইদুল্লাহ মুজাহিদের রেওয়ায়াতের বিরুদ্ধেও ইবনে আব্বাস রা. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতএব, ইমামের উপর এক রাকআত ফরয হওয়া এবং বৈঠক, তাশাহহুদ ও সালাম ছাড়া আদায় করা অসম্ভব। কাজেই ইবনে আব্বাস রা. এর উভয় রেওয়ায়াতে বৈপরিত্য হতে পারেনা। যদি কেউ মুজাহিদ-ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণিত এরূপ রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ করে তবে প্রতিপক্ষ এর পরিপন্থী উবাইদুল্লাহ-ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াত দ্বারা-এর পরিপন্থী প্রমাণ পেশ করতে পারবেন।

بَابُ مَنْ قَالَ يُصَلِّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ : যারা বলেন প্রত্যেক দলের সাথে দু'রাক'আত পড়বেন

١ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِى نَا الأَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى بَكْرَةَ رض قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ فِى خَوْفِ الظُّهْرِ فَصَفَّ بَعْضُهُمْ خَلْفَهُ وَبَعْضُهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْطَلَقَ الَّذِيْنَ صَلُّوا مَعَهُ فَوَقَفُوْا مَوْقِفَ أَصْحَابِهِمْ ثُمَّ جَاءَ أُولٰئِكَ فَصَلُّوا خَلْفَهُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَرْبَعًا وَلِأَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَبِذٰلِكَ كَانَ يُفْتِى الْحَسَنُ ـ

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ فِى الْمَغْرِبِ يَكُوْنُ لِلإِمَامِ سِتُّ رَكْعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ـ

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ كَذٰلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيْرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَكَذٰلِكَ قَالَ سُلَيْمَانُ الْيَشْكُرِىُّ عَنْ جَابِرٍ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ أَوْضِحْ مَا قَالَ الإِمَامُ أَبُوْ دَاوُدَ رح ـ

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

হাদীস ঃ ১। উবাইদুল্লাহ ইবনে মুআয র. ...... হযরত আবু বাক্‌রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যুদ্ধকালীন) ভীতিকর পরিস্থিতিতে জোহরের নামায আদায় করেন। তখন লোকজন দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে এক দল প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায় এবং অপর দল শত্রুর মুকাবিলায় নিয়োজিত থাকে। ঐ সময় তিনি তাঁর পিছনে দণ্ডায়মান লোকদের নিয়ে দু' রাক'আত নামায পড়ে সালাম ফিরান। অতঃপর নামায শেষে তারা শত্রুর মুকাবিলায় চলে গেলে, সেখানে যারা ছিল তারা এসে তাঁর পিছনে দাঁড়ায়। তখন তিনি তাদের নিয়ে দু' রাক'আত নামায আদায় করে সালাম ফিরান। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামাযের রাক'আতের সংখ্যা চারে পৌঁছায় এবং সাহাবায়ে কিরামের দু' দু'রাক'আত হয়। হযরত হাসান বসরী র. এরূপ ফতওয়া দিতেন। —নাসাঈ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ فِى الْمَغْرِبِ يَكُوْنُ لِلإِمَامِ سِتُّ رَكْعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ كَذٰلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيْرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَكَذٰلِكَ قَالَ سُلَيْمَانُ الْيَشْكُرِىُّ عَنْ جَابِرٍ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ـ

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, এরূপভাবে মাগ্‌রিবের নামাযে ইমামের ছয় রাক'আত এবং মুক্তাদীদের তিন তিন রাক'আত হবে। তিনি আরও বলেন, হযরত জাবির রা. হতেও এরূপ বর্ণিত হয়েছে।

মোল্লা আলী কারী র. বলেন, আমাদের মাযহাব অনুযায়ী এ বিষয়টি এ কারণে জটিল যে, যদি এটাকে সফরের অবস্থার উপর প্রয়োগ করা হয়, তবে নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর ইকতিদা আবশ্যক হবে। এটা হানাফীদের মাযহাব অনুযায়ী নাজায়েয। আর যদি বাড়ীতে অবস্থানের ক্ষেত্রে প্রযোগ করা হয়, তখন দু'রাক'আতের ক্ষেত্রে সালাম কিভাবে হয়। কাজেই এটাকে অবশ্যই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। তবে কাওম স্ব-স্ব দু'রাকআত সালামের পর আদায় করেছেন।

ইমাম তাহাভী র.-এর মতে এটা তখনকার কথা যখন ফরয নামায দু'বার আদায় করা যেত।

আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী র. বলেন, ইমাম তাহাভী র.-এর যে উত্তরটি মোল্লা আলী কারী র. বর্ণনা করেছেন তাঁর ইবারত নিম্নরূপ–

وَلَاحُجَّةَ لَهُمْ عِنْدَنَا فِى هٰذِهِ الْاٰثَارِ لِاَنَّهُ يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ النَّبِىُّ ﷺ صَلَّاهَا كَذَالِكَ لِاَنَّه لَمْ يَكُنْ فِىْ سَفَرٍ يَقْصُرُ فِى مِثْلِهِ الصَّلٰوةَ، فَصَلّٰى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَضَوْا بَعْدَ ذَالِكَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ هٰكَذَا نَقُولُ نَحْنُ إِذَا حَضَرَ الْعَدُوُّ فِى مِصْرٍ فَاَرَادَ اَهْلُ ذَالِكَ الْمِصْرِ اَنْ يُصَلُّوا صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَعَلُوْا هٰكَذَا يَعْنِىْ بَعْدَ اَنْ تَكُونَ تِلْكَ الصَّلٰوةُ ظُهْرًا او عَصْرًا او عِشَاءً ـ

فَإِنْ قَالُوا اِنَّ الْقَضَاءَ، لَمْ يذْكُرْ قِيلَ لَهُمْ قَدْ يَجُوزُ اَنْ يَكُونُوا قَضَوْا وَلَمْ يَنْقُلْ ذَالِكَ فِى الْخَبَرِ وَقَدْ يَجِىْ مِثْلَ هٰذَا فِى الْاَخْبَارِ كَثِيرًا وَاِنْ كَانُوا لَمْ يَقْضُوا فَاِنَّ ذَالِكَ لَاحُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ، لِاَنَّهُ يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ ذَالِكَ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَالْفَرِيضَةُ حِينَئِذٍ مَرَّتَيْنِ فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَرِيضَةً وَقَدْ كَانَ يَفْعَلُ ذَالِكَ فِى اَوَّلِ الْاِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ ـ

بَابُ صَلٰوةِ الطَّالِبِ

অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুঅন্বেষীর নামায

١ـ حَدَّثَنَا اَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو نَا عَبْدُ الْوَارِثِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُنَيْسٍ عَنْ اَبِيهِ رض ـ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى خَالِدِ بْنِ سُفْيَانَ الْهُذَلِىِّ وَكَانَ نَحْوَ عُرَنَةَ وَعَرَفَاتٍ ـ فَقَالَ اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ، قَالَ فَرَاَيْتُهُ وَحَضَرَتْ صَلٰوةُ الْعَصْرِ ـ فَقُلْتُ اِنِّىْ لَاَخَافُ اَنْ يَكُونَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ مَا اِنْ اُؤَخِّرُ الصَّلٰوةَ، فَانْطَلَقْتُ اَمْشِىْ وَاِنَّمَا اُصَلِّىْ اُومِىْ اِيْمَاءً نَحْوَهُ، فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ قَالَ لِىْ مَنْ اَنْتَ؟ قُلْتُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ، بَلَغَنِىْ اَنَّكَ

تَجْمَعُ لِهٰذَا الرَّجُلِ ـ فَجِئْتُكَ فِىْ ذٰلِكَ ـ قَالَ اِنِّى لَفِى ذَاكَ ـ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً حَتّٰى اِذَا اَمْكَنَنِى عَلَوْتُهُ بِسَيْفِى حَتّٰى بَرَدَ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ ـ كَيْفَ يُصَلِّى طَالِبُ الْعَدُوِّ؟ اُذْكُرْ مُوْضِحًا ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوٗدَ رح ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ـ

হাদীস ঃ ১। আবু মা'মার আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর র. ...... আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস র. থেকে তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে খালিদ ইবনে সুফিয়ান হুযালীকে হত্যার জন্য আরানা ও আরাফাতের দিকে প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, আমি তাকে আসরের নামাযের সময় দেখতে পাই। এই সময় আমার মনে এরূপ শংকার সৃষ্টি হয় যে, যদি আমি নামাযে রত হই তবে সে আমার নাগালের বাইরে চলে যাবে। তখন আমি ইশারায় নামায আদায় করতে করতে তার দিকে রওয়ানা হই। অতঃপর আমি তার নিকটবর্তী হলে সে আমাকে জিজ্ঞেস করে– তুমি কে? আমি বলি, আমি আরবের একজন অধিবাসী। আমি জানতে পারলাম যে, তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সৈন্য প্রস্তুত করছ। তাই আমি তোমার নিকট এসেছি। তখন সে বলে, আমি এরূপ করছি। রাবী বলেন, অতঃপর আমি তার সাথে পথ চলতে থাকি। এমতাবস্থায় আমি সুযোগ মত তার উপর তরবারির আঘাত হেনে তাকে হত্যা করি। সে মরে ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

তালিব দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

তালিব দ্বারা উদ্দেশ্য, যে ব্যক্তি শত্রু অন্বেষণ করছে, দুশমনের পিছনে দৌড়ছে তাকে হত্যার জন্য। হাফিজ র. বলেন–

قَالَ الْمُنذِرِىُّ كُلُّ مَنْ اَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ يَقُوْلُ اِنَّ الْمَطْلُوْبَ يُصَلِّى عَلٰى دَابَّةٍ يُومِئُ اِيْمَاءً وَاِنْ كَانَ طَالِبًا نَزَلَ فَصَلّٰى عَلَى الْاَرْضِ قَالَ الشَّافِعِىُّ اِلَّا اَنْ يَنْقَطِعَ عَنْ اَصْحَابِه فَيَخَافُ عَوْدَ الْمَطْلُوْبِ عَلَيْهِ فَيُجْزِئُهٗ ذَالِكَ وَعُرِفَ بِذَالِكَ اَنَّ الطَّالِبَ فِيْهِ تَفْصِيْلٌ بِخِلَافِ الْمَطْلُوْبِ ـ وَوَجْهُ الْفَرْقِ اَنَّ شِدَّةَ الْخَوْفِ فِى الْمَطْلُوْبِ ظَاهِرَةٌ لِتَحَقُّقِ السَّبَبِ الْمُقْتَضٰى لَهَا وَاَمَّا الطَّالِبُ فَلَايَخَافُ اِسْتِيْلَاءَ الْعَدُوِّ عَلَيْهِ وَاِنَّمَا يَخَافُ اَنْ يَفُوْتَهُ الْعَدُوُّ وَمَذْهَبُ الْخَفِيَّةِ فِى ذَالِكَ مَاقَالَ صَاحِبُ الْبَدَائِعِ وَلَوْ صَلّٰى رَاكِبًا وَالدَّابَّةُ سَائِرَةٌ فَاِنْ كَانَ مَطْلُوبًا فَلَابَاْسَ بِه، لِاَنَّ السَّبَبَ فِعْلُ الدَّابَّةِ فِى الْحَقِيْقَةِ وَاِنَّمَا يُضَافُ اِلَيْهِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنٰى لِتَسْيِيْرِه فَاِذَا جَاءَ الْعُذْرُ اِنْقَطَعَتِ الْاِضَافَةُ بِخِلَافِ مَا اِذَا صَلّٰى مَاشِيًا اَوْسَابِحًا حَيْثُ لَايَجُوْزُ، لِاَنَّ ذَالِكَ فِعْلُهٗ حَقِيقَةً وَلَايَحْتَمِلُ اِلَّا اِذَا كَانَ فِى مَعْنٰى مَوْرِدِ النَّصِّ وَلَيْسَ ذَالِكَ فِى مَعْنَاهُ عَلٰى مَامَرَّ وَاِنْ كَانَ الرَّاكِبُ طَالِبًا فَلَايَجُوْزُلَهٗ ذَالِكَ، لِاَنَّهٗ لَاخَوْفَ فِى حَقِّه فَيُمْكِنُهُ النُّزُوْلُ ـ

تَفْرِيعُ أَبْوَابِ التَّطَوُّعِ وَرَكَعَاتِ السُّنَّةِ

অধ্যায় ঃ নফল ও সুন্নতের রাকআত-এর শাখা-প্রশাখা

بَابُ إِذَا فَاتَتْهُ مَتٰى يَقْضِيهَا

অনুচ্ছেদ ঃ নামায ফওত হয়ে গেলে কখন কাযা করবে

٢ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا هُشَيْمٌ نَا خَالِدٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعٍ نَا خَالِدُ الْمَعْنٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضـ عَنْ صَلٰوةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ التَّطَوُّعِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا فِىْ بَيْتِى ثم يَخْرُجُ فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ ثم يَرْجِعُ اِلٰى بَيْتِى فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثم يَرْجِعُ اِلٰى بَيْتِى فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّىْ بِهِمُ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِى فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِتْرُ وَكَانَ يُصَلِّى لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا جَالِسًا فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّىْ بِالنَّاسِ صَلٰوةَ الْفَجْرِ ﷺ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الاِمَامُ اَبُو دَاوُدَ رح ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ২। আহ্‌মদ ইবনে হাম্বল ও মুসাদ্দাদ র. .... আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক র. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি হযরত আয়েশা রা.-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামায (সুন্নাত) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের পূর্বে ঘরে চার রাক'আত নামায আদায় করতেন। অতপর বাইরে গিয়ে জামাআতে নামায আদায় করতেন। পুনরায় ঘরে ফিরে এসে তিনি দু' রাক'আত নামায আদায় করতেন। তিনি মাগ্‌রিবের ফরয নামায জামাআতে আদায়ের পর ঘরে ফিরে এসে দু' রাক'আত (সুন্নাত) নামায আদায় করতেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামাআতে ইশার নামায আদায়ের পর ঘরে এসে দু'রাক'আত নামায আদায় করতেন।

রাবী বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে বিতরের নামাযসহ নয় রাক'আত নামায পড়তেন। তিনি রাতে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে ও বসে (নফল) নামায পড়তেন। তিনি দাঁড়িয়ে কিরাআত পাঠ করলে রুকু-সিজদাও ঐ

অবস্থায় করতেন এবং যখন তিনি বসে কিরাআত পাঠ করতেন তখন রুকূ-সিজদাও ঐ অবস্থায় করতেন। তিনি সুবহে সাদিকের সময় দু'রাক'আত (সুন্নাত) নামায আদায় করতেন। অতঃপর তিনি ঘর হতে বের হয়ে জামাআতে ফজরের নামায আদায় করতেন। —মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى عَبْدُ رَبِّهِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ مُرْسَلًا ـ

অর্থাৎ, ইতোপূর্বেকার হাদীসে সা'দ ইবনে সাঈদ মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম তাইমী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম তাইমী কায়েস ইবনে আমর থেকে। এ হাদীসে আবদে রাব্বিহী এবং ইয়াহইয়া উভয়ে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীমের উল্লেখ করেছেন। কায়েস ইবনে আমরের কথা উল্লেখ করেননি। অতএব, হাদীসটি মুরসাল।

إِنَّ جَدَّهُمْ زَيْدٌ ঃ হযরত সাহারানপুরী র. বলেন, আবু দাউদের এই রেওয়ায়াতে যে যায়েদ শব্দটি আছে। এরূপভাবে অন্যসব কপিতেও আছে, এটি লিপিকারের ভুল। এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে—

১. এ হাদীসটি বায়হাকী আবু দাউদ সূত্রে এনেছেন। তাতে যায়েদের উল্লেখ নেই। বায়হাকী র. বলেছেন—

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى عَبْدُ رَبِّهِ وَيَحْيَى إِبْنَا سَعِيْدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ مُرْسَلًا إِنَّ جَدَّهُمْ صَلّٰى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ـ

এখানে যায়েদের বা অন্য কারও নাম নেই।

২. দ্বিতীয়ত, ইমাম তিরমিযী র. এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন—

وَرَوٰى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فَرَأٰى قَيْسًا ـ

আল্লামা সাহারানপুরী র. বলেন—

وَهُوَ الصَّوَابُ فَإِنَّ جَدَّ سَعْدٍ وَإِخْوَتَهُ عَبْدُ رَبِّهِ وَعَبْدُ اللّٰهِ هُوَ قَيْسٌ لَا زَيْدٌ ـ

৩. আল্লামা সাহারানপুরী র. বলেন, তাঁর প্রপিতাদের কারও নাম যায়েদ পাওয়া যায়নি। যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে নামায পড়েছেন, অবশ্য তাঁদের মধ্যে যায়েদ ইবনে সা'লাবা নামক এক ব্যক্তি আছেন। কিন্তু তিনি তো নববী যুগের পূর্বে বর্বরতার যুগে মৃত্যুলাভ করেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ পাননি।

হাফিজ র. ইসাবায় ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদের দাদার জীবনীতে বলেন—

ذَكَرَهُ أَبُوْ دَاوُدَ فِىْ بَابِ مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ فَقَالَ قَالَ عَبْدُ رَبِّهِ وَيَحْيَى إِبْنَا سَعِيْدٍ صَلّٰى جَدُّنَا زَيْدٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ هٰكَذَا قَرَأْتُ شَيْخَنَا الْبَلْقِيْنِىِّ الْكَبِيْرِ فِىْ هَامِشِ نُسْخَةٍ مِنْ تَجْرِيْدِ الذَّهَبِيِّ وَلَمْ أَرَ فِى النُّسْخَةِ الْمُتَعَدِّدَةِ مِنَ السُّنَنِ لَفْظَ زَيْدٍ بَلْ فِيْهِ جَدُّنَا خَاصَّةً فَلْيُحَرَّرْ فَإِنَّ نَسَبَ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ لَيْسَ فِيْهِ أَحَدٌ يُقَالُ لَهُ زَيْدٌ إِلَّا الْأَزْيَدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ وَهُوَ جَدٌّ أَعْلٰى هَلَكَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ إِنْتَهٰى ـ

بَابُ الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ জোহরের পূর্বে ওপরে চার রাক'আত

١ـ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ قَالَ قَالَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَافَظَ عَلٰى أَرْبَعِ رَكْعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ ـ

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسٰى عَنْ مَكْحُولٍ بِإِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ كَمْ رَكْعَةً تسن قَبْلَ الظُّهْرِ؟ مَا الْاِخْتِلَافُ فِيْهِ بَيْنَ الْاَئِمَّةِ الْعِظَامِ؟ اُكْتُبْ مُدَلَّلًا مُرَجِّحًا مُجِيْبًا عَنْ اِسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِيْنَ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رح ـ

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

হাদীস ঃ ১। মুআম্মাল ইব্নুল ফযল র. .... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– যে ব্যক্তি জোহরের ফরয নামাযের পূর্বে এবং পরে চার রাক'আত করে নামায পড়বে তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম হবে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ وَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسٰى عَنْ مَكْحُولٍ بِإِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ ـ

সম্ভবতঃ এই ইবারত দ্বারা এর পূর্বেকার মাকহূল সূত্রে বর্ণিত নোমানের রেওয়ায়াতটির সমর্থন উদ্দেশ্য। কারণ, মুসনাদে আহমদে এ হাদীসে মাকহূল ও আমবাসার মাঝে তাঁর আযাদকৃত দাসের সূত্র রয়েছে।

জোহরের পূর্বে ৪ রাক'আত সুন্নত

হানাফী এবং মালিকীদের মতে জোহরের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নত। ইমাম শাফিঈ র. এরও একটি উক্তি এটিই। মুহায্যাবে তো ইমাম শাফিঈ র. এর এই উক্তিটি বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ ইমাম শাফিঈ র. নিজস্ব প্রসিদ্ধ উক্তি অনুযায়ী এবং ইমাম আহমদ র. এর প্রবক্তা যে, জোহরের পূর্বে সুন্নত শুধু দু'রাক'আত। তাদের প্রমাণ তিরমিযীতে (باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر) বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর রেওয়ায়াত–

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ـ

✪ সংখ্যাগরিষ্ঠের বক্তব্য হল, অধিকাংশ রেওয়ায়াত চার রাক'আত সুন্নত হওয়ার প্রমাণ। যেমন–

১. তিরমিযীতে বর্ণিত হযরত আলী রা. এর রেওয়ায়াত, عَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ـ –মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ।

২. হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী রা. এর রেওয়ায়াত–

قَالَ اَدْمَنَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ! اِنَّكَ تُدمِنُ هٰؤُلَاءِ الْأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ؟ قَالَ يَا اَبَا اَيُّوبَ! اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَلَنْ تَرْتَجَّ حَتّٰى يُصَلِّىَ الظُّهْرَ فَاُحِبُّ اَنْ يُصْعَدَ لِى فِيْهِنَّ عَمَلٌ صَالِحٌ قَبْلَ اَنْ تَرْتَجَّ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ! أَوَ فِى كُلِّهِنَّ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ نَعَمْ، قُلْتُ بَيْنَهُنَّ تَسْلِيمٌ فَاصِلٌ؟ قَالَ لَا إِلَّا التَّشَهُّدَ ـ (طحاوى : ١/١٢٥)

'তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য হেলার পর সর্বদা চার রাক'আত আদায় করেছেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি সর্বদা এই চার রাক'আত আদায় করেন? উত্তরে তিনি বলেন, আবূ আইয়ূব! যখন সূর্য হেলে যায় তখন আসমানের দরজাগুলো উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। এগুলো জোহরের নামায পড়া পর্যন্ত আর বন্ধ করা হয় না। অতএব, আমি এ সময়ে দরজাগুলো বন্ধ হওয়ার পূর্বে আমার নেক আমল উপরে উত্থিত হোক তা পছন্দ করি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর প্রতি রাক'আতে কি কিরাআত রয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ আমি বললাম এগুলোর মাঝে কি ব্যবধানকারী সালাম রয়েছে? তিনি বললেন, না, তাশাহহুদ ছাড়া আর কোন সালাম নেই।'

৩. তিরমিযীতে বর্ণিত হযরত উম্মে হাবীবা রা. এর রেওয়ায়াত। তিনি বলেন–

سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ حَافَظَ عَلٰى اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ ـ

৪. হযরত আয়েশা রা. এর রেওয়ায়াত–

قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ ثَابَرَ عَلٰى اِثْنَتَى عَشَرَةَ رَكْعَةٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ ـ

'তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দিন রাতে বার রাক'আত তথা, জোহরের পূর্বে চার রাক'আত ও এর পরে দু'রাক'আত, মাগরিবের পর দু'রাক'আত, ইশার পর দু'রাক'আত ও ফজরের পর দু' রাক'আত সুন্নত সর্বদা আদায় করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' –নাসাঈ ঃ ১/২৫৬

৫. তিরমিযীতে বর্ণিত হযরত আয়েশা রা. এর রেওয়ায়াত–

اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَالَمْ يُصَلِّ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَهَا ـ (তিরমিযী ঃ ১/১৮২)

উপরোক্ত হাদীসসমূহ ছাড়াও আরো প্রচুর রেওয়ায়াত চার রাক'আত সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ।

বিরোধী হাদীসের উত্তর

✪ হযরত ইবনে উমর রা.-এর হাদীসের উত্তরে আমরা বলব, এতে জোহরের পূর্বেকার সুন্নতের বিবরণ নয় বরং অন্য একটি নামাযের বিবরণ রয়েছে। যেটাকে বলা হয় 'সালাতুয্ যাওয়াল'। এ দু'টি রাক'আত ছিল নফল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'রাক'আত সূর্য হেলার তাৎক্ষনিক পর আদায় করতেন।

এর প্রমাণ হল, হযরত আয়েশা রা. থেকে একাধিক রেওয়ায়াত জোহরের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত থাকা সত্ত্বেও তাঁর থেকেই জোহরের পূর্বে দু'রাক'আতের আলোচনাও কোন কোন রেওয়ায়াতে এসেছে। এজন্য তিরমিযীতেই আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–

سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّىْ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ الخ

'আমি হযরত আয়েশা রা.-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তরে তিনি বললেন, তিনি জোহরের পূর্বে দু'রাক'আত ও পরে দু'রাক'আত আদায় করতেন.....।' –তিরমিযী ঃ ১/৮৩

অতএব স্পষ্ট হল, জোহরের পূর্বে চার রাক'আত এবং জোহরের পূর্বে দু'রাক'আত দু'টি নামাযই আলাদা আলাদা। চার রাক'আত ছিল জোহরের পূর্বেকার সুন্নত। আর দু'রাক'আত সালাতুয্ যাওয়াল বা তাহিয়্যাতুল মসজিদ।

হাফিজ ইবনে জারীর তারাবী র. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দু'টি বিষয়ই প্রমাণিত। জোহরের পূর্বে চার রাক'আত পড়াও আবার দু'রাক'আত আদায় করাও। অবশ্য চার রাক'আতের রেওয়ায়াত বেশি। দু'রাক'আতের রেওয়ায়াত কম। অতএব, উভয় পদ্ধতি জায়িয আছে।

بَابُ صَلٰوةِ التَّسْبِيْحِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতুত তাসবীহ

٢۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ الْاَيْلِىُّ نَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ اَبُوْ حَبِيْبٍ نَا مَهْدِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ نَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يُرَوْنَ اَنَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو رض قَالَ قَالَ لِىَ النَّبِىُّ ﷺ اِئْتِنِىْ غَدًا اَحْبُوْكَ وَاُثِيْبُكَ وَاُعْطِيْكَ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ يُعْطِيْنِىْ عَطِيَّةً، قَالَ اِذَا زَالَ النَّهَارُ فَقُمْ فَصَلِّ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ ثُمَّ تَرْفَعُ رَاْسَكَ يَعْنِىْ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَوِ جَالِسًا وَلَا تَقُمْ حَتّٰى تُسَبِّحَ عَشْرًا وَتَحْمَدَ عَشْرًا وَتُكَبِّرَ عَشْرًا وَتُهَلِّلَ عَشْرًا ثُمَّ تَصْنَعُ ذَالِكَ فِىْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، قَالَ فَاِنَّكَ لَوْ كُنْتَ اَعْظَمَ اَهْلِ الْاَرْضِ ذَنْبًا غُفِرَلَكَ بِذَالِكَ، قَالَ قُلْتُ فَاِنْ لَمْ اَسْتَطِعْ اَنْ اُصَلِّيَهَا تِلْكَ السَّاعَةَ، قَالَ صَلِّهَا مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۔

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ خَالُ هِلَالٍ الرَّاْىِ ۔

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رض مَوْقُوْفًا وَرَوَاهُ رَوْحُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَجَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ النُّكْرِىِّ عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَوْلَهُ وَقَالَ فِىْ حَدِيْثِ رَوْحٍ فَقَالَ حَدَّثَتْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ۔

اَلسُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ ثُمَّ زَيِّنْهُ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . هَلْ تَجُوْزُ صَلٰوةُ التَّسْبِيْحِ؟ اُذْكُرْ اَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ مُبَرْهِنًا وَمُوضِحًا كَيْفِيَّتَهَا . اَوْضِحْ مَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رح .

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস ঃ ২। মুহাম্মাদ ইবনে সুফিয়ান র. .... হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন. একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি আগামীকাল আমার নিকট আসবে। আমি তোমাকে একটি উপাদেয় বস্তু দেব। তিনি বলেন– আমি মনে মনে ভাবলাম, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে কোন জিনিস প্রদান করবেন। (পরদিন আমি তাঁর দরবারে হাজির হলে) তিনি বললেন– যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়বে, তখন তুমি চার রাক'আত নামায আদায় করবে। অতঃপর রাবী পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বললেন– অতঃপর তুমি দ্বিতীয় সিজ্দা হতে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে বসবে এবং দাঁড়ানোর পূর্বেই দশবার তাস্বীহ্, দশবার তাহ্মীদ, দশবার তাক্বীর ও দশবার তাহ্লীল (অর্থাৎ, سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ) পাঠ করবে। তুমি চার রাক'আত নামাযেই এরূপ দু'আ পাঠ করবে। যদি তুমি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহগারও হও, তবুও তোমার গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

রাবী বলেন– আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করি, যদি আমি তা ঐ সময়ে আদায় করতে না পারি? তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– তুমি দিবারাত্রির যখন সুযোগ পাবে তখনই তা আদায় করবে। –তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ الرَّاى .

এখানে সনদে অবস্থিত হিলাল নামক বর্ণনাকারীর পরিচয় দান উদ্দেশ্য।

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض مَوْقُوْفًا.

অর্থাৎ, এ হাদীসটি উমর ইবনে মালিকও আবুল জাওযা থেকে বর্ণনা করেছেন। যেমন হাদীসের সনদে আছে। এখানে রেওয়ায়াতে মারফূ। মুসতামির ইবনে রাইয়্যান আবুল জাওযা থেকে মাওকূফ রূপে বর্ণনা করেছেন। এটি আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.-এর উক্তি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তি নয়।

وَرَوَاهُ رَوْحُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَجَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ .

অর্থাৎ, তাঁরা দু'জন ইবনে আব্বাস রা. থেকে মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন। তবে পরবর্তীতে যেয়ে রাওহ ইবনুল মুসাইয়্যিব বলেন– فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رض حَدَّثَ এমতাবস্থায় এ রেওয়ায়াতটি মারফূ হয়ে যায়।

সালাতুত তাসবীহের বৈধতা

সালাতুত তাসবীহ সংক্রান্ত যতগুলো রেওয়ায়াত এসেছে সবগুলো সূত্রগতভাবে দুর্বল। আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাদীসটিও দুর্বল। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত হাদীসের দুর্বলতার কারণে আল্লামা ইবনুল জাওযী র এই নামাযটির বিধিবদ্ধতা অস্বীকার করেছেন। অবশ্য হাফিজ ইবনে হাজার র. আল-আ'মালুল মুকাফফিরায় লিখেছেন যে, একাধিক সূত্রের কারণে এ হাদীসটি হাসান লিগায়রিহীতে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া তা'আমুল দ্বারাও এটি সমর্থিত। অতএব, সালাতুত তাসবীহকে বিদ'আত অথবা খেলাফে সুন্নত বলা অথবা এর ফযীলতকে অস্বীকার করা ঠিক নয়।

অতঃপর সালাতুত্ তাসবীহতে মৌলিক কথা হল, প্রতিটি রাক'আতে ৭৫বার سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ لْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ পড়বে।

এর দুটি পদ্ধতি আছে। একটি হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে। যেটি অনুযায়ী কিয়ামে ১৫ বার এরপর সিজদা পর্যন্ত প্রতিটি নকল ও হরকতে দশবার এই তাসবীহ পড়া হবে। আর দ্বিতীয় সিজদার পর বিশ্রামের বৈঠক করা হবে। এতেও এই তাসবীহ দশবার পড়া হবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক র. থেকে বর্ণিত আছে। এতে বিশ্রামের বৈঠক নেই। এর পরিবর্তে কিয়ামে ২৫ তাসবীহর ১৫টি কিরাআতের পূর্বে, আর ১০টি কিরাআতের পর। এই দু'টি পদ্ধতি বিনা মাকরূহ জায়িয।

হানাফীদের মতে যদিও বিশ্রামের বৈঠক মুস্তাহাব নয়, কিন্তু সালাতুত্ তাসবীহে বিনা মাকরূহ জায়িয।

بَابُ رَكْعَتَيِ الْمَغْرِبِ أَيْنَ تُصَلِّيَانِ ـ

অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের দু'রাক'আত (সুন্নত) কোথায় পড়া হবে?

٢ـ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجَرْجَرَائِيُّ نَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اَبِى الْمُغِيْرَةِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ حَتّٰى يَتَفَرَّقَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ نَصْرٌ الْمُجَدَّرُ عَنْ يَعْقُوبَ الْقَمِى وَاَسْنَدَهُ مِثْلَهُ ـ

فَقَالَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدَّثَنَاهُ اى هٰذَا الْحَدِيْثَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى ابْنِ الطَّبَّاعِ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ الْمُجَدَّرُ عَنْ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ اى مِثْلَ حَدِيْثِ طَلْقِ بْنِ غَنَّامٍ مُسْنَدًا ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ اَوْضِحْ مَا قَالَ الإِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رح ـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ২। হোসাইন ইবনে আব্দুর রহমান র. ....হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের ফরয নামায আদায়ের পর দু' রাক'আত সুন্নাত নামাযের কিরাআত এত দীর্ঘ করতেন যে, মসজিদে আগত লোকেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে যেত।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ نَصْرُ الْمُجَدَّرُ عَنْ يَعْقُوبَ الْقَمِى وَاَسْنَدَهُ اى هٰذَا الْحَدِيْثَ مِثْلَهُ اى مِثْلَ مَاتَقَدَّمَ مِنَ الْحَدِيْثِ الَّذِىْ ذَكَرَهُ تَعْلِيْقًا ـ

এরপর এটিকে মুসনাদ আকারে বর্ণনা করেছেন-

فَقَالَ قَالَ اَبُو داود وحدثناه اى هذا الحديث محمد بن عيسى ابن الطباع قال حدثنا نَصرُ المُجَدَّرُ عَنْ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ اى مِثْلَ حَدِيثِ طَلْقِ بْنِ غَنَّامٍ مُسْنَدًا ۔

٣۔ حَدَّثَنَا احمدُ بنُ يُونُس وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ العَتَكِيُّ قَالَا نَا يَعْقُوبُ عَنْ جعفرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ مُرْسَلً ۔

قَالَ اَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ حُمَيدٍ يَقُولُ سَمِعتُ يَعقُوبَ يَقولُ كُلُّ شَيْئٍ حَدَّثْتُكُم عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَهُوَ مُسْنَدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ۔

হাদীস ঃ ৩। আহমদ ইবনে ইউনুস র. .... হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর র. হতে এই সনদে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি- قَالَ اَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ حُمَيدٍ الخ

অর্থাৎ, এ হাদীসটি মুরসাল তবে এটি মুসনাদও আছে- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

بَابٌ فِي صَلٰوةِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাতের নামায (তাহাজ্জুদ)

١٩۔ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ اَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ الوِتْرِ يَقْرَأُ فِيهِمَا فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ۔

قَالَ اَبُو دَاوُدَ رَوٰى هٰذَيْنِ الحَدِيثَيْنِ خَالِدُ بْنُ عَبدِ اللّٰهِ الوَاسِطِيُّ مِثْلَهُ قَالَ فِيهِ قَالَ عَلْقَمَةُ بنُ وَقَّاصٍ يَا اُمَّتَاهُ! كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ؟ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ۔

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ۔ اَوْضِحْ مَا قَالَ اَبُو دَاوُدَ رح ۔

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ۔

হাদীস ঃ ১৯। মূসা ইবনে ইসমাঈল র. .... হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবম রাক'আতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর সমাপ্ত করতেন। অতঃপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

তাঁর পরিণত বয়সে সপ্তম রাক'আতের সময় বিত্‌র শেষ করতেন এবং পরে বসে দু'রাক'আত নামায আদায় করতেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'রাক'আতে রুকূর ইচ্ছায় দাঁড়াতেন এবং রুকূ অতঃপর সিজ্‌দা আদায় করতেন। –মুসলিম

٢- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُصَيْنٍ نَحْوَهُ قَالَ وَأَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا .

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ قَالَ أَبُوْ خَالِدِ الدَّالَانِيُّ عَنْ حَبِيْبٍ فِيْ هٰذَا وَكَذٰلِكَ قَالَ فِيْ هٰذَا قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْ رِشْدِيْنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض .

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيْثَ سَنَدًا وَمَتَنًا ثم تَرْجِمْ . شَرِّحْ مَا قَالَ الإِمَامُ أَبُوْ دَاوُدَ رح

اَلْجَوَابُ بِسْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

হাদীস ঃ ২। ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন বাকিয়্যা র. .... হোসাইন হতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন – (হে আল্লাহ্!) আমার অস্তিত্বে নূর দান কর।

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَالِكَ قَالَ أَبُوْ خَالدِ الدَّالَانِيُّ عَنْ حَبِيْبٍ فِيْ هٰذَا .

এর পূর্বেকার হাদীস সনদ পরিবর্তনের আগে পরে দু'টি সূত্রে হোসাইন থেকে বর্ণনাকারী হুশাইম ও মুহাম্মদ ইবনে ফুযাইল। এই হাদীসে আবু খালিদ–হুসাইন–হাবীব সূত্রে যেরূপ বর্ণনা করেছেন, অনুরূপ শব্দে আবু খালিদ দালানীও হাবীব থেকে বর্ণনা করেছেন।

আবু দাউদ র. এর উদ্দেশ্য, এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে أَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا বা أَعْطِنِيْ نُوْرًا শব্দের ইখতিলাফের বিবরণ দান। কারণ, ইবনে ফুযাইল থেকে মুসলিম যে বিবরণ দিয়েছেন সেটি হুবহু আবু দাউদের রেওয়ায়াতের মত। অর্থাৎ, اَللّٰهُمَّ أَعْطِنِيْ نُوْرًا কিন্তু আবু দাউদের ইতোপূর্বেকার রেওয়ায়াত তথা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ও উসমান ইবনে আবু শায়বার রেওয়ায়াতে আছে– اَللّٰهُمَّ أَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا অতঃপর, ওয়াহাব ইবনে বাকিয়্যার সনদ– খালিদ– হুসাইন পূর্বোক্ত এই রেওয়ায়াতটির শক্তি যোগায়। অতঃপর, সালামা ইবনে কুহাইল– আবু রিশদীন সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াত দ্বারা পুনরায় এর শক্তি যোগানোর দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

بَابُ مَنْ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে সকালের পর সিজদার (আয়াত) তিলাওয়াত করে

١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ نَا أَبُوْ بَحْرٍ نَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ نَا أَبُوْ تَمِيْمَةَ الْهُجَيْمِيُّ قَالَ لَمَّا بَعَثْنَا الرَّكْبَ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِيْ إِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ كُنْتُ أَقُصُّ بَعْدَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَأَسْجُدُ فِيْهَا فَنَهَانِيْ ابْنُ عُمَرَ رض فَلَمْ أَنْتَهِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ إِنِّيْ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رض فَلَمْ يَسْجُدُوْا حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . اَوْضِحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رح .

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস ঃ ১। আবদুল্লাহ ইবনুস সাব্বাহ র. .... আবু তামীমা হুজাইমী সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আমরা কাফেলার সাথে মদীনায় আসি তখন আমি ফজরের নামাযের পর লোকদেরকে ওয়াজ নসীহত করতাম। এই সময় সিজ্‌দার আয়াত তিলাওয়াত করলে আমি সিজ্‌দা আদায় করতাম। ইবনে উমর রা. আমাকে এরূপ করতে তিনবার নিষেধ করেন। আমি তাঁর কথায় কর্ণপাত না করায় তিনি পুনরায় আমাকে নিষেধ করে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রা. উমর রা. ও উসমান রা.-এর পিছনে নামায পড়েছি। কিন্তু তাঁরা সূর্যোদয়ের পূর্বে সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত আদায় করতেন না।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِى الْمَدِيْنَةَ . ঃ অর্থাৎ, بَعَثْنَا শব্দ দ্বারা আবু তামীমার উদ্দেশ্য মদীনা মুনাওয়ারার দিকে প্রেরণ।

كُنْتُ اَقُصُّ ঃ অর্থাৎ, আমি লোকজনকে ওয়াজ করতাম ফজরের নামাযের পর এবং তাতে সিজদার আয়াতও তিলাওয়াত করতাম, সে সিজদা আদায় করতাম সূর্যোদয়ের পূর্বে। ফলে ইবনে উমর রা. আমাকে তিনবার নিষেধ করেছেন। কিন্তু আমি বিরত হইনি। আমি তাই করে যাচ্ছিলাম। অতঃপর, দ্বিতীয়বার বললেন এবং এ কথাও বললেন—

صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رضـ فَلَمْ يَسْجُدُوْا حَتّٰى يَطْلُعَ الشَّمْسُ .

যদি এটি মারফূ আকারে প্রমাণিতও হয়, তবু আমরা বলব, সূর্যোদয় পর্যন্ত সিজদা বিলম্বিত করার ইখতিয়ার আছে, যাতে মাকরূহ ওয়াক্ত পেরিয়ে যায়।

আর যদি এটি মারফূ না হয়, তবে হতে পারে ইবনে উমর রা. নফল নামাযের উপর কিয়াস করে থাকবেন। কারণ, যেহেতু নফল নামায নাজায়েয সেহেতু সিজদায়ে তিলাওয়াত করাও নাজায়েয। অন্যথায় আতা, সালিম, ইকরামা এবং কাসিম র. প্রমুখ থেকে ফজর ও আসরের পর সিজদার অবকাশ প্রমাণিত আছে। হযরত কা'ব ইবনে মালিক রা.-কে তওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ যখন দেয়া হয়, তখন তিনি আসরের পর সিজদায়ে শুকর আদায় করেন। এ ঘটনাটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে সাহাবায়ে কিরামের মজলিসে সংঘটিত হয়েছে।

হানাফীগণও বলেন, ফজরের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করা জায়েয।

○ এ হাদীসের উত্তর হল, এটি দুর্বল। হাদীস বর্ণনাকারী আবু বাহ্‌র দুর্বল।

تَفْرِيعُ اَبْوَابِ الْوِتْرِ

অধ্যায় ঃ বিত্‌র ও এর শাখা-প্রশাখার বিবরণ

بَابُ اِسْتِحْبَابِ الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিত্‌র মুস্তাহাব

٢۔ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا اَبُو حَفْصِ الْاَبَارِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رضـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ زَادَ قَالَ اَعْرَابِيٌّ مَا تَقُولُ قَالَ لَيْسَ لَكَ وَلَا لِاَصْحَابِكَ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ شَرِّحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُو دَاوُدَ رحـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ـ

হাদীস ঃ ২। উসমান ইবনে আবু শায়বা র. ..... হযরত আবদুল্লাহ রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতটুকু বেশী আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ রা. এ হাদীস বর্ণনা করলে এক বেদুইন বলে, আপনি কি বলেছেন? জবাবে হযরত আবদুল্লাহ রা. বলেন, এটা তোমার ও তোমার সাথীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। –ইবনে মাজাহ

زَادَ ঃ আবু দাউদের উস্তাদ ইবরাহীম ইবনে মুসা এ উক্তিটি অতিরিক্ত করেছেন। অর্থাৎ, فَقَالَ اَعْرَابِىٌّ مَاتَقُوْلُ অর্থাৎ, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. যখন হাদীস বর্ণনা করেন, তখন এক বেদুঈন বলেছেন, আপনি কি বলেন? ইবনে মাজাহর রেওয়ায়াতে আছে– مَا يَقُوْلُ অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলতেন? তখন ইবনে মাসউদ রা. বললেন– لَيْسَ لَكَ وَلِاَصْحَابِكَ অর্থাৎ, এ হুকুম তোমার এবং তোমার সাথীদের জন্য নয়।

ইবনে মাজাহর টীকায় আছে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর এ উত্তরের অর্থ হল, বেদুঈনরা এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, অধিকাংশ বেদুঈন কুরআন সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে থাকে। যেন ইবনে মাসউদ রা. এর মতে বিত্‌রের হুকুম আহলে কুরআনের জন্য। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে যেই কুরআনের প্রতি ঈমান রাখে, তাদের সবার প্রতি এ হুকুম ব্যাপক।

٣- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ الْمَعْنٰى قَالَا نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَاشِدِ الزَّوْفِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُرَّةَ الزَّوْفِىِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ قَالَ اَبُو الْوَلِيْدِ الْعَدَوِىُّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ اَمَدَّكُمْ بِالصَّلٰوةِ هِىَ خَيْرٌلَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِىَ الْوِتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ اِلٰى طُلُوْعِ الْفَجْرِ -

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيْثَ سَنَدًا وَمَتَنًا ثم تَرْجِمْ - اَلْوَتْرُ سُنَّةٌ او وَاجِبٌ؟ بَيِّنْ مُدَلِّلاً مُرَجِّحًا مَعَ الْجَوَابِ عَنْ اِسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِيْنَ - اَوْضِحْ مَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رح -

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ -

হাদীস ঃ ৩। আবুল ওয়ালীদ তায়ালিসী র. ...... হযরত খারিজা ইবনে হুযাফা আদাবী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে ইরশাদ করলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য লাল ঘোড়ার চাইতেও উত্তম একটি নামায নির্ধারিত করেছেন এবং এটাই হল বিত্‌র। এই নামাযের আদায়কাল হল, ইশার নামাযের পর হতে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত। –তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُو الْوَلِيْدِ الْعَدَوِىُّ -

অর্থাৎ, আবু দাউদের উস্তাদ আবুল ওয়ালীদ খারিজা ইবনে হুযাফার পর اَلْعَدَوِىّ শব্দ বাড়িয়েছেন। যেটি খারিজার সিফত। ইমাম আবু দাউদ র.-এর দ্বিতীয় উস্তাদ এ শব্দটি উল্লেখ করেননি।

বিতর নামায ওয়াজিব না সুন্নত

বিতর নামায সংক্রান্ত এই মতানৈক্য প্রসিদ্ধ যে, এটি ইমামত্রয়ের নিকট ওয়াজিব নয়, শুধু সুন্নত। অথচ ইমাম আবূ হানীফা র. এটিকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেন।

হানাফীদের প্রমাণাদি

১. সুনানে আবূ দাউদের একটি প্রসিদ্ধ রেওয়ায়াত–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا ، اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا ، اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا -

'বুরায়দা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ইরশাদ করতে শুনেছি, বিতর হক– ওয়াজিব, কেউ যদি বিতর না পড়ে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। বিতর হক, কেউ যদি বিতর না পড়ে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। বিতর হক, কেউ যদি বিতর না পড়ে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।' – আবু দাউদ ঃ ১/২০১

✪ এর উপর প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, এর রাবী আবুল মুনীর উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-আতাকী দুর্বল।

✪ এর উত্তর হল, ইমাম বুখারী র. প্রমুখ যদিও তাকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন, কিন্তু ইমাম ইবনে মাঈন র. তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেন। ইমাম আবূ হাতিম র. তাকে 'সালিহুল হাদীস' সাব্যস্ত করেছেন এবং ইমাম বুখারী র. এর ব্যাপারে আপত্তি করেছেন যে, তিনি তাঁকে কিভাবে দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ইমাম ইবনে আদী র. তার সম্পর্কে বলেন, 'আমার মতে তাঁর মধ্যে কোন অসুবিধা নেই।' মোটকথা, সমালোচকদের তুলনায় তাঁকে যারা নির্ভরযোগ্য বলেছেন, তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। অতএব, হাদীসটি গ্রহণযোগ্য। সম্ভবতঃ এ কারণেই ইমাম আবূ দাউদ র. এর উপর নীরবতা অবলম্বন করেছেন। যেটি তাঁর মতে হাদীস সহীহ বা হাসান হওয়ার প্রমাণ। ইমাম হাকিম র.ও এটাকে বুখারী মুসলিমের শর্তে উন্নীত সহীহ সাব্যস্ত করেছেন।

✪ দ্বিতীয় প্রশ্ন এই করা হয় যে, اَلْوِتْرُ حَقٌّ বলার ফলে ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় না। কারণ, হক শব্দের অর্থ হল প্রমাণিত। এর উত্তর হল, حَقٌّ শব্দটি ওয়াজিবের অর্থে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। এখানে সে অর্থই উদ্দেশ্য। এজন্য হযরত আবূ আইউব রা. এর মারফূ' হাদীসে এটি নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে–

اَلْوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ ۔

২. হানাফীদের দ্বিতীয় প্রমাণ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. এর রেওয়ায়াত।

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهٖ أَوْ نَسِيَهٗ فَلْيُصَلِّهٖ إِذَا اَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ ۔

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে বিতর না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে অথবা তা ভুলে যায়, সে যেন, সকাল হলে অথবা যখন স্মরণ হয় তখন তা পড়ে নেয়।' –দারাকুতনী : ২/২২

এতে বিতর নামায কাযা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর কাযার নির্দেশ হয় ওয়াজিবগুলোতে, সুন্নতে নয়।

৩. তিরমিযীতে (১/৮৫) হযরত খারিজা ইবনে হুযাফা রা. এর হাদীস এসেছে। তিনি বলেন–

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ اَمَدَّكُمْ بِصَلٰوةٍ هِىَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ الْوِتْرُ جَعَلَهُ اللّٰهُ لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ اِلٰى اَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ ۔

এতে امد শব্দটির অর্থ সংযুক্ত করা ও সাহায্য পৌঁছানো। এর সম্বন্ধ করা হয়েছে আল্লাহ তা'আলার দিকে। এটি যদি শুধু সুন্নত হত তাহলে এটিকে আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করার পরিবর্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত ইরশাদে রয়েছে–

كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهٗ أى شَهْرَ رَمَضَانَ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهٗ ۔

'আল্লাহ তা'আলা (রমযান মাসে) তোমাদের উপর রোযা ফরয করেছেন। আর আমি তোমাদের জন্য সুন্নত করেছি তারাবীহ।' –ইবনে মাজাহ : ১/৯৪

অতএব, اِنَّ اللّٰهَ اَمَدَّكُمْ এ আল্লাহ তা'আলার দিকে সংযুক্ত করার সম্বন্ধ বিত্‌র ওয়াজিব হওয়া বুঝায়।

৪. হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে বলা হয়েছে– فَاَوْتِرُوْا يَا اَهْلَ الْقُرْاٰنِ! এটি নির্দেশসূচক শব্দ। যেটি ওয়াজিব প্রমাণ করে। –মাআরিফুস সুনান : ৪/১৮০, আবূ দাউদ : ১/২০০, ২০১

৫. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিত্‌র তরক করা ব্যতীত সর্বদা এটি আদায় করেছেন এবং এর তরককারীর প্রতি প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে বলেছেন, 'যে বিত্‌র পড়বে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।' –সুনানে আবূ দাউদ : ১/২০১

সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রমাণাদি

১. প্রথম প্রমাণ তিরমিযীতে বর্ণিত হযরত আলী রা. এর বাণী–

اَلْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلَاتِكُمُ الْمَكْتُوْبَةِ وَلٰكِنْ سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ۔ ترمذى : باب ماجاء ان الوتر ليس بحتم ۔

○ হানাফীগণ এর উত্তরে বলেন, এখানে ওয়াজিব নয় বরং ফরযিয়তকে অস্বীকার করা হয়েছে। كَصَلَاتِكُمُ الْمَكْتُوبَةِ-এর প্রমাণ। এজন্য আমরাও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ন্যায় এর ফরযিয়তের প্রবক্তা নই। এর অস্বীকারকারীকে কাফির বলি না।

২. তাঁদের দ্বিতীয় প্রমাণ সেসব রেওয়ায়াত যেগুলোতে নামাযের সংখ্যা পাঁচ বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের বক্তব্য হল যদি বিতর ওয়াজিব হত তাহলে নামাযের সংখ্যা হয়ে যেত ছয়। -দ্রষ্টব্য সুনানে নাসাঈ ঃ ১/৮০

○ এর উত্তর হল, প্রথমতঃ তো বিতর ইশার অধীনস্থ বলে এটাকে স্বতন্ত্র গণ্য করা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ পাঁচ সংখ্যা হল, ফরয নামাযের। বিতর তো ফরয নয়, বরং ওয়াজিব।

৩. ইমামত্রয়ের তৃতীয় প্রমাণ হযরত উবাদা ইবনে সামিত রা. এর আছর। তার নিকট আলোচনা করা হয়েছে যে, অমুক ব্যক্তি বিতরকে ওয়াজিব বলেন, তখন তিনি তার ভুল ধরিয়ে দিতে গিয়ে বলেন, 'সে মিথ্যা বলেছে।'

এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ র. বর্ণনা করেছেন। -আবূ দাউদ ঃ ১/২০১

○ এর উত্তরও এটাই যে, তিনি ফরযিয়তকে অস্বীকার করেছেন, ওয়াজিবকে নয়।

বাস্তবতা হল, এই ইখতিলাফ কার্যত শুধু শব্দগত মতপার্থক্যের পর্যায়ের। এর উদ্দেশ্য হল, ইমামত্রয়ের মতে সুন্নত এবং ফরযের মাঝে আদিষ্ট বিষয়ের অন্য কোন স্তর নেই। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা র. এর মতে এ দুটির মাঝে ওয়াজিবের একটি স্তর রয়েছে। এজন্য ইমামত্রয়ও বিতরকে সবচেয়ে তাকীদপূর্ণ সুন্নত মনে করেন। আর হানাফীগণও এর ফরযিয়তের প্রবক্তা নন। ফলে এর অস্বীকারকারীকে তাঁরা কাফির বলার প্রবক্তা নন। যেন এ ব্যাপারে উভয় পক্ষ একমত যে, বিতরের স্তর সাধারণ সুন্নতে মুয়াক্কাদার উর্ধ্বে ফরযের নীচে। যেহেতু ইমামত্রয়ের মতে ফরয এবং সুন্নতের মাঝে মধ্যবর্তী কোন স্তর ছিল না, সেহেতু তাঁরা এর জন্য সুন্নত শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর ইমাম আবূ হানীফা র.-এর মতে যেহেতু মাঝখানে ওয়াজিবের স্তর রয়েছে, এ কারণে তিনি এটাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন। অতএব, উভয়ের মাঝে যেন কোন পার্থক্য নেই।

অবশ্য কোন কোন শাখাগত মাসআলায় এই মতানৈক্যের প্রভাব প্রকাশিত হয়। যেমন, বাহনের উপর বিতর নামায পড়ার মাসআলা।

بَابُ الْقُنُوتِ فِى الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিতরের কুনূত

٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا أَبُو إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِى آخِرِهِ قَالَ هٰذَا يَقُولُ فِى الْوِتْرِ فِى الْقُنُوتِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَقُولُهُنَّ فِى الْوِتْرِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْحَوْرَاءِ رَبِيعَةُ بْنُ شَيْبَانَ .

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثم تَرْجِمْ . شَرِّحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رحـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস ঃ ২। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ র. .... আবূ ইসহাক র. উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ সনদ ও অর্থে বর্ণনা করেছেন। এতে أَقُولُهُنَّ فِى الْوِتْرِ বাক্য বর্ণনাকারী বলেছেন। তবে এই বর্ণনায় " أَقُولُهُنَّ فِى الْوِتْرِ -তথা আমি তা বিতিরের নামাযে পড়ি" কথাটুকুর উল্লেখ নেই।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ অর্থাৎ, আবদুল্লাহ বা যুহাইর বলেছেন।

فِىْ اٰخِرِهٖ অর্থাৎ, হাদীসের শেষে কুনুত শেষ হওয়ার পর قَالَ অর্থাৎ, যুহাইর অথবা হাদীসের বর্ণনাকারী আবুল হাওরা বলেছেন– هٰذَا অর্থাৎ, দো'আয়ে কুনুত يَقُوْلُ ঃ অর্থাৎ, হাসান ইবনে আলী বলতেন–

فِى الْوِتْرِفِى الْقُنُوْتِ وَلَمْ يَذْكُرْ اَقُوْلُهُنَّ فِى الْوِتْرِ ـ

আবু দাউদ র. এর উদ্দেশ্য, আবু ইসহাকের দুই শিষ্য আবুল আহওয়াস এবং যুহাইরের পার্থক্যের বিবরণ দান। কারণ, আবুল আহওয়াস এ হাদীসটি আবু ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন। اَقُوْلُهُنَّ فِى الْوِتْرِ এ উক্তিকে হাসান ইবনে আলীর বাণী সাব্যস্ত করেছেন। যেমন প্রথম হাদীসের দিকে লক্ষ্য করলে জানা যাবে। যুহাইরও এ হাদীসটি আবু ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ উক্তিটিকে হাসান ইবনে আলীর উক্তি সাব্যস্ত করেননি। না এটিকে হাদীসের মাঝে উল্লেখ করেছেন, বরং হাদীসের শেষে উল্লেখ করেছেন যে, হাসান ইবনে আলী বিতরে এ দো'আর সাথে দো'আ করতেন এবং তিনি এটাকে আবুল হাওরার উক্তি সাব্যস্ত করতেন।

اَبُو الْحَوْرَاءِ رَبِيْعَةُ بْنُ شَيْبَانَ ـ

বাহ্যিক ইবারত দ্বারা ধারণা হয়, আবুল হাওরা لَمْ يَذْكُرْ এর ফায়েল। অথচ ব্যাপারটি অনুরূপ নয়, বরং لَمْ يَذْكُرْ এর যমীরে ফায়েল যুহাইরের দিকে ফিরেছে। اَبُو الْحَوْرَاءِ মুবতাদা। رَبِيْعَةُ بْنُ شَيْبَانَ খবর। এর দ্বারা উদ্দেশ্য আবুল হাওরার পরিচয় দান।

٣ـ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو الْفَزَارِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ اٰخِرِ وِتْرِهٖ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هِشَامٌ اَقْدَمُ شَيْخٍ لِحَمَّادٍ وَبَلَغَنِىْ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِيْنٍ اَنَّهُ قَالَ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَنَتَ يَعْنِىْ فِى الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ هٰذَا الْحَدِيْثَ اَيْضًا عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيْفَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رضـ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهٗ وَرُوِىَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَنَتَ فِى الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ رَوَاهُ يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَذْكُرِ الْقُنُوْتَ وَلَا ذَكَرَ اُبَيًّا وَكَذَالِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الْاَعْلٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ وَسِمَاعُهُ بِالْكُوْفَةِ مَعَ عِيْسَى بْنِ يُوْنُسَ وَلَمْ يَذْكُرُوا الْقُنُوْتَ وَقَدْ رَوَاهُ اَيْضًا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ وَشُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْقُنُوْتَ ـ

وَحَدِيْثُ زُبَيْدٍ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ الْاَعْمَشُ وَشُعْبَةُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ وَجَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ كُلُّهُمْ عَنْ زُبَيْدٍ لَمْ يَذْكُرْ اَحَدٌ مِنْهُمُ الْقُنُوْتَ اِلَّا مَا رُوِىَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ زُبَيْدٍ، فَاِنَّهُ قَالَ فِىْ حَدِيْثِهِ اِنَّهُ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ ـ حَدِيْثِهِ اَنَّهُ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَيْسَ هُوَ بِالْمَشْهُوْرِ مِنْ حَدِيْثِ حَفْصٍ نَخَافُ اَنْ يَكُوْنَ حَفْصٌ عَنْ غَيْرِ مِسْعَرٍ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَيُرْوٰى اَنَّ اُبَيًّا كَانَ يَقْنُتُ فِى النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّزْيِيْنِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ـ شَرِّحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رحـ

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ ـ

হাদীস ঃ ৩। মূসা ইবনে ইসমাঈল র. ...... হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিত্‌রের নামাযের শেষ রাক'আতে এরূপ দুআ করতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ ـ

হযরত উবাই ইবনে কাব রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিত্‌রের (শেষ রাক'আতে) রুকূতে যাবার পূর্বে দুআ কুনূত পাঠ করতেন।

হযরত উবাই ইবনে কাব রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হাফ্‌স ইবনে গিয়াস সূত্রে .... হযরত উবাই ইবনে কাব রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিত্‌রের নামাযে রুকূর পূর্বে দুআ কুনূত পাঠ করতেন.... –তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, এরূপ বর্ণিত আছে যে, হযরত উবাই রা. রমযানের শেষ পনের দিন দুআ কুনূত পাঠ করতেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهِشَامٌ اَقْدَمُ شَيْخٍ لِحَمَّادٍ وَبَلَغَنِىْ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِيْنٍ اَنَّهُ لَمْ يَرْوِعَنْهُ ـ اى عَنْ هِشَامٍ ـ

এতে বুঝা যায়, এ ব্যক্তির সত্তা অপরিচিত, অজ্ঞাত। কিন্তু উলামায়ে কিরাম যখন তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন, সেহেতু তিনি আর অজ্ঞাত থাকেননি।

قَالَ اَبُو دَاوُد رَوٰى عِيسَى بْنُ يُونُسَ -

এখান থেকে রুকুর পূর্বে কুনুতের বিবরণ রয়েছে। এ উক্তির পর ইমাম আবু দাউদ র. ঈসা ইবনে ইউনুসের দুই সনদে উবাই ইবনে কা'ব রা.এর হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। একটি এই قَالَ এর পরে, আরেকটি দ্বিতীয় قَالَ এর পরে عَنْ فِطْرِبْنِ خَلِيفَةَ عَنْ زُبَيدٍ বাক্যে। আরেকটি রেওয়ায়াত رُوِىَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ দ্বারা উবাই ইবনে কা'ব রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। এসবে রুকুর পূর্বে কুনুতের উল্লেখ রয়েছে।

অতঃপর তৃতীয় قال দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র. রুকুর পূর্বে কুনুত প্রমাণকারী হাদীসগুলোর উপর কালাম শুরু করেছেন। প্রথমত, ঈসা ইবনে ইউনুসের সনদে সাঈদ ইবনে আবু আরূবা– কাতাদা সম্পর্কে বলেন–

وَحَدِيثُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ -

لم يذكر القنوت ولا ذكر ابيا ঃ অর্থাৎ, ঈসা ইবনে ইউনুস– সাঈদ ইবনে আবু আরূবা– কাতাদা এর হাদীস এ দুটি বিষয়ে ইয়াযীদ ইবনে যুরাঈ–সাঈদ ইবনে আবু আরূবা সূত্রে বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী হয়ে গেল। কারণ, ১. ইয়াযীদ ইবনে যুরাঈ কুনুতের উল্লেখ করেননি। ঈসা ইবনে ইউনুস উল্লেখ করেছেন। ২. ইয়াযীদ ইবনে যুরাঈ উবাইয়ের উল্লেখ করেননি। ঈসা ইবনে ইউনুস উল্লেখ করেছেন। অতএব, হাদীসটি মুরসাল।

وَكَذَالِكَ اَىْ كَمَا رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيعٍ رَوَاهُ عَبْدُ الاَعْلٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ العَبْدِىُّ وَسِمَاعُهُ - اَىْ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ العَبْدِىُّ بِالكُوفَةِ مَعَ عِيسَى بْنِ يُونُسَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْقُنُوتَ -

তারা দুজনও ঈসা ইবনে ইউনুসের পরিপন্থী বিবরণ দিয়েছেন। তাঁরা দু'জন কুনুতের উল্লেখ করেননি। বরং ঈসা ইবনে ইউনুসই স্ববিরোধিতা করেছেন। যখন তাঁর সাথে আবদুল আলা ও মুহাম্মদ ইবনে বিশ্‌র আল আবদীও কুফায় শুনেছেন। অন্যথায় আবু দাউদ র. لَمْ يَذْكُرُوا বহুবচনের শব্দ কিভাবে ব্যবহার করলেন। অতএব, বহুবচনের এই যমীর তিনজনের দিকেই ফিরবে– ১. আবদুল আলা, ২. মুহাম্মদ ইবনে বিশ্‌র আল আবদী, ৩. তাদের সাথে শ্রবণকারী ঈসা ইবনে ইউনুস। ইয়াযীদের দিকে যমীর ফিরতে পারে না। কারণ, তার আলোচনা পূর্বে হয়েছে।

وَقَدْ رَوَاهُ اَيْضًا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِىُّ وَشُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ لَمْ يَذْكُرُوا الْقُنُوتَ -

অর্থাৎ, কাতাদা থেকে হিশাম দাসতাওয়াঈ এবং শো'বাও বর্ণনা করেছেন। তাঁরাও কুনুতের উল্লেখ করেননি।

আবু দাউদ র.-এর উক্তির নির্যাস হল, ঈসা ইবনে ইউনুসের শ্রেণীতে তাঁর পরিপন্থী বর্ণনা দাতা তিনজন–

১. ইয়াযীদ ইবনে যুরাঈ, ২. আবদুল আলা, ৩. মুহাম্মদ ইবনে বিশর আল আবদী। তাঁদের কেউ কুনুতের উল্লেখ করেননি। প্রথম ব্যক্তি উবাই এর উল্লেখ করেননি।

সাঈদ ইবনে আবু আরূবা– কাতাদার শ্রেণীতে এসেও ইখতিলাফ হয়ে গেছে। সাঈদ ইবনে আবু আরূবা– কাতাদা কুনুতের উল্লেখ করেন। কিন্তু হিশাম দাসতাওয়াঈ এবং শো'বা– কাতাদা তাঁর বিরোধিতা করছেন। কারণ, তাঁরা দু'জনও কুনুতের উল্লেখ করেননি।

○ কিন্তু এখানে আরেকটি ইখতিলাফ আছে। সেটি গ্রন্থকার বর্ণনা করেননি। সেটি হল কাতাদা ও সাঈদ ইবনে আবদুর রহমানের মাঝে ইয়াযীদ ইবনে যুরাঈ এর রেওয়ায়াতে আযরা নামক রাবী অতিরিক্ত আছে। সম্ভবতঃ কাতাদা মুদাল্লিস হওয়ার কারণে তাঁকে উল্লেখ করেননি। সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান থেকে তাদলীস করে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় রেওয়ায়াতে যেহেতু তাঁর উল্লেখ আছে, সেহেতু তাদলীস খতম হয়ে গেছে।

এটাও হতে পারে, তিনি প্রত্যক্ষভাবে আযরার কাছ থেকে শুনেছেন। অতএব, তাদলীস হবে না। এ হল ঈসা ইবনে ইউনুসের প্রথম হাদীস সংক্রান্ত আলোচনা।

অতঃপর ইমাম আবু দাউদ র. ঈসা ইবনে ইউনুসের দ্বিতীয় হাদীসের উপর কালাম আরম্ভ করেছেন। এ হাদীসটি ঈসা ইবনে ইউনুস কাতার ইবনে খলীফা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন–

وَحَدِيثُ زُبَيدٍ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ الاَعْمَشُ وَشُعْبَةُ وَعَبْدُ المَلِكِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ كُلُّهُمْ عَنْ زُبَيْدٍ لَمْ يَذْكُرْ اَحَدٌ مِنهُم القُنُوتَ اِلَّامَارُوِىَ عَنْ حَفصِ بنِ غِيَاثٍ عَن مِسْعَرٍ عَنْ زُبَيدٍ فَاِنَّهٗ قَالَ فِىْ حَدِيثِهٖ اِنَّهُ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ ـ

এখানে যুবাইদ থেকে বর্ণনাকারী চারজন–

১. সুলাইমান আ'মাশ, ২. শো'বা, ৩. আবদুল মালিক ইবনে আবু সুলাইমান, ৪. জারীর ইবনে হাযিম। তাঁরা সবাই কাতার ইবনে খলীফা– যুবাইদ এর খেলাফ বিবরণ দিচ্ছেন। কারণ, একজনও কুনুতের আলোচনা করেননি। শুধুমাত্র যুবাইদ থেকে বর্ণনাকারী মিসআরই কুনুতের উল্লেখ করেছেন। অতএব, এর দ্বারা যদিও কাতারের রেওয়ায়াতের মুতাবি' পাওয়া যায় না, কিন্তু সামনে যেয়ে ইমাম আবু দাউদ র. এর উপরও কালাম করেছেন। তিনি বলেন–

قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَلَيْسَ هُوَ اى رِوَايَةُ حَفْصٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ زُبَيدٍ بِالمَشْهُورِ مِنْ حَدِيثِ حَفْصٍ ـ نَخَافُ اى نَظُنُّ ـ

اَنْ يَكُونَ اى الحَدِيثُ عَنْ غَيْرِ مِسْعَرٍ ঃ এবার মুতাবা'আত দুর্বল হয়ে গেছে। যা কাতারের হাদীসের জন্য পাওয়া গিয়েছিল। ইমাম আবু দাউদ র.-এর এসব প্রশ্ন ইমাম বায়হাকী র.ও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এসবের উত্তর জাওহারে নাকী গ্রন্থকার দিয়েছেন। আল্লামা সাহারানপুরী র.ও বাযলুল মাজহুদে সেগুলো সবিস্তারে এনেছেন।

وَيُرْوَى ঃ পরে وَيُرْوَى দ্বারা উবাইয়ের অর্ধ রমযানের কুনুতের আমল বর্ণনা করেন। এর দুর্বলতার কারণে দুর্বল শব্দে (يُرْوَى بِكَلِمَةِ التَّمْرِيضِ) বর্ণনা করেছেন।

৫ـ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ نَا هُشَيْمٌ اَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيدٍ عَنِ الحَسَنِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ جَمَعَ النَّاسَ عَلٰى اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَانَ يُصَلِّى لَهُمْ عِشْرِيْنَ رَكعَةً وَلَا يَقْنُتُ بِهِمْ اِلَّا فِى النِّصْفِ البَاقِى فَاِذَا كَانَتِ العَشْرُ الاَوَاخِرُ تَخَلَّفَ فَصَلّٰى فِىْ بَيْتِهٖ فَكَانُوا يَقُولُونَ اَبَقَ اُبَىٌّ ـ

قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَهٰذَا يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الَّذِى ذُكِرَ فِى القُنُوتِ لَيْسَ بِشَىْءٍ وَهٰذَانِ الحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلٰى ضُعْفِ حَدِيثِ اُبَىِّ رضـ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَنَتَ فِى الوِتْرِ ـ

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْعِبَارَةَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ . مَا مَعْنَى الْقُنُوتِ؟ وَكَمْ قِسْمًا لَهُ؟ وَالْقُنُوتُ فِى الْوِتْرِ مَشْرُوْعٌ اَمْ لَا؟ اَلْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ اَوْ بَعْدَهُ؟ مَا هِىَ اَلْفَاظُ الْقُنُوتِ؟ اَوْضِحْ مَسَائِلَ الْقُنُوتِ النَّازِلَةِ، فِى اَيَّةِ صَلٰوةٍ تَكُوْنُ؟ وَفِى اَىِّ وَقْتٍ؟ اَوْضِحْ مُبَرْهِنًا .

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস ঃ ৫। শুজা ইবনে মাখলাদ র. ...... হাসান্ বসরী র. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রা. লোকদেরকে উবাই ইবনে কাবের পিছনে তারাবীর নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে সমবেত করেন। ঐ সময় হযরত উবাই রা. তাদের নিয়ে রমযানের প্রথম বিশ দিন নামায আদায় করতেন এবং এর মধ্যে শেষ দশ দিন বিত্‌রের নামাযে দুআ কুনূত পাঠ করতেন। রমযানের শেষ দশ দিন তিনি স্বীয় গৃহে একাকী নামায আদায় করতেন। লোকেরা বলাবলি করত যে, উবাই রা. পলায়ন করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, কুনূত সম্পর্কে যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে– এই হাদীস থেকে তার অনির্ভরযোগ্যতা প্রমাণিত হয়। বস্তুতঃ উবাই রা.-এর সূত্রে " اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَنَتَ فِى الْوِتْرِ অর্থাৎ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিত্‌র নামাযে কুনূত পড়তেন" বলে যা বর্ণিত হয়েছে উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ে তার দুর্বলতা প্রমাণিত হয়।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الَّذِىْ ذُكِرَ فِى الْقُنُوتِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَهٰذَانِ الْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلٰى ضُعْفِ حَدِيْثِ اُبَيٍّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَنَتَ فِى الْوِتْرِ .

ইমাম আবু দাউদ র. এ দু'টি হাদীসের কারণে উবাই ইবনে কা'ব রা.-এর পূর্বোক্ত হাদীসটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করেন। অথচ স্বয়ং এ দু'টি হাদীসই দুর্বল। কারণ, প্রথম সনদে অজ্ঞাত রাবী রয়েছেন। দ্বিতীয় সনদে ইনকিতা' বা বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। প্রথমে বলেন– عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِه আর দ্বিতীয়টিতে ইনকিতা'এর কারণ হাসান বসরী হযরত উমর রা.-এর সাথে সাক্ষাত লাভ করেননি। তাছাড়া, বুখারী মুসলিম আ'সিম আল আহওয়াল থেকে বর্ণনা করেছেন–

قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رض عَنِ الْقُنُوْتِ فَقَالَ قَدْ كَانَ الْقُنُوْتُ قُلْتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ اَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ قَبْلَهُ، قُلْتُ فَاِنَّ فُلَانًا اَخْبَرَنِىْ عَنْكَ اَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ كَذَبَ اِنَّمَا قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا اَرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ زُهَاءُ سَبْعِيْنَ رَجُلًا اِلٰى قَوْمٍ مُشْرِكِيْنَ دُوْنَ اُولٰئِكَ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُوْلِ ﷺ عَهْدٌ فَقَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلَيْهِمْ .

কুনূতের অর্থ ও এর বিভিন্ন প্রকার

কুনূত শব্দটির অনেক অর্থ আছে। কেউ কেউ এর দশের অধিক অর্থ বর্ণনা করেছেন। এখানে কুনূত দ্বারা বিশেষ যিকির ও দোয়া উদ্দেশ্য। কুনূত দু' প্রকার– ১. কুনূতে বিতর, ২. কুনূতে নাযিলা

কুনূতে বিতরে তিনটি মাসআলা রয়েছে বিতর্কিত।

প্রথম মাসআলা ঃ

বিতর নামাযে কুনুত পড়া বিধিবদ্ধ কিনা?

যদি বিধিবদ্ধ হয়, তবে সারা বছর নাকি শুধু রমযানে? এতে বিভিন্ন মত রয়েছে–

১. হানাফী ও হাম্বলীদের মতে, সারা বছর বিতরে কুনুত পড়া বিধিবদ্ধ।

২. ইমাম মালিক র. এর প্রসিদ্ধ রেওয়ায়াত অনুযায়ী শুধু রমযানে বিধিবদ্ধ।

৩. ইমাম শাফিঈ র. এর মতে, শুধু রমযানের শেষার্ধে এই কুনুত বিধিবদ্ধ।

দ্বিতীয় মাসআলা ঃ

কুনুত কি রুকুর আগে হবে না পরে?

১. ইমাম শাফিঈ ও আহমদ র. এর মতে বিতরের কুনুত হবে রুকুর পরে।

২. ইমাম আবু হানীফা ও মালিক র. এর মতে, বিতরের কুনুত হবে রুকুর পূর্বেই।

তৃতীয় মাসআলা ঃ

তৃতীয় মাসআলা হল, কুনুতের শব্দরাজি কি?

১. শাফিঈদের মতে, কুনুতে নাযিলার দোয়াই অর্থাৎ, اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ الخ কুনুতে বিতরে পড়া উত্তম। হাম্বলীদের মাযহাবেও তাই। তবে তাঁরা এর সাথে আউযুবিল্লাহও যুক্ত করেন।

২. হানাফীদের মতে, সূরায়ে হাফদ ও খুলা অর্থাৎ- اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ الخ কুনুত বিতরে পড়া উত্তম।

৩. ইমাম মালিক র.-এর পছন্দনীয় মাযহাব হল– উপরোক্ত দু'টি দোয়াই পড়বে। তার থেকে আরেকটি রেওয়ায়াত হল, সূরায়ে হাফদ ও খুলাই পড়বে।

এ পর্যন্ত ছিল কুনুতে বিতরের আলোচনা। এবার কুনুতে নাযিলার আলোচনা দেখুন।

কুনুতে নাযিলা সম্পর্কে আলোচনা ঃ

যদি মুসলমানদের উপর কোন ব্যাপক মুসিবত অবতীর্ণ হয়, তখন সর্বসম্মতিক্রমে ফজর নামাযে কুনুতে নাযিলা পড়া হয়। অবশ্য এই কুনুত রুকুর আগে হবে না পরে? এ বিষয়ে হানাফীদের কিতাবগুলোতে বিভিন্ন রকমের রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। তন্মধ্যে রুকুর পরে হওয়ার রেওয়ায়াতই প্রসিদ্ধ। রুকুর পরে হওয়াই ইমাম শাফিঈ, মালিক ও আহমদ র.-এর মাযহাব। যদিও ইমাম শাফিঈ, মালিক র. থেকে রুকুর আগে ও পরে ইখতিয়ারও বর্ণিত আছে।

মোটকথা, ব্যাপক মুসিবত আপতিত হলে ফজর নামায়ে কুনুতে নাযিলার বিধিবদ্ধতা সর্বসম্মত। এতে কারও কোন ইখতিলাফ নেই। অবশ্য ফজর ছাড়া অন্যান্য নামায সম্পর্কে মতানৈক্য আছে।

১. শুধু ইমাম শাফিঈ র.-এর মতে, ব্যাপক মুসিবত নাযিল হলে প্রতিটি নামাযে কুনুতে নাযিলা পড়বে। যদি ব্যাপক মুসিবত না হয়, তবেও শাফিঈ ও মালিকীদের মতে, ফজর নামাযে কুনুত বিধিবদ্ধ। শাফিঈদের মতে, রুকুর পর, মালিকীদের মতে, রুকুর পূর্বে।

কিন্তু হানাফী ও হাম্বলীদের মতে, ব্যাপক মুসিবত না হলে, ফজর নামাযে কুনুত সম্পূর্ণ বিধিবদ্ধ নয়। ইমাম তাহাভী র. بَابُ الْقُنُوْتِ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَغَيْرِهَا অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন। অর্থাৎ, ফজর নামায ও

অন্যান্য নামাযে কুনূত বিধিবদ্ধ কিনা? উপরের এই আলাচনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ফজর নামাযে কুনুতে নাযিলা পড়ার ব্যাপারে সবার ঐকমত্য রয়েছে। ফজর ছাড়া অন্যান্য নামাযেও কুনুতে নাযিলা পড়া শুধু ইমাম শাফিঈ র.-এর মত ।

ব্যাপক মুসিবত না হলে

শাফিঈ ও মালিকীদের মতে, ফজর নামাযে কুনূত বিধিবদ্ধ। অতএব, তাঁদের মতে, সারা বছর ফজর নামাযে কুনূত হবে। চাই মুসিবত ব্যাপক হোক বা না হোক।

এর পরিপন্থী হানাফী ও হাম্বলীগণ। ফজর নামায ছাড়া ব্যাপক মুসিবত না হলে কুনূত হবে না বলে ইমাম চতুষ্টয়ের মতে ঐকমত্য রয়েছে।

যৌক্তিক প্রমাণ

হযরত ইমাম তাহাভী র. কুনুতে ফজর সম্পর্কে সাতজন সাহাবীর আমল পেশ করেছেন। তাদের নাম নিম্নরূপ–

১. হযরত উমর ইবনে খাত্তাব, ২. আলী, ৩. ইবনে আব্বাস, ৪. ইবনে মাসউদ, ৫. আবুদ দারদা, ৬. ইবনে উমর এবং ৭. আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত তিন সাহাবীর মতে, যুদ্ধ-বিগ্রহ অবস্থায় ফজরে কুনূত পড়া প্রমাণিত আছে। শেষোক্ত চারজন সাহাবীর মতে যুদ্ধাবস্থা হোক বা না হোক, এ কুনুতে ফজর কোন অবস্থাতেই বিধিবদ্ধ নয়। অতএব, যুদ্ধ না থাকলে কুনুতে ফজর বিধিবদ্ধ নয় বলে এই সাতজন একমত। মতবিরোধ হল শুধু যুদ্ধাবস্থায়। ইমাম তাহাভী র. বলেন, যখন সাহাবায়ে কিরামের মাঝে মতানৈক্য হয়ে গেল যে, তিনজন সাহাবী কুনুতে ফজরের পক্ষে আর চারজন বিপক্ষে, অতএব, আমাদের যুক্তির আলোকে কাজ করতে হবে। যাতে আমরা এ দু'টি বিষয় থেকে বিশুদ্ধটি উৎসারণ করতে পারি।

অতএব, আমরা চিন্তা করে দেখলাম, যে সব সাহাবী থেকে যুদ্ধাবস্থায় কুনুতের রেওয়ায়াত পাওয়া যায়, সেটি হয়ত ফজর সম্পর্কে অথবা মাগরিব সম্পর্কে। অবশ্য হযরত আবু হোরায়রা রা. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই আমল বর্ণিত আছে– اِنَّهٗ كَانَ يَقْنُتُ فِىْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ

ইশা শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়–

১. মাগরিব নামায। একে বলে ইশা উলা। ২. ইশার নামায। এটিকে বলে ইশা আখিরা। অতএব, ইশা শব্দটি মুশতারাক তথা যৌথ অর্থবোধক হওয়ার কারণে এখানে উভয় অর্থের সম্ভাবনা আছে।

মোটকথা, কোন কোন রেওয়ায়াতে ফজরে কুনূত আবার কোনটিতে মাগরিবে কুনুতের কথা এসেছে। আর এক রেওয়ায়াতে ইশার নামাযে কুনুতেরও সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম জোহর ও আসরের নামাযে কুনূত না হওয়ার ব্যাপারে একমত। চাই যুদ্ধাবস্থায় হোক বা না হোক। যেহেতু জোহর ও আসরের কোন অবস্থাতেই সাহাবায়ে কিরামের সর্বসম্মতিক্রমে কুনূত নেই, আর ফজর, মাগরিব ও ইশাতে যুদ্ধাবস্থা না থাকলে কুনূত না হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে, সেহেতু জোহর ও আসরের ন্যায় অবশিষ্ট নামাযগুলোতে অর্থাৎ, ফজর, মাগরিব ও ইশাতেও যুদ্ধাবস্থা না থাকার সময়ের মত যুদ্ধাবস্থায়ও কুনূত না হওয়া যুক্তিযুক্ত।

কুনূতে বিতর সংক্রান্ত একটি প্রশ্নোত্তর

এখানে একটি প্রশ্ন হয়, কোন কোন রেওয়ায়াত ও প্রমাণাদি দ্বারা কুনূতের অপ্রামাণিকতা স্পষ্ট হয়ে যায়। তাহলে বিতরে কুনূত কোথা থেকে আসল।

❍ এই প্রশ্নের উত্তরের সারমর্ম হল কুনূত পড়ার দুটি কারণ– ১. যুদ্ধ, ২. নামায। এবার দেখতে হবে বিতরে কুনূতের কারণ কি? যদি যুদ্ধ হয় তবে তাতে মতবিরোধ হওয়ার কথা। আর যদি কারণটি যুদ্ধ না হয় বরং নামায হয় তবে সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয হওয়া উচিত। অতএব, আমরা দেখলাম বিতরে কুনূত পড়া অধিকাংশ ইসলামী আইনবিদ তথা হানাফী, হাম্বলী ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে পূর্ণ বছর বিধিবদ্ধ। আর কোন কোন ইসলামী আইনবিদ তথা শাফিঈদের মতে শুধু অর্ধ রমযানে বিধিবদ্ধ। তাছাড়া মালিকীদের মধ্য থেকে হযরত ইবনে নাফি' র.-এর মতেও অর্ধ রমযানে কুনূত বিধিবদ্ধ। অতএব, ইজমালীভাবে বিতরে কুনূত পাঠ সবার মতে বিধিবদ্ধ ও প্রমাণিত। আর বিতরের কুনূত নামাযের কারণে বিধিবদ্ধ। যুদ্ধের কারণে নয়। কারণ, উপরোক্ত কোন ইসলামী আইনবিদ কুনূত যুদ্ধ অবস্থা অথবা কোন বিশেষ অবস্থায় পড়া আর অন্য কোন অবস্থায় না পড়ার মত পোষণ করেন না। বরং সবার মতেই সর্বাবস্থায় বিতরে কুনূত বিধিবদ্ধ। এর উপরই আমল অব্যাহত। বস্তুতঃ ফজরের কুনূত যাঁদের মতে বিধিবদ্ধ সে বিধিবদ্ধতার কারণ যুদ্ধ। অতএব, ফজরের কুনূত অবিধিবদ্ধ হওয়ার কারণে বিতরের কুনূতে কোন প্রভাব পড়তে পারে না। যুক্তির দাবি তাই। এটাই আমাদের তিন আলিমের উক্তি।

একটি সন্দেহের অবসান ও হানাফীদের ফতওয়া

ইমাম তাহাভী র. যৌক্তিক প্রমাণ পেশ করার পর বলেছেন–

فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا اَنَّهُ لَايَنْبَغِى الْقُنُوتُ فِى الْفَجْرِ فِى حَالِ حَرْبٍ وَلَا غَيْرِهِ قِيَاسًا وَنَظْرًا عَلٰى مَاذَكَرْنَا مِنْ ذَالِكَ ـ وَهٰذَا قَوْلُ اَبِىْ حَنِيفَةَ وَاَبِىْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

যদ্বারা বুঝা যায়, ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ র. এর মতে, ব্যাপক মুবিসত হোক বা না হোক কোন অবস্থাতেই কুনুতে নাযিলা নেই। পূর্ববর্তীগণের অধিকাংশ মূলপাঠ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থেরও ইবারতও অনুরূপ। কিন্তু হানাফী ইমামগণ থেকে ব্যাপক ও কঠিন বিপদকালে কুনুতে ফজরের উক্তিও বিদ্যমান আছে। হানাফীদের মতে, ফতওয়া হল ব্যাপক বিপদ ও কঠিন বালা মুসিবতের সময় ফজর নামাযে কুনুতে নাযিলা পড়া হবে। ইমাম তাহাভী র. থেকেও অনেকেই এ কথাটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন–

لَايَقْنُتُ فِى الْفَجْرِ عِنْدَنَا مِنْ غَيْرِ بَلِيَّةٍ فَاِنْ وَقَعَتْ بَلِيَةٌ فَلَابَاْسَ الخ ـ (هٰكَذَا فِى الْاَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ نَقْلًا عَنِ السِّرَاجِ الوَهَّاجِ ـ وَكَذَا ذَكَرَ قَوْلَهُ فِى الْكَبِيْرِى شَرْحِ الْمُنِيَّةِ وَعَنْهُ الشَّامِى وَذَكَرَهُ الطَّحْطَاوِىُّ فِى حَاشِيَةِ الدُّرِّ وَالشَّرَنْبَلَالِىُّ فِى مَرَاقِى الْفَلَاحِ وَاَبُوالسُّعُودِ فِى فَتْحِ الْمَعِيْنِ وَالْبَرْجَنْدِىُّ فِى شَرْحِ مُخْتَصَرِ الوِقَايَةِ وَالشِبلىُّ فِى حَاشِيَةِ تَبْيِيْنِ الْحَقَائِقِ ـ)

কেউ কেউ ইমাম তাহাভী র. এর এ দু'টি উক্তির মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, সাধারণ যুদ্ধের ফলে কুনূত পড়া হবে না। বরং কঠিন বিপদের সময় কুনূত পড়া যেতে পারে–

(حَيْثُ قَالَ فِى اِعْلَاءِ السُّنَنِ وَوَفَّقَ شَيْخُنَا .... بِاَنَّ الْقُنُوتَ فِى الْفَجْرِ لَايُشْرَعُ لِمُطْلَقِ الْحَرْبِ عِنْدَنَا وَاِنَّمَا يُشْرَعُ لِبَلِيَّةٍ شَدِيدَةٍ تَبلغُ بِهَا القُلوبُ الْحَنَاجِرَ) ـ

বুখারী মুসলিমের যেসব রেওয়ায়াতে ইশা, মাগরিব ও জোহরে কুনুতে নাযিলা পড়ার প্রমাণ রয়েছে, সেগুলো সব রহিত। এজন্য হানাফীদের মতে, ফজরের নামায ছাড়া অন্যান্য নামাযে কুনুতে নাযিলা পড়া বিধিবদ্ধ নয়। আমাদের উচিত হানাফীদের ফতওয়ার উপর আমল করা। অর্থাৎ, ফজর ছাড়া অন্য কোন নামাযে কুনুতে নাযিলা পড়া উচিত নয়।

মোটকথা, কঠিন বিপদকালে ফজরের সময় কুনুতে নাযিলার বিধিবদ্ধতা রয়েছে। হানাফীদের মতেও এটার উপরই ফতওয়া। –শামী ঃ ২/১১, ঈযাহ ঃ ২/৭৭

অতএব, ইমাম তাহাভী কর্তৃক যুদ্ধাবস্থায় কুনূতে ফজরের অবিধিবদ্ধতা হানাফীদের প্রতি ব্যাপক আকারে সম্বন্ধযুক্ত করা প্রশ্ন সাপেক্ষ বিষয়। –বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বযলুল মাজহুদ ঃ ২/৩২৬, লামিউদ দিরারী ঃ ২/৫২, আওজাযুল মাসালিক ঃ ১/৩৯৮, ২/১২০, আমানিল আহবার ঃ ৪/১, ২০-২২। নববী ঃ ১/২৩৭, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ২/৫৬-৮১

بَابٌ فِى وَقْتِ الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিত্‌রের ওয়াক্ত

٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَيْسٍ قَالَ سَالْتُ عَائِشَةَ رض عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ رُبَّمَا اَوْتَرَ اَولَ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اَوْتَرَ مِنْ اٰخِرِهٖ، قُلْتُ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَتُهٗ اَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ ام يَجْهَرُ؟ قَالَتْ كُلَّ ذَالِكَ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اَسَرَّ وَرُبَّمَا جَهَرَ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّاَ فَنَامَ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ تَعْنِىْ فِى الْجَنَابَةِ۔

اَلسُّوَالُ : شَكِّلِ الْحَدِيْثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرجِمْ۔ شَرِّحْ مَا قَالَ الاِمَامُ اَبُوْ دَاوُدَ رح

اَلْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ۔

হাদীস ঃ ৩। কুতাইবা ইবনে সাঈদ র. .... আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামায সম্পর্কে হযরত আয়েশা রা.-কে জিজ্ঞেস করি। তখন জবাবে তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও রাত্রির প্রথমাংশে এবং কখনও শেষাংশে তা আদায় করতেন। আমি বলি, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কিরাআত আস্তে পড়তেন, না জোরে? তিনি বলেন, উভয় প্রকারেই– কখনো জোরে এবং কখনো আস্তে। নবীজী স. (গোসল ফরয হবার পর) কোন সময় গোসল করে এবং কোন সময় উযূ করে শুতেন। –মুসলিম তিরমিযী

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ تَعْنِىْ فِى الْجَنَابَةِ۔

সারকথা হল, ইমাম আবু দাউদ র.-এর উস্তাদ কুতাইবা ছাড়া অন্য কেউ হাদীসের শেষে تَعْنِىْ فِى الْجَنَابَةِ শব্দ অতিরিক্ত এনেছেন। অর্থাৎ, হযরত আয়েশা রা. গোসলের ক্ষেত্রে جَنَابَةٌ শব্দতো উল্লেখ করেননি, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ফরয গোসলই ছিল।

بَابُ كَيْفَ يَسْتَحِبُّ التَّرْتِيلُ فِى الْقِرَاءَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কিরা'আতে কিরূপ তারতীল মুস্তাহাব?

٦. حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ بِمَعْنَاهُ اَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى نُهَيْكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ وَقَالَ يَزِيدُ عَنِ ابنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَبِى سَعِيدٍ وَقَالَ قُتَيْبَةُ هُوَ فِى كِتَابِى عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَبِى سَعِيدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ .

اَلسُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِىَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . شَرِّحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ اَبُو دَاوُدَ رحـ

اَلْجَوَابُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস ঃ ৬। আবুল ওয়ালীদ, কুতাইবা ও ইয়াযীদ র. পূর্ববর্তী হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী কুতাইবা বলেন, আমার কিতাবে তা এরূপে সংরক্ষিত আছে– সাঈদ ইবনে আবু সাঈদ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে কুরআনকে স্পষ্টরূপে বিশুদ্ধভাবে মধুর সুরে তিলাওয়াত করে না।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ يَزِيدُ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ اَبِى سَعِيدٍ .

সারকথা, এই হাদীসে ইমাম আবু দাউদ র.-এর উস্তাদ তিনজন–

১. আবুল ওয়ালীদ, ২. কুতাইবা ইবনে সাঈদ, ৩. ইয়াযীদ ইবনে খালিদ। এ তিনজনের মধ্যে ইয়াযীদ ইবনে খালিদ উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকার নাম উল্লেখ করেননি। শুধু عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ বলে রেওয়ায়াত করেছেন। আর সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের স্থলে সাঈদ ইবনে আবু সাঈদ বলেছেন– এর পরিপন্থী অন্য দুই উস্তাদ উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকার নাম উল্লেখ করেছেন এবং সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসও বলেছেন। কিন্তু এ দু'জনের উস্তাদের মাঝে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের নামোল্লেখে মত পার্থক্য হয়ে গেছে। কুতাইবা স্বীয় গ্রন্থ থেকে সাঈদ ইবনে আবু সাঈদ আর স্মরণশক্তি থেকে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস বলেছেন। এ হল সূত্রগত পার্থক্য।